শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা - ১ - ৪১,
৪৩ - ৫০,
১৩৪০ - ১৩৪১

গৌড়ীয়

পরবিদ্যা এবং চতুর্ব্বর্গ-সাধিকা অপরবিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

দ্বাদশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪০ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪০)

—:০:—

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭

P 7/4/98

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

দ্বাদশবর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

[১ম—২৫শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ	১।১
শ্রীবলদেব-আবির্ভাব	১।৩
আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা	১।৪
প্রশ্নমালা (পৃষ্ঠ—প্র:	১।৮
সন্ন্যাসী-অতিথি	
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব	
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর)	১।১৮ ; ২।৩০ ; ৩।৪৪ ; ৪।১৯ ; ৭।১১১ ; ৮।১২৪ ; ১০।১৪৮ ; ১১।১১৩ ; ১২।১৯১ ; ১৩।২০৭ ; ১৪।২২৩ ; ১৮।২৮৭ ; ১৯।২৯৪ ; ২০।৩২০ ; ২৪।৩৪৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (ঐ বিজ্ঞাপন)	১।১৮ ; ২।৩০
শ্রীমেঘনাদ-বধ ও অসুর-বধ	
যা কোথায় ?	
বৈষ্ণবসাহিত্যে 'বিরহ'-তত্ত্ব (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে ৮ই আষাঢ়, ১৩৪০ ; ২১শে জুন, ১৯৩৩ তারিখে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা)	১।২১ ; ৩।৩৮ ; ১।১৯০ ; ১২।১৮১ ; ১৪।২১৪ ; ১৭।২৬২ ; ১৮।২৭৯
লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ (১৩ জুলাই হ্যাম্পটন কোর্ট রাজপ্রাসাদে সরকারী অভ্যর্থনা, ১৪ জুলাই গ্লাস্‌বেথ প্রাসাদে আর্চবিশপ অব্ ক্যাণ্টারবারির সহিত সাক্ষাৎ ; ১৫ জুলাই আর্চবিশপ মহোদয়ের চ্যাপলেন মিঃ এলেন্ সি, জন্ মহাশয়ের পত্র ; ১৫ জুলাই শনিবার শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ ও বন মহারাজের মিল হাইনেস্ ডচ্ছির মহারাজার সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ, উক্ত মহারাজের ২৪জুলাই তারিখে লণ্ডন-মঠে নিমন্ত্রণ গ্রহণ, ঐ দিবস মিঃ নেহরু ও মিঃ বেল্‌হামের লণ্ডনমঠে আতিথ্য-গ্রহণ-প্রস্তাব ; ২২জুলাই অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী এম-এ, বি-এল মহাশয়কে লণ্ডন-মঠে আহ্বান ; ১৭জুলাই হাইকমিশনার কর ইণ্ডিয়ার পত্র ; ১৭জুলাই বেলা ২৪০ টায় আন্তর্জ্জাতিক ক্লিউ ৫ট্ ষ্ট্যালায়েন্স কর্ত্তৃক আহূত সভায় বন মহারাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা ; ১৮ জুলাই বেলা ১০টায় ২৪ রাট্‌ল্যাণ্ড্ গেট্ এস্ ডব্লিউ ৭নং ভবনে কাইকাউণ্ট গসেনের সহিত সাক্ষাৎ, ইনি লর্ড মেয়রের সহিত স্বামীজীকে পরিচিত করান ; ঐ দিবস ফ্রেমার্কেট ক্যাক্‌স্টন হোটেলে বেলা ৫টায় কর্ণেল ডাঃ সুরাবর্দ্দির অভ্যর্থনা-সভা ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে বন মহারাজের নিমন্ত্রণ ; ১৯জুলাই বাঙ্গালার অ্যাড্‌ভোকেট জেনারল্ ডর এন্ এন্ সরকার ও লেডি সরকারের সহিত বাকিংহাম গেটে সেণ্ট্ জেম্‌স্‌কোর্টে ২৬০ নং ফ্লাটে বন মহারাজের সাক্ষাৎকার ; ২০জুলাই বেলা ৫টায় বরোয়ার গাইকোয়াডের অভ্যর্থনায় লর্ড ল্যামিংটন্ ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বরকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বন মহারাজের পার্কলেনস্থ প্রস্‌ভেনর্ হোসে গমন ও বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গ সহ পরিচয় এবং ঐ দিবস বেলা ৫টায় লর্ড বিশপ্ ও লেডীহেণ্ড প্যালেস্ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ)	১।১

প্রচার-বার্তা (বানরহাট, চাকা:—"সাম্প্রদায়িকতা ও সহযত্ন" সম্বন্ধে বক্তৃতা, মন্তব্যসহ)

মহাপ্রভুর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?

মুক্তি-সন্ধেশ (নকশার)

সাহিত্য-সমালোচনা (মিঃ ক্রেঙ্গাসের 'Literary History of India' গ্রন্থে "Life and Precepts of Mahaprabhu" প্রবন্ধের কথা; 'India House Library'তে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' ও 'ব্রহ্মসংহিতা'; মাসিক বসুমতীর ১৩৪০-আষাঢ়-সংখ্যায় শ্রীসতীশ বসুর 'শ্রীবিষ্ণুস্বামী'-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-মন্তব্য; ১৩৪০-শ্রাবণসংখ্যার 'উদয়ন' পত্রে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে প্রান্তিপূর্ণ উক্তি; ২৭ জুলাই ১৯৩৩ সংখ্যা 'হিন্দু' পত্রে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের তারবার্তাপ্রেরণ এবং জার্মানীর Dr G. E. Newmann এর জার্মানীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারার্থ বন মহারাজকে আহ্বান-সংবাদ; ১৩৪০।১৭ শ্রাবণসংখ্যার 'বঙ্গবাণী' ও ১৩৪০।১৮ শ্রাবণ-সংখ্যার স্বায়ত্তশাসন পত্রে য়ুরোপের প্রচার-বার্তা)

উৎসব-প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব; ৭ শ্রাবণ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ; ৮ই জুলাই শকুন্তলা অন্তরদিন ব্যবস্থাবিকারী; ১০ই পুরীর এজারমঠের মহান্ত ও শিবপুজা-প্রসঙ্গ; ১১ই টি, সি, বসু বাহাদুর আই এস্ ও রেজিষ্ট্রার সেন্সল পুলিস্; ২০শে তারতী মহারাজের "বলদেব-তত্ত্ব" বিষয়ক বক্তৃতা; ২৭শে শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদকের "মানবের পরমধর্ম" বিষয়ক বক্তৃতা ও শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ, ২৮শে জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস; ২৯শে নন্দোৎসব এবং শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক ও তারতী মহারাজের 'নন্দনন্দন' সম্বন্ধে বক্তৃতা; নদীয়া-প্রকাশের বিশেষ সংখ্যার প্রবন্ধ-পরিচয়;

সেবকগণের প্রশংসা 'শ্রীহরিবোল,' 'গৌড়ীয়-দর্পণ,' 'তত্ত্ববিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রচার, 'হারমনিষ্ট্' পদের আনুষঙ্গিক ব্যয় হইতে বর্ষারম্ভের প্রস্তাব)

কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী (১৯২৮, নভেম্বরে প্রথম প্রদর্শনী; বর্ত্তমানে এই তাম্র, ২১ আগষ্ট, ১৯৩৩ হইতে প্রদর্শনী আরম্ভ; মিঃ কৃপালনি, রায় বাহাদুর চাঙ্গাণী প্রভৃতির যোগদান)

বিরাট্ নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা (গৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালের বিজ্ঞাপন)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (শ্রীল প্রভুপাদের ২৭।৮।৩৩ তারিখে 'বেদান্ত' বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতার বিজ্ঞাপন)

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য (২০।৮।৩৩ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ) ৪।৫৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (২৩।৮।৩৩ তারিখের সভার বিবরণ)

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ (২৯ জুলাই প্রচারক-ত্রয়ের গ্রেট ব্রিটেনের থেস্টাল হিন্দু-সোসাইটির অভ্যর্থনা-সমিতিতে যোগদান; আলোচ্য ও মন্তব্য মহারাজের সম্বর্দ্ধনা; গুর্জ্জরদেশীয় শ্রীযুত ঠাকুরদাসের সহধর্ম্মিণী, ভারতের সহকারী সচিব মিঃ আর বাট্লার ও বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যর চার্লস্ বাট্লারের সহিত হরিকথা; ১৯৩৩ নভেম্বরে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের সহিত সাক্ষাৎকারে মিঃ আর বাট্লারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি; ঐ দিবস বেলা ৪টায় লর্ড লুমেডের আহ্বান-ক্রমে লর্ড-সভায় উপস্থিতি, লর্ড রেডিং এর আলোচনা; লর্ড লুমেডের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সহানুভূতি-জ্ঞাপন ও আগামী নভেম্বর-মাসে লর্ড-সভায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বিদায় প্রতিশ্রুতি-প্রদান; সম্রাটের

ঃসেচিব মাৰ্ণ অব্ ক্রথার লর্ড চেম্বার-লেনের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব, মহেশ্বর-মাদে হাউস্ অব্ কমন্সএ বক্তৃতার ব্যবস্থা ; ইণ্ডিয়ান্ন্যাসনাল বিউথট্ ব্যালা-য়ান্সের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের পত্র ; ২৮ জুলাই ৪টার কেক্স্টনহলের অধিবেশনে আহূত হইয়া ঘোষণান ; এসেক্স্ প্রদেশা-ন্তর্গত গর্পেরের লেমব্রোক নগরে গমন ; ১০ আগষ্ট আর্কবিশপ অব্ ক্যাণ্টার-বারির ব্যবস্থা-মতে চেম্বারশায়ারে তাঁহার সহরে বেক্সারেণ্ড ডাঃ আর পি ডড্-সহাশয়ের গৃহে অবস্থান ও হরিকথা প্রচার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (মুক্তির পাঁচপ্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞা কেন ? ঐ সকল মুক্তির অধি-কারীর অবস্থান-সম্বন্ধে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন ? স্বরূপে অবস্থান-রূপ মুক্তির সহিত উক্ত মুক্তি-পঞ্চকের পার্থক্য আছে কি না ? সাযুজ্যাদি কি প্রকারে লব্ধ হয় ? বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত মুক্তের কৃত্য কি ? "কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত"—এই বাক্যানুসারে মুক্ত জীব-মাত্রেই কৃষ্ণভক্ত নহেন, সিদ্ধান্ত হইলে ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কৃত্য কি ? মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণদাস্য না করিলে গোলোক-বাস হয় না, গোলোকবাস না হইলে স্বরূপাবস্থানও সম্ভবপর নহে, যাঁহার স্বরূপাবস্থান হয় নাই, তাঁহার মুক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয় ? মুক্ত ও বদ্ধজীবে পার্থক্য কি ?)

শ্রীবড়ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (২৭।৮।৩৩ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের "The Vedanta : Its Morphology & Ontology" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ২৮।৮।৩৩ তারিখে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসবে শ্রীনাথ নেমি ও তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা) ৮৭৭

প্রচার-প্রসঙ্গ (মধুরমঙ্গ, ঢাকা, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানে)

বাষ্টি ও গোষ্টিগত ভজন

শ্রীবৈষ্ণবনাথ ভজ

গীতপূজার মর্ম্মকথা

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ ('বঙ্গবাণী' পত্রিকা, ১৩৪০ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত 'শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচার'— স্যর ম্যাল্কম্ হেলি, মতির মহারাজ, বরোদার গাইকোয়ার, স্যর বি এন্ মিত্র, স্যর এম্ এন্ সরকার, কপূর-তলার মহারাজ, স্যর হাসান্ সুহরাবর্দ্দি, বরোদার ডাঃ হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ; ভাইকাউণ্ট গোসেন, মিঃ এ কন্রথ, যুক্তরাজ্যের ব্যাণ্ড্ অব্ হোপ য়ুনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ পি উইল্সন, জে পি ঔণ্ড্ চার্চ্চের রেভা-রেণ্ড্ মিঃ এম্ রক্সবি, স্যর সামুয়েল হোরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ সি ক্রস্ট, ম্যানেজার অব্ লেবার এক্স-চেঞ্জ মিঃ গ্রান প্রভৃতির হরিকথা-শ্রবণ ; লণ্ডনের ওয়াল্ড্ফ্ হোটেলে এটলি মিঃ নেবার আহ্বানে বক্তৃতা ; লর্ড হুডের স্বামীজীকে লর্ড ও কমন্স-সভায় বক্তৃতার জন্য আহ্বান ; ক্যাণ্টারবারির ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক রাইট্ রেভারেণ্ড্ এইচ্, এল্, প্যাজেট এবং লণ্ডনের বিশপের সহিত স্বামীজীর পরিচয় প্রদান ; বেটারের বিশপের নিমন্ত্রণ ; টারপরলি-যাত্রা এবং আর্কবিশপ্ অব্ ক্যাণ্টারবারির তাহাতে সহায়তা ; ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭৩০ তারিখের 'ম্যাঞ্চেস্টার' পত্রে উক্ত সংবাদ-প্রকাশ ; ১৩ আগষ্ট ১৩৩০ তারিখের 'ম্যাঞ্চেস্টার' হইতে

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট—(২৪।১০।৩৩ ব্যারিষ্টার এন্, সি, চ্যাটার্জীর মন্তব্য

শ্রৌতার্ঘ্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন (তৃতীয় বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি—বিজ্ঞাপন

পাটনায় শ্রীকাশ্যপ-প্রবর্ত্তনীর দ্বার-উদ্ঘাটন (বিজ্ঞাপন)

শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি (শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-উপলক্ষে গদ্য—শ্রীঅপর্ণাদেবী) ১৫ ২২৫

শ্রীল জগবন্ধুর তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতি (১৯।১১।৩৩) ১৪।২২৭

শ্রীজগবন্ধু-রচিত একটি কবিতা ১৪।২৩৫

'দান' নহে—স্বার্থ ১৪।২৩৫

সপার্ষদ শ্রীলপ্রভুপাদের রথাগ্রে কীর্ত্তন (পদ্য) ১৪।২৩৮

ভক্তিরঞ্জন-প্রশস্তিঃ (শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মা) ১৪।২৩৯

শ্রীজগবন্ধু সম্বন্ধে আই.এস্ এম, এন, মুখার্জী ও সম্ভোষের রাজা বাহাদুর

পাটনায় পারমার্থিক প্রবর্ত্তনী

পাটনায় সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীর উদ্ঘাটন

পাটনা-পারমার্থিকপ্রবর্ত্তনী-সম্বন্ধে "সার্চ্চ-লাইট" (১৭।১০।৩৩ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সভা (সময়—১৯।১১।৩৩ অপরাহ্ণ ৫টা ; সভার বিবরণ – গৌড়ীয় ১৫শসংখ্যা-পাঠ, অধ্যক্ষ ভক্তি নিরোগীর বক্তৃতা, সভাপতির অভিভাষণ ও উপস্থিতব্যক্তি)

বিবিধপ্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ, পাটনা-পারমার্থিক প্রবর্ত্তনী, শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ, শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, দিল্লীগৌড়ীয়মঠ, বোম্বাইগৌড়ীয়মঠ, ত্রিপুরায় প্রচার, বরিশালে প্রচার, চট্টগ্রামে, মধুপুর-রাজ বাড়ীতে বিচার-সভা, মাদ্রাজায় প্রচার)

আবেদন (৪।২।৩৪ শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে)

সাদুবাদ শ্রীভক্তিসম্বর্ত্ত (বিজ্ঞাপন)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিতকথা (২৪।১০।৩৩ হরিপুর হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার-সমীপে)

বিবিধ প্রসঙ্গ (২৪।১১।৩৩ শ্রীল প্রভুপাদের

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীধাম-মায়াপুর, ৫৷১১।৩৩ তথা হইতে ভেতিয়া হইয়া রংপুরক্ষেত্র, ২৩ ও ২৭ নভেম্বর "শ্রীএকায়ন-মঠে মহোৎসব," ২৭ নভেম্বর গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন ; ২৪।১১।৩৩ চাকদহ-শ্রীপাটে রাসযাত্রা মহোৎসব পাটনা-পারমার্থিক প্রবর্ত্তনী-দর্শনে ২৭।১১।৩৩ সার্জ্জেণ্ট কোর্টনি টেরিল, স্যার গণেশ দত্ত সিংহ ; হিন্দী পাইড প্রকাশ ; সেবকগণের বিভিন্নস্থানে গমনাগমন ; "প্রবর্ত্তনী-সম্বন্ধে অভিমত"—১৮।১১।৩৩ Mr. F. R. Blair ১৯।১১।৩৩ R. Phenon ; বোম্বাই-গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে শ্রীধর মহারাজ; বরিশাল-রাজবিদ্যালয়ে প্রচার ; দিল্লীগৌড়ীয়মঠে দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশনাথ ; চট্টগ্রামে প্রচার ; জলপাই-গুড়িতে শ্রীভক্তিবিজ্ঞানবাণী ; অধিগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে সকলীতে পাঠ-কীর্ত্তন)

শ্রীপাদ বন মহারাজ (১৭।১০।৩৩ রেভাঃ টি, ডব্লিউ, টেলারের 'রয়টারে প্রেরিত সংবাদ')

ভ্রম-সংশোধন (১০ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৭০ পৃষ্ঠায় "কমলকোর্ডে নামতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা" শীর্ষক প্রবন্ধে)

শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পানের অধিকারী কে ? দঃ গৌঃ ১৯।১০

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীধামগৌড়ীয়-মঠে মহোৎসব, চট্টগ্রাম, কলিকাতে পার-মার্থিক প্রবর্ত্তনী, বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ, হরিভোগ-গৌড়ীয়মঠ ; পাটনা-পার-মার্থিক প্রবর্ত্তনী-দর্শকের মন্তব্য ২৮।১১।৩৩ Mrs Middleton ; P. Y. Taraporevala ও S. A. Patel)

নগর-সঙ্কীর্ত্তন (২।১২।৩৩ অমৃতবাজার পত্রি-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

তার ২য় পৃষ্ঠায় "Gaudiya Math preaching in London"; ৪।১২।৩৩ "ফরওয়ার্ড" পত্রের ৩য় পৃষ্ঠায় "Teachings of Chaitanya: A lecture in London")

নিমন্ত্রণপত্র—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসব

আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা ("সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রবন্ধ-সঙ্কলনে)

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মিঃ আর্থুন্ড কন্ফ্রাথের ২১।১০।৩৩ পত্রের অনুবাদ)

খৃষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের তুলনা (প্রবন্ধাংশ)

গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সমালোচনা (বিশ্বকোষ দ্বিতীয়-সংস্করণ, প্রথম সংখ্যা)

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা (১০।১২।৩৩ সন্ধ্যা; বক্তা—ভারতী মহারাজ) ১৯।২৯২

বিবিধ-প্রসঙ্গ (কার্ত্তিক-পারমার্থিক-প্রদর্শনী; শ্রীপাট চাকদহে মহোৎসব; কলিকাতায় ১।১২।৩৩ ও ১২।১২।৩৩ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ভাগবত-পাঠ; রানাঘাট, উড়িষ্যা ও সুলতানপুরে প্রচার; ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৯।১২।৩৩ প্রফেসার তমোনাশ দাশগুপ্ত প্রভৃতির মায়াপুর দর্শন)

গৌড়ীয়-পাঠকের স্বধাম-প্রাপ্তি (২৬।১১।৩৩ মেদিনীপুর জেলার বাবু বসন্তকুমার ভৌমিকের কাশীধাম-প্রাপ্তি)

ভ্রম-সংশোধন (১৮শ সংখ্যার ২৮৩ পৃষ্ঠার পাটনায় প্রদর্শনী-দর্শকের ২নং মন্তব্যে)

পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী—বৃত্ত-পরিচয় ও শিক্ষা-প্রদর্শনী ২০।৩০৫; ২১।৩২২

বিবিধপ্রসঙ্গ (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের ইংরাজী অনুবাদ; শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর ঘটক হইতে পুরী-গমন ও হরিকথা-প্রচার; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি) ২০।৩১৪

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীপাদ ভক্তিসৌধাস্তি ব্রহ্মচারি-প্রভুর লণ্ডন-যাত্রা ২০।৩১৬

য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা (২১।১১।৩৩ আলোচনেরেহমহারাজের সহিত সাক্ষাৎ, ২৩।১১।৩৩ সার ক্রেন্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ডের সহিত 'ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেমের ধারণা' সম্বন্ধে আলোচনা, বর্ত্তমানের মহারাজের প্রচারকার্য্যে সহায়তা, প্যারিসের মিস্-ভিয়ান ল্যাম্বি-কর্ত্তৃক প্রেরিত ডাঃ সুকুমার চাটার্জ্জীর লণ্ডন-মঠে আগমন ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ আলোচনা, কএকজন য়ুরোপীয়ের ভবিষ্যৎ-প্রচার, ডিসেম্বর মাসে প্যারিস ও জার্ম্মাণের ভিন্নস্থানে, কেম্ব্রিজ ও এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও বার্লিন-যাত্রার ব্যবস্থা; লণ্ডনে শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে দি মাস্টার্স্ অব্ চৈতন্যাত্তের সভাপতিত্বে সভার প্রস্তাব; ২৪ ও ২৫ নবেম্বর সাদেক্স ইষ্টবোর্ণ থিওসফিক্যাল হলে বক্তৃতা; মিস্ শ'এর প্রস্তাব; জার্ম্মাণ-সমিতি হইতে স্বামীজীকে আতিথ্য ও পাথেয়-সরবরাহের প্রস্তাব; বক্তৃতার বন্দোবস্ত—২৪ ও ২৫ নবেম্বর ইষ্টবোর্ণে; ২৯, ৩০ নবেম্বর ও ১ ডিসেম্বর এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ে; ২ ও ৩ডিসেম্বর কেম্ব্রিজে, ১০ ডিঃ মিডলিচে; ১২ ডিঃ বার্লিনের হাম্বল্ড হাউসে, ১৪ ডিঃ কলিন্স্বার্গে এবং ১৮—১৮ডিঃ ফ্রাঙ্কে)

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার (১৪।১২।৩৩ কলিন্স্বার্গ হইতে ভেডিওতারে প্রেরিত সংবাদ) ২০।৩১৫

করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারফল ২০।৩১৭

শ্রীপাট চাকদহে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব ২০।৩১৭

শ্রীধাম-প্রাপ্তি (শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস ১৩।১২।৩৩) ২০।৩১৯

কাশীতে পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন (টেলিফোন-বার্ত্তা)

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
আচার্য্যের ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাবোৎসব	২১।০২১
কাশীধামে পারমার্থিক প্রদর্শনী (পাটনায় প্রদর্শিত ৫৯তম চিত্রের পর ৬০তম হইতে ৭৩তম চিত্র পর্য্যন্ত)	২১।০২৫ ; ২২।০৩৩
কাশী পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন (২৪।১২।০৩)	২১।০৩০
কাশী-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী সম্বন্ধে হিন্দী "আজ"	২১।০৩২
পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ	২১।০৩২
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব	২১।০৫৩
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—স্বাস্থ্য-সংবাদ; লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন; য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা—১৩।১২।০৩তারিখের জার্ম্মাণীর পত্র—বার্লিনে ব্যারন্ পুট্‌লিজের আতিথ্য-স্বীকার; প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ, বার্লিনের বিশপ, রয়েলাইব্রেরী ও ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর ডিরেক্টার জেনারেল প্রভৃতি-সহ হরিকথা; কনিগ্‌স্‌বার্গে Dr. H. V. Glasenapp মহোদয়ের সহিত অবস্থান; লণ্ডনমঠে তীর্থ মহারাজের সোম ও শুক্রবারে ক্লাস করিয়া হরিকথা-আলোচনা; করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক; ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচার)	২১।০৩৪
নিমন্ত্রণ-পত্র— (শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব)	২১।৩৫৯
দীক্ষা ও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য	২২।০৫৭
পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের স্থান-পরিবর্ত্তন	২২,৩৩৮
কাশী-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় ভক্তিপারঙ্গ প্রভুর ইংরাজীতে বক্তৃতার মর্ম্ম (২৪।১২।০৩)	২২।০৬১
কাশী-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় সভাপতি মিঃ গয়াপ্রসাদের অভিভাষণ (২৪।১২।০৩)	
A Theistic Exhibition at Benares ('গীতায়' ২২।১২।০৩ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)	
কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব	
জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য (শ্রীপাদ বন মহারাজের অভিনন্দন,	

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বক্তৃতা; বিভিন্ন স্থান হইতে বক্তৃতার আহ্বান; বার্লিনের পথে স্বামী বন; বার্লিন ষ্টেশনে স্বামীজীর অভ্যর্থনা; বিবিধ স্থান পরিদর্শন; প্রেসিডেন্ট ও আর্চবিশপের সহিত পরিচয়; ব্রিটিশ হোটেলে হরিকথা; বার্লিন-হ্যাম্বর্গ হাউসে বক্তৃতা; বার্লিন হইতে যাত্রা; কনিগ্‌স্‌বার্গে প্রচার; কনিগ্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বক্তৃতা; ডাঃ গ্লাসেনাপ্পের নিকট হরিকথা; পার্ক হোটেলে হরিকথা; কনিগ্‌স্‌বার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা; বিবিধস্থান পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন; ওয়াগ্‌নার্স্‌চকেনে যাত্রা; কনিগ্‌স্‌বার্গে প্রত্যা-বর্ত্তন; বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন; বার্লিনে পুনরায় আলোচনা-সভা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব; টিউবিন্‌জেন ও গ্রীফ্‌স্‌ওয়াল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি বক্তৃতার ব্যবস্থা; শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাবলী-প্রচারে সজ্জন-গণের উৎসাহ; স্যার সামুয়েল হোরের সহানুভূতা; স্বামীজীর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন; লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা)	
বিবিধপ্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—স্বাস্থ্য-সংবাদ; "সরস্বতী-জয়শ্রী"; কাশী-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী; শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব)	
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণানুশীলনই পরমোপায়	
অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রীদ্বয়ের শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-শ্রবণ	
কাশী-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শনে বিভিন্ন দর্শকের অভিমত (বি, জি, গোডিলা; পি, নগল নিগম; পি, সি, মিত্র; এন্ মুজনদ্দন; ডি, জি, দেশাই; আর, ব্রিনক্‌হল; ডাঃ ভগবান্ সহায়; শ্যামসুন্দর লাল; জে, ই, হুবে; বি, বঙ্গপ্রসাদ সিং; রাধাকৃষ্ণ দাস)	

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বার্লিনের ডাঃ ওয়েবারের পত্র	২৩।৩৯২
নিমন্ত্রণ-পত্র কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃপ্রভুর লণ্ডন-যাত্রা এবং তদুপলক্ষে অভিনন্দন	২৩।৩৯৩-৩৯৪
মাদ্রাজে গৌড়ীয়মঠে কেশুরের মহারাজ	২৩।৩৯৫
বিবিধ প্রসঙ্গ ('সরস্বতী-আরতি', শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি ; পুরুষোত্তমে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ; পরলোকগত লালা রামচন্দ্র সরকপ, বি'এ)	২৩।৩৯৬
নিমন্ত্রণ-পত্র—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চতুর্দ্দশোৎসব, শ্রীরাম নবমীর পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব	২৩।৩৯৭
"সরস্বতী আরতি"	২৩।৩৯৯
গৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরারাধন (শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্যবৃন্দকর্ত্তৃক সংস্কৃতে অভিনন্দন-পত্র, সভাপতি মহারাজ নাদিকা বাঙ্গালুরের অভিভাষণ ইত্যাদি)	
বিবিধ প্রসঙ্গ (মহামহোৎসব; 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা; ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ; কটক-নরসিংহপুরে পুরী মহারাজ—৪।১২।০৩ জনৈক বৌদ্ধীয় সহিত শাস্ত্রালোচনা ; শ্রীপুরুষোত্তমে পুরী মহারাজ—২৫।১২।০৩ শিলিগুড়ি স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের সহিত দীক্ষা, শৌচাশৌচ-পালন, কর্ণবেধীয় শ্রুতি ও দীক্ষিতের ব্রহ্মসূত্র গ্রহণাগ্রহণ-বিচার সম্বন্ধে আলোচনা ; কমাটীতে প্রচার ; পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ; কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার—৩১।১২।০৩ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে শ্রীল গিরি মহারাজের ভাগবত পাঠ ; অমরিগোড়ীয়মঠের হরিকথা-প্রচার ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে কিঙ্করদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা)	
চারনে—(বোম্বে ক্রনিক্‌ল্ ৮।১।০৪ সংখ্যা হইতে Gaudiya Math Preacher in Berlin ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৬।১।০৪ হইতে "Gaudiya Math Missionary: Interesting Lectures in Germany" ; 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ২৮।১২।০৩ সংখ্যা হইতে "Theistic Exhibition: Opening Ceremony at Benares, Mr Pannalal's Speech ; " 'পাইওনীয়ার' ১৫।১।০৪ হইতে "Theistic Exhibition at Benares Maharaja's Visit"—প্রদর্শনী-দর্শনে কাশীনরেশ)	২৪।৩১৯
ভূকম্পন (১৪।১।০৪—শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)	
বার্ষিক-পূজা (৪।২।০৪ তিথি-পূজা, বিশেষ উৎসব তারিখ পরে ঘোষণার প্রস্তাব ; "সরস্বতী-আরতি" গ্রন্থের গ্রাহকের প্রতি আবেদন)	২৪।৩৮২
কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে বিরাট্ সভা	২৪।৩৮৩
স্বধামে শ্রীমদ্ভুদেব রামানুজ দাস	২৪।৩৮৪
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন)	২৪।৩৮৫
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন)	২৪।৩৮৪
বর্ষাই-শেষে	২৪।৩৮৫
শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব (২০।১।০৪ সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা—প্রাপ্ত)	২৪।৩৮৬
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের তারিখ-পরিবর্ত্তন	

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

উদ্ধৃত বন মহারাজের তার্পণি যাত্রা;—রেঙ্গুনের আর-এইচ্-ডড এর আতিথ্য-স্বীকার, তথা হইতে ব্লাকপুল-যাত্রা; 'আনন্দবাজার' ১৮ ভাদ্র, ১৩৪০-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত—চৌরঙ্গীপল্লীর প্রধান বিপণি মিঃ ডড্-এর রোঁসেকাস্-থ্রেসনে অভ্যর্থনা, স্বামীজীর জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস) ৬।

গৌড়ীয়-দর্শন (১১শ খণ্ড, ৪৮শ সংখ্যার পর) ৬।২২ ; ৭।১০৮

প্রচার-বার্তা (ঢাকা—শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকের 'শ্রীনাম-ভজন' সম্বন্ধে বক্তৃতা, কলিকাতা—২০।৮।৩৩ আমেরিকার পরিব্রাজক রেঙ্গুনেও ক্লাড দি ব্যাক্রুক্ট্ সাহেবের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ এবং ২৭।৮।৩৩ 'বেদান্ত'-বক্তৃতা-দিনেও তাঁহার উপস্থিতি)

নিত্যধামে ভক্তবীনেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব; লণ্ডন হইতে প্রেরিত তীর্থ মহারাজের পত্রের মর্ম; ২৯।৮।৩৩ তারিখের ব্যাড্-ফোর্ড পত্রে বন মহারাজের লণ্ডন হইতে তারনরলি ও ব্লাকপুল-যাত্রার সংবাদ; লণ্ডনগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল প্রভুপাদের জীবন-চরিত-প্রাপ্তির অভিলাষ; শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও মর্কট-বৈরাগ্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচনা; লণ্ডনে বালকগণের 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম-উচ্চারণ; ২৪।৮।৩৩ তারিখের রয়টার—বরোদার গাইকোয়াড়ের 'বিশ্বধর্ম-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য চিকাগো গমন, তৎপ্রসঙ্গে সমবেয়ের সমালোচনা; ১১ ভাদ্র রবিবার 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও জাতিভেদ' প্রবন্ধের সমালোচনা; কুরুক্ষেত্রে 'প্রদর্শনী', প্রয়াগে প্রদর্শনীর প্রস্তাব) ১-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রণতি ও বৃত্তি (শ্রীবৃন্দাবন ভক্তিপাগলী) ৭।১০১

প্রচারের বিবিধ বাধন ৮।১১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য (পাঠকবর্গের গোচরীভূত অপ্রকাশ ;

বিবিধ প্রসঙ্গ ("কুরুক্ষেত্রে সূর্যোপরাগ ও ভাগবত-প্রদর্শনী"—৫ই ভাদ্র, ১৩৪০ সোমবার; "বৃন্দাবনী ও লীলা"—শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার-বাহন—শ্রীল প্রভুপাদের ৪।৯।৩৩ অপরাহ্ণ ৪টায় কলিকাতা হইতে যাত্রা, ৬।৯।৩৩ অপরাহ্ণ ৪টায় শ্রীমায়াপুরে, তথা হইতে ৭।৯।৩৩ বোম্বেক্রম এবং পরে গোরুখ ও কুলিয়ার ঘাট হইয়া সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে, ১৩।৯।৩৩ মধ্যাহ্নে নবদ্বীপে যাত্রা, তথা হইতে সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন, ১৯।৯।৩৩ মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র-যাত্রা ও তথায় কএকদিন অবস্থান; ১৩।৯।৩৩ শ্রীধাম-মায়াপুরে বেলপুকুরের ললিত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪।৯।৩৩—ই-বি-রেলের কর্মচারিবৃন্দ, ১৯।৯।৩৩ নবদ্বীপের চেয়ারম্যান এবং ২৯।৯।৩৩—নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের সপরিষদে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ; ১৭।৯।৩৩ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদ; প্রধান শিক্ষক—শ্রীভক্তি-বান্ধব; শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর সমাধি-মন্দির; বেষ-গ্রহণ—শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী; প্রচার-বার্তা—কটক, ধানবাদ, কাশী, প্রয়াগ, অমরাবতী, করিমপুর, সোণারপুর, বীরভূম, কলিকাতা, গোরুখ, কলিকাতা ওয়েষ্টগোদাবরী, ঢাকা—শ্রীরাধাষ্টমী দিনে "শ্রীরাধাতত্ত্ব" ও ৪তত্ত্ব (১৩৪০) "কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ," ১১ ভাদ্র ১৩৪০ "বর্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান", ১৮ ভাদ্র ৩।৯।৩৩ "অস্পৃশ্যতা ও

শ্রীচৈতন্যদেব," ২৪ ভাদ্র ১৩১৩ নারায়ণ-পত্র রামকানাইর আত্মকথা "মানবের পরম ধর্ম"-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা)

লণ্ডনের পত্রাবলী (৩।৭।০৩ লর্ড আরউইনের প্রাইভেট সেক্রেটারী W. Cleary ; ৪।৭।০৩ Marquess of Lothian ; ৫।৭।০৩ White Hall India office হইতে মিঃ আর, এ, বাট্‌লার ; ১২।৭।০৩ "Times" এর সম্পাদক Mr F. H. Brown ; ১৮।৭।০৩ ডক্টর এফ্ ষ্ট্যান্লী জ্যাক্সন মহোদয়গণের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পত্র)

চরম ('বঙ্গবাসী' ২১ ভাদ্র ১৩১০—"লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের স্বামী বন") ৮।১২৪

বঙ্গের নায়ীহাৎসব ৯।১২৯

বাস্তব রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেব ১০।১৩৮

সংবাদপত্রে মুরোপের প্রচার-কথা ৯।১০৬

বিবিধ প্রসঙ্গ ("শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব," "শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ", "চাকায় প্রচার," "শ্রীগৌড়ীয়মঠে বেতবান বিদ্যাবীলাসজী," "শ্রীগৌড়ীয়-মঠে এমার্য মঠের মহারাজ," "শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী," "শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা," "পাটনায় প্রচার," "পাটনায় প্রস্তাবিত পারমার্থিক প্রদর্শনী," "তেলেগুভাষায় শ্রীনামমহত্ত্ব," "পণ্ডিত শ্রীজনন্ত আচার্য্য," "কলিকাতায় সনাতন-ধর্ম (?) সভা," "শ্রীধাম মায়াপুরে অধ্যাপক বহু," "শ্রীনাথদ্বারের সম্পত্তি ও মহান্ত (?)," "মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ," "লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার," "বেহিয়ার প্রচার," "বেদিনীপুরে প্রচার" ৯।১০৩

লণ্ডনে প্রচার-বার্ত্তা (১৬।৭।০৩ তারপরি গমন, বোটন ক্যাসলে রেঃ অউর অভ্যর্থনা, বক্তৃতার দিন পরিবর্ত্তনের কারণ—লর্ড ষ্টাইনিডনের ইচ্ছায় মার্শাল ও মিসেস্ ব্রুকসের বিশেষ অভ্যর্থনা ; ১৭।৭।০৩ বোল্টন যাত্রা, The Retreat House WaterMillock-ভবনে স্বামী-জীর অভ্যর্থনা, মাঞ্চেষ্টরের লর্ড-বিশপের সভাপতিত্বে ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ক্লাব্রি-সভায় বক্তৃতা, প্রথম দিন মার্শাল ব্রুকসের স্বামীজীর পরিচয় ও হয় বক্তৃতার শেষে Rev. T. W. Taylor এর ধন্য-বাদ প্রদান ; ২০।৭।০৩ বোল্টন হইতে মাঞ্চেষ্টর গমন, মাঞ্চেষ্টর-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-সহ আলাপ, ঐদিন অপরাহ্ণে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন, তৎকালে মঠে Prof. Kennith Jardine M. A. মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, উঁহার স্বামীজীকে তাঁহাদের সমিতিতে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য আহ্বান, লণ্ডনমঠে ঊর্জ্জাব্রত ও শ্রীকৃষ্ণরাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পালন)

সাম্প্রদায়িকতা ও সংঘর্ষ (১৩।৭।০৩ শ্রীমাঞ্চেষ্টর-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা) ১০।১৪৪ ; ১২।১৮৭ ; ১৩।২০৯ ; ১৭।২৫৯ ; ১৮।২৭৪

য়ুরোপে প্রচার-বার্ত্তা (২৩।৭।০৩ ফ্রান্সের Dr. D. Saurat মহাশয়ের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ, ফ্রান্সে বক্তৃতার আহ্বান ; ২৩।৭।০৩ Mr ও Mrs Polak এবং ২৭-৯-০৩ Mrs Hilda Korbel এর লণ্ডন-মঠে হরিকথা-শ্রবণ ; ২৮।৭।০৩ Mr. Arnold Corbluth এর পত্র ও উত্তর ; ২৮।৭।০৩ সন্ধ্যায় লণ্ডন-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমিতির বিজয়াসম্ভাষণের আহ্বানে যোগদান এবং তথায় বি এল্ মিত্রের সভাপতিত্বে বক্তৃতা ; ২৯।৭।০৩ অপরাহ্ণ ৫টায় ইণ্ডিয়াআফিসে Sir Findlater Stewart এর সহিত সাক্ষাৎ; ৩১।৭।০৩ বেলা ১টায় Lambeth

palace.৪ The Lord Archbishop of York এর আহ্বান, তথায় The Lord Archbishop of Canterbury'র উপস্থিতি, ৩।১০।৩৩ London-Times এর সম্পাদক Mr F. H. Brown এবং Secretary of India Society F. H. P. Richter M. A.র লণ্ডন-মঠে হরিকথা-শ্রবণ; ৩০।১০৩৩ প্যারিস্ হইতে Mr. M Jean Buhot ও Musse Guimet এর স্বামীজীকে ১৯৩৪ জানুয়ারীতে প্যারিসে দুইটি বক্তৃতার জন্য আহ্বান; ৩১।১০৩৩ স্বামীজীর বার্লিন-যাওয়া হইবার প্রস্তাব)

বিবিধ প্রসঙ্গ ("শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ," ৭।১০।৩৩ "শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটকদ্বয়" ও "স্থানপন্থা-সম্বন্ধে আলোচনা"; শ্রীগৌড়ীয়মঠে ৮।১০।৩৩ "নাঃ ইঃ কাব্যানুবিদ" এবং "পুনর্জ্জন্মবাদ ও চিরবিলাস-বৈচিত্র্য" আলোচনা; "মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ"; ৭।১০।৩৩ শ্রীধামে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য; ৮।১০।৩৩ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়—শুদ্ধা-ভক্তি-বিচার-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশ; প্রচার-প্রসঙ্গ—৩।১০।৩৩ বিহারের রামনগরে হিন্দিতে বক্তৃতা, পাটনায় প্রদর্শনীর ভূমিসংগ্রহ ও প্রদর্শনীর আয়োজন; বোম্বে, দাজারিবাগ ও গিরিডি প্রভৃতি স্থানে হরিকথা)

অক্সফোর্ডে 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৭।১০।৩৩ ও ৮।১০।৩৩)

ভ্রম-সংশোধন (১ম সংখ্যার ১৩৯ পৃষ্ঠার অন্নকূটমহোৎসব-প্রবন্ধে ও ঐ পৃষ্ঠার ২ ও ৩০ পংক্তিতে)

বাঙ্গালার ভক্তিস্রোত

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ (অক্সফোর্ডে শ্রী'নাম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতার সার্থকতা; পাশ্চাত্য অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ১।১০।৩৩ হরিনাম-গ্রহণ; ১২।১০।৩৩ 'ফরওয়ার্ডে য়ুরোপের প্রচার-কথা', ১৩।১০।৩৩ অমৃতবাজার-পত্রিকায় লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা; ১৪।১০।৩৩ য়াড্‌ভান্স-পত্রে অক্সফোর্ডের প্রচার-বিবরণ; ১৪।১০।৩৩ আনন্দবাজারপত্রিকায় য়ুরোপের প্রচার-কথা, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪০ বৈঃ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত "অন্নকূট উৎসবের ভ্রান্ত ব্যবস্থা-নিরসন" ৩রা কার্ত্তিক, শুক্রবার "শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা"; "নাথদ্বারের গাদির মহান্তের পত্র" —বোম্বে ক্রণিক্যাল; ১৪।১০।৩৩ হায় বাংলার বাজারিয়া ও য়াদবেও চৌধানি এবং তার সঙ্গল ক্যাথেরিয়া প্রভৃতির শ্রীগৌড়ীয়মঠে "শারীরিক ক্লেশে ভগবদ্-নুশীলন কি সম্ভব?" ইত্যাদি প্রশ্ন ও ভাগবত-শ্রবণ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে হরিকথা-শ্রবণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে নিয়ম-সেবা—১৫।১০।৩৩ শ্রীল প্রভুপাদের বৈঃ কাঃ ও আঃ র অভিনয়-কথন; "ভূবনেশ্বরাধীশ চতুর্ব্বেদের অনুবাদ"—৪।১০।৩৩ লাহোরের 'প্রতাপ'; ভারতীয় প্রচার-বার্ত্তা—ভুবনেশ্বর, বোম্বে-পুর, সিলঘা, সবং খানার নওগাঁ প্রভৃতি)

য়ুরোপের প্রচার-বার্ত্তা (২।১০।৩৩ বেলা ১টার Lollard's Tower Lambeth palace এ Lord Archbishop of York এর নিকট হরিকথা; ৩।১০।৩৩ London-Times এর সম্পাদক Mr. Brown, Indian Society'র সম্পাদক Mr F. H. P. Richter এবং Mr. F. G. Pratt মহাশয়গণের লণ্ডনমঠে হরিকথা শ্রবণ, ৪।১০।৩৩ ওয়েষ্টমিনিষ্টার হিলে হরিকথা-

প্রচার ৭।১০।৩৩ Miss E. F. Odell এর সঙ্গলাভে হরিকথা-শ্রবণ ; ৭।১০।৩৩ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যর মাইকেল ই, স্যাডলারের তার ; স্বামীজীর ট্রেণ ১২ ৫৮ মিঃএ অক্সফোর্ডে উপস্থিতি ভাইস্ চ্যান্সেলার স্বয়ং, জেসাস্ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. L. R. Cross, কেবল কলেজের ওয়ার্ডেন Rev. Dr. Beresford James Kidd প্রমুখ সম্ভ্রান্তগণের স্বামীজীকে অভ্যর্থনা ; ৭।১০।৩৩ ষ্টেশন হইতে ভারতীয় দুপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে গৌড়ীয়মঠে আগমন)

'আনন্দবাজার' ২৮ আশ্বিন, ১৩৪০ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ব্রিটিশ-ধর্মযাজকগণের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা"

ডক্টর কৌল্যাণ্ডের প্রেরিত পত্র (তাং ৪।১০।৩৩)

বেদ ও ভক্তিমুক্তি

প্রবন্ধ-রচয়িত্রী পত্র—শ্রীমতী দেবী)

বিবিধ প্রসঙ্গ (অন্নকূট-মহোৎসব—শ্রীচৈতন্য-মঠে, কলিকাতে ও শ্রীগোকুলে ; পাটনীপুরে বিরাট্ ভাগবত-প্রদর্শনী ; শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ১৮শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে আহ্বান) ১২।১৮৯

নিত্য নারায়ণের (?) জন্মকথা ! ১৩।১৯৩ ; ১৮।২৪৬

সাহিত্য-সমালোচনা (শিশু ভারতীর ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ দীনেশ বাবুর "চৈতন্যদেব" প্রবন্ধ সমালোচনা)

বিবিধ প্রসঙ্গ (মহাপ্রভুর যুগদেবতা মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা, 'শ্রীহীন করিবার চেষ্টায় সাহিত্য-প্রগতি !, আধুনিকসাহিত্যে 'সার্ব-জনীন' শব্দের অপব্যবহার, তথাকথিত পরার্থপরতা ও বিশ্বপ্রেমের নীতি; প্রচার-প্রসঙ্গ—ঢাকা-পানাম ও বোম্বাইএ হরি-কথা-প্রচার ; শ্রীধামে সপরিবারে ব্যারিষ্টার এন, সি, চ্যাটার্জী ; বালিঘাটি শ্রীমদ্বাই-

গৌরাঙ্গ-মঠ, আমলাজোড়া-প্রণামাশ্রম, চুঁচুড়া-কোতা-শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ এবং বিল্লী-দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব ; ২৯।১০।৩৩ শ্রীচৈতন্যমঠে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব, পাটনায় ভাগবত-প্রদর্শনী ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসার কোলাস্ ও বেতারে মাইকেল মেডন্)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

নিমন্ত্রণ পত্র—শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-মহোৎসব

বিবিধ প্রসঙ্গ (পাটনায় ভাগবত-প্রদর্শনী ও শ্রীল প্রভুপাদ—২৯।১০।৩৩—অমরেন্দ্রনাথ রায়, চারুচন্দ্র কোয়ারিয়া, নীরদচন্দ্র রায় ; ৩১।১০—গণেশচন্দ্র চন্দ্র, অতুলচন্দ্র সেন, পি আর দাস, নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ ; ৪।১১।৩৩—মিঃ শিবপ্রিয় চাটার্জী, অমলাচরণ ঘোষ, বিশ্বম্ভর দে প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ ; ১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪০—শ্রীগৌড়ীয়মঠে রাজর্ষি প্রাঞ্জ মহোদয় ও তাঁহার অনেক বন্ধুর সহিত 'সমন্বয়' সম্বন্ধে আলোচনা, রাসোপলক্ষে শ্রীধামে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যক্তি-সমাগম, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৪ কার্ত্তিক, ১৩৪০ ও ১৯ কার্ত্তিক, ১৩৪০ 'কৃতজ্ঞতা' ও 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পাঠ-কীর্ত্তন, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুর চাকায় সেবা)

প্রচার-বার্ত্তা (বোম্বাইএ, মুঙ্গেরে, মতিহারীতে ও কটকে)

বিভিন্নমঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহস্মৃতি-মহোৎসব (শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে, চাঁপাহাটীতে, প্রয়াগে, কলিকাতে, অমর্দিতে ও ভুবনেশ্বরে)

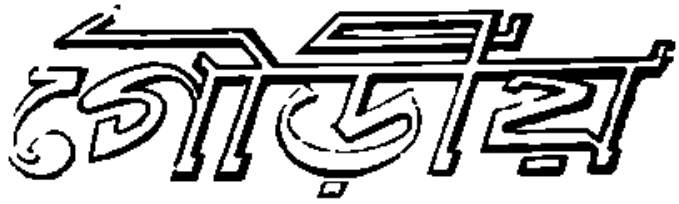

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

দ্বাদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪০ মাঘ হইতে ১৩৪১ শ্রাবণ)

—:০:—

সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে

মহামহোপদেশক শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

দ্বাদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(২৬শ—৫০তম সংখ্যা)

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
বর্ষের উত্তরার্দ্ধ-প্রবেশ	২৬।৩৮১
লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (প্রদ্যুম্নের হাউসে সভা; কার্শাণ্ডাঙ্গার অভিনন্দন)	২৬।৩৯০
কার্শাণ্ডীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রতিধ্বনি	২৬।৩৯৪
ফনিগ্‌স্‌বার্গের প্রঃ এইচ, ভি, রাসেল্‌হাপের পত্র	২৬।৩৯৫
বার্লিনের হার্‌ আর্‌ট্‌ মুল্‌জের পত্র	২৬।৩৯৬
কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা	২৬।৩৯৮
ভক্তের সুখ ও দুঃখ	২৬।৪০০
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-মহোৎসব, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব, শিকারপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক, লণ্ডন-যাত্রা-পথে মহাসমুদ্র-বক্ষে শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু)	২৬।৪০২
ভূতশুদ্ধি (শ্রীভগবৎপার্ষদগণই ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা)	২৬।৪০৩
"দি সিন্ধ্‌ অব্‌জারভার" (করাচীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা)	
সাময়িকী (কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও লণ্ডনে ব্যাসপূজা, ২২। ফাল্গুন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী-মহারাজের বিরহ-মহোৎসব, ৭ই ফাল্গুন হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমারম্ভ ঘোষণা)	২৭।৪০৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	২৭।৪০৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা	২৭।৪০৮
লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (৪।২.৩৪ ষ্টেট্‌সম্যান ও ব্যাড্‌ভাল এবং ৭।২।৩৪ এ, বি, পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে মন্দিরের সংবাদ)	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ (পরিক্রমা-সূচী, শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন, শ্রীধামে আহ্বান)	
শ্রীধাম মায়াপুরে দর্শনীয়	
লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ (শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা)	
ত্রুটিকম্প	
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব—ঢাকায় ও এলাহাবাদে; পরমার্থ প্রচারে ত্রিপুরার মহারাজের দান; ব্রহ্মচারী রাসবিহারী প্রভুর লণ্ডনে উপস্থিতি; পাটনা-গৌড়ীয়মঠে চন্দ্র-গ্রহণ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে হেতমপুরের কুমার বাহাদুর; ডাটারায় প্রচার)	
শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্র (করাচীর 'হিতেচ্ছু' ও 'সংবাদসমাচার' এবং মীরাটের 'সংকীর্ত্তন')	২৭।৪২০
পঞ্চরাত্র-পরীক্ষার ফল	২৭।৪২০
মানবের পরমধর্ম্ম	২৮।৪২১; ৩৪।৫১৭; ৪৪।৬৮৩; ৪৫।৭০১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ গিরিমহারাজের বক্তৃতা	
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ সম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যানের অভিমত	
প্রচার-প্রসঙ্গ (সিন্ধুদেশে শিকারপুরে, মেদিনীপুর সুন্দরপুরে)	
শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা (বিজ্ঞাপন)	
চন্দন (দি করণ্ডার্ড ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ এবং দি য়্যাড্‌ভাল, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৪,—শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ)	
শ্রীফাল্গুন-পৌর্ণমাসী	

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, শ্রীব্রহ্মহরি ও শ্রীচৈতন্যদেব	২৯।৪৪০
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের দ্বাদশতম আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে লর্ড রোটল্যাণ্ডের 'পারমার্থিক ভারত' সম্বন্ধে উক্তি	
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ (শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীধাম পরিক্রমার অধিবাস)	
পরিক্রমা-আরম্ভ (নয়টি দ্বীপে নবধা ভক্তাঙ্গ-যাজন সম্বন্ধে শিক্ষা)	
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' ও 'ভক্তিপাত্রী' পরীক্ষার ফল	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা বিজ্ঞাপন)	
বিশেষ দ্রষ্টব্য (শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয়ের এক সপ্তাহ অপ্রকাশ)	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী (প্রথম অধিবেশন) ৩০।৪৫৩; (দ্বিতীয় অধিবেশন) ৩১।৪৮৪; (তৃতীয় অধিবেশন) ৩১।৫০৩; ৩৪।৫২৩; ৩৫।৫৪৪; ৩৬।৫৫৯	
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরের কার্য্যানুষ্ঠানাবলী (গৃহপ্রবেশ; শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা; পরম গুরুদেবের সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা; ভক্তিবিজয়ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস—শ্রীপাদ ভাগবত, তুর্য্যাশ্রমী ও বৈখানস মহারাজ; ভক্তিবিজয় প্রভুর মন্দির-নির্ম্মাণ প্রস্তাব; শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়; গৃহপ্রবেশ)	
নববর্ষের পারমার্থিক সাহিত্য (নববর্ষের দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, ৪৪৮ গৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা, মুদ্রাঙ্কর প্রহ্লাদ, শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ)	
শ্রীমায়াপুরে বর্ষ-মিলন (দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের ১৮।৩৩ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত, গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত)	৩০।৪৬৭

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা	
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব (দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ১৮।৩৩তারিখের শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশিত—গৌড়ীয়-সম্পাদক-কর্ত্তৃক লিখিত)	৩১।৪৬৯
শ্রীল প্রভুপাদের চাকুন্দী পুকলিয়া-গ্রামে শুভবিজয় (প্রথম দিবস—শ্রীল প্রভুপাদের পুকলিয়া-গ্রামে শুভাগমন-নগর, শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুদ্গমন, গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা; দ্বিতীয় দিবস—শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় উপলক্ষে মহোৎসব, শ্রীপাদ গিরিমহারাজের বক্তৃতা; তৃতীয় দিবস; প্রসাদ-বৈচিত্র্য; চতুর্থ দিবস)	৩১।৪৭০
শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী	৩২।৪৯৩; ৩৪।৫৩১; ৩৬।৫৫৯
শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে রায়বাহাদুর চন্দ	৩২।৪৯৮
পরলোকে ডাঃ প্রবোধনাথ নন্দী	৩২।৪৯৮
বিবিধ প্রসঙ্গ (ভক্তিবিজয়ের সেবা-বৈচিত্র্য—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন; শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির; শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবন; বঙ্গীদেবী-সদন, শ্রীভক্তিবিলাস-সমাধিমন্দির; লণ্ডনের প্রচার-সংবাদ—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইষ্টদেবে শ্রীপাদ বন মহারাজ; অদ্বৈতসরণি; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিকী পুরস্কার-বিতরণী সভা, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা)	৩২।৪৯৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৩।৫০১
আমন্ত্রণ-শ্রীপ্রহ্লাদ-মঠে বার্ষিক মহা-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন)	৩৩।৫০২
আর্য্যাণ-মনীষীর শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহ (লণ্ডনে শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট আগন্তুক পত্র)	৩৩।৫০৩
বিবিধ প্রসঙ্গ (সরস্বতীজয়শ্রী, শ্রীধামে গুরু-গৃহস্থগণের ভবন, শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র-	

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

সমূহে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, সিন্ধুপ্রদেশে প্রচার, বাসগ্রাম বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা, খুলনায় প্রচার) ৩৩।৫১১

ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা (নিমন্ত্রণ) ৩৩।৫১৭

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিকী পুরস্কার-বিতরণী সভার বিবরণ

পরলোকে জমিদার নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী

ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব (শ্রীল প্রভুপাদের ছত্রভোগ গ্রামে শুভাগমনে অভিনন্দন ৩৪।৫৩১ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম ৩৪।৫৪০ ; শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম ৩৪।৫৪৪)

পরলোকগমন (শ্রীচরিদাস সাধা ও শ্রীনশ্বর গোস্বামী)

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী ৩৫।৫৩৩

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস (শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বাচক মহারাজ) ৩৫।৫৪৮

প্রাকৃত সহজিয়া ও ওঁ বৈষ্ণব ৩৬।৫৪৯

বর্ণাশ্রম ৩৬।৫৫৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩৬।৫৫৫ ; ৪৫।৭০৮

পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সম্রাজ্ঞ ইংরাজ-মহিলার সর্ব্বস্ব-সমর্পণেচ্ছা (হ্যালেন ক্যাথলেন স্যাকলক্ শা'র পত্র ও অনুবাদ) ৩৬।৫৫৭

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরি-কথা প্রচার ৩৬।৫৫৮

প্রেম (শ্রীপাদ প্রৌঢ়ীমহারাজের বক্তৃতা) ৩৬।৫৬০

আর্য্যা-মনীষীর মঠবাস এবং শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম-গ্রহণ ৩৬।৫৬৩

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পুরুষোত্তম-যাত্রা ৩৬।৫৬৪

সম্ভোষ ৩৭।৫৬৫

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ৩৭।৫৬৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার (বিজ্ঞাপন) ৩৭।৫৭০

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার বার্ত্তা (ব্যাড্‌ফোর্ড, ২১।৪।৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ব্রাড্‌ফোর্ড স্টার-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

চুনারীতে স্বামী বনের বক্তৃতা, চতুর্দ্দিক হইতে বক্তৃতার আহ্বান, 'The Gaudiya Mission Society' নামক সমিতির উদ্বোধন, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডয়ন, স্বামীজীর অভিনব বাণী)

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর)

বিবিধ প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ ; শ্রীবাঘগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা ; শ্রীপাদ বন মহারাজের পরবর্ত্তী বক্তৃতা, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী ; দিল্লী, সিমলা, জম্মিরাজ্য ও কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার ; নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংসমঠে কূপ-প্রতিষ্ঠা)

শ্রেয়ঃকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ-পত্র) ৩৭।৫৭২-৫৮০

প্রচার-প্রসঙ্গ (কাশীতে ও দিল্লীতে) ৩৭।৫৮০

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩৮।৫৮১

প্রচার-বার্ত্তার বিবিধ প্রসঙ্গ (**প্রচার-প্রসঙ্গ**—আসামে, বড়দলে, বলাধাল ও হাজিগঞ্জে, বোলঘরে, কটকে, সিন্ধুদেশে, খুলনায়, দিল্লীতে, শিকারপুরে, মোটরপথে কাশী হইতে কলিকাতায়, খুলনায়, মেদিনীপুরে, কালনায়, পাকুটিয়া গ্রামে, বড়পাহড়ায় ; **শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব**—ভুবনেশ্বরে ; **শ্রীব্যাসপূজা**—শ্রীধাম মায়াপুরে, মাদ্রাজে, আমলাযোড়ায়, শিকারপুরে, আসামে, ময়মনসিংহে, অমরিতে, আলালনাথে, বালিয়াটিতে, সরভোগে, ভুবনেশ্বরে, শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে, পুরুষোত্তম মঠে, কটকে, খুলনায়) ৩৮।৫৮৭-৫৯৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সাহিত্য ; "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ"—শ্রীযুক্ত চক্রের বক্তৃতার আহ্বান ; সংবাদ-

সংগ্রহ—এ, বি, পত্রিকা ও আনন্দ-বাজারে শ্রীযুক্ত চন্দের বক্তৃতা-ঘোষণা; ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থের প্রধানপণ্ডিতপদ; পরিষৎপীঠ—শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাচস্পতির প্রধান অধ্যাপকপদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ—গ্রন্থবিক্রয়ীর সংবাদ; "ছায়াচিত্র"—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় মঠে ছায়াচিত্রযন্ত্র প্রদান; কাশীতে ভক্তি-সাধন প্রভৃতি বক্তৃতা; হরিদাসে প্রচার—শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ; হরিসেবায় আনুকূল্য—যশোহর ঈশ্বরী নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেবা-সঙ্কল্প) ৩৮।২৪-৩২৬

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন) ৩৮।৩২১

আনুষ্ঠিরসঙ্কল্পঃ ৩৯।৩১৭

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীরাধাগোপাল বিগ্রহের পার্শ্বে শ্রীরাধারাণীকে বিরাজিতা রাখিয়া পূজা করিলে কি রসাভাস দোষ হয় না?) ৩৯।৩০৩

স্বধামে হরি শ্রীরামলাল ৩৯।৩০৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমবের নবদ্বীপ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে ৩৪।৩৪ তারিখে রায়বাহাদুর চন্দ, যতীন্দ্র কুমার ঘোষ ও সভাপতি যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বক্তৃতার সংক্ষেপ বিবরণ) ৩৯।৩০৫

গৌড়ীয়মঠে উৎসব (যতীন্দ্রনাথ মহাশয়ের ব্যবস্থার বহন) ৩৯।৩১১

ভ্রমণ ('দি সিন্ধ্ হিন্দু', এডিসন ১, হায়দ্রাবাদ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪,—হায়দ্রাবাদে গৌড়ীয় মঠের প্রচারবার্ত্তা; 'দি ইণ্ডিয়ান নেশন,' পাটনা, ৭ এপ্রিল ১৯০৪,—রমনারাজের নিকট শুল্কের পত্র; 'দি লীডার' ১৮ই এপ্রিল ১৯০৪,—লণ্ডনে 'গৌড়ীয় মিশন্ সোসাইটী'; 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩ই বৈশাখ ১৩১১—লণ্ডনে গৌড়ীয় মিশন, ৭৬ কেন্সিংটনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন-সভা; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৮শে এপ্রিল ১৯০৪—গৌড়ীয় ১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজ-মহিলার পত্র ও ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হ্যাণ্ডবিল ২১।৪।০৪ সংখ্যোদ্ধৃত বিষয় দ্রষ্টব্য) ৩৯।৩১২

শ্রীজগন্নীলমণি ৪০।৩১৩; ৪১।৩০৪

চন্দন ('ফ্রেণ্ডস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ১১ই মে, ১৯০৪—"Sree Chaitanya's Birth Place, Mr. Chanda's Lecture at Gaudiya Math; 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৮শে বৈশাখ ১৩১১,—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তৃতা) ৪০।৩১৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীবলদেবাচার্য্যের তিরোভাব-উৎসব; শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-প্রকটোৎসব—শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীবাঘগৌড়ীয়মঠে ও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে; শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীধাম মায়াপুরে ও বালিয়াটীতে; শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীধাম মায়াপুরে, কাশীতে, বালিয়াটীতে, কটকে, চাঁপাহাটীতে, হংসক্ষেত্রে ও অম্বিকে; বলরাম যাদবী—শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে; দৈনিক আট পত্রিকায়—শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দির ও শ্রীজগন্মোহনের চিত্র-প্রকাশ; শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ-উৎসব—শ্রীচৈতন্য-মঠে ও শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে; পরিক্রমা-প্রসঙ্গ—নব দিবস পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; গৌড়ীয়মঠে দিঃ দীক্ষিত; গৌড়ীয়-মঠে কমিশনার সাহেব; শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটক ও অধ্যাপক জোহান্; শ্রীধাম দর্শনে—মদীয়ার অস্থায়ী এস, পি ও সাকুটিয়ার ম্যাজিষ্টার পুত্র; প্রচার-প্রসঙ্গ—বেলঘরে শ্রীপাদ প্রৌঢ়ীমহারাজের ছায়া-চিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে বক্তৃতা; সাময়িক-প্রসঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণকথা মাসিকাধিকারী ও শ্রীশ্রী-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

ভূষণ চক্রবর্তীর মাতৃশ্রাদ্ধ, শ্রীঅমূল্য কুমার সামন্তের পিতৃশ্রাদ্ধ, শ্রীগোপাই লাল মাইতির অসুখের শ্রাদ্ধ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ) ৪০।৬২১-৬২৮

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দ ৪০।৬২৮

এলাহাবাদে ৪১।৬২৯

পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ ৪১।৬৩৯ ; ৪২।৬৪১ ; ৪৩।৬৬৬; ৪৮।৭৪৩ ; ৪৯।৭৬৭

আচার্য শ্রীরামানুজের দীক্ষা ও সন্ন্যাস-কথা ৪২।৬৪৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (স্নানযাত্রামহোৎসবে ও শ্রীধাম মায়াপুরে সমাধি-মন্দিরে) ৪২।৬৪৫

চয়ন (৭ই মে ১৯৩৪ তারিখের 'Burmingham Sunday Mercury' নামক পত্রে—লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালীর বিবরণ ; ৮ই মে, ১৯৩৪ তারিখে 'The Daily Express' পত্রে—লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের বিবরণ ; ৮ই মে ১৯৩৪ তারিখের 'Star' নামক পত্রে—শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ বন মহারাজের চিত্র ও বিবরণ ; ৮ই মে ১৯৩৪ তারিখের 'The Madras Mail' নামক পত্রে—লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ-সেবক ও মঠের পৃষ্ঠপোষকগণের চিত্র ও বিবরণ ; ৯ই মে ১৯৩৪ তারিখের 'Daily Sketch' নামক পত্রে—শ্রীমদ্ বন মহারাজের আলেখ্য ও পরিচয় ; ৯ই মে তারিখের 'Western Mail' পত্রে—শ্রীপাদ তীর্থ ও বন মহারাজের চিত্র ও বিবরণ ; ৯ মে তারিখের 'Daily Herald' পত্রে —শ্রীপাদ তীর্থ ও বন মহারাজের রাজপথে ভ্রমণকালের চিত্র ও পরিচয় ; ৯ই মে তারিখের 'Daily Mirror', 'Nottingham Journal', 'Yorkshire Observer,' 'Western Mail' প্রভৃতি পত্রে—মঠের প্রচারকবৃন্দের আলেখ্য ও সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য, বিবিধ প্রসঙ্গ—শ্রীপাদ তীর্থ ও বন মহারাজের ইংরাজীতে

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

গীতার অনুবাদ লিখন ; H. E. Schulze এর আর্যাণ ভাষায় গীতার ও বন মহারাজের বক্তৃতার অনুবাদ ; ৩০টি বক্তৃতার মধ্যে ২১টি বক্তৃতা মুদ্রণের আয়োজন ; চয়ন—৩১ মে, ১৯৩৪ তারিখের 'ডেলি ওয়ার্ড'—যোগপীঠে নব-মন্দির এবং অপ্রাকৃত প্রভুর দিল্লীতে বক্তৃতা ; 'ডেইলি মেল,' ১লা জুন ১৯৩৪—সিমলার বক্তৃতার সহিত অপ্রাকৃত প্রভুর সাক্ষাৎ) ৪১।৬২৯

প্রচার-প্রসঙ্গ (বোম্বাই এ—শ্রীপাদ গিরি-মহারাজের ব্রডকাস্ট হলে 'The Religion of Divine love' সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা ; মরমনসিংহে ; দিল্লীতে ; ১৯।৫।৩৪ তারিখে অপ্রাকৃত প্রভুর দিল্লী হিন্দুকলেজে 'ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি' সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা ; লক্ষ্ণৌএ ; ২৮।৫।৩৪ তারিখে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী-উৎসব)

ভ্রম-সংশোধন (১২শ সংখ্যার ৬৪২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১০ম পংক্তিতে 'বিহারী পূজারী' হইবে)

শ্রীগুরুবিরহ

সন্ন্যাস আর্যাণ-মনীষীর তিন খানি পত্র (শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীল আচার্যাত্মিক প্রভুর সমীপে)

বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপাল-প্রকটোৎসব ; বালিয়াটি শ্রীমদাই গৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব ; স্বধামে ভক্ত উপেন্দ্র)

প্রচার-প্রসঙ্গ (এলাহাবাদে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের স্থানীয় হাইকোর্টের জজ বাহাদুরের নিকট হরিকথা কীর্তন, জয়পুরের বিভিন্ন স্থানে ও আগ্রায় অপ্রাকৃত প্রভুর হরিকথা প্রচার, কলিকাতা ভবানীপুরে জনৈক জেলা জজের ভবনে ভাগবত পাঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকা-বাসিনী মহিলা) ৪৩।৬৭১

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৪৩।৬৭৬

আচার্যের অবদান ৪৪।৬৭৭

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল ব্যাস গদাধর (সমালোচনা)	৪৪।৬৭৯ ; ৪৫।৬২৬
সাময়িক প্রসঙ্গ (আলালনাথ মন্দির-সংস্কার ; শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলালনাথ মন্দিরে বাসের আলোচনের, ব্রহ্ম গৌড়ীয়মঠে ষড়্‌গোস্বামীর এবং অষ্টপ্রধান গোপী-সহ শ্রীগোপী-গোপীনাথের অর্চামূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাব এবং ব্রহ্মগিরিকে 'গোবর্দ্ধন'-স্বরূপ, বটবৃক্ষকে 'বংশীবট' ও কূপকে 'রাধাকুণ্ড', চটক পর্ব্বতকে অভিন্ন গোবর্দ্ধন বলিয়া জ্ঞাপন ; চটক পর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাণ-সঙ্কল্প ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে মেট্‌কাফ্ স্বর্ণপদক-প্রভৃতি ; ৮ই মে (১৯০৪) তারিখের 'Times of India' পত্রে লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিবরণ ; ৩রা জুন ১৯০৪ তারিখের Illustrated weekly of India পত্রে—গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের আলেখ্য ও পরিচয়, পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন)	
বিবিধ-প্রসঙ্গ (এলাহাবাদের শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারীর সেবাচেষ্টা, শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে উকিল শ্রীযুক্ত রাম নাথ প্রসাদজীর আগমন, শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহোৎসব-সম্প্রতি, শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে 'নলকূপ')	৪৪।৬৮৯
প্রচার-প্রসঙ্গ (চাঁদপুরে, আমতা-গ্রামে (চাকায়), মৃজাপুরে (ময়মনসিংহে), আমুকী ও সাটুরিয়া গ্রামে প্রচার ; কলুয়ে শ্রীরাম রামানন্দমঠে রামানন্দ-তিরোভাব উৎসব আসামে, পঞ্জাবে ও সংযুক্ত প্রদেশে প্রচার ; পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে নারায়ণগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সোদার ; ঢাকায়, বোম্বাইএ, কাশীতে মঠে ও সুঁটিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভবনে পাঠকীর্ত্তনাদি)	৪৪।৬৯০
ভ্রম-সংশোধন (৬৫৯ পৃষ্ঠার 'কাশীতে' স্থানে 'লক্ষ্ণৌএ')	৪৪।৬৯২
মঠ-মন্দিরাদির প্রস্তাব	৪৫।৬৯৩
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (মহাভাগবতের দেহে কোন প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয় কি না ? ইত্যাদি)	৪৫।৬৯৯
প্রচার-প্রসঙ্গ (বাঁকুড়ায়, আসাম-কামরূপে, দিঘুলিয়া, পাকুটিয়া গ্রামে ও পাবনায়, মাদ্রাজে)	৪৫।৭০৬
মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার	৪৬।৭০৯
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (লণ্ডনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ বন মহারাজের 'হেওয়ার্ডহীথ' পল্লীতে অধ্যাপক নরাবজীর গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন ; শ্রীপাদ বন মহারাজের এক বৎসর লণ্ডনে প্রচারের বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ ; শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ-সম্ভাবনা ; লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে গীতার ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশে চেষ্টা ; H. E. Schulge-এর হরিনাম গ্রহণ ; লণ্ডনে ইউনেষ্টস্ মুভমেণ্ট্ হাউসে 'ইণ্টার ন্যাশনাল' ছাত্রবৃন্দের সমীপে বন মহারাজের বক্তৃতা ; স্যর ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সনের বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ ; ইণ্ডিয়া-হাউসে ভারতের বড়লাট বাহাদুরের অভ্যর্থনা-সভায় বন মহারাজের নিমন্ত্রণ ; পাবনায় ও বিজনোরে হরিকথা-প্রচার ; ২৫।৬।০৪ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের পুরী হইতে আলালনাথে শুভবিজয় ; ২৭।৬।০৪ তারিখে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোপী-গোপীনাথজীর প্রতিষ্ঠা-উৎসব' ; মিঃ কৃষ্ণলালের শ্রীগৌরসেবা-প্রীতি ও তাঁহার পরিচয় ; পুণায় প্রচার)	৪৬।৭২২
চয়ন ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৮ জুন ১৯০৪ এবং 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র, ২৫।৬।০৪ সংখ্যায়—	

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

শ্রীধাম মায়াপুরে মন্দির-নির্ম্মাণে ভক্তিবিনয় প্রভুর দান) ৪৯।৭২৪

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিরহ-স্মৃতি ৪৭।৭২৫

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৪৭।৭২৯ ; ৪৮।৭৪৮ ; ৪৯।৭৮০

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর) ৪৭।৭০৫ , ৫০।৭৭৫

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি (বিজ্ঞাপন)

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীজগন্নাথে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠোৎসব, যাদব আচারের জীবন-চরিত, 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ, শ্রীগোপালজী মঠে বার্ষিক মহোৎসব, বোম্বাই গভর্ণর বাহাদুর ও শ্রীপাদ গিরিমহারাজ, শ্রীচৈতন্যচাতুরীর স্বধাম-প্রাপ্তি, পরলোকে শ্যামাদাস বাচস্পতি) ৪৭।৭৩৮

প্রচার-প্রসঙ্গ (পুণায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ ও মিঃ বি, কে বসু মহাশয়দ্বয়ের গৃহে নেমি মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা, পুণার ফার্গুসান্ কলেজে Prof. D. V. Potder & Dr. Londe মহোদয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে মহারাজ-দ্বয়ের বক্তৃতা ; পাবনায় ও কাশীতে প্রচার) ৪৭।৭৪০

সাময়িকী (শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব; গৌরানুগত জনগণের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ; পুরীতে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয়ের পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ-সূচনা ; 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ; চৈতন্যভাগবতের সূচী ও 'সরস্বতীজয়শ্রী' গ্রন্থের বৈভবখণ্ডের প্রথম খণ্ড শ্রীমৌড়ীয়মঠের উৎসবের পূর্ব্বে প্রকাশ-সম্ভাবনা ; চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ ; ডাঃ মোহেণো ও শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের স্বধাম-গমন-সংবাদ ও তাঁহাদের পরিচয়)

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য (ভ্রম-সংশোধন—৭০৪ পৃষ্ঠায় 'মর্য্যাদামার্গ' স্থানে 'পুষ্টিমার্গ', ৭২৮ পৃষ্ঠায় 'বর্ণাতীত দুর্ভাগ্য' স্থানে 'বর্ণনাতীত দুর্ভাগ্য,' ৭৩০ পৃষ্ঠায় ৩১ পংক্তিতে 'শ্রদ্ধা ও উত্তমা-ভক্তি' স্থানে 'শ্রদ্ধা ও উত্তমাভক্তি' হইবে)

বিবিধ প্রসঙ্গ (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহস্মৃতি—শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীনন্দনন্দনকুঞ্জে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব ; শ্রীধাম মায়াপুরে অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব ; শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন ও পরে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় ; বর্দ্ধমানে প্রচার)

চয়ন ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৪।৭।৩৪—মায়াপুরে সুবৃহৎ মন্দির-নির্ম্মাণ, 'হাইকু', ২৪।৬।৩৪—'বঙ্গোপকূলে সর্ব্বোচ্চ মন্দির শ্রীধাম মায়াপুরমে বনেগা', 'জ্ঞানপ্রকাশ' ২০।৮।৩৪—'চৈতন্যসন্ধ্যাবাতে প্রচারক', 'সকাল' ২১।৬।৩৪—শ্রীল প্রভুপাদের চাতুর্ম্মাস্যের আলেখ্য-সহ প্রচার-বিবরণ, 'সকাল' ২৩।৬।৩৪—গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার-কার্য্য)

প্রাপ্ত-পত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, ২৭ আষাঢ় শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা-বিজয়, ভক্তিসুধাকর প্রভুর কটকে অবতরণ, ২৯ আষাঢ় হইতে কটকমঠের উৎসবারম্ভ, নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠান ইত্যাদি ; মিঃ হুজুরলালের ২৬ আষাঢ় পুরীতে হরিনাম গ্রহণ; ২৯ আষাঢ় শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা হইতে মায়াপুর-বিজয় ; এসোসিয়েটেড্ ও ইউনাইটেড্ প্রেসের কএকটি সংবাদের সমালোচনা :—বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি তাপ ও উত্তিয়াকরণে আরোৎপন্থী গণসমষ্টি ; শ্রীকৃষ্ণকে যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদাদিরই অন্যতম বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা ; লৌকিক ধর্ম্ম-প্রদর্শনের কুফল—দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মধ্যভারতের অনৈক

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
রাজার ৮০টি কুকুর-পালন ও পালিত কুকুর-গণের রাজার আত্মীয়কে তক্ষকরূপে প্রবেশ-দ্বারা পরাবিদ্যার প্রতিষ্ঠান)	
কেরাণকর্মী	
চটন ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৭।৭।০৪—বোম্বে গভর্ণর মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপন)	
বিবিধ প্রসঙ্গ শ্রীধামে শ্রীমন্দিরের কার্য্য ; ৩০ আষাঢ়, ১৪।৭।০৪ শ্রীপুরুষোত্তমে গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ; পুরীর সংবাদ—গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তনাদি)	
প্রচার-প্রসঙ্গ চিক্কলিয়ায় ; ময়মনসিংহে ; পাবনায় ; মুরতজে ; ঢাকায়—১।৭।০৪ ও ৮।৭।০৪ শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদকের যথাক্রমে 'শিক্ষা' ও 'প্রগতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; কোলা-পুরে—১৪।৭।০৪ ও ১৬।৭।০৪ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের মহারাজ ছত্রপতির সহিত হরিকথা, রাজারাম কলেজে বক্তৃতা, ১৮।৭।০৪ তারিখে শ্যাঙ্গলী ষ্টেটে গমন ও রাজার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন)	
বাদশবর্ষের পুনরাবৃত্তি	
মহাপ্রভুর আদেশ (যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় আনুকূল্যকারিগণের নামের তালিকা)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (কুমিল্লায় ও কলিকাতায়)	

গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী

১২শ বর্ষ

বিষয়	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিজয়-বিগ্রহ	
শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে (যোগপীঠে) মথুরার অভিমুখে—শ্রীকেশব	
শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শিবির-শ্রেণী ও শ্রীবন মহারাজ-পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক-মণ্ডলী	
৪। শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শিবির-শ্রেণীর পার্শ্বে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন	
৫। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ	
৬। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	
৭। নিত্যধামগত শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন	
৮। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপন-সময়ে শ্রীভগবদ্ভক্ত	১৫।২০০
৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক প্রভু-সমীপে দৈন্যভরে উপবিষ্ট শ্রীভগবদ্ভক্ত ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	১৫।২০০ ; ৪৭।৭২৪
১১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ বিউঢ় শ্রীমন্দির	১৫।২৩৬
১২। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাগ্‌বাজারস্থ নূতন মন্দিরে প্রবেশোৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রায় বক্ষ যথাক্রম—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধীশ্বর এবং যথাগ্রে—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	
১৩। বাগ্‌বাজার-গৌড়ীয়মঠে জেপুরের মহারাজ ও মঠ-সেবকগণ	
১৪। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ	৩১।৪১৬
শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর মাদুরী পুষ্করিণীস্থ নব-নির্ম্মিত ভবনের সম্মুখের দৃশ্য	৩১।৪১৮
১৬। হাউ আর্ দ্যু সুলজ্—বার্লিন (বর্ত্তমানে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠশাখা)	৩৬।৫৬৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪০ ; ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৩ | ১ম সংখ্যা।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্বাদ

কালের প্রবাহে আমরা ইহজগতে সৎসৎ নানা প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। অচিজ্জগতে কালের নিত্যানিত্য মূর্ত্তি-দ্বয়ের অনিত্য মূর্ত্তিটি ভগবদ্বিমুখজনগণের নিকটই ন্যূনাধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। নিত্য জগতের বৈচিত্র্য যেখানে স্তব্ধ হইয়া অদৃষ্ট-সম্ভবাভা হয়, সেখানে দ্রষ্টার নিত্যা স্মৃতি ভক্তি স্বীয় আকার পরিবর্ত্তন করিয়া ভোগরাজ্যে তাহাকে আবদ্ধ করে। ভোগ-প্রবৃত্তি দুইটি বিভাগে পরিদৃষ্ট হয়—আপাতিক অহঙ্কার ও ত্রিগুণ-রাজ্যে নিজ-বিরূপ-প্রতীতি। ভোগ-রাজ্যে অবস্থানকালে নিজ-স্বরূপ-প্রতীতিকে কেবলমাত্র ভোগমুক্ত প্রতীতি বলিয়া স্থাপনের চেষ্টা হয়। অজ্ঞাতিবাদ ও আপাতিক-অহঙ্কার-প্রণোদিত কর্তৃত্বাভিমান আমাদের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়ের বিচার আবাহন করে। প্রকৃতি বা স্বভাবের অতীত রাজ্যে ভোগ-নির্মুক্তকুল যে পুনর্জ্জাতিভাব আবাহনা করেন, উহা অদ্বয়নির্ব্বিশেষ-পরতার মহিমা-মাত্র।

সাময়িক পত্ররূপে 'গৌড়ীয়' বিগত একাদশ সৌরবর্ষকাল যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা অজ্ঞাতিনাশ নহে, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত ভগবন্মায়ায় আবদ্ধ হইবার তাণ্ডব-নৃত্য নহে। প্রতিস্রোত-কৃষ্ণানুশীলনপর যে-সকল বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিভিন্ন বিচারযুক্তি ওঁড়ের প্রভুর-সুখে স্ব-স্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যস্ত, 'গৌড়ীয়' ঐ কালকোটা বিচারের কোন কথারই অনুমোদন করেন নাই। আজ 'গৌড়ীয়'

বাল্যকাল এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে। বাল্যকালে—প্রথম মৌবনে—বাল্যের বিচ্ছেদের পর যে অবিচ্ছেদ-সম্বন্ধের ভাব নিয়া আলোচিত, সেই ভাবগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন হবে।

ব্যাকরণ পড়িলেই আমরা জানিতে পারিব, "পদ দুইরূপ অব্যয়ী"। পদ দ্বিবিধ—অব্যয় ও বৈকৃত। অব্যয়-পদের অন্তর্গতই ক্রিয়ার অব্যয়ত্বের-বৈকৃত-প্রভৃতি এবং বৈকৃত-পদের বিভক্তান্ত-আকারের প্রথম-প্রত্যয়ান্ত-অব্যয়ী বৃত্তি। পূর্ব পূর্ব বিশ্ব-ভেদের চ'রিত্রগুলি—যেটা আমাদিগের উদ্দেশ্য-প্রকাশ বিশেষভাবে অধিকৃত পদ করিয়া রাখে। আর একালপর্যন্ত-প্রকাশ মৌরীর যেটা যেখানে উদ্দেশ্যকরণে সহায় হইবে, সেইটা বিশেষ ও সেই অবস্থাবিশেষে অবধারণের যেখানে যে [illegible] উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

লোকের প্রাথমিক সম্বন্ধবন্ধনে যে বিভাগের উদয় হয়, সেই বিভাগের প্রতিপাদ্য বস্তুই বৈকৃত-পদ। সেই বৈকৃত-পদের যে যে আকৃতির অবয়বের পূরণার্থে লাভিয়েন্স হওয়ায় তাহা বৈকৃত-পদ নামের বৈকৃত পদী হইতে পূরণ করে। তাহার পরমাণু—বাক্যের বর্ণসমূহ। যেখানে বিভক্তিপ্রকাশ করায়, সেখানেই তার, তোর, তোর, তোর ও তার—এই [illegible] প্রকার বিশ্ব পরম-বিভক্তিযুক্ত হইয়া বর্ণ-ভৌম-সমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এই প্রভু-পদের আনুগত্যস্থলে যিনি অবয়ব-সেবায় রত হন, তিনিই অব্যয় ও অবয়ব।

মৌরীর—সং ও বিশেষণভাবের পরম-প্রকৃতি বলা। সেই পরম-ভাবের আদর বুঝিতে চতুর্থ বর্ষ, পরম প্রকৃতির অধীন অবস্থিত করিবেন। প্রতিপাদ্য প্রকৃতিরূপ-প্রাপ্ত হয়ে, তাহা আকৃতির নিত্য প্রতিবিম্বস্থানীয় প্রকাশের প্রাপ্ত। এই পরম প্রাপ্তির উদ্দেশে ইহা অবস্থাবশে অবয়বের এবং ও-পদের ইত্যাদির অবয়বের-প্রকৃতিই বিশেষের-অন্তরস্থ বিভাগাধিকারী।

যেখানে বৈকৃত-পদ-সমূহ অবস্থান মৌরীরূপে গণিত হয়, সেখানে সেই পদের আর কোন অবয়ব বৃত্তির প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই মৌরীপ্রকাশের অধিকারসমূহ বৈকৃত-বিশ্বের প্রকৃত-বিশ্বের হইতে মৌরী-মূলক উদ্ভাস-বিভাগের তত্ত্ব সমান বৈকৃত-প্রকাশবশের উদ্ভাস বিভাগে। প্রাকৃত অবস্থার পরবর্তী অবস্থা-প্রথম মূলত মৌরীরূপ প্রকৃত মৌরী-পদের বিশি আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, "অহং প্রথমি"-পদ ও "কৃপাদপি সুনীচ"-আর একার্থবোধক। যে মূলের বিশেষ অন্তর্ভেদ-মূলক বিভাগের পরাকাষ্ঠা, আর এক বিশেষণের বিশেষ অন্তর্ভিত্তিবোধের মৌরীরূপের পরিচায়ক, এই কথা। অন্তর্নিহিতভাব পরম-পূর্ণতা ইহার পরিচায়কের যে বিশিষ্টতা প্রকাশ-করণ, অন্তর্ভাব পরমার্থিক অধিকারের পরিচায়কতা "কৃপাদপি সুনীচ"-তেই পূর্ণ মৌরী অধিকারের মূলে অবয়ব তাহার পরম বৈকৃতিক মহাভাব-বিশুদ্ধতার মৌরী-প্রকৃতির সমান আকারের মধ্যে এবং পরম ভক্ত-পাদপদ্মের প্রাপ্ত হইবার ভেদের বিশিষ্টের-রূপে পূর্ণীভূত হইলে অবস্থাপন্ন হইবার যোগ্যতা হয়। সেই যোগ্যতার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মৌরী-আধারস্থল পরমার্থের পরিচয়েই প্রকৃত "কৃপাদপি সুনীচতা"।

আত্মিক, মানসিক ও বাহ্যিক অন্তর্ভেদের আধারস্থল হইতে পরিধান যাহা করিলেই তখন তার অধিকৃতার ভাব আসিতে পারা যায়। মানিক পরমাত্মা হইতে আত্মপ্রকাশ পরমাত্মার পর যে আত্মবর্তী মানিক পরমাত্মার অবস্থিতি করে, তাহার পুনঃ পুনঃ সেবায় মৌরী হয় না। পরমাত্মাস্থল পরমাত্মপ্রতিবিম্বের পারমার্থিক ভাব-সমূহের মৌরী সমাধান হইয়া বিশ্বের অবস্থাস্থল পরমাত্মস্থলে বিশেষ-ভাবিত হইয়া অবস্থান বিশ্বে হইয়া থাকেন। তাহা হইতে বিশ্ব হইবার তত্ত্বই আমরা তখন তার সমাধানস্থল হইবার উদ্দেশে যাত্র করিয়াছি। তাহাতে উহিতের অবয়বস্থিত পরমাত্মের অধিকৃত পরম ভাব অধিকৃতিতত্ত্বে আনিয়া পরমাত্ম-পরমাত্মার ও মৌরীর অন্তর্ভিত্তিবোধ হইতে বিশ্বস্থিতি তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতস্থলের উদ্দেশ। পরমাত্মার স্থায়ীর উদ্ভাসের আধ্যাত্মিক বৈকৃতিপরিমাণের অধিষ্ঠিতাবস্থা বিশ্বস্থিতি করিয়া তথা আমরা পাইয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতের অধিক তখন অধিষ্ঠিতার উদ্ভাসন পাকা করিতে অবয়বস্থলের বিভক্ত-আত্মিক অবস্থার বিভক্ত প্রকাশ করিতে পারে না। বিভক্ত-মৌরীরূপের ভক্ত-অবস্থাই মৌরীর অবয়বস্থল বিশ্বে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-বিভাগের

[illegible] [illegible] [illegible] [

ঐ সব বল প্রাকৃত বল,—পার্থিব বা নৈতিক বল-মাত্র; নৈতিক বল অপেক্ষাও পরম নৈতিক বল আছে, তাহাই আত্মার বল—তাহাই আত্মার আত্মা—আত্মার আত্মন্। সেই বলদেবের পাদপদ্মের অরুণা-কটাক্ষ হইতেই সমস্ত জীবতত্ত্ব পরমেশ্বরের সেবার বল লাভ করেন। তাই ভাগবত বলিয়াছেন,—

"রামেতি লোকরমণাদ্রমতং বলোজ্ঝিতং"।

(ভা ১০।২।১৩)

লোকসমূহের আনন্দবিধায়ক বলিয়া 'রাম' এবং বলাধিক্য বলিয়া তিনি—'বলদেব'।

পরমেশ্বরের যে শক্তি 'সন্ধা' প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম সন্ধিনী-শক্তি। এই সন্ধিনী-শক্তির অধীশ্বর—শ্রীবলদেব। ইনি সঙ্কর্ষণে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে কৃষ্ণ-সেবা করেন। যে-সকল জীব দশ-দেহে মায়ার সেবা করিতে চাহে, তাহারা দশ কর্ম্ম করিবার জন্য বলদেবের অনুরূপ চারিটি দশভুজার আশ্রয় গ্রহণ করে। দশভুজার রাজ্য ভোগ করিবার প্রবল চেষ্টা উদিত হইলে তাহার প্রতিযোগী দশ বদন ও বিংশভুজ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হয়। তখন সেই দশানন শ্রীবলদেবেরই কলা-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়। এই শ্রীরামচন্দ্র দশদেহে কৃষ্ণ-সেবাকারী সঙ্কর্ষণেরই স্বাংশপ্রকাশ-স্বরূপ। এজন্য যিনি দশ ইন্দ্রিয়ে সঙ্কর্ষণের সেবা করেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই দশরথে বাৎসল্য-সেবারস প্রকাশ করিয়া উদিত হন।

এই বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হইলে কখনও অতীষ্ট-লাভ হয় না। বল-বিতরণকারী সর্ব্ব-বলের আকর-দেবতা তাঁহার বল-মূর্ত্তিকে কত চিত্তাকর্ষকতার প্রকাশ করিয়াছেন!

"গুরুপাদধূলি আর গুরুপদজল।
গুরু-উচ্ছিষ্টসেব—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হ'তে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই বলদেব-তত্ত্ব। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম—এই শ্রীবলদেবের অভিন্ন-বিগ্রহ। গুরুপাদহীন ব্যক্তি কখনও আত্মলাভ করিতে পারে না। তাই শ্রীগুরুদেবের অন্তরে বলদেবের আবির্ভাব। কৃষ্ণসেবার, কৃষ্ণদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন ও সেবা।

নববর্ষারম্ভে দৈবক্রমে এই শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-তিথি অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবলদেবাবির্ভাব না হইলে—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাবল না পাইলে "গৌড়ীয়ে"র সেবা-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে না। গৌড়ীয়কে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপা-পৌর্ণমাসী নিত্য চন্দ্রিকায় অভিষেক করুন। সেই কৃপা বরণ করিয়া আমরা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই শ্রুতির মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের রীতির ঝঙ্কার মিলাইয়া গান করি—

নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

• • •

আরও বলি,—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল-ভকতি-সদ্ম
বন্দো মুই সাবধান মতে।
যাঁহার শরণে, ভাই, এ-ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা

কালের কালাগ্নির নানাপ্রকার তরঙ্গ ও বিবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া "গৌড়ীয়" আজ একটি যুগ-নদীর তটে উপস্থিত। কালের কলহে আমরা এতদূর কালা হইয়া পড়িয়াছি যে, কালাতীত কোনও কথা আমাদের কানের কাছে ঢাক বাজাইলেও কাল-মোহঘোর আমাদিগকে ছাড়াও; ছাড়িতে চাহে না।

কালের কলহ হইতে মানব-জাতিকে বিরাম দিবার জন্যই "গৌড়ীয়ে"র কীর্ত্তন-কাকলি পঞ্চমের ইঙ্গিত দিতেছে। মানব-জাতি তিনের কথা ছাড়া অধিক কিছু বুঝে না, কিন্তু তৃতীয় ও পঞ্চমের কথা তাহাকে না শুনাইতে পারিলে চেতনকে ব্যর্থ ও অসার করিতে হয়।

জগৎ দশের অনুকরণকারী। দশের আচার-ব্যবহার,

চিন্তা-ভাবনা, মত-পথ মানবকে যেন যন্ত্রচক্রে পশুর ন্যায় চালনা করিয়া ও প্রেরণা দিয়া থাকে। এই দশের নেশা মানব-মেধাকে একদিকে যেমন মনোধর্ম্মে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, আর একদিকে তেমনই তাহাদের সত্তানুসন্ধিৎসার ঐকান্তিকতাকে অনাদর করিয়া দিয়াছে। "দশজন লোক যাহা করে, তাহা করাই কাল-ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম"—কালকামিনী এই যে ভ্রম মন্ত্র মানব-জাতির কর্ণে শুনাইয়া দিয়াছে, তাহাতে জীব আপনার নিজস্ব অবদানকেও হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মানুষ যতই বলুক না কেন—"আমার স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়াছি", কিন্তু মানবের অন্তরে রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গতানুগতিকতার বীজাণুই সেখানে রাজত্ব করিতেছে।

দশের অনুকরণ-প্রবৃত্তিটা স্বাভাবিক, কিন্তু দশভূতার নামে আমাদের যে নির্ব্বাসিত জীবন, তাহার স্বভাবটাও বিকৃত। আমাদের স্বরূপের—স্বভাবের একটা প্রতিবিম্ব বিরূপের আধারে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

দশমত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দশের পূরক, সেই দশম কিন্তু প্রাকৃত দশম নহে। আমরা প্রকৃতির দশচক্রের নাগর-দোলায় উঠিয়া যে দশকর্ম্ম করিতেছি, তাহাতে আমাদিগকে সেই দশম হইতে কেবল দূরেই বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

এই দশবিপর্য্যয়ের রক্ষামাদুলীর অনুসন্ধান আমরা কি করিয়াছি? শ্রীমদ্ভাগবত একাদশের বাণীতে উদ্ধব-গীতার গানের মধ্যে সেই সন্ধান দিয়াছেন। এই বর্ষে দ্বাদশস্কন্ধ-শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ হইলেই শ্রীগৌড়ীয়ের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়;—ইহাই একাদশীর পারণ, একাদশ-স্কন্ধের পারায়ণ দ্বাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের সমাপ্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ। আর দশচক্রের পেষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুবর্ণনের দার্শনিক দ্বাদশজন মহাজনের কথা জানাইয়া দিয়াছেন। জগতের দশজন—মহাজন নহে; মহাজন—দ্বাদশজন। দশচক্রের ভূত ছাড়াইতে হইলে এই দ্বাদশমহাজনরূপী ওঝার শরণগ্রহণ-ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই; কেন না, ওঝা হইতে ওঝাগীত বড় সর্ব্বথাই দুই অঙ্গুলি বড়।

মানুষ হয়তো পূর্ণসংখ্যা মনে করে, কিন্তু তাহার উপর আরও দুই অর্থাৎ দ্বাদশের কথা না শুনিলে এই জড় অভিজ্ঞতার রাজ্যের পূর্ণতার উপলব্ধি হয় না। দশজনকে—বহুজনকে বা গণতন্ত্রকে যে সংখ্যাধিক্যে 'মহৎ' দেখিয়া বহুজন বলিবার প্রবৃত্তা মানবসমাজকে গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে বিলম্ব আনয়ন করিয়াছে—"গৌড়ীয়"। "গৌড়ীয়ে"র মহৎ—'গণনা'র মহৎ নহে; গৌড়ীয়ের 'মহৎ'—চেতনের মহৎ—সেবোন্মুখতার মহৎ, এইজন্য "গৌড়ীয়ে"র যুগকে পারমার্থিক ঐতিহাসিকগণ হয় ত' একদিন 'যুগান্তর' আর বলিয়াও তৃপ্ত হইবেন না।

'যুগধর্ম্ম' বলিতে বর্ত্তমানে যে দশের গজ্জলিকা-প্রবাহে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার উন্মাদনা আসিয়াছে—যে উন্মাদনার মূলে দশটি ইন্দ্রিয় মনকে বিপথগামী করিয়া দশদিক্ হইতে ইন্দ্রিয়-মহোৎসবের ইন্ধন চয়ন করিতেছে, সেই উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কাহার সাধ্য রোধ করিতে পারে? দশজনের ভাব ও ভাষা কেবল সেই ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের উপকরণ-মাত্র, উহা মানুষের নিত্যমঙ্গলানুসন্ধিৎসাকে পুড়িয়া ছারখার করিবার জন্য ভুবন-মোহিনী কৃত্যারূপে উদিত হইয়াছে।

দ্বাদশ-মহাজনের কীর্ত্তন-মহামন্ত্র-ব্যতীত আর কিছুতেই মানবের সেই জন্মজন্মান্তরের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না। "গৌড়ীয়" সেই দ্বাদশ-মহাজনের কীর্ত্তন-পসরা লইয়া দ্বাদশবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরুকে আপনাকে দ্বাদশ স্কন্ধে বিস্তার করিয়াছেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমাবতার-রূপে আপনাকে পল্লবিত করিয়া দ্বাদশমাসের কৃত্যনির্ণয়ে অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন। বারমাসে হরিকীর্ত্তনই করিতে হইবে। সেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্যই রূপ ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে প্রকাশিত। সেই শ্রীগুরু শ্রীরূপ "গৌড়ীয়ে"র কীর্ত্তনে সম্প্রকাশিত হইলেই গৌড়ীয়ের সার্থকতা। যুগপ্রবেশের মঙ্গলাচরণে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার পাদপদ্মানুগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রদ্ধামাল্য

অরুণ-কান্তি "গৌড়ীয়" শিশু উদিল যে-দিন গৌড়-আকাশে।
বাল-অরুণের তরুণ প্রভায়, তখনি তিমির পলায়' ত্রাসে॥
যখন গাহিলে নবীন বরষে কৈশোরহীন শাস্ত্র-সার।
তখনি কপটী কলিচরগণ, গণিল বিষম বিপদভার॥
অনেকেই বোধে ভেবেছিল মনে,—'পাঠা'ব তোমায় নির্ব্বাসনে।
ছোট শিশু কহ গুরুতর কথা, ধরিব তোমারে নির্য্যাতনে॥'
তাজিল তা'দের অহমিকাভার শিশুর রক্ষক সুদর্শন।
লুকা'ল প্রতীপ পরার ভরে, লইয়া ব্যর্থ শতেক পণ॥

• •

গৌড়ীয়! তব গৌরব-বাণী, (আজি) নিখিল ভুবনে গিয়াছে ছে'য়ে।
গৌর-নামাঙ্কিত পতাকার তলে, বিশ্বপরাণ আসিছে ধে'য়ে॥
গৌড়ীয়! তব চেতন-দীপ্তি অজ্ঞান-তমঃ করিল দূর।
কণ্ঠে তোমার রাগে অবিরত, গোকুল-প্রীতির ললিত সুর॥
সে সুর-লহরী নাচিয়া নাচিয়া, মহাসিন্ধুরে শুনায় বাণী।
কৃষ্ণনামের কল-কল্লোলে, জাগা'য়ে চকিতে অমৃত প্রাণী॥
জড়তার ঘোর-বিলাস-কুহক, শুনিয়া সে সুর পলকে টুটে।
গৌর-জনের শ্রীপদ-ছায়ার শরণ লভিতে আজি সে ছুটে॥
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়, সকলে তোমায় চিনেছে আজ।
হে কিশোর! তব করুণা-ভাতি ধরায়ে পরাল সেবার সাজ॥
হিমালয় হ'তে কুমারিকা ঘুরি', সাগর-পারের সুদূর দেশে।
শিরেতে ধরিয়া অতুল পসরা, ভ্রমিতেছ বীর! উদার বেশে॥
গৌড়ীয়ের আশা বিপুল—মহান্—শুধু গৌড়দেশে আবদ্ধ নহে।
সারাভুবনের তন্দ্রা টুটাতে জাগরণী বাণী নিয়ত কহে॥
মরুর বক্ষে প্লাবন জাগা'তে, দিতে তুহিনেরে অগ্নিশিখা।
নীরব হিন্তোলে জড়ের মাঝারে, পাষাণে আঁকিছে করুণ রেখা॥
গৌড়ীয়! তুমি এ'সেছ ধরায়, অমিত তোমার পরাক্রম।
প্রয়াস তোমার কত না উদারে, জগজ্জীবের নাশিতে ভ্রম॥
আমি কিরূপে জানা'ব, দেব! অনর্থ-ভরা হৃদয়ের নতি।
কিছু উপায়ন নাহি যে চরণ, সেবা-তরে নাই শুদ্ধা মতি॥
শুধু আজি হিয়া উঠে উথলিয়া, চরণে পরাণ লুটা'তে চায়।
গাহিবারে তব করুণা-ভারতী, অকপট মতি যাচিগো পায়॥
হৃদি শ্রদ্ধা-ভরে প্রণমি তোমায়, হে উপকারক! হে গুণধর!
জ্বালাও কৃপায় সেবা-দীপ-শিখা, মানসের সব তিমির হর'॥

শ্রী—

সন্ন্যাসী-অতিথি

[এক]

তখনও অতিথি-সেবা ভারতের—বঙ্গদেশের গৃহস্থ নরনারীর প্রধান ধর্ম ছিল; তখনও গৃহস্থ কেবল নিজের স্ত্রী-পুত্রকেই পাল্যমাত্রজ্ঞান করিয়া অতিথিসেবায় বিমুখ হন নাই; তখনও মানবের ব্যবহার পশু-পক্ষীর স্বার্থ-পরতা হইতে অধমতর হয় নাই; তখনও গৃহস্থ স্মৃতির আদেশ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে সজ্জন গৃহস্থ বলিবার আস্পর্দ্ধা রেখা নাই; তখনও ভারতের গৃহস্থ নরনারীর দ্বারে স্মৃতির এই আদেশটি দারুণ বাক্যের ন্যায় দীপ্তি পাইত,—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

এমন এক সময়ে জনৈক সৌম্যমূর্ত্তি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী রাঢ়দেশের এক গণ্ড-গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। বর্ত্তমানে রাঢ়দেশে যে মহাবপুর-নামে গ্রাম আছে, তাহারই নিকট দিয়া যাইতে যাইতে ঐ গ্রামের প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে এক পল্লীর দিকে সন্ন্যাসী তাঁহার গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসী গ্রামের লোক দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই গ্রামের নাম কি"? একজন বলিলেন—"আমাদের গ্রামের নাম 'একচক্রা'; কিছু দূরে মৌরেশ্বর শিব বিরাজিত আছেন।"

গ্রামীর মুখে গ্রামের পরিচয় পাইয়া পরিব্রাজক যথেচ্ছ চলিতে চলিতে এক গৃহস্থের কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

[দুই]

যে সময়ের কথা, তখন পথে, গ্রামে সাধু মহাত্মার চলাচল থাকিলেও চোর-দস্যু-ছল-জুয়াচোরের উপদ্রব কিছু কম ছিল না। এখন বরং সহরেই হউক বা গ্রামেই হউক খানিকটা নিশ্চিন্তভাবে গৃহস্থ জীবন-ধন-জন-কুল-মান রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তখন রক্ষকও ভক্ষক হইয়া পড়িত। নানাপ্রকারে কপট ও ভণ্ড লোকেরও অসদ্ভাব ছিল না। তথাপি লোক তখন সাধু-অতিথির সেবায় উদাসীন ছিলেন না। বঙ্গদেশের প্রাচীন ও আদি সাহিত্যের মধ্যে তখনকার বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণ কিরূপ-ভাবে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাতা-পিতার অতিথি-বৎসলতার সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গৃহস্থলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং নিজ-মাতা শচীদেবী ও পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে অতিথি-সন্ন্যাসিগণের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—

নিত্যযদি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
বার যেন যোগা প্রভু যেন সমাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রণে প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহিয়া পাঠান জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা বাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে।
'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?'
চিন্তিতেই যেন, নাহি জানি কোন জনে।
সকল সম্ভার আনি' দেয় সেই ক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু গিয়া বৈসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
ভূষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এইমত যতেক অতিথি আসি' হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম।
গৃহস্থ হৈয়া অতিথি-সেবা নাহি করে।
পশুপক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি বিবেক হরিষে॥
সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্যশূন্য না হয় তাহার॥
অশেষতে চিত্তসুখে যা'র যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি'॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে॥

সেইসব অতিথি—পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরে করে অন্ন দান।
(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৪শ ১৩-২৮)

[তিন]

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী যে গৃহস্থের দ্বারে উপনীত, সেই গৃহস্থ একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ—স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি গৃহ-সংসার করেন; কিন্তু তথায় লক্ষ্য করিবার একটি প্রধান বিষয় ছিল। সে-স্থানে কেবল আত্মোদর-পরিপালন বা স্ত্রী-পুত্রের বিলাসিতার জন্য যত্ন নাই। গৃহস্থের গৃহ-দেবতা বিষ্ণু, গৃহস্থ তাঁহার সংসারের কেন্দ্রে বিষ্ণুকে স্থাপন করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার অর্থচেষ্টা, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিপালন, সমস্তই বিষ্ণুর সেবার জন্য এইরূপ এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রটী সর্ব্বসুলক্ষণকে রূপ প্রদান করিয়া সেই রূপ-রাশিতে গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। পুত্রবধূটি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর প্রাণ-পুত্তলি। মাতাপিতা তিলমাত্র পুত্রকে না দেখিতে পাইলে 'যুগ' বলিয়া অনুভব করেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুসেবার জন্য ভিক্ষা-কার্য্যেই বহির্গত হউন, কিম্বা যজমানের ঘরেই গমন করুন, অথবা হাটে-ঘাটে কোনপ্রকার কার্য্যব্যপদেশেই ব্যস্ত থাকুন, সব সময়েই পুত্রের উপর ব্রাহ্মণের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত থাকিত।

বৈষ্ণব পরিব্রাজককে গৃহে দেখিয়া বৈষ্ণব গৃহস্থ আপনাকে ধন্য মানিলেন এবং সন্ন্যাসী অতিথিকে অকপটে সাদর-সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণীকে কিছু নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান-পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং অতিথির পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইলেন।

অতিথিকে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া আধুনিক সভ্যজগতের কোন কোন ভব্য-সভ্য গৃহস্থের ন্যায় "একটা বিষম বোঝা উপস্থিত হইল—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ও কণ্টক উপস্থিত হইল, কিম্বা নিজের ভোগ্য পাল্যবর্গের খাদ্য, স্থান ও সেবার উপকরণ প্রভৃতির প্রাপ্য ভাগের হ্রাস হইল"—এইরূপ ক্ষুদ্র-বিচার ব্রাহ্মণের হৃদয়ের কোথায়ও স্থান পাইল না। মনে-প্রাণে সকলে মিলিয়া অতিথি-সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইলেও সারা-রাত্রি সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তি পত্নী-পুত্রাদির সহিত রাত্রি যাপন ত' চিরকালই করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সুদুর্লভ সুযোগ ত' আর পাইবেন না, বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ সারা-রাত্রি পরিব্রাজকের সহিত যাপন করিলেন।

গৃহস্থের ঘরে সন্ন্যাসীর বেশী সময় থাকা উচিত নহে জানিয়া সন্ন্যাসী অতিথি খুব প্রত্যূষেই স্থানত্যাগের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। যাওয়ার সময় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীটি গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিকট বলিলেন,—'আমার একটি ভিক্ষা আছে।'

[চার]

পাঠক! আমরা হয় ত' বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ঐ উক্তিটি শুনিয়া আমাদের চিত্তের বৃত্তি-অনুসারে সন্ন্যাসীকে অর্থ-বিত্ত-লোভী ভিক্ষুক মনে করিব! কেহ কেহ হয় ত' সিদ্ধান্ত করিব,—পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণকে কথা বলিবার অবসর প্রদান করাটাই অন্যায়। তাঁহাদের কথা শোনা বা তাঁহাদের নিকট কোন কথা বলা কিংবা তাঁহাদিগকে ঘরে স্থান দেওয়া বিষম বিপদ্; কারণ, তাঁহারা প্রথম-মুখে যতই কৃষ্ণকথা বলিবার অভিনয় প্রদর্শন করুন না কেন, অন্তিমে—বিদায়ের কালে কিছু না কিছু অর্থ, বিত্ত, দ্রব্য চাহিয়া বসিবেন। সুতরাং আদৌ তাঁহাদিগকে কোন-প্রকার হরিকথা বলিবার অবকাশ না দিয়া এবং তাঁহাদের কোনও হরিকথা না শুনিয়া নিজের ভোগকর অর্থ-বিত্তগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার বুদ্ধিমত্তার অনুসরণ করাই ভাল!

পাঠক! আমাদের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কারণ, বহুরূপিণী ভোগবুদ্ধি আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে বধ্যভূমিতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমরা সেই বধ্যভূমিকার পিচ্ছিল পথের অভিসারকেই আমাদের লাভ মনে করি; আর প্রকৃত লাভের অবকাশকে লোকসানের হেতু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি।

আমাদের অনুমান সত্যই। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হরিকথা-কীর্ত্তনের ফলস্বরূপ আমাদের ভোগাসক্তির দ্রব্যসমূহ মূল মালিকের সেবায় লাগাইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হন। জগতে অনেক ভণ্ড বা মেকি মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বলিয়া আমরা কি মুদ্রার ব্যবহার চিরতরে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি? মেকি মুদ্রার মধ্য হইতেই খাঁটি মুদ্রা বাছিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে আমাদের জীবনযাত্রাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। জগতে ভণ্ডের বহুল আবির্ভাব হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রকৃত সাধুর

সম্বন্ধেও নেকীর নজির ও ছল দেখাইয়া বিসর্জ্জন করিব বা খাঁটীকে 'মেকি' বলিব—এইরূপ বিচারে আমাদের পারমার্থিক জীবন-যাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়িবে—আমরা পরমার্থ-খাস্তাভাবে শুকাইয়া মরিব।

[পাঁচ]

পাঠক! ঐ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কে? ব্রাহ্মণীই বা কে? গৃহস্থের প্রাণারাম পুত্তলীই বা কে? অতিথিই বা কে? অতিথির বিদায়কালীন ভিক্ষাই বা কি?—কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ঐ ব্রাহ্মণের নাম—হাড়াই উপাধ্যায়। তিনি হাড়ো ওঝা বা হাড়াই পণ্ডিত নামেও খ্যাত। ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণীর নাম—শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী। আর তাঁহার পুত্রের নাম জগতে না জানেন বা না জানা উচিত, এরূপ অবিবেচক কোন লোক নাই, সমস্ত জগৎ তাঁহার পদপল্লবের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া ধন্য হন, তিনি সকল জীব-জগতের আশ্রয়ণীয়, আরাধনীয় শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দকে না চায়—এমন কোন্ আত্মঘাতী আছে?

ঐ সন্ন্যাসী অতিথির সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয় না থাকিলেও কেহ কেহ বলেন,—ইনি প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী বা কাহারও মতে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ। যাহা হউক, সেই অতিথি যিনিই হউন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার ভিক্ষা বা অতিথি-সৎকারের চরম দক্ষিণা শুধু কয়েকটি মুদ্রা নহে, আংশিক কোন বস্তু নহে; গৃহস্থের সর্ব্বস্ব,—গৃহস্থের জীবাতুর জীবাতু,—গৃহস্থের আসক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ।

সন্ন্যাসী হাড়াইপণ্ডিতের নিকট তাঁহার পুত্ররত্ন নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিলেন; বলিলেন,—"আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাইতেছি, আমার সহিত ভাল ব্রাহ্মণ নাই; কিছু দিনের জন্য আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভিক্ষা চাহিতেছি।"

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া উপাধ্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। সন্ন্যাসী যদি আর উপাধ্যায়ের প্রাণ ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলেও তৎপ্রদানে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইত না। কিন্তু সন্ন্যাসী আজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকে ভিক্ষা চাহিতেছেন। অর্থভিক্ষা ত' সামান্য, লক্ষপতি যদি সন্ন্যাসীকে হরিসেবার জন্য—শ্রীনামপ্রচারের আনুকূল্যের জন্য দশ বা বিশ সহস্র মুদ্রাও প্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহার ভোগসাধক জীবনযাত্রা-পরিচালনোপযোগী অর্থ অবশিষ্ট থাকে। ঐরূপ অর্থ-বিত্তাদির দান আংশিক ত্যাগের উদাহরণ-মাত্র। কিন্তু এই অমৃত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আজ চাহিলেন,—সর্ব্বস্ব হইতেও সর্ব্বস্ব ভিক্ষা। আসক্তির সমগ্রতা যাহাকে আশ্রয়সাৎ করিয়া রহিয়াছে, সেই বস্তুটীই সন্ন্যাসীর ভিক্ষার উপকরণ।

ভিক্ষার প্রার্থনা যাহাই হউক না কেন, গৃহস্থের কর্ত্তব্য,—বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা-দান। তাই দশরথরায় হাজাই ওঝা ভিক্ষুকের সহিত তর্ক-বিতর্ক করা দূরে থাকুক, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন,—পূর্ব্বে মহাপুরুষগণ ভিক্ষুককে প্রাণ-পর্য্যন্ত দান করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিয়াছেন—রাজা দশরথ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও রামের বিরহে দশরথের জীবন-ধারণ অসম্ভব হইয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মপালক পুরন্দর দশরথ সন্ন্যাসী ভিক্ষুককে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। আমার ভাগ্যেও আজ সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এই স্থানে বৈষ্ণব-কবি বলিয়াছেন,—

'যৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে অতি?
অন্যথা লক্ষণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি?'

[ছয়]

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উপাধ্যায় সহধর্ম্মিণীর নিকট সন্ন্যাসীর ভিক্ষার প্রার্থনা জানাইতে চলিলেন। জগন্মাতা পদ্মাবতী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—

"যে তোমার ইচ্ছা, প্রভু, সেই মোর কথা"।

ইহারই নাম গৃহস্থ—ইহারই নাম যাত্রা—ইহারই নাম পিত্রা—ইহারই নাম গার্হস্থ্যধর্ম্ম—বৈষ্ণবের সংসার। বর্ত্তমানে সভ্যতার নামে—শিক্ষার নামে দুর্দ্দমনীয় ভোগ-পিপাসাকে—নাস্তিকতাকে—ইন্দ্রিয়-লোলুপতাকে—ব্যভিচার-কদাচারকে লোক-মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে সাজাইবার অনেক কৌশল উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং ঐরূপ কপটতাকেই সংসারধর্ম্ম 'বলিয়া' জয়ঢাক বাজাইবারও অনেক ওস্তাদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বাহ্য ও সমষ্টির প্রকৃত সত্তা জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে বিনাশের ঘূর্ণকাষ্ঠে তুলিয়া ধরা ব্যতীত আর কোনও উচ্চ আদর্শের কার্য্য নহে।

[সাত]

হাড়াই উপাধ্যায় সহধর্ম্মিণীর বাক্য প্রবণ করিয়া পুত্রকে

অতিথি-সন্ন্যাসীর হস্তে সঁপিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালক হইলেও মাতা-পিতার মনস্তুষ্টিকরণ, জগতে বৈষ্ণব-ভিক্ষুকের মর্য্যাদা-স্থাপন এবং শুষ্ক-বৈষ্ণব-সেবার্থ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগের আদর্শ-স্থাপন-কল্পে সন্ন্যাসী ভিক্ষুকের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

দুঃখের বিষয়, 'নিত্যানন্দের বংশধর' (?) 'আচার্য্য' (?) প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিবার আস্পর্দ্ধা দেখাইয়াও মধ্যাহ্ন-কালে ভগবৎপ্রসাদান্ন মাত্র গৃহদ্বারে আগত ভিক্ষার্থী বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করিবার গুরুপদেশের আদর্শ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ভিক্ষুকগণ একসময়ে ঢাকা-নগরীতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

এদিকে ছাড়াই ওঝা পুত্রবিরহে বিলাপ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ-শ্রবণে পাষাণ, কাষ্ঠও বিদীর্ণ হয় যাইত। ছাড়াই পণ্ডিত তিনমাস-কাল অন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জীবন থাকিল বটে, কিন্তু তিনি যেন নির্জ্জীবভাবে অবশিষ্ট রহিলেন। ওঝা কখনও বা বিরহ-বিহ্বল হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থান করিতেন।

[আট]

পাঠক! আমাদের মনে হইতে পারে, যাঁহার এরূপ পুত্রাসক্তি, তাঁহাকে আবার কিরূপে 'বৈষ্ণব' বলিব? কিন্তু এক্ষেত্রে দৈবক্রমে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যত কিছু আসক্তি তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সেই পুত্রের পাদপদ্ম স্বয়ং সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-আকর; তাই ছাড়াইর পুত্রাসক্তি অনিত্য-পুত্রাসক্তি ছিল না, তাহা ছিল—নিত্যপুত্র বিষ্ণুর প্রতি আসক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ—সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব, আর ছাড়াই—বসুদেব; শ্রীনিত্যানন্দ—সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ, আর ছাড়াই—দশরথ।

পাঠক! ইহা মানবে দেবারোপবাদ (Apotheosis) নহে; ইহা বাস্তব তত্ত্ব। কত প্রকারই না আত্মবঞ্চনার ভাঁতাকল আমরা সৃষ্টি করিয়াছি! আমাদের কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকি,—"আমি যদি আমার পুত্রকে 'নারায়ণ' বা 'গোপাল' ভাবিয়া তাহার প্রতি খুব আসক্ত থাকি, তাহা হইলেই ত' আমার বিষ্ণুভক্তি হইয়া যাইবে।" ভোগাসক্তিকে এরূপভাবে সমর্থন করিবার অনেকপ্রকার কপটতা আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু কপটতার দ্বারা কখনও অধিপতিকে জয় করা যায় না, কায়-মনোবাক্যে অকপট হইলেই জীবের মঙ্গল হয়।

আমাদের নির্ম্মল চেতন যদি সচ্চিদানন্দ পরাৎপর তত্ত্ব অধোক্ষজ বিষ্ণুর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবিশিষ্ট হয় এবং সে-স্থানে যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোন প্রকার ভোগ-গন্ধ বা ত্যাগ-গন্ধ লুক্কায়িত না থাকে, তবেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। তাই ছাড়ো ওঝার পুত্রাসক্তি—ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা, আর আমাদের ভোগাসক্তি কেন, ত্যাগাসক্তিও—ভোগবাঞ্ছার লেলিহান জিহ্বা।

নিরীশ্বর নীতির বিচারে মাতা-পিতার মনে কষ্ট দিয়া পুত্রের শুষ্ক-বৈষ্ণব বা সাধুর প্রতি আসক্তি-প্রদর্শন বা হরিভজনার্থ গুরু-সেবায় অভিগমন কোনমতেই সমীচীন নহে; তাহা ভয়ানক কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন। মাতাপিতার সেবা বা সংসার-ধর্ম্ম-পরিপালনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাহারা সেই কর্ত্তব্যে বিমুখ, তাহারা কি করিয়া ভগবানের ভজন করিবে? মাতাপিতাকে ভজন করিলেই ভগবানের ভজন হয়! মাতাপিতা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ গুরু আর কোথাও নাই!—এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের অনাথা মাতা এবং দ্বিতীয়বারের পরিগৃহীতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শকে কর্ত্তব্যভ্রষ্টতার উদাহরণ এবং নিতান্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ন্যূনাধিক ঐরূপ চিত্তবৃত্তিরই প্রক্ষয় বোকানধার মহা-প্রভুকে স্পষ্টভাবে কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের আসামী না বলিয়া মহা-প্রভুকে খানিকটা চতুরতার সহিত মৌখিক মানিয়া বলিয়া থাকেন,—শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস করিয়াও মাতা ও স্ত্রীকে ভুলিতে পারেন নাই; নীলাচল হইতেও তাঁহাদের জন্য দ্রব্যাদি ও লোকজন পাঠাইয়া দিতেন এবং খবরাখবর লইতেন।

ঐরূপ উক্তি তাঁহাদেরই মুখে প্রকাশিত হয়, যাঁহারা নিজেদের চরিত্রদোষে মহাপ্রভুর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অক্ষিত-যশোমতী নিত্যধাত্রী শচীদেবীর প্রতি অক্ষিত-ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্যপুত্র শ্রীগৌরসুন্দরের যে আসক্তি, তাহা অপ্রাকৃত নিত্য বাৎসল্য-রস, যে-স্থানে কোনই প্রাকৃত রসের স্পর্শ নাই, নিত্যানন্দের প্রতি ছাড়াই ওঝা ও পদ্মাবতী-দেবীরও সেই বিচার। তবে জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দের ঐ-রূপ নিত্য-বাৎসল্য-রসের রসিকশেখরকে বিরহসমুদ্রে অভিষেক করাইবার যে অভিনয়, তাহাতে মহতী লীলাশিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে। নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যাসদেব তাহা উন্মীলন করিয়াছেন,— (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৩য় অঃ ১০০-১০৭)

"প্রভু কেনে ছাড়ে, নাহি বুঝে অনুরাগ ?
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥
ত্যজিলেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি' নাহি চাহিলেন মুখ ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি ॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন্ মহাশয়ে ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ তবে' যেন উদ্ধার শ্রবণে ॥
যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ব্বন্ধে চলিলে তাহা কানন্দে যবনে ॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায়।
আনুভবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায়" ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব

'উৎসব' বলিতে আমরা সাধারণতঃ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রান্তির অপনোদন কিংবা কোনও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান-উপলক্ষে পরস্পর মিলন-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে আমোদজনক আনন্দের উপভোগ বুঝিয়া থাকি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার উৎসবের আদর্শ আবহমান কাল হইতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই সভ্য, এমন কি অসভ্য মানবজাতির মধ্যেও নানাপ্রকার উৎসবের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন দেশের সামাজিক উৎসবের চিত্রের মধ্য হইতে মানব-চরিত্রের অনেক প্রাচীন কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়া দেশের ও সমাজের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন দেশের উৎসব বিভিন্নপ্রকার। আবার, সভ্যজাতির উৎসব হইতে অসভ্যজাতির উৎসব ভিন্ন। এক-এক দেশের এক-এক জাতির জাতীয়-উৎসবের এক-একটি বিকৃত-কিম্বাকার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার স্থানবিশেষে তদ্দেশবাসিগণ মাতা-পিতার যে শ্রাদ্ধোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অন্য জাতির বিচারে বড়ই নির্ম্মম ও অদ্ভুত। শুনা গিয়াছে, ঐ স্থানবিশেষে মাতা-পিতা বৃদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া ধরিত্রীর ত্রিতাপ-ক্লেশ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব, অব্যাহতি প্রদান করিলে পুত্র অধিকতর সামাজিক সম্মান প্রাপ্ত হন। যে যোগ্য সন্তান পূজ্য-পূরুষগণকে ঐরূপভাবে ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মাথার খুলি যতটা অধিক-সংখ্যায় সংগ্রহ এবং জাতীয়-উৎসবকালে ঐগুলি বিশিষ্ট সামাজিকগণের পান-পাত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি সমাজে ততটা অধিক সম্মান লাভ করেন!

সভ্য ও অসভ্য মানবজাতির মধ্যে জন্মোৎসব, মিলনোৎসব, বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব, নৃত্যোৎসব, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার আদি-কবির সাহিত্যপাঠে জানা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পাখী, বিড়াল, বানর প্রভৃতির বিবাহ-উৎসব, পুতুলের বিবাহোৎসব, চণ্ডী, বিষহরি-পূজার উৎসব, শ্রাদ্ধাদি উৎসব, বা বাক্‌ঘুষোৎসব প্রভৃতি খুব ঘটার সহিত সম্পন্ন হইত। এখনও সময়ে-সময়ে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে ধনীলোকের বাড়ীতে পুতুলের বিবাহ, কুকুর-কুকুরীর, বিড়াল-বিড়ালীর বানর-বানরীর বিবাহ, কোথাও বুড়া-শিবের বিবাহ, আবার কোথাও ধর্ম্মের নামে সখীভেকী-গৌর-নাগরীর বাসন, রাঘবের অনুকরণে কালি-বরনে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বলিয়া উৎসবের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশে যখন টাকায় ৮/ মণ চাউল বিক্রীত হইত, তখন লোকের উদরান্নের জন্য কোন কাতরতা থাকায় পুরীর গঙ্গা-যাত্রা-উৎসবাদি করিবার স্বাভাবিক পিপাসা সহজেই উদিত হইত। আবার, আট টাকা বা ততোঽধিক মূল্যে যখন চাউল বিক্রীত হয় কিংবা দেশে টাকার অভাব হয়, তখনও বিদেশের আমদানী চলচ্চিত্র ও রঙ্গালয়ের উৎসব

অশিক্ষিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সভ্য-সমাজের হৃদয়-প্রাঙ্গণকে অধিকার করিয়া বসে।

আবহমান কাল হইতে স্বর্গ ও মর্ত্যের রাজত্বর্গের সভা-প্রাঙ্গণ নৃত্য-গীতাদি-উৎসবে ভরপুর থাকিবার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সে-দিনও বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল্, মতিঝিল্, চেহেল সেতুন, রমেরস প্রভৃতি প্রমোদ-শালায় কতপ্রকারই না উৎসবের বন্যা প্রবাহিত থাকিয়া ঐ নগরীকে তদানীন্তন লণ্ডন অপেক্ষাও অধিকতর সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া পরিচিত করাইয়াছিল।* দ্বিতীয় চার্লস্‌এর সময় ইংলণ্ডে যে বিলাস-উৎসব চলিয়াছিল, তাহার পূর্ণাহুতি হইয়াছিল ইতিহাস-বিখ্যাত লণ্ডন-মহা-মারী ও লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডে।† বিংশ শতাব্দীতে সভ্য-জগতে মহাসমরবাদের যে উৎসব চলিয়াছে, বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের মধ্যেও, বোধ হয়, তাহার বিরাম হয় নাই।

যে পারিপার্শ্বিকতা আমাদিগকে ওতপ্রোতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহারই ভূমিকার উপরে আমরা তৌলদণ্ড স্থাপন করিয়া সব জিনিষ মাপিতে যাই। তাই, উৎসবের কথা শুনিলেই বিবাহ-উৎসব, শ্রাদ্ধ-উৎসব প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক ধর্ম্মোৎসব কিংবা পারমার্থিক ধর্ম্মের দোহাই পরাইয়া সার্ব্বজনীন উৎসবের নামে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-পূজার আমোদ-প্রমোদ-উৎসব প্রভৃতির আদর্শগুলিই আমাদের চোখের নিকট বড় হইয়া উঠে। আর, আমরা উহাদের ছাঁচে ঢালিয়াই সব জিনিষ মাপিয়া থাকি।

জাতির বা দেশের দুর্দ্দিনের সময়ে লোকের চিত্ত বিষণ্ণ ও বিক্ষুব্ধ থাকে। তাই, তখন আনন্দোৎসবও ভাল লাগে না। দেশ বা জাতিকে যখন নানাপ্রকার মৈত্রের করাল-মূর্ত্তি গ্রাস করে, তখন আমোদ-প্রমোদাদিতে অর্থব্যয়কে অপব্যয় বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়,—যখন 'বর্গী এল দেশে' বলিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন 'মতিঝিল্', 'হীরাঝিল্' সকলেরই আমোদ-প্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, যখন সিপাহি-বিদ্রোহের অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া-ছিল, যখন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" মূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়াছিল, তখন প্রমোদশালাগুলি শাশানবাতি জ্বালাইয়াছিল—সর্ব্বত্রই উৎসবের আনন্দ-লহরীর গতি স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ বলিবেন, যখন মহামারীর প্রকোপ অধিক হয়, তখন গ্রামপূজার উৎসব, নগর-সংকীর্ত্তনোৎসব প্রভৃতি ত' অধিক বিস্তৃতই হইয়া পড়ে। তখন অনেকেই চাঁদা তুলিয়া ঐ সকল উৎসবের উপায়ন সংগ্রহ করিয়া দেন।

সামাজিক দৈন্য, দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে প্রমোদশালার দ্বার সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া বা মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পূজা বা সংকীর্ত্তনোৎসবের পতাকা তুলিয়া ধরা, উভয়েই সমান নহে কি? ঐ উভয় ব্যাপারই আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের উৎসব! কেহ দুর্ভিক্ষ বা বন্যা-পীড়িতগণের সাহায্যকল্পে কিংবা ব্রাহ্মণের পিতৃ-শ্রাদ্ধোৎসব বা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহোৎসবের জন্য চলচ্চিত্র কিংবা ব্রহ্মণদের 'সাহায্যরজনী' ঘোষণা করিয়া লোকের ইন্দ্রিয়োৎ-সবের বিনিময়ে হৃদয়বত্তার আদর্শ ক্রয় করিয়া লইতে পারেন এবং সামাজিক-ধনমুণ্ডবিধাতৃগণের কষ্টি-পাথরে নিজ-নিজ-উদারতার ঔজ্জ্বল্য ঘুটাইয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে ঐ উভয়প্রকার কার্য্যই বহুজীবের ইন্দ্রিয়োৎসব বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব সেই জাতীয় নহে। তাহা বদ্ধ-মানবের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা বা বহির্ম্মুখ সামাজিকতার কোন উৎসব বা বারোয়ারীর আমোদ-প্রমোদের ন্যায় ব্যসন নহে—উহাতে পারমার্থিকতার পোষাকে ইন্দ্রিয়ের নৃত্যোৎসব লুক্কায়িত নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব অখিল-লোক-মঙ্গলের কামধেনু, তাহা কৃষ্ণনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়-যজ্ঞোৎসব। তাহা জাতির বা দেশের সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে, বদ্ধদশায় কি মুক্ত দশায়, পরাধীনতায় কি স্বাধীনতায়, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদশায়, সর্ব্বদেশে একমাত্র সেবার বস্তু। জগৎ বন্যাতেই প্লাবিত হইয়া যাউক, আর দাবাগ্নিতেই ভস্মসাৎ হউক, দুর্ভিক্ষেই ত্রিয়মাণ হউক, আর ভূমিকম্পেই বিধ্বস্ত

---

*ঐতিহাসিকগণ বলেন, সমাধীর যুদ্ধের সময় লণ্ডন-সহর যত বড় ছিল, তখন তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদ তত বড় কিংবা তাহা অপেক্ষাও জাঁকাল ছিল।

† The Great Plague of London—এই ভয়াবহ-ব্যাপী মহা-মারীতে লণ্ডনের লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়। The Great Fire of London—ইহাতে সমস্ত লণ্ডন-নগরীর সহস্র-সহস্র গৃহ-প্রাসাদ, বহু গীর্জ্জাঘর এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গীর্জ্জাঘর St. Paul's Cathedral প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল।

হউক, সকল সময়ের যে একমাত্র দুর্দন-মঙ্গলময় কর্তা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—হরিকীর্ত্তন সকল-সময়েই করিতে হইবে। ঠাকুর হরিদাস যখন বাইশবাজারে প্রহৃত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন, তখনও হরিকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু ছিল ঠাকুর। হরিদাস যখন কারাগৃহে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখনও তিনি একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাই প্রচার করিয়াছিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে যখন পুরুষোত্তম 'বড় জানা' 'চাঙ্গে' চড়াইয়াছিলেন, তখনও হরিনামোচ্চারণেই তাঁহার চেষ্টা ছিল। অহিন্দু ও বিধর্ম্মি-রাজগণের ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব-বিপত্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব আকুমারিকা-হিমাচল লোকের দ্বারে-দ্বারে স্বয়ং গমন ও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া হরিকীর্ত্তন-উৎসবই প্রচার করিয়াছিলেন।

হরিকীর্ত্তনের উৎসব সার্ব্বকালিক; বরং বিপদের সময় আমরা অধিকতর আর্ত্ত হইয়া শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিতে পারি,—দুঃশাসনের দুষ্টতার সময়ে দ্রৌপদী হরিকীর্ত্তনেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তনোৎসব শারীরিক বা মানসিক মহামারী-নিবারণের অস্ত্র নহে, তাহা হরির ইন্দ্রিয়োৎসব-যজ্ঞ।

জাতি বা দেশ হরিকীর্ত্তনের বেলা কপটতা করিয়া যতই কেন না পারদর্শী অর্থ-নৈতিক সাজুন, কিন্তু তাঁহাদের সেই কপটতা দেশের নানাপ্রকার প্রমোদশালা-সমূহ ভিত্তিম বাজাইয়া প্রচার করিয়া দিতেছে। কৈ, দেশের এই দুর্দ্দিনে চলচ্চিত্র ও রঙ্গালয়গুলির সংখ্যা হ্রাস না হইয়া ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে কেন? নানাপ্রকার দ্যূতক্রীড়া নানাবিধ নব নব মোহিনীমূর্ত্তিতে মনীষী ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের অর্থ-নৈতিক বুদ্ধিকে কার্য্যকালে অসাধ করিয়া দিতেছে কেন? নানাপ্রকার নৃত্যোৎসব জাতীয় কলা-প্রগতির নামে রক্ত-শোষার (কঙ্কালের) মত জাতির রক্ত চুষিয়া খাইতেছে কেন? ইন্দ্রিয়-প্রগতি সামাজিকতা, বাদেশিকতা বা রাষ্ট্রিকতার অবগুণ্ঠন টানিয়া যত বড়ই সতী সাধ্বী সাজুক না, উহার উদ্দাম উৎসবের তাণ্ডব সমগ্র মানবজাতির জাতীয়তের বিরাট্‌মূর্ত্তিকে সামাজিক-পর্ব্বত-শিখরের গৌরী-শঙ্কর হইতে ভূতপাত করাইয়া শৃগাল-কুক্কুরের উৎসব-উপায়ন ধূলিমুষ্টিতে পরিণত করিবে।

উৎসব-পিপাসা প্রাণিজগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু সেই স্বভাব জগতের আবর্ত্তে ও বিবর্ত্তে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে। সে-কথা মানব-হৃদয়ে স্মরণ করাইয়া দিয়া জৈবজগতের স্বাভাবিক উৎসবের রুদ্ধ উৎস উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়ার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব। আমাদের স্বরূপের নিজস্ব অবস্থানের উৎসবকে ভুলিয়া গিয়া আমরা যে-সকল উৎপাতকে উৎসব বলিয়া বরণ করিতেছি, সেই নেশা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তনোৎসব। সর্ব্বত্র সমাজদেহের নয়ন-মনোভিরাম পরিচ্ছদে যে আগুন ধরিয়াছে, তাহাতে অন্য কোন গৌণ কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি করিবার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে আগুন নিবাইতে হইবে। সেই মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণের বিজ্ঞান-প্রচারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক বা মনোধর্ম্মজ আমোদপ্রমোদের ন্যায় মনে করিয়া দেশের বা জাতির বৈরু-দুঃখের দিনে হরিকীর্ত্তনোৎসবকে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় বিচার করিলে চরমে উৎপাতকেই উৎসব বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া ফেলিব। এ জন্যই বাঙ্গালার আদিকবি সুবুদ্ধিদাতা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছেন,—

"যেখানে তোমার নাহি বৈষ্ণব প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১ম অঃ ২২১-২২২)

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১ম অঃ ২২৩ সংখ্যা-ধৃত ভাঃ ৪।১৯।২৩ শ্লোক)

———

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

বৃহল্লোবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর)

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলিলেন যে, বৃহল্লাবনের অন্তর্গতই শ্রীরাধাকুণ্ড। কাজেই আমাদের সেই কুণ্ড-স্মৃতিতে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে গেলে ইন্দ্রিয়ের কাম-পিপাসা-বৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার জন্যই শ্রবণের আবশ্যকতা। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় "শরণাগতি" হইতে এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন,—

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনগিরি যমুনানীর :
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুল তরঙ্গ॥
বংশীবট গোকুল গোরসভীর।
বৃন্দাবনতরুলতাভাক নীর॥
খগমৃগকুল নবীন বাতাস।
নব নব ভাব নূতনী বিলাস॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন বেত্রমালা।
বসন্ত শরদ শঙ্খ করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

প্রভুপাদ এই গানটীর এক একটী পদ লইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—সকলই যুগলকিশোর-বিলাসের উদ্দীপক,—এইরূপ দর্শন হইলেই আমাদের যথার্থ দর্শন হয়; নতুবা ইন্দ্রিয়ের ভোগ বা বিলাসের উদ্দীপনা হইয়া থাকে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ বাসুদেব প্রভু এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন,—

আমি ত' আনন্দ-সুখদবাসী।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী॥
দুইার মিলনে আনন্দ করি।
দুইার বিরোধে দুঃখেতে মরি॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।'
দেখিলে শৈবাকে পড়য়ে মনে॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি॥
রাধিকাকুঞ্জ আঁধার করি।
লইতে চাহে সে রাধার হরি॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে॥

কীর্ত্তনান্তে প্রভুপাদ বলিলেন,—আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূল চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি এবং বিষয় জাতীয় প্রতিকূল কৃতিমথ্য, গোবর্দ্ধন-গোপ প্রভৃতি অপ্রকট-লীলার অবাস্তব বস্তু—ভাব-মাত্ররূপে বর্ত্তমান। ইহারা উভয় শ্রেণীই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-বিলাসের বাতিরেক-ভাবে পুষ্টিকারক। বিষয়-জাতীয় প্রতিকূলের গণ কৃষ্ণের বাতিরেকভাবে আনন্দ-বর্দ্ধক; আর আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূলের গণ শ্রীমতী রাধা-রাণীর ও তাঁহার গণের বাতিরেকভাবে আনন্দ-বর্দ্ধক। সুতরাং শ্রীরাধারাণীর গণ শ্রীরাধা ও তদতিত্ব শ্রীরাধা-কুণ্ডের সেবা-ব্যতীত স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা ব্রজকেও চাহেন না।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বচ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্বৃথে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥

সুতরাং আমাদের শ্রীরাধাকুণ্ডতীরবাসীর শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্য করাই কর্ত্তব্য। ইহাই গৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য। সখীস্থলী বা চন্দ্রার স্থান শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ দর্শন

করিতে পারেন না। সখীস্থলী হইতে আগত পত্রাদিপত্রে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে মাঠা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সখীস্থলী নাম শুনি' ক্রোধে পূর্ণ হইলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা॥
কণ্ডকণে স্থির হইয়া করে দাস-প্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম, না যাইব তথি॥

শ্রীরূপানুগ-গণের সখীস্থলীর প্রতি আদর নাই। সমঞ্জসা-রতির স্থান রাসস্থলীতেও তাঁহাদের অধিক প্রীতি নাই। তাঁহারা শ্রীকুণ্ডতীরকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান বলিয়া জানেন। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায় চন্দ্রসরোবরে তাঁহাদের পরিক্রমার শিবির সংস্থাপন করেন, করুন। কিন্তু আমরা শ্রীকুণ্ডতীরেই তিন রাত্র বাস করিয়া শ্রীকুণ্ড-মহিমা শ্রবণ করিব। "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"র উপান্ত শ্লোকে ("আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ" ইত্যাদি) আত্মবিক্রয় করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,

"রূপ-রঘুনাথ-পদে সদা মোর আশ"।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্রজ-পরিক্রমায়
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিজয়-বিগ্রহ

আর তাঁহারই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "প্রার্থনা" হইতে "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর"—এই পদটী কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু এই পদটী কীর্ত্তন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে আগামী ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার-ষ্ট্রীট, চিৎপুর-রোড্, শোভাবাজার-ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড্, নিমতলা-ষ্ট্রীট, দরমাহাটা-ষ্ট্রীট, ক্রাইভ-ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড্, মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী-ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১৯শে আগষ্ট (৩রা ভাদ্র) শনিবার এবং ২৬শে আগষ্ট (১০ই ভাদ্র) শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র আচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের সভাপতিত্বে সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ মহোদয় আগামী ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "আনন্দেরই পরমপ্রয়োজন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সজ্জন-মাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে আগামী ২০শে আগষ্ট (৪ঠা ভাদ্র) রবিবার "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" বিষয়ে এবং আগামী ২৭শে আগষ্ট (১১ই ভাদ্র) রবিবার "The Vedanta : its morphology and ontology" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪০ ; ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৩ | ২য় সংখ্যা

পরমেশ্বর কৃষ্ণ ও অসুর কৃষ্ণ

বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্রুতিতে কৃষ্ণের নাম নাই। প্রচলিত ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ"* বলিয়া একটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রসিদ্ধ দেবকীপুত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু একজন জীব। ছান্দোগ্য-উপনিষদের ঐ "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ" ঘোরিয়ার পুত্র 'ঘোর' নামক ঋষির শিষ্য।

শ্রীব্যাসপ্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্রে অসুর-কৃষ্ণের নাম দেখা যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসের বাক্য হইতে দেখাইয়াছেন যে, পরমেশ্বরের যতগুলি প্রসিদ্ধ নাম প্রচলিত আছে, তত্তৎ-নামে পরিচিত অসুরও তৎসংখ্যক আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ ৬৬ অধ্যায়ে) পৃশ্নিপুত্র বাসুদেবের নাম দেখিতে পাই। কোন কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক কালে আপনাদিগকে 'নারায়ণ,' 'গোপাল', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তাহারও সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদিখণ্ডে ১৪শ অধ্যায়ে) পাওয়া যায়।

উপনিষদে পরাৎপরতত্ত্বকে "রসো বৈ সঃ", "এষমাত্মা মধ্বেধাং ভূতানাং মধু" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ পরাৎপরতত্ত্ব—রসস্বরূপ এবং তিনি 'সঃ' শব্দের প্রতিপাদ্য পুরুষ, ক্লীব অর্থাৎ কেবল 'তৎ'পদ-বাচ্য, আর তিনি সকল ভূতের মধুস্বরূপ। উপনিষদ্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি রসময় রসিকশেখর মাধুর্য্যবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা

* তাঁহাকে আঙ্গিরস কৃষ্ণের দেবকীপুত্রাখ্যক, বা ঘোরিপাদ (ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬)

এইরূপভাবে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কেন না, উপনিষদ্ শাস্ত্রসমূহের ঋষিকগণের অর্থাৎ জড়বিলাস হইতে নিষ্কৃত চেতন-বিলাসের প্রথম ভূমিকা অবলম্বনকারিগণের উপযোগী পাঠ্য গ্রন্থ; তাহা চিদ্বিলাসের প্রাথমিক পাঠ, কাযেই উপনিষদ্ ঋষিকগণের মাধুর্য্যদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণকে "রসো বৈ সঃ", "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা এইরূপ বর্ণপরিচয় নিষ্কাম্য মনে মহাভারতাদি শাস্ত্রসমূহের পাঠ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সে-স্থানে জীবকোটি দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাইয়া নিরস্ত হন। আবার কেহ কেহ বা তাহাতে বিরক্ত হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্যের অবধারণে ব্যস্ত হন। মৃগাল-তন্তুরেখার ন্যায় অসুর-কৃষ্ণের প্রকৃতির অনুকরণে আপনাকে পরমেশ্বরের একমাত্র অধিপ্রতিযোগী করিয়া তুলিতে চাহে ও তৎফলে চরম দণ্ড লাভ করে। এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে মূর্ত্তি লইয়া কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর প্রচ্ছন্ন উপাসক সাজে, তাহাদিগের নিকটই অসুর-কৃষ্ণ বা অসুর-বিষ্ণু উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই যে, যাহারা তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজিবেন, তিনি সেই সকল ব্যক্তির নিকট সেই সেই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিবেন।

যাহারা বিশ্বের কোন না কোন সম্বন্ধ-গন্ধ লইয়া ভগবানের উপাসনার ছলনা দেখায়, ভগবান্ তাহাদের নিকট তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া বঞ্চনা করেন। আবার, যাঁহারা ভগবানের যোগমায়া স্বরূপশক্তির সন্ধান না পাইয়া ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির উপাসনায় দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কোন না কোনপ্রকার কামনার উপাসনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট যোগমায়া তাঁহার মহামায়ারূপিণী ছায়াস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা প্রচলিত ছান্দোগ্য-উপনিষদের জীবকোটি দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাইয়া তাহার আকর ও মূল কারণস্বরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব দেবকীর অপ্রাকৃত পুত্র, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সর্ব্ব-কারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জানিতে পারেন। জীবের ঐ নামের যদি আকর না থাকিত, তবে এরূপ নাম কোথা হইতে আসিল? এই জগতে মঙ্গলময় ভগবানের নাম-অনুসারেই মাতা-পিতা সন্তানের নামকরণ করিয়া থাকেন;—ইহা সামাজিক-বিধির মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

শ্রীমথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান (গোপীঠ)
মথুরায় অধিদেব—শ্রীকেশব
"মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)
পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি
(মোট ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

উপাসকগণের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে উপাসনার বিধি ও রুচি ভিন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীরূপভক্তিবিলাস শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথির কৃত্যবিচার-প্রসঙ্গে দুইপ্রকার-রুচিবিশিষ্ট লোকের কথা প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তিপরগণ দৈব এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণ আসুর।

শ্রীজন্মাষ্টমী-পালনের ব্যবস্থাও দৈব ও অদৈবগণ তাঁহাদের রুচি-অনুসারেই গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের স্ব-স্ব-অধিকার প্রকাশ করিয়া ফেলেন; সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী, দশমী-বিদ্ধা একাদশীপ্রভৃতি বিশুদ্ধত্ব-পালনে বিদ্ধ-বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিচার অদৈব।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—যাহারা ঐরূপ সপ্তমী-বিদ্ধা জন্মাষ্টমী বা দশমী-বিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি ব্রত পালন করেন, তাহারাও ত' শাস্ত্রবর্ণনেই ঐরূপ করিয়া থাকেন, সুতরাং কেবল "গোস্বামি-মতে পরাহ্নে"—এরূপ গোস্বামি-বিচার স্বীকার করিব, আর অন্য স্মার্তব্যবস্থাগুলির নিন্দা করিব—এরূপ খোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাই বা কেন? অতএব উভয়ই সমান—যাহার যেমন রুচি, তিনি তেমনই করুন; কারণ, উভয়ই শাস্ত্রের মত। ইহা আধুনিক তর্কী-কথিত সমন্বয়বাদি-গণের যুক্তির ধারা। কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যায় এই যে, পূর্ব্ব বিধি হইতে পর-বিধি বলবান্। এজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ জ্ঞেয়ং তদ্ভেদনাময়া॥
পূজা দেবৈক বিদ্ধৈঃ স্যাদ্দধচ্ছাত্তিসংজ্ঞয়া।
সপ্তমী-বেধজালেন গোপিতং হরিবাসরম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৮-১৭৯)

বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রত-বিধি লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর ও দেবযাত্রাযুক্ত। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—পুরাকালে সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমী-বেধরূপ জালদ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত রাখিয়াছিলেন।

অতএব আসুরভাব-মিশ্রিত ব্যবস্থাসমূহ বিমুখ-মোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। মানব বাহ্যে বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত বলিবার পরিচয় এবং জন্মাষ্টমী বা হরিবাসর-আদি বৈষ্ণব-ব্রত-সমূহের পালনের পরিচয়, এমন কি, কৃষ্ণনাম-গ্রহণ বা কৃষ্ণে স্তবস্তুতি করিবার পরিচয় প্রদান করিয়াও প্রকৃত কৃষ্ণ-স্বরূপের উপাসনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের অঙ্গের ছায়া-শক্তাংশের পূজা করিয়া ফেলেন। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"কিবা তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বস্ত্র হনে তাহার স্তবন॥"

"মঠ কোথায়?"

—এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে-দিন এক ব্যক্তি ঢাকা নবাবপুরের রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সম্মুখ দিয়া বোধ হয় ঐ ব্যক্তি অন্ততঃ দশবার গমনা-গমন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মঠ দেখিতে পান নাই! না দেখার কারণ,—তিনি মঠের যে ধারণা বা আকার তাঁহার কল্পনায় আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কল্পনার বাস্তব রূপ তিনি নবাবপুরের রাস্তায় কোথাও খুঁজিয়া পান নাই; এমন কি, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সম্মুখে শ্রীমঠের নামাঙ্কিত যে সুবৃহৎ সাইনবোর্ড্‌টী রহিয়াছে, তাহাও মঠ-সম্বন্ধে কাল্পনিক চিত্রের ধ্যানে বিভোর হইয়া তিনি দেখিতে পান নাই। প্রায় এক ঘণ্টাকাল তিনি তাঁহার ধারণার মঠ নিজে নিজে খুঁজিয়া বার্থমনোরথ হইয়াছিলেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—বোধ হয় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ-নামে কোন মঠ নবাবপুরে আদৌ নাই, কোন লোক হয় ত' তাঁহাকে ভ্রমপূর্ণ সন্ধান দিয়াছেন, কিম্বা বঞ্চনা করিয়াছেন।

অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি ঢাকা-সহরের একটি উপকণ্ঠের অধিবাসী। তাঁহার এইরূপ নিজ-ধারণায় অঙ্কিত মঠ নিজে নিজে খুঁজিয়া বাহির করা যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বসিল, তখন তিনি পথে একটি শিক্ষিত লোক দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার শেষ অনুসন্ধান-কার্য্যটী সমাপন-পূর্ব্বক বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবা-মাত্র তিনি তন্মুহূর্ত্তেই কিঞ্চিদ্দূরে মঠের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিলেন। অনুসন্ধানকারী উক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির কথায়ও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; বলিলেন যে, তিনি বহুবার ঐ স্থান দিয়া ঘুরিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও ত' মঠ দেখিলেন না!

তখন ঐ শিক্ষিত ব্যক্তি অনুসন্ধানকারীকে বলিলেন,—

"দেখুন, ঐ সাইনবোর্ড্ দেখিতে পাওয়া যায়; উহাতে বড় বড় অক্ষরে মঠের নাম লিখিত রহিয়াছে। আপনার এতক্ষণ খুঁজিবার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, ঢাকার যে-কোন লোক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ চিনেন।"

অনুসন্ধানকারী অগত্যা উক্ত ব্যক্তির কথায় সন্দেহ-প্রবণ দোদুল্যমান-হৃদয়ে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নিকট আসিলেন এবং শ্রীমঠের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড্ দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মঠরক্ষকের নাম উক্ত ব্যক্তির জানা ছিল। তাঁহার নাম করিয়া তিনি মঠের প্রাঙ্গণে অবস্থিত এক ব্যক্তিকে কহিলেন, "আমি মঠরক্ষক মহাশয়ের পরিচিত লোক; আপনাদের মঠটী কোথায়? এই দালানের শেষভাগে কি আপনাদের মঠ অবস্থিত?"

অনুসন্ধানকারী যে-ব্যক্তিকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একজন স্থানীয় ভদ্রলোক—মঠে হরিকথা শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এইস্থানই মঠ, ঐ দেখুন, ঐ গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ আছেন। এইটি আসন-ঘর—এস্থানে ভগবৎকথার আলোচনা, পাঠ, বক্তৃতা ও হরিকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

ইহা শুনিয়া ঐ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি বলিলেন,—"আমার চিরদিনের ধারণা,—'মঠ' বলিতে তাহার খুব উচ্চ গম্বুজ ও চূড়া থাকিবে। আমাদের বাড়ী চৌধুরীবাজারের নিকট; তথায় "স্বধামপ্রাপ্ত রামসাহার মঠ" * আছে, তাহার চূড়া খুব লম্বা, রমণার কালীবাড়ীর মঠের চূড়াও খুব লম্বা, আমাদের এ দেশে একরূপ চিনির তৈয়ারী মঠ (বালকদের খেলনা-বিশেষ) পাওয়া যায়, তাহার আকারও ঐরূপ; কিন্তু দেখিতেছি—আপনাদের এই মঠ দালানের ন্যায়। এজন্যই আমি এস্থান দিয়া অনেকবার গমনাগমন করিয়াও মঠের অনুসন্ধান পাই নাই, বৃথা পরিশ্রান্ত হইয়াছি।"

পাঠক! আমরা অনেকেই ঐ ব্যক্তির ন্যায় মঠের অনুসন্ধান বা মঠের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। আমাদের অভিজ্ঞতা, কাল্পনিক ধারণা ও স্থূল বিচার ইষ্টক বা প্রস্তর-স্তূপ কিংবা আকার-বিশেষকেই "মঠ" মনে করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠ বা তাঁহারই শ্রীঅঙ্গ-বিস্তারস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি মানবের কল্পিত ধারণা, অভিজ্ঞতা বা বিচার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার সুদর্শনচক্র ও বিজয়-পতাকা শিরে ধারণ করিয়া মঠের বিষয়ত্রুটি প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকাকে এক সম্প্রদায়ের লোক দ্বিতীয় নবদ্বীপ বা দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলেন। তাহার কারণ,—এখানে বহু ঠাকুরবাড়ী এবং এই প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী অনেকের বাড়ীতেই ৺গদ্ধর্ব্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দোল, নিত্যসেবা, রাস, গোষ্ঠ, রথযাত্রা প্রভৃতি এখানকার সামাজিক উৎসবে পরিণত রহিয়াছে। প্রত্যেক ঠাকুরবাড়ীর পূজার স্থায়িত্বের জন্য বিশেষ সম্পত্তির ব্যবস্থা আছে। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের ভাড়াটিয়া পূজকগণ এখানকার বহু ধনীর ঠাকুর-বাড়ীর পূজকপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এতদ্ব্যতীত রামানন্দি-সম্প্রদায়ের কয়েকটি আখ্‌ড়ায়ও শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে অনেক ঠাকুর-বাড়ীতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; যে-স্থানে এরূপ শত শত ঠাকুর-বাড়ী আছে, সে-স্থানে আর একটি ঠাকুর-বাড়ী বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বা ঐ সকল ঠাকুর-বাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অভিসন্ধি-মূলেই কি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। যে-স্থানে বহু সম্পত্তিশালী ব্যক্তির এবং বাহ্যদৃষ্টিতে কতিপয় উদাসীন-গণেরও বহু ঠাকুরবাড়ী রহিয়াছে, সে-স্থানে আর একটি ঠাকুর-বাড়ী বৃদ্ধি করিয়া ঠাকুরের মূর্ত্তির প্রদর্শনী খুলিবার কোন দিক্ হইতেই সার্থকতা দেখা যায় না। বিশেষতঃ, ভিক্ষুকের পক্ষে সম্পত্তিমান্ বিষয়ীর অট্টালিকা, অর্থ-সম্পত্তি, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা কোন-ক্রমেই সাজে না।

অনেকে বলেন,—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় অপূর্ব্বদর্শন শ্রীমূর্ত্তি ঢাকার কোন ঠাকুর-বাড়ীতেই নাই। তাহা হইলে কি দর্শকের চক্ষুর তৃপ্তিজনক শ্রীমূর্ত্তি (?) দেখাইবার জন্যই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন?

আবার কেহ কেহ বলেন,—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রতি-বৎসর উৎসবের সময় স্থানীয় বহু লোক ও কাঙ্গালীকে ভোজন করাইয়া থাকেন। তাহা হইলে কি সাধারণ লোককে

* স্বনামধন্য 'রামসাহা' নামক এক ধনী ব্যক্তির শিবের মন্দির।

P279498

ভোজ-প্রদানের জন্যই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠা?

কেন, ঢাকা সহরেও ত' অনেক কর্ম-নিষ্ঠ সম্পত্তিমান্ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের মাতৃপিতৃ-শ্রাদ্ধে বা বিবাহাদি উৎসবে বহু অর্থব্যয়ে ঐরূপ সাধারণ ভোজ বা কাঙ্গালীভোজন-আদি করাইয়া থাকেন। এখানেই বা মঠের প্রয়োজনীয়তা কি? বরং সম্পত্তিমান্ ব্যক্তি তাঁহার নিজ-বাহুবলে অর্জ্জিত বা পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থব্যয়ে লোকের ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকারে তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। আর শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ সাধারণের ভোগের অর্থের উপর ভাগ (?) বসাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক সাধারণের অর্থই (?) সাধারণের ভোজনাদি (?)-কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন! এরূপ বিচারে সম্পত্তিমান্ ব্যক্তির ভোজে বরং সাধারণের ব্যয় নাই, কিন্তু শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসবে সাধারণের পকেটে হাত পড়িবারই ন্যূনাধিক আশঙ্কা থাকে।

যাহারা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ বা শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত মঠসমূহের উদ্দেশ্য কেবল তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অন্তর্গত ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা এবং মহোৎসবে ভোজাপ্রদান মনে করিয়াছেন কিংবা 'অট্টালিকা বা অভ্রভেদি-চূড়াযুক্ত মন্দিরকে'ই মঠের স্বরূপ বলিয়া বিচার করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে মঠের গুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা অনেক সময় সরলচিত্তে অনেক পরামর্শ দিতে আসেন। এইরূপ গুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক-শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তি ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচন-কালে বলিয়াছিলেন,—"প্রদর্শনীর জন্য ঐরূপ সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় না করিয়া সেই টাকার দ্বারা যদি একটী ভাল স্থান ক্রয় করিয়া তদুপরি একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের একটী স্থায়ী কার্য্য হইয়া থাকিত।"

গুভানুধ্যায়িবর্গের এইসকল "স্থায়ী কার্য্যের" ধারণা হইতে কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠের স্থায়িত্বের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহারা মূলবুদ্ধিজাত পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও জগতে প্রচলিত অন্যান্য মনোধর্ম্মপর প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ-অনুসারে মঠের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন ও করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ঐরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবেন এবং শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠকে ঐরূপ প্রচলিত বিচার ও ধারণার আস্তানে গাড়া দিতে না দেখিলেই মঠের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর পৃষ্ঠপোষকতা হইতে নিজেই আপনাকে বিচ্যুত করিতে বাধ্য হইবেন।

তাই আমাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য—"মঠ কোথায়?" "মঠ কি?" দালান, বাড়ী, ঘরই কি মঠ? ঠাকুরবাড়ী গোলাই কি মঠপ্রতিষ্ঠা? না, চিনির খেলনার মত বাহ্য আকার ও ভোগের বস্তুই "মঠ"? আর মঠের উদ্দেশ্যই বা কি? বহির্ম্মুখ জনসাধারণের চক্ষু ও জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ-বিধানই কি শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্দেশ্য?

যাঁহারা এইসকল প্রশ্নের মীমাংসা ভোগবুদ্ধির অন্তর্গতের মধ্যে নিজেরাই করিয়া ফেলিয়াছেন, মঠের স্বরূপ ও মঠের উদ্দেশ্য যখন তাঁহাদের ধারণার মধ্যে মিলিতেছে না, তাঁহারা অবিলম্বেই দেখিতে পান, তখনই তাঁহারা মঠের চলন, মঠের ভিক্ষা, চাঁদা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া মঠ উঠাইয়া (?) দিতে পারিবেন, মনে করেন;—যেন দালান, ঘর-বাড়ীই—মঠ এবং উহাকে উঠাইয়া দিতে পারিলেই মঠের লোপ হইবে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর পাদুকা-বহনকারি-সম্প্রদায় একএক বৃক্ষতলে এক একদিন অবস্থান করিয়াও যে শত শত মঠ বিস্তার করিতে পারেন—এ কথা মূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা নিজেদের ধারণায়ও আনিতে পারে না। হরিকথা-কীর্ত্তনই—শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীচৈতন্যবাণীই—শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ। যে-স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণীকীর্ত্তন-রূপ—শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার-রূপ প্রাণ আছেন, সেখানেই মঠের নিত্য অস্তিত্ব রহিয়াছে। কলিকাতায়, দিল্লীতে, মুম্বাইতে, মাদ্রাজে, অভ্রভেদী চূড়াসম্বিত অট্টালিকা ও প্রাসাদের অভাব নাই; প্রয়াগে, কাশীতে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে অসংখ্য ঠাকুর-মন্দির বা ঢাকার সম্পত্তি-মন্ত ব্যক্তিগণের বহু ঠাকুরবাড়ীর অভাব নাই। কেবল নাই ঠাকুরমন্দিরে 'ঠাকুরে'র যথার্থ সেবা,—দেহ আছে, প্রাণ-পুরুষ নাই। সেই প্রাণ-পুরুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই বিশ্বের সর্ব্বত্র আচার্য্যবর্য্যের মঠপ্রতিষ্ঠা। সেই প্রাণ-পুরুষই —"শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন"। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন বা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার রহিত করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রদর্শনী যে-স্থানে, সে-স্থানে মঠের কোন অস্তিত্ব নাই—আছে কেবল স্থূল আকার; তাহা শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে—

"অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্"।

প্রাণহীন দেহকে সাজাইলে যেরূপ লোকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের

তৃপ্তিলাভ হয়, বাস্তবিক ইহার কোনরূপ সার্থকতা-লাভ হয় না, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র সুকৃতী মনন্যার দেহকে যতই বসন-ভূষণে সাজান যাউক না কেন, তাহা ততক্ষণই শোভা পাইবে—যতক্ষণ না তাহার স্বরূপ অনাবৃত হইয়া পড়িবে। কিছু-কালের মধ্যেই সেখানে অক্-চন্দনাদির ক্ষণস্থায়ী গন্ধকে পরাজয় করিয়া স্বাভাবিক পূতিগন্ধ নিজের স্বারাজ্য বিস্তার করিবে।

বাহিরের লোক ত' দূরের কথা, মঠবাসীর অভিনয় ও অভিমান করিয়াও আমরা অনেকে পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির ন্যায় মঠে থাকিয়াও (?) "মঠ কোথায়?"—ইহা বুঝিতে পারি না—দেখিতে পাই না। কেহ বা প্রসাদ-সেবনের ছলে বৃথা মধ্যোদর-পূর্ত্তিকেই মঠবাসের উদ্দেশ্য, কেহ বা চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়ের গ্রহণকেই মহা মহোৎসব, কেহ বা ভোজনের প্রতিদান বা মঠের সেবা-কার্য্যের (?) বেতন-স্বরূপ উত্তম ভূরি-ভোজনাদি, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা-প্রাপ্তিকে, কেহ বা দৈনিক কার্য্যের বাধাতা-মূলক একঘেঁয়ে ভাবের সমষ্টিকেই মঠজীবন, কেহ বা 'অশিক্ষিত' অভিমানে শিক্ষিত মঠবাসিগণের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে অনুস্বার-বিসর্গ বা ইংরাজী-নবিসি অর্জ্জনকেই মঠবাসের লাভ, আবার কেহ বা শিক্ষিতাভিমানে অশিক্ষিত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নির্জ্জন-ভজন প্রভৃতির চেষ্টা বা শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠের সঙ্গাতে থাকিয়া তাঁহার পদানুসরণের পরিবর্ত্তে স্ব-স্ব-দার্ষ্টিকতাপোষণ এবং স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অশিক্ষিতোচিত গ্রাম্য-আসক্তিকেই দুর্দ্দৈব-বশে মঠসেবার ফল করিয়া ফেলি।

তাই 'মঠ কোথায়?—মঠ কি?' মঠের চতুষ্পার্শ্বে 'ঘুরাফিরা' করিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি না—মঠের নামাঙ্কিত পট আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হইতেছে না। বহির্ম্মুখতার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও মঠের ইন্দ্রিয়ভোগ্য পরি-কল্পনা আমাদিগকে এতদূর গ্রাস করিয়াছে যে, উহারা মঠের স্বরূপ আমাদিগকে বুঝিতে দিতেছে না! তাই মঠে আসিয়াও মঠের সন্ধান পাইতেছি না—অধিক কি, প্রকৃত মঠ-বাসী "মঠ" দেখাইয়া দিলেও—মঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেও পূর্ব্ব-ভোগ্য অভিজ্ঞতাই আমার নয়নপথের সমগ্রতা আচ্ছাদন করিয়া মঠের স্বরূপদর্শনের প্রতি যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। আমার কল্পিত ধারণা সাজুঘরের সাজুনের ন্যায় মঠের কথাগুলি শুনিয়াও পুনরায় বহির্ম্মুখতার স্ব-স্বভাবে যত্র হইয়া ফুটাইয়া যাইতেছে।

প্রচলিত অসংখ্য তথা-কথিত মঠের প্রত্যক্ষ আদর্শ-সমূহ হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—মঠ হইবে আমার সারাদিনের সংসারক্লান্ত ইন্দ্রিয় জুড়াইবার স্থান অর্থাৎ সংসার একপ্রকার ভোগের স্থান, আর মঠ সেই ভোগক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে পুনরায় সংসার-ভোগের নিমিত্ত শাণিত করিবার জন্য অন্যপ্রকার ভোগাগার। মঠ "রেষ্টোরেণ্ট," "ক্লাব্-গৃহ" বা কোন কোন প্রদেশের "বিশ্রান্তি-গৃহ", 'উপহারগৃহ' প্রভৃতির ন্যায় ভোগশালা। তাহাতে সকলরকম জিনিসই থাকিবে—সর্ব্বধর্ম্মসময়য় হইবে!

চা, বিস্কুট, পান, তামাক, গাঁজা, মদ, মাংস, ডিম, তাস, পাশা, নর্ত্তকী-সঙ্গীত, গ্রাম্যকথা ও গ্রাম্যসংবাদপত্র, সকল মতের কথা ও সকল মতের তথা-কথিত সময়য়ের বর্ষ প্রভৃতি বিবিধ উপহার যে-গৃহে সজ্জিত থাকে, তাহাকেই আমরা 'বিশ্রান্তি-গৃহ' বলিয়া তন্মধ্যে সাদরে প্রবেশ করি; কখনও ঐসকলকে অনাবৃত ভুক্ত-ভোগের আধার বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক 'রেষ্টোরেণ্ট,' 'ক্লাব্,' প্রভৃতি বলি, কখনও বা উহাতে ধর্ম্মের ভাব্না দিয়া ও মুখস্ পরাইয়া 'মঠমন্দির', 'হরিসভা' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। এইরূপজাতীয় মঠ সকলের উপহার বা প্রত্যেকেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন সরবরাহ করিতে পারে বলিয়া এসকল ধর্ম্ম-মন্দিরের বা মঠের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ, আকর্ষণ সহজেই হইয়া থাকে। এসকল মঠে চাঁদা বা ভিক্ষা দিলে কোন ক্ষতি নাই; কারণ, ইঁহারা সকলেরই মন যোগাইয়া চলেন—সকলের ইন্দ্রিয়েরই ইঁহারা 'খিদ্মতগার্'। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভৃত্যকে কোন্ মানুষ না বেতন দিয়া থাকেন? যে-সকল মঠ বা বিভিন্ন-নামে প্রচারিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিবে—বহুমতের ইন্দ্রিয়-রঞ্জনের রসদ যোগাইবে, তাহা-দিগকে চাঁদা-ভিক্ষা-প্রভৃতি-স্বরূপে বেতন প্রদান করিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিধানকারিণী কৃতজ্ঞতার বিদ্রোহী হইবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু যে-স্থানে বহুমতের 'খিদ্মত-গারী' করিবার জন্য নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সত্য আদৌ প্রস্তুত নহেন—যে-স্থানে যাবতীয় অন্যাভিলাষ-রহিত শুদ্ধ-হরি-কীর্ত্তন রূপের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যতীত বহির্ম্মুখ জীবেন্দ্রিয়ের কোন উপহার সরবরাহ করে না—যে-স্থানে লোকের ইন্দ্রিয়-

তৃপ্তির মাপন বা প্রতিদানরূপে প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে "সাধুকরী ভিক্ষা" গৃহীত হয় না—যে-স্থানে ভিক্ষাদাতা কৃষ্ণ-সেবার ভিক্ষুককে উদরপূর্ত্তির ভিক্ষুকের ন্যায় হীন নারায়ণ-বুদ্ধিতে অবস্থিত এবং ভিক্ষা-দাতার অধীন কৃপার পাত্ররূপে জ্ঞান করিবার প্রশ্রয় প্রাপ্ত হন না, পরমহংসের যাবতীয় ভোগ্য ধারণার বিষয়ী সেই প্রচার-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কয়জন ব্যক্তির ধারণার বিষয় হইবে? একমাত্র যাঁহাদের একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসা ও সেবোন্মুখতা অন্যাভিলাষিতা-বিবর্জ্জিত কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়াছে, তাঁহারাই সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্পর্শে আসিয়া প্রবিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত অনুসন্ধান করিতে করিতে "মঠ কোথায়"—ইহা দেখিবার ও জানিবার মত দিব্য চক্ষু ও মেধা প্রাপ্ত হন।

বস্তুতঃ প্রকৃত দীক্ষা না হইলে শ্রীচৈতন্য মঠ দেখা যায় না। জগতের যাবতীয় অচেতন কথার সহিত শ্রীচৈতন্যমঠের আদৌ আপোষ নাই। চেতনের সহিত জড়ের আপোষ হইতেই পারে না। জড়কে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া কৃতশুদ্ধি লাভ করিলে তবে চেতনের মঠ দেখা যায়। যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় এই চেতনের মঠ দেখিবার মত চক্ষু পাইয়াছেন, তাঁহারাই "শ্রীচৈতন্যমঠ", "শ্রীগৌড়ীয়মঠ", "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ" দেখিতে পাইবেন এবং তখন জানিতে পারিবেন,—ইটালান-কোঠার ইষ্টকে-প্রস্তরে, আহারে বা অনাহারে নির্জ্জনে বা দুর্জ্জনের মধ্যে থাকিয়া 'মঠ' দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনেই মঠের অস্তিত্ব ও রূপ প্রকাশিত। মঠের মহোৎসব অপরকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ দিবার একটি পাথেয় মাত্র।

মঠের কাঙ্গালী-ভোজন বিষয়ীর শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী-ভোজনের ন্যায় বা চক্ষুদান নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মীর দরিদ্রকে 'নারায়ণ' কল্পনা করিবার মত কোন ভোগপর বা ত্যাগপর বহির্ম্মুখতা নহে। পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সকলকে হরি-কীর্ত্তন-শ্রবণের পাথেয়স্বরূপ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সঞ্চয়ের একটি সুযোগ-প্রদান। মঠের সৌধ, মঠের মন্দির, মঠের শ্রীবিগ্রহ, মঠের বৈদ্যুতিক আলোক, মঠের যান-বাহন, মঠের নানাবিধ বৈভব বিষয়ীর ভোগের তত্তদ্বস্তুসম্ভারের সহিত প্রতিযোগিতার বৈভব নহে। পরন্তু অখিল চেষ্টায় বিশ্বিল উপকরণে শ্রীহরিকীর্ত্তনের সেবা-প্রচার—যাহা শ্রুতিগণের একমাত্র কৃত্য,—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি-অনুসারে 'সুবিদ্য' অর্থাৎ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী ব্যক্তিগণের একমাত্র ধ্যানের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত।

বিষয়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠকে ভিক্ষা দিয়া মঠের উপকার করেন,—যাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা 'মঠ কোথায়'? এখনও দেখিতে পান নাই—বুঝিতে পারেন নাই। পৃথিবীকে পৃথ্বীজাত জল দান করিলে বসুন্ধরীকে কিছু উপকার করা হয় না—উপকার করা হয় নিজের। কারণ, পৃথ্বীদেবী যে-সকল শস্য উৎপাদন করেন, তাহার ফল প্রজাগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পৃথিবীর তাহাতে লাভ-লোকসান নাই। তদ্রূপ শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচারে আনুকূল্য করিলে তাহা আমার যে আকর্ষণ বাস্তব অক্ষয় ফল উৎপাদন করিবে, তদ্দ্বারা আত্মাই পরিপুষ্ট হইবে। যাহারা তাহাতে বিরত থাকিবে, তাহাদিগকে ভক্তিফল ভোগ করিতে হইবে। কীর্ত্তন-বৃত্তিকে সমগ্র জগৎ প্রতীক্ষিত বলিয়া পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্য যে আত্মার অন্তরঙ্গস্বরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের কেন্দ্রসমূহ 'মঠ'-নামে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার আনুকূল্য-সাধনে বিমুখ হইলে নিজেরই প্রতি বিমুখতা অর্থাৎ আত্মহিংসাই করা হইবে। যাহারা চেতন-জগতে আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত মনে করেন, সেই মানবজাতি যদি আত্মহিংসাকে বরণ করিতে চাহেন, তবে তাহার ফল ভোগ করিবে কে? চেতনকে বিনশ্বরগামী করিবার,—আত্মহত্যার পরামর্শ দিবার মত অনেক মূঢ় ও বঞ্চিত চেতন জগতে রহিয়াছে বলিয়া কি আমরা এবম্প্রকার নিরপেক্ষ হইয়া অকপট-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের করুণা-শক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিব না—"শ্রীচৈতন্য-মঠ কোথায়?" "শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোথায়?" "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ কোথায়?" আর কি শ্রীচৈতন্যচরণানুগগণ আমাদের সেই অকপট পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দিবেন না—"শ্রীচৈতন্যবাণীই শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীগৌড়ীয়বাণীই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়ের চেতন-মঠ বাণীই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ।" অকপটে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবাই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'বিরহ'-তত্ত্ব

[নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে
(৮ই আষাঢ়, ১৩৪০) শ্রীমায়াপুরীয় মঠে বক্তৃতা]

ভারত ও ভারতের বাহিরে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে বিরহ-তিথির সেবা

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিরূপ গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথির সহিত সম্মিলিত হইয়া আজ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের যে আর্ত্তি-অঞ্জলি আকর্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর এই শুভদিন-তিথি বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে যে বিরহ-আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেছেন, সেই স্মৃতি লইয়াই আজ ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে—শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও—বিরহ-বিধুর ভক্তগণের কণ্ঠে 'জয় জয়' কলরব উঠিয়াছে।

বিপ্রলম্ভ-পরিপোষ্টা ভাগবতের ও বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহ-স্মৃতি

ভক্ত ও ভগবান্ অবিচ্ছিন্নভাবে একসূত্রে গ্রথিত। এদিকে যেমন ভাগবত-বিরহের স্মৃতি বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের সেবায় উদ্দীপনা করিয়াছে, আবার তৎসঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের বিরহ-স্মৃতির আগমনীও

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেরুক্ষেত্যুচ্চৈঃ গণনবিধিনা কীর্ত্তয়তঃ ভোঃ।
ইতি প্রাহং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ॥

—শ্রীরূপানুসবরের এই গীতির মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শুনা যায়, গৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরসুন্দর যেবার পঞ্চমী-তিথিতে নীলাচলনাথের শ্রীমঙ্গে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চমী তিথিও আসিতেছে। আবার কোন কোন বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর নিজশক্তি শ্রীগদাধরের সেবিত শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহের শ্রীমঙ্গে আত্মসংগোপন করিয়াছিলেন; সেই পণ্ডিত গোস্বামীর বিরহ-তিথিও আজ গৌর-জনবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথির সহিত সম্মীলনরূপে বিশ্ববৈষ্ণবের হৃদয়ে ভক্তিস্রোতঃ আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাই দুর্ব্বলের বল; মূকের বাক্‌শক্তি

তাই এই পুণ্যতম অবসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-কণা মস্তকের বিভূষণ ও একমাত্র সম্বল করিয়া বৈষ্ণবগণের আদেশে "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমাদের একটি প্রয়াস হইয়াছে।

প্রথম সম্পুট

'সাহিত্য'-শব্দের বিচার

বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতা, উভয়ই সাহিত্যময়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'শ্রীহরিনামামৃত' ব্যাকরণের টীকাকার 'সাহিত্যে'র একটি সুন্দর অর্থ প্রদান করিয়াছেন; তিনি বলেন,—'সহিতা' অর্থে ভগবদ্ভক্তি। সেই 'সহিতা' হইতে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। সাহিত্যের বিপরীত কথা 'রাহিত্য'। একশ্রেণীর ব্যক্তি জগতের সকল বস্তুর প্রতি—সকল শোভা-সম্পদ্‌বিচিত্রতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'নেতি নেতি' করিয়া এমন একটি ভাবমাত্রের অনুসন্ধান করেন, যাহা সবই রাহিত্যময় বা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রুতির মর্ম্ম গান করিয়া বলেন,—যদি রাহিত্যই শেষ পরিণাম হয়, তাহা হইলে এইসকল সাহিত্য কেন ও কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি কিন্তু সমস্ত সাহিত্যের আকর-রূপে পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" (তৈত্তি ও বল্লী, ১ম অনু); "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ ৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেঃ উঃ ৬।১৪)।

পরিদৃশ্যমান সাহিত্যের আকর কোথায়?

এই জগতে যে পরিদৃশ্যমান আকাশ, বাতাস, সাগর,

পর্ব্বত, বন, উপবনাদি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রাণিজগৎ —প্রাণিজগতের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ রসত্ব—এই সকল বিচিত্রতার আকর কোথায়? এই সকল বিচিত্রতা কি কেবল নশ্বরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা প্রভৃতি অনুবিদ্যার জন্যই সংরক্ষিত (reserved) থাকিয়া চরমে নির্ব্বাণ (?) লাভ করিবে? পরমেশ্বরের এই প্রকৃতি কি কোন পরম অবিকৃত আকরের উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবে না?

সাহিত্যের আকর কিপ্রকারে রাহিত্য হইতে পারে?

বৈষ্ণবগণের—নিখিল নিখিল চেতনের হৃদয়ে জগতের এই বিচিত্রতা, জগতের এই সাহিত্য, অবিকৃত অধিষ্ঠান আকর-সাহিত্যের বিরহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জগতের ("গচ্ছতি ইতি জগৎ")—পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সাহিত্য বিশ্বাসঘাতক ও নানা ভিক্ত অভিজ্ঞতার শিক্ষক বলিয়া ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে, সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যকে—বিচিত্রতাকে একেবারে অস্বীকার করা, জগতের সাহিত্যের ক্ষণস্থায়ী-দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া সাহিত্যকে একেবারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা বা তাহাকে রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ 'অবাস্তব' বলা এবং তৎসঙ্গে প্রতিবিম্বিত সাহিত্যের অবিকৃত নিত্য মূল বিষয়কে নিষেধ করা, আর যে বেশ আমাদের তৃতীয় মানের বুদ্ধির মধ্যে—ধারণার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না, সেই বেশের কথা কেবল অনুমান-বলে—জড়-সাহিত্য-নিয়ামপর পারমার্থিক প্রাথমিক-পাঠ প্রভৃতির একদেশিবাক্য-বিচার-বলে নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্থাপন করা কিরূপ বুদ্ধির আদর্শ।

'রাহিত্য' শেষ পরিণতি নহে কেন?

'রাহিত্য' নিশ্চয়ই শেষ সীমা হইতে পারে না। জড়-সাহিত্যের ক্ষণভঙ্গুরতা-প্রদর্শনের জন্য রাহিত্যের একটা মৈথিত্তিক উপদেশ কিছু সময়ের জন্য আগমন করিয়া উহা অতীন্দ্রিয় কালের, অতীন্দ্রিয় স্থানের ও অতীন্দ্রিয় পাত্রের নিত্য-সাহিত্যের কথা নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যই চরম কথা—অবশ্য, সে সাহিত্য এ জগতের সাহিত্য নয়। জগতের সাহিত্যের রাহিত্য হইলে—বিষয়ের জগতের সাহিত্যের রসোদ্গতি বিধৌত হইলে যে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ভাবের উদয় হয়, তাহার গতি সেখানে স্তব্ধ না হইলেই "বস্তুকিং লভতে পরম্" অর্থাৎ আকর-সাহিত্যের দাস্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

জাগতিক সাহিত্য অপ্রাকৃত-সাহিত্যের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী

সাহিত্যই যদি চরম না হইত, তাহা হইলে এ জগতের সাহিত্যের প্রদর্শনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইত। পরমেশ্বরের অপরা শক্তি এই বিশ্বে যে সাহিত্যের প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহার মূলে উদ্দেশ্য কেবল স্বপ্ন প্রচার নহে—সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রাহিত্যে পরিণত করা নহে; তাহার চরম উদ্দেশ্য—এইসকল সাহিত্যের অধিষ্ঠাতা অবিকৃত আকরগুলির অনুসন্ধানের জন্য ব্যতিরেকভাবে প্রেরণা প্রদান করা। চিত্রকর যেরূপ আলোকচিত্র বা ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী খুলিয়া তাহার আলোক বা ছায়া, তাঁহারই অস্তিত্বের প্রমাণ ও কৌতূহলের জাগরণ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকৃতিও সেই অধিষ্ঠাতা, অবিকৃত, পরম উপাদেয়, নিত্য, সনাতন আকর-সাহিত্য বা বিশ্বের কথা ব্যতিরেকভাবে জানাইয়া দিতেছে। সুতরাং আমরা এ জগতের সাহিত্যকে "অপ্রাকৃত সাহিত্যের প্রতিবিম্ব প্রদর্শনী" বলিতে পারি।

জগতে অপ্রাকৃত বিশ্বের বিরহ

জগতে বিশ্বের বিরহ বা অবর্ণন। এই বিরহকে প্রতিবিম্ব অবিকৃতর প্রবল করিয়া দিতেছে। এসকল নশ্বর প্রতিবিম্বের 'নিত্যতা', 'উপাদেয়তা' নাই দেখিয়া বৈষ্ণবগণ একদিকে যেমন ইহাদের দ্বারা মুগ্ধ হন না, অপরদিকে তেমনই ইহাদের নশ্বর ছবিই বাস্তবতা বা তদ্বিপরীত স্বপ্ন এবং তারপরই রাহিত্য বা শূন্য,—প্রতিবিম্বিত-সাহিত্যের এই বঞ্চনা-বিদ্যায়ও মুগ্ধ হন না। তাঁহারা নিত্য অবিকৃত বিশ্বের বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া বিশ্বের জন্য অধিকতর লালসান্বিত হন।

(ক্রমশঃ)

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

বিগত ১৩ই জুলাই হ্যামটন্ কোর্ট রাজপ্রাসাদে একটি সরকারী অভ্যর্থনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুত ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আহূত হইয়াছিলেন এবং তিনি উহাতে যোগদান করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উহাতে সামাজিকগণের নিকট প্রচুর সম্মানের চক্ষে দৃষ্ট হন।

—•—

বিগত ১৪ই জুলাই ব্রিটিশ প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক আর্ক্‌বিশপ্ অব্ ক্যাণ্টার্‌বারির সহিত শ্রীযুত বন মহারাজ সাক্ষাৎ করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎকার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকারের সমান। লাম্‌বেথ্-প্রাসাদে আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয় শ্রীযুত বন মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ভারতবর্ষে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল যাবৎ উভয়ের কথোপকথন হয়। প্রসঙ্গক্রমে গ্রেটবৃটেনে কিরূপে গৌড়ীয়মঠের কথা প্রচারিত হইবে, তদ্বিষয়েও প্রচুর আলাপ হইয়াছে। শ্রীযুত বন মহারাজের বাক্যে আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয় প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। চেতন-জগতে গৌরব-সখ্য, দাস্য ও শান্তভাবের উন্নত অর্দ্ধে বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অবস্থানের কথা তাঁহার সহিত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। লাম্‌বেথ্-প্রাসাদে আগমনোপলক্ষে শ্রীযুত বন মহারাজকে আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয় তাঁহার নিজের একখানি ফটো স্মারকচিহ্নরূপে পরদিন উপহার প্রদান করেন। এইসকল কথা ন্যূনাধিকভাবে বৃটার কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ও সানুবাদ "ব্রহ্মসংহিতা" সাদরে গ্রহণ করেন।

—•—

১৪ই জুলাই তারিখে আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয়ের চ্যাপ্‌লেন্ মিঃ এলেন্ সি, ডন্ শ্রীযুত বন মহারাজকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা অনুবাদ-সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Lambeth Palace,
London, S. E.
15th July, 1933.

Dear sir,

The Archbishop of Canterbury asks me to say how pleased he was to see you yesterday and to hear what you had to tell him. He hopes that you will accept the enclosed photograph which he said he would send to you as a memento of visit.

Yours very truly,
Sd. Alan C. Don,
Chaplain.

(অনুবাদ)

লাম্‌বেথ্-প্যালেস্
লণ্ডন, এস্, ই
১৪ই জুলাই ১৯৩৩

প্রিয় মহাশয়,

ক্যাণ্টার্‌বারির আর্ক্‌বিশপ্ মহোদয় আমাকে আপনার নিকট জানাইতে বলিয়াছেন যে, আপনি গত কল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে-সকল বক্তব্য হরিকথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎকারের প্রীতি-নিদর্শন-স্বরূপ এতৎসহ তাঁহার একখানি ফটো (প্রতিচ্ছবি) প্রেরিত হইল। আশা করি, আপনি উহা গ্রহণ করিবেন।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
এলেন্ সি, ডন্
চ্যাপ্‌লেন্

—•—

গত ১৪ই জুলাই শনিবার বেলা ১টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুত বন মহারাজ ও শ্রীযুত তীর্থ মহারাজ উভয়েই হিজ্ হাইনেস্ মর্ত্তির মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া

গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়-সম্বন্ধে বহু আলাপ করেন। তাঁহার পত্নী মহারাণীদ্বয় ও পুত্রবধূদ্বয় ঐসময় সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। তাঁহারা ইংরাজী জানেন না বলিয়া হিন্দী-ভাষায় কথোপকথন হইয়াছিল। মন্ত্রির মহারাজ বাহাদুর যাদবকুলের উজ্জ্বল রত্ন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিবর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজার রাজধানীতে শুভাগমন করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুর বিশেষ অনুরোধ করেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ২৪শে জুলাই সপরিবারে আগমন করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

—•—

ঐ দিবস মিঃ মেহতা ও মিঃ বেল্‌ফাম্ তাঁহাদের পত্নী-সহ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, স্থির ছিল।

—•—

অধ্যাপক শ্রীযুত ত্রিলোকনাথ বানার্জ্জি এম্-এ, বি-এস্ মহাশয়ও বিগত ২২শে জুলাই লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আহূত হইয়াছিলেন।

—•—

বিগত ১৭ই জুলাই হাই কমিশনার কর ইণ্ডিয়া মহোদয় শ্রীযুত বন মহারাজকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা অনুবাদ-সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

High Commissioner for India. India House.
Aldwych,
London, W. C. 2.
17th July, 1933.

Dear sir,

Sir Bhupendra Nath Mitra desires me to inform you that he has obtained permission to present you to Their Majesties at the Royal Garden party at Buckingham Palace on Thursday, the 20th July.

I have to ask that you will be so good as to attend at the extreme right-hand corner of the Royal Tent enclosure, as approached from the palace, at about 5 P. M, and I am also to ask you to be so good as to send an acknowledgment to this letter.

Yours faithfully,
Sd.
Private Secretary.

(অনুবাদ)

ইণ্ডিয়া হাউস্
লণ্ডন, ডব্লিউ, সি, ২
১৭ই জুলাই ১৯৩৩

প্রিয় মহাশয়,

স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের আদেশানুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আগামী ২০শে জুলাই বাকিংহাম রাজ-প্রাসাদের রাজকীয় গার্ডেন পার্টিতে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাজ্ঞীর সহিত আপনাকে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য তিনি অনুমতি পত্র পাইয়াছেন।

আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, বেলা ৫ঘটিকার সময় রাজ-প্রাসাদের দিকে রাজকীয় শিবিরের দক্ষিণ-কোণে আপনি উপস্থিত থাকিবেন। এই পত্রখানির প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। এতৎসহ সংযুক্ত নির্দ্দেশ-পত্রে আপনি কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবেন, তাহা অবগত হইবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ)
প্রাইভেট্ সেক্রেটারী

—•—

বিগত ১৭ই জুলাই বেলা ২৪টায় আন্তর্জ্জাতিক নিউথট্ ল্যাগারেন্স্ কর্ত্তৃক আহূত সভায় শ্রীযুত বন মহারাজের সাধারণ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইয়াছিল। "মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত সন্দেশ" উক্ত বক্তৃতার বিষয় ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গ উহা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত ও লাভবান হইয়াছেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় বলেন যে,—'বক্তৃতাটি বিশেষ চিন্তাশীলতা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, বিশেষতঃ তাঁহার বক্তৃতার বিশ্বস্ত সখ্যের কথা, বাৎসল্যের কথা এবং মধুর রসের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত

আলোচনা করিলে আমাদের জগতে প্রচুরভাবে অভাবের হইবার সুযোগ ঘটিবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহাশয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে পাশ্চাত্যদেশীয় আরও চারি জন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক সে-দিবস যথাযথ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রয়টারের সংবাদ-প্রেরক শ্রীযুত বন মহারাজের বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়াছেন।

বিগত ১৮ই জুলাই বেলা ১০ঘটিকার সময় ১৮ নং রাটল্যাণ্ড্ গেট এম্ ডব্লিউ ৯নং ভবনে শ্রীযুক্ত ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ রাইট অনারেবল্ আইকাউণ্ট্ পেন্ডি, পি, সি, এম, আই; জি, সি, আই, ই, সি, বি, ই মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ভবনের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শ্রীযুত বন মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

বিগত ১৯শে জুলাই বেলা ১০ঘটিকার সময় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম্ ষ্ট্রীটস্থ ৫নং রাসেল্ স্কোয়ারে অবস্থিত ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাগৃহে ডক্টর এস্ কে রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম" বিষয়ে শ্রীযুত বন মহারাজ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর বক্তৃতা ইতঃপূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই। বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীযুত বন মহারাজের সহিত করমর্দ্দন করেন।

গত ১৯শে জুলাই বাসভবনে ব্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল্ স্যর এন্, এন সরকার ও তৎপত্নী লেডি সরকারের সহিত বাকিংহাম্ গেটে সেণ্ট্ জেমস্‌কোর্টে ২৬০ নং ফ্ল্যাটে শ্রীযুত বন মহারাজ সাক্ষাৎ করেন। স্যর নৃপেন সীঘ্রই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড্ ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অগুনত গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের প্রশংসা করিয়াছেন বলিলেন।

২০শে জুলাই বেলা ৫টায় শ্রীপাদ বন মহারাজ লণ্ডনের সভ্য বিশপ্ ও লেডীবেণ্ড্ প্যালেটে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিবস বেলা ৪টায় বরোদার মহারাজের সাইকোয়ারের অভ্যর্থনায় লর্ড্ লামিংটন্ ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের মেম্বরগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া পার্ক্ লেনস্থ গ্রস্‌ভেনর্ হোসে গমন করেন এবং তত্রপলক্ষে সমাগত বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরিচিত হন।

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন--শোভাযাত্রা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ওরা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার-ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ-ষ্ট্রীট, মাণিকতলা-স্পার, আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীট, বৌবাজার-ষ্ট্রীট, কলেজ-ষ্ট্রীট, কলেজস্কোয়ার চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ২৮শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

প্রচার-বার্ত্তা

(ভারতীয়)

ধানবাদে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক উপদেষ্টা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কিছুদিন পূর্ব্বে ধানবাদ-টাউনহলে "সনাতনধর্ম্ম সার্ব্বজনীন,—না সাম্প্রদায়িক ?" এ বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত দিবস বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেষ্টা ভক্তিশাস্ত্রীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক আরও শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় পরদিন একটী বিরাট্ সভায় "সনাতন ধর্ম্ম ও জীবের স্বরূপ-বিচার"-সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এল মহোদয় সভার পক্ষ হইতে বক্তৃমহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল গভর্ণমেণ্ট-প্লিডার; শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এল; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সে এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস বি-এল; শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত হরিপদ পাত্র বি-এল; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় বি-এল; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল চট্টরাজ বি-এল; শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল; মোক্তার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়; মোক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মোক্তার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ; অবসর-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ বি-এ; শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ এম্-এ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্; শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বিশ্বাস বি-এ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর; মিঃ এম, কে, গুপ্ত এম-এ সহকারী প্রধান শিক্ষক; শ্রীযুক্ত রায়কানাই রায়া বি-এ কাব্যতীর্থ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ; 'স্কেচ' পত্রের সহকারী সম্পাদক—মিঃ এম্, এন্ চাটার্জ্জি, প্রধান সার্জ্জেণ্ট মিঃ এস্, কে, শীল; রেলওয়ে ইন্‌স্পেক্টর মিঃ আর, সি চক্রবর্ত্তী বি-এ, অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ধানবাদে হরিকথা-প্রচারে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সিংহ এম্-এ, বি-এল কাব্যতীর্থ মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ধানবাদের সকল সুহৃদ্ বন্ধুই আন্তরিকভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচারের এবং তদনুকূলে আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ অধিকারী মহোদয়-গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ঢাকায়—গত ১৪ই জুলাই, ৩১শে আষাঢ় শনিবার সজ্জনবর পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের ভবনে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বনবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ-শ্রবণেচ্ছু হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৬ই জুলাই, ৩২শে আষাঢ় রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়"-সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকালব্যাপী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। অবসর-প্রাপ্ত সব্-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী; উকীল শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেন বি-এল; শ্রীযুক্ত বিনোদ-কান্ত সেন বি-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল; কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত বসুধারঞ্জন সেন বি-এ; শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত; শ্রীযুক্ত প্যারীলাল সেন-গুপ্ত; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস; শ্রীযুক্ত রামনাথ বসাক; শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায়; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত

—ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মথুরামণ্ডলে—গত ১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মথুরাজঙ্ক কেণ্টের অন্তর্গত বাবিন্দা-ষ্টেশনে পৌঁছেন; তথায় শ্রীযুক্ত মহাদেশ্বর বাবু ও শ্রীযুক্ত মদন বাবু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রচারকগণকে সম্বর্দ্ধনা প্রচারকগণ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পৌঁছতে যোগদান করিয়া কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কুর্ম্মিলী হাইস্কুলে "কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য"-সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া একটী সুবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান-পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র আচার্য্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং আগামী ২০শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সজ্জন-মাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "The Vedanta: its morphology and ontology" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম সংখ্যার পর)

বাটীগ্রামের মধ্যে শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির আছে। মন্দিরটী বেশ সুন্দর ও বৃহৎ। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীলক্ষ্মণ, তাঁহার বামে শ্রীঊর্ম্মিলাদেবী। শ্রীলক্ষ্মণজীর শ্রীমূর্ত্তি অতীব সুন্দর। শুনা গেল, এই মন্দিরের জমিদারীর বার্ষিক আয় ৬ হাজার টাকা। মথুরায়, বৃন্দাবন-দরজায়, বৃন্দাবনে এবং বহুলা-কুণ্ডের তীরে ইঁহাদের মন্দির আছে। বহুলাকুণ্ডের তীরে যে বাঁকেবিহারীর মন্দির, তাহা ইঁহাদেরই সেবার অন্তর্গত। বাঁকেবিহারীর পূজারী গোপাল চাঁদ ৪৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দিরের বর্ত্তমান মোহান্ত তিন বছরের বালক; তাঁহার নাম—পরমেশ্বর দাস। ইঁহার পূর্ব্বের মোহান্তের নাম ছিল—হরেকৃষ্ণ দাস। ইনি গৃহস্থ ছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মোহান্তের

নাম—গঙ্গাদাস, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী—গোবিন্দ-দাস। ইঁহারা সকলেই রামানন্দি-সম্প্রদায়ের লোক। মন্দিরের নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত গোফার মত অন্ধকারময় স্থান রহিয়াছে। ঐ স্থানগুলি এখন অসংখ্য চর্ম্মচটিকা (চামচিকা)-কুলের বাদুড়-বিহার-ক্ষেত্র হইয়াছে। আলোক-ব্যতীত প্রবেশ করা অসম্ভব। মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত নাট্যমন্দির ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও গোফা রহিয়াছে। স্থানীয় লোকগণ বলিলেন,—এখানে বাদশাহগণের সময়ে হিন্দু-মুসলমানে এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে অনেক লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার নীচে অনেক ঢাল-তরোয়াল অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে একটী মুসলমানের কবরও দেখা গেল। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির বেশ উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সেই স্থান হইতে মথুরা-সহরের সৌধ-সমূহ এবং শ্রীকেশবজীর মন্দিরের সংলগ্ন আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদ্ দেখা যায়।

বহুলাকুণ্ডের তীরে যে বাঁকেবিহারী বা যুগলকিশোর-হরের শ্রীমন্দির আছে, তাহাও পুরাতন মন্দির।

শ্রীমোহনজীর মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। মন্দির পুরাতন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূজারী বদ্রীনারায়ণ আপনাকে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেন। সিন্ধিয়া-রাজার প্রদত্ত ২৫ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে। ইঁহার ৪ জন পূজারী—(১) বদ্রীনারায়ণ, (২) রামচন্দ্র, (৩) দয়ারাম ও (৪) শিবলাল।

রাত্রিতে ত্রিপাঠিবাবিপাদগণ গ্রন্থ হইতে বহুলাবনের বিবরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমনের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পশ্চবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ॥
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র স্নানন্তু নৃপ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স গচ্ছতি হরিং তত্র লক্ষ্মী-সহ বিশাং পতে॥

(স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে)

শ্রীবন-ভ্রমণ-লীলা-বিস্তার-কালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহুলাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ গাভী উর্দ্ধপুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলাপ্রকটকারী অভিন্ন-গোপেন্দ্রনন্দনকে বেষ্টন করিয়া প্রেমভরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শন ও লেহন করিয়াছিল। অন্যান্য পশু, পক্ষী, মধুপ, কোকিলাদিও নানাবিধ কূজন ও নৃত্য-দ্বারা তাহাদের প্রেমানন্দভাব প্রকাশ করিয়াছিল। বৃক্ষ-লতাসমূহ পুষ্পবৃষ্টি-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই ঘটনা অতীব সুন্দর বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি' গুরু প্রভু স্নেহের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুখ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে স্নেহগুণ॥
কণ্ঠে-স্কন্ধে দেন্থ-সব রাখিল গোপাল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে যমুনাকূল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে॥
শুক, পিক, কৃষ্ণ প্রভুরে দেখি' 'পাহি' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু-বরিষণে॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা'-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তা'র বশে॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থির।
'কৃষ্ণ বল', 'কৃষ্ণ বল' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥

বৃক্ষডালে শুক-সারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-সারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে॥
সৌন্দর্য্যামৃতবীচিধৈর্য্যদলনঃ লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কঞ্চুকিতাদ্রিবর্য্যমহিমা পাদে-পরার্দ্ধ্যা ভগাঃ।
শ্রীমৎ সজ্জনমানসেক্ষণমণো যজ্ঞায়মন্বং প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥
শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
সারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥
শ্রীরাধিকায়াঃ প্রণতেঃ স্বরূপতা
দুর্বোধতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণাধিক্যং কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী॥
পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥
বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স সারিকে।
বিলাসী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥
পুনঃ সারী কহে, শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥
রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা 'মদনমোহন'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ'॥
শুক-সারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
মযূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'
চেতন পাঞা প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গম-বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল' 'বোল' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৭শ পঃ)

শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত যখন শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখনকার বর্ণনাও আমরা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ দেখিতে পাই,—

রাঘব পণ্ডিত করে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবৃন্দাবন এই দেখ শ্রীনিবাস॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন-ভ্রমণ-কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে॥
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি গৌরচন্দ্র-পানে চায়॥
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি' গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে॥
মৃগাদিক পশু, শিখী, কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ॥
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অনেক লোক পরম আনন্দে॥
কেহ কহে, অরে ভাই, মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন এই কপট সন্ন্যাসী॥
তাঁর শুচিকরণ আজ্ঞা করিয়া।
গৌররূপ ধরি' ফিরে লোক-প্রতারিয়া॥
ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য হিয়ায়।
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ করে গোরায়॥
অহে শ্রীনিবাস, এই বৃহদ্বন-বনেতে।
দেখহ অপূর্ব্ব কুণ্ড পদ্মবন যা'তে॥
আর এই সঙ্কর্ষণ-কৃত অনুপম।
আর মানসগঙ্গা পরম মনোরম। (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় বৃহদ্বনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহও পরিক্রমার কথা লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৪০; ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৩ | ৩য় সংখ্যা

"মহাপ্রভুর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ?"

—"সাধুগণের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ?" যেন আমরা কতই মহাপ্রভু, গুরু, বৈষ্ণব ও সাধুগণকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করি ! বহির্মুখতার কপটতা, অসরলতা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থের যুক্তি কত ভাবেই না বহির্মুখতা ও অনর্থকে সমর্থন করিতে চাহে !

অনর্থযুক্ত কপটতাময় হৃদয় হইতে ঈদৃশ নানাপ্রকার প্রলাপ উদিত হয়। ঐ সকল যুক্তির বক্ষাবাহুলি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনেকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃপারূপ মহাবিপদ্ (?) [অনর্থযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎ-কৃপাকে ভোগের হানিকর বিবেচনা করায় 'বিপদ্' মনে করিয়া থাকে] হইতে আত্মরক্ষা এবং তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাহে।

যখন গুরু-বৈষ্ণব-সাধুগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিত্রের লোকশিক্ষার আদর্শ উল্লেখ করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রদর্শন করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ জাগতিক শত অভাব-অসুবিধার মধ্যেও নিরাশ্রয়া অনাথা মাতা এবং দ্বিতীয়বার পরিগৃহীতা যুবতী ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন গুরুবর্গের কথিত ঐরূপ আদর্শ গ্রহণ করিয়া পাছে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভোগাসক্তি হইতে নিবৃত্ত এবং ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, এজন্য আমরা কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকি,—"মহাপ্রভুর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ? মহাপ্রভু সকলই করিতে পারেন, তাঁহার সামর্থ্য ত্যায় জীবের সামর্থ্য কি এক ? তিনি ত' মনের

যাদু-মন্ত্রকেও হেয়প্রেমে নাচাইয়াছিলেন, আমরা কি তাহা পারি ?"

যদি কখনও গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের নিকট পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের আদর্শ কিম্বা বর্ত্তমান কোন কোন আদর্শ ভগবৎসেবকের বিষয়-বৈরাগ্যময়, শরণাগতিপূর্ণ, হরিসেবা-ময় চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—"শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কিরূপ বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকর প্রভু কিরূপ শরণাগতিময় জীবন যাপন করিতেছেন," তখন ঐ সকল শ্রেয়ঃ কথা আমাদের প্রেয়ঃ নহে দেখিয়া—ঐরূপ জীবন-যাপনে আমাদের ভোগের মূলে ছাই পড়িবে জানিয়া আমরা ভোগকে কপটতাপূর্ণ মিষ্ট যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়া বলি,—"শ্রীরঘুনাথের দেহ ছিল অপ্রাকৃত; সুতরাং তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকিবে কেন ? আমাদের প্রাকৃত দেহ; তাহাই আমাদের প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ না করিলে জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ত' আর দশটা পাঁচটা হয় না। মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকরও বহু দেখা যায় না।"

তাহার পর যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎসিদ্ধান্ত ভোগ-বুদ্ধির দর্পণে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত করিয়া অধিকতর চতুর (?) কপট হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সাধারণ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের যুক্তি অপেক্ষাও অধিকতর শাণিত যুক্তির অস্ত্র বাহির করিয়া বলিয়া থাকি,—"বৈষ্ণব ও গুরু-বর্গের অনুকরণ করিলে যে তাঁহাদের প্রতি মুখভেংচান হইয়া পড়িবে, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া কয়েক ব্যক্তি তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া হরিসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব আমরা ঐরূপ আদর্শের অনুকরণ করিব কেন ? তাহার পর "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ," "জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ", "যথা-যোগ্য বিষয় কৃষ্ণ অনাসক্ত হৈয়া" প্রভৃতি যে-সকল উপদেশ শুনিয়াছি, তাহাতে আমরা কপটবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া হরিসেবা হইতে বঞ্চিত হইব কেন ?"

একটি পাশ্চাত্য প্রবাদ এজন্যই বোধ হয় বলিয়াছে,—"সয়তানও শাস্ত্রের নজির দেখায়।" এখানেও তাহাই হইয়াছে। আমাদের হৃদয়ের অনর্থ-সয়তান শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে ভোগবুদ্ধির ভাজনের মধ্যে আহরণ করিতে গিয়া মহামহা সৎসিদ্ধান্ত-মুক্তামালাকে আমাদের ভোগের দড়ী ভাবিয়া ফেলিয়াছে এবং সাধু ও শাস্ত্রকে মর্কটের ন্যায় নিষ্পেষণ করিতে চাহিতেছে !

ইন্দ্রিয়চরণগণ আমাদের হৃদয়ে যে ভোগবুদ্ধির বিষাক্ত বাক্সের গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহা সাধুগণ তাঁহাদের সুসিদ্ধান্তরঞ্জন-রশ্মি-দ্বারা সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা ভোগ-বুদ্ধি-সংরক্ষণের জন্য যে বৈরাগ্যের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছি এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আদর্শকে তাঁহাদের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলিতেছি, তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের কপটতা—তাঁহাদের আদর্শ অনু-সরণ হইতে আমাদিগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা। হয় ত' অনেক সময় ভোগ-বুদ্ধিতে অন্ধ হইয়া আমরা সেই কপটতা-পিশাচীকে দেখিতে পাইতেছি না—মনে করিতেছি, আমরা কতই সরল !

আমরা একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি কি, আমাদের কপটতা কোথায় ? ভোগবুদ্ধি যে মস্তিষ্কের প্যাঁচ ও যন্ত্রগুলি বিপরীতভাবে আঁটিয়া দিয়াছে এবং চিত্তকে ভোগবুদ্ধি বা তদ্বিপরীত ত্যাগবুদ্ধিতে মথিত করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ মস্তিষ্ক ও চিত্ত-দ্বারা কপটতা-সয়তানের অস্তিত্ব ধরা যায় না।

এদিকে মুখে বলিতেছি, "ভগবান্ বা সাধুবৈষ্ণবের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ? আমরা কি তাঁহাদের অনুকরণ করিতে পারি ?" কিন্তু যখন নিজেদের ভোগের ওহবিলে অমার (?) ভাগটি আসিয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের অনুকরণ করিতে—তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগকে সমান আসনে বসাইতে অজ্ঞাতসারেই হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক কিংবা প্রবৃত্তি-দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালিত হইয়াই হউক, দ্বিধা বোধ করি না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীমদ্বৈতপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু—সকলেই দুই পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিবাহ বা বহু বিবাহ করিবার নজির দেখাইবার সময় আমরা আমাদিগকে ছোট পাট মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি সাজাইয়া থাকি। কিন্তু মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ সন্ন্যাসের আদর্শ বরণ করিবার সময় বলিয়া বসি,—"মহাপ্রভুর আচরণ কি আমাদের সাজে ?"

স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরধার (?) গ্রহণ, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলার অনুকরণ করিবার জন্য অনেকেই বাউল, সহজিয়া হইয়া পড়ি; কিন্তু গোবর্দ্ধন-ধারণ, পর্ব্বত-উত্তলন প্রভৃতির সময় বলিয়া থাকি,—"কৃষ্ণের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?" স্বয়ং বিষ্ণু-তত্ত্বের মূলপুরুষ অবতারী-লীলাভিনয়কারী শ্রীনিত্যানন্দের বা শ্রীঅদ্বৈতের নজির দেখাইয়া আমরা সন্তানসন্ততি-বর্দ্ধনকারী প্রাকৃত-সহজিয়া সাজিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের মাতা-পিতাকে একচক্রায় রাখিয়া লোকশিক্ষাকল্পে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর অনুসরন, হরিকথা-প্রচারের জন্য জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন করিবার আদর্শ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিবার সময় বলিয়া থাকি,—"নিত্যানন্দের সহিত কি জীবের তুলনা?" মদিরা-যবনী-গ্রহণ কিংবা গৌড়িকালয়ে গমনের সময়ে হয় ত' আমরা নিত্যানন্দের নজির দেখাই, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীগৌরসেবায় আদর্শ গ্রহণ করার সময় "উহা আমাদের সামর্থ্যের অতীত, ভগবানের সহিত জীবের সামর্থ্য সমান নহে" প্রভৃতি কত কি বলিয়া যুক্তি দিয়া থাকি!

বলি, মহাপ্রভু কি জীব বা সাধক-মাত্র ছিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল? তিনি কি আমাদের মত অনর্থগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীব ছিলেন যে, মাতা ও স্ত্রীকে রাখিয়া তাঁহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল? ভগবানের মাতা বা স্ত্রীআসক্তি কি জীবের ন্যায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য ব্যাপার? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম বা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বিচিত্রতা-পূর্ণ প্রসাদ-ভোজন কি আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ভোজন-ব্যাধির ন্যায় ব্যাপার-বিশেষ? আমরা কিন্তু ভূরি ভোজনে বৈষ্ণবতার তাৎপর্য্য-প্রচার এবং তৎকালে মহাপ্রভুর নজির দেখাইয়া আমাদের অনর্থপীড়ার সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হই না এবং কার্য্যতঃ রামচন্দ্রপুরীরই একজন প্রচ্ছন্ন শিষ্য হইয়া পড়ি। আমাদের মত অসুবিধা মহাপ্রভুর ঐ সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ বরণের সময়। আমরা তখনই 'ক্ষুদ্র' জীব সাজি—অসমর্থ সাজি—দৈন্যের মূর্ত্ত-অবতার হইয়া পড়ি—"ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তঃ" শ্লোকের প্রমাণ দেখাই, না হয়, 'কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ'—এই কথায় অনভিজ্ঞতাপূর্ণ বিকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করি।

"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া" বা "বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ" প্রভৃতি উক্তিগুলি কোন প্রকারেই আমার ভোগবৃত্তির সমর্থক নহে। কুপথ্য পরিত্যাগের সদুপদেশকে বিকারী রোগী যে অতিবৈরাগ্য মনে করিয়া সদ্বৈদ্যকে নিজ-উপদেশের লঙ্ঘনকারী বলিয়া দোষারোপ করে, তাহা তাহার দুর্দ্দান্ত রোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগী যাহাকে তাহার রোগের অনুকূল বা প্রতিকূল বিচার করে, সেই সকলই তাহার মনোধর্ম্ম; সে তাহার অতি-ভোগ-স্পৃহার আমূল-নিবৃত্তি-কারক মহৌষধকে 'অতিবৈরাগ্য' বলিয়া আপাত-তিক্ত পরিণামে জীবন-রক্ষক ঔষধের শিশিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে। প্রকৃত নীরোগ ব্যক্তিগণকে, এমন কি, চিকিৎসকগণকে পর্য্যন্ত নিজ-নামে রোগী কল্পনা করিয়া বসে,—"কৈ তাঁহারা ত' এরূপ বৈরাগ্যের আদর্শ দেখান না? আমার মত ঔষধের ব্যবস্থা তাঁহাদের কেন হয় না? তাঁহারা কেন শাক-পত্র-ফল-মূলে জীবন ধারণ না করিয়া জনক রাজার মত এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া 'পাঁচসেরি' দুধের বাটি স্বীকার করেন?—কেন নানাপ্রকার চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়া থাকেন?"

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী-প্রভুর বৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া কিম্বা তাঁহা অপেক্ষা অতি (?) বৈরাগ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ কেহ যেমন ভক্তিপথ হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে, তদ্রূপ আবার যুক্ত-বৈরাগ্যের বা 'ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তঃ' শ্লোকের যথাযথ পরিধানের ছল দেখাইয়া—অপ্রাকৃত স্বাভাবিক যুক্ত-বৈরাগ্যবান্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকেই ভক্তিপথ হইতে চিরবঞ্চিত হইতেছে ও হইয়াছে।

'ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তঃ'—এই ঔষধটি কত ডাক্তিউ-শনের কিরূপ মাত্রায় গ্রহণ করিলে রোগ সারিবে, না রোগ বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা রোগী হইয়া বুঝিব না, বা রোগি-সূত্রে নিজেদের উপর নিজেরাই ব্যবস্থা কিংবা প্রয়োগ করিয়া তাহার সুফল পাইব না। বিষ কি ভাবে, কতটুকু পরিমাণে গ্রহণ করিলে রোগের উপশম ও প্রাণ বিনাশ হয়, একই ঔষধ যে রোগ-বিশেষের উপশম করে, আবার সেই ঔষধেরই মাত্রা-বিশেষ যে সেই রোগবিশেষকে প্রবল করিয়া তোলে, তাহা অনভিজ্ঞ রোগী হইয়া আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

রোগীকে অভিজ্ঞ বৈদ্যের অধিকার প্রদান করা হয় নাই, রোগী ঔষধের নাম-মাত্র শুনিয়া ঔষধ লইয়া ছিনিমিনি

খেলিতে গেলে কিংবা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে গেলে মহৌষধকেও বিষে পরিণত করিয়া ফেলিবে এবং ঔষধই তাহার নিকট কৃতান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব কপটতা করিয়া আমরা যেন মহাপ্রভুর এবং সাধুগণের লোকশিক্ষার ব্যবহার ও আদর্শকে দৈন্যের আবরণে ঢাকাইতে চাহি, সুবিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের অন্তঃস্থনীতেজী রঞ্জন-রশ্মি সেই কপটতার প্রচার করিয়া দেয়।

ভগবান, গুরু এবং সাধুগণের আদর্শের কতকগুলি—বদ্ধজীবের শিক্ষার জন্য, কতকগুলি—মুক্তজীবের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপনার্থ এবং কতকগুলি—মহামুক্তগণের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার লীলার প্রচারের জন্য। এই তিন শ্রেণীর আদর্শকে একাকার করিয়া ফেলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। দুঃখের বিষয়, আমরা তাহাই করিয়া থাকি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভু, শ্রীল রায় রামানন্দ কিংবা শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বর্ণ—নিত্যমুক্ত নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের বিরক্তের আচার প্রদর্শন কোথাও সাধক জীবের শিক্ষার জন্য, কোথাও বা পরমহংসের আচার-প্রদর্শনের জন্য। সাধারণ জীব গৌর-নিজ-জন সদ্গুরুর পাদপদ্মের অনুগত হইয়া তাঁহাদের সেই সকল আদর্শের অনুসরণ করিবেন—অনুকরণ করিবেন না; তাহাতে মঙ্গল হইবে। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে শ্রীস্বরূপ-রায়ের সহিত নির্জ্জনে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন, কিম্বা কখনও বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত হইয়া গম্ভীরার মুখ ঘর্ষণ করিয়াছেন, কখনও বা গোবিন্দের দ্বারা স্বীয় পদসংবাহন প্রভৃতি সেবা করাইয়াছেন বা ভক্তগণের ভবনে বিবিধ উপচারে ভোজন করিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দুই বিবাহ করিয়াছেন বা অন্যথা বিবাহ করেন কিংবা বহুমূল্য রত্নমণিমুক্তাদি খচিত অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, শ্রীরাধা রমণের নির্জ্জনে দেবদাসীগণের অঙ্গ-সম্মার্জ্জনাদি করিয়াছেন, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বহু বিলাস-দ্রব্যে পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাসী বিষয়ীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছেন, সেই সকল আদর্শ পরম মুক্তপুরুষগণের অনুরূপ হরিজনসুলভ চরিত্রের অচিন্ত্য-অগাধত্ব প্রচারের জন্য। অবধূত নিত্যানন্দের অবধূত-লীলাময়-বিগ্রহ, জগদ্গুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্রহ্মচারী লীলাময় জীবন যাপনের পর দারপরিগ্রহ-লীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শনের পরও মাতার নিকট প্রসাদ-দ্রব্যাদি প্রেরণ এবং তাঁহার সংবাদাদি গ্রহণ প্রভৃতির আদর্শ লোকান্তর মহাপুরুষগণের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রচারের জন্য, তাহা সাধকজীব ও মিছাসিদ্ধা-ভিমানী অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনুকরণীয় নহে। কিন্তু আমরা বদ্ধজীব, তাঁহাদের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার আদর্শ কিংবা মুক্ত পুরুষগণের সেবাদিগুহ্য হরিজনময় চরিত্রের উদাহরণ-গুলি অনুকরণ করিয়া যে-সকল আদর্শ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের শিক্ষার জন্য—যে-সকল ঔষধ আমাদের ব্যাধি-শান্তির জন্য ব্যবস্থিত, সেই সকল ঔষধকে বিসর্জ্জনার্থ হৃদয়ের চরারোগ্য ব্যাধির প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া বলি,—

"মহাপ্রভুর সহিত আমাদের তুলনা।"

"সাধুগণের সহিত আমাদের তুলনা।"

স্মৃতি-সন্দেশ

নমস্কার

সাধারণ সামাজিক ব্যক্তির প্রতি নমস্কার-বিধানের ন্যায় লৌকিক সম্মানমাত্র প্রদর্শনার্থ শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব বা শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে একহস্তে বা দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে নমস্কারের অভিনয় অপরাধজনক। 'ন'-কারে নিষেধ ও 'ম'-কারে অহঙ্কার সূচিত হইতেছে। সমস্ত অহঙ্কারকে নিষেধ করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারের কথা বলিয়াছেন,—(১) জন্মের অহঙ্কার, (২) ধনের অহঙ্কার, (৩) পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ও (৪) রূপের অহঙ্কার। জন্মের অহঙ্কার অর্থাৎ "আমি ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রাদি নীচকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলে বৈষ্ণবের অকল্যাণ (?) বা আমার সামাজিক সম্মানের লাঘব হইবে"—এইরূপ

বিচার অদৈব-স্বভাব ব্যক্তিগণে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বা কুকুর-শৃগাল-ভক্ষণদেহে ব্রাহ্মণাদি বুদ্ধি করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি ভগবৎ-পার্ষদগণের প্রতি নমস্কার-বিধানকে অন্যায় মনে করেন। এমন কি, তাঁহাদের মুখে এরূপও পাষণ্ডতাপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়,—কুকুর-কুল-বিভূষণগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ গৌর-নিজ-জনগণ ঐ সকল মন্দজীবের আশীর্ব্বাদের পাত্র! এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশের জন্য স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণকুল-চূড়ামণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্ব্ববর্ণাশ্রম-বহির্ভূত, যবন-কুলে আবির্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীচরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে নমস্কার বিধান করিয়াছেন। ইহার সাক্ষ্য আমরা "শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্যে" দেখিতে পাই,—

ততো জয়পুরে গ্রামে সার্ব্বভৌমো মহামতিঃ।
সমাগমেন তস্যৈব পরমোৎসুক আগতঃ॥
হরিদাসং সমালোক্য ভক্তিমানভবন্মহান্।
দণ্ডবদ্ভুবি দৃষ্টোঽসৌ পতিত্বা পুলকাচিতঃ॥
চকার দূষণঃ শ্রীমান্ প্রণনামতত্তরঃ।
কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য ১৪শ সর্গ ৪২, ৪৭, ৪৮ শ্লোক)

তদনন্তর মহামতি সার্ব্বভৌম পরমোৎসুক হইয়া ভক্ত-গণের সহিত সম্মিলনের জন্য জয়পুর-গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট ও পুলকা-কীর্ণদেহে দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইয়া মহান্ ভক্তিমান্ হইলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য "যাঁহার কুল ও জাতির অপেক্ষা নাই, সেই শ্রীহরিদাসকে নমস্কার"—এই বলিয়া নতকন্ধর হইয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণকালে পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদধৌত জল গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই জানেন,—

"হরিদাস-পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১।৫৫)

কেবল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে নহে, সমস্ত সৎসম্প্রদায়েই এই আচরণ প্রচলিত আছে। যামুনাচার্য্য শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু এবং ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। কি আভিজাত্যে, কি পাণ্ডিত্যে, কি ধনগৌরবে তিনি সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তিনি শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীশঠকোপদাস প্রভুকে এই ভাবে নমস্কার করিতেছেন,—

মাতাপিতা-যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলনাশিতাস্য
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

(আলবন্দারস্তোত্র)

আমাদের কুল-প্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের (শ্রীশঠকোপদাসের) শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অদ্যতন শিষ্যগণের সর্ব্বস্বই—ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য—সমস্তই ঐ শঠকোপের শ্রীচরণ।

অধিক কি, বৈষ্ণব প্রাকৃত বিচারের প্রশ্রয় দেন না বলিয়া বৈষ্ণব-পুত্রকে মাতা, পিতা প্রভৃতি জাগতিক গুরুবর্গও নমস্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না,—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি।

"শ্রীহরিভক্তিবিলাস" নমস্কারের কয়েকটি নিষিদ্ধ-বিধি নিম্নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মবাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ।
বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত যাং
স্ত্রিয়ং স যাতি মূর্খত্বং সপ্তজন্মনি যামিনি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিলাস ১৭৯ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুস্মৃতি ও বরাহপুরাণবাক্য)

বিষ্ণুস্মৃতি বলেন, ভগবান্‌কে একহস্তে অভিবাদন করিলে জীবের আজন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাচরণ বিনষ্ট হয়।

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আমাকে (ভগবান্‌কে) বন্দনা করিলে সেই ব্যক্তির সপ্তজন্ম শ্বেতকুষ্ঠ ও মূর্খতা লাভ হয়।

মন্ত্রকাদিতে কোন প্রকার বসন-ভূষণ বা বেষ বসনাবৃত আছে বলিয়া আলস্যপরবশ হইয়া কেহ যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদি করিতে বিমুখ না হন কিংবা বসন-অলঙ্কারাদি-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভগবদ্‌গ্রে প্রণামাদি করিতে কুণ্ঠিত না হন অথবা প্রণাম-কালে ধূলিসিক্ত হইয়া বসনাদি নষ্ট হইয়া যাইবে—এই চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার নিকট হৃদয়ের আর্ত্তিজ্ঞাপন হইতে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত না হন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও জানাইয়াছেন,—

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভমন্দিরে।

জপহোমনমস্কারান্ কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে।

ভগবদ্‌গৃহে, কি শ্রীবিগ্রহের পুরোভাগে, পৃষ্ঠদেশে, বাম-পার্শ্বে, নিকটে, গর্ভমন্দিরে নমস্কার, জপ, হোম প্রভৃতি করিতে নাই। শ্রীবিগ্রহের পুরোভাগে মস্তক প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিকে সোজাভাবে দণ্ডবৎ এবং গর্ভমন্দিরে অর্থাৎ মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে যে-স্থানে ভগবান্ সিংহাসনের উপর বিরাজ করিতেছেন, সে-স্থানে শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে নাই। ভগবন্মন্দিরে বা নাটমন্দিরে আসিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে। গর্ভমন্দিরে হোমাদি করিলে হোমের ধূমদ্বারা শ্রীবিগ্রহের সুখের ব্যাঘাত হইবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া কেবলমাত্র ভগবানের অর্চনাদি সেবা করাই উচিত। জপাদি কার্য্য অন্যত্র করাই বিধেয়। আরও লিখিত আছে,—

সকৃদ্‌নমো নিপতিতো ন পুনঃ প্রণমেদ্‌বুধঃ।

উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্॥

সমর্থ হইলে একবার-মাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিবে না, পরন্তু প্রতিবার গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যার পর)

দ্বিতীয় সম্পুট

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা—বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন—বিরহেরই সাহিত্য। এই প্রতিবিশ্ব-প্রধর্ম্মনীর বিরহ কেহই ক্রয় করিতে চাহেন না, কেন না, তাহাতে অভাব, ক্লেশ, সন্তাপ ও ব্যবধান প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিরহের মূল পার্থক্য কোথায় ?

এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে।

বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠার সান্দ্রমূর্ত্তি

সেখানে বিরহ—সেবার প্রগাঢ়তা; বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা; বিরহ—পূর্ণতম-সেবার সান্দ্রমূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ন্যায় প্রণতিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহ ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আকর্ষক-শিরোমণি কে ?

এজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের অপ্রাকৃত বিরহের একমাত্র নায়ক—আকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ,—

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।

সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।

অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর॥

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।

লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।

আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

শ্রীগোপালচম্পূতে 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য

তাই 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগোপালচম্পূতে বলিয়াছেন—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

ইতি প্রমাণজাতেভ্যঃ কৃষ্ণশব্দস্য যোগপুরস্কৃতরূঢ়িত্বম্ তৎপরঃ। কৃষিরিতি—ভাবকিরস্তাকরঃ, সচাঞ্চ ভাব-শব্দবদ্ ধাত্বর্থমাত্রস্তাধরঃ। ধাত্বর্থশ্চাত্রাকর্ষণং, তদেব-স্ফুটমাত্ত-মনসামাকর্ষণং, তত্তচ্চ ভিন্নপদার্থত্বাবগতয়োর্দ্বিতয়োরিব তয়োরৈক্যং যোগ এবেতি তদ্‌যুক্ত আনন্দঃ সর্ব্বা-কর্ষকানন্দ ইত্যর্থঃ।

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'কৃষি' বা 'কৃষ্'

ধাতু 'কৃ' বাচক, 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক,—এই উভয়ের ঐক্যই পরব্রহ্ম। এইজন্যই তিনি 'কৃষ্ণ'—এই শব্দে কথিত হন। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দ জানা গিয়াছে। কিন্তু এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ নবনবনবনবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'কৃষি'-শব্দ 'কৃ' বাচক; এস্থানে 'কৃ' পদটি 'কৃ' ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অতএব "কৃ"-শব্দ ভাব-শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধাতুর অর্থ এখানে কেবল আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণ শব্দ প্রকাশ্যভাবে আপ্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ধরিত্রী ও ধরিত্র যেরূপ ভিন্ন পদার্থরূপে অবগত হয়, সেরূপ আকর্ষণ এবং আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ।

কে নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ?

বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। যিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যাঁহা হইতে বৃহৎ বা যাঁহার সমান ও বৃহৎ আর কোন বস্তুই নাই, একমাত্র তিনিই নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করেন। তিনি পূর্ণ চেতন।

চেতনে চেতনে আকর্ষণ—প্রেম

সুতরাং যেখানে চেতনতা বর্ত্তমানযুক্ত, সেখানে তাঁহার আকর্ষণ; সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণেই—প্রেম, আর জড়ে জড়ে আকর্ষণ—কাম।

আকৃষ্টের অগ্রণী কে?

চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী—শ্রীচরণারবিন্দাভিন্ন শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি অতিশয় আকর্ষকতে আকর্ষণী বিদ্যার এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আকৃষ্টের এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি যেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম; এ জগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তমতর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায়, আবার 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয়কে এইরূপ অনুরূপ-ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণী বিদ্যার নিদর্শন-মাত্র হয়, তাহাই 'বিরহে'র সামান্য বস্তুর পরিচয়।

মহাভাব-চিন্তামণি স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা

শ্রীরাধাঠাকুরাণী এই কৃষ্ণ-বিরহের রূপ ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য—কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধনের জন্য—কৃষ্ণ-কারানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্ধনরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য অনন্তকোটি গ্রাহ্য বিস্তার করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

প্রেমের স্বরূপ-দেহ—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ-রূপ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

সম্ভোগমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বিরহমূর্ত্তি শ্রীগৌররূপে অবতার

এই মহাভাবস্বরূপিণী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের নায়ক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং সম্ভোগ-মূর্ত্তি সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহ-মাধুরীর অধিকতর চমৎকারিতা ও পুষ্টিকারিণী শক্তির সাক্ষাৎপ্রদানের জন্য বিরহের বিগ্রহ-রূপে জগতে আসিয়াছিলেন। সম্ভোগ এই একবার-মাত্র বিরহের রূপ ধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই বিরহ-সাহিত্যের বেদ

সুতরাং "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রই তাহার অদ্বিতীয় সাহিত্যাগার, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-চরিত্রই বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বের বেদ। আর শ্রীচৈতন্য হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের জীবন ও "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র অকৃত্রিম ভাষ্য।

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের রূপ বাস্তব—তাহার সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত্র

"বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" কথাটিকে আমরা 'থিওরি' (Theory) বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিব না; কারণ, তাহা 'রূপ' ধরিয়া পরম বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তত্ত্ব আর 'ভাব'-মাত্র নাই, তত্ত্ব স্বয়ং বস্তুরূপে অপ্রাকৃত-বস্তু ও তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই আমরা "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র কথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সাক্ষাৎ জীবনের মধ্য দিয়া আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সমালোচনা

লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী এম্-এ জানাইতেছেন,—তিনি লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে মিঃ কেয়ারের "Literary history of india" গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছেন যে, গ্রন্থকার বর্ত্তমান শতাব্দীপ্রারম্ভে পুনঃ প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঠাকুরের "Life and Precepts of Mahaprabhu" নামক গ্রন্থের কতিপয় স্থান উদ্ধার করিয়াছেন। ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহাসিকগণের এই সংবাদ কয়জন রাখেন? কলিকাতা ডাফ্‌হাই, এম্, সি, এর "Chaitanya movement" লেখক শ্রীযুক্ত কেনেডি সাহেব তাঁহার ঐ পুস্তকে বৈষ্ণব-শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও গৌত্তলিকতার মধ্যে পার্থক্য-নিরূপণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সুযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কিয়দংশ ঠাকুরের "Life and Precepts of Mahaprabhu" গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলেও কেনেডি সাহেব নিজ-মতবাদ স্থাপনমাত্র উদ্দেশ্যের পক্ষপাতী হইয়া ঐ অংশের যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্যটী ধরিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী আরও জানাইয়াছেন,—লণ্ডনের India House Libraryতে নারদপঞ্চরাত্রের কয়েকটী হস্তলিখিত সংস্করণ সংরক্ষিত আছে এবং শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও ভাগবত-তাৎপর্য্যে "ব্রহ্মতর্ক" নামক যে সুপ্রাচীন গ্রন্থের বহু প্রমাণ বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থটীও তথায় রক্ষিত আছে। এই "ব্রহ্ম-তর্ক" নামকগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকার আষাঢ় (১৩৪০) মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটী প্রস্তাবে শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর আলোচনা করিতে গিয়া যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার সেই গবেষণার (?) মৌলিকতা তিনি যে-স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা স্বীকার ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "অনুভাষ্যে," "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে", "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি"তে এবং ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়ে'র ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যায় "শ্রীবিষ্ণুস্বামী" নামক প্রবন্ধে মাসিক 'বসুমতী'র প্রবন্ধ-লেখকের উক্তির আকর বা কতকগুলি স্থান হুবহু দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা "গৌড়ীয়"-পত্র আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহারা উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশের মধ্যে সম্পূর্ণ আনুকরণিক প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। পাশ্চাত্যদেশে এরূপ ব্যবহার বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা অপরের গবেষণা বা বিচারের সামান্য একটু কথা বা শব্দ উদ্ধার করিলেও মূল গবেষণাকারীর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

বিশ্বের মঙ্গলবিধানকারী আচার্য্যগণ যে বৃত্তি লইয়া সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের কথা জগতে প্রকাশ করেন, তাহার সহিত আনুকরণিকগণের চেষ্টা আকাশ-পাতাল পৃথক্।

যাহা হউক, আমরা মাসিক 'বসুমতী'র উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের কয়েকটি স্থান নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

"আদি বিষ্ণুস্বামী, দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী ও তৃতীয় বিষ্ণু-স্বামী—এই তিনজন বিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদি বিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ডুবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবেশ্বরের পুত্র দেবতনু-নামে আবির্ভূত হন। আনু-মানিক খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী ইহার আবির্ভাব-কাল। কথিত আছে যে, ইনি 'সর্ব্বজ্ঞসূত্র' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। ইনি যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা শ্রীনৃসিংহ-দেবের উপাসক। অনেকে বলিয়া থাকেন, শ্রীমদ্-ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে এই সম্প্রদায়ে সাতশত সন্ন্যাসী আবির্ভূত হন। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হন। ইহার নাম—শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী। ইনি কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ বা রাজগোপাল-বিগ্রহ স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন,—বিল্বমঙ্গল এই দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য। বল্লভা-চার্য্য ভগবদাজ্ঞানুসারে যথাশাস্ত্র ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।"

উপরি-উক্ত উক্তিগুলি কতটা আনুকরণিক বা স্ব-গবেষণা-মৌলিক, তাহা "গৌড়ীয়"র প্রাচীন পাঠকগণ ধরিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ঐ সকল উক্তির মধ্যে "সর্ব্বজ্ঞসূক্ত" স্থানে—"সর্ব্বজ্ঞসূত্র", "ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস" স্থানে—"ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাস" প্রভৃতি ভ্রম-পূর্ণ উক্তি এবং "শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত" প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যখন গৌড়ীয়ের প্রাচীন পাঠকগণ পাঠ করিবেন, তখন ঐ প্রবন্ধের গবেষণা কতটা মৌলিক বা আনুকরণিক, তাহা অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। আমরা আশা করি,—বঙ্গবাসীর লেখক মহাশয় পরবর্ত্তি-সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ রচনার জন্য 'গৌড়ীয়'-পত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ত্রুটি করিবেন না।

গত শ্রাবণ মাসের (১৩৪০) 'উদয়ন' নামক একটি নব প্রকাশিত মাসিকপত্রের কোন প্রবন্ধ-লেখক কিম্বদন্তীমূলে বলেন,—"চণ্ডীদাস যখন সংকীর্ত্তনে রত ছিলেন, সেই সময় তদানীন্তন বিধর্ম্মী শাসক চণ্ডীদাসকে তাঁহার গৃহসমেত তোপের মুখে উড়াইয়া দেয়।"

চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে যে কত প্রকার কিম্বদন্তী সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কল্পিত রাজার সহিত চণ্ডীদাসের সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা, বহু সহজিয়া-সঙ্গীতকে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বিন্যস্ত করিবার অভিসন্ধি প্রভৃতি অনেক কিছু অনৈতিহাসিক রূপে পরিপুষ্ট প্রাকৃত-সাহসিক কুলবন্ধুকগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া লোক-মনোরঞ্জনরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার বর্ত্তমানে ঐ সকল সহজিয়া-সাহিত্য চণ্ডীদাস-নামের মূল ও বাণীর মধ্যে উদ্ভাবনা প্রদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের অনুশীলনীয় অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যভাবে মায়াতীত রাজ্যে সংরক্ষণ করিতেছে।

গত ২৭শে জুলাই (১৯৩৩) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দু' পত্রে মহামান্য সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নিকট লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের অন্যতম শ্রীমদ্-ভক্তিসুন্দর বনমহারাজের শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী আলোচনার প্রসঙ্গ এবং Anglo German Academic Bureau-এর Asst. Secretory Dr. G. E. Newman গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে জার্ম্মেনীতে "বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য যে আহ্বান করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ক সংবাদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য সংবাদ-পত্র এবং বিলাতেরও অনেক সংবাদ-পত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে। গত ১৭ই শ্রাবণ (১৩৪০) তারিখের 'বঙ্গ-বাণী'তে তাহার নিজস্ব সংবাদ-দাতা "লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ" শীর্ষক স্তম্ভে যে বিস্তৃত সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গভাষার পাঠকগণ অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গত ১৫ই শ্রাবণের (১৩৪০) ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ভারত-শাসন' পত্রিকায় "শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার" শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভুবন-মঙ্গল প্রচার-বার্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

উৎসব-প্রসঙ্গ

[১]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে সার্ব্বকালিক হরিকীর্ত্তনের মহাবন্যা প্রবাহিত করিয়া কর্ম্মকোলাহলময় মহানগরীর ইতিহাস পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবান প্রচারকগণ আচার্য্যের বাণী কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে-দ্বারে প্রচার করিতেছেন। এদিকে শ্রীমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনর্গল হরিকীর্ত্তন-প্রস্রবণ সহস্রধারায় বিকশিত হইতেছে। প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন শ্রীনামহট্ট-নাট্যমন্দিরকে মুখর করিয়া রাখিয়াছে। মহানগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অচেতন হৃদয়েও শ্রীচৈতন্য-করুণার তড়িৎ সঞ্চার করিতেছে।

[২]

বিগত ৭ই শ্রাবণ রবিবার রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয় এবং ৮ই

শ্রাবণ সোমবার দিবস দুঃখের কেলাস্থ শঙ্খকুলা অনন্তনিধি স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১০ই শ্রাবণ বুধবার দিবস পুরী ইমার-মঠের মোহান্ত শ্রীমদ্ভাগবত দাস শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বিষ্ণু-বিগ্রহের-দ্বারা নিত্য-পূজার বিশেষত্ব-সম্বন্ধে বিচার-শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীতিলাভ করেন। ১১ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবস কলিকাতাবাসী রায় শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত বাহাদুর আই, এস্, ও রেজিষ্ট্রার বেঙ্গল-পুলিস এবং ১৩শে শ্রাবণ শনিবার ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এম্, বানার্জ্জি এম-বি, কলিকাতার জমিদার বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বালিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ ও শ্রীযুক্ত যোগেশ-মোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বহুক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

২০শে শ্রাবণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত মহতী সভায় "শ্রীবলদেবতত্ত্ব" বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

[৩]

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর অধিবাস-উপলক্ষে গত ২৭শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "মানবের পরম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির অভিভাষণ-প্রদানমুখে মানবের পরম ধর্ম্মের চরম ও চুম্বক কথাগুলি উদাত্ত গম্ভীরস্বরে সভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভাটি এরূপ বিদ্বৎমণ্ডলি-মণ্ডিত বিপুলাকার ধারণ করিয়াছিল যে, সারস্বত নাট্যমন্দিরের সুবিস্তৃত সুসজ্জিত আসরে তিলমাত্র বসিবার স্থান ও' ছিলই না, অলিন্দে, অঙ্গণে, মন্দির-প্রাঙ্গণে, চত্বরে, মঠের এবং শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে, সেবক-বৃন্দে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যালয়ে, এমন কি, তেতালার পর্য্যন্ত একটি দুর্ভেদ্য লোকারণ্য দৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজর্ষি সুধীর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ, জমিদার ও কলিয়ারী মার্চ্চেণ্ট মিঃ ডব্লিউ, সি, বানার্জ্জি; ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এম্, বানার্জ্জি এম্-বি; চৌকরদির জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর; এডভোকেট শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; মেসার্স এস্-সি আঢ্য এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামাচরণ আঢ্য; নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ; ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি, বালিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ; বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হরলাল হালদার; মিঃ পি, কিয়াম্মা লাইটু (আন্ধ্রদেশবাসী) প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা পৃথগ্‌ভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

[৪]

তৎপর দিবস রবিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জন্মাষ্টমীর দিবস প্রাতঃকালে একাদিক্রমে আট ঘণ্টাকাল এবং অপরাহ্ণে আরও সাত ঘণ্টাকাল অনর্গল শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বোত্তমত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের বিষয় কীর্ত্তন করেন। কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

'জয়ন্তী'র অধিবাস-দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে লোক-সমুদ্রের বিরাট্ প্লাবন বহিয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-কাল উপস্থিত হইলে শ্রীবলদেবপ্রভু হইতে জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

[৫]

২৯শে শ্রাবণ সোমবার শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেইদিনও অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিজ্ঞাপিত বিষয়-অনুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'নন্দনন্দন'-সম্বন্ধে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেইদিনের সভাও বহু বৈষ্ণব ও বিদ্বন্মণ্ডলীদ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল।

[৬]

আমরা শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব-উপলক্ষে "শ্রীনদীয়াপ্রকাশে"র একটি বিশিষ্ট সংখ্যা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই সংখ্যায় পারমার্থিক সাহিত্যিকগণের অতিসুন্দর প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে—"শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী", মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর-প্রভৃতি লিখিত —"জন্মরহস্য" 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও মহাজন্মাষ্টমী", "প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী হয় কেন?" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত "শ্রীনন্দকুমার", শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী-লিখিত 'জন্মতত্ত্ব রীতি', ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ-লিখিত—"শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-বিহারী হরি", "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব", শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল-লিখিত "কৃষ্ণজন্ম ও গৌরজন্ম", শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠের জনৈক সেবক-লিখিত "অজের জন্ম", এতদ্ব্যতীত "জন্মাষ্টমীব্রত," "স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব" প্রভৃতি প্রবন্ধ-কদম্ব শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে "বৈষ্ণব-নদীয়াপ্রকাশে"র বিশেষ-সংখ্যার যে সুসমৃদ্ধি বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণ ও কান্ত উভয়েরই আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশার্থ প্রকাশক ভক্তিকুসুম শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আদর্শ-স্থানীয়।

[৭]

শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবে শ্রীবিগ্রহের যে অপূর্ব্ব শৃঙ্গার হইয়াছিল, সেই শৃঙ্গার-সেবায় আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমৈত্রী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অনুকূল হরিকথা কীর্ত্তন ও উৎসবের সাফল্য-বিধানে নিযুক্ত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রত্ন প্রভু প্রভৃতি একনিষ্ঠ মঠসেবকগণের অলৌকিক সেবাপ্রবৃত্তিতে শ্রীমঠের উৎসব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সকল ব্রহ্মচারী, মঠসেবক ও গৃহস্থ ভক্তগণ উৎসবের সেবা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতেছেন।

[৮]

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদত্ত "শ্রীহরিনাম" শীর্ষক একটি অভিভাষণ পুস্তিকা-আকারে মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার এলবার্ট হলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত "গৌড়ীয়-দর্শন"-শীর্ষক বক্তৃতাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত "তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি" নামক একটি সুদুর্লভ গ্রন্থও উৎসব-কালে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। "শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে"র শ্লোকসূচী, প্রয়োজনীয় পদ্যাংশের সূচী, বিপুল শব্দসূচী মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, পাত্রসূচী ছাপা হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব-সমাপ্তির কিছুদিন পরেই সমগ্র সূচী প্রকাশিত হইবার আশা আছে। "বৈষ্ণবধর্ম্ম" পঞ্চম সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের মুদ্রণ-কার্য্য শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। "Harmonist" নামক ইংরেজী পত্রখানি আগামী জানুয়ারী মাস হইতে বাহির করিবার জন্য কয়েকজন যুগিত থাকিবেন

কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীকৃপানুগবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ব্রজের ও দ্বারকাবাসিগণের উদ্বোধন লইয়া কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তবাসিগণের মিলন-লীলা সেই ব্রহ্মসরোবর-তীরে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরম আনন্দের বিষয় এই যে, এবারও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে সেই সুপবিত্র কুরুক্ষেত্রে সোমবতী অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে আগামী ৫ই ভাদ্র ২১শে আগষ্ট সোমবার হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-লীলার একটী প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবে। গত ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের পুনর্মিলনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-পাত্র ডি-ভিয়াসী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীরাধারমণ প্রভৃতিসহ গত ৭ই আগষ্ট কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়া প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা হইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে যাত্রিগণ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেই মিলন-লীলা-সন্দর্শনের সৌভাগ্য ও কৃপানুগ আচার্য্যবর্য্যের সেবকগণের শ্রীমুখ হইতে সেই লীলা-রহস্য-শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

ভক্তিদূত-বার্ত্তা

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তার)

Kurukshetra, Fair camp, 18th August.

At the direction of His Divine Grace the ceremony of reunion of Gopis headed by Sree Radhikaji and devotees of Braja, Muttra and Dwarka with Lord Krishna was opened yesterday after nightfall to thousands of pilgrims who assembled at Kurukshetra on the occasion of solar eclipse. Mr Kirpalani, Mela officer-incharge and other higher Govt officers are taking much interest on the activities of Sree Vyas Gaudiya Math. Rai Bahadur Hazarimal is received here. Rain disturbing occasionally. Srautimaharaj has been called here to take part in the celebration.

(অনুবাদ)

কুরুক্ষেত্র মেলা-ক্যাম্প

১৮ই আগষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমবেত সহস্র সহস্র যাত্রিগণের সমক্ষে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যে গোপীগণের এবং ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকার ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলনোৎসব গত সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। মেলার অধ্যক্ষ মিঃ কৃপালনি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ বিশেষ উৎসাহে উৎসব-কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। রায় বাহাদুর হাজারী-মল মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যার পর)

বহুলাবন বা বাটীর দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে মযূর-গ্রাম অবস্থিত। 'মযূর-গ্রামে'র বর্ত্তমান নাম 'মোর' (Mora)। মযূর-গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত মযূর-মযূরীর নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। উচ্চপুচ্ছ শত শত মযূর-মযূরীর মধ্যস্থলে রাইকানু মযূরগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম 'মযূর-গ্রাম' হইয়াছে।

ওই যে মযূর-গ্রাম, কৃষ্ণ ওইখানে।
দেখে ময়ূরের নৃত্য শিখাগণ-সনে।
কি অপূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূর-মণ্ডলী।
রাইকানু-গানে চায়, উর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি'॥
ময়ূরের মধ্যে রাইকানু বিলসয়।
নাচয়ে নাচায় কি অদ্ভুত হর্ষোদয়॥
চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া সখীগণ।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবন-মোহন॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

বহুলাবন হইতে ময়ূর-গ্রাম যাইবার কালে সকনা (Saknn) গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। 'সকনা' গ্রাম 'বাটী' ও 'মোর' গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত। 'সকনা' হইতে 'মোর' পর্য্যন্ত বরাবর কাঁচা রাস্তা আছে।

আড়িঞ্চর প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে এবং ময়ূর-গ্রামের প্রায় ২॥ মাইল পশ্চিমদিকে 'দক্ষিণ-গ্রাম' অবস্থিত। ইহাকে অনেকে জখীনগাঁও কহিয়া থাকেন। ইংরেজী মানচিত্রে এই স্থানের নাম 'Jakhangaon' এইরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীমতী দক্ষিণা-নায়িকা-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া 'দক্ষিণ-গ্রাম' নাম হইয়াছে।

দক্ষিণ-গ্রামেতে কৃষ্ণ সঙ্গে বিলসয়।
দক্ষিণা-নায়িকা-ভাব বাক্য অতিশয়॥ (ভঃ রঃ ৫ম ভঃ)

এই স্থানে শ্রীরেবতী-বলরাম, শ্রীবলভদ্র-কুণ্ড ও শ্রীরেণুক-কুণ্ড দ্রষ্টব্য।

ইহা দক্ষিণ-গ্রাম বা জখীনগাঁও হইতে প্রায় ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত; ইংরেজী মানচিত্রে 'বসতি'-গ্রাম 'Basoti'—এইরূপ ভাবে লিখিত আছে। শ্রীবৃষভানু-মহারাজ রাওল হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পরে শ্রীবৃষভানু-রাজা বর্ষাণে স্থায়ী বাস-স্থান রচনা করেন।

আগে এ বসতিগ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানু-রাজা করিলেন বাস॥
যষ্টিকরা রাওল পর্য্যন্ত নহে দূরে।
(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

'সটিখরা' বা 'ছটিকরা' হইতে 'রাওল' প্রায় ৪ মাইল ব্যবধান। সটিখরার পশ্চিমে 'রাওল' বা 'রাল'। শ্রীনন্দ-মহারাজ কংসের উৎপাতে মহাবন গোকুল হইতে সটিখরায় আসিয়া বাস করিলে শ্রীবৃষভানু-মহারাজও 'রাওল' বা রাভেল হইতে 'বসতি' গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বসতি গ্রাম হইতে জনতি (Junaidi) এক মাইলের কিছিদধিক। বসতি হইতে 'রাল' (Rul) প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত। কাঁচা রাস্তা আছে।

'রাওল' বা 'রাভেল'। বর্ত্তমান নাম—রাল। পূর্ব্বে এই স্থানে শ্রীবৃষভানু-মহারাজ বাস করিয়াছিলেন; এই স্থান হইতে পরে তিনি বসতি-গ্রামে যান। এই রালগ্রাম 'বাটী' হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং 'বসতি'-গ্রাম হইতে প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। 'বাটী' হইতে মথেরা, 'মথেরা' হইতে 'রাল' হইয়া 'বসতি' আসিবার রাস্তা আছে। ইহাতে টাঙ্গা প্রভৃতি চলিতে পারে। মোটর-যানও কোনওরূপে চলিতে পারে।

'রাওল'-গ্রামের নাম এবে 'রাল' কহে।
(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

বসতি হইতে প্রায় ৩॥ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং ময়ূর-গ্রামের প্রায় দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত। 'বাটী' বা 'বহুলাবন' হইতে 'তোষ'-গ্রাম প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। জখীনগাঁও বা দক্ষিণগ্রাম হইতে 'তোষ'-গ্রাম প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে। এই স্থানে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত সন্তোষ-ভরে লীলা-বিলাস করিয়াছিলেন।

বসতি নিকটে রামকৃষ্ণ তোষ-স্থানে।
মহাতোষে বিলসে সকল সমাধানে॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রসঙ্গ

৩০শে পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৮শে আশ্বিন (১৩৩১ ১৪ই অক্টোবর (১৯২২) শুক্রবার পূর্ণিমা

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস

বহুলাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড
ন্যূনাধিক ৮মাইল ভ্রমণ
শিবির—শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীর
শ্রীরাধাকুণ্ডে দ্বিরাত্র বাস

[শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রথম দিবস]

বহুলাবন হইতে ভোর ৬টায় অন্যান্য দিবসের মত

সিংহাসনস্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুলাকুণ্ড বামে রাখিয়া পরিক্রমা পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। ঠিক পশ্চাতে সূর্য্যদেব উদিত হইতেছিলেন। কাঁচা রাস্তা হইলেও পথ ভাল ; গাড়ী, মোটর প্রভৃতি বেশ চলিতে পারে। কখনও গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া, কখনও বা পাপ্‌ডণ্ডী দিয়া পরিক্রমা চলিতে লাগিলেন। বহুদূর হইতে রাল-গ্রাম দেখা যাইতেছিল।

শ্রীরাধাকুণ্ড যাইবার পথে জয়দেব দাস ও বেণুপদ দাস নামক দুইজন বাঙ্গালী বাবাজীবেশধারী ব্যক্তি পরিক্রমার সঙ্গে জুটিয়া পথ দেখাইতে লাগিলেন। প্রায় দুই মাইল চলিয়া আসিবার পর রাল-গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রামের পশ্চিমে বলরাম-কুণ্ড এবং তৎসংলগ্ন বলদেব-মন্দির। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব-শ্রীমূর্ত্তি ; বামে—শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে —শ্রীবলদেব।

স্থানীয় সংবাদ-দাতা বলিলেন,—ব্রজে ৫টী স্থানে পঞ্চ-স্বরূপে বলদেব-মূর্ত্তি আছেন। তন্মধ্যে এই স্থানের বলদেব-মূর্ত্তি অন্যতম। বলদেব-মূর্ত্তির পশ্চাতে শেষদেব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শাহ-আলম বাদসাহের সময় সিন্ধিয়া-মহারাজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দির বেশ পুরাতন বলিয়াই বোধ হইল। বল্লভ-সম্প্রদায়ের পূজারী যদুনাথ ও প্রেমদাস এখানে সেবা করিয়া থাকেন। সেবার জন্য পূর্ব্বে এক শত বিঘা জমি ছিল। এখন দশ বিঘা করিয়া গিয়াছে। গ্রামে প্রায় ছয় শত ঘর লোকের বাস। বাজার নাই, কএকটী দোকান আছে মাত্র। বলদেব-কুণ্ডের পশ্চিমদিকে—শ্রীমদনদেব ও শ্রীবল্লভজী।

বলদেব দর্শন ও বন্দনা করিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে কাঁচা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। এখানকার রাস্তাও মন্দ নহে। মোটর চলিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দুই ধারেই বন পাওয়া গেল এবং পরিক্রমা এই বনের মধ্য দিয়া চলিয়া বিহারবন নামক স্থানে আসিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলিলেন,—এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা কোন সময় সূর্য্য-পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্রজের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমতীর সূর্য্য-পূজার স্থান আছে। এই বিহারবন জনতী গ্রামের অন্তর্গত বলিয়া স্থানীয় লোকগণ জানাইলেন। রাল হইতে জনোতী গ্রাম প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে। তাহার প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে বসতি-গ্রাম। এখানে এখন একটী নূতন গৃহাকার ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমান সেবাইত—গৌরাঙ্গ-দাস নামক এক বাঙ্গালী। বৃন্দাবন-যমুনা-ঘাটের গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ইহার গুরু। ইনি এখানে গত তিন বৎসর যাবৎ আছেন। বর্ত্তমানে ইনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব-বাজার নামক স্থানে ইঁহার বাস ছিল। গৌরাঙ্গদাসের পূর্ব্বে এখানে হরিদাস-নামক এক মণিপুরী বাবাজী ছিলেন।

শ্রীনন্দের জন যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'জনোতী' এবং নন্দমহারাজ যেখানে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'বসতি' হইয়াছে। বিহার-বনে একটী কূপ আছে, তাহাকে কেহ কেহ সূর্য্যকূপ বলিয়া থাকেন। জল সেওলা-পূর্ণ, একটী ঘাট আছে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ এই স্থান দর্শন-পূর্ব্বক ত্রিপণ্ডি-স্বামিপাদগণের মুখে রাল, জনতী, বসতি, মযূর-গ্রাম, দক্ষিণ-গ্রাম প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালভোগের প্রসাদ পাইলেন।

কিছুদূর চলিতে চলিতে যমুনা "নহর" পার হইয়া কাঁচা রাস্তা দিয়া পরিক্রমা রাধাকুণ্ডাভিমুখে চলিলেন। বসতি-গ্রামের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে শ্রীরাধাকুণ্ড। বসতি ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে রাধাবাগ, কদম্বখণ্ডী, ও লক্ষ্মীমোহন-কুণ্ড অবস্থিত। কদম্বখণ্ডীতে আসিতে অত্যন্ত ধূলিময় রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। তৎপরে পীচ্ দেওয়া ভাল পাকা রাস্তা পাওয়া যায়। ঐ পাকা রাস্তা অতিক্রম করিয়া পুনরায় ধূলিময় কাঁচা রাস্তা দিয়া পরিক্রমা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কদম্বখণ্ডীতে আসিয়া যাত্রিগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর পরিক্রমা শীঘ্রই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ-পথে বনের পরিবর্ত্তে পাকা বাড়ী ঘর, ব্যবসায়ী মাড়োয়ারি-গণের বাসস্থান ও অট্টালিকা, মণিপুরী বৈষ্ণব-মহল্লা, মণিপুরীদের ঠাকুর-বাড়ী এবং কএকটী স্থানে মুসলমানের গৃহও দেখিতে পাওয়া গেল। পরিক্রমা ঠিক ৬টার সময় যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা—১১টা।

শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডে তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শিবির-শ্রেণী ও শ্রীমদ্ মহারাজ-পরিচালিত কেন্দ্রাসেবক-মণ্ডলী

দূর হইতে পরিক্রমার শিবির-শ্রেণী এবং তৎসম্মুখস্থ তোরণে বিস্তির ভাষায় অঙ্কিত "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা"-কথাটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। পরিক্রমা সংকীর্তন-নৃত্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই শ্রীরাধাশ্যামবীর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃপান্বিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আগ্রহভরে বলিলেন,—শ্রীললিতা-কুণ্ডে আমাদের স্থান হইয়াছে। শ্রীললিতাকুণ্ড শ্রীরূপ-মঞ্জরীর স্থান, শ্রীস্বরূপদামোদরের স্থান। আমরা গোবর্ধন হইতে পুনরায় শ্রীরাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিব। গোবর্ধন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসাই দরকার; কারণ, শ্রীকুণ্ডই আমাদের নিত্য-বসতি-স্থান।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত ভক্তের নিকট তখনই "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" হইতে কোন কোন অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীকুণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠতার কথা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই বৃন্দাবনের যে দিকেই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানেই তিনি শ্রীরাধাস্তনবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহের স্ফূর্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন।

এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধনের জন্য শ্রীরাধাময় হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে-
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ-সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ হি ব্রজাটবী
মুহে হরেরলভত রাধিকাময়তাম্।
তৈরুদ্দীপিতভাবালী বাতায়েচ্ছোলিতং মনঃ।
শশাক ন স্থিরীকর্তুং কাশপুষ্পানিতং হরিঃ॥
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৬ষ্ঠ সর্গ ২৪, ২৬ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন,—হে লতাকুল! তোমরা আমার প্রিয়-সখী; তোমাদের কুশল ত'? হে তরুগণ! তোমরা আমার সখা; তোমাদের মঙ্গল ত'? হে হরিণী-মৃগ-গণ! হে বিহঙ্গী-বিহঙ্গ-গণ! হে ভ্রমরী-ভ্রমরগণ! হে স্থাবর জঙ্গম! তোমাদের কুশল বিজ্ঞাপন কর। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যখন গোবর্ধন-পর্বতের উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন শ্রীরাধার প্রতি অনুধাবিত মনকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সখাগণের দর্শনে ক্রীড়া ও বনশোভা শ্রীরাধাবিরহকে আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি শ্রীরাধাভানীকে আনাইবার জন্য চন্দ্রা, সুবল বা মধুমঙ্গলকে পাঠান' যায়, তাহা হইলে আর কিছু অনিষ্ট হউক, আর না হউক, জটিলা জানিতে পারিলে তাঁহাদের সঙ্গে কলহ করিবে এবং শ্রীরাধাকে গৃহের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিবে। আর যদি শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য আকর্ণনী মুরলীকে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সকল ব্রজ-ললনাই আসিয়া পড়িবে। তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং জটিলাকে কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবার জন্য বনিষ্ঠাকে জানাইলেন। (ক্রমশঃ)

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার-ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ-ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার-ষ্ট্রীট, রাজা নবকিষেণ-ষ্ট্রীট, গ্রে-ষ্ট্রীট, হরিঘোষ-ষ্ট্রীট, নয়নচাঁদ দত্ত-ষ্ট্রীট, বিডন-ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ-ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র আচার্য্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিকুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং আগামী ২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "The Vedanta: its morphology and ontology" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সজ্জন-মাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৪০; ২৬শে আগষ্ট, ১৯৩৩. | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য *

[প্রথম]

মঙ্গলাচরণ

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেয়াভদিব্যাদ্ভুবিভূষয়ায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

কৃষ্ণপ্রেম-রস-লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণপ্রেম-রস-প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিক-শেখরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই রসবিগ্রহ আনন্দ-লীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সুবর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগতিমির-বিনাশকল্পে কিরূপ বিস্তার করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ অতিরিক্ত রূপের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বয়ংরূপেই বিলাসরূপের সর্বগ্রাস্তা ও অবস্থিতি আছে। সেবা-পরায়ণের সেবোন্মুখ নয়ন-মনোভিরাম রূপ-প্রদর্শন-কল্পে সেবাবশ্য আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃ-ভাবের সেবা ভোগাভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ দয়া মানব-জাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান যাঁহার লীলায় পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের চরম-কল্যাণ বিধান করিতেছে, তাঁহার অনুশীলনে—তাঁহার সেবায় জীবের পূর্ণ চেতনবৃত্তি নিযুক্ত

* বিগত ৩রা ভাদ্র (১৩৪০), ২৭শে আগষ্ট (১৯৩৩) রবিবার বিকল শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান বিষ্ণুস্বামী মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠীকল্পে সমবেত গোস্বামী অনুপম শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণ নাট্যমন্দিরে এই অভিভাষণ করিয়াছেন।

হইলেই ওপারে
হইবে।

যাঁহারা জগতের মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, যাঁহারা পূর্ণ চেতন-ধর্ম্মে অনবস্থিত, তাঁহাদের অন্ধিতা ভ্রাতৃত্ব হইয়া দিব্যালোকে বিভাবিত হউক, সর্ব্বোত্তমতার শোভনীয় আত্মির রূপদর্শনে চক্ষুষ্ক নিজ-সৌকর্য্য লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। সেই সৌভাগ্য-লাভের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য আমাদের হৃদয়ের বিস্তৃতি করিয়া সেবাবন্ধন পরিচয় ও সাম্মিধ্য-সেবাধিকার প্রদান করুক।

স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন-ভোগীকেই বিশ্বমানবের বিশেষজ্ঞ বলিয়া ধারণা

এই ভোগে হৃষির প্রদর্শন করিয়া যে নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতেই ভোগ্যজগতের বস্তু-বিশেষের বৈশিষ্ট্য জানিবার প্রার্থনা জৈগি-সাধারণের হৃদয়ে উদিত হয়। আবার বিষয়ক্ষেপে ক্লিষ্ট বিলম্বর ভূতপ্রান অভিমানভরে "খট্টাঙ্গে ভূমিশয্যার প্রয়োজনীয়তা" আবাহন করিয়া নির্ব্বিশেষ-চতুরতাকেই নিত্য-ভিদানন্দ-বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণির ভগ্ন-মনোরথ অসংখ্য জনমণ্ডল প্রকৃত বেদ-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষবাদরূপ আপেক্ষা-প্রতীতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া "তমসে নির্ব্বিশেষ" —এরূপ বক্তাকেই বিশেষজ্ঞ বলিয়া নির্ণয়-পূর্ব্বক নিজ-কৃতির পরিচয় প্রদান করেন।

দৈন্যমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কথনে আশিস্-প্রার্থনা

আমার প্রতি আজ শ্রোতৃবর্গের আদেশ—বিশেষজ্ঞের কার্য্য করিতে। কিন্তু আমি ভোগরাজ্যের বিশেষজ্ঞ নহি বা ত্যাগিত্রবের কল্পিত নির্ব্বিশেষরাজ্যেও পারদর্শী নহি, সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যের নিকট বিশ্বের অন্তর্গত কোন পদার্থ অথবা বিশ্ববহির্ভূত কোন নির্ব্বিশিষ্ট ভাব-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যাইবে না। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনে যে অধিকার আপনাদিগের নিকট হইতে লাভ করিতেছি, সেই আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনকারীর শ্রৌত উপকরণ

আমি শুনিয়াছি যে, ভূতলে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহ-ভীষ্ট স্থাপনে একমাত্র প্রচারকবর্য—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আদিগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তাঁহার অনুগ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার প্রকৃত অনুগ-গণ শ্রীচৈতন্য-দেবের বৈশিষ্ট্য যে প্রকার গান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদকে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত্য-সূত্রে ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্য-প্রেমময়ের কথা আজ আমার গান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের এই মহাদান শ্রীচৈতন্যের অনবোদয়া দয়া জানিয়া উদয়-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রীনিত্যা-নন্দের গুণকীর্ত্তন-দত্তজনগণের নিত্যাশীর্ব্বাদই আমার বৈশিষ্ট্য জ্ঞান-কথনে নিত্য সম্বল হউক। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের জন্য যে গান গাহিয়াছেন, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুবর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতপানানভিজ্ঞজনগণের জন্য যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে সেই সকলই আমার উপকরণ হউক।

শ্রীগৌর-প্রণাম-মুখে শ্রীচৈতন্য-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত

ত্রিদণ্ডিপাদ যে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রিকামুখা বর্ষণ করিয়াছেন, সেই সুধার ধারা ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কথায় প্রবেশ করিতেছি—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

অর্থাৎ যে বিশ্বম্ভর-গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষে বৈষ্ণবাধিত ভক্তগণের নিকট কৈবল্য-পিপাসা নরকযন্ত্রণার সহিত সমভাবে অনুভূত হয়, অনন্ত ভোগসুখময় স্বর্গাদি অমর-লোক আকাশকুসুমবৎ প্রতীত হয়, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-লোলরূপ বিষধর সর্প ভগ্নদন্ত হইয়া ভোগোদ্যমে নিরস্ত হয়, ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট বিশ্বে বাস করিয়াও বিশ্ব পূর্ণসুখাগার-সেবাধামরূপে প্রতীত হয় এবং আত্যন্তিক ত্রিতাপ নাশ করিবার চেষ্টায় উদাসীন উপস্থিত হইয়া সেবাসুখলাভ ঘটে, সর্ব্বলোকপিতামহ জগৎস্রষ্টা বিরিঞ্চি ও সর্ব্বদেবরাজ ইন্দ্রের পরমোচ্চপদবীকে অকিঞ্চিৎকর পরমলিতকীট-সদৃশ বোধ হয়, সেই গৌরচন্দ্রকেই আমরা স্তব করি।

[দ্বিতীয়]

অরাট্ পুরুষোত্তমবস্তু বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ-ধারণার আসামী নহেন

আমি যখন আপনাকে অচিৎপ্রকৃতির পরিণত-পদার্থের ভোক্তা জানিয়া বদ্ধভাবাপন্ন হই, তখন শ্রীচৈতন্য-বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে আমার যোগ্যতা হয় না। তখন প্রাকৃত কামদেব আমার আত্মদর্শনে বাধা দিয়া পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ দর্শন করিতে দেয় না। প্রাকৃত জ্ঞান আমাকে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মকাণ্ডোপাসী বা মায়াবাদী করিয়া তোলে। শ্রীচৈতন্যদেব মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীবকে প্রকৃতিবাদী বৌদ্ধ বা মায়াবাদী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ হইবার উপদেশ দেন নাই। তিনি বলেন,—চিদ্বিশেষে নিত্যসেবোপযোগী ভগবদ্বস্তু চিন্ময় মায়া-গন্ধহীন, তিনি বদ্ধজীবের কামনাতাড়িত পরিচ্ছিন্ন ভোগ্য-বস্তুমাত্র নহেন। ভগবদ্বস্তুকে প্রকৃতিজাত ভোগ্যবস্তু জ্ঞান করিলে ভগবদ্-বিগ্রহ পুরুষোত্তমের সন্ধান পাওয়া যায় না। উহা ভগবৎপূজার বিপরীত ভগবন্নিন্দাত্মিকা আত্মবঞ্চনা-মাত্র। কেননা, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ, ভগবানের পরিকর ও ভগবানের লীলা—সকলই চিন্ময় এবং বদ্ধজীবভোগ্য প্রাকৃতবস্তুর অন্তর্ভুক্ত-লাভে অযোগ্য। প্রাকৃতবস্তুমাত্রেই অক্ষজেন্দ্রিয়-দ্বারা বদ্ধজীবভোগ্য। ভগবদ্বস্তু ভগবদ্বিমুখ কোন প্রাকৃতবস্তুরই অধীন বা ভোগ্য বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদাস্য-রহিত জনগণ কর্ম্ম-কর্তৃত্বে আত্ম নিয়োগ করায় অপ্রাকৃতবস্তুর উপলব্ধি হইতে চিরবঞ্চিত।

বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বাভাবিকী নিরপেক্ষতা

অপ্রাকৃতবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা বদ্ধজীবের নাম-বিষয়ক, রূপ-বিষয়ক, গুণ-বিষয়ক, পরিকর-বিষয়ক ও ক্রিয়া-বিষয়ক জড়ভোগানুভব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাঁহারা মায়াবাদ-নিস্রায় নিদ্রিত, ভোগমদে মত্ত, ভগবৎসেবা-চেষ্টা-ব্যতীত অন্যকল্পনা-যুক্ত, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্য-সেবা-বৈমুখ্য-মূলক এবং শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বস্তু স্বতঃই নিরপেক্ষ এবং বদ্ধজীবের ভোগ-আবাহনকারী ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

পারমার্থিকগণের 'আত্মবন্ধুমারী' ও ভগবদ্ভক্তের সুদুর্লভত্ব

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, বিশ্বে স্থাবর ও জঙ্গম—বিবিধ-বস্তু বিদ্যমান। জঙ্গম-পশু স্থলচর, জলচর ও নভশ্চর-ভেদে ত্রিবিধ। প্রাণিজগতের মধ্যে মানবের সংখ্যা ইতরপ্রাণি অপেক্ষা-ন্যূন। আবার মানবের মধ্যে চোর, পুলিস, শবর, বৌদ্ধ, বেদানুগ ও বেদানুগত্যের বৌদ্ধ বর্ত্তমান। আপনাকে 'বৈদিক কর্ম্ম-নিপুণ' অথবা 'বৈদান্তিক' বলিয়া অভিমানকারি-জনগণের মধ্যে কপটতা অভ্যাস করিয়া বাহিরে এক কথা ও ভিতরে অন্যভাব-পোষণকারী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধসম্প্রদায় জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। যাহারা এরূপ লোক নিন্দ, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে সংখ্যা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ভোগপরায়ণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কোটি কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তির মধ্যে তাদৃক্‌ভোগ-ত্যাগী একজন পাওয়া গেলেও তাদৃশ কোটি জ্ঞানপথাবলম্বিগণের মধ্যে একজন জীবন্মুক্তকক্ষক্তি পাওয়া যায়। তাদৃশ কোটি জীবন্মুক্তগণের মধ্যে একজন ভগবদ্ভক্ত পাওয়া সুদুর্লভ।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী অশান্ত, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তানুমুখিসুকৃতির দ্বারে উপস্থিত

ভগবদ্ভক্তির অভাবে জীবের অসংখ্য কামনার উদয় হয়, সুতরাং সুখপ্রার্থীর অনিত্য-ভোগবাসনার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভে উৎসুক অন্যাভিলাষিগণের মধ্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার মানবের মধ্যে কাহারও সৌভাগ্য উদিত হইলে সেই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই সেই অবস্থায় অবস্থিতজনগণ ভক্ত নহেন। তবে তাঁহাদেরই ভক্তানুমুখী সুকৃতির উদয় হয়। ভক্তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকিলে ভক্তি লভ্য হয় না।

সেবা-রাজ্যে উৎপাত

নির্ম্মল নিরপেক্ষ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভগবৎসেবা, তাহাতে অশান্ত হইবার বিচার নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ 'ভোগ' অথবা ধর্ম্মার্থকাম-বর্জ্জিত 'ত্যাগ'—উভয়ই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিকে লাভ করিতে দেয় না। আবার আত্মার নিত্যস্বভাব ভজন-প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উদিতা হইলেও বদ্ধ-জীবের বিপথগমনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। নিষিদ্ধ আচার, কৌটিল্য-নাট্য, পরহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা, অপরের নিকট সম্মান-লাভের স্পৃহা ও জড়ভোগ্য বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মার সেবা-প্রবৃত্তিকে অপাঙ্‌ক্তেয় দেয়। এই সকল উৎপাত

উপস্থিত হইলে ভগবানে প্রীতি-রহিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন আর আমাকে প্রকৃত-ভক্ত হইতে দেয় না। প্রাকৃত অহঙ্কার আসিয়া কর্তৃত্বাভিমানে নিযুক্ত করায়। শ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ং শুদ্ধভক্তি আচরণ করিয়া জগতের বদ্ধজীবের প্রকৃত চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মানব-গণকে নিরভিমান হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

জীবের কর্তৃত্বাভিমানে গুণত্রয়ের দাস্য-বরণ

জাগতিক অভিমানবশে ভক্তিহীন মানব আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা জানিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে ন্যূনাধিক আলিঙ্গন করেন। যেকালে নিষ্কপটিক আত্মা গুণাধীনতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তৎকালে জীবের জড়ের প্রভুত্বাভিমান হইতে বিমুক্তিলাভ ঘটে। তখন তিনি জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের কর্ত্তা বন্ধু-বান্ধব ও জড়ের ক্রিয়াগুলিকে জড়-নাম হইতে পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া আপনাকে জড়াভিমানে প্রবৃত্ত করাইয়া চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার এক-তাৎপর্য্যপরতায় সেবা করেন না।

'বাচক'-নামের সেবা-ব্যতীত 'বাচ্য'-নামীর সেবা-সান্নিধ্য-লাভ অসম্ভব, সেই সেবার মূলমন্ত্র—নিরভিমানতা, শ্রীচৈতন্যদেবই সেই মন্ত্রের গুরু

গুণত্রয়ের অধীনতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। ঐ বদ্ধাবস্থা হইলে জীব নিজ নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি একেবারে রহিত হওয়ায় চৈতন্যহীন হন। চৈতন্যহীন জীব 'প্রবৃত্ত' ও 'নিবৃত্ত'-ভেদে দ্বিবিধ, চৈতন্যের অপব্যবহার-বশতঃ কর্ত্তৃত্বা-ভিমানে গুণপরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ হওয়ায় অপর বহুজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচক-নামের সেবা করিতে সমর্থ হন না। বাচক-নামের সেবা না করিলে তাঁহার বাচ্য-নামীর সহিত সান্নিধ্য-লাভ ঘটে না। বহুজীবকুল সকলেই নানাপ্রকার ত্রিগুণের অভিমানে বা ত্রিগুণতা-পরিহারের অভিমানে অভিমানী; আর মূক-কুলের উপাস্যমান বাচ্য-শ্রীনামের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য-দেবের পাদপদ্ম নিরভিমানতার শিক্ষক।

[তৃতীয়]

পাশ্চাত্য দার্শনিকের কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্ভাগত বিচার-মূলক ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক-কালের কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন যে, মানবের ধর্ম্মবিধায়িনী অনুভূতি দুই শ্রেণীতে আবদ্ধ। একটী কর্ত্তৃসম্ভাগত বিচার হইতে উদ্ভূত, উহাতে নীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংরক্ষিত থাকায় তাহা জাগতিক নীতিবাধ্য; অপরটী কর্ম্ম-সম্ভাগত সার্ব্বভৌমিক সূত্রের অন্তর্গত ভাবের অধীন। শ্রীরূপচৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালীতে এই ত্যক্ত-জড়বিচারে Hebraic ও Hellenic বিভিন্ন ধারণাগত চিন্তাস্রোতের একটী বিশেষ সামঞ্জস্য-বৈলক্ষণ্য সুষ্ঠুরূপে পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিবিধ গুণের বিক্রম ও অধিকার

জাগতিক নীতি-সমূহ ত্রিবিধ গুণাশ্রিত। নিত্যধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিতমোগুণ বিকার উৎপাদন করায়, তাহাতে পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম 'বিদ্যমানতা'র আকার পরিবর্ত্তিত করাইয়া থাকে এবং পরিশেষে দৃশ্যপট হইতে বিলুপ্তি সাধন করে। রজোগুণের দ্বারা 'বিদ্যমানতা' দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং অনবদ্যিত কর্ম্মসত্তা যে চেষ্টা-দ্বারা দৃশ্যাকারে প্রকটিত হয়, উহাই 'রজোগুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রজো-গুণের বিক্রমপ্রভাবে অভাবরাজ্যে যে অস্তিত্ব কালাধীনতায় প্রকাশিত হয়, উহাই তমোগুণ-তাড়িত অভাব-রাজ্যে জড়বৈশিষ্ট্য সাধন করে। এই সাধিত কার্য্য কোন সময়ে উপযোগী, আবার অন্যসময়ে অনুপযোগী বলিয়া কথিত হয়। যে শক্তি জগতে রজোগুণপ্রভাবে অভাবের বিরূপ অবস্থা স্বভাব আনয়ন করে, তাহাতে তমোবিগ্রসায়িনী শক্তির ক্রিয়া পরাভূত হইলে উহার সংরক্ষণ-সামর্থ্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মিশ্রগুণত্রয় ও সর্ব্বনিরপেক্ষ বিশুদ্ধসত্ত্ব

কর্ম্মপ্রারম্ভের সূচনায় অবকাশ না দিয়া নিত্যবিদ্যমানতা-সংরক্ষণ সত্ত্বগুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই সত্ত্বগুণ যেকালে স্বীয় বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণে বলবান্ হয়, তৎকালে রজস্তমোগুণ-দ্বয়ের আপেক্ষিকতা ও পুনরুদ্ভব সত্ত্ব-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা জন্মাইয়া থাকে। মিশ্রগুণের অপেক্ষা না থাকিলে তাহাই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নামে পরিচিত হয় এবং তদবস্থায় অপর গুণ-দ্বয়ের অনধিকার বা 'সরিকানি'র অবকাশ থাকে না।

পাশ্চাত্যদার্শনিকের নীতিবাদের সমালোচনা

উক্ত পাশ্চাত্যপণ্ডিতাভিমানীর কর্ত্তব্যমূলানীতি-সংরক্ষণ-চেষ্টা সত্ত্বগুণের আকরবস্তু বিষ্ণুতে অবস্থিত না থাকায় আশ্রিতজনগণকে রজস্তমোগুণের পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আনন্দময় অখণ্ড নিত্য-চিন্ময় বিষ্ণুবস্তুতে গুণত্রয়ের

আরোপ করিবার প্রবৃত্তি থাকা-কালে জীবের পাপের ইচ্ছা ও ক্লেশের আবাহন সম্ভবপর। বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে নীতি-বিরুদ্ধ কোন কথাই বিষ্ণুভক্তে স্থান পায় না। সুতরাং ভোগময় জগতে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দের আকাঙ্ক্ষা তথাকথিত দার্শনিক বদ্ধজীবের ভোগ-প্রবৃত্তিতে বাধা হইবার ন্যায় বিষ্ণুভক্তকে ব্যভিচার-সম্পন্ন করে না। সেই-কালে দৃশ্যজগৎ ভক্তিমান্ দ্রষ্টার অনুকূল হওয়ায় পাপকালন, সুখৈষণা প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুরা চেষ্টা তাঁহাকে কর্ম্মের কর্তৃত্ব-সূত্রে অহঙ্কার-সম্পন্ন করায় না। ক্ষণভঙ্গুর জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত না হইলে পরতম বাস্তব-বস্তু হৃষীকেশ-বিষ্ণুর একমাত্র সেবায় নিযুক্ত হইবার অবকাশ নাই। যাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্মবস্তু পরমাত্মার চিন্ময়ভাবের সহিত তদ্ভাব ও তদ্বিপরীতধর্ম্মের সংযোগকে পূর্ণকৈবল্যের আশ্রয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নির্ম্মল আত্মার সেবন-ধর্ম্মকে আপেক্ষিক কল্পনের আবরণে আবৃত হইবার সাহায্য করেন। ত্রৈকালিক ধর্ম্মসমূহের জড়ীয় দুর্নীতির আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণুভক্তগণের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দৃশ্য-জগতের মায়ারচিত ভাবসমূহের পরিচ্ছেদকত্ব যে অবস্তুতা, অভাব এবং নিষেধকতার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবিত হয়, বিষ্ণুভক্তিবিচারে ঐ সমস্ত স্থান পায় না। দৃশ্য-জগতের বাস্তবিকতার ব্যাপকতার আরোপ চিন্ময় মাধ্যমিকতাকে বিচলিত করিতে পারে না।

বিষ্ণুভক্তের বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্যদার্শনিকের ধর্ম্মের কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত

অবিকল বিষ্ণুভক্তের জাগতিক কোন কামনা না থাকায় তাঁহারা জাগতিক পাপ-পুণ্য-ভোগের অধীনতা স্বীকার করেন না। অথবা বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত হইয়া জাগতিক নিঃশক্তিকতার করাল-কবলে পতিত হইবার দুষ্পিপাসাও বর্দ্ধন করেন না। বিষ্ণুভক্ত স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে জাগতিক কর্তৃত্বাভিমান হইতে বিরত হওয়ায় এবং বাস্তব-বস্তুর নিত্য-সেবা-রত থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মনোভোক্তৃত্ব ও মনোভোগ্যত্ব-মূলক ধর্ম্ম-সমূহের (Subjective and Objective exploits) অন্তর্ভুক্ত নহেন। কর্তৃত্বাভিমানে জাগতিক যুক্তির দ্বারা জড়বৈচিত্র্যের ভাব-বিশেষকে আদর্শ-জ্ঞানে 'সাধ্য' মনে করিয়া যে-সকল 'সাধন' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেরূপ সাধনদ্বারা ক্ষিপ্র ভোগময়-ধর্ম্মনে পরিদৃষ্ট হইলেও উহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্মনের যোগ্যতাপাত আবশ্যক। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীব-ভোগ্য 'প্রাকৃত' ও মুক্তজীবসেব্য ভাগবত-'অপ্রাকৃত'-বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

মানব-কল্পিত মতবাদের সহিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের সমালোচনা

জাগতিক মানবোচিত ব্যবহারের আরোপে (Anthropomorphism) ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট। অবরপ্রাণীর ভাবসমূহের আরোপে (Zoomorphism), উদ্ভিজ্জগতের উপাসনায় (Phytomorphism) যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় অথবা অচেতনপদার্থ প্রস্তরাদিতে চেতনের আরোপ করিবার যে প্রয়াস (Polyzoism) এবং জড়বস্তুতে প্রাণের যে আরোপবাদ (Hylozoism) দৃষ্ট হয়, তাহার সকলগুলিই 'প্রাকৃত' বলিয়া ঐরূপ কাল্পনিক মতবাদের দ্বারা অবর-জগৎ হইতে বহুদূর নিত্যজগতে লইয়া যাইবার প্রয়াসকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আদর করেন নাই। তিনি বৈকুণ্ঠের আংশিক আবরণের বিচিত্রতার মূলে বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের অধিষ্ঠান নির্ণয় করায় ইহার নশ্বরতা ও কালের অধীনতায় বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের ভেদ-দর্শন-রূপ নশ্বরতার বিচার দেখাইয়াছেন মাত্র। নশ্বর ও কালচালিত বিশ্ব-দর্শনকে তিনি কখনও 'মিথ্যা' বলিবার ধৃষ্টতার প্রশ্রয় দান করেন নাই।

[চতুর্থ]

ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রাচ্যকল্পনার লৌকিক-ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য নহে

অনেকের বিচারে ভগবদ্বিষয়ের ধারণা ঐতিহ্যমূলা। কালশাস্ত্রবিৎএর বিচারাধীন নায়কগণের নাট্য-অবলম্বনে উহাদিগকে নিত্য-সেব্য-জ্ঞানে 'ভগবান্' বলিয়া আরোপের চেষ্টাই ইতিহাসের অধীন উপাস্যবস্তু-নির্ণয়। ইহা প্রাকৃত নায়কপূজা হইতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত নায়ক ভগবানের স্বরূপের পূজা নহে। কেহ কেহ বিচার করেন, কল্পিত প্রাচীনকাহিনীসমূহ (Mythology) বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সম্ভোগপরতার আধারে খাপ্ খায় না বলিয়া ঐ সমুদয় অলৌকিকতার ইন্দ্রজালপূর্ণ উপকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই তাঁহারা mythical বলিয়া থাকেন। এই ঐতিহ্য

ও প্রাচ্যকল্পনা—উভয়প্রকার জাগতিক ও কালাধীনধর্ম্মের অন্তর্গত যে ভগবান্ বা ধর্ম্মের ধারণা, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অনুমোদন করেন নাই। এই সকল মতবাদ হইতে পৃথক্ বিচারে অপ্রাকৃত-বিষ্ণু-কলেবরের শ্রৌতধার্য্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য-অধিষ্ঠানের বিচিত্রতা-জ্ঞাপক। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদন-বৈশিষ্ট্য।

জাগতিক বিবিধ মতবাদ ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য

জাগতিক ভাববিশেষসমূহ পরিহার করিয়া জাগতিক অভাব-নির্ব্বিশেষ-স্থাপনমূলে দৃশ্যজগতে মায়াবাদীর যে বিশ্বাস-স্থাপনাভাব পরিলক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উহারও অনুমোদন করেন নাই। ভোগনিষ্ঠ মানবের ভগবদ্-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জাগতিক ধারণা 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ'-নীতিমূলে অবস্থিত। মুক্তাবস্থায় এই আপেক্ষিকতার সামঞ্জস্য নাই। নিষেধকল্পে জড়বিশেষ ও জড়নির্ব্বিশেষ পরিত্যাগ করাইতে যে-সকল শ্রৌতবাণী বর্ত্তমান, তাহাকে অনাদর করিয়া জড়নির্ব্বিশেষবাদীপ্রতিযোগিজ্ঞানে যে-ভাবে জড়-সবিশেষবাদকে চিদ্বিশেষবাদে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত নহে। জড়জ্ঞানে নিত্য চিন্ময়-ভাবসমূহ জড়ভোগপর নয়নের পরিদর্শনে ভগবানের মায়াশক্তির আবরণী-বৃত্তি-দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবের যে ভোগপ্রবৃত্তিতে কর্ত্তৃত্বাভিমানের ব্যাধি আনয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইলে জীব ভগবৎ-সারিধ্য হইতে বিক্ষিপ্ত হন না। বদ্ধজীবের চেতন-বৃত্তির আবরণ বা অজ্ঞান-হেতু তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত দর্শনে দৃষ্টি করিবার তাৎকালিক যোগ্যতা আছে এবং ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া তদ্বিপরীত আপনাকে সেব্যাভিমানে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বৈকুণ্ঠ-দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত হইবারও যোগ্যতা হইয়াছে।

ভোগপর ও নির্ভোগপর ধর্ম্মের ভ্রম ও মর্ম্মকথা

মায়াবাদীর জড়-ভোগপ্রবণা অবিদ্যা বুদ্ধি চিদ্বিচিত্রতা-বিরোধী হওয়ায় উহা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত, তজ্জন্য আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি ঐ বুদ্ধির নিকট সুপ্ত ও গুপ্ত। ঐরূপ বুদ্ধিবৃত্তি সেবোন্মুখতা-বৃত্তিকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়াছে। উহাই ভগবচ্চরণে অপরাধের লক্ষণ। ভগবদ্বস্তুকে 'মায়া-নির্ম্মিত' ভ্রমে তাহার সংশোধনের প্রয়াসে আরোপিত অসদ্-ভাবের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন অপরাধেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভোগসাহিত্য ও ভোগরাহিত্যের বিচার হইতেই ভগবানে জাগতিক গুণধর্ম্মারোপ উদ্ভূত হয়। এই গুরুতর অপরাধ জাগতিক সামান্য ভাবেও পাপাখ্যা লাভ করিতে পারে না। অজ্ঞানরাজ্যের পাপাদির ক্ষতি পুণ্য-দ্বারা পূরণ করা হয়; কিন্তু পাপাদিক অপরাধ চিত্রাকে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত করায়। জাগতিক পাপ বা পুণ্য-প্রবৃত্তি জীবের সেবা-বিমুখ ভোগ-বৃত্তি হইতেই উদিত হয়, কিন্তু অপরাধ কেবল সেবা-বিমুখতা মাত্র নহে, পরন্তু সেবার চরণে একেবারে বিরুদ্ধ চেষ্টা। পাপ-পুণ্য প্রভৃতির আচরণে ভগবৎ-সেবা-কথার কোন চিহ্ন নাই; নাস্তিকতার আত্মপ্রভোগই তৎকালে অনাত্মবিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শব্দের সেবোন্মুখি-বৃত্তি-রহিত হইয়া জাগতিক ভোগোন্মুখিবৃত্তির মূলে ঐকান্তিকতার পরিবর্ত্তে ব্যভিচার আসিয়া স্থান লাভ করে। জ্ঞেয়-পদার্থে অবস্তুতার আরোপ করিলে কর্ম্মফলের প্রাবল্য, ভোগ-নিষ্ফলতা-রূপ জ্ঞাতৃত্ব বিচারকের নিজবুদ্ধিকেই কলুষিত করে। যেখানে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ত্ব একীভূত হইয়া ভোগ-নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যাত হয়, সেখানে আত্মধর্ম্মের ভজন-বৃত্তির অভাব-জনিত ভগবদ্বিস্মৃত ভজনের প্রাবল্যতা এবং তাহার মূলে ভোগেরই প্রকারান্তর নির্ভোগের চিত্তবৃত্তি অবস্থিত।

[পঞ্চম]

অনর্থযুক্ত জীবের জন্য 'সাধনভক্তি'র এবং জীবন্মুক্তের জন্য 'অনুক্ষণকীর্ত্তনময় ভগবদনুশীলন'ই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

মুক্তের নিত্য-অস্তিত্ব-সংরক্ষণ-কালে শ্রীচৈতন্যদেবের 'সাধনভক্তির কথা'ই বদ্ধজীবের অরক্ষণীয় নশ্বরভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায়। ভ্রমময় অনর্থরূপ আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া যে-সকল অভিনব বিচার-প্রণালী জগতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে অকপট গ্রহণ করিবার জন্য জীবন্মুক্ত জীবের অনুক্ষণ শব্দব্রহ্ম-সেবা-দ্বারা ভগবদনুশীলনই একমাত্র কৃত্য বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট সাধনভক্তির বৈশিষ্ট্য

মায়াবাদ-বিচারে ইহজগতে সেবাকালে সেবা, সেবক

ও সেবার অনিত্যতা পরিকল্পিত হয়। সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমানই অনর্থের প্রকাশ-ভেদ। অতএব প্রয়োজন-সাধনে সাধন-বিচারে সাধনভক্তি-ব্যতীত অনর্থ-নিবৃত্তির আর উপায়ান্তর নাই। চেতনের বৃত্তিতে আনন্দ-লাভই 'উদ্দেশ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে-সকল বাধা অর্থ-লাভের ব্যাঘাত-কারক, তন্নিরসন-কল্পেই সাধনের প্রয়াস হইয়া থাকে। সেই সাধন কিরূপে সম্পাদ্য, তাহা নির্ণয় করিবার মুখে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভজনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ভজন-প্রারম্ভ, তৎসহ রূপ-কীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন যে চিন্ময় শব্দাত্মক শব্দীর সহিত নিত্য অভিন্নভাবে অবস্থিত, তাহা জানাইয়াছেন।

কর্ণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা 'অপ্রাকৃত' শব্দ-গ্রহণের ভাজন

কর্ণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাই অপ্রাকৃতশব্দের আবাহন করিতে সমর্থ। অপ্রাকৃতশব্দকে জাগতিক ভোগোৎপাদক 'নশ্বর শব্দ' বলিয়া ধারণা করিলে শব্দীর সহিত শব্দের মধ্যে পরিমিতি-জন্য প্রাকৃতত্বের ব্যবধান থাকে।

স্ফোটবাদের অপব্যবহার ও সেবোন্মুখতার আবরণ

বস্তু-পরিজ্ঞানের অন্তরায়-স্বরূপ শব্দের ভোগ বা ত্যাগ-মূলা বিভিন্ন-ধারণার সংযোগই স্ফোটবাদের অপব্যবহার। তজ্জন্য অপ্রাকৃত আকর বৈকুণ্ঠশব্দ 'নাম'ই শব্দের শ্রবণ-প্রণালী হইতে বদ্ধজীবকে বিমুক্ত করে। ভোগপর কর্ণ অপর ভোগপর ইন্দ্রিয়সমূহের সুষ্ঠুবৃত্তি পরিচালন-কামনায় ভোগময় কর্ম্মভূমির যে কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হয়, উহাই অহঙ্কার এবং অহঙ্কারীর "আমি কর্ত্তা—ভোক্তা, আমার কর্ণসমূহ আমারই ইন্দ্রিয়তোষণ করিবে"—এই বুদ্ধিই সেবোন্মুখতা-রূপ নিত্যধর্ম্মকে নিদ্রিত করিয়া দেয়।

চিন্ময় কর্ণবেধ-সংস্কার

চিন্ময়শব্দ-সেবার উপযোগী কর্ণবেধ-সংস্কারই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভের প্রারম্ভ। বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণের বৈশিষ্ট্য যে-কালে শ্রবণসংস্কারে সাফল্য লাভ করে, তৎকালে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন শব্দের উদ্দিষ্ট ভোগবিশেষ অন্তর্হিতভাব তিমিরাবরণ বিনষ্ট হয়।

অপ্রাকৃত রূপানুশীলনেও ভগবদ্রূপ-নামানুশীলন-ধর্ম্ম অবস্থিত

জড়বস্তুর নাম বদ্ধজীবের উপাদানে, আর বৈকুণ্ঠনাম বদ্ধজীবের বদ্ধতা বিদূরিত করিয়া চিন্ময় নিত্য সেবকাভিমানের উপাদান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন সেবকের নিত্যাভিমানের বৃত্তি সেব্যের সুষ্ঠু পরিচয় ও বাস্তব-বস্তুর স্বরূপভাবের উপযোগি-অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। সেব্যের রূপদর্শনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিন্ময়ী নিত্যবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বয়ংরূপের উদ্দেশে অভিসার আরম্ভ করায়। সেখানেই নিত্যরূপ-নামানুশীলন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, ত্রিভুবনমোহনমোহিনীর রূপানুগত্যেই স্বয়ংরূপের মনোহভিলাষ-পূরণের যোগ্যতা হয়। সেখানেও বৈকুণ্ঠ-পর নামের নিকট হইতে ভক্তের বিদায়-গ্রহণের সম্ভাবনা নাই।

ভগবদ্গুণসেবনকালেও চিদ্গুণাভিন্ন নামের সঙ্গ অপরিহার্য্য

চতুঃষষ্টি গুণপূর্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সেব্যবস্তুর গুণাকৃষ্ট হইয়া জীবের স্বীয়রূপ-সৌন্দর্য্যের নিত্যাভিব্যক্তিক্রমে চিন্মাত্র অখিল সেবনগুণবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। গুণাভিন্ন বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ জীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না।

কাল্পনিক জড়নির্গুণতার যূপকাষ্ঠে সর্ব্বনাশের হেতু

জীব চিরদিনই সেবক। তাঁহার বাহিরের তাৎকালিক লোকে পরিদৃষ্ট দর্শন সুষ্ঠুদর্শন নহে, সেব্যের অভিমানই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ। যখনই কাল্পনিক জড়নির্গুণতা প্রবল হইয়া চিদ্গুণ-রাহিত্যে রুচি প্রদর্শন করে, তখনই জানিতে হইবে যে, চরমকল্যাণের আলেয়ার ভোগপরতা জীবকে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

সাধ্যলাভের পথদ্বয়—বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্য

গুণ-নাম-ভজনে সংকুচিত কর্ণ সনিত্য-চিদানন্দময় নাম, সনিত্যচিদানন্দময় রূপ, সনিত্যচিদানন্দময় গুণের দ্বারা নিত্যানুশীলনে নিত্য স্বয়ংনামী, নিত্য স্বয়ংরূপী বা নিত্য স্বয়ংগুণী, নিত্য স্বয়ংনামী নিত্য স্বয়ংরূপী বা নিত্য স্বয়ংগুণীর সচ্চিদানন্দ নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাদ্য-ভজনে নিযুক্ত থাকায় চিন্ময় ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠের উন্নতপ্রদেশ-দর্শনের যোগ্যতাক্রমে বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রতির আশ্রয়-ভক্তসমূহের আনুগত্য লাভ করিয়া ভজন-সম্পত্তিতে ক্রমি-

বিশিষ্ট হয়। তখন পরিকরবৈশিষ্ট্যের পাঁচপ্রকার স্থায়ি-ভাববিশিষ্ট হত্যাশ্রয়সমূহের আনুগত্যরূপ ভজন মর্য্যাদা-পথকে দূর করিয়া ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেম্না বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবপথে চিন্তাপিতোন্মাদে প্রতিষ্ঠিত করায়। পরিকরবৈশিষ্ট্যের আংশিকদর্শনে অপুষ্ট রসনর্য্যাদা রাগাত্মিক আশ্রয়ভেদবোধে চিদ্‌বিচিত্রতার পরম নিত্যভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মর্য্যাদা-শক্তি-বিশিষ্ট অবৈধরাজ্যাতিক্রান্ত বিধিসেবার রাগসেবার উৎকর্ষগ্রহণে অসমর্থ থাকিলেও জীব গোলোক-পরিকরধর্ম্মনাভাবে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

মুক্তজগতে বৎসল ও মধুর-রসদ্বয়ের উৎকর্ষতারতম্য

বৈকুণ্ঠ-প্রভৃতিতে অবস্থিত জনের অবস্থান-বিষয়ে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, মধুর, বাৎসল্য ও বিশ্রম্ভসখ্য নশ্বরজগতে ক্রিয়া-বিশিষ্ট থাকায় ঐ ভাবসমূহ আদরণীয় বিষয় হইতে পারে না। বিধিপথে সম্ভ্রম-সখ্য পর্য্যন্ত নিত্যসেবাধিকার লাভ হইলে জড়জগতের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস তাঁহাকে আকর্ষণ করে না। যাঁহাদিগকে উহারা আকর্ষণ করে, তাঁহারা গুণজাত জগতে বিষ্ণুর উপাসনার ছলনা দেখাইতে গিয়া গুণ-প্রভাবিত হন, ভোগরূপ অমঙ্গল আবাহন করিয়া বসেন এবং বৈকুণ্ঠের উন্নতপ্রদেশ—গোলোকের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন; তজ্জন্য দূরে নিত্যসেবারত জনগণ সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে গ্রহণ না করিয়াও উন্নত-বৈকুণ্ঠগোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য-দর্শনার্থ অভিসার করিয়া থাকেন।

[সপ্তম]

কর্ম্মকাণ্ড-প্রাপ্য সুখভোগে পরবঞ্চনা

মানবের স্থূলশরীরের মধ্যে জ্ঞানসংগ্রহের যন্ত্র-স্বরূপ পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিতে রূপ-রসাদি বিষয়-সংগ্রহের স্ব-স্ব শক্তি থাকায় তত্তৎ ইন্দ্রিয়পরিচালনক্রমে বিশ্রম্ভ-ভোগের ফলরূপে 'সুখ' নামক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ফল-লাভ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিবার উদ্দেশে, এবং ঐসকল সুষ্ঠুভাবে পাইবার চেষ্টায় আমরা কতকগুলি বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য হই। বাধা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের যথেচ্ছাচারিতা থাকে। উহা নিয়মিত হইয়া চালিত হইতে গেলে উহাকে নীতি-দ্বারা স্থূলভাবে নিজ-ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের বিধানে নিয়মিত করিতে হয়। এই ফলভোগ আত্মার নিজের প্রাপ্য হওয়ায় অন্যের অধিকারকে প্রায়শঃ বঞ্চনা করিতে হয়।

কর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞানকাণ্ডে গুণত্রয়ের সাম্য বা লোপ-হেতু চিদ্‌বৃত্তিবিকাশের অভাব

যখন আমাদেরই মত জীবের বোধ ভোগ-কার্য্যের উপযোগিতা আমাদিগকে চালিত করায়, তখন আমরা সামাজিক ও সভ্য—শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করি—altruist হই। ভাবি-বিচার ও নিত্যত্বের বিচার আমাদের হৃদয়ে অধিকার করিলে আমরা ভোগের পরা বা ভোগময় সামাজিক বিচারের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করি। তখন জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখি যে, ভোগকারক কর্ত্তা নিজ-চেষ্টায় বিরামলাভ না করাইলে ভোগের ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। সেইরূপ বিচার আমাদিগকে জাগতিক বস্তুর পাঁচটী বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিরত হইবার উপদেশ দেয়। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে গেলে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ, কাল ও ক্রিয়াগত ব্যাপারকে শুষ্ক করিবার প্রয়াস উপস্থিত হয়। তখন আমরা স্থির করি, গুণত্রয়ই চেতনের বৃত্তিকে গুণজাত জগতের ক্রীড়া-(ক্রিয়া) পুত্তলী করিয়া ফলভোগকামিকর্ত্তা সাজাইয়াছে। ইহা আমাদের পেষুষী-বৃত্তির অপব্যবহার। একপ্রকারে ইহাই সিদ্ধ হয়, বৃত্তিবৃত্তির জড়তা সম্পাদন করাই নির্ব্বিশেষবাদীর নির্ব্বেদজ্ঞানের চরমফল।

জ্ঞানকাণ্ডের প্রকার-ভেদ

ভোগ-ত্যাগ বা ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে বিরত হওয়াই যখন বুদ্ধির কার্য্য, তখন ব্যক্তিবিশেষের বোধ-রাহিত্য বা ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের অভাবকেই পূর্ণ বোধ-রাহিত্য বলিয়া স্থির করিবার রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অব্যক্ত প্রভৃতি ব্যক্ত-জগতের উৎপত্তির কারণ—ইহা একমতে সিদ্ধ; আবার অপর মতে 'প্রকৃতি' বলিয়া যে আকরবস্তু নির্ণীত হয়, তাহা যে বস্তুর প্রকৃতি, সেই বস্তু হইতে অভিন্ন হওয়ায় বস্তু ও তৎ-প্রকৃতির মধ্যে ভেদ-রহিত-ভাব প্রবল হইলে একতাৎপর্য্যপরতায় কেবল-চেতনে, বস্তু ও বস্তুর প্রকৃতি উভয়ের একত্বে ব্যাঘাত উৎপাদন করে না। পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করায় কেহ বা বিবর্তবাদ, আবার কেহ বা বিকারবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন বস্তু-পরিণাম-বাদের স্থলে বস্তুশক্তির পরিণামবাদের দুষ্টুবিচার সকলসমস্যার সমাধান করিয়া থাকে। শক্তিগত বিক্রম-মাত্রায় আবার দুইপ্রকার শক্তির মধ্যবর্ত্তি-অবস্থায় তৃতীয়প্রকার শক্তি লক্ষ্য করি। যখন বস্তু কেবল-ভেদবিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হয়, তখন ঐ শক্তিবিশেষকে তিৎশক্তি এবং তদভাবকে অচিচ্ছক্তি বলিয়া থাকি। শক্তির ক্রিয়া অখণ্ডকালে অভাবরাজ্যের আশ্রয়ী না হওয়ায় তদ্বিপরীতশক্তি অভাব-রাজ্যের নিত্যত্ব-সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অচিচ্ছক্তি-পরিণত ক্ষণমাত্রার ক্রিয়া-সমূহকে 'অনিত্য,' 'মিথ্যা' প্রভৃতি বলিবার জন্য ব্যগ্র হই। কেবল-চেতন-বৃত্তিতে এই প্রকার অসামঞ্জস্য ও অজ্ঞান-বাধা প্রভৃতি না থাকায় যে শক্তি বিচিত্রতা উৎপাদন করিতে পারে, সেই শক্তি-পরিণামবাদ বিবর্তবাদের ভ্রান্তত্ব 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি' এবং বিকারবাদের দুষ্টত্বকে দধিত্বে বিকৃত করিবার উদাহরণে পরমেশ্বর-বস্তুকে জীব ও জগদ্রূপে বিকৃত করিবার আশঙ্কার হস্ত হইতে রক্ষা করে। চিচ্ছক্তি-পরিণতি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণতির বিচিত্রতার অন্তরে একপক্ষে খণ্ড বস্তুর ভোগ ও ত্যাগ এবং খণ্ডবস্তুসমষ্টির নিত্যভোগের কথা আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়।

কৈতবময় জ্ঞানের কুফল ও অকৈতব রতিপঞ্চক

যেকালে ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচার অচিচ্ছক্তি-পরিণত রাজ্যের অভিনয়-মঞ্চে প্রকাশিত হয়, সেকালে অনিত্য রঙ্গক্ষেত্রের অবয়বসমূহ লইয়া চিচ্ছক্তি-পরিণত বিচিত্রতার নিত্যরঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রয়াসও ত্যাগের বিষয় হইয়া পড়ে। জড়বিলাসের পরিবর্ত্তে কেবল-চেতনের বিলাসের কথা জড়বিলাসের বৈরাগ্য-সাধন-মুখে কালাতিপাত করিবার অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। যেকালে অচিৎ-প্রকাশাত্মক তিমিরে আনন্দাভাব বা আনন্দবাধ উপলব্ধির বিষয় হয়, সেকালে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ বা অবতার অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতে পরিলক্ষিত হয় না। যে অণুচিৎ ভূতাকাশের মধ্যে কেবলাণুচিৎ স্বীয় বৃত্তি পরিচালন করিবার অবকাশ পান, সেই অবকাশে চিৎপ্রকাশ অবতীর্ণ হইয়া অণুচিৎএর ভোক্তৃভোগ্য-ভাবের পরিবর্ত্তে কেবল-বিভুচিৎএর ভোক্তৃবিচারে বিভু ও ভোগ্যভাবের অণুচিৎসমূহের সহিত পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিভুসত্তার সহিত বিভুপ্রকৃতির সম্মেলনে পাঁচপ্রকার নিত্যরতি পরিদৃষ্ট হয়, ইহারই অনিত্যভাবে অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতেও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৈবল্যলাভের পূর্ব্বে তর্কনিষ্ঠহৃদয়ে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথার উদয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রৌতপথেই ঐ সকল অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

চিদ্‌বিলাসভূমিকা-বিচার ; অচিদ্‌বিলাসজ্ঞানে চিদ্‌বিলাস-সেবায় অযোগ্যতা

পরমবিভু যেকালে পরা প্রকৃতির সহিত বিচিত্রলীলায় প্রবিষ্ট হন, সেইকালে অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতের অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতা কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বুঝিতে দেয় না, শ্রীরামচন্দ্রের সাকেত-লীলায় যবনিকা টানিয়া দেয়, বৃন্দাবনে (মূলস্থানে) শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্যলীলা-বর্ণনের পথে কণ্টক আরোপণ করে। যেকালে জীব স্বীয় অণুচিৎ-প্রকৃতিকে অহঙ্কার-বিশিষ্ট করিয়া ক্ষণজাত জগতের অভিমানে অভিমানী বা ভোগী করাইয়া থাকে, তখন তাহার অদৈতবস্তুর স্বজ্ঞেশ্বরের গৌণপ্রকাশ পরম-বিভুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্বারকালীলায় ভগবদবতরণ নানাস্থানের অদৈবপ্রকৃতি ভোগিসম্প্রদায়ের দুর্ব্বিনীত অভিমানের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক অভক্তিবিচার-পরায়ণ অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তুজীবসমূহকে শোধিত করে।

(ক ১) অন্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাস-ধামের তারতম্য-বিচার ; ভগবানের পূর্ণ দ্বারকা-লীলা জীবের বহুভোক্তৃত্ব-নিরসনী

নিত্য অণুচিৎ সেবকগণ সেবা-সুহৃত্তা প্রদর্শনের জন্য বিধিপথে দ্বারকালীলার পার্ষদের কার্য্য করিয়া থাকেন। দ্বারকালীলা-প্রবেশের চিত্তবৃত্তি বহুজীবের বিবর্তবাদ ও বস্তুবিকারবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ করায়, তখন বিরোধিভাবসমূহ লীলা-পুরুষোত্তমের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়।

পরমস্বরূপের পূর্ণ-বৃংহ-বৈভব-অন্তর্যামি-অর্চ্চাত্ব-বিচার

শ্রীমহাভারতের কৃষ্ণলীলার অনুসরণকারিগণ মহিষী-বিবাহাদিতে কৃষ্ণভক্তগণের নানাপ্রকার কর্ত্তৃত্বানুষ্ঠানের কথা অবগত আছেন। এই দ্বারকাকে শ্রীহরির পূর্ণাভিব্যক্তি

বলা হয়। ইহাতে অন্যাভিলাষীর সংহার ও কর্ম্মিকুলের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়া একমাত্র বিষয়-ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের পূর্ণাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। আমরা সেখানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ বৃষ্ণিচতুষ্টয়ের 'অদ্বয়বিচারের বিভুত্ব-প্রকাশের জন্য হইয়াছে' বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দ্বারকালীলার চতুষ্পাদ বিচারের একপাদ-খণ্ডনে বামনের ত্রিপাদ-বিভূতির কথা জানাইয়াছেন। আর দ্বারকেশ, তদপ্রদ্যুম্ন, পুত্র ও পৌত্রের প্রত্যেকের ত্রিপাদের কথার পরিবর্ত্তে বিপাদ ও বিভূত্ব বিচারের কথা দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। সেকালে বদ্ধজীব চতুষ্পাদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া বিপাদ ও বিভূত্বের বিচার অবলম্বন করেন, সেইকালে ইঁহার অদ্বয়বিচার দ্বৈত-পথ-বিভ্রান্ত-রহিত হইয়া চিদ্বিভূতি বিভূত্ব-চতুর্ব্যূহের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করে। যখন বিপাদ-বিভূত্ব-প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ শিবপাঞ্চরাত্রের বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বিত্বে বিভূ ও অণুর সমন্বয়-প্রয়াসে বিচারিত হয়, তখন উহাদের অনাদ্য-প্রতীতির সংহার দর্শকবৃন্দের লক্ষ্য করিবার অধিকার হইয়া থাকে। বৈদান্তিকের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অদ্বয়জ্ঞানেরই অবস্থান। দ্বারকেশের লীলার কথায় অসুর-বিনাশ ও ভগবদ্বিরোধ-চেষ্টার ভোগি-কল্পনায় অসমোর্দ্ধ ভগবৎসহ সমোর্দ্ধ বিচারের অচিচ্ছক্তি-পরিণামের কথা জানাইয়া দেয় এবং চিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে ঐরূপ ভাবের অধিষ্ঠান না থাকিলেও বস্তুগত চিচ্ছক্তি পরিণতির নিত্যদ্বারির নিত্যলীলারূপে বুঝিবার অবকাশ নাই—ইহাও অসুরদের বিষয় করায়। এইজন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সবিশেষ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ-বিচার, বৈভব-বিচারের প্রকাশ-ভেদ এবং বদ্ধজীবের নিকট অন্তর্যামির ও অর্চ্চাবতারলীলা প্রকটিত করিয়া দ্বারকালীলারই পূর্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারলীলার মহাবদান্যতার পরিচয়।

(ক ২) অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্বিলাস-স্থানের তারতম্য-বিচার ; অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণতর মাথুরলীলার তাৎপর্য্য-বিচার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মাথুরলীলাকে 'পূর্ণতর প্রকাশ' বলিয়াছেন। মথুরা জ্ঞানভূমিকা প্রকৃতি-বাদীর অবস্থানগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারের বিবিধ বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম-বিচারকে সংকীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিবার অবকাশ পান নাই কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদী উঁহাদের বিষেতৃ সম্রাট্‌রূপে মায়াবাদ প্রচারের বিজয়-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়াছেন। এই মাথুর-জ্ঞানভূমিকায় শ্রীহরির পূর্ণতর বিচার শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপগোস্বামীর লেখায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাথুরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ-বলদেবের সহিত অদ্বয়-বিশেষের জ্ঞানদ্বয়কে অচিচ্ছক্তিপরিণত আদর্শবীর কংসের সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৩।১৭) বলিয়াছেন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার অগ্রজ বলদেবের সহিত কংস-সভায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগণের দর্শনে সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রসের বিষয়-বিগ্রহ-রূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। মল্লগণ তাঁহাকে বজ্র, মানবগণ তাঁহাকে রাজেন্দ্র, কামিনীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণ তাঁহাকে নিজ-জন, অসৎনৃপতিগণ তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা, মাতাপিতা তাঁহাকে শিশু, কংস তাঁহাকে যম, অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাকে বিরাট্ পুরুষ, যোগি-গণ তাঁহাকে পরতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাঁহাকে কুলাধিদেবতা বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এই মাথুরভূমিতে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহের কথা নাই। এখানে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব মায়াবাদ-নিরসনের জন্য পুরুষোত্তম বিচারের নিত্য-প্রতিষ্ঠা জানাইয়াছেন। মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদের বিবিধস্তরে কপটভক্তি বা অভক্তি বিরাজমান। আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার চিন্ময়ী নিত্যা বুদ্ধির বিলোপ সাধন করিয়া দেহীপাষাণ। সুতরাং সন্ধিনী-অধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ ও সন্ধিনী-অধিষ্ঠিত-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-বিগ্রহদ্বয় রূপ-প্রকাশ-ভেদে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-যোগে কেবল-জ্ঞানের বিকার-রূপ সচ্চিদানন্দানুভূতি-রহিত বিচারের হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত কায়দেব পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কায়বিলাসের তারতম্যের অভিব্যক্তি-অনুসারে হরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম নামে প্রকাশিত।

(ক ৩) অন্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাসাশ্রিত-জ্ঞানের তারতম্য-বিচার ; কামদেবের পূর্ণতম গোকুল-লীলার ও লীলা-বিরোধী অসুর-নাশের তাৎপর্য্য-বিচার

অন্যাভিলাষী অভক্ত, সংকর্ম্মবাদ বা কেবল-জ্ঞাননিষ্ঠার কোন ধার না ধারিয়া অচিদ্‌ভোগ-বিলাসে স্বীয় বুদ্ধি-তাৎপর্য্যকে নষ্ট করায় যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহাই গোকুলে শিশু অসুর-হননের আদর্শ। ভৌম বৃন্দাবনের প্রাপঞ্চিক অসুরগণ যে কুতর্ক-অস্ত্রের দ্বারা পুরুষোত্তম-ভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান, সেই অন্যাভিলাষময় নশ্বর অনিত্য পঞ্চক্লেশাশ্রিত ক্ষণভঙ্গুর অভিমান-প্রণোদিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও তৎ-স্থাপন-প্রয়াসের বিনাশ-ব্যতীত ব্রজগোপ-গোপীগণের সহিত চিন্ময়ী নিত্য-লীলা-বিহারে-প্রীতি পূর্ণতর ও পূর্ণের লীলাস্থলকে ন্যূনাধিক ক্ষীণপ্রভ করিয়া প্রেমনিষ্ঠ ভক্তহৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্যতম এক এক প্রকার রস উদয় করাইয়া থাকে। ভোগোন্মুখ অণুচিৎকণশক্তি বিভুচিৎশক্তির শক্তিমানের সহিত পরস্পর নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে নিত্যজাত বাসুদেবের প্রাকট্যের পূর্ণতমতার অভিব্যক্তিকল্পে পুরুষোত্তমের অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই কৃষ্ণের কামদৈবলীলাবিরোধী অন্যাভিলাষের প্রতীক-স্বরূপ ভৌম ব্রজে অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অসুর-বধ-লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞান-বিরোধী নির্ভেদজ্ঞানীর প্রতীক কংস-চাণূর-মুষ্টিক-রজকাদি অসুর-বধ জ্ঞানভূমিকা মথুরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা পূর্ণতর হরি মথুরানাথের সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) অন্বয়জ্ঞানের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমলীলার আশ্রয়বর্গের তারতম্য-বিচার

জ্ঞানভূমিকা মথুরায় কৃষ্ণের জন্ম বা প্রাকট্য। মথুরা-লীলায় যেরূপ মুমুক্ষু নির্ভেদজ্ঞানী অসুরগণের বধ হইয়াছিল, দ্বারকালীলায় তেমনি কৃষ্ণকর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বিরোধী বুভুক্ষু কর্ম্মী অসুরগণের বধ হইয়াছে। ইহা-দ্বারা ব্যতিরেক-ভাবে পূর্ণতরি দ্বারকেশের ঐশ্বর্য্য-শোভাই পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উপদেষ্টৃতের প্রভাবে তাহা প্রচার করিয়াছেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া বাজিং বয়ুর্জ্ঞানিনস্‌-
তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বিদুষ তদীয়সরণী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতিঃ॥

কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসিনী কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাঁহার কৃষ্ণ তৎসুখ, সুতরাং কৃষ্ণতীব্রপ্রকাশকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনী-সারসমবেতা মহাভাবরূপা সরলীয় আশ্রয়-প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয় ; এই সার্ব্বজনীন ভজনোপদেশেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য-বিচার।

অন্বয়জ্ঞানানুশীলনকারী পাত্রের চরম ভূমিকা-বিচার

বদ্ধজীবের কৃষ্ণবিমুখতার বিভিন্ন স্তর হইতে তাহা-দিগকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণবিহার-ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণতীর্থে নিত্য-স্নান ও নিত্যানুভূতি প্রদান-পূর্ব্বক "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের উদ্দিষ্ট-অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব-প্রকাশেই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট, ইহা শ্রীল রূপপাদ জানাইয়াছেন। অধিকার-বিচারে-জীবের সেবোন্মুখতার যোগ্যতায় জীব কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী নামে বিদিত। স্বরূপতারতম্য-ভেদে জীবের নিত্য গঠনে অণুচিৎএর নাম, রূপ, গুণ, নিত্যবদ্ধবর্গের সেবা, সেবকত্বে-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি চিদ্‌বিচিত্রতার উদাহরণস্থলে যোগ্য-জনগণের নিকট প্রচার করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ জীবপ্রভু আধ্যক্ষিক জ্ঞানশাস্ত্রবিদ্‌গণের কুযুক্তি-প্রণোদিত বস্তুদ্বৈতবিচারের মূলে অদ্বৈতকুলের দ্বৈতবিচারের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়াছেন। ভোগময়রাজ্যে ত্যাগের অভিনয়কার্য্যে ধার্ম্মনিকপঙ্কজ ব্যস্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবকে বাস্তববৈতবাদী বলিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক স্বীয় মায়াবাদতমিস্রে প্রবিষ্ট আপনাকে আধ্যক্ষিক বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শক্তিপরিণামবিচারকালে পরমাত্ম-সন্দর্ভে সেই সকল কথার অজ্ঞতা অপসারণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-দেবের বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিয়াছেন।

চৈতন্যপদানুগ সুধার্শনিক পাত্রের কৃষ্ণানুশীলন-বিচার

মানব-কল্পিত আপেক্ষিকবিচারে বিবর্ত্তবাদ ও বস্তু-বিকারবাদের অনভিজ্ঞতা বেকালে মানবকে ভোগগর্ত্তে পাতিত করিয়া ভোগাভাব-জন্য বিচার হইতে বিদায়-গ্রহণ-পূর্ব্বক চোখ বুজিয়া ভুলে, সেই কালে নির্ভোগ-জ্ঞানাত্মক কুতর্ক-দার্শনিকের চেষ্টা বিফল তাণ্ডবনৃত্যের অট্টাভিনয়-রাজে পর্য্যবসিত হয়, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা-বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি পরমকারুণিক হইলেও অধিকারবিশেষে শুষ্কদার্শনিকগণের দর্শন-বৈকল্যে সমাধি-দোষ-দুষ্টের আবদ্ধজীব নানাবিধ প্রলাপ বকিয়া পরিশেষে অচেতন হইয়া পড়ে। তখন শ্রীচৈতন্যদাসে দোষ আছে জানিয়াও কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্য-বশে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে অধোক্ষজানের কোন পরিচয় নাই। কেবল কুতর্ক-প্রভাবে যে অর্জ্জন ও প্রকৃত অকপটকৃষ্ণানুশীলনের বৈপরীত্য প্রদর্শন করে, শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় মহাবদান্যতা বিস্তার-পূর্ব্বক তাহা হইতে বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট করাইয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

(গ) চৈতন্যানুগ শুদ্ধনামপরায়ণ সুধার্শনিকের কাল-বিচার

সেবাপরাধী, ভক্তাপরাধিব্যক্তিগণ নামাপরাধের দ্বারা চালিত হইয়া কখনও বা নামাভাসের উদ্দেশকে নাম-ভজন বলিয়া নামাপরাধে প্রবৃত্ত হন এবং আপনাদিগকে নিষ্পাপ সুনৈতিক জানিয়া নিত্যকালের জন্য অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রাকট্যে যে কালগত বিচিত্র-বিলাস নিত্য প্রকাশিত আছে, তাহাতে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব প্রভৃতি লীলার কথা আমরা লক্ষ্য করি। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত গৌরলীলায় যে কথোপকথন, তাহাতে কিশোরকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের চরমোৎকর্ষতা এবং রূপ-বিচারে "শ্যামমেব পরং রূপম্", ধাম-বিচারে মাথুর-মণ্ডল এবং রস-বিচারে আদি রা মধুর-রসের শ্রেষ্ঠতা-বিচার লক্ষ্য করিয়া থাকি।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতা-বৈশিষ্ট্য কোথায় ?

উপরি-উক্ত শ্লোকের বিচার গ্রহণ করিলে বদ্ধজীবের পুরুষোত্তম-বিচার রক্ষিত হইয়া উপনিষদ্‌বিচারে হরিকথা হইতে দূরে থাকিতে হয় না। আত্মাকে বদ্ধজীবের কল্পনা-প্রসূত অনাত্মজ্ঞান করিয়া কল্পিতমুক্তিতে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভের জন্য যত্ন করিতে হয় না। অন্যের জন্য মথুরা-ভূমিতে কিরূপে হয় এবং মথুরা-মণ্ডলে নিত্য পূর্ণতম প্রাকট্য ও অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের পারমার্থিক বিচার হইতে রক্ষিত হইয়া জীব কিরূপে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির আবরণে নিজ-শুদ্ধচেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার-পূর্ব্বক অপরাধসাগরের অতলজলদিগর্ভে পতিত হইয়া নিত্য আত্মমঙ্গল ধ্বংস করে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব মহা-মহাবদান্য হইয়া স্বীয় করুণাবতারিলীলায় অপ্রচারিত-পূর্ব্ব স্বভক্তিশ্রীক উজ্জ্বলরসের প্রাকট্য-বিধান-পূর্ব্বক অন্যান্য রসের তারতম্য-বিচারের ক্ষীণপ্রভার কথা প্রচার করিয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার তিনি পঞ্চরসের অবস্থানে স্বীয় অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিত্বের ব্যাঘাতও প্রদর্শন করেন নাই। কৃষ্ণপ্রেমালাভের দ্বারাই জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হয়। যে যে-রসেই অবস্থিত থাকুন না কেন, তত্তদ্‌রসের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রাকট্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই নিহিত—এই পরম প্রয়োজনের কথাই 'পরমার্থ' বলিয়া গৌড়ীয়গণের সুগম, সহজ ও সুপ্রাপ্য করিয়াছেন।

বাস্তব-বস্তু বা সম্বন্ধ ও তৎপ্রতীতিত্রয়-বিচার

কামনা-তাড়িত বদ্ধজীব বাসনার ভোক্তৃত্বের তাণ্ডব-নৃত্যে অন্যাভিলাষী; অন্যাভিলাষ হইতে মুক্তাভিমানী সৎকর্ম্মপরায়ণ মুমুক্ষু ও ধর্ম্মার্থী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যে-সকল ধার্শনিকবিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহা ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবের কামনা-রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের চেষ্টার ন্যায় নিষ্কাম ও নৈষ্কর্ম্ম্য-পন্থ হইতে বহু দূরে অবস্থিত,—এই শ্রীমদ্ভাগবতের মীমাংসনীয় কথায় অতিব্যক্তি প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় কেবল-চেতন-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমাই যে কৈবল্য-প্রয়োজন, এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-

প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, কৃষ্ণই অধিষ্ঠান স্বরূপ,—ইহা জানাইয়াছেন এবং

"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

অর্থাৎ "পুরুষোত্তম আমি যে স্বরূপ বস্তু, আমার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে যে ভাব, আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, আমার যে লীলা, আমার অনুগ্রহক্রমেই তদনুরূপ তত্ত্ব-বিষয়ক বিশেষজ্ঞান তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হউক্।"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য জানাইয়া—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অর্থাৎ "তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া থাকেন। কেবল-জ্ঞানময় ব্রহ্ম, কেবল-জ্ঞানময় সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা এবং কেবলজ্ঞান সর্ব্বদাতত্ত্ব-সহ নিরবচ্ছিন্ন-বিলাস-বিচিত্রানন্দানুভূতিময় ভগবান্ বিগ্রহ-যুক্ত অদ্বয়জ্ঞান হইতে শব্দত্রয়ে সংজ্ঞিত হন্"—এরূপ বিচার-ব্যাখ্যা-দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তার অভেদ—এই মূঢ় অদ্বয়জ্ঞানাত্মক অভেদবাদের বিচার জানাইয়াছেন। এই বিচার-বিরোধী তথাকথিত উপনিষদ্ জ্ঞানের বস্তুপ্রকৃতির নিঃশক্তিক অকিঞ্চিৎকরত্বে নির্ব্বিশেষবাদীর অভিপ্রেত পূর্ণাভিব্যক্তির অভাব জানাইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ-তাৎপর্য্য-পরের "মেপে নেওয়া" মায়িক চাকচক্যের হস্ত হইতে—মায়াবাদীর অপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং ধর্ম্মাপরাধ মোচন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রধানের সুগমপথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিরূপে বাস্তব-বস্তু বা সম্বন্ধজ্ঞান লভ্য হয়?

আপেক্ষিকতায় জড়ধর্ম্মবিচার যাহাদিগের তরলমতিকে উদ্বেলিত করে, সেই সকল শিশুজনোচিত বিচারের অপনোদন-কল্পে যাজ্ঞিপাদ হইতে ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের বিচার-প্রণালী-দ্বারা বস্তুগত-জ্ঞানের অমঙ্গল বিদূরিত করিয়াছেন। *

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি, সকল অমঙ্গল ও ত্রিতাপ-বিনাশের কারণ বলিয়া বেদান্তের সাধনপাদোক্ত প্রশ্ন-মীমাংসারূপে ফলপাদবর্ণনে পরমাত্ম-ভক্তি-প্রভাব-বিস্তার-ছলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিচার-রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যাত্মিকের সবিশেষ-বিচার-স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় ভাগবত-ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের চতুর্থাবস্থান-তাৎপর্য্য

ভগবদ্‌বস্তুর অনুশীলনের অভাবে মুক্তাভিমানী বদ্ধজীবের কল্পনা ভগবন্মায়া-বিমূঢ় হইয়া যে-সকল মায়াধীশ মুক্তি বেদান্তসূত্রের বিকৃতার্থ-কল্পনা-পূর্ব্বক জীবকে মায়াবাদী সাজাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপ চতুর্থাবস্থানের উক্তি-চেতনাত্ম-চতুষ্টয়-দ্বারা বদ্ধজীবের তাদৃশ জড়বিচারশৃঙ্খল ছেদন-পূর্ব্বক চতুর্থ্যূঢ়-বিচারের সৌকর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম-কাম-ধাম ও শ্রীচৈতন্যদেব-বৈশিষ্ট্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

বদ্ধজীব-শ্রোতৃমণ্ডলীর বাস্তব-বক্তৃমণ্ডলীর কোন বাক্যই কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীনামৈশ্বর্য্য, শ্রীনাম-বদান্যতা, শ্রীনাম-রসঃ-সৌন্দর্য্য শ্রীনামাশ্রয়জ্ঞান-মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ নহে। ভগবন্নাম-রূপগুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-বাস্তবিক অপ্রাকৃত-বস্তু-জ্ঞান-বৈরাগ্য হইতে চিত্তের পরিশোধন আবশ্যক। সচ্চিদানন্দের মাধুর্য্যানুভূতি—অশুচিত্বের প্রাপ্য; তাহার বেদাংশ পরিহার-বিষয়ে সবিশেষবাদীর যুক্তিপ্রাবল্য, অধিরূঢ় মহাভাবের বন্যা, কৃষ্ণপ্রেম-নিষ্ঠার নৈরন্তর্য্যাদি জড়দেশকাল-পাত্রাদি হইতে জীবের বদ্ধধারণাকে বিমুক্ত করে। তখনই তাহার চতুর্দ্দশভুবনে ভজনীয় বস্তুর অনবস্থানত্ব, বিরজার ওপারস্থাবস্থায়ও ভজনীয় বস্তুর অনধিষ্ঠানত্ব, বিরজার অপর পারে বাস্তব-বস্তুতনুগতা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মগমে ভজনীয় বস্তুর পরিবর্ত্তনে বস্তুবিকারবাদের বিরোধের আবাহনের অকর্ম্মণ্যতা এবং তৎপরে পরব্যোমের কথায় ও তদূর্দ্ধার্দ্ধে অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠের উত্তরবৈশিষ্ট্যের ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব—এই সমস্ত বিচারগুলিই শ্রীধাম-নিরূপণে শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদত্বে সাযুজ্য লাভ করিয়া ধামগতি-পরাকাষ্ঠা-জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই বদ্ধজীবের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের ধামবিচারের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক।

বিবিধ বৈশিষ্ট্য-বিচার

বহিরন্তর-ভেদে বৈশিষ্ট্য দ্বিবিধ। আবার বহির্বৈশিষ্ট্য স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। বহির্বিচারত্যক্তঅন্তরবৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-ভেদে মুক্তি ও মুক্তি-পরাকাষ্ঠা-বিচারের

আবাহন করে। ভক্ত ও প্রেমা বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের অন্তবৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা-জ্ঞাপক।

দ্বিবিধ বহির্বৈশিষ্ট্য

জাগতিক বিচার-ধারায় বদ্ধজীবের বোধগম্য স্থূল ও সূক্ষ্মবিচারে যে-সকল উপদেশবাণী শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, তাহা অচিৎপরিণত জগতের স্থূল ও সূক্ষ্মবিচারপরায়ণ জ্ঞানিগণ সহজেই ধরিতে পারেন। কিন্তু অন্তর্বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ করিতে হইলে অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের অপরোক্ষানুভূতি, অধোক্ষজানুভূতি ও অপ্রাকৃতানুভূতির আবাহন করিতে হয়। প্রত্যক্ষবাদ ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানপর; স্বতঃসিদ্ধ-সম্বন্ধে উহার উপযোগিতা আছে। পরোক্ষ-বিচার প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনেক সময় সহায়তা করে এবং কোন কোন সময়ে প্রত্যক্ষবাদের অনুভূতির বিপরীতবিচারও প্রদর্শন করে। অপরোক্ষ-বিচার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদের অনুকূলে প্রারম্ভকালে সমর্থন করিলেও উত্তরকালে তদ্বৈষম্য প্রচার করে। এই অপরোক্ষবাদের দুইটি বিভাগ আছে,—এক প্রকার বিভাগ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-বিচারানুকূলে নির্বৈশিষ্ট্য-স্থাপন এবং অপর প্রকার—অন্তর্বিচার-বৈশিষ্ট্য-স্থাপন কেবল-চেতনোপযোগী বৈশিষ্ট্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিবিধ অন্তর্বৈশিষ্ট্য

নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মলোকের বিচারধারণা অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ নির্বিশেষবাদ শাস্ত্ররসের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। শান্তরস-প্রাবল্যে বিষয়-বিগ্রহ বৈকুণ্ঠনাথের নাম-গ্রহণ, রূপনাম-গ্রহণ, গুণ-নামগ্রহণ, পরিকরনাম-গ্রহণ ও লীলানাম-গ্রহণে ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিজ আশ্রয়-বিগ্রহগণ নিত্যকাল নিযুক্ত থাকেন। এই অন্তর্বৈশিষ্ট্যের উন্নত বিচার জীবের বহির্জগতের পঞ্চরসাশ্রিত বিচারকে অতিক্রম করিয়া গোলোক-স্থিত অধোক্ষজ-সেবার উন্মুখতা-সাধনে ব্যগ্র হওয়ায় গোলোকপতি দ্বিভুজবিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরসাধিকারে নিত্যভক্তগণ ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্যরসাশ্রিত।

শ্রীরূপ-প্রভুর বৈশিষ্ট্য-বিচার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরূপানুগ-গণের একমাত্র প্রভুবর শ্রীরূপপাদ—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্লোক-দ্বারা জগতে প্রভূতভাবে নিত্যাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়াছেন। তদনুসারে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীভক্তিবল্লভ গোস্বামী—

"প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে বো ধীনো দীন এব সঃ॥"

শ্লোকটি গাহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যসেবানুকরণকারিগণ এই বৈশিষ্ট্য সহজেই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অনুকরণকারিগণ উহা গ্রহণ করিতে বিমুখ হইয়া ভোগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

গত ৪ঠা ভাদ্র (১৩৪০), ২০শে আগষ্ট (১৯৩৩) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে গৌড়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি গুপ্তবেষণাময়ী তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই সভাস্থল শ্রোতৃবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠিক ৬টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সভা-স্থলে উপনীত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যের সম্মান জ্ঞাপন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয় ঘোষণা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটী সুসজ্জিত উচ্চ আসন রচিত হইয়াছিল; তিনি আসনে উপবেশন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহার গলদেশে একটী সুগন্ধী বিচিত্র পুষ্পমালা অর্পণ করেন।

অতঃপর 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদক শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বেদান্তরত্নপতি মহাশয় "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"

শ্রীতিটী এবং তাঁহার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র" শ্রীতিটী সুমধুর-করতাল সংযোগে গান করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, সকলের বসিবার স্থান হয় নাই। অনেকেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা-শ্রবণে এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অনেকেই দেড়-ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্লেশ পর্য্যন্ত সহ্য করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই বক্তৃতা স্থানান্তরে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইল।

বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় "হরিনাম ধরে কতবল"—শ্রীতিটী সুর-মান-তাল-সংযোগে অতি সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ঠাকুরের ভোগ-আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে সমবেত সকল পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

এই সভায় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা কিতীন্দ্রনাথ দেববাহাদুর, সলিসিটর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র, বার-এট-ল অধিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম, আর, এ, এস্, অধিবাসী ও কলিয়ারী মার্চ্চেণ্ট মিঃ জর্জ্জিট, সি, বানার্জ্জি; বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত (পুলিশ বিভাগের রেজিষ্ট্রার), চৌকরশির জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বঙ্গীয় আবগারী বিভাগের ডেপুটী কমিশনার), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, এডভোকেট শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এস্, সি, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট; শ্রীযুক্ত আশুনাথ বসু সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রেসিডেন্সি-ডিভিসন, ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

গত ২৬শে জুলাই বেলা ৪ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকত্রয় গ্রেটব্রিটেনের সেণ্ট্রাল হিন্দু-সসাইটির অভ্যর্থনা-সমিতিতে যোগদান করেন। তথায় আলোয়ারের মহারাজ ও মর্ভির মহারাজ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা হয়। শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ওর্জ্জর দেশীয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাসের সহধর্ম্মিণীর সহিত এবং শ্রীযুক্ত বন মহারাজ ভারতের সহকারী সচিব মিঃ আর, বাট্‌লার ও বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যর হার্কার্ট বাট্‌লারের সহিত মঠের সম্বন্ধে আলাপ করেন।

আগামী নভেম্বর মাসে শ্রীযুত বন মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ দি প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ মহোদয়ের নিকট "পরমার্থ তত্ত্ব" কীর্ত্তনের নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করায় ভারতের সহকারী সচিব উহাতে স্বীকৃতি দিয়াছেন।

ঐ দিবস বেলা ৫টায় শ্রীযুত বন মহারাজ লর্ড ক্রেমের আহ্বানক্রমে লর্ড-সভায় উপস্থিত হন। তথায় ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা ভারতগবর্ণমেণ্ট গোপন করিতেছেন কি না, তদ্‌বিষয় লর্ড রেডিং কর্ত্তৃক আলোচিত হয়। বেলা ৫॥ টায় লর্ড-সভার বিশ্রাম-গৃহে লর্ড হ্যুয়েড মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথোপকথন করেন এবং মিশনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি আগামী নভেম্বর মাসে লর্ড-সভায় শ্রীযুত বন মহারাজের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সম্রাটের গৃহ-সচিব আর্ল অব্ ক্রমার লর্ড চেম্বারলেন মহোদয়ের সহিত শ্রীযুত বন মহারাজ সাক্ষাৎ করিবেন,

স্থির করিয়াছেন। আগামী নভেম্বর মাসে হাউস্ অব্ কমন্সে শ্রীযুত বন মহারাজের বক্তৃতা হইবে।

ইন্টারন্যাশনাল নিউ থট্ অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট মহাশয় ১৯নং ল্যান্কাষ্টার গেট্, লণ্ডন ডব্লিউ ২নং হইতে গত ২৬শে জুলাই (১৯৩৩) শ্রীযুত বন মহারাজের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

NEW THOUGHT ALLIANCE

(International).

94 Lancaster Gate,
London W. 2,
July 26th. 1933.

Dear Swami Bon.

I am delighted to know that your lecture was sent to India. A brief report of it will appear in New Thought (August-September issue), which I hope will please you.

Your address to us was much appreciated, and I do not think that the lack of freedom was noticeable. You managed to get a good deal into the time that was allotted to you, and I can certainly assure you that your hearers were interested. It must be difficult to speak in a strange land first of all ; but I trust that you will often speak over here.

Let me add that I also wish that we may meet in the near future when, I hope, we may have a chance of conversing together. I have been reading some of the books that you so kindly gave me. I shall be glad if you will let me hear how long I may keep it until you want it back.

With kind greetings to you and your good friends,

Yours sincerely,
Sd/-R. Dimsdale Stocker,
President,
Congress of the International New Thought Alliance in Great Britain.

(অনুবাদ)

আপনার বক্তৃতার বিষয় ভারতে প্রেরিত হইয়াছে জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের 'নিউ থট্' মাসিক পত্রিকায় বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অবশ্যই আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিবে।

আমাদের নিকট আপনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, উহা শ্রোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। উহাতে নির্ভীকতার কোন অভাব আমরা লক্ষ্য করি নাই। উহাতে স্বল্প সময়ে বহু কথার আবাহন দেখা গিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে শ্রোতৃবর্গ আপনার বক্তৃতা শুনিয়া ভগবৎ-কথায় কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়াছেন। প্রথম মুখেই ঐ সকল বিষয় বিদেশের লোকের নিকট বলা দুরূহ ব্যাপার। আশা করি, আপনি মধ্যে মধ্যে এখানে এরূপ বক্তৃতা দিবেন।

আরও আমার অভিপ্রায় এই যে, সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে আমাদের মধ্যে ঐ বিষয় কথোপকথন হইবার সুযোগ হয়। আপনার প্রদত্ত গ্রন্থগুলি আমি পড়িতেছি। আমি ঐ কয়েক গ্রন্থ কতদিনে পাঠ করিবার সুযোগ পাইব এবং কখন উহা প্রত্যর্পণ করিব, জানাইবেন। আপনার সহচর বন্ধুবর্গকে ও আপনাকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি।

(স্বাঃ)
আর, ডিম্‌স্‌ডেল ষ্টকার

গত ২৮শে জুলাই বেলা ৪৯ টায় কেন্‌স্টনহলে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুত বন মহারাজ আহূত হন। ঐ তারিখে Essex প্রদেশের অন্তর্গত থর্পেসের সেন্‌ব্রোক্-নগরে স্বামীজিকে গমন করিয়াছিলেন। এ স্থান লণ্ডন-সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীযুত বন মহারাজ ১০ আগষ্ট বেলা ১১-৪০ মিনিটের সময় লণ্ডন হইতে ১৭০ মাইল দূরে Gloucestershire-এ তারপর্শে নগরে আহূত হইয়াছেন। তিনি রেক্টারেণ্ড ডাঃ আর পি, ডড ও তৎপত্নীর গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিভক্তির কথা কয়দিন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর্কবিশপ অব্ ক্যাণ্টারবারি এই প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪০; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব

আমরা 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের কথা আলোচনা করিয়াছি। এবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মহা-মহোৎসবের কথা কিছু বলিব। যদিও উৎসব ও মহা-মহোৎসবের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ব্যবধানের রেখা-পাত নাই, তথাপি সাধারণ লোকের নিকট "মহা-মহোৎসব" শব্দটী যে তাৎপর্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে 'মহা-মহোৎসব' বলিতে কেবলমাত্র উৎসব বুঝায় না; উৎসবের সহিত যেন আরও কিছু বিশেষ সন্নিবিষ্টের সন্দেশ প্রদান করে। 'মহা-মহোৎসব' শব্দটীর আরও বিশেষত্ব এই যে, যেন ঐ শব্দের সঙ্গেই আমাদের প্রচলিত অভিজ্ঞান বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-পদ্ধের ভরপুর ভাব অনুভব করিয়া থাকে।

আমাদের সাধারণ ধারণা,—বৈষ্ণবগণ তুমুল সঙ্কীর্ত্তন কোঁদা করিবার পর অত্যধিক পিত্তবৃদ্ধি এবং কীর্ত্তন-ব্যায়ামের শ্রান্তি-প্রশমন ও অপনোদনের জন্য সকলে মিলিয়া যে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন, তাহাই "মহা-মহোৎসব"। মহা-মহোৎসবের কথা বলিলে সঙ্গে-সঙ্গেই "আমাদের মানস পরিকল্পনায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের (?) বিশিষ্ট মূর্ত্তিটী" যেমন চিত্তদর্পণে ফুটিয়া উঠে, তেমনি আনুষঙ্গিকভাবে মালপো, পেণ্ডোয়া, লাড্ডুবাবাজন এবং (প্রসঙ্গতঃ হইলেও) বুঁদিয়ার লাড্ডু, পুরি, কচুরি প্রভৃতির লোভজনক বৃত্তিগুলিও হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। তাই আমরা অনেক সময় আমাদের একঘেয়ে নিত্য ভোজের অভ্যস্ত মুখ বদলাইবার জন্য মহা-মহোৎসবের ভাগীদার হইতে চাই।

পশ্চিমদেশে এবং রামায়েৎ-সম্প্রদায়ে মহা-মহোৎসবকে "ভাণ্ডারা" বলে।

ভূরি ভোজনের পারিপাট্য সূচনা করিবার জন্য বঙ্গদেশে 'উৎসব' শব্দটীর পূর্ব্বে দুইটী 'মহা মহা' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, আর ঐ 'মহা-মহোৎসব' শব্দে কি কি রস-ভাবের ভাণ্ডার নিহিত রহিয়াছে, তাহা লইয়া যাঁহাদের বস্তিষ্ক আলোড়নের রোগাভ্যাস আছে, তাঁহারা তাহা স্বভাবতঃই করিবেন; তজ্জন্য প্রবন্ধ-প্রয়োজনার আবশ্যকতা নাই।

'মহামহোৎসব' শব্দটী ভাষার ক্রোড়ে ও বঙ্গসাহিত্যের বক্ষে যে সময় হইতেই আশ্রয় লেন, আমরা ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের দেবনীর মধ্যে ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণিত চিড়া-দধি-মহোৎসবের বর্ণনায় 'মহা-মহোৎসব' ও 'মহোৎসব' শব্দ-সমূহ পাই এবং 'শ্রীনরোত্তম-বিলাসে' খেতুরীর প্রসিদ্ধ মহোৎসবের বিবরণ পাঠ করি। শ্রীনিবাস-আচার্য্য-প্রভুর প্রচারের যুগে রেনেট ও গরাণ-হাটি কীর্ত্তনস্বর আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গভাষায় মহা-মহোৎসব-শব্দটির আবিষ্কার না হইলেও উহা সেই সময় বহুল প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণবের শুষ্ক আচারে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-আচারের প্রবল-যোগ লাগিলে উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্য মাদ্রাজ-মহা-মহোৎসব প্রভৃতি চিড়া-মহোৎসবের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মহা-মহোৎসবের প্রত্নতত্ত্ব যে ঐতিহাসিকতার গুহায়ই নিহিত থাকুক, 'মহা-মহোৎসব' শব্দটী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তথাকথিত রূপের ন্যায়ই বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিতে (অন্ততঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বুলাচার্য্যগণের প্রচারের কিছুকাল পূর্ব্বে) আমাদের হৃদয়ে যেমন ব্যভিচার, লাম্পট্য, অশিক্ষা, নীচ-জাতিত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি নিরাকার দোষ বা গুণ সাকার হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং আমরা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে সেই সকল দোষ বা গুণের সাকার প্রতীকের সহিত সাযুজ্য-লাভকেই "বৈষ্ণবের সিদ্ধি" বলিয়া মনে করি, তদ্রূপ ঋত্বিগজাতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া বৈষ্ণবগণের (?) একটি আনন্দ-ভোজন-বিশেষকেই আমরা মহা-মহোৎসব-রূপে মানস-পটে প্রতিফলিত দেখিয়া থাকি।

কিছুকাল পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের এই মহা-মহোৎসব ব্যাপারটি যে 'রূপ' লইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হইত, আধুনিক নানাপ্রকার সুবিধাবাদের চেষ্টায় তাহার সে রূপটি বোধ হয় খানিকটা বদলাইয়া থাকিবে। কিন্তু রূপ বদলাইলেও তাহার বিকৃত বদলায় নাই। কেহ কেহ এই মহা-মহোৎসব-ব্যাপারটিকে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের ভূমিকায় টানিয়া আনিয়া তাহার শ্রেষ্ঠাংশে শ্রীচৈতন্য-দেবকে আকর-প্রযোজক বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। কেহ কেহ বা 'মহামহোৎসব'কে বৈষ্ণব-আচারের 'গার্ডেন পার্টি' বা 'টি পার্টি' বলিয়াও ধারণা করেন। যাহা হউক, সুবিধাবাদের যুগে—সুবিধাবাদের চক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর বাহিরের যে কিছু রূপ আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, সেখানে রূপের ছলনায় বিকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী উৎসবকালে প্রত্যহ এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশন-উপলক্ষে বিশিষ্ট মহা-মহোৎসব হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু অনেকে ঐ সকল মহামহোৎসবের বিশিষ্টতা ভোজ্য-সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বেরোমিটার লাগাইয়া পরীক্ষা করি। আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের শেষে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে একটি সাধারণ মহামহোৎসবের বিজ্ঞাপনও পাইয়া থাকি। সাধারণের ভূমিকার বিশিষ্টতা নাই মনে করিয়া আমরা অনেকে হয় ত' আমাদিগকে বিশিষ্টতার দাবীর আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চাহি না। কেহ কেহ বা ঐরূপ সাধারণ মহোৎসবে পনিকের সহিত প্রমিক, আচার্য্যের সহিত নিঃস্ব সাযুজ্যলাভ করিয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশও করিয়া থাকি এবং এই সাধারণ উৎসবে নিঃস্বগণের স্থান রহিয়াছে দেখিয়া ইহাকে আমাদের পরিকল্পিত বিশিষ্ট মহা-মহোৎসব হইতেও অধিকতর প্রশংসা করি। যাহা হউক, মহা-মহোৎসব-সম্বন্ধে আমাদিগের সুবিধাবাদের চেষ্টা যাহাদের যতটা দামী, তাহারা ততটা বিশেষ বিশেষ রকমে গৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব ব্যাপারটি অধ্যয়ন করিয়া থাকি!

মহামহোৎসবের দুইটি অঙ্গ আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি,—একটি—সাধুমুখে হরিকথা-কীর্ত্তন-শ্রবণ আর একটি—প্রসাদ সেবন বা আমাদের অনুভূতি ও ধারণার "ভোজন"। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবের এই দুইটি অঙ্গের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমটিকে অর্থাৎ হরিকথা-কীর্ত্তন-

শ্রবণকে গৌণ এবং দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ ভোজন-ব্যাপারকে মুখ্য প্রয়োজন করিয়া লই। অর্থ-বিত্ত লাভ করিতে হইলে যেরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কষ্টকর কার্য্য স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ আমরা হয় ত' কেহ কেহ ভোজন-সুখরূপ মুখ্য ফল-লাভের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌড়ীয় মঠের হরিকথা-শ্রবণের কৃচ্ছ্রতা (?) বা অতৃপ্তিকর সাধন অবলম্বন করি এবং কতক্ষণে মুখ্য বিষয়লাভ হইবে, তজ্জন্য অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা পোষণ করিয়া থাকি—প্রার্থিত সিদ্ধি-লাভের পর কীর্ত্তন-প্রণালি (?) অনিচ্ছাকৃত অনিত্য (?) উপায়গুলিকে বিসর্জ্জন করিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচি!

মঠের মহামহোৎসবের দ্বিতীয় অঙ্গে যাঁহারা নিষ্ঠা-বিশিষ্ট বা ঐ অঙ্গটির মূল বিষয়কেই যাঁহারা ভাল করিয়া তাঁহাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিতে পারেন, তাঁহারা অনেক সময় মনে করিয়া থাকেন, মঠের মহামহোৎসবের প্রসাদের বৈচিত্র্যে যে রূপ প্রকাশিত, সেই রূপ মঠ-সেবক-গণের নিত্য উপভোগ্য, অর্থাৎ মঠ-সেবকগণ নিজেরা প্রতি-দিনই ভাল ভাল বিবিধ ভোজন করিয়া থাকেন এবং বছরে একমাস সেই সকল দ্রব্যের কিয়দংশ সাধারণকে ভোজন করান! এই অনুমানের বাস্তবতা কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট প্রশ্রয় বিস্তার করিতে পারে না; কারণ, যখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং আচার্য্যের সার্ব্বকালিক বাণীর মধ্যে শুনিতে পান যে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নিজস্ব সেবক-সম্প্রদায় মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ কঠরপূর্ত্তি তণ্ডুল, শাক-পত্রাদি সাধারণ উপকরণ ভগবৎপ্রসাদরূপে গ্রহণ করেন এবং যাহারা সর্ব্বদা অন্বেষা প্রভৃতি রাজকীয়-ভোজনে অভ্যস্ত, তাহাদিগকে উপেক্ষা না দিয়া সত্যকথা-শ্রবণে আকৃষ্ট করিবার জন্যই মহামহোৎসবে বিচিত্র ভোজ্যের ব্যবস্থা করেন—আবার যখন তাঁহারা আচার্য্যের বাণীর মধ্যে শুনিতে পান যে, তিনি যাঁহাদের আত্যন্তিক কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে শারীরিক লোভজনক খাদ্য প্রদানের দ্বারা বঞ্চিত না করিয়া অনাবৃত আত্মার লোভজনক আহারই প্রদান করেন, তখন সেই সত্যানু-সন্ধিৎসুগণ বুঝিতে পারেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবের দ্বিতীয় অঙ্গটি তাঁহাদের জন্যই প্রধানরূপে অনুষ্ঠিত—যাঁহারা এখনও শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তরে যাঁহারা প্রবিষ্টই তাঁহারা আচার্য্যের বাণী কর্ণপুটে পান করিয়া তাহা গ্রহণে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছেন, সুতরাং আত্মার স্বাস্থ্যসম্বর্দ্ধক আহার বা হরিকথা-শ্রবণে তাঁহাদেরই অধিক যোগ্যতা।

অতএব শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবের দ্বিতীয় অঙ্গটি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিজস্ব সেবকগণের জন্য নহে। নিজস্ব-সেবকগণের এই সময় আচার্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা-কীর্ত্তন-শ্রবণ বা প্রচার-প্রতিষ্ঠানের জন্য নানাভাবে সেবানুকূল্য চয়ন-রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোজে মাতোয়ারা হইবার জন্য। অনেকের হয় ত' এই সময়ে সম্বৎসরে একবার আচার্য্যের বাণী শ্রবণ বা আচার্য্যের পাদপদ্মের সাক্ষাৎ আনুগত্যে থাকিয়া বিবিধ সেবা করিবার সৌভাগ্য হয়, তাঁহাদের এই সময়ই বুদ্ধিমান্ গৃহস্থের ন্যায় সম্বৎসরের খাদ্য অর্থাৎ আত্মার আহার্য্য উপকরণ সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় এই সময় মহোৎসবের দ্বিতীয় অঙ্গকে মুখ্য প্রয়োজন করিয়া তুলিলে চেতনের প্রকৃত বাস্তবলাভে বঞ্চিত হইয়া ভক্তিকে ও অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হইবে। ভক্তিলতার বীজকে অঙ্কুরিত ও ভক্তিলতাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য গুরু-মুখ-বিনিঃসৃত বাণী-গঙ্গোত্রীধারা; যদি মরুভূমি-বিচরণকারী উটের ন্যায় এ সময়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া না রাখি, তাহা হইলে এই সংসার-মরুভূমিতে নানাপ্রকার মায়া-মরীচিকার ছলনার মধ্যে সম্বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতার বক্ষে—হরিকীর্ত্তন-হীন মরুর মধ্যে অন্ততঃ একমাসের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের যে মরূদ্যান উন্মুক্ত হয়, তাহা হইতে 'শান্ত উঠান' প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কর্ত্তব্য। তবে সুমিষ্ট বারিপূর্ণ-গঙ্গার তটে অবস্থিত আম্রবৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষ একত্রে পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া এবং একই গঙ্গার জল পান করিয়া যেরূপ কেহ তিক্তফল, কেহ বা সুমিষ্ট ফল প্রসব করে, তদ্রূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবের গঙ্গোত্রীর প্রস্রবণের মধ্যে উপস্থিত থাকিবার অভিনয় করিয়াও তাপাগুণে কেহ সাধারণ বহির্ম্মুখ-জনসঙ্ঘের তিক্ত-বৃত্তির সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন-পূর্ব্বক জাগতিক আহার ও উপকরণ-সংগ্রহেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন! আবার কেহ বা এই সময় আচার্য্যের বাণীগঙ্গার এক একটী বিন্দুর মধ্যে অসংখ্য সেবা-সিদ্ধান্ত-স্রোতস্বতীর আকর দেখিতে পাইয়া

তাহা আত্মার স্নেহোদ্বেলপুটে আহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবের মহাপ্রসাদ প্রপন্নজনকারি-স্বরূপ প্রকাশ করেন। আর তাঁহারা মহাপ্রসাদ-সেবায় ছলনায় ভূরিভোজনে প্রমত্ত না হইয়া যাহাতে তত্তৎকার্য্যে অভ্যস্ত, তাহাদিগকে ভক্তই সেই ভূমিকায় অংশটী সংরক্ষিত (reserved) করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মোৎসর্গ-প্রবণ ভুক্তি-সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কারণ, "ভূরিদ" নির্গুণের বৈকুণ্ঠগণের অকৃত্রিম পরোপকারই ব্রত। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই—শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচারই তাঁহাদের মহামহোৎসব।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

জীব যখন অনর্থাকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁহার 'স্বরূপে সদাকাল গোলোকেতে স্থিতি' 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই বাক্য অনুসারে গোলোকে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি হয়—কৃষ্ণদাস্য করাই একমাত্র কৃত্য হয়; তাহা হইলে মুক্তির পাঁচপ্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে কেন? আর যাঁহারা ঐ সকল মুক্তির অধিকারী, তাঁহাদের অবস্থান-সম্বন্ধেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? যথা সারূপ্যাদি মুক্তির অধিকারী জীবের বৈকুণ্ঠে সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী জীবের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি,—এরূপ উক্ত হয় কেন?

ঐ সকল মুক্তি এবং স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির কোন পার্থক্য আছে কি না? সারূপ্যাদি মুক্তি কি প্রকারে লভ্য হয়? ঐ সকল মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা কি করেন? 'কোটি-মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'—এই বাক্যানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায়, মুক্তজীব-মাত্রই কৃষ্ণভক্ত নহেন, সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণদাস্য করেন না; ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কৃত্য কি?

মুক্ত হইয়াও যাঁহারা কৃষ্ণদাস্য করেন না, তাঁহাদের নিশ্চয়ই গোলোকবাস হয় না; গোলোকে বাস না হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্বরূপে অবস্থানও সম্ভবপর নহে। যাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয় নাই, তাঁহার মুক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? ঐরূপ মুক্তজীবে ও বদ্ধজীবে পার্থক্য কি?

শ্রী···

কলিকাতা

উত্তর

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'

(ভাঃ ২।১০।৬)

শ্রীল স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—"অন্যথারূপম্ অবিদ্যাধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যা-দ্বারা অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে ব্রহ্মভূত-ভাবে অবস্থানই মুক্তি। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং হিত্বা। স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ, কেষাঞ্চিদ্ভগবৎপার্ষদরূপেণ চ, ব্যবস্থিতিরিতি"—অন্যথারূপ অর্থে—মায়িক স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়। তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ স্বরূপে অবস্থিতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্যের মধ্যে তাহা স্পষ্ট হয়।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

(গীতা ১৮।৫৩-৫৪)

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া নির্ম্মম এবং শান্ত পুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন। অর্থাৎ বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। অহঙ্কারাদিই অবিদ্যাধ্যস্ত অন্যথা

ওপের কার্য্য। সেই স্বরূপাবস্থান পরিত্যক্ত হইলে জড়বন্ধন ভক্ত ভোগ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুদ্ধজীব প্রসন্নাত্মা ও সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। ইহারই নাম—বিরজাস্নান। যাঁহারা স্বরূপাবস্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাতে (কৃষ্ণে) পরা ভক্তি লাভ করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। গীতার এই বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, স্বরূপাবস্থান পরিত্যাগের পর পরা ভক্তিই আশ্রয়নীয়া। নতুবা স্বরূপাবস্থান হয় না, স্বরূপ হইতে অধঃপতিত হইয়া যাইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোক (ভাঃ ১০।২।৩২) ও

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্ভক্তিস্তদবস্থাপকো ভগবত্যপরাধিনঃ

(বামনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট বচন)

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

—প্রভৃতি অনন্যা প্রমাণ পরা ভক্তি লাভ-ব্যতীত জীবের স্বরূপাবস্থান বা মুক্তি নাই, ইহাই জানাইয়াছেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভেই জানাইয়াছেন যে, অন্যাভিলাষ অর্থাৎ একমাত্র অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা-সুখাভিলাষ ভিন্ন অন্য যে-কোন অভিলাষ, নির্ব্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান এবং কর্ম্মাদিতে উক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃত অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সামীপ্য যদি নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহা অন্যাভিলাষ-মাত্র; তাহা সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পণরূপ ভক্তি নহে। পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ও প্রতিবন্ধ ব্যবধান-রহিতা যে সেবাবৃত্তি, তাহারই নাম ভক্তি; সেইরূপ ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলেই স্বরূপে অবস্থান হয়, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ ১ম লহরী ১১শ সংখ্যাধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় ৩।২৯।১৩ শ্লোক)

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল আমি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা আমার (বিষ্ণুর) সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া একমাত্র তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—ভক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা "মোক্ষলঘুতাকৃৎ"—মোক্ষের লঘুতাকারিণী। সুতরাং যাহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি কামনা করিলেন, তাঁহাদের ভক্তি কোথায়? 'ভক্তি' অর্থাৎ কেবল-মাত্র হরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা না হইলে মুক্তাভিমানে জীবের অধঃপতন অনিবার্য্য।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জানাইয়াছেন,—

"মুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫

—হৃদয়ে যে-কাল পর্য্যন্ত মুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচী বর্ত্তমান থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

মৎ সেবয়া প্রতীতা হে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিদ্রুতম্॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিক-ফলে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালকোভ্য স্বর্গাদির কথা কি!

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন, যে-সকল সাধু ধীর পুরুষ আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কোন-প্রকার অন্যাভিলাষ পোষণ করেন না। অধিক আমি যদি তাঁহাদিগকে অপুনর্ভব মুক্তিও দেই, তথাপি তাঁহারা তাহা বাঞ্ছা করেন না।

যুক্তো বন্ধমুক্তের যথৎ
যথা মোচিতো ভক্তিভাজৌ কুতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।৩৯ ধৃত পদ্মপুরাণ কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য-বচন)

হে দামোদর! একদিন আপনি দধিভাণ্ড-স্ফোটন-লীলা প্রকাশ করিলে যশোদা রজ্জু-দ্বারা আপনাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন; সেই সময় কুবেরের পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব নামের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যমলার্জুন নামক বৃক্ষরূপে গোকুলে বাস করিতেছিলেন। আপনি যেরূপ তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া ভক্তিভাজন করিয়াছেন, সেরূপ আমাকেও প্রেমভক্তি প্রদান করুন, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই।

শ্রীহনুমান বলিয়াছিলেন,—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লহরীধৃত প্রসিদ্ধ হনুমদ্বাক্য)

হে নাথ, যাহাতে আপনি প্রভু এবং আমি দাস—এরূপ পক্ষ বিলুপ্ত হয়, তাহা যদি (আপাত) ভববন্ধনচ্ছেদনকারী মোক্ষও হয়, তথাপি আমি তাহা চাহি না।

এই সকল বাক্য হইতে জানা যায় যে, নিত্যা ভক্তি-ব্যতীত অন্যরূপ পরিত্যাগ বা স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি-প্রসঙ্গ নাই এবং সেরূপ মুক্তির কোন স্থিরতাও নাই। তাহা অধঃপতনের জননী এবং আত্মবিনাশের সেতু। এজন্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (৭ম সংখ্যায়) জানাইয়াছেন,—

"যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বাত্মন্যনাদ্যৌপনিষদেঽনিমিত্তে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো, নানাগতি-নিদিত্সাবিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনহারেণ যদা হি মহাপুরুষপ্রসঙ্গঃ" (ভাঃ ৪।২৯।১৯-২০) ইতি ৫ম স্কন্ধপঞ্চমাধ্যায়েন অপবর্গো ভক্তিঃ, তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে,—

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

মহাপ্রলয়েও তাঁহার (শ্রীভগবানের) রূপ ও গুণের অনস্তিত্ব ঘটে না এবং প্রাকৃত-ভক্তের মত তাঁহার লয় নাই। তিনি পরমাত্মা ও ভজনীয়ের পরমোৎকর্ষ। যিনি মহাপুরুষের বিশেষ সঙ্গ-প্রভাবে নানাগতি-নিদানরূপ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুক ভক্তিযোগ-লক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিবেন। এই পঞ্চম-স্কন্ধোক্ত পন্থানুসারে অপবর্গই ভক্তিরূপে কথিত হইয়াছে। আরও স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি **নিশ্চলা সেবাই মুক্তিশব্দবাচ্য**। যেহেতু হে হরে, হে বিষ্ণো, মুক্তগণই কেবল তোমার ভক্ত। তাহা হইলে উক্ত রীতি-অনুসারে **ভক্তি-সম্পাদনই অপবর্গের স্বরূপ** জানা যাইতেছে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" পূর্ব্ব ২য় লহরীতে সালোক্যাদি মুক্তি-বিষয়ে ভক্তভক্তগণের নিস্পৃহার কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈলোক্য মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিতথাপাত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥
মুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদিবিধা তত্র নাদ্যা সেবানুগাং যতঃ॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যযুক্ত একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দভক্তজানলাঃ।
যেষাং শ্রীল-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধাস্তত্তদ্ভেদেঽপি শ্রীল-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৮-৩২)

যদিও পূর্ব্ব-লিখিত উদ্ধরণ-সমূহে পঞ্চবিধ মুক্তিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই উচিত সিদ্ধান্তিত হইল, তথাপি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিনী নহে, কিন্তু কোন কোন অংশে তাহার বিরোধ আছে। অর্থাৎ সালোক্যাদিরূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথম—তত্রোক্তাদি-গুলভ সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে প্রধানরূপে যাহা এবং দ্বিতীয়—প্রেমস্বভাব-সুলভ সেবাই একান্ত স্পৃহনীয়। এজন্য সেবা-সর্ব্বস্ব-সুকৃতিগণ ঐ প্রথমোক্ত ব্যাপারটিকেই প্রতিকূল বলিয়া জানেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র প্রেম-ভক্তিমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা হরির ঐকান্তিক অনুরাগী, সেইরূপ অহৈতুক ভক্তগণ কখনও সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিও স্বীকার করেন না।

আনুষঙ্গিকভাবে প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় এবং তদ্গত সুখৈশ্বর্য্যাদিও যাঁহারা অপেক্ষা করেন না, এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীগোকুলেন্দ্রের পাদপদ্ম যাঁহাদের চিত্তহরণ করিয়াছে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের (উপলক্ষণে দ্বারকানাথের—শ্রীজীব) প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ এবং গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে; যেহেতু ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন প্রেমরসের ইহাই স্বভাব।

তাৎপর্য্য এই যে, অপুনর্ভবকামনামূলে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ, ভগবল্লোকে বাস, ভগবানের সমান রূপ-লাভ ভগবানের সমীপে বাস প্রভৃতি **আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছায়** (কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সহিত) **যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের স্বরূপে অবস্থিতি হয় না**; যদি ঐ প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই প্রধান হয়, তাহা হইলে **তাঁহারা অধঃপতিত হইয়া যান।** আর যাঁহারা ভগবৎস্বরূপেরই একমাত্র সেবা (শ্রীনারায়ণ, শ্রীদ্বারকানাথ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি ভগবৎস্বরূপের) কামনা করেন—সালোক্যাদি মুক্তির কোনরূপ বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন না, তাঁহাদের সেবৈক-লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে আনুষঙ্গিক ও গৌণভাবে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এখানে বলেন, এইরূপ আনুষঙ্গিক চতুর্ব্বিধ মুক্তি ছায়ালক্ষের ন্যায় করতলগত হইলেও সেবাসর্ব্বস্ব ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। যাঁহারা নিত্য সেবৈকপ্রাপ্তিলক্ষ্য হইয়া আনুষঙ্গিকভাবে চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বক্ষণ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা বিশ্রম্ভভাবে কৃষ্ণসেবা করেন না. কৃষ্ণের যে-কোন অবতারের একমাত্র সেবা করাই যাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহারা সকলেই স্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের সেবা করিতেছেন; কিন্তু বিশ্রম্ভভাবে অর্থাৎ বিশ্রম্ভ-দাস্য, বিশ্রম্ভ-সখ্য, বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য ও পরমচমৎকারময় মধুর-ভাবে তাঁহারা কৃষ্ণসেবা করিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ ও নারায়ণে, গোলোক ও বৈকুণ্ঠধামে, কৃষ্ণসেবা ও নারায়ণ-সেবায় ভেদবুদ্ধি হইতে উপরি-উক্ত প্রশ্নরাজি উদিত হইয়াছে। এই প্রকার ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণকে বা তাঁহার কোন অবতারকে অনাবৃত আত্মার বল, স্বভাব বা বৃত্তিতে সেবা করিলেই সেই সেবকের স্বরূপে অবস্থান ও বৈকুণ্ঠে স্থিতি হয়; কিন্তু বিশ্রম্ভভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে স্বাভাবিক প্রেমময় কৃষ্ণ-সেবা-ব্যতীত **সর্ব্বাঙ্গীন সেবা** হয় না।

"সিদ্ধরূপাশ্রিতীভূতমাত্মবদ্ভিক্তয়া প্রাপ্তমপি সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং তদ্গতসুখৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অতঃ সাক্ষাৎ-তদীয়সেবয়ৈব পুনর্লব্ধস্বরূপানন্দাঃ।"

(শ্রীল জীবপাদের দুর্গমসঙ্গমনী ২য় লহরী ৩০ সংখ্যা)

অতএব কি জীবমুক্তি, কি ব্রহ্মসিদ্ধি,—উভয় দশাই একমাত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাবতারের সেবৈকলক্ষ্য হইলেই তদ্বৎ মুক্তিপ্রসঙ্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"ইহা যত্র নিরেদ্যান্তে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাবস্থাসাবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে"॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।৮৩)

কোন কালেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে স্বরূপাবস্থিতি নাই পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাতেই জীবন্মুক্তি।

'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি'—এই পদটী কোন কোন বিচারে জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। কারণ, ইহার পূর্ব্বপর সঙ্গতি বিচার করিলে দেখা যায়, উক্ত 'সবার'

পদটি কেবল বিষ্ণুতত্ত্বের নামের প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। ঐ পদের পূর্ব ও পরবর্তী চরণগুলি এই :—

বৈত্যারি বারিকানাথ ধাত্রিত্রা-ভঞ্জন
দশমের দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ।
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণী করমার পতি॥
বাসুদেব, প্রদ্যুম্নাদি চতুর্ব্যূহ-সঙ্গ।
মহৈশ্বর্যপূর্ণ তাঁরে বিদায় করহ॥

গোলোক-বিহারী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই সকল বিষ্ণুতত্ত্ব, ইহাই উক্তপদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই উক্তিটি স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব কিম্বা মুক্ত বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব—যাঁহার সম্বন্ধেই বলা হউক না কেন, উহার তাৎপর্যে বুঝা যায় যে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণই সেব্য। গোলোকের নিম্নাধি বৈকুণ্ঠ, সেখানে ঐশ্বর্য-প্রকাশ স্বাংশতত্ত্বগণ এবং তদ্বৎ বিষ্ণুতত্ত্বের নিজ-নিজ বৈকুণ্ঠে তত্তৎ সেবকগণ বিরাজিত আছেন; কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনা না করিয়া একমাত্র হরির সেবাই কামনা করেন বলিয়া তাঁহারা সকলেই মুক্ত। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম, সেখানেই সাযুজ্যের অধিকারী একলাভ হইয়া মুক্তির যাচিতার সাধন করেন।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু তাঁহাকে সাযুজ্যের অধিকারী বলে করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের "বেদ্যেঽবিলাঙ্কে" শ্লোকানুসারে অধঃপতিত হইয়া যান।

বিমুগ্ধ-মোহন-অবতার শ্রীশঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী কিংবা কোনও না কোনও রূপে নির্বিশেষ মতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন আধুনিক যে-সকল ব্যক্তি রাবণ, হিরণ্য-কশিপু, হিরণ্যাক্ষ, কংস প্রভৃতি বিষ্ণুপ্রতিযোগী অসুর-গণকে আদর্শ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য শ্রীনাম-রূপাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তিকে বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কিন্তু বিষ্ণুর হস্তে নিধনরূপ সাযুজ্যপ্রাপ্তি লাভও হয়না। কেন না, ঐ সকল অসুরের ন্যায় তীব্রতা ইহাদের নাই। তাঁহারা কেবল ঐ সকল বিষ্ণুদ্বেষী অসুরগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই অধঃপতিত হইয়া থাকেন। রাবণ-কংসাদি অসুর-গণের সাক্ষাৎ ভগবানের অবতরণ-সময়ে অভ্যুদয় হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের বিষ্ণু হস্তে নিধন এবং তদ্দ্বারা কোন সুখাদি-ভোগার্থ উচ্চগতি বা সাযুজ্যগতি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল অসুরের আদর্শ অনুসরণকারী পরবর্তী ব্যক্তিগণের তাহাও সম্ভব হয় না।

ব্রহ্মণ্যে লয়ং যান্তি প্রাবেশ ত্রিপথো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সাযুজ্যাভাসং যজ্ঞন্তি তৎসুখে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৩৭)

হরির পক্ষগণ প্রায়ই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ সাযুজ্যাভাস লাভ করিয়া সেই ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য-জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাঁতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩য় ১৭-১৮)

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ ২০৩)

নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ৩৮)

কৃষ্ণের বিগ্রহ সেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁ'র সনে॥
সেই দুইএর হয় ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তাঁ'র মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি॥

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে অকের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাহুরে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৪-২৬৯)

শ্রীবড়ু ঠাকুর

[এক]

বাঙ্গালার এক সুপ্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক বাঙ্গালীজাতি যেরূপ চালাকি করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কাছে কোন গভীর বিষয় বলিতে বা কোন শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। আমাদের একসময়ে গৌরবের দিন ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে ইহার কোন ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম, দ্রোণ ও ভীমার্জ্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধুলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুতুলনাচ দেখায়।"

সাধারণ সাহিত্যিকের এই কথার মর্ম্ম লইয়া আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য—বর্ত্তমানে যাঁহারা স্ব-স্ব ভোগ-সাধক মতলবের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে প্রাচীন বা আধুনিক মহাপুরুষগণের নজির দেখাইয়া প্রকৃত সৎ-সিদ্ধান্তের সৌধকে ভূমিসাৎ করিতে চাহেন, সেই সকল প্রাকৃত ব্যক্তির নিকট প্রাকৃত সাহিত্যিকের উপদেশটি প্রমাণরূপে উপস্থিত করা।

[দুই]

'সুরধুনী' নদীর বিশাল বক্ষ শুষ্ক হইয়া গেলেও ইতিহাসে ইহার পুরাতনী 'সুজলা', 'সুফলা' মূর্ত্তিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই সরস্বতী পুরাতন সময়ে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর ও নগর ছিল। এই নগরের নিকটেই কুরুপুর গ্রাম, মাইল দক্ষিণে চলিতে চলিতে এক গণ্ডগ্রাম হয়। ঐ গ্রামের নাম 'ভেদো' বা 'ভদ্রা'। সেই সাধারণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজিত বিগ্রহের নাম—শ্রীমদনগোপাল। বর্ত্তমানে সুন্দর বিগ্রহ জনৈক ব্রাহ্মণের পূজারিত্বে, শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবিত না হইবার কি রহস্য তাহা সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই।

[তিন]

প্রভুর সমসাময়িক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি জাতিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি যে জাতিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জাতি অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বা পঞ্চম জাতি বলিয়া হিন্দু-সমাজে চির-পরিচিত। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে "বড়ু ঠাকুর" বলিয়া বৈষ্ণবোচিত শ্রদ্ধা প্রদান করিয়াছেন।

বড়ুঠাকুর বাহ্যদর্শনে সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি হরি-সেবার সহায়কারিণী পত্নীর সহিত বাস করিতেন—তিনি গৃহস্থ ছিলেন। এক দিন বড়ুঠাকুর তাঁহার গৃহে সহ-ধর্ম্মিণীর সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের নিত্যারাধ্য হয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতিখুড়া এবং মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্ত, আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত শ্রীকালিদাস কিছু আত্মজন ভেট লইয়া শ্রীবড়ুঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবড়ুঠাকুর ও তৎসহধর্ম্মিণীর শ্রীচরণ-বন্দনা, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করিলেন।

কালিদাস ও বড়ুঠাকুর উভয়ে কিছুক্ষণ পরস্পর ইষ্ট-গোষ্ঠী (হরিকথা আলোচনা) করিলেন। পরে বড়ুঠাকুর কালিদাসকে দৈন্য-সহকারে জানাইলেন, "আমি নীচজাতি, আর আপনি সর্ব্বোত্তম অতিথি, আপনাকে কি প্রকারে সেবা করিব? যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণের গৃহে আমি কিছু তণ্ডুল প্রদান করিয়া তথায় আপনার প্রসাদ-সম্মানের ব্যবস্থা করি।"

কালিদাস কহিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে কৃপা করুন। আমি অত্যন্ত পতিত পামর। আপনার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও আপনার শ্রীচরণ-দর্শনের জন্যই আপনার গৃহে আসিয়াছি এবং আপনার বাণী শ্রবণ ও শ্রীচরণ দর্শন করিয়া পবিত্র ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমার জীবন সফল ও ধন্য হইয়াছে। কিন্তু আমার একটি বাঞ্ছা আছে, যদি আপনি কৃপা করিয়া সেই বাঞ্ছা পূরণ করেন,—

"পাদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর।"

আমাকে আপনার শ্রীচরণযুগলের ধূলি দান করুন এবং আপনার পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করুন।"

কালিদাসের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবড়ুঠাকুর দৈন্য-সহকারে বলিলেন, "আপনার মুখে এরূপ

কথা শোভা পায় না। আপনি সুসজ্জন ও আভিজাত্য-সম্পন্ন; আমি অত্যন্ত নীচজাতি।"

কালিদাস তখন কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বড়ু ঠাকুরকে শুনাইলেন। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-শ্রবণ এবং কালিদাসের বৈষ্ণব-চরিত্র-দর্শনে শ্রীবড়ু ঠাকুরের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল। কালিদাস তখন উচ্চকণ্ঠে শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন,—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
(ইতিহাস-সমুচ্চয়)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।১০ম শ্লোক)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(ভা ৩।৩৩।৭ম শ্লোক)

চতুর্ব্বেদপাঠী (চৌবে ব্রাহ্মণ) হইলেও অভক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয় নহে। আর কুক্কুর-ভোজী চণ্ডালের কুলে অবতীর্ণ ব্যক্তি ভক্ত হইলে তিনি আমার পরম প্রিয়। সেইরূপ ব্যক্তিকেই দান করিতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ সেরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গেই ছয় প্রকার সঙ্গ * করিতে হইবে। আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেরূপই পূজ্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এরূপ কুক্কুরভোজী চণ্ডালের কুলে আবির্ভূত ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কেননা, তিনি নিজকুল পবিত্র করেন, আর প্রচুর আভিজাত্য-গৌরব-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না। হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচকুলে অবতীর্ণ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই যাবতীয় তপস্যা সমাধা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অধিকারোচিত যাবতীয় হোম পূর্ণ পূর্ব্ব জন্মেই সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত তীর্থ-স্নান পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সমাপন করিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃত সদাচারী আর্য্য—তাঁহারাই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

কালিদাসের মুখে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীবড়ু-ঠাকুর বলিলেন, "শাস্ত্রের এই বাণী পরম সত্য; যাঁহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি আছে, তিনি 'নীচ' নহেন; কিন্তু আমার কৃষ্ণভক্তি নাই; তাই আমার নীচজাতিত্ব দূর হয় নাই, অপর বৈষ্ণব তাহা নহেন।"

কালিদাস শ্রীবড়ু ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বড়ু ঠাকুর কিছুদূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিয়া তাঁহাকে পথে পৌঁছাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিলেন।

[ভোজন]

এদিকে কালিদাস বড়ুঠাকুরকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পথে যে-যে স্থানে শ্রীবড়ু ঠাকুরের চরণ-চিহ্ন পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতে ধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন এবং বড়ু ঠাকুরের পথের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

বড়ু ঠাকুর ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া [illegible] উপহার আম্রফল দেখিতে পাইলেন। [illegible] তুলসী প্রভৃতি দ্বারা নিবেদনের বিধিমতে [illegible] মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে আম্রফল অর্পণ করি[illegible] সহধর্ম্মিণী বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেই আম্রে ঠাকুরের হস্তে আম্রফল প্রদান করিলেন। চুষিয়া চুষিয়া সেবন করিতে লাগিলেন। [illegible] একটি কলার খোলে রাখিয়া [illegible] সম্মান করাইয়া বড়ু ঠাকুরের [illegible] উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। অনন্তর [illegible] করিয়া ঠাকুরের গৃহিণী ঐ [illegible] দেলিয়া দিলেন।

[পাঁ[illegible]]

বড়ুঠাকুর ইতঃপূর্ব্বে কো[illegible] প্রসাদের ব্যবস্থা করিবার কথা [illegible]

* স্বয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে তথা।
ভুক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।
(উপদেশামৃত)

তাহা স্মরণ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসাদ পাইলে তাঁহার আত্ম-ভোগ এবং বৈষ্ণবকে নীচকুলে উদ্ভূত, অস্পৃশ্য বলিয়া বিচারের অপরাধ হইবে জানিয়া তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এখন তাঁহার প্রকৃত প্রসাদ-প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আস্তাকুড়ে শ্রীঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আম্রের যে-সকল চোষা-আঁটি ও বাকল ফেলিয়া দিয়াছেন, কালিদাস সেই সকল আহরণ-পূর্ব্বক সেই মহা-মহা প্রসাদ সন্ধান করিতে করিতে আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকিলেন।

[ছয়]

পাঠক, এখানে আমাদের মনে যুগপৎ অনেক সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব-বর শ্রীকালিদাস আমাদের সেই সংশয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। আমরা অনেক সময় আত্মভোগের জন্য প্রসাদের ভক্ত সাজিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে আমাদের অপ্রাকৃত প্রসাদে সেবাবুদ্ধি নাই, আমরা আত্মভোগস্পৃহা বা জিহ্বা-লাম্পট্য-কেই ভক্তির সজ্জায় প্রসাদ সাজাইয়া থাকি। শ্রীকালিদাস তাঁহার আদর্শে দেখাইলেন,—যে ব্যক্তি প্রকৃত গুরুবৈষ্ণব গ্রহণ করেন না, তাঁহা যদি নানাপ্রকার নৈবেদ্যের মুদ্রা এবং অর্চ্চনের বিধি-অনুসারে বাহ্যদৃষ্টিতে তুলসী প্রভৃতি সংযোগেও শ্রীবিগ্রহের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ আছে। কিন্তু বৈষ্ণব যবনকুলে বা অস্পৃশ্য-ছুঁইমারি-কুলেই আবির্ভূত হউন, তিনি বাহ্যদর্শনে পুরুষ বা স্ত্রীই হউন, তিনি গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীই হউন, তিনি নৈবেদ্যের বিধি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ নিবেদন করুন, আর না-ই করুন, অকৃত্রিম অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবক—বৈষ্ণব যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই স্থনিশ্চিতরূপে ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে হইবে, কারণ ভগবানের বাণী—

"ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি সর্ব্বদা"

হে ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের রসনার অগ্রেই রস গ্রহণ করিয়া থাকি।

এখানে কালিদাসের এই আদর্শে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অনেক সময় আমরা ভূরি ভোজন ও উত্তম ভোজনের জন্য মহামহাপ্রসাদের দোহাই দিয়া জিহ্বা-লাম্পট্য চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি। কিন্তু কালিদাস আস্তাকুড় হইতে যে চোষা আঁটি ও চোষা আকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বা ভূরি ভোজ্যদ্রব্য কিছু অবশেষ ছিল না; ইহা দ্বারাও শ্রীকালিদাস প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন,—যত কিছু সারভাগটি, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ভোগেই প্রদান করিতে হইবে। পরে, যাহা, যি তাঁহাদেরই ভোগে লাগাইতে হইবে, আমরা তাঁহাদের দ্বারা নিষেবিত, অবশিষ্ট স্বল্প দ্রব্য মহামহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনের জন্য জীবন ধারণ করিব। "সার-ভাগ গ্রহণ না করিলে আমার শরীর টিকিবে কি প্রকারে" —এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিও অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের হৃদয়ে উদিত হয় বলিয়াই বৈষ্ণব-বর কালিদাসের এই শিক্ষাবিস্তার। দুর্ব্বুদ্ধি-তাড়িত আমরা বুঝিতে পারি না, ভাল খাইলে, ভাল পরিলে আমাদের যে শরীর পুষ্ট হইবে, তাহার ফল মায়ার দাসত্বই চুষিয়া খাইয়া ফেলিবে। যাহাদের ঐরূপ বুদ্ধি দূরীভূত হয় নাই, তাহারা শরীর-পুষ্টির ফলকে কখনও ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিতে পারে না। অনুক্ষণ অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যদি উত্তম সারবান্‌বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক আসক্তি থাকে না; তাঁহারা অনর্থযুক্ত আমাদের মত কৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রসাদের দ্বারা ভোগের শরীর পোষণ করাইতে চাহেন না। তাঁহাদের বিচার,—প্রসাদকে আমরা ভোজন করিতে পারি না। প্রসাদ আমাদিগকে ভোজন করেন ও করিবেন। ভগবৎ-প্রসাদ—মহামহাপ্রসাদ যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত উত্তম উত্তম প্রসাদ-সেবনে অধিকারী।

[সাত]

শ্রীঠাকুর ও শ্রীকালিদাসের আদর্শ হইতে আধুনিক সুবিধাবাদি-সম্প্রদায় হয় ত' আর একটি ভোগের নূতন অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। এজন্য এখানে উহার প্রতিষেধক কয়েকটি কথা বলা উচিত। যাহারা প্রকৃত "হরিজন"-শব্দের তাৎপর্য্যকে বিকৃত করিবার পক্ষপাতী এবং জাগতিক সুবিধাবাদী, তাহারা হয় ত' বলিবেন,—আভিজাত্য-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কালিদাস যখন হাড়ির এঁটো খাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুও আধুনিক অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের একজন প্রবর্ত্তক বা সমর্থক! কিন্তু এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভোগবুদ্ধি-মূলক অজ্ঞতাপ্রসূত। কালিদাস বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন ভক্ত কোনদিন কোন হাড়ি, যবন কিম্বা বহির্ম্মুখ লৌক

ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার বা স্পৃশ্যতার বিচার করেন নাই, অথবা নীচকুলে জাত ব্যক্তিগণকেও 'হরিজন' বলেন নাই। বস্তুতঃকুরই প্রকৃত অপ্রাকৃত-হরিজন, আর আভিজাত্য-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীকালিদাস—ইঁহারাও নিত্য অপ্রাকৃত হরিজন। কালিদাস যদি কড়ুঠাকুরকে ভূঁইমালি বলিয়া তাঁহার বা তাঁহার পত্নীর উচ্ছিষ্ট কিংবা স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন, অথবা গৃহস্থলীলাভিনয়কারী, ব্রাহ্মণকুল-শিরোমণি-গণের অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু যদি শান্তিপুরে নিজগৃহে ঠাকুর হরিদাসকে 'যবন' হরিজন ?) মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে একপংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, তাহা হইলে আধুনিক অপরাধের সুবিধাবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইত। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ কোন অপরাধের বা জাগতিক সুবিধার বিন্দুমাত্র প্রশ্রয়ের আদর্শ স্থাপন করেন নাই, তাঁহারা "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং"—ভগবানের আদিষ্ট এই বৈষ্ণব-বিচারে তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত হরিজন-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ জাতি-বুদ্ধি-রহিত হইয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজনের অনুকূল বহুবিধ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশে ঐ প্রকার আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ—মহাপ্রভুর ভক্তগণের আদর্শ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের এই সুবিচারপূর্ণ সদাচার মানবজাতি যেদিন গ্রহণ করিবে, সেইদিন এই বিশ্বের সকল অমীমাংসা জটিল সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যাইবে, তাই আমরা প্রাকৃতসাহিত্যিকের ভাষায় পুনরুল্লেখ করিয়া বলি,—প্রকৃত বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ গৌড়ীয় মঠের প্রচার প্রাচীন মহাজনগণকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধূলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুতুল-নাচ দেখান নহে, তাঁহারা যে-সকল মহাজনের পাদুকা বহন করেন, তাঁহারা নিত্য, জীবন্ত, অপ্রাকৃত আদর্শ। অতীত, বর্ত্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ সেই জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদিগকে মৃত্যুর রাজ্য হইতে বাস্তব চিন্বিলাসবিচিত্রতাময় অমৃতের রাজ্যে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

গত ২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটি সজ্জন ও বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত বিরাট্ সভায় "The Vedanta : its Morphology and Ontology" অর্থাৎ "বেদান্ত, তাহার রূপ-বিচার ও তত্ত্ব-বিচার," সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

নাট্যমন্দিরটী সভা-উপলক্ষে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র, পতাকা, পত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই নাট্যমন্দিরটি শুভ্রবস্ত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় অনেককেই কষ্টস্বীকার-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া সভা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ সভায় উপস্থিত হইলে সভার সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যোচিত সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে মহোপদেশক শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং সভার সজ্জন-মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বেদান্ত-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ শ্রবণ করিবার জন্য সকলকে নিবেদন জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বলিখিত ও মুদ্রিকাকারে মুদ্রিত উপরি-উক্ত বিষয়টী পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইংরাজী অভিভাষণটী সমাপ্ত হইবার পরে সভার পক্ষ হইতে কলিকাতাবাসী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে সবিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বলেন,—"সভায় এখন বহু নরনারী আছেন,

যাঁহারা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। অতএব এরূপ মহতী সভায় আসিয়া বেদান্ত-সম্বন্ধে তাঁহারা কোন শিক্ষাই লাভ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এমতাবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ যদি সহজ ও সরল বাঙ্গালা ভাষায় অত্যকার ইংরাজী বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে অনেকের প্রভূত উপকার হইতে পারে।" সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার নিবেদন-শ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ আবার সরল বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার ইংরাজী অভিভাষণটির মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন। প্রভুপাদের উক্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা-শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করেন। আমরা সমগ্রভাবে 'গৌড়ীয়ে' প্রভুপাদের এই বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি এল্ মহোদয় "প্রভু হে, তুয়া পদে এ মিনতি মোর"—এই শরণাগতির গীতিটী একাকী সুললিত-কণ্ঠে গান করেন। বক্তৃতা-সমাপনান্তে "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন"—শরণাগতি হইতে এই গীতটী সম্মিলিত-কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় সমবেত বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, অধ্যাপক, এড্-ভোকেট্ উকীল, এটর্ণি, ব্যারিষ্টার, ব্যবসাদার, জমিদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল, যথা :—

রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথচৌধুরী বাহাদুর; শ্রীযুক্ত কে, এন্, সেন—প্রেসিডেন্সি-ডিভিসনের স্কুল-সমূহের সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর; রায় শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বাহাদুর—আবগারি-বিভাগের ডেপুটী কমিশনার; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—সবডিভিশনাল অফিসার, আলিপুর; ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কে, এন, মজুমদার; ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস্, এন, ভট্টাচার্য্য; এটর্ণি শ্রীযুক্ত এস্, কে, মুখোপাধ্যায়; এটর্ণি শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গাঙ্গুলি; এটর্ণি শ্রীযুক্ত এন, কে, রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ কে, রায়; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত কে, সি, চক্রবর্ত্তী,—ব্যাঙ্ক্ভোকেট্; ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সেক্রেটারী বিবেকানন্দ-মিশন, সেক্রেটারী ব্যাঙ্কো এণ্ড কোং এর মিঃ এম্, এন্ ব্যাঙ্কো; আমেরিকার পরিব্রাজক ক্লেভারেণ্ড হার্ড বি, ব্যাঙ্কক্রফ্ট্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমিদার; শ্রীযুক্ত মাখন-লাল বিশ্বাস বর্ম্মা—সেক্রেটারী কায়স্থ-সভা প্রভৃতি বহু উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

—•—

১২ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীরাধিকার আবির্ভাব-তিথি। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত এবং পুনরায় অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথামন্দাকিনী প্রবাহিত করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মহিমার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া যান। বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" হইতে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব-লীলা-রহস্য পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু সভার প্রারম্ভে 'গীতাবলী' হইতে "শ্রীরাধিকা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা, কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা" গীতিটি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইলে সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিলিত-কণ্ঠে প্রভুপাদের জয়ধ্বনি সহ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রণতিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক আগর্ব্বের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ "শ্রীরাধা-তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘা বক্তৃতা প্রদান করার পর শ্রীল প্রভুপাদ উপরি-উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে সরল বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় ১॥ঘণ্টা-কাল একটি শাস্ত্রযুক্তিমূলক সুললিতভাষাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়া মহাভাবস্বরূপিণী আশ্রয়তত্ত্বের মূল শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য-প্রদর্শনমুখে তদীয় আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনই যে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল ও পরম প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। সভায় বহু পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

সকলেই নিঃশব্দ ও নিস্পন্দভাবে গভীর মনোযোগের সহিত প্রভুপাদের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। আমরা সমবায়ের প্রীল প্রভুপাদের এই বক্তৃতার সারাংশও 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিবার আশা করিতেছি।

অনন্তর "শ্রীরাধিকা-চরণপদ্ম, সকল প্রেমের মূল", "(বল) নন্দের নন্দন, শ্রীযদুনন্দন, শ্রীগোপীজন প্রেমতরে" প্রভৃতি গীতিসমূহ কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। ঐ দিবস সমাগত সমবায়িক পুরুষ ও মহিলাকে রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ভারতীয়)

ময়ূরভঞ্জে—গত ২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই তারিখে মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বারিপদা-মিউনিসিপ্যাল-হলে প্রায় একঘণ্টাকাল "ধর্ম্ম কি ?"—এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটি যুক্তিপূর্ণা হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় অবসর-প্রাপ্ত ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু প্রমুখ বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বারিপদা হাইস্কুলে "বিদ্যার ফল"-সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় সমবেত মাষ্টারবৃন্দ, স্কুলের ছাত্রগণ এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক বক্তৃতা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই মঙ্গলবার স্বামিজী মহারাজ বারিপদা হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী-সহ রাজাপুকা শ্রীযুক্ত নীলকেতন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় একদিন অবস্থান-পূর্ব্বক স্থানীয় ইউ, পি, স্কুলে "ভগবদ্ভক্তের কিরূপ" সম্বন্ধে প্রায় ১ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

৩০শে আষাঢ় বেতনোটী থানাতে, ৩১শে আষাঢ় বেতনোটী বাজারে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবুর গদিতে, তৎপরদিবস পুনরায় বেতনোটী থানাতে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিয়া ২রা শ্রাবণ তারিখে সিংটিয়া শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ীতে হরিকথা আলোচনা করেন। ৪ই শ্রাবণ কুমারাবা স্কুলে "সাধুরা কেন পরের উপর হন" —এ বিষয়ে স্বামিজী মহারাজ সর্ব্বসাধারণ, শিক্ষক ও ছাত্রগণ-সম্বলিত একটি সভায় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৬ই শ্রাবণ চিলধার শ্রীযুক্ত সুবর্ণন-মিত্র মহাশয়ের বাটীতে, ৭ই শ্রাবণ উদালা শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন থানাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ভক্তবৃন্দের সহিত হরিকথা আলোচনা করিয়া ৮ই শ্রাবণ তারিখে স্বামিজী মহারাজ খলাড়িয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ত্রিপাঠী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ৯ই শ্রাবণ মঙ্গলবার উদালা ইউ, পি, স্কুল-গৃহে স্বামিজী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় "কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর পার্থক্য-নির্দ্দেশ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১১ই শ্রাবণ কতিপয়া রাজবাটীতে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান এবং ১২ই শ্রাবণ তারিখে ঐ রাজবাটীতে স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

—•—

ঢাকায়—বিগত ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই রবিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক সভার অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "শ্রীকৃষ্ণ-নামের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে প্রায় ২ঘণ্টাকালব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্য-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীয় মূল গায়কত্বে মহাজন-পদ ও মহামন্ত্র-প্রমাণ কীর্ত্তিত হন। সভায় অবসর-প্রাপ্ত সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন, উকিল শ্রীযুক্ত-অমূল্য কুমার সেন বি-এল, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত কমলকুমার সেন, ঢাকা আর্ট্স কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত-যামিনী-কান্ত গাঙ্গুলী, ঢাকা কেলভার-ষ্টেশনের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কাদিনীমোহন শীল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার শীল (নারায়ণগঞ্জ),

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বস্ত্র মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায় প্রমুখ বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ লাইব্রেরীয়ান্ স্বধামগত নিত্যানন্দদাস মহাশয়ের কন্যাসগন্ধস্থিত ভবনে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারীজী গত ৬ই শ্রাবণ সন্ধ্যা ৮টার সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত-ব্যাখ্যামুখে ২।ঘণ্টাকাল হরিকীর্ত্তন করেন। পারিপার্শ্বিক পল্লীসমূহের অনেক ভদ্র-লোক ও ভদ্রমহিলা হরিকথা-শ্রবণের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৮ই শ্রাবণ সোমবার যোগধর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের সোয়ারিঘাটস্থ ভবনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও অভ্যর্থনায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে "গ্রাম্য রামানন্দের নিকট প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-প্রসঙ্গ" রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূল গায়কত্বে পাঠের আরম্ভে শ্রীনামাদি কীর্ত্তন হইয়াছে, অনেক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

৯ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় মাণিকগঞ্জ মহকুমার সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্. কে, ঘোষ, বি-সি-এস্ মহোদয় মাণিক-গঞ্জের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, সার্কেল অফিসার এবং কতিপয় ভদ্রলোক-সমভিব্যাহারে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীসদাইগৌরাঙ্গমঠ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। বালিয়াটীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিকাশ মহোদয় মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় এস্. ডি, ও বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মাননীয় এস্. ডি, ও বাহাদুর ব্রহ্মচারিজীর নিকট হইতে মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি জ্ঞাত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

চব্বিশ পরগণায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ৪ঠা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বজ্‌বজ্, কামপুরে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। বজ্‌বজ্ মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হরলাল হালদার মহাশয় স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিয়া ভক্ত্যনুকূল প্রকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত দিবস প্রায় ৩।৪শত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা স্বামিজীর প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানে—বিগত ৭ই শ্রাবণ রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান হরিসভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে নাম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রফেসার শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বসু (ভবন) এম্-এ, —বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃপারাম মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি-এল; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বি-এল; রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষিতিকুমার বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীযুক্ত শশধর রায় ডিঃ বিঃ হেডক্লার্ক; শ্রীযুক্ত পশিতমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এল; শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম ঘোষ বি-এল; শ্রীযুক্ত তারানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

এমন সময় তুলসীনাম্নী একজন শ্রীমতীর সখী সেখানে আসিলেন। কৃষ্ণ তুলসীর নিকট শ্রীরাধা-প্রাপ্তির ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তুলসী শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া পরে তিনিও শ্রীমতীর দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা-অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন জানাইলে এবং তাঁহাদের ক্রীড়াকুঞ্জের নির্দ্দেশ জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ

তুলসীকে আপন কণ্ঠের গুঞ্জাহার উপহার দিলেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে কন্দর্পকেলি-নামক সুখদ নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য তুলসীকে বলিলেন।

কিন্তু এমন সময়ে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা চন্দ্রাবলীকে সঙ্কেত-স্থানে রাখিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন —এই মনে করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চন্দ্রার প্রদত্ত গুঞ্জাহার শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রধানের সহিত বৃন্দার সহিত তুলসীকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধা ও বাধিতা হইলেন।

শৈব্যা তুলসীর সহিত কপটতা করিয়া শ্রীরাধার অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করায় 'শত্রে সাধ্যং' ন্যায়ানুসারে তুলসী শৈব্যাকে বঞ্চনাবাক্য বলিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাহিরে উদাসীনভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কপটতা করিয়া শৈব্যার নিকট চন্দ্রাবলীর অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈব্যা জানাইলেন যে, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণসঙ্গের জন্য ব্যাকুলা হইয়া নদীতটীতে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আনন্দপুলকিত হইবার ছল দেখাইয়া বলিলেন,—আমি সখাগণকে সাবধান ও গাভীসকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যে-পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি, তুমি সেই পর্য্যন্ত চন্দ্রাবলীকে গৌরীতীর্থে রাখ। এদিকে মধুমঙ্গল ভঙ্গীতে কৃষ্ণকে জানাইলেন যে, ব্রজরাজ নন্দ ধ্বনিষ্ঠা-দ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সেই আদেশ এখনই প্রতিপালন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যাকে বঞ্চনা করিবার জন্য মধুমঙ্গলের কথায় বলিলেন,—হাঁ মনে পড়িয়াছে, পিতা নন্দ বসুদেবের দূতের মুখে শুনিয়াছেন যে, কংসচরগণ বৃন্দাবনের সমস্ত গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; সুতরাং সেই উপদ্রব শান্তির জন্য আমাকে কিছুকাল অন্যত্র থাকিতে হইবে। চন্দ্রাবলী যাহাতে উদ্বিগ্ন না হন, তজ্জন্য তাঁহাকে শৈব্যার প্রবোধ দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শৈব্যাকে প্রতারণা করিয়া যেন সখাগণের নিকট যাইতেছেন,—এইরূপ ভাবে চলিলেন। শৈব্যাও বঞ্চিত হইয়া হাসিতে হাসিতে চন্দ্রাবলীর নিকট আসিলেন। এদিকে কৃষ্ণ কিছুদূর গমন করিয়া সে-স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার সঙ্গের জন্য বিপথ দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ষষ্ঠ সর্গ হইতে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে পাঠ করিয়া শ্রীরূপানুগ-গণের ভজন-চাতুরী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সৌষ্ঠব-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিলেন এবং তৎপরে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সপ্তম সর্গ হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ণনা পাঠ করিলেন—

অনেকপদ্মাকরমণ্ডিতং
হরেবিলাসাদিত-তীরনীরকম্।
নানাজ-কাদ্যঞ্চলিতং নিরন্তরং
শুচৈজিতক্ষীরসমুদ্রমদ্ভুতম্॥
যদম্বুকূলীনতরেণ কৃষ্ণপাদাব্জরম্ভনা।
নিজপার্শ্বোপবিষ্টেনারিষ্টহুতেন সঙ্গতম্॥
তীরে কুঞ্জা যস্য ভান্তাষ্টবিদ্রু
প্রেষ্ঠালীনাং স্বনামা প্রসিদ্ধাঃ।
তাভিঃ প্রেম্ণা স্বীয়রূপেন যস্মাৎ
ক্রীড়াতুষ্টৌ প্রেষ্ঠয়োঃ সংস্কৃতা যা॥

আহা! শ্রীরাধাকুণ্ডের তীর ও নীর শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের জন্য কি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে! পক্ক ও অপক্ক ফল, কিশলয়, কুসুম, মুকুল, মঞ্জরী ও লতাতরুর অবনত বৃক্ষ-সমূহের দ্বারায় অনুক্ষণ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ বহু সরোবরের মধ্যগত কমল-সমূহে সাতিশয় শুক্লবর্ণ ধারণ করায় বায়ু-দ্বারা আন্দোলিত এবং মন্দ-মন্দ তরঙ্গমালায় লালিত সেই কুণ্ডের জল অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় যেন তাহা ক্ষীর-সমুদ্রকে উপহাস করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে আবির্ভূত কুণ্ডের সহিত মিলিত সেই রাধাকুণ্ডের তীরে উত্তর দিক হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং সুদেবী—এই অষ্ট প্রিয়তম সখীর নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ কুঞ্জ-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সকল কুঞ্জে শ্রীরাধামাধব কেলিকলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সখীগণ স্বয়ং তত্তৎ কুঞ্জের সংস্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, আমরা আজ কুণ্ডের উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। শ্রীললিতাকুণ্ডের অন্তর্গতই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সুখদ-কুঞ্জ। সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আরিষ্টগ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড দেখাইয়াছেন। এই মাধ্যাহ্নিক বিহার-স্থলীর কথা নিরপরাধীগণ কখনও বুঝিবেন না।

(ক্রমশঃ)

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০; ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যষ্টি ও গোষ্ঠিগত ভজন

১১শ বর্ষের "গৌড়ীয়ে"র ৪৮শ সংখ্যায় "প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত" প্রমুখ প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের স্ব-স্ব যোগ্যতানুযায়ী আমরা বিকৃত ধারণা পোষণ না করিয়া বসি এবং প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের সেবার ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের অবশ্য পালনীয় মঙ্গলময় আচার-সমূহ বিসর্জ্জন না দেই, এজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অর্ব্বাচীন অভক্ত-সম্প্রদায় যেমন একদিকে হরিকথা-প্রচারের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অন্যায়, অবৈধ, অনধিকারী সমালোচক হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অনর্থযুক্ত সাধক-জীব মহামুক্ত আচার্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া প্রচারের বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যের ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক-জীবনকে বিপন্নগ্রস্ত ও পাতিত করিয়া ফেলিবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে।

প্রচার বা প্রতিষ্ঠানকে আনুকূল্য করিবার ছলে সাধকগণ যদি বৈধীভক্তির শাসনগুলিকে উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে প্রচার-সেবার ছলনায় কেবল যে ব্যক্তিগত সাধক-জীবন পাতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা নহে,—ব্যষ্টির পাপ ও অপরাধ গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়া গোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ-ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সাধকজীবন সর্ব্বতোভাবে আদর্শ না হইলে—সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের আনুগত্যপূর্ণ ও অনুমোদিত

না হইলে ঐরূপ জীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ও' কোন মঙ্গল হয়ই না, বরং অমঙ্গল-প্রচারেরই সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিন্দুমাত্রও উদাসীন হইলে চলিবে না। সাধক সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিজের মঙ্গল করিবেন—নিজের চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় ও শাস্ত্রানুযোদিত করিবেন। সর্ব্বাগ্রে নিজে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিবেন। যাঁহার নিজের শ্রবণ হয় নাই, তিনি কখনও অপরকে শ্রবণ করাইতে পারেন না। যাঁহার নিজের চরিত্র পরম বিমল নহে, তিনি অধিকক্ষণ কপটতা করিয়া অপরের চরিত্রকে বিমল করিবার উপদেশ দিতে পারেন না; আর সেই উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। যাহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ জীবন নাই, তাঁহারা কৃত্রিম ও সাময়িক প্রচারক সাজিয়া জগতে কৃত্রিমতা ও কপটতারই প্রচার করিয়া থাকে। ঐ সকল প্রচার মৌখিক বাগ্-বৈখরী-মাত্র।

ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে আবগুণ্ঠন টানিয়া গৌষ্ঠিগত শিক্ষার চেষ্টা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার তাণ্ডব। ব্যক্তিগত জীবনে অমনস্ক হইয়া মৌখিক প্রচার কেবল পর-ছিদ্রানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করিবে। যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত ছিদ্র অনুসন্ধান এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবা-দ্বারা সেই ছিদ্রকে নিশ্ছিদ্র না করিয়া প্রচারকের সজ্ঞায় কেবল অপর ব্যষ্টি বা সমষ্টির ছিদ্রের কথা-প্রচারেই শতমুখ হন, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ কখনও নিজের মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না; কেবল ঐরূপ ছিদ্রানুসন্ধান ও পরচর্চ্চায় প্রাণ্য আত্মপ্রাধান্যের সুখানুভব করিতে করিতে তিনি ঐরূপ দলেরই একজন দলভুক্ত বা দলপতি হইয়া পড়েন। ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের দিকে না তাকাইয়া এরূপ প্রচারকের ছলনা-গ্রহণকারী বহু ব্যক্তিকে এরূপভাবে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে।

"আমি বা আমরা প্রচারের বিশিষ্ট সেবায় যাইব, সুতরাং আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা, তাহা বৈধীভক্তির গণ্ডীর বাহিরে; আমরা ভোগের আগেই প্রসাদ পাইব, উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিব, অপর গুরুসেবক বা বৈষ্ণবের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার বিশেষ অধিকার দাবী করিব, উত্তম বসন-ভূষণ, যান-বাহন, বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শ, প্রতিষ্ঠাবরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনাসক্তভাবে স্বীকার করিব,"—এরূপ বিচার পরম মুক্তপুরুষের অনুকরণে গ্রহণ করিতে গেলে অনধিকৃত সাধককে কতটা বিপদের বোঝা ঘাড়ে লইতে হয়, তাহা যদি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ যুক্তবৈরাগ্য-ছলনা সাধকের মুহূর্ত্ত-মাত্র অবস্থানী অমনস্কতার মধ্যে সাধককে তাঁহার বিশেষ অধিকার-প্রাপ্তির গৌরীশঙ্কর হইতে ভূপাত করাইয়া পতনের রসাতলে প্রেরণ করিবে।

এজন্য সাধু সাবধান! প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য করিবার ছলনায় ব্যক্তিগত সাধকজীবনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে চলিবে না। "যথাযোগ্য বিষয়-ভোগে"র নামে সাধক-জীবনের মঙ্গল-চেষ্টায় গোঁজামিল দিলে চলিবে না। যুক্তবৈরাগ্য-শব্দের ভাবের ঘরে চুরি করিলে আপনাকে পতনের প্রপাতের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জে যেবা'হন ভগবান্॥
অনাসক্ত ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
প্রাসঙ্গী এক অসাধু,—কৃষ্ণাভক্ত আর॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন শুদ্ধ হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
লোক-লজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিবে কভু ইহা জানি॥
শুদ্ধবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্কটীরা এক রাখ করিতে মর্দ্দন!
এই সুখ লাগি' আমি করিনু সন্ন্যাস!
আমার সর্ব্বনাশ,—তোমার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলঙ্গ মোর দেহে পা'বে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে॥
"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

—প্রভৃতি উপদেশে উদাসীন হইয়া প্রচারকের ছলনা বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যকারীর ছলনা দেখাইলে কোনদিনই ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

মহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকের অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রচারকের লজ্জা গ্রহণ করিয়াও তিনি ব্যক্তিগত সাধক-

জীবনের কর্ত্তব্য-সমূহ নিজ-আচরণের দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল শিক্ষাকে জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া 'বর্ত্তমান যুগের প্রচারকের ব্যক্তিগত জীবনে তাহা চলিবে না। যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই সারাৎসার করিতে হইবে'—এরূপ বিচার-ধারা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য "প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত"-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বদ্ধা করিবার জন্য যদি কাহারও চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বা সেইরূপ ব্যষ্টির সমষ্টি-দ্বারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে না।

"এক রামানন্দের এই অধিকার।
তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব দেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
(চৈ চঃ অন্ত্য ৪র্থ ৭২,৪৩)
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
(চৈ ভাঃ অন্ত্য ১০ম)

শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি নিত্য-সিদ্ধ পরম-যুক্তফল্গুর আদর্শ বা আচারকে প্রচারের আনুকূল্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে সেরূপ চরবিপ্রের অনুসরণ-কারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মায়ার কবলাঘাত খাইতেই হইবে। "এক রামানন্দের যাহাতে অধিকার", "এক পুণ্ডরীকের যাহাতে অধিকার", কিংবা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিষ্ণু-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈত মহিমা, যবনী গ্রহণ করিলেও "জগদ্গুরু" পদবাচ্য বলিয়া ব্যক্তিগত সাধকজীব যদি তাঁহাদের অনুকরণ বা তাঁহাদের পদবীর অবৈধ দাবী করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচার বা প্রচারের দ্বারা গোষ্ঠীর কোন মঙ্গল হইবে না। ঐরূপ ব্যষ্টি-প্রচারকের শিক্ষায় যে-সকল গোষ্ঠী বর্দ্ধিত বা শিক্ষিত হইবে, তাহা বাউল, সহজিয়া, নেড়া, ধরবেশ বা কপটভক্তের গোষ্ঠীই বৃদ্ধি করিবে।

অতএব পরম-যুক্ত পুরুষের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব, আর অনর্থযুক্ত সাধকের আচার্য্যত্বের শিক্ষানবিশী সমপর্য্যায়ে অবস্থিত নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কিম্বা শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রভৃতি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রচার করিয়াছেন,—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ যুক্তফল্গু। এই সকল আচার্য্যের অনুকরণ করিয়া যদি কেহ পুণ্ডরীকের ন্যায় বিলাস-দ্রব্য; শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় দুই বা বহু পত্নী গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারকে প্রচারের অনুকূল জীবন বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি বঞ্চিত হইলেন। যিনি সাপ খেলাইতে পারেন, একমাত্র তাঁহাতেই সাপ-খেলান-কাজটী শোভা পায়। মহাদেবই কালকূট হজম করিতে পারেন। জগদ্গুরু মহাদেব পার্ব্বতীকে উরুদেশে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারেন, তাহাতে দোষ করিবার কিছু নাই বা তাহা অনুকরণীয়ও নহে।

সাধক-প্রচারক বাহ্য পোষাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ যাহাই থাকুক না কেন, সাধকজীবকে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। সন্ন্যাসীর অন্তর্হিত বহু লোকে গান করে সত্য, কিন্তু গৃহস্থের ছলনায় সাধকজীবনের যে সাত খুন মাপ হইবে, তাহাও নহে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আচার্য্যত্বের শিক্ষানবিশীর মধ্যে আচার্য্যত্বের অনুকরণ থাকিবে না, কিন্তু সেবাময় ও মঙ্গলময় অনুসরণ থাকিবে। ব্যক্তিগত সাধকজীবন এরূপ আদর্শের হইবে যেন তাহা স্বয়ংই প্রচারকের মূর্ত্ত শতকণ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্যের প্রচার করিতে পারে। ব্যক্তিগত সাধকজীবনে ঔদাসীন্য-প্রদর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কলঙ্কের পরিচায়ক। যদিও নিত্য, অপতিত, পরম-যুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদাই ঐরূপ পতিত ব্যক্তির স্বকর্ম্ম-ফলভোগ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি ঐ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী এবং এই অপরাধেই অবৈধভাবে মুখরমণ্ডলের নিকট নির্দ্দোষ-বস্তুতেও কলঙ্ক আরোপের ছিদ্র।

অতএব ব্যক্তিগত সাধকজীবনকে পতিত করিয়া কিংবা যথার্থবাদের অপব্যবহার বা বিকৃতার্থ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা-প্রদর্শন এবং "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান"-বিচারকে কপটবৈরাগ্যের কক্ষে স্থাপন করিবার প্রয়াস করিলে কোন দিকেই কোন মঙ্গল হইবে না। ব্যষ্টিজীবন আদর্শ ও সুশোভন হইলেই গোষ্ঠিজীবন আদর্শ-স্থানীয় হইবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ

[১]

ষড়গোস্বামীর পরে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিনজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার করেন। শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি গুরুদেবের আজ্ঞায় উৎকল-প্রদেশে বিপুলভাবে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।

রাজগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, তদনুজ ছোটরায় এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বাউথ রায়—এই তিন সহোদর তখনও দুর্গাবংশের প্রতাপ-পরাক্রমে প্রবীণ ছিলেন। শত শত সুপণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভায় ষড়্-দর্শন, বেদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচিত হইত। সভার বাহ্য-গৌরব ও আকস্মিক-সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রাদির আলোচনা হইত সত্য, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সন্ধান কাহারও হৃদয়ে আবির্ভূত হয় নাই, হইবেই বা কিরূপে? সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-ব্যতীত কখনও শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দুই জন সহোদরের সহিত পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ-সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি সেই রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

[২]

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, রসিকানন্দ ছিলেন—শুদ্ধভক্তির প্রচারক আচার্য্য; তিনি কি জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক)

—এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ী রাজার দর্শনার্থ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন? ইহাই কি আচার্য্যের সদাচার? আর, শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের অভিপ্রেত শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুই বা শ্রীরসিকানন্দকে বিষয়ীর সন্দর্শনে ঐরূপ প্ররোচিত করিলেন কেন? *

এ কথার উত্তর পাঠকগণ কথা-প্রসঙ্গেই পাইবেন। শ্রীরসিকানন্দ রাজদরবারে প্রবেশ করিলে সকলেই তাঁহার সৌম্য-সুন্দর বৈষ্ণব-মূর্ত্তি-দর্শনে আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজ দুই সহোদরের সহিত ভূমিতে পতিত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং যথাবিহিত আচার্য্য-সৎকার-পূর্ব্বক বৈষ্ণবপ্রবরকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া বীরভাবে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। দেবতার ন্যায় আচার্য্যের পূজা † এবং ষড়্‌রসযুক্ত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দের সেবা করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় সেই সেবা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইলেন না বা বিষয়ীর চিত্তরঞ্জক কথা বলিয়া বিষয়ীর তোষণে ব্যস্তও হইলেন না।

[৩]

শ্রীরসিকানন্দ জানিতেন, রাজা বিষয়ী এবং বিষয় রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ কামনার বশবর্ত্তী; বিশেষতঃ মৃগয়া প্রভৃতি বিলোকার্য্যে রাজবর্গের বিশেষ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাই শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু উপদেশচ্ছলে মুখে জিজ্ঞাসু রাজাকে বলিলেন,—"আপনারা অনন্যশরণ হইয়া একমাত্র নারায়ণের ভজনা করুন। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ত' এতকাল নানাদেবতার পূজা করিয়াছেন; এখন আর অন্যান্য দেবতা-পূজায় আবশ্যকতা নাই। যতদিন জীব অনন্যকৃষ্ণভজনের সন্ধান না পায় এবং 'কৃষ্ণই সমস্ত দেবতার প্রাণ ও মূল' এই সর্ব্বশাস্ত্রের সার কথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ

* "রসিক করিল আজ্ঞা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্বজীবে পরিত্রাণ কর মহাশয়।
উৎকলের রাজা প্রজা কহ উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিদান কর পরচার।
(রসিকমঙ্গল)

† "দেবতাবে পূজা ভক্তিপথা যেবে তথা শুনী।"

না করে, ততদিনই অন্যান্য দেবতার পূজায় তাহাদের প্রীতি থাকে। অন্যান্য সকল দেবতাই বিভিন্ন কামপূরণের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেব। কৃষ্ণভজন করিলেই প্রকৃত-প্রস্তাবে সকল দেবতার আনন্দ ও সেবা হয়।* কৃষ্ণ-ভজনেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয়।"

শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈদ্যনাথ তত্ত্ব কৃষ্ণভজনের প্রতি অনুরাগী হইলেন এবং শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর নিকট হইতে তিন সহোদরই কৃষ্ণদীক্ষালাভের জন্য নিবেদন জানাইলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু ব্রাহ্মণসহোদরত্রয়কে কৃষ্ণদীক্ষা দিবেন বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন।

[৪]

রাজা শ্রীরসিকানন্দের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন শুনিয়া রাজদরবারের যত ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিত—সকলেই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজকে বলিলেন,—"একমাত্র কৃষ্ণভজনই যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কি প্রমাণ আছে? আমরা শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার সাধন-ভজন এবং ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি অনেক প্রকার সাধন-প্রণালীর কথাও শুনিতে পাই। ষড়্‌দর্শনে কৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। বেদাদিশাস্ত্রেও একমাত্র কৃষ্ণভজনেরই শ্রেয়োপদেশ দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া শ্রীরসিকানন্দের সহিত তর্ক করিব। যদি তিনি আমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দেখাইতে পারেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রই কৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা মহারাজের বৈষ্ণব-দীক্ষা-গ্রহণ-সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিব না এবং আমরাও তাঁহার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইব।"

ঐ সকল রাজপণ্ডিত বিপ্র স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রসিকানন্দ যখন ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন নাই, তখন আমরা তাঁহাকে অতি সহজেই তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 'অব্রাহ্মণ কখনও গুরু বা আচার্য্য হইতে পারেন না'—এই শাস্ত্রবাণীর সম্মান সংরক্ষণ করিব! রাজাকে ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করা যাইবে!"

[৫]

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু পণ্ডিতমণ্ডলীর এই কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন না; তিনি জগতের বিরুদ্ধবাদ অক্ষ-সম্প্রদায়ের ভ্রম-অপনোদনের জন্য নিতান্তভাবে কৃষ্ণভক্তির কথা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে ষড়্‌দর্শন লইয়াই বিচার আরম্ভ হইল। সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনা-মুখে "প্রকৃতি" যে জগৎকারণ নহে, একমাত্র কৃষ্ণই মূল কারণ, ইহা শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বেদান্তের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের সাংখ্যতত্ত্ব-বিচার হইতে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে মীমাংসা-শাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ হইলে ঈশ্বর যে কর্ম্মের অধীন হইতে পারেন না,—ইহা শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়া উত্তর-মীমাংসায় ব্যাস-কৃত সূত্রের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। গৌতম ও কণাদাদির ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রে পরমাণুকেই যে বিশ্বকারণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে যে কল্পনাময় ও বিকল্পে ঈশ্বরকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি পরমাত্মাকে যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রদর্শন করিলেন। সর্ব্বশেষে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত লইয়া আলোচনা হইল। অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই যে জগৎকারণ বলিয়াছেন বা আচার্য্য শঙ্কর বিমুখমোহনের জন্য ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসূত্রের নির্ম্মল কিরণ তামসমেঘের দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক যে স্বকপোল-কল্পিত মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের মত নহে; পরন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, সমস্ত সাত্বত আচার্য্য, ব্যাস-প্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্র এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব একবাক্যে যাহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিলেন। তৎপরে চারি বেদ, ছত্রিশ স্মৃতি, কাব্য-নাটকাদি উপশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতে দেখাইলেন যে, কৃষ্ণচরণ-কল্প-

---

* যারা দেবতার পূজা না করিবে আর।
একান্ত হইয়া তত্ত্ব লবেক তাহার।
কৃষ্ণ হ'তে সব গ্রহ হয় উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ সবাকার গতি।
কৃষ্ণের ভজিলে তার সনে নাহি ত্রাস।
কৃষ্ণভজে সব মত আমোদ উল্লাস।
(রসিকমঙ্গল)

বৃক্ষের অনুসন্ধানেই সকলে অক্লান্তভাবে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রে একমাত্র কৃষ্ণ-ভজনেরই সমন্বয় হইয়াছে। ইহা না জানিয়া পণ্ডিতগণ বৃথা কর্ম্মের নাগর-দোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে শিরোঘূর্ণন ও বমন-রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ‡ কেবল শাস্ত্রবাক্য-বমনের দ্বারা বেদাদিশাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, পরন্তু তাহাতে বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া পড়ে।

[৬]

ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজপণ্ডিতগণ শ্রীরসিকানন্দের ঐ প্রকার অপূর্ব্ব শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-গ্রহণের প্রতিভা ও লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব-দর্শনে মনে মনে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শ্রীরসিকানন্দ তাঁহাদের নিকট বয়সে বালকতুল্য হইলেও তাঁহাদের শিক্ষক-স্থানীয়, ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলেন। পণ্ডিতগণ রাজার নিকট বলিতে লাগিলেন,—"ইনি বালক নহেন, নারায়ণের তুল্য ব্যক্তি।"

রাজা রাজপণ্ডিতগণের মুখে শ্রীরসিকানন্দের প্রশস্তি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর নিকট জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে হরিকথা-শ্রবণই মানব-জীবনের একমাত্র সার্থকতা, সদ্‌গুরুপাদপদ্মের একান্তভাবে আশ্রয়ই সকল জীবের কর্ত্তব্য,—ইহা বহু শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিলেন। * সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে জীবের কিছুতেই ভববন্ধ মোচন হইতে পারে না, অনন্যশরণ-গুরু না হইলে কখনও জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয় না। † যাঁহারা সর্ব্বদা পাঠ-নিপুণে কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন এবং অক্লান্তিনাশযুক্ত বহু শ্রাবক শিষ্যরূপে পাইয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি অদ্বৈতজ্ঞান-সত্যের সন্ধান নাই। যে গুরুনামধারী ব্যক্তি অনন্যশরণ নহে, তাহার নিকট হইতে কখনই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম যে-কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

শ্রীরসিকানন্দের এই সকল কথা রাজসভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শুনিতে পাইলেন। এই পরম সত্যকথা শ্রবণ করিবার কাহার শক্তি আছে? সুকৃতি ব্যক্তিগণ নানা দেবতান্তরের পূজা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন;

[৭]

পাঠক! শ্রীরসিকানন্দের ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া হয় ত' আমরা কেহ কেহ মনে করিতে পারি,—(কেন না, আমরা অধিকাংশ সময় আমাদের সমচিত্তবৃত্তির চসমা পরিয়া সাধুগণের চরিত্র দেখিতে চাহি) শ্রীরসিকানন্দ বুঝি আপনাকে "ক্যান্‌ভাস" করিবার জন্যই গুরুর ঐরূপ লক্ষণ-

‡ সর্ব্বশাস্ত্রে নিষ্ঠা করে কৃষ্ণের ভজন।
না জানিয়া পণ্ডিত ভ্রময়ে অকারণ। (রসিকমঙ্গল)
*তবু সেই কৃষ্ণভক্তি পাছদিন থাকে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কোন্ কার্য্য খোটকয়ে।
সব ছাড়ি' হও প্রভু কৃষ্ণের শরণ।
বালক, যুবক, বৃদ্ধ, না কর ভরম।
বয়স নির্ণয় নাই কৃষ্ণের ভজিতে।
দুগ্ধ, অন্নপান, শুদ্ধ, হবু খাদ্য যৈছে।
অবিলম্বে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন।
ভক্তস্থানে কৃষ্ণ-কথা করহ শ্রবণ।
যতদিন গুরুকর্ণ জীব নাহি হয়।
পশুসম সে প্রাণীরে জানহ নিশ্চয়।
প্রাণ আদি যত করে সব অযোগতি।
যতদিন আশ্রয় না করে কৃষ্ণ পতি (রসিকমঙ্গল)

* কিরূপ গুরুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রীরসিকানন্দ বলিতেছেন,—

অনন্যশরণ গুরু করিবে আশ্রয়।
ভবরুদ্ধ-বিমোচন যে গুরু কয়।
সর্ব্বাত্মভাবে আশ্রয় গুরুর চরণে।
উপদেশ লভি' শ্রবণ কৃষ্ণের শরণে।
চারিবেদ ষড়্‌শাস্ত্র বিষ্ণুগুণগান।
সন্ন্যাসী, তপস্বী হয়, মহাভাগবতান।
অনন্যশরণ-কাকে) না হয় যে-জন।
তাঁর স্থানে উপদেশ না লবে কখন।
অনন্যশরণ যবে কোন জাতি হয়।
সর্ব্বাত্মভাবেতে কৃষ্ণ করয়ে আশ্রয়।
সেই গুরু আশ্রয় করিবে যুক্তরাবে।
সে-গুরুর কৃপায় যায় মনের উদ্বেগে।
বিধানে করিবে সেই গুরুর সেবন।
তবে অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণভক্তিধন।
(রসিকমঙ্গল)

সমূহ বলিয়াছিলেন! আধুনিক কালের গৌড় ব্রাহ্মণ-অভিমানে মত্ত আচার্য্যবংশীয়-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, যে-কোন কুলে আবির্ভূত ব্যক্তি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ হইলেও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না!

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বাক্য কেবল শ্রবণ-গুরু বা শিক্ষাগুরু-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বা বলেন, কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম-অন্বেষণ অপরাধী।

ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের ঘৃণ্যকুলে আধুনিক আচার্য্য-বংশীয়-নামধারিগণের মধ্যে যে-সকল বিরাক্ত বীজ সংক্রামিত হইয়াছে, তাহারই প্রেরণা-ফলে ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-মত বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলাইয়াও প্রচার করিতে দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহাজনগণের আচার, শাস্ত্রের ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও আদর্শ অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, সকলেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনময় সদ্‌গুরু-পাদপদ্মই আশ্রয়নীয়, তাহা সর্ব্বজাতি-কুল-আশ্রমাদি-নিরপেক্ষ। বৈষ্ণবে বা গুরুতে জাতিবুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। ইহাতে প্রথম-মুখেই 'দত্তাং নিষ্ঠা' (গাঢ়নিষ্ঠা)-রূপ নামাপরাধে হইয়া পড়ে। অতএব সেরূপ ব্যক্তি আর শ্রীনাম-ভজনের দীক্ষা কী গ্রহণ করিবে?

আচার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্‌গুরু-আশ্রয়ের উপদেশ এবং আশ্রিত ব্যক্তিকে গুরুপূজা-বিধি প্রভৃতি শিক্ষা-দেন বলিয়া তাহা জাগতিক অপস্বার্থপর সুবিধাবাদীর ন্যায় ভোগ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নহে; তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ-বর্দ্ধন এবং ভুবন-মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই, ইহা মানুষ অপস্বার্থ-পরতার পারিপার্শ্বিকতায় নিমজ্জিত থাকিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা পরম করুণার কার্য্যকে অপর বদ্ধজীবের অপস্বার্থপর কার্য্যের সহিত সমান মনে করেন! (ক্রমশঃ)

বীরপূজার মর্ম্মকথা

আধুনিক ভারতে বীরপূজার প্রচলন পাশ্চাত্য মনোভাবের আমদানী কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তদ্বিষয়ে গবেষণা করিবেন। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক ভারত যে-প্রণালীতে গণমনোরঞ্জক নায়কগণকে লৌকিক বা সামাজিক শ্রদ্ধা দেখাইবার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়াছে ও যে-সকল প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য মনোভাবেরই ন্যূনাধিক স্পর্শ আছে।

এখন আমরা লোকোত্তর মহাপুরুষ এবং ভগবদবতার তথা প্রাকৃত লোক-নায়কগণকে একাকারের আসনে আসীন করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে লৌকিক ও সামাজিক শ্রদ্ধা দেখাইতে শিখিয়াছি, এইরূপ একাকারবাদ কোন দিনই সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের অনুমোদিত পন্থা নহে। অনেক সময়েই আমরা যে-সকল লোকনায়কদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তির অন্তঃপুরে হানা দিলে অনেক কিছু মর্ম্ম-কথা বাহির হইয়া পড়ে। ঐরূপ লৌকিক শ্রদ্ধার বাহ্যরূপটী যতই সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিত থাকুক না কেন, উহার অন্তরমহলে অনেক সময়ই ভাবের ঘরে চুরি, কপটতা কিংবা প্রেতপূজনিকার পূজা আত্মগোপন করিয়া থাকে।

একদিন যাহাকে হয় ত' 'পাষণ্ড', 'ভণ্ড', 'ধর্ম্মবিধ্বংসী কালাপাহাড়' বলিয়া তাহার মাথার উপরে কলঙ্কের স্তূপ রচনা করিয়াছিলাম, একদিন হয় ত' যাহার প্রচারিত মতকে আমাদের স্বদেশ হইতে বীপাত্তরিত করিয়া চির-নির্ব্বাসনদণ্ড-প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, এখনও হয় ত' যাহার মতবাদকে বস্তুতঃ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি এবং বাস্তবতঃও যিনি সেই জাতীয় বা তদপেক্ষা অধিক গর্হণ-যোগ্য দুঃসঙ্গের আদর্শ নায়ক, সেইরূপ ব্যক্তিও যখন বহুমানব-বিচার-বুদ্ধির নিকট তাহার দোষগুলিকে ধামা-চাপা দিবার সহজ-যাদুবিদ্যায়ক দীর্ঘ অতীতের একটী যবনিকা টানিয়া দেয়, তখন কালের কলাবিদ্ ঐরূপ ব্যক্তিত্বকে একটী বিরাট্ রূপের মানসচিত্রে চিত্রিত করিয়া বীর বা নায়কত্বের প্রতিমা গড়িয়া থাকে।

একদিন ভারতে প্রচলিত ব্রহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ-মতবাদকে কিরূপভাবে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার হিসাব-নিকাশ এখনও ইতিহাসের জমাখরচের খাতা হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই ; কিন্তু বর্ত্তমানে আবার এমন একটা সমষ্টিগত মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে তথা-কথিত ব্রহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতবাদের বিরাট্ রূপেরই প্রতিপ্রসবক চারণ হইয়া পড়িতেছে। বেশী দিনের কথা নয়, তদানীন্তন হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ যাহাকে "ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়" বলিয়া সংস্রমুখে নিন্দা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাকেই আবার পূজার উচ্চ বা উচ্চতম বেদীতে আসন প্রদান করিতেছেন ! এই পূজার মর্ম্ম কি ? যে পূজা জীবন্ত লোকগুরুর পূজা নহে, তাহা প্রেতপুরুষের পূজা বই আর কি ?

জাগতিক বিষয়ে যাঁহারা নিপুণ, তাঁহাদিগকে পুরোহিত করিয়া প্রাকৃত লোকনায়কগণের বা তাঁহাদের মতবাদের প্রেতের পূজা বর্ত্তমানে যে একটা কালধর্ম হইয়াছে, তাহাতে পূজার চিত্তবৃত্তি কতটুকু আছে ? জাগতিক সাহিত্যিক, জড় অর্থনৈতিক, জড় শিল্পী, প্রাকৃত কবি, সুবিধাবাদী, রাজনৈতিক প্রভৃতি অত্যন্ত বহির্মুখ জড়াসক্ত বিষয়ি-ব্যক্তিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে-কোন পতনের-রঙ্গকারকের প্রতি লৌকিক ব্যবহার-মত পূজা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহাতে 'গোলে হরিবোলে'র রোল উঠিলেও বাস্তব-সত্যের সন্ধান এবং বাস্তব-সত্যের প্রতি ব্যক্তিগত জীবনকে অনুপ্রাণিত করিবার আন্তরিক চেষ্টা খুব কমই থাকে। জগতের যশটা বিষয়ী ব্যক্তি মিলিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রেতকে বাঁশের কঞ্চির উপর উঁচু করিয়া ধরা এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বিষয়ি-সম্প্রদায়ের জয়ঢাক বাজাইবার চেষ্টা-ব্যতীত ঐ সকল নায়ক-পূজার প্রাণ-পুরুষরূপে আর কি পাওয়া যায় ? বিষয়ি-সম্প্রদায় যাঁহাকে বড় বলিবে বা বড় করিবে, তিনিই বড়, শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত ও প্রখ্যাত হইবেন ! আর বিষয়িগণ যাহাকে বা যে ধর্ম-সিদ্ধান্তকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতিষেধক মনে করিয়া আমল দিবে না, সেই ব্যক্তির বা সিদ্ধান্তের যতই অতিমর্ত্ত্য বাস্তবসত্য হউক না কেন, তাহা ছোটই থাকিয়া যাইবে। বিষয়ীর পৌরোহিত্য না হইলে এজগতে সত্যের পূজা হইবে না, সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা সংস্থাপিত হইবে না,—এইরূপ এক মনোভাব এই জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ! আজকাল কেহ বা নবযুগের আদি শিল্পী, কেহ বা নবযুগের পাঁচশত বছরের পোষাক যোগাইয়া উহার প্রবর্ত্তক, কেহ বা ধর্ম-সমবেতের (?) আচার্য্য প্রভৃতি রূপে বহু বিষয়ী ব্যক্তির পূজার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন ! কালের প্রভাব উহাদের প্রেত-পুরুষকে কি যেন এক ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তিতে সাজাইয়া তাহাদের পুরাতন ভুরি ভুরি অকাট্য ও অমার্জ্জনীয় কলঙ্কের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। তাই ইন্দ্রিয়ের আড়ম্বরাদি-স্বরূপ বিষয়িত্ব ও বিষয়ীর অনুকরণ অনেক তরুণের প্রাণ ঐ সকল প্রেতপুরুষের পূজায় মাতিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে।

শ্রীচৈতন্যের অনুগত গোস্বামিপাদগণ, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—ইঁহারা বাঙ্গালাদেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারেন নাই বলিয়া বিষয়ি-সম্প্রদায়ের কোনরূপ চোমরা ব্যক্তিগণের ঐ সকল অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি নাই ; এমন কি, অনেকে তাঁহাদের নামপর্য্যন্ত কানের মধ্যে স্থান দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই ও করেন না। অনেকে লুই ব্লাঁ (Louis Blanc), জে, কে, রড্ বার্টাস্ (J. K. Rod Bertus), লেসালি (Fr Lassalle), কার্ল মার্কস্ (Karl Marx), পল লুই (Paul Louis) প্রভৃতি মনীষিগণকে কষিয়া তাঁহাদের মতবাদ আলোচনা করিতেছেন ; সমূহ তন্ত্রবাদ (Collectivism), উৎপাদকসঙ্ঘ-তন্ত্রবাদ (Syndicalism), নৈগমসমাজতন্ত্রবাদ (Guild-Socialism), লেনিনবাদ প্রভৃতি কত কি বাদের খবর এবং ইউটিলিটেরিয়ান (Utilitarian) বেন্থাম ও মিলের (Bentham & Mill) "অধিকতম লোকের প্রকৃততম সুখ" বা কেন্টের (Kant) কর্ত্তব্যের কঠোরাজ্ঞা, মুসেন্-হ্যাসের শ্রীহাক্তি-বিধেয় এবং আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জ্জন্ম-স্বীকার বা আইন্‌ষ্টাইনের (Einstein) অনেকান্তবাদ প্রভৃতি আবর্ত্ত বিশেষভাবে আলোচনার জন্য বহু সময় ও শক্তি ব্যয় করি এবং তাহার বিনিময়ে আমাদের বহির্মুখতার ভাণ্ডারে বহির্মুখতার মালমসলা আরও অধিকরূপে সঞ্চয় ও সঞ্চিত করিয়া থাকি ; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যে মহাপুরুষ মানবজাতির সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের বাণীটী পর্য্যন্ত অনেকে তথাকথিত

উচ্চশিক্ষিত হইয়াও শুনি নাই বা তাহার খবর রাখিবারও প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার আর একটী কারণ এই যে, আমরা মনে করি,—ঐরূপ কোনও ঘোষণা শ্রবণ না করিলেও আমাদিগের প্রাচীনতার প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডার বা আধুনিকতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভাণ্ডারটী অপূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাই নাস্তিকতার মালমসলাগুলি আমাদের ভাণ্ডারে যত বৃদ্ধি হয়, ততই তাহা আমাদিগকে 'আধুনিক' করিয়া তোলে।

বঙ্গদেশে অনেক প্রাকৃত কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতির জন্ম-কর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে এবং সেইগুলি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব-গণের জন্মোৎসবাদির অনুকরণেই গৃহীত হইয়াছে। একবার কৃষ্ণের জন্মতিথির নামের জন্য যাহার সর্ব্বস্ব সংরক্ষিত, সেই তিথি 'জয়ন্তী'কে অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা আধুনিক লোকনায়কগণের কর্ম্মফলবাধ্যজন্মের শ্রাদ্ধ-আসরে নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু কয় বাঙ্গালার পারমার্থিক আবিষ্কর্তা ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মতিথির পূজা আজ আমরা বাঙ্গালার কয়জন লোক করিতে শিখিয়াছি? অনেকে হয় ত তাঁহার জন্ম-তিথির খোঁজই রাখি না; আবার যাঁহারা খোঁজ রাখি বলিয়া মনে করি, তাঁহারাও প্রাকৃত বীরপূজারই ন্যায় পারমার্থিকের পূজাকে পরিণত করিয়া ফেলি। এই বঙ্গদেশে এমনও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যিনি বা যাঁহারা ফাল্গুনীপূর্ণিমা যে শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাব-তিথি,—এই প্রসিদ্ধ কথাটি না জানিয়াও আধুনিক হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথির পূজা প্রচলন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির সংবাদ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই রাখিতেন না। যিনি সকল সাহিত্য ও কাব্যের আদিগুরু, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসের পূজা কয়জন লোক করেন? সে-দিনও যখন শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, তখন কোন গোস্বামীর শিক্ষাভিমানী, খেরুয়া-পরিহিত অবসর-প্রাপ্ত সুশিক্ষিত উচ্চরাজকর্ম্মচারী প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত কি মাধ্বাচার্য্যের প্রণীত?" সুশিক্ষিত, পলিত-কেশ, বিশেষতঃ ধর্ম্মের নিদর্শনধারী ব্যক্তির ধর্ম্মসাহিত্যের আদিগুরুর নাম জানা নাই,—ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! দুঃখ করিবারও বিশেষ কারণ নাই, কারণ ঐসকল অতিমর্ত্য সত্যপ্রচারকগণ বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে পারেন নাই—মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই, তাই জড়বিষয়ি-সম্প্রদায় তাহাদের বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব প্রচার করিতে পারমার্থিকগণের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। বিশেষতঃ, ইহাদের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত চরিত্র ও স্বরূপ অন্যান্য মর্ত্যলোকনায়কগণের ন্যায় প্রেতপুরুষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কাজেই মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জীবিতাবস্থার সমস্ত দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতির উপর যে একটি স্বাভাবিক ধামাচাপা পড়ে ও তাহার উপরে সমবেদনার সৌধ নির্ম্মিত হয়, তাহাও ঐসকল লোকোত্তর মহাজন প্রশ্রয় দেন নাই।

বিদ্যালয়-পাঠ্য সাহিত্যে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক লোকের চরিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু কয়টী পাঠ্যপুস্তকে বা ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে? শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগোস্বামিগণের চরিত্র বা বৃন্দাবনস্থ আচার্য্য-গণের চরিত্রের অকৃত্রিম চিত্র বাঙ্গালার কোনও প্রচলিত তথা-কথিত উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। আজকাল অনেক প্রকার চরিত্রের মহিলা-চরিত্র সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতেছে, কিন্তু শ্রীশচীদেবী, শ্রীসীতাদেবী (নিত্যানন্দজননী), শ্রীরাজ্ঞী-মাতা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমালিনীদেবী, শ্রীযমন্তী (রাঘবভগ্নী) প্রভৃতি আদর্শ ভগবৎসেবিকাগণের পরম বিশুদ্ধ বিস্ময়কর চরিত্র-কথা পাশ্চিমিশালী সাহিত্যের দরবারে অনুপস্থিত থাকিয়া পারমা-র্থিক বিশ্বের নিকট তাঁহাদের পরম পাতিব্রত্যধর্ম্মের সর্ব্বস্ব সংরক্ষণের পরিচয় প্রদান করিয়াছে! ঐ সকল অতিমর্ত্য বৈষ্ণব-চরিত্র বাঙ্গালার বুকে এমন পরম মহৎ ভুবন-মঙ্গল আদর্শের গুপ্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। ইহাদের অব্যভিচারিণী সেবার আদর্শ মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই, ইঁহারা লোকের শুধু ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসার প্রশ্রয় দেন নাই, ইঁহারা পাশ্চিমিশালে গোস্বামিদের আদর্শ প্রচার করিতে পারেন নাই, ব্যভিচার ও পরম পাতিব্রত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ-সেবা-বঞ্চিত ব্যভিচার-

উক্তির কোন আভাসেরও সাহায্য করিতে পারিলে অন্ততঃ প্রেত-পুরুষ আসিয়া লোকের নিকট হইতে পূজার দিও সন-সাময়িকভাবে না হউক, হয় ত' পরবর্ত্তিকালে অনেক আকর্ষণ করিতে পারিত !

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

[বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

'বঙ্গবাসী' ৭ই ভাদ্র (১৩৪০

শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারে

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের স্বামিগণের সমাদর

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ লণ্ডনে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূর বাণী-প্রচারকালে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্র-মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য,—যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর মাল্‌কম্ হেলি ; মর্ভির মহামান্য মহারাজ ; বরোদার মহামান্য গাইকোয়ার; হাই কমিশনার স্যর বি, এন, মিত্র ; বঙ্গদেশের এড্‌ভোকেট্ জেনারেল স্যর এন, এন, সরকার ; কর্পূরতলার মহামান্য মহারাজ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যর হাসান সুরাবর্দ্দি ; ডাঃ হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী অব্ বরদা।

—•—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ভাইকাউণ্ট গোসেন লণ্ডনস্থ প্রচারকগণকে বহুবার নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। মিঃ এ, ফক্সমুথ প্রচারকগণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত সাহায্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত যুক্ত-রাজ্যের ব্যাণ্ড অব্ হোপ ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ পি, উইলসন ; জে, পি, উড চার্চ্চের রেভারেণ্ড মিঃ এম, হকস্‌বি ; স্যর সামুয়েল হোর মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ, সি ক্রস্ট্ ; মিঃ গ্রান ম্যানেজার অব্ লেবার-এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহাদের সহানুভূতি-প্রদর্শনে প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন।

—•—

এটর্ণি মিঃ নেল্স লণ্ডনের বিখ্যাত ওয়ালডর্ফ হোটেলে একটি 'এট্ হোম' পার্টি দিয়াছেন। উক্ত পার্টিতে স্থানিগণ-গণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

—•—

লর্ড লেমিংটন লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের বাণিপ্রচার প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা' বিষয়ে লর্ড-সভায় ও কমন্স্-সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

—•—

কেণ্টারবারির মাননীয় ধর্ম্মযাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজকে রাইট্ রেভারেণ্ড এইচ, এল, গ্যাজেট এবং লণ্ডনের বিশপের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় অবগত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

—•—

ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ ষ্টেপ্লেটের বিশপের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া টারপরলি-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আর্কবিশপ অব্ কেণ্টারবারি মহোদয় এই আয়োজন করিয়াছিলেন।

—•—

৭ই ভাদ্র (১৩৪০) তারিখের 'ষ্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায়ও উপরি-উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।

—•—

"ম্যাঞ্চেষ্টার" ১৩ই ভাদ্র (১৩৪০)

(অনুবাদ)

বিলাতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক, কেন্টারবারির আর্ক-বিশপ মহোদয়ের উদ্যোগে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এস্‌চ্‌ বন ১০ই আগষ্ট তারিখে তার্পনী যাত্রা করেন। স্বামিজীর উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার। বোর্টন ক্যাসল্‌-ষ্টেশনে পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত-মত রেভারেণ্ড আর, এইচ্‌ ডড্‌ বি-এ (ক্যান্টাব) স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেশন হইতে তার্পনী-গ্রামের দূরত্ব চা'র মাইল। গ্রামটী চেষ্টার-শায়ারের আদর্শ পল্লী। ভারতীয় গ্রামের সহিত ইহার কিছু-মাত্র সাদৃশ্য নাই, এখানে এসফল্টে বাঁধান' সুন্দর পাকা রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফোন এবং নগরী-সুলভ অন্যান্য সুখ-সুবিধা আছে, অথচ পল্লী-সুলভ মনোরম দৃশ্যাবলী-ক্ষেত্র নিস্তব্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, আড়ম্বরহীন পোষাক, গ্রাম্য সরলতা প্রভৃতি বিরাজিত। স্থানীয় লোকেরা শান্ত এবং অতিথি-সৎকার-পরায়ণ।

মিশনারী: শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

স্বামিজী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি রেভারেণ্ড ডড্‌ ও তৎ-পত্নীর অতিথি ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং বিশেষ সম্মান ও ভক্তিসহকারে তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। গ্রামের দরিদ্রতম ব্যক্তিও স্বামিজীকে নিজ-কুটীরে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন। ভারতীয় লোকের চক্ষে তাঁহাদের কুটীরগুলি বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোধ হয়। গ্রামবাসীরা শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভুর কথায় এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই অভিনব ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাই স্বামিজীর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইতেন।

তার্পনী হইতে স্বামিজী ৮৭ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিম উপকূলস্থিত ব্লাকপুল নামক স্থানে নিমন্ত্রিত হন। সরকার-বাহাদুর প্রজাবর্গের জন্য কত যত্ন ও চিন্তা করেন, তাহা বাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্থানটী বিশেষ দর্শন-যোগ্য। ভবিষ্যৎ বংশের কৃষ্টির উৎকর্ষ-চেষ্টা এবং জনগণের অকুণ্ঠভাব এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়। স্বামিজী এখানে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা বিশেষ আদরের সহিত শ্রবণ করেন। তাহার পর তাঁহাকে একটী গোশালায় নিমন্ত্রণ করা হয়, সেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে গাভী দোহন করা হয়। সকলেই সাগ্রহে স্বামিজীকে ফল এবং দুগ্ধ উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অভিনব বাণী-শ্রবণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও তাঁহার নাম-পর্য্যন্ত শ্রবণের সুযোগ পান নাই।

'আনন্দবাজার' ১৬ই ভাদ্র (১৩৪০)

গৌড়ীয় মঠের প্রচারক
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামের সম্বর্দ্ধনা

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমৎ বন মহারাজ চেষ্টার শায়ারের প্রধান বিশপ মিঃ ডড্‌ কর্ত্তৃক বোর্টন কেসেল-ষ্টেনে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা স্বামীজি-মহারাজের প্রচার-দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রত্যহ বহু দর্শক ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে স্বামিজী মহারাজের নির্জ্জলা উপবাস ও অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-ছিলেন। এই প্রকার ঘটনা ইংলণ্ডে এই প্রথম। মিঃ ডড্‌ ও তাঁহার স্ত্রী স্বামিজী মহারাজের সুখ-সুবিধার প্রতি সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী শ্রবণেও তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

গৌড়ীয়-দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ খণ্ড ৬৮শ সংখ্যার পর]

পরাৎপরতত্ত্ব—পুরুষোত্তম ; প্রকৃতি নহেন কেন ?

কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন, অর্থাৎ কারোরও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা ; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বল-স্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব ; শক্তির স্বতন্ত্র-শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা ; স্ত্রী—ভোগ্যা।

শুদ্ধশক্তি ও বিদ্ধশক্তি

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে স্বাভাবিক ভোগ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন। প্রকৃতির কখনও নিরপেক্ষ ভোক্তৃত্ব নাই। গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী রাধিকাদেবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরমভোগ্যের পরস্পর সুখ-তাৎপর্য্যার্থই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে 'প্রকৃতি'জ্ঞানে মূল-প্রকৃতি-বর্গের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা ; এজন্য গৌড়ীয়গণকে 'শুদ্ধশাক্ত' বলা যায়। আর যাঁরা পরমেশ্বরে স্ত্রীত্ব, মানুষ প্রকৃতি আরোপ ক'রে নিজেরা 'পুরুষ' বা 'শিব' (বিদ্বেষবশতঃ) হ'য়ে যেতে চা'ন এবং তাঁদের কল্পিত ঈশ্বরের নিরপেক্ষ-ভোক্তৃত্বের যৌক্তিক পরিচয় প্রদান ক'রে কার্য্যতঃ "তবানীভর্ত্তা" ভোক্তা সেজে বসেন, তাঁরা 'বিদ্ধশাক্ত'।

পরমেশ্বর বস্তু 'প্রকৃতি' হ'লে কি অসুবিধা ?

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে সেব্য সেবকের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ-সেবা পেতে পারেন না। 'স্ত্রী' সেব্য বস্তু হ'লে জীব-প্রকৃতি আমরা, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেব্যের সেবা ক'রতে পারি না। জীব ও পরমেশ্বর উভয়েই যদি প্রকৃতি হন, তা'হ'লে এক প্রকৃতি আর এক প্রকৃতির সকল কামনা পরিতৃপ্তি ক'রতে পারে না। জীব যদি আপনাকে 'পুরুষ' কল্পনা করে, আর পরমেশ্বরকে প্রকৃতি সাজায়, তা' হ'লেও পুরুষাভিমানী জীব সেব্যা প্রকৃতির কামনা পরিতৃপ্তি ক'রতে গিয়ে প্রকৃতিকে কোনও না কোন-ভাবে ভোগ ক'রে বস্‌বেন। শাস্ত্র জীবকে 'প্রকৃতি' ব'লেই অভিহিত ক'রেছেন।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"
(গীঃ ৭।৫)

পুরুষোত্তমই পরমেশ্বর-শব্দ-বাচ্য এবং তাঁ'তেই নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব। গৌড়ীয়দর্শনে এই বিচারই সুস্পষ্ট হ'য়েছে।

পুরুষই সকল রসের ভোক্তা হইতে পারেন ; প্রকৃতিতে তাহা অসম্ভব

রসবিচারে মধুর-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাগতিক উদাহরণেও দেখা যায়, আশ্রিতকে অবলম্বন ক'রে যেরূপ ব্যাকুলতা, আকর্ষণ, প্রীতি, মমতা, উদ্দীপনা ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা উদিত হয়, অন্য কোন রসে তাদৃশী চেষ্টা দেখা যায় না। সেব্য-বস্তু লীলা-পুরুষোত্তম না হ'লে কোন রসেই এই মধুর-রতি প্রকাশিত হ'তে পারে না। পরমেশ্বর প্রকৃতি হ'লে সেখানে মধুর-রতির অবস্থান থাকতে পারে না। মা'র সঙ্গে সন্তানের চাওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ আছে। জীব যেখানে আপনাকে সন্তান ব'লে কল্পনা করে, সেখানে তা'র পাওয়ার অধিকার, আর মা'র দেওয়ার অধিকার ; সেখানে জীবের কেবল-মোহন-ক্রিয়া। বিশেষতঃ মাতা ও সন্তানে মধুর-রস অস্বাভাবিক ; কিন্তু পুরুষ মধুর-রসেরই বিষয় হউন, আর বাৎসল্যরসেরই বিষয় হউন, উভয় ক্ষেত্রে পুরুষই ভোক্তা। বাৎসল্যরসের বিষয় হ'য়ে পুরুষশিশু সমস্ত ভোগ্যবস্তু মাতাপিতৃরূপী সেবকের নিকট হ'তে তদ্রূপে মোহন করে। আবার সেই মোহন-ক্রিয়াই মধুর-রসে আরও অধিকতর প্রীতি, ব্যাকুলতা ও সর্ব্বাঙ্গীন হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

অপ্রাকৃত রতিবৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের ক্রম

বিরজার স্নানের পরে শুদ্ধসত্ত্বের সাম্য অবস্থা বা শান্তরতি প্রকাশিত হয়। শান্তরতিতে মমতা সংযুক্ত হ'লে দাস্যরতি প্রকাশিত হয়। সেই মমতা সম্ভ্রম ও বিস্রম্ভে মণ্ডিত হ'লে সখ্যরতির উদয় হয়। সখ্যরতিতে পালা-বিচার সংযুক্ত হ'লে বৎসলরতির উদয় হয়। বৎসলরতিতে বৎসলরতির আশ্রয়ের কাছে যা' শুদ্ধ থাকে, তা'ও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উন্মুক্ত হ'লে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সেবার উৎকর্ষ প্রকাশিত হ'লে মধুর-রতি প্রকাশিত হয়।

সকল রতিতেই পুরুষোত্তমই ভোক্তা, প্রকৃতির স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব অসম্ভব

এই সকল প্রকার রতিতেই পুরুষই পরমেশ্বর ; কোথাও প্রকৃতির পরমেশ্বরত্ব নাই। কেন না, পুরুষ-ব্যতীত আর কেহই নিরপেক্ষ-ভোক্তৃতত্ত্ব হ'তে পারেন না। শাস্ত্ররসে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু অজাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। 'রক্তক', 'পত্রক', 'চিত্রক' দাসরূপে লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরই সেবা ক'রে থাকেন। সুবাম, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাও সখ্যরসে লীলা-পুরুষোত্তমের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে তাঁ'রই সুখ-সেবা বিধান করেন। নন্দ-যশোদাও লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে তাঁ'দের পালনাদিতে সেবা ক'রে থাকেন। ব্রজগোপীগণও সর্ব্বাত্মের দ্বারা লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা করেন। অতএব সকল রসেই বিষয় বা সেব্য—পুরুষোত্তম।

পরমেশ্বরের পুত্রত্ব ও মাতৃত্ব-বিচারের উৎকর্ষ সাধারণ-যুক্তিমূলে প্রদর্শন

ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ ক'রলে আমরা আমাদের পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের পূর্ব্ব হ'তে মাতা বা পিতার সেবা ক'রতে পারি না। পরবর্ত্তিকালে সেবা করা না করাতেও সংশয় থাকে। আর পরবর্ত্তিকালে যদিও সেবা করি, তা'ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ব বিনিময়-সম্বন্ধে অবস্থিত লৌকিকব্যবহার-যুক্ত পূজা-মাত্র। কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'বার পূর্ব্ব হ'তেই মাতা-পিতা পুত্রের সেবা ক'রে থাকেন ; সেই সেবা কৃতজ্ঞতা বা বাধ্যতা-মূলক নয়, তা' স্বাভাবিক অনুরাগমূলক।

পরম পালক হইয়াও প্রেম-পাল্য

কৃষ্ণই—পালক ; আবার পালক হ'লেও অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমিকের পাল্য। সেই গোপালের সেবাই বাৎসল্যরতির বিষয়।

গৌড়ীয়দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও রহস্য

আমরা জগতের ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সম্প্রদায়। কাজেই আমরা মনে করি, ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তি বা শান্তি-লাভই আমাদের চরম মঙ্গল। কিন্তু যাঁ'রা ক্লেশ হ'তে স্বভাবতঃই পরিমুক্ত অর্থাৎ যাঁ'রা শাস্ত্ররসের উদ্দীপক ও উপদেশক উপনিষদের প্রাথমিক পাঠসমূহ বহু পূর্ব্বেই সমাপ্তি ক'রেছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃত-সেবা-রস-বৈচিত্র্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যাকুল হন। সেবার উন্নতিতে দেখা যায়, শব্দের বিষয়বস্তুটিতে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, এইটি অপ্রাকৃত 'ফোটবাদ' বা গৌড়ীয়দর্শনের রহস্য।

গৌড়ীয়দর্শনে স্বরূপ-দর্শন—বিশ্বরূপ-মাত্র দর্শন নহে

'গৌড়ীয়' অভিধানের নিদিধ্যাসন নেয়। বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা জাগতিক বিভিন্ন-দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরূপ-দর্শনের কথা একমাত্র 'গৌড়ীয়'-দর্শন'ই বিশেষ-রূপে বিকশিত ক'রে প্রদর্শন করেন। এ'জন্য প্রকাশানন্দ গৌড়ীয়দর্শনে দীক্ষিত হ'বার পর ব'লেছিলেন—

"তা'তে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার॥

(চৈঃ চঃ ম ২৫।৫৫, ৫৭)

গৌড়ীয়দর্শনেই বাস্তবতত্ত্ব-দর্শন সম্ভব

একমাত্র গৌড়ীয়দর্শনেই তত্ত্ব-দর্শন হয়। 'তৎ'—'ত্ব' অর্থাৎ সেই বস্তু যা', ঠিক তা'ই – As He is, not as He is conceived by man or many. এরই নাম 'স্বরূপ'। সেই স্বরূপ-দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়দর্শনেই সম্ভব।

নির্ব্বিশেষবাদ 'দর্শন' নহে, দর্শনাভাব মাত্র

পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী, অর্চ্চা প্রভৃতি বিশিষ্টা-দ্বৈত-দর্শনের তত্ত্বালোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষ-দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষবাদকে 'দর্শন' না ব'লে 'দর্শনাভাব' বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান-মাত্র বলা যেতে পারে। চক্ষুষ্মানের দর্শনে বিচিত্রতার দর্শন হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি দর্শনাভাবে সকলই নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও অন্ধকার ব'লে অনুভব করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা সাত্বত-দর্শন-চক্ষুষ্টয়ের সম্পূর্ণতা-সাধন

এই-দর্শনাভাবকে বিদূরিত করবার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চা'রটী বিষ্ণুহস্তস্থিত অস্ত্রের অবতার-স্বরূপ চা'রটী সাত্বত সিদ্ধান্ত বা সুদর্শন প্রকাশিত হ'য়েছে এবং সকল আচার্য্যের আচার্য্য ও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁ'র গৌড়ীয়-দর্শনের মধ্যে ঐ চা'রপ্রকার অস্ত্রের সমন্বয়, সম্পূর্ণতা ও পরিশিষ্ট-বিচার প্রকাশ ক'রেছেন।

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য

পরমেশ্বরে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশিত ; মাধুর্য্য

ঐশ্বর্য্যের দাসা ক'র্তে প্রস্তুত নয়। ঐশ্বর্য্য-গন্ধ-শূন্য মাধুর্য্যের মহাদানই ঔদার্য্যে প্রকাশিত।

কৃপানুগ-গৌড়ীয়-সঙ্গে গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ

কৃপানুগ-গৌড়ীয়ের সঙ্গ-ব্যতীত গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্য-চক্ষু লাভ হয় না। গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্বত্রই বিপ্রলম্ভময় অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবা দর্শন হয়।

"সকলভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
তৈছে আমি স্ফূর্তি আমি বাহিরে অন্তরে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২৩)

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥"
(ভাঃ ২।৯।৩৪)

"তবু আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২৪)

"বিস্মৃতিঃ হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৫৫)

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

"গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥"
(ভাঃ ১০।৩০।৪)

[যে প্রকার বিভাপ্রভেদঃ প্রকৃতি মহাভূত-সকল দেব-তির্য্যগাদি উচ্চনীচভূত-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সর্ব্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবৎ-স্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফূর্তি হই।]

[সর্ব্ব-পাপ-বিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জু-দ্বারা তাঁহার পাদ-পদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান।]

[একত্র মিলিত গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তর্হিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয় বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।]

বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তির ভূমিকা ও ফল

গৌড়ীয় এরূপ দর্শন করেন ব'লে তিনি 'গৌড়ীয়'—মহাপ্রভুর আশ্রিত। বাহিরের খোলসে বাহিরের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করায় যে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হ'য়েছে, তা'তে জীবকে মতিচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে, তা'তে আমরা আচ্ছন্ন হ'ব না, এইটীই হ'ল গৌড়ীয়-দর্শনের কথা। কেহ বাহিরের স্থূল খোলস, সূক্ষ্ম খোলস, কেহ বা সুসূক্ষ্ম খোলস-দর্শনে দার্শনিক হ'য়েছেন। সকলেরই প্রাকৃত বা প্রাকৃত-বাতিরেক-সম্বন্ধে দর্শন।

গৌড়ীয়-দর্শনই একমাত্র অনাবিল অপ্রাকৃত দর্শন

কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শন। এই "অপ্রাকৃত" শব্দটি একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যায়। অপরাপর দার্শনিকম্মন্য ব্যক্তিগণ এই 'অপ্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে ঠাট্টা-তামাসা ক'রে থাকেন।

অজ্ঞতাই অপরাধী

এতে তাঁ'দের কিছু দোষ নাই, তাঁ'দের অজ্ঞতারই দোষ। তাঁ'রা যে প্রাকৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে অপ্রাকৃত-রাজ্যের বিকৃত ছবি দেখ্‌তে পান, তা'তে তাঁ'রা অপ্রাকৃত ব'লে যে একটা ব্যাপার আছে—যা' সমস্ত প্রাকৃত বিচিত্রতার আকর,—এ'কথা ভাব্‌তেই পারেন না।

পদ্মানীতি

পদ্মা ছিল কংসের জননী, সে ভাব্‌তো বৃন্দাবনে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণকে নিয়ে এত নাচানাচি করে কেন? বোধ হয়, কৃষ্ণের কাছে এরা কিছু খায় ধায়ে। তাই পদ্মা একটা পরামর্শ দিল; ব'ল্ল—একটা হিসাব নিকাশ হোক। কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে কতটা তা'দের খেটে দিয়েছে, আর গোপ-গোপীরাই বা কৃষ্ণকে শিশুকাল হ'তে লালন-পালন-খাওয়া-পরার বাবদ কতটা খরচ ক'রেছে। যদি কৃষ্ণের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তবে সেই পাওনার কএকটা টাকা কৃষ্ণকে দিয়ে তা'র সঙ্গে গোপীদের সম্বন্ধটা চিরতরের জন্য চুকিয়ে দেওয়া যা'ক। এই

বুড়ী অপস্বার্থপরতার পরিমিত চশ্‌মা চোকে দিয়ে কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে যে ভাবে দেখেছিল, তা'তে সে ঐরকম ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পা'বে না। কৃষ্ণ ও গোপী-দের মধ্যে যে নিত্য ও স্বাভাবিক আকর্ষণ, এ কথা সে কি ক'রে বুঝ্‌বে?

পন্থানীতিতে গৌড়ীয়-দর্শন অসম্ভব

পন্থার এই দর্শন-নীতি নিয়ে যদি আমরা 'গৌড়ীয়' দর্শন করি, তা' হ'লে 'গৌড়ীয়'-দর্শন হ'ল না, 'অগৌড়ীয়'-দর্শন হ'য়ে গেল। গৌড়ীয়—আত্মবিৎ, তাঁ'কে অনাত্ম-দর্শনে চল্‌বে চল্‌বে না। আত্মবিৎ হওয়ার পরে—স্বরূপা-বস্থানের পরে যে-সব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা, সেইটীই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয় স্বরূপে অবস্থিত না হ'য়ে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা মোক্ষকামনার জন্য বস্তু দর্শন করেন না।

মুক্ত হইবার পরের কথা—গৌড়ীয়-দর্শনের কথা

যাঁ'রা মুক্ত হ'ন নাই, যাঁ'রা অনর্থযুক্ত, তাঁ'দের ঐ সমস্ত ব্যাপারে তাৎকালিক প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের কথা—মুক্ত হ'বার পরের কথা।

সর্ব্ববিভক্তিতে গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয়

প্রথমা হ'তে সপ্তমী পর্য্যন্ত যতগুলি বিভক্তি, সবগুলির মধ্যেই গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয় হয়। "গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন, গৌড়ীয়ে দর্শন,"—এই সমস্ত পদেই গৌড়ীয়দর্শন তাঁ'র অপ্রাকৃতত্ব প্রচার ক'র্‌ছেন।

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—'গৌড়ীয়া-নাথ'; গৌড়ীয়া-নাথই—'শ্রীগৌরসুন্দর'। গৌরসুন্দরই—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অনাদি আদি ও গোবিন্দ।

'দর্শন' অর্থ—সম্ভোগ নহে,—সেবা

গৌড়ীয়-দর্শনে যে 'দর্শন' শব্দ, তা'র অর্থ সম্ভোগ নয়, তা' সেবার দ্যোতক। সেবার পরম প্রগাঢ়তায় যে-সব চেতনবৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চক্ষুষ্মান হ'য়ে থাকে, সেই সব বৃত্তি-দ্বারাই গৌড়ীয়-দর্শন সম্ভব হয়।

সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বার দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন

যেমন 'রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্' ব'লে একটা কথা আছে, তেম্‌নি গৌড়ীয় কর্ণের দ্বারাই 'গৌড়ীয়,' 'গৌড়ীয়কে' 'গৌড়ীয়ের দ্বারা,' 'গৌড়ীয়ের প্রতি,' 'গৌড়ীয় হইতে' 'গৌড়ীয়ের,' 'গৌড়ীয়েতে' গৌড়ীয়া-নাথ দর্শন করেন এবং গৌড়ীয় সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বাতেই গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন ও গৌড়ীয়ে গৌড়ীয় দর্শন ক'রে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-বার্ত্তা

(ভারতীয়)

ঢাকায়—বিগত ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'শ্রীনাম-ভজন'-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। বক্তৃতাকালে অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়কে অনেকেই পুনঃ পুনঃ 'hear hear'—এই প্রকার হর্ষসূচক ধ্বনি করিতে শুনিয়াছিলেন। সভায় সকলেই যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহা-আনন্দিত হইয়াছেন। নবাবপুরের শ্রীরসিকলাল বসাক মহাশয় এই দিবস শ্রীমঠে একটি মহামহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

—•—

কলিকাতায়—গত ৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট রবিবার

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় রেভারেণ্ড ব্রুক, সি, ব্যাঙ্কক্রফ্‌ট্‌ নামক আমেরিকার একজন পরিব্রাজক (দেশী ধুতি ও রেশমী পাঞ্জাবী সার্ট পরিহিত হইয়া) শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নাম-শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সত্যবাণী—পরম-মঙ্গলের কথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রেভারেণ্ড ব্যাঙ্ক্রফ্‌ট্‌ বলেন যে, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সত্যের অনুসন্ধিৎসু; কোন ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে তিনি আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহেন। এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কি প্রকারে এবং কোথায় বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য তিনি সততই চেষ্টান্বিত—জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছুক। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সরলতা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট এক ঘণ্টারও অধিককাল ইংরাজী ভাষায় বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ, জীবের স্বরূপ অর্থাৎ জীব যে বাস্তব-বস্তুর অণুচিৎ অংশ, বাস্তব-বস্তুর সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে পাইতে হইলে তদুপায় বা অভিধেয় কি এবং জীবের চরম প্রয়োজনই বা কি, বাস্তব-বস্তু লাভ করা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ জিনিষ বাধা দিতেছে, কোন্ অবস্তু বস্তু-দ্বারা জীবের দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু মধ্যভাগে থাকিলে বাস্তব-বস্তু দর্শনে বাধা না দিয়া উহাকে সহায়তা করে, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের আবশ্যকতা, গুরুদেব অবস্তু বস্তু নহেন, তিনি বস্তুবস্তু হওয়ায় বাস্তব-বস্তু দর্শনে সহায়কারী, দেহ ও মনোধর্ম্মে চালিত ব্যক্তিগণের নিত্যশান্তি-প্রাপ্তির অসম্ভাবনা, দেহ ও মনোধর্ম্ম হইতে আত্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, কর্ম্মী ও জ্ঞানী কোনকালে নিত্য-শান্তির অধিকারী হয় না, আরোহ-পথ পরিহার-পূর্ব্বক অবরোহ-পন্থাবলম্বনে বাস্তব-সত্যের সন্ধান-চেষ্টায় সাফল্য, ভক্তিই জীবের স্বরূপের একমাত্র বৃত্তি, সেই ভক্তির দ্বারাই ভগবদ্বস্তু লভ্য, অপ্রাপ্য জগতের বিভিন্ন রস ও তত্তদ্ রসে কি প্রকারে বাস্তব-বস্তুর সেবা হয় প্রভৃতি বহু বিষয় শাস্ত্র-যুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন।

উক্ত পরিব্রাজক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত চিত্তাকর্ষণী ঐ সকল সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। বিগত ১১ই ভাদ্র রবিবার আগষ্ট তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত ইংরাজী অভিভাষণের সময়ও উক্ত পরিব্রাজক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া অভি-ভাষণটী বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

নিত্যধামে ভক্ত দীনেশ

গত ১৬ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-তিথিতে অপরাহ্ণকালে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠসেবক ভক্ত বালক শ্রীদীনেশচন্দ্র বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে অকস্মাৎ নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ভক্ত দীনেশ বয়সে বালক হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সদ্‌গুরুজ্ঞানে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বালক দীনেশ অল্প বয়সেই নির্ম্মৎসর, মৃদু, সরলতা প্রভৃতি বৈষ্ণবসদ্গুণে বিভূষিত হইয়া বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠা বৈষ্ণববৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিলাম,—ভক্ত বালক দীনেশ আজ কৃষ্ণধামগমনের অনুগমন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-প্রার্থনা আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই অনুসরণীয়। বৈষ্ণবগণ আজ ঐ নিকপট ভক্ত বালক দীনেশের অকাল-প্রয়াণে অন্তরে বিশেষ বিরহব্যথা অনুভব করিতেছেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৪০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৭ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব পূর্ণ হইয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে কএকটী বিশেষ অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদের অভিভাষণে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পরম মঙ্গলের বাস্তব উপাদান ও বল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-উৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে তথা ভারতের সর্ব্বশুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানসমূহে হরিকীর্ত্তনের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতেও আমরা পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাইয়াছি যে, ইউরোপের কএকটী প্রসিদ্ধ স্থানে ঠাকুরভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীপ্রচার-মুখে ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথির পূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে জানাইয়াছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ইউরোপে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রবলবেগে বিস্তারিত হইতেছে। কেবল সাধারণ ধর্ম্ম-সভায় নহে, বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে সমুপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছেন এবং তাঁহারা আধুনিক বিভিন্ন মতবাদের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা সদ্যুক্তিমূলে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সাধারণ সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতার আহ্বান বিপুলভাবে আসিতেছে। বিলাতের বহুল-প্রচারিত, প্রভাবান্বিত ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ এই সকল কথা তাঁহাদের

পত্রিকার প্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ বক্তৃতা-গৃহসমূহ, প্রসিদ্ধ পার্ক, ব্যক্তিগত-ভবন, উপহার-গৃহ, বিশ্রান্তি-ভবন, মঠ ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পল্লী শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই অড়দর্শস্ববাদযুগে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও' দূরের কথা, কোন দেশেরই ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারা প্রচারিত বাণী এত আভিজাত্য-সম্পন্ন ও সাধারণ ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ এই আকর্ষণের জন্য আমাদের দিক্ হইতে কিছুই নাই—কোন যোগ-বিভূতি নাই, কোনপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক বা আমোদ-জনক ব্যাপার নাই, কেবল শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের কৃপাবাণীই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রগতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাণীটী আমাদের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আমরা বর্ণে বর্ণে ঐ বাণীর সত্যতা অনুভব করিতেছি।

"কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন।
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-পরমাণে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম)

—•—

গত ২৯শে জুলাই (১৯৩৩) কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক 'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রে লণ্ডনের বিমানডাকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের পল্লীতে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার হইতেছে। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান ধর্মযাজক ক্যাণ্টারবারির মহামান্য আর্চবিশপ্ মহোদয়ের উদ্‌যোগে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে গত ১০ই আগষ্ট 'তার্পলী' গ্রামে গমন করেন। বার্টন ক্যাদ্‌ল্ ষ্টেশনে রেভারেণ্ড আর, এইচ ডড্‌, বি, এ (ক্যাণ্টাব) শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেশন হইতে 'তার্পলী' গ্রামের দূরত্ব ৪ মাইল। গ্রামটী চেষ্টারসায়ারের আদর্শপল্লী। ভারতীয় গ্রামের সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। এখানে এদ্‌কণ্টে বাঁধান' সুন্দর পাকা রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফোন্ এবং নগরী-সুলভ অন্যান্য সুখ-সুবিধা আছে, অথচ পল্লী-সুলভ মনোরম শ্যামলক্ষেত্র, নিস্তব্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, আড়ম্বরহীন পোষাক, গ্রাম্য সরলতা প্রভৃতি বিরাজিত। স্থানীয় লোকেরা শান্ত এবং অতিথিপরায়ণ।

স্বামীজী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি রেভারেণ্ড ডড্ মহোদয়ের অতিথি ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং বিশেষ সম্মান ও ভক্তিসহকারে তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। গ্রামের দরিদ্রতম ব্যক্তিও স্বামীজীকে নিজ কুটীরে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন। গ্রামবাসীরা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কথায় এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদাই স্বামীজীর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইতেন।

তার্পলী হইতে স্বামীজী ৬৭ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিম-উপকূলস্থিত 'গ্র্যাক্ পুল' নামক স্থানে নিমন্ত্রিত হন। সরকার-বাহাদুর প্রজাবর্গের জন্য কত যত্ন ও চিন্তা করেন, তাহা যাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্থানটী বিশেষ দর্শনযোগ্য।

ভবিষ্যৎ বংশের কৃষ্টির উৎকর্ষ-চেষ্টা এবং জনগণের অকুণ্ঠভাব এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়। স্বামীজী এখানে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা বিশেষ আদরের সহিত শ্রবণ করেন। তাহার পর তাঁহাকে একটী গোপালায় নিমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে গাভী দোহন করা হয়। সকলেই সাগ্রহে স্বামীজীকে দুগ্ধ এবং দুগ্ধ-উপহার প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য-বাণী-শ্রবণে সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-পর্য্যন্তও শ্রবণের সুযোগ পান নাই।

—•—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ প্রমুখ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ অভিলাষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আগামী অমৃতিথির পূজা তাঁহারা লণ্ডনে বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করিতে চাহেন। এ বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বর্দ্ধিতম আবির্ভাব-পূজা। কাজেই এ বৎসর বিশেষভাবে এই তিথির সম্মান অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমৎ বন মহারাজ গৌড়ীয়-সম্পাদককে জানাইতেছেন, "শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে 'শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য জীবনচরিত' প্রকাশিত হইলে জগৎ পরম-মঙ্গল লাভ করিবে। তাঁহার অভিমর্ত্য জীবনী পাশ্চাত্য-দেশবাসী সম্মান ও আদর করিতে পারিবেন বলিয়া আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি। এ-বৎসর শ্রীব্যাস-পূজায় শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণকীর্ত্তনসর্ব্বস্ব মূর্ত্তমান্ জীবনের অন্ততঃ প্রথম অংশ পাইলে এখানে বড় বড় সভায় উপহার দিতে পারি, কারণ তাঁহারই মনোহভীষ্ট ও প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া এ প্রদেশের আভিজাত্য-সম্প্রদায় হইতে পল্লীর কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সেই অভিমর্ত্য-ব্যক্তিত্ব শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ দর্শন ও জীবনী শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।"

—•—

স্বামীজী মহারাজ আরও জানাইয়াছেন যে, "এখানে বিভিন্ন স্থানে আরও বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিতেছে। আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতেও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এ-সকল কথা জানিতে উৎসুক হইয়াছেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনব সুবীমাংসা-সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।"

—•—

শ্রীস্বামীজী মহারাজ আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়কে লিখিতেছেন,—"এখানকার ছোট ছোট ছেলেরা সন্ধ্যায় আসিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে। শুনিলে খুব সুখী হইতেন। তাহাদের ইংরাজী ধরণের উচ্চারণ সরলতা ও কমনীয়তার সহিত শুনিতে বড় মধুর হয়। তাহারা আমাদের নিকট বাংলা শিখিতে আসে এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করে।"

—•—

বর্ত্তমান যুগে জাগতিক সুবিধাবাদকে কেন্দ্র করিয়াই নানাপ্রকার ধর্ম্মের ধারণা বা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন না কোন সুবিধা-বাদকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ ভারতীয় বহির্মুখতায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনা-মূলক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি আবার জাগতিক সুবিধা-বাদের সন্তান-সন্ততিরূপে অত্যন্তকাল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তা-ধারার মধ্যে সাম্যবাদের নানাপ্রকার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তির ছায়া ও স্বল্পস্পর্শ বিদেশীয় কল-কব্জা ও সভ্যতার সহিত বিকৃতভাবে ভারতীয় ধর্ম্মজীবনের ভাণ্ডারেও আমদানী হইয়াছে। কোন না কোন সুবিধাবাদের অন্তর্নিহিত মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে আপোষের ছলে গোঁজামিল দিবার প্রবৃত্তি উদিত হইতেছে। রাজনীতি-বিশারদ মনীষী আকবর "দীন-ইলাহি" নামক ধর্ম্ম রচনা করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় (?) করিয়াছিলেন। লোকপূজ্য নানক হয়ত' সেরূপ কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কএকটী ধর্ম্মমতের মধ্যে একটা রফা-রফা করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সুবিধাবাদের চিন্তা প্রধান-ভূমে সামাজিক ও ধার্ম্মিক আন্দোলনের অবসর পাইলেই সেই সকল প্রভাব মনো উদ্দেশ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া থাকে।

—•—

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখের 'রয়টার' সংবাদ দিয়াছেন যে, "বিশ্বধর্ম্মসম্মিলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য বরোদার মহারাজা মহামান্য গাইকোয়াড় চিকাগোতে গমন করিতে-ছেন। মাননীয় মহারাজ রয়টারের প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে, 'সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক'—এইরূপ একটী ভাব স্থাপিত হইলে অন্তর্নিহিত সহযোগিতার দ্বারা মানুষের সুখ-বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হইবে।"

এইরূপ বিচারে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সংঘের আপোষ করিবার প্রবৃত্তি ও উন্নত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা পরম-ধর্ম্মের স্বরূপ কতদূর নির্ণীত হইবে, তদ্-বিষয় সুধীগণের বিবেচ্য। পরমধর্ম্মের প্রয়োজন মানুষের কোনপ্রকার সুবিধাবাদ নহে—মানুষের জাগতিক সুখানু-সন্ধান নহে; পরন্তু পরমতত্ত্বের সুখানুসন্ধান। তদ্দ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বে পূর্ণসুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

—•—

গত ১১ই ভাদ্র রবিবার 'বঙ্গবাসী' নামক বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও জাতিভেদ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন লইয়া আলোচনা যুগ-চিন্তাধারার প্রাবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহার অন্তঃপুরে অনুসন্ধান

করিলে আগতিক সুবিধাবাদের কোন না কোন চিন্তাস্রোত উক্ত আন্দোলনের অন্তরে ফল্গুনদীর ন্যায় নিহিত রহিয়াছে কিনা, তাহা হয়ত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের বীক্ষণ-যন্ত্রি-দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। সেইরূপ এক চিন্তাধারার সহিত সাম্যাদিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াই মনে হয়, উপরি-উক্ত প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক লিখিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গদেব বলিলেন,—জাতি-ভেদ নাই; মানুষের দুই জাতি—এক কৃষ্ণবহির্মুখ, আর কৃষ্ণোন্মুখ। যে কৃষ্ণ-বহির্মুখ, সে ব্রাহ্মণ হউক বা দেবতাই হউক, সে অপকৃষ্ট—অস্পৃষ্ট। আর যিনি কৃষ্ণোন্মুখ, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবানের প্রিয়।

• •

শ্রীগৌরাঙ্গ জাতিভেদ-অস্পৃশ্যতার দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া যে সাম্য ও ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, বাংলার হিন্দুর দুর্ভাগ্য—সে মন্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিয়া ছুঁৎমার্গের পথ ধরিয়া চলিয়াছে এবং যাহারা সত্য সত্যই গৌরাঙ্গ-পন্থী, তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া সমাজে হীন করিয়া রাখিয়াছে।

•

বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া সমাজের প্রতি স্তরে যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এ-যেন মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মেরই জয়-জয়কার।"

উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না, তবে দুই একটী বক্তব্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব বা তাঁহার অনুগত সেবক-মণ্ডলীর কোন কার্য্যেই ঐহিক বা পারলৌকিক কোন প্রকার সুবিধাবাদ-সংগ্রহের প্রচ্ছন্ন গন্ধও নাই। এই প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ যে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপ প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন, —"অন্যাভিলাষ-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি-দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই 'উত্তমা ভক্তি', ইহারই প্রগাঢ় অবস্থার নাম 'প্রেম'। প্রেমে জীব বা জগতের কোন সুবিধা-সংগ্রহের চেষ্টা নাই, একমাত্র কৃষ্ণ-প্রীতিতেই 'প্রেম' কথাটী একচেটিয়া ও তাহাতেই উক্ত শব্দের সার্থকতা। "জীবে প্রেম" বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। বর্ত্তমানে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের দুনিয়াদারীর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সুবিধা কিংবা অন্য কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট অন্যাভিলাষের উদ্দেশ্যেই তাহা পরিকল্পিত হইয়াছে। কাজেই ঐরূপ মনোবৃত্তি হইতে যে-সকল আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের জয়-জয়কার কিরূপে অনুভূত হইবে? বরং মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিকৃত-রূপেরই জয়-জয়কার বলিলে বিষয়টী ঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়।

যখন প্রবন্ধ-লেখকমহোদয়ের বিচারানুসারে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রই অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য, তখন বর্ত্তমান আন্দোলনে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকে দূর না করিয়াই যে অন্যাভি-লাষের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক বিধির পরিধিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচার দূরে থাকুক, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত কতটা ঐহিক মঙ্গলই বা সম্পাদিত হইবে? "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা গুরুঃ"—এই শাস্ত্রীয় বিচারই মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর না করিয়া হাঁড়ি, বিপ্রবী বা বহির্ম্মুখ শৌক্র ব্রাহ্মণ—ইহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজনে কতটা মঙ্গল হইবে? মহাপ্রভু বহির্ম্মুখ শৌক্র ব্রাহ্মণের হস্ত-স্পৃষ্ট দ্রব্যও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বৈষ্ণবতা-দর্শনে অপাংক্তেয় বর্ণবাহ্যজ্ঞান যবনোদ্ভিয়া বিপ্রের কুলে উদ্ভূত বৈষ্ণবের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন—যবন-কুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে ঠাকুর হরিদাসকে ও শ্রীমুকুন্দ দত্তকে একত্র লইয়া ভোজন করিয়াছেন। কালিদাস 'ভূঞি মালী' কুলে উদ্ভূত বন্ধু ঠাকুরের চোষা আম্রাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত আমের আঁটির সন্ধান করিয়াছিলেন; তথাপি বন্ধু ঠাকুরের অনুরোধ রক্ষা করিবার ছলেও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ শৌক্র-ব্রাহ্মণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন ঠিক তাহার বিপরীত; হাঁড়িকে 'হাঁড়ি' রাখিয়া, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখকে 'কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ'ই রাখিয়া তাহাকে "হরিজন" বলা হইতেছে—জোর করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা হইতেছে; কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর করিবার চেষ্টা আদৌ নাই। ঠাকুর-সেবায় আন্তরিক ইচ্ছা নাই। তথাকথিত উন্নত

জাতির সুবিধাবাদের সহিত পাংক্তের হইবার জন্য প্রতিযোগিতা-মূলে একটী বহির্মুখ চেষ্টা বর্ত্তমান আন্দোলনের অন্তরে অবশ্যম্ভাবীভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহা কিরূপে মহাপ্রভুর ধর্ম্মের জয়-জয়কার হইতে পারে?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, জগতের লোক অধিকাংশই কৃষ্ণ-বহির্মুখ; তাহাদিগকে আগে কৃষ্ণোন্মুখ কর, তাহাদের নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবত্ব উদ্বোধন কর, তাহারা সেবোন্মুখ হইলে আর তাহাদিগকে জাতি-সমাজে দর্শন করা উচিত নহে। নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ হরিদাসকে 'যবন' বলা, শ্রীরামানন্দকে 'শূদ্র' জাতির ব্যক্তি-বিশেষ বলা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বা ঠাকুর নরোত্তমকে 'কায়স্থ' জাতির অন্তর্গতরূপে দর্শন করা, শ্রীবস্তুঠাকুরকে 'ভৃঙ্গি মালী' বলা বা শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে 'ব্রাহ্মণ' মাত্র জ্ঞান করা যেমন অযৌক্তিকতা—তেমনই পাষণ্ডতা। যদি কৃষ্ণোন্মুখ না করিয়া আমরা কৃষ্ণ-বহির্মুখ তথাকথিত সামাজিক নীচজাতি বা উচ্চজাতির কোন না কোনপ্রকার সঙ্গ করি (বৃহৎকে ভোজয়তে), তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণবহির্মুখসঙ্গ হইয়া যাইবে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের পথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইব।

আমরা যথাযোগ্য সম্মানের সহিত প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তিনি "শ্রীল রামানন্দ জাতিতে কায়স্থ" বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃ-সত্য ও সাধারণ ইতিহাস-সত্য ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীল রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ এবং অপ্রাকৃত ব্রজজন ও গৌরজন। তিনি কলিজাতিতে আবির্ভূত হইবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, কায়স্থ-জাতিতে নহে। আর তাঁহাকে জড়ীয় কোন জাতি-বিশেষের অন্তর্গত বিচার করিলে কৃষ্ণবহির্মুখ আর্ত্তেরই ভয়-ভঞ্জকার দেওয়া হইবে, তাহা সাম্য ভাষ্যের বিচার-বিরুদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সামাজিকজাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা লইয়া মারামারি করেন নাই। তিনি সকলকে কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখের প্রতি প্রাকৃত বিচার করেন নাই। গৌরাঙ্গের ভক্তগণ "পন্থী" নহেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁহারা বহির্মুখ স্মার্ত্ত-জড় আর্ত্তের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা জগৎ-সেবার কিঙ্কর ও জগতের সর্ব্বোচ্চ-স্থানে এবং সত্যার্থের পরাকাষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় কুরুক্ষেত্রে সামন্তপঞ্চকে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে একটী ভাগবত-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছি। সেই প্রদর্শনী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণবিরহ-সন্তপ্ত গোপীগণের কৃষ্ণের সহিত মিলনের আদর্শ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্লোকানুসারেই শ্রীকৃপানুবর গৌরজনের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

—•—

এবার শারদীয়া পূজার অবকাশে শ্রীরূপ-শিক্ষাবলী প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ একটী সারস্বাধিক প্রদর্শনীর উদ্ঘাটনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-শিক্ষাবলী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-প্রদর্শনী-উদ্ঘাটনের উপযুক্ত স্থান। কৃপানুবরের কৃপায় ভক্তেশবাসী এবং ভারত ও বাহিরের সকল লোকই এই প্রদর্শনীর শিক্ষা-লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

প্রপত্তি ও বৃত্তি

[অধ্যাপক আচার্য্য মহোপদেশক শ্রীপাদ হরিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল]

নারদপঞ্চরাত্রে তারদ্বাজ-সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, মুনিবর ভরদ্বাজ সমাগত জিজ্ঞাসু মহর্ষিগণকে পরম-সিদ্ধির বা নিঃশ্রেয়স-লাভের অর্থাৎ ও পরম-উপায়-স্বরূপ "জ্ঞানযোগ" উপদেশ করিতেছেন। এই যোগ ও এই যোগসাধ্য পরম সিদ্ধি তিনি গুরুপরম্পর্য্যে শ্রৌত-প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিজ বুদ্ধি বা কল্পনায়

উদ্ভাবিত উপায়-বিশেষ নহে। ইহা বেদ-বেদান্ত-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট এবং অন্য সম্প্রোপায়-নিরপেক্ষ স্বয়ং স্বতন্ত্র সাধন।

যিনি সকল আত্মার আত্মা,—পরমাত্মা, সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মা বা ভগবান্ অনন্তসাধ্য ইষ্টবস্তু এবং ভগবান্ স্বয়ংই তাঁহাকে লাভ করিবার সুনিশ্চিত একমাত্র সাধন। ভগবান্‌ই সাধ্য, ভগবান্‌ই সাধন। একীভূত সাধ্য-সাধন-রূপ পরমাত্মা বা ভগবানে 'আত্মসমর্পণ' অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণই ন্যাসযোগের স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নামান্তর—"প্রপত্তি"।

"নিশ্চিতেনন্যথার্থে ত পরত্বেইত সাধনে।
অনন্যভক্তভাবঃ প্রপত্তিরিতি গীয়তে॥" (নাঃপঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখে শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকে প্রপত্তি বা শরণাগতি জ্ঞাপনের 'মন্ত্র' এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

'কৃষ্ণ তোমার হউ'—যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৩৩)

মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ ভগবানের শ্রীমুখের এই উপদেশই শ্রৌতপথে স্বয়ং অবগত হইয়া সমাগত মহর্ষিগণকে উপদেশ করিয়াছেন—

"অহমস্মি তবৈবেতি প্রপন্নাহ সকৃৎ স্বয়ম্।
তেষাং নারায়ণঃ শ্রীমান্ দদাত্যভয়মুৎসুকঃ॥"

এই বাক্যে তিনি যে কেবল আত্মনিবেদনের মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু ভগবানের পক্ষ হইতে শ্রোতৃগণকে বা জীবকুলকে কিঞ্চিৎ প্রতিশ্রুতিও জ্ঞাপন করিয়াছেন—যে প্রতিশ্রুতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখে জগৎকে জানাইয়াছেন—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতালাভই সকল সাধনের লক্ষ্য এবং ঐ প্রসন্নতা-সম্পাদন-যোগ্যতাই সকলসাধনের সাধনত্ব। এতাদৃশ যোগ্যতা-বিচারে প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

"ন হি প্রসাদনং বিষ্ণোস্তদারাধনমন্তরে" (নাঃ পঃ)

আত্মসমর্পণ-ব্যতীত বিভুর প্রীতিসাধক আর কিছুই নাই।

এই প্রপত্তির সুস্পষ্টতর উপদেশ ও পরিপূর্ণতর বিকাশ আমরা শ্রীগীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। শ্রীগীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে উপদিষ্ট এই শরণাগতি অখিলসাধনের সার ও শিরোমণি এবং সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুগম বলিয়া সর্ব্বশেষে উপদিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীঃ ১৮।৬৬)

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন, ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥
(ভাঃ ১১।১২।১৪-১৫)

উক্ত শরণাগতির কথা আমরা অনেকেই হয়ত' কিছু না কিছু শুনিয়াছি এবং জানি। উপদেশ ও আলোচনা-কালে ইহা যথেষ্ট বলি এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাও যে হৃদয়ঙ্গম না করি, তাহা নহে; কিন্তু কার্য্যতঃ খুব কম লোকেই ইহার অনুষ্ঠান বা অনুসরণ করিয়া থাকেন। মৌখিক অঙ্গীকার করিলেও কার্য্যে ইহার কোন অনুষ্ঠান ও পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্য্যকালে প্রায় সকলেই মায়ার ত্রিগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া "কর্ত্তা" সাজিয়া স্ব স্ব রুচি ও স্বতন্ত্রতার অনুসরণ করিয়া থাকি।

কেহ কেহ বিচার করিয়া থাকেন যে, অন্তরে অন্তরে শরণাগতি স্বীকারের ভাব থাকিলেই হইল, বাহিরে তদনুরূপ ও তদনুকূল অনুষ্ঠানের দরকার কি? বাহিরে আহার-বিহারে, আচার-ব্যবহারে যেমন চলি ও আছি, তেমনই চলিব ও থাকিব। অর্থাৎ ইঁহারা theoretically শরণাগতির বিচার —এমন কি যৎকিঞ্চিৎ শরণাগতির ভাব স্বীকার করিলেও লোকলজ্জার ভয়ে, নিজ-স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগের ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাতের ভয়ে practically বা কার্য্যতঃ কিছু করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না এবং করিয়া উঠিতেও পারেন না। ইঁহারা theory ও practice এর—বিচার ও আচারের একাত্মতা ও যুগপৎ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন না এবং স্বীকারও করেন না। অর্থাৎ ইহারা শরণাগতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারেন না এবং সেই কারণে ইহাদের কাল্পনিক বা তথা-

কথিত শরণাগতিও যে অতি অবান্তর ও কিছুই নহে—ইহাও বুঝিতে পারেন না এবং স্বীকার করিতেও চাহেন না।

প্রথমতঃ গুরুকরণে ইঁহাদের বিশেষ অসুবিধা ও আপত্তি; কারণ, মুক্ত পরমহংস সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আহার-বিহার-আচার-বিচারাদি সর্ব্ববিষয়ে নিজের স্বাধীনতা ও রুচিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। এইরূপ আত্মপরতা-স্বীকারে সঙ্কীর্ণতা (?) বা সাম্প্রদায়িকতা (?) আসিয়া পড়ে। কাজেই ইহারা সর্ব্বপ্রকার রুচির অবাধ অনুসরণের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া উদারতার (?) নামে উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রবর্ত্তনকেই বহুমানন করেন। দ্বিতীয়তঃ লোকলজ্জাও এক প্রবল অন্তরায়। কিন্তু লজ্জার আপত্তিটা বুঝে স্বীকার না করিয়া "উদারতার" অনুঘাত ও আবরণ-দ্বারাই উহাকে গোপন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা বুঝুন আর নাই বুঝুন এবং স্বীকার করুন বা না করুন,—শাস্ত্র ও মহাজনগণ theory ও practice—বিচার ও আচারের একাত্মতা ও যুগপৎ অনুসরণই উপদেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'তৎপুরুষনিষেবন" অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ও সেবা ব্যতীত "কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ" হওয়া যায় না—কৃষ্ণে বস্তুতঃ আত্মসমর্পণ হয় না। "যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া" (ভাঃ ৬।১।১৬)। নারদপঞ্চরাত্রেও দেখিতে পাই, ঋষি ওরুষাজ মহর্ষিগণকে বলিতেছেন—"অনুপেতত" অর্থাৎ যিনি সদ্‌গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই, তাঁহার "দুষৈবাত্মসমিৎক্ষেপো ভারতে কৃষ্ণবর্ত্মনি,"—অগ্নিতে অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ যজ্ঞাগ্নিতে আত্মসমর্পণরূপ সমিৎনিক্ষেপ বৃথাই হয়। নিজ-স্বতন্ত্রতা-সংরক্ষণের মোহে সদ্‌গুরুর চরণে অনাশ্রিত ব্যক্তির ভগবানে প্রকৃতআত্মসমর্পণ বা শরণাগতি হয় না এবং হইতে পারে না।

যে স্থলে অন্তরে অন্তরে সত্য সত্য প্রপত্তি নাই, সে স্থলে প্রপত্তির শুধু বাহ্যানুষ্ঠানও প্রকৃত প্রপত্তি নহে,—ইহাও অতি সত্য কথা। আন্তরিক ঐকান্তিকতাই উহার প্রাণ। নচেৎ প্রাণহীন লোক-দেখান' বাহ্যানুষ্ঠানও যে বৃথা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ইহাও অতি সত্য কথা যে, যে স্থলে সত্যসত্যই আন্তরিক ঐকান্তিকতা—প্রাণ আছে, সেখানে বাহ্যানুষ্ঠানেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও স্বতন্ত্রতারূপ কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয় না। বাহ্যানুষ্ঠানসকল স্বতঃই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জনক-জননীর চরণে সন্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ, তাহা স্বতঃই সন্তানের নানাবিধ আদর-যত্ন—সেবা রূপে পুষ্টি পাইয়া থাকে। স্নেহ ও আদর-যত্ন—বস্তুতঃ দুইই এক—একাত্ম ও অবিচ্ছেদ্য। Theory ও Practice-এর তথাকথিত ব্যবধান এইখানে নাই এবং থাকিতে পারে না।

যে স্থলে সদ্‌গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ নাই, সে স্থলে ভগবানে শরণাগতি রাজসিকী অথবা তামসিকী মাত্র—বস্তুতঃ সাত্ত্বিকী নহে। সাত্ত্বিকী ও মানসী প্রপত্তি একই এবং ইহাই যুক্তিযুক্ত। তাহাতে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ও আত্মগত্য এবং বাহ্যানুষ্ঠানাদিও অবশ্যই থাকিবে। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে—

"স্বাসলিঙ্গবত্তাভ্যেন বিধার্যঞ্চ স্বয়ং।
উপাসিতগুরোঃ সম্যক্ প্র-বিনীনী ভবেৎ॥"

দেহে শরণাগতির বা গুরুপদাশ্রয়ের চিহ্নাদিধারণ, বুদ্ধিতে মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান এবং শ্রীগুরুদেবের সম্যক্ উপাসনা অর্থাৎ সেবা—ইহাই প্রপত্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিকী ও মানসী প্রপত্তি।

সুতরাং মনে মনে কিঞ্চিৎ শরণাগতির ভাব পোষণ করিতে চেষ্টান্বিত হইলেও যাঁহারা কায় ও বাক্যকে নিজের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারের জন্য মুক্ত পৃথক্ রাখিয়া দিলেন, তাঁহাদের প্রকৃত শরণাগতি হইল না, বলিতে হইবে।

শাস্ত্রে উক্ত প্রপত্তির ছয় প্রকার অঙ্গ বা ভাব বিভাবিত হইয়াছে। অস্মৎপূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর "শ্রীউপদেশামৃতে" ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" উদ্ধৃত শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্যে এবং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে সেই ছয় অঙ্গ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণন্তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
(বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

প্রপত্তিরানুকূল্যস্য সঙ্কল্পোঽপ্রতিকূলতা।
বিশ্বাসো বরণং নাম কার্পণ্যমিতি ষড়্‌বিধা॥
(নাঃ পঃ)

প্রপত্তি এই ছয় প্রকার পরস্পর-অবিচ্ছেদ্যভাবসমূহে যুগপৎ একাত্মভাবে বিদ্যমান। ইহারা একই বস্তুর বিভিন্ন দিক্ মাত্র।

ষড়্‌বিধা বা ষড়ঙ্গা প্রপত্তির অনুরূপ ষড়্‌বিধা বা ষড়ঙ্গা বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

বৃত্তিশ্চ বিহিতাচারঃ প্রতিষিদ্ধ-বিবর্জনম্।
দৃষ্টির্ভক্তিমুখা লক্ষ্য সতাং সেবেতি ষড়্‌বিধা॥
অনন্যরক্ষিতত্বঞ্চ বিহিতানি যথোচিতম্।
তত্তদ্ প্রতিষিদ্ধানি, বেদবেদান্তবর্ত্মবিৎ॥
অর্চ্চাদিষ্বর্চ্চয়ন্ বিষ্ণুমন্যত্রো হরিণাদৃতৈঃ।
সেবতে যস্তু তদ্ভক্তা সেয়ং বৃত্তিঃ পরা মতা॥

(নাঃ পঃ)

শাস্ত্রবিহিত আচরণ, শাস্ত্র নিষিদ্ধের পরিত্যাগ, দৃষ্টি (দর্শন) অর্থাৎ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান, ভক্তি অর্থাৎ অর্চ্চামূর্ত্তিতে বিষ্ণুর সেবা, লক্ষ্য অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র-হরিমন্দিরাদি চিহ্ন-দানে ও সাধুসেবা অর্থাৎ স্বীয় আচার্য্যপ্রমুখ সাধুগুরু-গণের সেবা—ইহাই ষড়ঙ্গা বৃত্তি এবং ইহাই **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বা সদাচার।**

পরমাত্মা পরমপুরুষের সহিত জীব-মাত্রের নিত্য প্রভু-দাস-রূপ যে নিত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধজ্ঞান হইতে প্রপত্তির উদয়। সেই সম্বন্ধজ্ঞানই জ্ঞানযোগ বা প্রপত্তি। এই জ্ঞানযোগ বা প্রপত্তিই মুখ্য-উপায়-স্বরূপ হইয়া শ্রীভগবানের উত্তরোত্তর প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক উক্ত সদ্‌বৃত্তি বা সদাচার রূপ ফলে পরিণত হয়। এই ষড়্‌বিধা বৃত্তি বা সদাচার এমন কোন একটা অবান্তর অস্বাভাবিক ও বাহিরের বস্তু নহে, যাহা নিষ্ঠার অপ্রয়োজনীয় বা হইলেও ঘাড়ের উপর চাপাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রপত্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিতেই ষড়্‌বিধা বৃত্তির প্রকাশ এবং ইহাই শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী শরণাগতির পরম ফল। ইহাই "ঈদৃশ যত্ন হয়েছে কর্ত্তব্য মনসা গিরা। নিখিলাবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে"—এই শ্লোক-কথিত জীবন্মুক্তি—ইহাই অমৃত।

"স্বাভাবিকোঽস্ত সম্বন্ধঃ পুংসো যঃ পরমাত্মনা।
স্বতঃসিদ্ধ এবায়ং প্রথমং জ্ঞানযোগতাম্॥
স এবোপাসনাপর্য্যন্তে পরাং প্রীতিমুদাবহন্।
বৃত্ত্যাখ্যাং ফলতাং যাতি, তদেবামৃতমুচ্যতে॥"

(নাঃ পঃ)

এই সদ্‌বৃত্তি অনুষ্ঠান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যেরূপ সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত সম্ভবপর নহে এবং হয়, তদ্রূপ সদ্‌বৃত্তির অনুসরণও সদ্‌গুরুর আনুগত্যেই কর্ত্তব্য। কারণ সদ্‌বৃত্তি—ভগবৎপ্রপত্তি-মূলা এবং ভগবৎপ্রপত্তি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়মূলা। অতএব সদ্‌গুরুপাদ-পদ্মের আশ্রয় ও আনুগত্যের অভাবে ভগবৎপ্রপত্তির অভাব-হেতু সদ্‌বৃত্তির অনুষ্ঠানও নিষ্ফল এবং লণ্ডভণ্ড-মাত্র হইয়া পড়ে—প্রাণহীন জড়কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, স্থূল ভূষা-ব্যবহারের ন্যায় বৃথা কার্য্য হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও আনুগত্য না থাকিলে ষড়্‌বিধা বৃত্তির ছয় অঙ্গের কোন অঙ্গেরই অনুষ্ঠান হয় না। তখন শাস্ত্র-বিহিত আচরণে ও নিষিদ্ধ-পরিত্যাগে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-দুষ্ট নিজ নিজ স্বতন্ত্রবিচার-বশতঃ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে নিজ নিজ দুষ্ট ভোগপর মনোবৃত্তির অনুকূল কুব্যাখ্যা-গ্রহণ হইয়া থাকে। শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির সেবার পরিবর্ত্তে পৌত্তলিকতা অথবা পৌত্তলিকতা-বিরোধ হৃদয়কে অধিকার করে। হরি-চিহ্নাদি ধারণে অবজ্ঞা অথবা অপ্রয়োজনীয়তার বিচার আসিয়া পতিত হয় বিধা জড়প্রতিষ্ঠা ও অহঙ্কার আসিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেয়। আর সাধু-সেবার ছলনায় শুধু অসাধুর সঙ্গই হইতে থাকে। সকল সদাচার কচিৎ কিঞ্চিৎ বাহ্যসৌসাদৃশ্য-সত্ত্বেও অতি হেয় কদাচারে পরিণত হয়। তাই নারদপঞ্চরাত্রে বলেন—

"যদা প্রপত্তিবিহিতা ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
তথৈব তত্র বৃত্তিশ্চ কার্য্যা গুরুনিদেশতঃ॥"

এই প্রপত্তি ও বৃত্তি পরস্পর বিজাতীয় বা বিরুদ্ধব্যাপার ত' নহেই, পরন্তু শুধু সজাতীয় অনুকূলব্যাপারমাত্রও নহে। প্রপত্তি ও বৃত্তির সম্বন্ধ শাশ্বত—যাহা শাশ্বতী প্রপত্তি, তাহাই শাশ্বতী বৃত্তি। "জীব-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস, আমি তাঁহারই"—এই জ্ঞানই প্রপত্তি ও বৃত্তি উভয়েরই "প্রাণ"। প্রপত্তি—আত্মা, বৃত্তি—দেহ। ভগবৎপ্রীতিসাধনই প্রপত্তির লক্ষ্য, ভগবৎপ্রীতি-সাধনই বৃত্তিরও লক্ষ্য। প্রপত্তি ও বৃত্তি উভয়ের দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়। ভগবৎপ্রীতিই সাধন, ভগবৎপ্রীতিই সিদ্ধি। সুতরাং প্রপত্তি এবং বৃত্তিও উভয়েই সাধন ও সিদ্ধি।

"অতঃ প্রপত্তিরেবেয় বৃত্তির্ভবতি শাশ্বতী।
তথৈবাপীতি বোধায় প্রপত্তিবৃত্তিরেব চ॥
তয়েদং ভগবান্ প্রীতঃ প্রপত্ত্যা সাধনং পরম্।
তয়ৈব বৃত্তিরপুষা প্রীতঃ ফলমপি স্বয়ম্॥" (নাঃ পঃ)

সাধন-সিদ্ধিরূপা প্রপত্তি ও বৃত্তির একাত্মতা আরও পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"যা ধর্ম্মেষ্বভিরতিঃ সা ত্রয়ীমধুকুল্যতা।
বর্জ্জনং প্রতিষিদ্ধানাং তথৈবাহপ্রতিকূলতা॥
বেদবেদান্তবিজ্ঞানং বিশ্বাসো গোপ্তরি স্বয়ম্।
গোপ্তৃত্ববরণাধস্তু বিশ্লোরর্চ্চনাদিকম্॥
প্রপত্তের্হ্যাত্মনিক্ষেপো দাস্যচিহ্নৈকলক্ষণঃ।
সতাং বৈষ্ণবমুখ্যানাং সেবা কার্পণ্যমুচ্যতে॥"

বৃত্তিগত ধর্ম্মে অভিরতি বা বিহিতাচার—প্রপত্তিগত আনুকূল্য-সঙ্কল্প। বৃত্তিগত নিষিদ্ধবর্জ্জনই প্রপত্তিগত অপ্রতিকূলতা। বৃত্তিগত শ্রুতি (বর্ণন) অর্থাৎ বেদবেদান্ত-বিজ্ঞানই প্রপত্তির তৃতীয়প্রকার সাক্ষাৎ রক্ষাকর্ত্তা ভগবানে বিশ্বাস। বৃত্তিগত ভক্তি অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ-পূজা প্রপত্তির অন্তর্গত ভগবান্‌কে একমাত্র রক্ষকরূপে বরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃত্তিগত দম্ভ অর্থাৎ বৈষ্ণবচিহ্নধারণ প্রপত্তিগত আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণের একমাত্র লক্ষণ। আর বৃত্তিগত সাধুসেবাই প্রপত্তির প্রকৃত কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্য বা আর্ত্তভাব।

ভগবদ্ধাম তত্ত্ববিৎ মহাভক্ত মুনিবর তত্রত্য মহর্ষিগণকে বলিতেছেন—

"বিশুদ্ধজ্ঞানসলিলাং ভক্তিকল্লোলমালিনীম্।
সৎসেবনমহাঘট্টরম্যাং দিব্যজনশ্রিয়াম্।
বৈরাগ্যতীরসুভগামাচারোপবনাবৃতাম্।
মুক্ত্যাপগাং নিষেবধ্বং বিষ্ণুপাদপয়োমিনীম্॥"

—বৃত্তি-সরিৎরা বিষ্ণুপাদের অতিসারে চলিয়াছেন। বিশুদ্ধ-জ্ঞান উহার সলিলরূপে প্রবাহিত, বিষ্ণুসেবাবিলাস তাহাতে কল্লোলমালারূপে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সাধু-সেবারূপ পরম উপাদেয় রসে ইনি আপ্লুতা। মনোহর হরি-চিহ্নসকল তাহাতে পদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে। মুক্তি বা শুষ্ক-বৈরাগ্য মরোরিনষ্টরূপে বিরাজমান। সদাচার (বিহিতাচার) সর্ব্বত্র উপবন-শোভা প্রসারিত করিয়াছে। তোমরা তাঁহার সেবা কর—অনুগমন কর।

শ্রীবৈদ্যনাথভঞ্জ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)

[৮]

শ্রীরসিকানন্দ রাজদরবারে বসিয়া গুরুর রাজার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বড় বড় ভট্টাচার্য্যগণও তাহা শ্রবণ করিতে পাইলেন।

মনোধর্ম্মচালিত অনেকের ধারণা, হরিকথা নিভৃতে ও একান্তে বলাই উচিত, হাটে-বাজারে রাজ-দরবারে রাজ-সভায় সর্ব্বসাধারণের নিকট হরিকথা বলা উচিত নহে। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বজীবের জন্য অকৃত্রিম কাতর, মহাপ্রভুর সেই পরদুঃখদুঃখী অকৃত্রিম দাসগণ হাটে বাজারে রাজদরবারে সর্ব্বত্রই হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রাজা বা বিষয়ীর নিকট নিজের ব্যক্তিগত কিছু লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশায় রাজদর্শন বা বিষয়িদর্শন মঙ্গল-কামী সাধক বৈষ্ণবের পক্ষে বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু। কিন্তু যেখানে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের স্বয়ং হরিকথা-কীর্ত্তন বা সেইরূপ মহাপুরুষ আচার্য্যের আনুগত্যে সাধকজীবের ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ হইয়া ভুবনমঙ্গল সৎসম্প্রদায় বা সৎপ্রতিষ্ঠানের বাস্তবসত্যের বাণীপ্রচার, সেখানে ঐরূপ কোনও অসুবিধার অবকাশ নাই। যেখানে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যের হরিকীর্ত্তন অবতীর্ণ, সেখানে বৈকুণ্ঠ, সেখানে স্বয়ং শ্রীহরিই অবতীর্ণ।

হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণ ও সাধুর সঙ্গই হইয়া থাকে। যেখানে অটৈতব হরিকথা নাই, সেখানেই বিষয়িসঙ্গ বা বিষয়ি-দর্শন। যেখানে বিষয়িদর্শন, সেখানে কেবল লোকচিত্তরঞ্জক বাক্‌চাতুর্য্য, অঙ্গভঙ্গী, স্বরভঙ্গী প্রভৃতির খেলা। কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টত্ব, বর্ণন-কৌশল, অঙ্গচালনা-নৈপুণ্য কিম্বা কৃত্রিম ভাবুকতা প্রভৃতি লোকমনোরঞ্জনকারিণী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রদর্শনী যেখানে উন্মুক্ত, সেখানে বিষয়াগ্রণীর

বিপ্রলম্ভময় অকপটসেবাকথা অকপটভাবে বলিবার নির্ভীকতা নাই।

যে-কালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমান মহীশূরের মহারাজ ৺ কৃষ্ণরাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উদইয়ার বাহাদুরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন কিংবা মাদ্রাজের স্বনামখ্যাত জন-নেতা স্বর্গত এড্‌ভোকেট জেনারেল ৺ শিবস্বামী আইয়ার, মহীশূর-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ শ্যামশাস্ত্রী, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেব্‌ল্ টি সুব্বরম্, ভারতরাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপকসভার অনারেব্‌ল্ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ব্রহ্মচারী দেওয়ানবাহাদুর-প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যগণের নিকট নূতন ভিত্তিতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন কিংবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিজাতসম্প্রদায়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন যাঁহারা তাঁহার সেই অদ্বৈতবস্তুর নির্ব্বোধ শ্রবণ করিয়াছেন ও করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, সেই লোকোত্তর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে বিষয়িসন্দর্শনকারী বহুজীব ও আচার্য্যের মুখোস-মাত্র পরিধানকারী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, বিষয়ীর মনঃসংগ্রহকারী লোক-মনোরঞ্জক ব্যক্তিগণের হরিকথা-কীর্ত্তনের ছলনা ও বিষয় হইতে দূরে থাকিবার ছলনায় দুর্দ্দমনীয় প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠা-পিপাসার পার্থক্য কোথায়? প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিতে পারেন যে, জাগতিক প্রতিষ্ঠার যিনি যত বড়ই হউন না কেন, সেই সকল লোকের বহির্ম্মুখ চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অদ্বৈতব সত্যকে কখনও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি ও প্রদর্শন করেন নাই। আজ যে তাঁহারই অনুগত শিষ্যমণ্ডলী প্রাচ্যের মহামেলায় উচ্চতম রাজপুরুষগণের দরবারে কিংবা ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞায় কেবলমাত্র সৎপ্রতিষ্ঠানের হরিকীর্ত্তন-সেবার জন্য অদ্বৈতবস্তুবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহার মূলে সেই নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যেরই শক্তিসঞ্চার রহিয়াছে। নতুবা সাধক জীব বা অনর্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বহুব্যক্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশে সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে গেলে বিষয়িগণের চিত্তরঞ্জক ভৃত্য হইয়া পড়িবেই পড়িবে। কিছুতেই একান্ত অদ্বৈতব সত্যকথা বলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎসাহসিকতা থাকিবে না। আজ অকৃত্রিম সদ্‌গুরুপাদপদ্মের বা আচার্য্যের আজ্ঞাপতাকা হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত-মূলবপুরূপে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা বাধিত হইলে হাটেই হউক, মাঠেই হউক, রাজদরবারেই হউক আর দীনের কুটীরেই হউক, কোথায়ও বিষয়ী-দর্শন হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে হরিকথা-কীর্ত্তনের প্রতিফলে কেবল মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গই হইতে থাকিবে। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী,—

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পরউপকার॥"
"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

[৯৯]

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অভিন্নদেহ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিজ-শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দমুরারিকে আজ্ঞা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

"উৎকলের রাজা প্রজা কহ উদ্ধার"

তাই শ্রীরসিকানন্দমুরারি রাজা, প্রজা, রাজপারিষদ, সভাপণ্ডিত সকলের মঙ্গলের জন্য রাজদরবারে বসিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

'সাধুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ঘর'

—"সাধুর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব গৃহ, সেই সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণভজন হইতে পারে। যে ব্যক্তি সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘজীবী হইলেও কামারের অচেতন হাঁপরের ন্যায় কেবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণিসমূহ যত কিছু দ্রব্য আহার ও পান করে, সমস্তই বিষ্ঠামূত্রতুল্য। তাহাদের ব্যবহার শূকর ও কুক্কুরের ন্যায়, তাহাদের বুদ্ধি কেবল উটের ন্যায় কণ্টকের দ্বারা উদর-ভরণের বুদ্ধি। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় কেবল ভার বহন করিয়াই মরে। ষড়্‌গুণযুত বিপ্র হইলেও যদি সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, তবে সে

হইতেও হীন। যত দেব-দেবী—সকলেই কৃষ্ণের কিঙ্কর, কৃষ্ণসুখেই তাঁহাদের সুখ। যেমন বৃক্ষ-মূলে জল দিলে পত্র-পুষ্প-ফল—সকলেই পরিতুষ্ট থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-ভজনে দেবতাগণেরও মঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব আপনারা এই দুর্লভ মানব জন্ম নষ্ট করিবেন না, এখনই কৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করিয়া দিন।" *

[৯০]

শ্রীরসিকানন্দের এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত প্রজাবর্গেরও শ্রীহরি-সেবায় রতি উপস্থিত হইল। শ্রীরসিকানন্দপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণপথাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন, "আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাই।" রাজা এই কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমাদের ধন জন প্রাণ—সকলই আপনার। আপনি কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন।" তখন শ্রীরসিকানন্দ বলিলেন, "আমাকে 'জীবহত্যা' ভিক্ষা দিতে হইবে, আপনারা আজ হইতে জীবহিংসা করিতে পারিবেন না। জীবহিংসাকারীর সংস্পর্শে আটজন মহাপাপে নিমগ্ন হয়।†

যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের মধ্যে আনুষঙ্গিক-ভাবেই অহিংসাদিগুণ রহিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ব্যক্তি-গণ পর্য্যন্ত যে বৃত্তিকে ঘৃণা করেন, কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিলে সেরূপ পাপ-প্রবৃত্তি কখনও থাকা উচিত নহে। অতএব সমস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেহ, গৃহ, সুত, বিত্ত সমস্ত কৃষ্ণে সমর্পণ করুন। একবার কৃষ্ণকেই সকল-স্থানে সমাসীন করিয়া কৃষ্ণভজন করুন।"

প্রভুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈষ্ণনাথভঞ্জ-প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় একান্তভাবে গুরু-সেবায় মগ্ন হইলেন এবং তাঁহাদের রাজভাণ্ডার ও রাজ্যের সমস্ত উপকরণ কৃষ্ণকথা-প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। এখন আর ভোগের বা ত্যাগের, পাপ বা পুণ্যের রাজ্য নাই। আচার্য্যের কৃপায় কৃষ্ণসেবা-প্রচারের রাজ্য—সেবার রাজ্য হইল। ভক্ত-ভূমির প্রজাগণও বৈষ্ণব হইলেন। শৈব-শাক্তগণ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, রাজ্য সুখময় হইল।

---

* "সাধুজন-হিতে কৃষ্ণ থাকে নিরন্তর।
সাধুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজঘর।
হেন সাধুসঙ্গ কর, ভজ কৃষ্ণ প্রভু।
সাধুসঙ্গ বিনে কৃষ্ণ না পাইবে কভু।
যে প্রাণী না ভজে কৃষ্ণ, ভ্রমে-প্রাপ্ত জীবে।
তাহাদের জাঁতা যেন বিদ্যমান রহে।
কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণী যত ভ্রমে যায়।
যত ভ্রমে যায় সে, অধম্য বলি তায়।
শূকর-সমান বুদ্ধি, যা করে বিচার।
বাঘের সমান বুদ্ধি সেই দুরাচার।
উষ্ট্রসম বুদ্ধি তাঁর, যা ভক্ষে কৃষ্ণেরে।
নানা কণ্টকাদি খায়, পেটখানি ভরে।
পর্ব্বতের মত বাবাজায় রহে প্রাণী।
না শুনে অল্পেক দিন কৃষ্ণামৃত-বাণী।
হরিভক্তিসুত যদি বিপ্রবর হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে ঘৃণ্য বলি তায়।
যত দেব-দেবীগণ কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণসুখ-রসে সব মত্ত নিরন্তর।
কৃষ্ণ ভজিলে দেবতার তোষ বাড়ি হয়।
বৃক্ষমূলে দিলে জল, পত্র পুষ্প হয়।
দেবাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদি।
সবার মঙ্গল হয় ভজে কৃষ্ণ যদি।"
(রসিকমঙ্গল)

† "মহাপাপ হয় জীব-হিংসন করিলে।
অন্তে প্রাণী গিয়া পড়ে রৌরবের ঘোরে।
আট জন হয় ঘোর নরকে পতন।
কহি শুন মন দিয়া করিয়া যতন।
পশু বেধি' অনুমান করে যেই জন।
সে প্রাণের অধিপতি যাকে বেধা জন।
আর বেধা জন পশু ধরি' নিয়া যায়।
বেধা কিনে, বেধা বেচে যোহিত বাজার।
পশু উৎসর্গ করে যেই জীবাধম।
বেধা কাটে, বেধ' খায়—এই আট জন।
মহাঘোর নরকে পড়য়ে এই আট জন।
যেই পশু যত লোম ধরয়ে শরীরে।
পশুর যেমেতে যত রোমাবলী থাকে।
তত সহস্রেক পড়ে এসব নরকে।"
(রসিকমঙ্গল)

"অনুমন্তা বিশিতাতা ক্রয়-বিক্রয়কারিণৌ।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকশ্চাষ্টঘাতকাঃ।
ঘসেন্ত নরকে ঘোরে বর্ষাণি পশুলোমভিঃ।
প্রেত্যেহ চেহাচারো ঘোরস্যাবিধিবা পশুন্।"
(পদ্মপুরাণ)

[১১]

একদিন রাজপ্রাসাদে সভা করিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজার এক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বস ভেট দিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ইহাতে রাজা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হওয়ায় শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শ্রীরামকৃষ্ণ নামক জনৈক অনুচরগণ শিষ্য রাজাকে বলিলেন, "আপনি হরিকথা ছাড়িয়া কেন অন্য দিকে মনোনিবেশ করিতেছেন?" ইহা বলিয়াই রামকৃষ্ণ রাজাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজা মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। রাজার পারিষদ্‌বর্গ এবং সভায় সমবেত বড় বড় লোক সকলেই রামকৃষ্ণের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কেহ কেহ গর্জ্জন করিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন এবং রামকৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহা যোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন, "আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া নিজের ভোগ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম, অমৃত ছাড়িয়া নরকে পতিত হইতেছিলাম, আমার স্বভাবানুযায়ী গুরু-ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন। রত্নথালীর অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আঁস্তাকুড়ের কাকভোগ্য উচ্ছিষ্ট খাওয়ার সাধ হইয়াছিল। আমি অমৃত ছাড়িয়া বিষপান করিতে গিয়াছিলাম, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন।"

যে-সকল লোক রামকৃষ্ণের ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল, মহারাজ বৈষ্ণবনাথ তত্ত্ব তাঁহাদিগকেও শ্রীরামকৃষ্ণের অকৃত্রিম করুণা ও স্নেহের কথা বুঝাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুদেবের বাণী শ্রবণে এবং অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্য কিরূপ উৎসুক, জীবের দুঃখে কিরূপ কাতর, তাহা রাজা সভাসদ্‌গণকে জানাইয়া দিলেন এবং আরও বলিলেন, "সাধারণ লোক বৈষ্ণবের করুণা-উদ্ভূলিত অকৃত্রিম অনুষ্ঠানের কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবকে এইরূপভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। অনেকে সাধারণ প্রাকৃতনীতি এবং সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবের আচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। সাধারণের নৈতিক আচারকেই বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-সেবা-শক্তি-তাৎপর্য্যময় আচার অপেক্ষা উন্নত ও যুক্তিযুক্ত মনে করে।"

[১২]

শ্রীরসিকানন্দ জানিতে পারিলেন, রাজার বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে;—কারণ, তিনি প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বিচারের ঊর্দ্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে বৈষ্ণনাথতন্ত্র-প্রমুখ রাজভাতৃবর্গ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবের অনুগত্যে হরিকথা প্রচার ও রাজ্য-অমাত্য-কৃত্য—সমস্তকেই গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের হরি-কীর্ত্তন-সেবায় আনুকূল্যে নিযুক্ত করিলেন।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ক্রব; সর্ব্বতোভাবে অকৃত্রিম গৌড়ীয় হইতে হইবে

'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়ক্রব,' 'বিকৃতগৌড়ীয়' ও 'অগৌড়ীয়'—এক নয়। অকৃত্রিম গৌড়ীয়ের সঙ্গে কৃত্রিম বেশধারী গৌড়ীয় কখনও এক নয়। ভিতরে-বাহিরে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, ইহ-পরলোকে, অর্থে-পরমার্থে, সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে গৌড়ীয় না হ'তে পার্‌লে গৌড়ীয়-দর্শনে প্রবেশ হ'বে না।

দর্শন—সম্বন্ধ, দর্শন—অভিধেয় ও দর্শনই—প্রয়োজন

দর্শনের পর জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার পর ইষ্টসিদ্ধি। দর্শনকে সম্বন্ধ বিচার ক'র্‌লে দর্শনময় অভিধেয় এবং দর্শনময় প্রেম-প্রয়োজন উদিত হয়। যাঁ'রা দর্শন-রহিত তাঁহাদের তুলনা

প্রদর্শন করেন, তাঁ'দের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান-মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়। তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন 'আন্ধাকে ঢিল মারা'। তবে এই রক্ত-মাংসের চক্ষু দিয়ে গৌড়ীয়-দর্শন হয় না। তাই বিল্বমঙ্গল এই দু'টো চোককে অন্ধ ক'রে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন ক'রে ভজন আরম্ভ ক'রেছিলেন। আবার 'দর্শন' জিনিষটাই—ভজন। যেখানে ভজনে ও দর্শনে ব্যবধান নাই, যেখানে ভজনে ও প্রয়োজনে ব্যবধান নাই, যেখানে দর্শনে ও প্রয়োজনে তফাৎ নাই, সেখানেই গৌড়ীয়-দর্শনের আসন।

গৌড়ীয়-গৌরবে—'সম্বন্ধ', গৌড়ীয়-সাহিত্যে—'অভিধেয়' ও গৌড়ীয়-দর্শনে—'প্রয়োজন'-কীর্ত্তন

কর্ম্মকাণ্ডিগণকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গৌড়ীয়-গৌরবের কথা বলা হ'য়েছে। গৌড়ীয়ের অভিধেয়ের কথা জানা'বার জন্য গৌড়ীয়সাহিত্যের বক্তৃতা হ'য়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর টীকাকার 'সাহিত্য'-শব্দে ভগবদ্ভক্তি ব'লেছেন। আর প্রয়োজনের ইঙ্গিত দিবার জন্য "গৌড়ীয়-দর্শনে"র কথা বলা হ'লো। সমস্তটা মিলেই "গৌড়ীয়দর্শন"। গৌড়ীয়দর্শনে গৌড়ীয়-গৌরব আছে, গৌড়ীয়-সাহিত্য আছে ও গৌড়ীয়-প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণপ্রীতিই গৌড়ীয়দর্শনের মূলকথা

ভগবৎপ্রীতি ও নিজের প্রীতি যেখানে একটা জিনিষ, সেখানে কোনও অসুবিধা নাই। সেই অখণ্ড প্রবাহেই গৌড়ীয়-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঔপাধিক-প্রীতি ভগবৎপ্রীতিকে আচ্ছন্ন ক'রেছে বা মোক্ষাদি-প্রীতি ভগবৎ-প্রীতিকে আবৃত ক'রেছে, সেখানে কৃষ্ণপ্রীতির সন্ধান নাই। ঐ প্রকার ত্রিতাপাদি ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তিরূপ প্রীতির আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মপ্রীতি, অর্থপ্রীতি, অনর্থপ্রীতি, কামপ্রীতি বা মোক্ষপ্রীতি। এ সমস্তই অগৌড়ীয়-দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনে কৃষ্ণপ্রীতি-ব্যতীত অন্য প্রীতির গন্ধ নাই।

গৌড়ীয়ের প্রদত্ত চক্ষুর দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন আবশ্যক

গৌড়ীয় যেভাবে দর্শন করেন, আমরা সেভাবে দর্শন ক'র্লেই অভীষ্ট লাভ ক'র্তে পা'র্ব—নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন ব'লে দেখ্তে পাবো। গৌড়ীয়-দর্শন যদি আমাদিগকে আত্মসাৎ না করেন, তা' হ'লে আমাদের মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হ'লো না, আমরা দিবান্ধ পেচক হ'য়ে থাক্লাম। তাই গৌড়ীয়-বার্ষণিকসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন,—

"লব্ধ্বানুগ্রহ ইদং বপুস্তবাস্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ নহেন,—তিনি বেদদৃক্-শ্রেষ্ঠ

এ কথা পুনঃ পুনঃই বলা আবশ্যক যে, চর্ম্ম-চক্ষু বা কোগ-চক্ষু-দ্বারা 'গৌড়ীয়'-দর্শন হয় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ ন'ন,—তিনি বেদদৃক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের আদি আচার্য্য ব্রহ্ম জানিয়েছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ভক্তিচক্ষু—অপ্রাকৃত

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে দর্শন করেন। যে ভক্তিচক্ষুতে গৌড়ীয়-দর্শন হয়, তা' কাল্পনিক বা মিছা-ভক্তিচক্ষু নয়। অনেকে ভাব-প্রবণতার নিদর্শ-সিদ্ধিন চক্ষুকে 'ভক্তিচক্ষু' মনে করেন। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্যের তাঁ'দের দর্শনের বিষয় হয় না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত মহাবাক্য

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—গৌড়ীয়-দর্শন। জীব ভূতশুদ্ধি-দশা লাভ করবার পর—অনর্থমুক্ত হ'বার পর আপনার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' 'অয়ং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদ-মন্ত্রের স্বরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মধ্যে বুঝ্তে পারেন এবং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্যবাণীকে প্রকৃত মহাবাক্য জেনে বেদের সার্ব্বদৈশিক মহাবাক্যের বিগ্রহ প্রণবের সম্প্রসারিত মূর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে গৌড়ীয়দর্শনের

সম্পুট আবিষ্কার করেন। তখন ওঁ-বেদের মন্ত্র পাঠ ক'রতে ক'রতে বলেন,—"ওঁ আহুত আনন্দো নাম চিন্ময়স্তন্ মহন্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।"

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে শ্রীনাম-ভজনের কথা

এই শ্রীনাম-ভজনের কথা পারমার্থিকতার প্রথম পাঠ শ্রুতিমন্ত্রের মধ্যেও নিহিত হ'য়েছে। উপনিষদে ভগবদ্ভক্তির যথেষ্ট কথা আছে। বেদান্তের প্রতি-সূত্রের আদি ও অন্তে শ্রীনাম-প্রভুর অনন্তপ্রসারিতরূপ প্রণবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার চরম ফল—গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়বিগ্রহ শ্রীনাম বা শব্দব্রহ্মের সেবা—তাহাই বেদান্তের চরম সূত্রকীর্ত্তন ক'রেছেন :—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

'শ্রীকৃষ্ণ'-নামের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। যেমন জিহোবা, কিউরি, জুপিটর, অহুর মজ্দ, আল্লা, গড্, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—প্রণবের সম্প্রসারিত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজান-সুন্দর, শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র প্রভৃতি শ্রীভগবানের নিত্যনাম-সমূহে যে পরিপূর্ণতম রসমাধুর্য্য আছে, তা' অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ও শক্তি-পরিণাম-সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ

গৌড়ীয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন, গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিপরিণামবাদ শ্রুতির বহু বহু মন্ত্রে অনুস্যূত হ'য়েছে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি", "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নৌ সমৌ নাগ্নীষোমৌ ন দ্যাবাপৃথিব্যৌ ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স এক একাকী ন রমে তস্মাদেকাকী যদ্বৈ কিঞ্চ তদ্বৈ সোঽন্তমসৃজত তদনু প্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ-পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার "ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং", "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা", "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ", "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ", "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং", "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ", "তমৈক্ষত আত্মা বিভূনুতে তনূং স্বাং", "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং", "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ", "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি," "অসদা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং", "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ, অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি অসংখ্য বেদ-বচন-দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়।

শ্রুতিতে যুগপৎ ভেদাভেদ-সত্যের সাক্ষ্য ও তাহার অচিন্ত্যত্ব

নিত্যভেদ—সত্য, নিত্য অভেদও—সত্য। যুগপৎ উভয় তত্ত্ব সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-সকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার অতীত। ইহাতে বিতর্ক ক'রতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়।

অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্কের যোজনার অবকাশাভাব

আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প ব'লে বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া", "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।"

বেদসংহিতার স্তব-স্তুতিও বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত

এই শ্রুতি-মন্ত্র গৌড়ীয়-দর্শনের কথাই জানিয়েছেন। উপনিষদ্ তারস্বরে ভগবদ্ভক্তির কথা বলেন। সংহিতা-অংশে স্তব-স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে দেবগণের অধিকারে যে-সমস্ত কথা উল্লিখিত আছে, তা'ও চরমে বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত হয়।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে গৌড়ীয়-দর্শনের আলোচনা

পঞ্চরাত্রাদির মধ্যে গৌড়ীয়-দর্শনের অনেক কথা আলোচিত হ'য়েছে।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়-দর্শনের মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত কত বড় দার্শনিক মহাগ্রন্থ, মানবজাতি তা' এখনও হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন নি। মহাপ্রভু এবং তাঁ'র পার্ষদ গোস্বামিপাদগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে গৌড়ীয়-দর্শনের মূলগ্রন্থ ব'লে না জানা'তেন, তা' হ'লে হয় ত', শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পর্য্যন্ত আজ কয় লোকেই জান্‌তেন। দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-দর্শনের এই

মূল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে জীবিকা-অর্জ্জনের যন্ত্র হ'য়ে প'ড়েছে। কেহ কেহ বা এই গৌড়ীয়-দার্শনিক-মহাগ্রন্থের মধ্যে নির্ব্বিশেষবাদের কথাও টেনে বা'র কর্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছেন—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁ'রা মায়াবাদী ব'ল্‌ছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥"
(ভাঃ ১০।২৭।৩৬)

"শরতের মেঘ যেন পরভাগো বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম, ১৪শ সংখ্যা)

দিগ্‌দর্শন-মাত্র

একদিনের কএক ঘণ্টার বক্তৃতায় গৌড়ীয়-দর্শনের সব কথার দিগ্‌দর্শনও হয় না;—কিছু কথা বলা হ'লো, অনেকটাই থেকে গেল। আজ অধিক রাত্রি হ'য়েছে, আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আপনারা সজ্জন, তাই আমাকে এরূপ সৌজন্য দেখিয়েছেন, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

[কলিকাতা এলবার্টহলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা সম্পূর্ণ]

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

('পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

মধ্যাহ্নেঽস্তোরুসঙ্গোদিত-বিবিধবিকারাদিভূম্নাপ্রভূতৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমদললিতাস্থালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
গোলাবণ্যাদ্ভুতশ্রীহৃতিরতিবধূপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি॥

এই স্থান কেবল বৃন্দাবন নহে, কেবলমাত্র গোবর্দ্ধন নহে, সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবীয় স্থান শ্রীরাধাকুণ্ড—**Acme of Planes aspired after by Gaudiya Vaishnavas**—যাহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

"বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনশৈল।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-নিকট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ-কুঞ্জ-পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডত্রয়ে সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

• • •

সপ্তগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়জন বসি' গায় সব ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানিজন।
পরভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥
ভক্তিমান্ জন হইতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হইতে গোপী শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ॥
গোপী হইতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥

• • • •

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকাসমা কুণ্ড কয়ন্নে গণনে।

নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তা'র মনে সিদ্ধি ধরে।
অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন
রাধাপদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥

• ▪ ▪ •

শ্রীরাধাভজনী করে কবিভরসায়ে।
কুণ্ডতীরে বসে দিবে নিজ-জন কয়ে।
উপদেশামৃত-ভাষ্য করিবে শ্রবণ।
প্রাকৃতরসে ভাবিবেন কাঁদে প্রাণমন॥

উপদেশামৃত ধরি' রূপানুগভাবে
জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত॥
ভাবিকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ। ৫
সকলের পদরজঃ যাচে হীন আজ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে-জন।
কবিভরসায়ে তাঁ'র পদে নিবেদন॥
দয়া করি' দোষ হরি' বল হরি হরি।
উপদেশামৃত-বারি শিরোপরি ধরি'॥"

শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীরে শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকার শিবিরশ্রেণীর পার্শ্বে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন

উপদেশামৃত পাঠ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ "প্রাকৃত-রস-শতদূষণী"র পদাবলী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিচারে আলোচন করিতে গিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা হইতে কিরূপে বঞ্চিত হন এবং অপ্রাকৃত যুগলসেবা-লাভের জন্য যাঁহারা অকপট-ভাবে আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহারাই বা কিরূপ সতর্ক হইবেন, তাহাই "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩৪০ ; ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৮ম সংখ্যা

প্রচারের বিভিন্ন বাহন

(১)

বিষ্ণুর বাহনের অতিমর্ত্যত্ব

ভগবান্ বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ দেবতারই এক একটি বিভিন্ন বাহনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুর বাহন—গরুড়, রুদ্রের বাহন—বৃষ, ব্রহ্মার বাহন—হংস, দুর্গার বাহন—সিংহ, লক্ষ্মীর বাহন—পেচক ইত্যাদি। দেবতাগণ প্রাণিজগতের এক একটি জন্তুকে তাঁহাদের বাহন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুর বাহনের যেন একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কারণ সিংহ-বাহিনীর সিংহ, বৃষ-বাহনের বৃষ, হংস-বাহনের হংস, পেচক-বাহিনীর পেচক, মূষিক-বাহনের মূষিক ; সকলগুলির অস্তিত্বই এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়কে পক্ষী-জাতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেও মর্ত্যজগতে আমরা গরুড়ের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না ; গরুড়ে একত্ব পক্ষী-জাতি-বুদ্ধি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গরুড় শ্রীহরির অতি-মর্ত্য পার্ষদরূপেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন।

পরমার্থ-প্রচারে কোন্ কোন্ বাহন গ্রহণীয় ?

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য—যেরূপ বিভিন্ন দেবতার বিশিষ্ট বাহন আছে, সেরূপ ভক্তিধর্ম-প্রচার বা ভগবদ্ধাম-প্রচারের কোন বিশিষ্ট বাহন স্বীকৃত হইবে কি ? সনাতন ভক্তি-ধর্ম প্রচারের জন্য শাস্ত্র ও মহাজনগণের আজ্ঞা আমাদের কর্ণগোচর হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, সেই সনাতন-ধর্ম-প্রচারে কি কি বাহন নিযুক্ত হইবে ? তাহার কোন নিজস্ব বিশিষ্ট বাহন আছে কি ? অথবা আধুনিক বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য-

জগতের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্ম-প্রচারকে স্থান, কাল ও পাত্রের যোগ্যতার উপযোগী এবং তাহাদের সহিত গতিমান রাখিবার জন্য আধুনিক জগতের উপকরণগুলি বাহনরূপে স্বীকৃত হইবে কি ?

পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারের মূল বাহন কি ?

প্রচারের যত কিছু বিভিন্ন বাহনই স্বীকার করা যাউক না কেন, তাহার একটা নিজস্ব বাহন নিশ্চয়ই আছে। সেইটিই—আনুগত্যময় সেবোন্মুখ জিহ্বা। এই সেবোন্মুখ জিহ্বাকে বাহন করিয়াই শ্রৌতকীর্তন নির্মল চেতনের অন্তঃপুর হইতে জগতের দ্বারে প্রথম রথ প্রেরণ করে। তৎপরে বিভিন্ন বাহনের সাহায্যে সেই রথটী জগতের বিভিন্ন অধিকারীর নিকট ছুটাইয়া দেয়। এই জিহ্বাকে সাহায্য করিবার জন্য অসংখ্য প্রকার বাহন নিযুক্ত হইতে পারে।

পরমার্থ-প্রচারে বহু বাহনের প্রয়োজন কি ?

'ভক্তিকথা-প্রচার ও প্রদারের আবশ্যকতা নাই', যাঁহারা এইরূপ এক অভিসন্ধিযুক্ত মত অন্তরে পোষণ করেন, তাঁহারাই কিংবা তাঁহাদের মনোভাবে ন্যূনাধিক আক্রান্ত ব্যক্তিগণই মনে করেন,—ধর্মকথা-প্রচারে এত বাহনের প্রয়োজন কি ? আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের প্রগতিকে একমাত্র ঐতিহ্যবাহী পশু-দেবতার নিজস্ব বাহন রূপেই সংরক্ষণ করিতে হইবে। আর ধর্ম-প্রচারকে হয় সেকেলে-যানের বাহক, না হয় গণবাহনের বাহন করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ মনোভাবের গুপ্ত বাহনটি কি, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

সারগ্রাহী ও ভারবাহী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত-প্রচারের বাহন-রূপে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 'ভার-বাহী' ও 'সারগ্রাহী' নামে দুইটী শব্দ দেখিতে পাই। ভারবাহী—একচক্ষু, আর সারগ্রাহী—সর্বতোমুখী দৃষ্টিশালী। একচক্ষু 'আপাততঃ'টাই দেখিতে পায়, আদি, অন্তর ও ফল দেখিতে পায় না। তাই ভারবাহী একদেশ দেখিয়া যে সমালোচনা বা মত প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার মৎসরতার প্রতিধ্বনি হইলেও তাহা কোনও মঙ্গলদায়ক বিচার নহে। আর সারগ্রাহিগণ সবদিক্ দেখিয়া—আদি, মধ্য ও অন্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবদিক্‌কে সমন্বয় করিয়া দুরন-ভাবাই সার-গ্রহণের

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

এই সারগ্রাহিগণের বিচার এই যে, নির্মল চেতনের আনুগত্যময় সেবোন্মুখ জিহ্বা সনাতনধর্মের বাণী-প্রচারের মূল ও নিজস্ব বাহনরূপে সংরক্ষিত থাকিলেও আধুনিক প্রগতিকে মূলবাহনের সহায়ক বাহন করিতে হইবে। বর্তমান যুগে এই সার্বদেশিক বিচারের সর্বোত্তম বিকাশ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

প্রচারের বাহন কি কি হইতে পারে ?

(ক) ভাষা

আধুনিক মনীষিগণের মত এই যে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব শিক্ষার বাহন তাহার স্বদেশী ভাষা হইবে ; ইহাতে একদিকে যেরূপ স্বাদেশিকতার অনুরাগ, আর এক দিকে তেমনই বিষয়-বোধেরও সৌকর্য্য ও আশুফলজনকত্ব দেখা যায়,—এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া আজকাল কেহ কেহ সনাতনধর্মের কথা প্রচারকালে বিদেশী কোন শব্দের উচ্চারণ পর্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের এইরূপ এক ভাব-প্রবণতার সৃষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, সনাতন-ধর্ম-কথা প্রচারের সময় যদি বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রচলিত বিদেশীয় কোন শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, নানাপ্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেন এবং বক্তব্য বিষয়ের সারভাগ গ্রহণ না করিয়া ভুষ লইয়াই ঝারাঝারি করিয়া থাকেন।

বিদেশী ভাষা কি ভারতীয় পরমার্থ-শিক্ষার বাহন হইতে পারে ?

হয় ত' সেইরূপ সভায়ই আর এক শ্রেণীর লোক উপস্থিত থাকেন, যাঁহারা বক্তাকে আধুনিক বিদেশীয় প্রগতির আবহাওয়া করা ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিতে দেখিলে বক্তাকে সেকেলেযানের কূপ-মণ্ডূক মনে করিয়া স্থান ত্যাগ করেন। ধর্মপ্রচারককে যখন সর্বসাধারণের দরবারেই সনাতনের কথা কিরি করিয়া বেড়াইতে হয়, তখন যদি বাহনের বাহ্য পোষাক ও রূপ লইয়াই মারামারি আরম্ভ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দেবতা আর প্রকাশিত হইবেন কিরূপে ? এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচারের বাহন-নির্বাচনে

ঐ উত্তম শ্রেণীর মনোভাবের ভোট না লইয়া তাঁহার কীর্ত্তন-দেবতার মূল বাহনকে যাহা যখন অধিকতরভাবে আনুকূল্য করে, সেরূপ বাহনই স্বীকার করিয়া থাকেন।

আধুনিক বঙ্গভাষা কি সনাতনের বাহন হইতে পারে?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার আজ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে চলিয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য বঙ্গভাষা বাহনরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহার ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা আধুনিক ভাষার আনুকরণিক দ্বিতীয় সংস্করণ নহে। তবে আধুনিক ভাষার মধ্যে কীর্ত্তনদেবতার রূপ ফুটাইবার মত যদি কোন শব্দসম্পৎ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং আধুনিক লোকের সেই শব্দ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বক্তব্য বিষয় অধিকতর সহজে বুঝিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ শব্দ ও ভাষাকে মূল দেবতার মূল বাহনের অনুগত বাহন করিয়া গ্রহণ করিতে কিছু আপত্তি বা অযৌক্তিকতাও দেখা যায় না।

(খ) কাব্য-সাহিত্য-শিল্পাদি

সমস্ত প্রকার কাব্য ও সাহিত্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারের বাহনরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবই সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহার আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আচার্য্য-চন্দ্রশেখর-ভবনে বঙ্গভাষায় পারমার্থিকদৃশ্যকাব্য (নাটক) কে বাহন করিয়া শুদ্ধভক্তির প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবই সর্ব্বপ্রথমে মুরজ আবিষ্কার করিয়া সেই বাহন-যোগে ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। গৌরবিষাদগণ নাটক, অলঙ্কার, চম্পূ, কথাসাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন—সকলকেই প্রচারের বাহন করিয়াছিলেন। শিল্পকে বাহন করিয়া হরিভক্তিপ্রচার ভারতের সর্ব্বত্র কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, দক্ষিণদেশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও মঠসমূহ দর্শন করিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। আজও ভারতের বক্ষে সেই সকল শিল্প-বাহনসমূহ দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের গৌরব-গাথার উদ্ঘোষণা করিয়া দিতেছে। দক্ষিণদেশের বিষ্ণু-মন্দির-সমূহ দর্শন না করিলে "বিষ্ণুভক্তিপ্রচারে শিল্প-বিজ্ঞানের আবশ্যকতা কি?", এইরূপ সমালোচনা করিবার কূপমণ্ডূকতা-ধর্ম্ম বিদূরিত হয় না; অবশ্য এখনও বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর কল্যাণে বীরহাম্বীরের কীর্ত্তিসমূহ, 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে শিল্প কিরূপে বাহনরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল,' তৎসম্বন্ধে খানিকটা দিগ্‌দর্শন করে। কিন্তু মান-সিংহের রচিত শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির, মানসী-গঙ্গার তটে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীমথুরায় যোগপীঠে শ্রীকেশবজীর মন্দির প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিপ্রচারের শিল্প-বাহন বিধর্ম্মী রাজপুরুষের ও হিংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই সকল শিল্প-বাহন প্রভৃতি দর্শন না করিলে সনাতন-ধর্ম্মকে কেবল হিমালয়ের নির্জ্জন ও বিরল গহ্বরের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তবে ইহাও বলা আবশ্যক, ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের বাহন ঠিক বৌদ্ধস্তূপ বা জৈন-প্রদর্শনীর ন্যায় অতি-নৈতিকতার প্রগতে পরমেশ্বরকে বিসর্জ্জন দিবার বাহন নহে।

(গ) কথা-সাহিত্য

আজকাল কথা-সাহিত্যকে বাহন করিয়া গ্রাম্য-কথা ও নাস্তিকতা-প্রচার খুবই প্রগতির পথে চলিয়াছে। কিন্তু এই কথা-সাহিত্যের স্রষ্টাকে কোথায়, ইহার খোঁজ অনেকেই রাখেন না; যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের গিরিগহ্বর হইতে উহার আকর সাবাস্তভাবে আবিষ্কার করেন, তাঁহারাও কথা-সাহিত্যের বৈচিত্রী গতিতেই মুগ্ধ হইয়া আকরের অনুসন্ধানে বিমুখ হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণবাচার্য্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিই কথা-সাহিত্যের স্রষ্টাকর। অসংখ্য বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন কথা-সাহিত্য মহাভারতের অনুকরণেই বা মহাভারতের আকর গ্রন্থ-সমূহের প্রতি-যোগিতা-মূলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অতিনৈতিক বীর-প্রচারের বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছিল।

অনেকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আরব্য-উপন্যাসের গল্পসমূহ মহাভারতের আদিম ভাণ্ডারের বিকৃত আনুকরণিক কথা-সাহিত্যেরই প্রতিচ্ছবি; Æsop's fables বা কথা-মালা প্রভৃতি—

"মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠাণাং গ্রাম্যকথানুবাদৈর্ম্মতির্গৃহীতা ন হরেঃ কথায়াম্॥"
(ভাঃ ৩।৫।১২)

—এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে ভারত-কথা-সাহিত্যেরই বিকৃত ও প্রাকৃত নীতির প্রতিরূপ। Renaissanceএর

নবযুগে বিশ্বের বিভিন্নদেশে যে-সকল কথা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিংবা তৎপরে যে-সকল নবন্যাস বা নবকথা, উপন্যাস বা উপকথা সৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলির উপর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রগতি-প্রতিনাই বাহিনী হইয়া বিশ্ব গ্রাস করিয়াছে। উপনিষদের উপাখ্যান, মহাভারতের কথা-মালা, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা-সুরধুনী এবং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-লীলার পর শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীচৈতন্য-কথা পরাৎপর পরমপুরুষের বাহন এবং সাক্ষাৎ সেই পরম-পুরুষেরই অবতার হইয়া অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের পুনরুদ্বোধন করিয়াছিল; কিন্তু সেই ভুবনমঙ্গলময় বাহনকে যখন অন্তর্নিহিত কথা-শরীরিণীর রূপকতার ভূমিকার টানিয়া আনিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন এবং লৌকিক ধর্মোন্নতি সম্পাদনের লৌকিকধর্ম-নিষ্ঠাকে মূলধন করিয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন, তখন রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, পুরাণের কথা—সমস্ত কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতেই অপ্রাকৃত-সরস্বতী আকর্ষণোপন করিয়া তাঁহার ছায়ার মায়াময়ী মূর্তি প্রকাশ করিলেন।

(ঘ) চলচ্চিত্র

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ কথাকে বাহন করিয়া তৃপ্ত হয় নাই। কথাকে আরও চক্ষের মধ্যে রূপ দিবার জন্য বিজ্ঞানকে সারথী করিয়া রূপ ও বাণীর একত্র মিলন করাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাই সবাক্ চিত্রের প্রমোদশালা ও প্রসাদনের মধ্য দিয়া সভ্যজগতের নানাপ্রকার গ্রাম্যকথারূপে বিস্তারিত হইতেছে। ঐ সকল প্রমোদশালা কেবল যে স্পষ্ট সম্ভোগবাদ ও নাস্তিকতা প্রচার করিতেছে, তাহা নহে; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও নাস্তিকতার অনেক প্রচ্ছন্ন রূপও ঐ সকল চলচ্চিত্রকে বাহন করিয়া জাতীয় বিরাট্ মূর্তিকে ধীরে ধীরে বিষদাকারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। ১৯২১ সালে এই ভারতে (ব্রহ্মদেশ-সহিত) চলচ্চিত্রের রঙ্গালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৮, ১৯২২ সালে ১৭১, ১৯২৩ সালে ১৮৮, ১৯২৪ সালে ২২১, ১৯২৫ সালে ২৮৯, ১৯২৬ সালে ৩০৯, ১৯২৭ সালে ৩৩৬, ১৯৩১ সালে ৫০০, ইহার পরে আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন আর এই চলচ্চিত্রগুলি 'টম্‌কাকার কুটির', 'কিস্ অব্ জাজলস্', 'Bedtime's Story,' 'Song of Songs' কিংবা 'নৌকাডুবি,' 'কপাল কুণ্ডলা', 'অরকণীয়া' প্রভৃতি দেখাইয়াই ক্ষান্ত নহে, ভারতের লৌকিকধর্মনিষ্ঠাকে মূলধন করিয়া ব্যবসায়িগণ প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, রাম-লীলা, সীতার বনবাস, এমন কি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম-মূলক (?) অভিনয়ও আরম্ভ করিয়াছে। যদিও ভারতবর্ষীয় "Motion Picture" সমিতি বর্ত্তমানে তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানসমূহের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ও বৈষ্ণবকবিগণের উপাখ্যান মানবের মনকে চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া যেমন স্পর্শ করে—বহুবার দেখিয়া ও শুনিয়াও ঐগুলি যেরূপ কিছুতেই পুরাতন হইতে চাহে না—"নবরে নব নিত্যই নব, যখনই শুনি তখনই নব", এমন আর কিছুই নহে। তাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ফিল্ম-শিল্প ধর্ম-প্রচারের বাহন হইবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের স্কন্ধে চড়িয়া ধন-বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইবার প্রয়াস করিতেছেন। ব্যবসায়ী পাঠক-কথকগণের কথকতার পসার বোধ হয় এই সকল প্রমোদ-শালাই বর্ত্তমানযুগে কাড়িয়া লইয়া লক্ষ্মীদেবীর অধিকতর কৃপাকটাক্ষ-লাভে অগ্রসর হইবে। এই শিল্পটী পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারে কি পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, তদ্‌বিষয়ে এবং প্রচারের বিভিন্ন বাহন-সম্বন্ধে আরও কতিপয় কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয় পূজোপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও 'গৌড়ীয়' একসপ্তাহকাল অপ্রকাশিত থাকিবেন। তৎপরে ১১শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর হইতে পুনরায় যথানিয়মে প্রকাশিত হইবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ ও ভাগবত-প্রদর্শনী

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে,—১৩৩১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিকমাসে সোমবতী অমাবস্যায় যে সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরূপ ও স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের অভিলাষ কুরুক্ষেত্র-পারমার্থিক-প্রদর্শনীর মধ্যে মূলবুদ্ধিজনগণের জন্য প্রকাশ করিয়া মহামহাবদান্য-নামের অদ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এ বৎসর (১৩৪০ বঙ্গাব্দের এই ভাদ্র সোমবার অমাবস্যা) সোমবতী অমাবস্যায় পুনরায় সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে এতৎপ্রদেশে হরিকথামৃত-বিতরণে ব্যস্ত থাকায় স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে শক্তিসঞ্চার করিয়া কুরুক্ষেত্রে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচনের জন্য প্রেরণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশীধামের শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ হইতে এবং শ্রীযুক্ত সুবলেশ্বর ব্রহ্মচারী দিল্লী গৌড়ীয়মঠ হইতে তথায় যোগদান করেন। ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ শ্রীপাদ গিরি মহারাজকে প্রদর্শনীর সেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন। অতি অল্পকাল-মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একমাত্র সত্যসঙ্কল্প শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও শক্তিসঞ্চারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ বিরাট্ প্রদর্শনী উন্মোচনরূপ অসাধ্য-সাধন-ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

প্রদর্শনীর-বৃত্তান্তাবলী ও লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম

কুরুক্ষেত্রের কথা বলিলেই অনেকের মানসপটে মহাভারতোক্ত অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যের কথা উদিত হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্যামন্তপঞ্চকে বিরহবিধুরা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-প্রসঙ্গ কুরুক্ষেত্রে যে রথের দৃশ্য প্রকট করিয়াছিল, তাহাতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে রথের আরোহী এবং বলরামকে তাঁহার সারথী-রূপে দেখিতে পাই। কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ ব্রহ্মসরোবরের তটেই অবস্থিত। মঠের অঙ্গনস্থ ভূমিতে অবস্থিত এ বৎসরের শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর সেই সুসজ্জিত রথ লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই রথের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণের শ্রীমূর্ত্তি শোভিত ছিল। রথের দক্ষিণ-পার্শ্বের প্রথম প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রমুখ কৃষ্ণপরিকর ও পর্য্যায়ের মূর্ত্তি শোভিত ছিল। রথের বাম পার্শ্বের প্রথম প্রকোষ্ঠে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী এবং দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যম, ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্রের শোভা অতুলনীয় ও সুশোভন হইয়াছিল। সুদৃশ্য তাঁবু, সামিয়ানা, নিশান, তোরণ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত প্রদর্শনীক্ষেত্রটি যেন হস্তসঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যকামি-যাত্রীকে ভাগবত-বিশ্ববিদ্যালয়ে—সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা-মন্দিরে আহ্বান করিয়া ব্যাসগৌড়ীয়মঠের অধীশ্বর শ্রীগৌড়ীয়নাথ ও শ্রীগোপীনাথের চরণে মস্তক-বিলুণ্ঠিত এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

আনুকূল্যকারিগণ

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের এই প্রদর্শনীতে যে-সকল সজ্জন নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটি নাম প্রকাশিত হইল :—

মিঃ কৃপালানি—মেম্বর অফিসার ইন্‌চার্জ্জ; মিঃ ডি, ডিউম—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ পুলিস মেলা; মিঃ ডিউরাণ্ট্—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ পুলিস ফর মেলা ট্রাফিক্; মিঃ শ্রীগণেশ—ডেপুটী কমিশনার কর্ণাল; মিঃ শিপ্‌স্যাহ—কমিশনার আম্বালা ডিভিশন; মিঃ হগ্, ও, বি, ই—সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল বয়সস্কাউট্‌স্ এসোসিয়েসান্; সর্দ্দারসাহেব হরবন্তসিংহ—ডেপুটী সেক্রেটারী পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল বয়সস্কাউট্‌স্ এসোসিয়েসান্; পাটনার রিটায়ার্ড জজসাহেব রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়; তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক; লালা দেওয়ানী

গান রিটায়ার্ড ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন—পাটিয়ালা-ষ্টেট, ভেমান সেক্রেটারী কুরুক্ষেত্র ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি।

"সুরধুনী"—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-বাহন

"প্রচারের বিভিন্ন বাহন"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা হরিকথা-প্রচারের কএকটি বাহনের নাম উল্লেখ করিয়াছি। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে বিশেষতঃ বর্ষার সময় নৌযান প্রভৃতি হরিকথা-প্রচারের বাহনরূপে প্রাচীনকালে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সময় হইতেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবও নৌযানযোগে গমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক যুগে নানাপ্রকার জলযান আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলি যাহাতে কেবলমাত্র ভগবদ্বিমুখ ভোগের বাহন না হইয়া হরিসেবা বা শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের বাহন হয়, তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'লীলা' ও 'সুরধুনী' নামক দুইটি মোটর-লঞ্চে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ং উক্ত "সুরধুনী"তে যাত্রা করিয়া কলিকাতা হইতে গত ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। ভোগী বিলাসিগণের জলযান-বিহার একদিকে অপর ভোগীর হৃদয়ে ভোগের উদ্দীপনা করাইয়া থাকে, আবার অন্য দিকে কর্ম্মত্যাগি-গণের "খট্টাভঙ্গে ভূমি-শয্যা" নীতি ভোগি-গণকে ভোগের রসদ অধিকতর সুলভ করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহন-স্বরূপ 'সুরধুনী' যখন সুরধুনীর বক্ষ দিয়া কীর্ত্তন-বন্যা বিস্তার করিতে করিতে চলিয়াছিল, তখন মানবের ত' দূরের কথা, পশু-পক্ষী এবং অন্তরীক্ষের জীবজন্তুও ভগবৎসেবাসুকৃতি-সঞ্চয়ের অধিকার লাভ করিয়াছিল।

যোগদ্যুম-দ্বীপে কীর্ত্তন-প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদ তৎপর দিবস ২২শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর 'সুরধুনী'-যোগে প্রায় মধ্যাহ্নকালে গৌড়ের নৈমিষ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান যোগদ্যুম-দ্বীপে গমন করেন। 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন, বাঙ্গালার আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবনের সেই লীলাক্ষেত্রের উপর শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সকলেই আচার্য্যের আনুগত্যে সেই মন্দির-পরিক্রমা ও আচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করেন।

শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীযোদদ্রুম-ক্ষেত্রে হরিকথা কীর্ত্তনের পর সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযোদ্রুম-দ্বীপাভিমুখে 'সুরধুনী'-যোগেই যাত্রা করেন। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই 'সুরধুনী' শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহকরূপে চতুর্দ্দিকে হরিকীর্ত্তনের বন্যা বিস্তার করিয়া স্বরূপগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সকলেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধিস্থানে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা বন্দনা করিয়াছিলেন।

কুলিয়া-নবদ্বীপের গঙ্গাতটে

প্রত্যাবর্ত্তনকালে কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরের তটে 'সুরধুনী' কিছুকাল অবস্থান করিলে কুলিয়ার অসংখ্য লোক আসিয়া আচার্য্যের শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষী হন এবং কেহ কেহ অভ্যন্তরে আসিয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই 'সুরধুনী' শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বারে উপনীত হয়।

শ্রীঋতুদ্বীপে

২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর বুধবার দ্বিপ্রহরের সময় প্রায় ৪০ জন ভক্ত-সহিত শ্রীল প্রভুপাদ সুরধুনী-যোগে হরিকথা কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর-মঠে শুভবিজয় করেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে চম্পহট্টে পুনরায় কীর্ত্তন-হট্ট বসিয়াছিল। প্রভুপাদ তথায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন।

হংসক্ষেত্রে শ্রীএকায়নমঠে

গত ৩রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাদ 'সুরধুনী'-যোগে বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়নমঠে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় কএকদিন অবস্থান করিয়া এই সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত-বিতরণ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) বেলপুকুরের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি প্রায় ২ঘণ্টাকাল হরি-কথা শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। হরিকথা-শ্রবণ এবং শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া তিনি সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে ই, বি, রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ই, বি, রেলওয়ের ডিপুটী এজেণ্ট এবং তাঁহার পার্শনেল অ্যাসিষ্টেণ্ট, শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী এবং শ্রীগৌরভক্তিসংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন-সমূহ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। যে-স্থানে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়, প্রত্যহ দেশ-বিদেশ হইতে দর্শনার্থীর আগমন হয়, সে-স্থানে রেল-লাইন সংযোজিত হইলে শ্রীধাম-দর্শনার্থী এবং সাধারণ ভ্রমণকারীর সংখ্যা যে অনেকগুণে বর্দ্ধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) বিপ্রহরকালে স্পেশাল ট্রেণে ই, বি, রেলওয়ের এজেণ্ট গ্রাম বি, আর, সিংহ বাহাদুর, চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার, গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার, লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সব্‌ডিভিসনাল অফিসার, ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পারমেনেণ্ট ওয়ে ইন্‌স্পেক্টর, ট্রাফিক ইন্‌স্পেক্টর, অ্যাসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত নবদ্বীপঘাট-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চ-যোগে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। মহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক-সূত্রে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা শ্রীধামের মন্দিরাদির সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিয়া ঐ লঞ্চেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে নবদ্বীপের চেয়ারম্যান

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) কুলিয়া-নবদ্বীপ-মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাকচি মহাশয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বাকচি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্

নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সপরি-বারে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিতেছিলেন। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয় অতিথিগণ মহাপুরুষ শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছিলেন।

"ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে"র অধিবেশন

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভা-পতিত্বে ভক্তিবিজয়-ভবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। অধিকাংশ সদস্যই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

প্রধান শিক্ষক

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি-এ, বি-এল ভক্তিবান্ধব মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপ্রাণ নিপুণ ব্যক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভক্তিবান্ধব মহোদয় সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি, বিশেষতঃ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি-প্রবর এবং শ্রেষ্ঠীয় মহোদয়ের নিকট পরমার্থশিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ উপদেশ লাভ করিয়া এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের কর্ণধারের কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এইরূপ মহাসম্মানিত পদ বরণ করিয়া তিনি সত্যসত্যই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের যে সমাধি-মন্দিরটি রচিত হইতেছে, তাহার কার্য্য অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছে শুনিয়া বৈষ্ণবজগৎ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। মন্দিরের সঙ্গে জগমোহনও নির্ম্মিত হইতেছে

এবং যাহাতে নিখিল বৈষ্ণবের পরম আরাধ্য এই অভিন্নবপু মহাপুরুষের সমাধি-মন্দির সকলে পরিক্রমা ও বন্দনাদি করিতে পারেন, তজ্জন্যও স্থপতি-বৈজ্ঞানিকগণ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ এই মন্দিরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

বেষ-গ্রহণ

গত ৩০শে ভাদ্র (১৩৪০), ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ষিয়ান্ ভক্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চাতরোগাঁর যাবতীয় বহির্মুখ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বেষ-গ্রহণ-পূর্ব্বক অভ্যন্তরোগাঁর প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী' নামে পরিচিত হইলেন

প্রচার-বার্ত্তা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কটক সঙ্কির্ত্তনমঠে অবস্থান করিয়া কটক-নগরীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ধানবাদে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ কুরুক্ষেত্রে ভাগবত-প্রদর্শনীর সেবা করিবার পর পুনরায় কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীধামে শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্ব্বর গিরি মহারাজ উপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ভক্তিশাস্ত্রিজীর সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রয়াগে ভাগবত-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক আয়োজন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত অমর্ষি-নামক বহু গ্রামে গত শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস যে শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার রক্ষাকার্য্যে এবং তথায় হরিকথা-প্রচারে ব্রতী হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রয়াগ-প্রদর্শনীর প্রারম্ভিক কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বর্দ্ধমানে করিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন যোগীরাজ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ২৪পরগণার অন্তর্গত গোপালপুরা গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিশ্র মহাশয়ের ভবনে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীশ্রবণে সকলেই আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বামিজী মহারাজ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-বিভূতি প্রভৃতি কতিপয় ভক্তসহ বীরভূম জেলায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীবানপ্রস্থাশ্রমের সেবাকার্য্যের সাময়িক ভার বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরুদাস ব্রহ্মচারীজীর উপর অর্পিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশারদ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ শীঘ্রই প্রচারার্থ স্থানান্তরে গমন করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পশ্চিম-গোদাবরী জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া কলার শ্রীরাধানবগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি তৎপ্রদেশের সত্যানুসন্ধিৎসু জনমণ্ডলীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্ররূপে নিত্যই অভিনন্দিত হইতেছেন।

মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থী হইয়া গত ১লা আশ্বিন কটক হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহাশয় গত ১লা আশ্বিন ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনে গমন করিয়াছেন।

আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় নিযুক্ত মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিধানবন্ধু সেবাতীর্থ বি-এ-জি, বি-টি মহাশয়ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থী হইয়া অদ্য (৭ই আশ্বিন) ধুবড়ী হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীললিতা সপ্তমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে একটি বিদ্বজ্জনি-মণ্ডিত সভায় "শ্রীরাধাতত্ত্ব"-সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গত ৪ঠা ভাদ্র রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে "কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ"-সম্বন্ধে একটি শিক্ষিত-মণ্ডলি-পরিবৃত সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বক্তৃতা করেন।

গত ৫ই ভাদ্র তারিখে ঢাকা নর্ম্মালস্কুলের অবসর-প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত হরেরাম ব্রহ্মচারী পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের একটি বিরাট্ সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক "বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মূল গায়নরূপে ঠাকুরের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় "অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব"-সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিষয়টি যুগোচিত হওয়ায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সাতার এবং পারিপার্শ্বিক বহুস্থান ও গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গত ২৪শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার নারায়ণগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী বি-এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বণিক্ বি-এল, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ রায় বি-এল প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিজ্ঞাপনের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে নারায়ণগঞ্জ রামকানাইর আখড়ায় "মানবের পরম ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। সমবেত ব্যক্তিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকসূত্রে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তৎপরে বক্তা সম্পাদক মহোদয় সাধারণের অশ্রুতপূর্ব্ব "মানবের পরমধর্ম্ম"-সম্বন্ধে দুইঘণ্টারও অধিককাল শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সমবেত বহু শিক্ষিত শ্রোতা বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বদ্ধমুষ্ট চিত্রার্পিতের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন আঢ্য বি-এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস বি-এল; শ্রীযুক্ত কুঞ্জেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি-এল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত বি-এল; শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেন বি-এল; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি-এল; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সাহা বি-এল; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী বি-এল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (ষ্টেশন-মাষ্টার চাষাড়া); শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সাহা (একাউণ্টেণ্ট সিভিলকোর্ট); শ্রীযুক্ত সীতানাথ বে; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রমোহন সেন; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কর বি-এ; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র পাল; শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের জনসাধারণ ও ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ তথায় মাঝে মাঝে গমন করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করায় তথাকার অনেকেই বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিতেছেন যে, ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যেরূপ নিরন্তকুহক সত্যের কথা আলোচনা হয়, তদ্রূপ নারায়ণগঞ্জের রামকানাইর আখড়ায় বা অন্য কোন সাধারণ স্থানে একটি সাপ্তাহিক অধিবেশন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তথাকার সকলেরই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

লণ্ডনের পত্রাবলী

বোর্ড অব্ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইনের প্রাইভেট সেক্রেটারী W. Cleary শ্রীল প্রভুপাদের নিকট White Hall, S. W. 1 হইতে গত ৩রা জুলাই (১৯৩৩) তারিখে লিখিয়াছেন :—

Dear Sir,

Lord Irwin asks me to write to thank you for your letter of the 15th June. He was very glad to have the opportunity of meeting Tridandi Swami B. H. Bon and hopes that the result of his mission here will fulfil his highest expectation.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ-প্রকাশার্থ আমি লর্ড আরউইনের নিকট আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া তিনি (লর্ড আরউইন) অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং কামনা করেন যে, তাঁহার (শ্রীপাদ বন মহারাজের) কার্য্যকলাপের ফল তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আশা পরিপূর্ণ করিবে।

—•—

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রেসিডেন্ট শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গত ৪ঠা জুলাই (১৯৩৩) Seymour House 17, Waterloo Place S. W. 1 লণ্ডন হইতে শ্রীযুক্ত Marquess of Lothian যে পত্র দিয়াছেন, তাহা এই :—

Dear Sir,

Many thanks for your kind letter of the 15th June. I greatly enjoyed my conversation with Tridandi Swami B. H. Bon of the gaudiya Math and I have read the books, he left with me, with great interest.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের অনুগ্রহ-পত্রের জন্য বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের সহিত কথা-বার্ত্তায় আমি অতিশয় প্রীত হইলাম এবং তিনি আমাকে যে-সমস্ত গ্রন্থ দিয়াছেন, তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম।

—•—

পার্লামেণ্টের পক্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহকারী সচিব শ্রীযুক্ত আর, এ, বাট্‌লার মহোদয় White Hall India office হইতে ৩রা জুলাই (১৯৩৩) তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের প্রতি তাঁহার সদয় কথা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রটী এই :—

Dear Sir,

I am grateful for your letter of 15th June about the Gaudiya Math and I would like to take this opportunity of telling you how much pleasure it has given me to meet Tridandi Swami B. H. Bon and to give him such assistance as I could by putting him in touch with various people in this country.

প্রিয় মহাশয়,

আপনি ১৫ই জুন তারিখে গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের সহিত সাক্ষাৎকার এবং এ দেশের বহুলোকের সহিত তাঁহার আলাপাদি করাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রীত হইলাম।

—•—

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ সাময়িকপত্র 'Times' এর সম্পাদক Mr. F. H. Brown—Dil kusha West Bourne Road Forest Hill S. E. 23 লণ্ডন হইতে গত ১২ই জুলাই (১৯৩৩) শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, উহাতেও ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সদয় সহায়তার কথা প্রকাশিত হইয়াছে :—

Dear Sir,

I write to thank you for your letter recently

received in which you express your gratification for the interest I have been able to take in the Mission to this country of Tridandi Swami B. H. Bon as a representative of the Gaudiya Math of which you are the President. It has been to me a great pleasure and privilege to come into contact with the Swami and to note his devotion to the cause of religion. He has recently presented to me a copy of the first volume of "Shree Krishna Chaitanya" which set out the general principles of the mission. At the present time I am very fully occupied with work connected with the enquiries of the Joint Select committee on India Reform but I hope to study the work in due course.

I need not say that I am grateful for your invocation of the mercy of God for myself and my family. You and I are not of the same faith, but among my own convictions on religion there is none more strong than my acceptance of the teaching of one of the Apostles of Christ that in every age he that feareth God and worketh rightness is accepted of Him.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সভাপতিত্বাধীন গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি-স্বরূপে এদেশে আসিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন যে প্রচারকার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমি যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আপনি পত্রদ্বারা আমাকে আপনার সন্তোষ জ্ঞাপন করায় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই পত্র লিখিতেছি।

স্বামিজীর সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা-দৃষ্টির সুযোগ পাইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। তিনি সম্প্রতি আমাকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড উপহার দান করিয়াছেন; তাহাতে সঙ্ঘের মত-সমূহ দেওয়া আছে। বর্ত্তমানে আমি ভারতীয়-সংস্কার-সম্বন্ধীয় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর তদন্ত-বিষয়ক কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত আছি; কিন্তু আমার অ: পাঠ করিব।

আপনি আমার এবং আমার পরিবারবর্গের জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করায় আমি কৃতজ্ঞ—একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আপনার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্; খৃষ্টের একজন শিষ্য বলিতেছেন,—প্রতি যুগেই যিনি ভগবানকে ভয় করেন এবং ন্যায়পরায়ণ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি ভগবানের দ্বারা আদৃত হন। আমি এই শিক্ষাটি যেরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনটিই সেরূপভাবে গ্রহণ করি নাই।

—•—

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর শ্রীযুক্ত ষ্টর এফ্ ষ্টানলী জ্যাক্সন ৩৩ নং পর্ট ষ্ট্রীট এস ডব্লিউ ১, লণ্ডন হইতে ১লা আগষ্ট তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার পত্র খানিও নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

Dear Bhakti Sidhanta Saraswati,

I am very grateful for your letter of the 15th of June and was pleased to see the representatives of the Gaudiya Math in this country. I hope they have had a pleasant and profitable stay here. My wife and I greatly appreciated your good wishes and blessings.

Yours Sincerely

Sd /F. Stanley Jackson

প্রিয় ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের লিখিত পত্র পাইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম এবং এদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি-বর্গকে দর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। আশা করি, তাঁহারা সুখে অবস্থান করিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছেন।

আমি এবং আমার স্ত্রী আপনার সদিচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ-গ্রহণে প্রীত হইলাম।

আপনার নিকপট

(স্বাঃ) এফ, ষ্টানলী জ্যাক্সন

চয়ন

'বঙ্গবাসী' ২১শে ভাদ্র (১৩৩০)

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের স্বামী বন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত

লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বন 'তারপরগী' গ্রামে অবস্থান-কালে অনারেবল্ ক্যাপ্টেন এইচ, আর ভেলী হ্যামিল্টন আয়াভেন্ এবং তাঁহার ভগিনীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের "আবডেন হলে" নিমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধনার সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছেন। স্বামিজীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণে তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে স্বামিজী অনারেবল্ মার্শাল ফ্রেঞ্চ্ ভেন্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক এবং অক্সফোর্ডের ব্রাডফোর্ডশায়ার লর্ড উইলিংডনের ভগিনী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ইঁহাদের সহিত স্বামিজী মহোদয়ের শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু কথোপকথন হইয়াছে। বিশেষ করে ভারতীয় ছাত্রগণের অত্যধিক সুবিধা ও সুযোগের জন্য বন্দোবস্তের কথা বলিয়াছেন। স্বামিজী লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে ব্রেকাস্টের বিশপ এইচ, আর প্যাজেট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৩৯ নং ক্রেটন্ গার্ডেনস্থিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বিশপ প্যাজেট লণ্ডনের ভারতীয় সেক্রেটারী স্যর স্যামুয়েল হোরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রচার্য্য বিষয় লইয়া তাঁহারা বহুক্ষণ যাবৎ আলাপ ও কথোপকথন করিয়াছেন এবং মিশনের কার্য্য-সম্বন্ধে প্রচুর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রেডফোর্ডেও আর, এইচ, ডড্ বি-এ (ক্যান্টাব) আগামী ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীমৎ বন মহারাজের "ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানচেষ্টার সহরের কেন্টন ওয়াটার মিল্‌ক স্থানে যে ধর্ম্মযাজকগণের একটি বার্ষিক মিলন-সভা হইবে, সেখানে ঐ বক্তৃতা দুইটি প্রদত্ত হইবে। ঐ সভায় মহাদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ধর্ম্ম-যাজকগণের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা।

বিলাতের যে-সকল ব্যক্তি স্বামিজী মহারাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারাই অধিকতরভাবে উহার শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ আরলণ্ড করমুথ লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং স্বাধীন চিন্তাবিশিষ্ট উন্নতিশীল যুবক, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন, আগ্রহের সহিত শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থসমূহ ধৈর্য্য-সহকারে পাঠ করিতেছেন এবং মঠের প্রচারকগণের সহিত অহর্নিশ সঙ্গ করিবার যত্ন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম-সংখ্যার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—জগতে উচ্চতর শ্রেণীর মানবগণের মধ্যে পারলৌকিক বিষয়সমূহে ভ্রমণ করিবার তিনটী পথ আছে; তাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ এই তিনটী পথ বা উপায়ের প্রাপ্য বস্তুকে ও এই তিনটী পথ বা উপায়কে একাকার এবং চরমে নির্ব্বিশেষবাদে চেতনের সমস্ত বিচিত্রতাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে চাহেন। বদ্ধজীবে জীবের অনিত্য ভোগময় ফল-প্রাপ্তির অনুষ্ঠানকে 'কর্ম্মমার্গ', নশ্বরতা ত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক অনিত্য ফলের প্রতি বিরক্তিরূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে 'জ্ঞানমার্গ' এবং প্রকৃতির অতীত কর্ম্মজ্ঞানাতীত অপ্রাকৃত সেব্যবস্তু কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলনকে 'ভক্তি-মার্গ' বলে। ভক্তিমার্গে সাধন ও সাধ্যভেদে সাধন, ভাব

ও প্রেমভক্তির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনাঙ্গ-সমূহ ও প্রেমকে সাধনজাতীয় অনুশীলন জ্ঞান করিলে যে উৎপাত উপস্থিত হয়, সেই অসুবিধার হাত হইতে উন্মুক্ত হওয়ার নামই অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি যৌবন্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা উদিত হয়, তাহা নিরাকরণের জন্যই "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

"প্রাকৃতরস-শতদূষণী" সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রজবাসী শ্রীগিরিধর গোস্বামীর সুত্র শ্রীঘনশ্যাম গোস্বামী মহাপ্রভুর ভোগের জন্য ব্রজবাসীদের প্রদত্ত নানাপ্রকার সামগ্রী আনিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহাপ্রভুকে সেই সমস্ত ভোগ দেওয়া হইল। ভোগান্তে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে অপরাপর ভক্তগণকে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।

তখন পরিক্রমা দল শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। পরিক্রমার পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ভক্তগণ অনেকে এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামাদির পর স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকার দ্বারা সকলে স্বাবশ অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিলেন এবং মহাপ্রসাদ সম্মানের পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ বাঁধ গিন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু মূল গায়করূপে শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিলেন এবং অপর সকলে তাঁহার অনুকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাধা-শ্রীললিতা-কুণ্ডের তীরে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

৩০শে পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৩), ২৮শে আশ্বিন (১৩৩৯), ১৪ই অক্টোবর (১৯৩২), শুক্রবার

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৭৪ ঘটিকা

উপস্থিত—পরিক্রমার যাত্রিবৃন্দ, ভক্তগণ, শ্রীরাধাকুণ্ড-বাসী বহুব্যক্তি এবং স্থানীয় অধিবাসি-সমূহ

(শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রথম দিবস)

মহাপ্রভুর উপদেশ—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" তৃণ হ'তেও নীচ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু হ'বার উপায় নেই। তৃণের উপরে আমরা পদবিক্ষেপ করি; এমন কি, পশু প্রভৃতি নীচ প্রাণীও তৃণের উপর বিচরণ করে। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখতে হ'লে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলে তৃণ অপেক্ষা নীচু হওয়া যায় না; কিন্তু উপদেশ র'য়েছে,—তৃণ অপেক্ষাও নীচু হ'তে হ'বে।

উন্নত তরু আর এক রকম কাজ করছে,—পরিশ্রান্তকে আশ্রয় দিচ্ছে, ফলদান করছে। আশ্রয়প্রদানকারী বিরলভাবে লাভ করেন। তদ্রূপ উন্নত ব্যক্তি আশ্রয় হন, জগতে উপকার ক'রেও অযথা নিন্দিত হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আদেশ করলেন —তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা-সম্পন্ন হ'তে হ'বে। "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥" বৃক্ষকে উৎপাটিত, উৎপাদিত করলেও সে কিছু বলে না—মারতে আসে না। তৃণ পরিচয়ে আমাদের প্রতি তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'বার এ দুটো উপদেশ, আর সূক্ষ্ম পরিচয়ে অমানী ও মানদ হ'বার উপদেশ দিয়েছেন।

আমাদিগকে অমানী হ'তে হ'বে। জড়জগতের সম্মানের কথা, জড়জগতের পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, ধনগৌরব—এই সকল অভিমান ছেঁড়ে দিতে হ'বে

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমি কর্ত্তা, কায করতে পারি, চক্ষু-দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি করতে পারি, মনের দ্বারা চিন্তা করতে পারি, আমার বিদ্যাবুদ্ধি-শক্তি-সামর্থ্য আছে, আমি সব বুঝে নিতে পারি,—এই সকল প্রাকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমান। বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব করতে ব্যস্ত হ'য়েছি। এগুলি প্রাকৃত গুণের দ্বারা তাড়িত হওয়ার লক্ষণ। প্রকৃতিতে অবস্থানই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ করাই শরণাগত জনের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ ক'রে গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস—শরণাগতির স্বরূপ লক্ষণ। বস্তুর আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। বৃষভানু-নন্দিনীর দাসী হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে না। আমরা বৃষভানুজার অনুগত সমাজ হ'তে জানতে

পেরেছি,—তাঁর গান-বাজারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব। সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে পারলে "বিদ্যাবধূজীবাতুরিস্তি"র কথা শুনবার জন্য আমাদের চিত্ত ব্যগ্র হয়।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুবৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
হৃত্বেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং যে
প্রাণৈর্বজেন চ বরোরু বরাটিপাদি॥

আমরা অনেক কথা শুনে থাকি, অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে ব'লে থাকি—আমরা শুনেছি। কারুর মুখে শ্লোকের পারম্পর্য্য করছি। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারকে বহুমান ক'রে আমাদের যে অনর্থ উপস্থিত হয়, তা'তে আমরা কপটতার উপদেশ পর্য্যন্ত লাভ করতে পারি। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই কথাটিকে অনর্থযুক্ত অর্থে গ্রহণ ক'রে বঞ্চিত হ'য়ে পড়ি। ভেক যেমন ফণীর হাঁ হ'তে হ'তে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি অনেকে আমরা বৃহদ্ব্রহ্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে—"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলতে বলতে আত্মহত্যা ক'রে থাকি। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করার নাম 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। 'ব্রহ্মভূত' ও 'ব্রহ্ম' —এক কথা নহে। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম ক'রে যখন জীব 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হ'তে পারে, তখন তাঁর পরা ভক্তি-আশ্রয়ে মঙ্গল লাভ হয়। বিরজায় স্নান হ'লে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া যায়।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বল্‌লেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা ভ্রমণ করছি—পশুসদৃশ ব্যক্তি-সকল ভ্রমণ করছি।

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এই তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ॥"

—এই কথাটী আমাদের মনে হ'চ্ছে না। আমার মত পশুর এই গৌড়ীয়াদিগের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আর গতি নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র বিচার-ভয় জীবকে দুর্গতিগ্রস্ত ক'রবে। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দুর্গ ভয় হ'তে জীবকে বাঁচা'বার জন্য বড় সদুপদেশ দিয়েছেন। "তৃণাদপি সুনীচ" হ'তে হ'বে। কিন্তু তৃণগুলিকে আমার ভোগ্য-জ্ঞানে দেখে তা'দের উপর দিয়ে চল্‌ব,—এই বিচার থাকলে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হওয়াও হ'ল না। তিরস্কার পেয়ে ক্রোধ করলে চল্‌বে না। পরসুখ-অসহিষ্ণুতা বা মৎসরতার দাস হলে মঙ্গল হ'বে না।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ব'লেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতান্ অথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাঙ্ঘ্রিসেবাসু॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত আমার আর গতি নাই। আমি আজ বুঝতে পেরেছি,—এতদিন কাম-ক্রোধাদির দাস ক'রে মৎসরস্বভাব-সম্পন্ন হ'য়েছিলাম, মৎসরতা প্রবল হওয়ায় ভক্তিই আমার এই দুর্গতি হ'য়েছে। আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভিখারী হ'য়েছি। মৎসরতা না থাকলে ঐ গুলির জন্য ব্যাকুল হই কেন? আমি ধার্ম্মিক হই—প্রভুর লাভ করবার জন্য, অর্থ-পিপাসু হই—কাম ভোগ করবার জন্য, কামুক হই—নশ্বর সুখের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য। আবার কামুক হ'তে হ'তে অত্যন্ত তার্কিকের হ'য়ে মোক্ষ-কামুক হ'য়ে পড়ি। এগুলির কোনটিতেই কৃষ্ণের সেবা নাই। কৃষ্ণের বস্তুর সেবা লাভ ক'রে অর্থ-কামনা, ধর্ম্ম-কামনা, কাম-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উচিত হয়।

আপনারা সকলেই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভাব গ্রহণ ক'রেছেন, তিনি কৃষ্ণ-প্রেমধর্ম্মের মূল গুরু। কাম-ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হ'লে প্রকৃত সাধুসঙ্গের ধর্ম্মলাভ ঘটবে না। যে-সকল মানব ধর্ম্মকামী, অর্থকামী, কামকামী বা মোক্ষকামী, তাঁ'রা কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ। তাঁ'দের তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর জগতে নাই। তাঁ'রা 'কপালগোড়া' লোক। কিন্তু "যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা প্রভৃতি কৃষ্ণের বাসনা গুলি আলেয়ার মত—Phantasmagoria Ignisfatuus or Will o' the wisp. কেবল লোভীকে লোভ দেখিয়ে হয়রাণ করছে। আর

মোক্ষ-কামনা এইরূপ হয়রাণ হওয়া ব্যক্তিগুলিকে আত্ম-হত্যার ধূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে।

আমাদি আমাদের প্রতি কখনও কোন কৃপা কর্‌তে পারে না। তা'রা কেবল উত্তরোত্তর প্রভু সাজিয়ে আমা-দিগকে উত্তেজিত করে। আমরা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হ'য়ে প্রতিষ্ঠাশার লোভে বহুদূরে চ'লে গিয়েছি। পার্থিব বস্তুর উপাসনা ক'রে তা'র বদলে কি পেয়েছি?

কৈ? যা'দের এতকাল সেবা কর্‌লাম, তা'দেরও ত' দয়া পেলাম না; দয়ার পরিবর্ত্তে কেবল পেয়েছি—তা'দের নিষ্ঠুরতা, কপটতা, বঞ্চনা। পোড়ামুখে লজ্জাও নেই। সেই মুখই আবার দেখাচ্ছি। অতঃপর দরিদ্রতার বশবর্ত্তী হ'য়ে, কেহ বা অত্যন্ত ধার্ম্মিকতার বশবর্ত্তী হ'য়ে যম-মন্দিরে চ'লে যাচ্ছি।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

আমার এ জগতের বন্ধু-বান্ধবেরা ভাল ভাল লাড্ডু খাওয়ার জন্য আমাকে সুযোগ দেখাচ্ছে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা—এই কয়টা বিলাতী লাড্ডু। এই বিলাতী লাড্ডু কেউ খেয়ে, কেউ বা না খেয়ে নানা মতলব হ'য়ে উঠ্‌ছে। তা'দের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ মতের আবেশ ক'রেছেন,—

নূনং নানামতৈস্তত্তদ্দেবতাঃ পশবো জনাঃ।
ভেদাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা।

বিধিভক্তি অবশ্য পালনীয়। শ্রীবল্লভাচার্য্য ইহাকে মর্য্যাদার পথ ব'লেছেন। সত্ত্ব যেমন বুদ্ধিকীল, জগতে প্রবৃত্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সুখলাভ কর্‌বে, এই মনে মত্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অধোক্ষজ ভগবানের সেবার কোন অনুসন্ধান নাই, কিছুতেই সেই দিকে যা'বে না, বরং তা'র বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে, এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্য—"পশূনাং লগুড়ো" ন্যায়ের বিধান হ'য়েছে। বাসনার দাস বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ কর্‌বে।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—বাদরায়ন-সূত্রের শেষ সূত্র ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামিগণের জন্য নহে। যাঁ'রা ঐ সকলে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামের আবৃত্তিময় কীর্ত্তনকেই সার ক'রেছেন, তাঁ'দের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের শেষ কথা। উপাংশু জপকে কীর্ত্তন বলা হয় না। ওষ্ঠস্পন্দন-সহকারে উচ্চকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ হ'তে সেবা-বিমুখ আমি ব্রাহ্মী, নাস্তিকী, ধরোষ্টি, পুরুষদ্রোহী প্রকৃতি লেখ-প্রণালীর দ্বারা পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হচ্ছি। যে-সকল কার্য্যে অশান্তির উদ্দীপনা হয়, শান্তির উপায়-জ্ঞানে সেই সকল কথাই প্রচুর পরিমাণে কর্‌ছি। কি ক'রে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হ'বে,—মনুষ্য-জাতি ইহাই বল্‌তে ব'সেছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কেহই ব্যস্ত নহেন, মৎসর হওয়াই তাঁ'দের স্বভাব হ'য়েছে।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।

শ্রীল রাঘবেন্দ্রপুরীপাদ যেরূপ কথা ব'লেছেন, সেরূপ সঙ্ঘের একটী আবেদন-পত্র অকপটভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের দিকে প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অনর্থের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার কর্‌লে কৃষ্ণতত্ত্বম কি, তা' জান্‌তে পার্‌বে।

শ্রীধরস্বামিপাদ 'মৎসরতা'-শব্দের তাৎপর্য্য—'পরস্য সুখ-অসহিষ্ণুতা' ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। পরের সুখ সহ্য কর্‌তে না পারাই হিংসা-বৃত্তি।

পশুদিগকে এবং পশুবৃত্তি-সম্পন্ন জীবকে বুঝা'তে হ'লে Regulation (রেগুলেশন) ছাড়া উপায় নেই। বৈধী ভক্তির আলোচনার অভাবে অনর্থযুক্ত মনুষ্যজাতির বিশেষ অসুবিধা ঘটেছে। এই বৈধী ভক্তির মধ্যে আবার পাঁচটী ভক্তাঙ্গ শ্রেষ্ঠ। পাঁচের অল্প সঙ্গেতেই কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হন।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ;
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।

আপনারা সকলে বর্ত্তমানে মথুরাবাসী হ'য়ে প'ড়েছেন, স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভাগবতগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ কর্‌ছেন, সর্ব্বদা সেই সকল সাধুর সঙ্গ কর্‌ছেন, নামকীর্ত্তন কর্‌ছেন, কীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবা কর্‌ছেন। আপনারা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগত্যে বল্‌তে শিখুন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

আপনারা সত্য-সত্যই কৃষ্ণাবেশ করুন। গোপীর উক্তিতে যে-সকল কথা আছে, তা' আলোচনা করুন।

আমরা আজ সব চেয়ে বড় জায়গায় এ'সে পড়েছি। এ স্থান চৌদ্দভুবনের অন্তর্গত নহে। বিরজারও নহে।

বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত এত বড় স্থান নেই। বৈকুণ্ঠে বিধিভক্তি পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি বিধিভক্তি ছেড়ে দেয়, তবে তা'রা অধঃপতিত হ'য়ে যায়। বৈকুণ্ঠের উপরেও গোলোকে চ'লে যান। আপনারা 'সংক্ষেপ ভাগবতামৃত' গ্রন্থে দেখে থাকবেন—দ্বারকায় হরি পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, আর শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম। পূর্ণভূমি অতিক্রম ক'রে যখন মধুর মণ্ডলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-ভূমিতে এসে উপস্থিত হওয়া যায় তখন ব্রজরাজনন্দনের সেবার যোগ্যতা হয়। যে আড়াই প্রকার রস শ্রীবিগ্রহ বিষ্ণু-প্রতীতিতে নাই, তা' শ্রীগোবিন্দসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে পেতে পারেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার প্রারম্ভেই আমরা প'ড়েছি—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্মে জাগতিক বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জিত হ'লে শ্রীবৃন্দাবনের দর্শন হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম ছেড়ে মথুরা-মণ্ডলে আসতে হয়। সেখানে এ'সে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণতটকে নিত্যবাসস্থান করতে হয়। আর সময় নষ্টকরা উচিত নয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, সাক্ষাৎ শ্রীরাসগোস্বামী প্রভুর সেবা আরম্ভ করা দরকার। শ্রীবাসুদেবরূপাকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।

শ্রীশ্রীরাধাশ্রীললিতাবিশাখোপেতৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

আমাদের অন্তর মন্ত্র-প্রাপ্তির সাফল্য লাভ করুন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এক সময়ে গোপীনাথের উদ্দেশে যে-সকল গান ক'রেছিলেন, সে-সকল আলোচনা করুন। সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে মদনমোহনের উপাসনা, অভিধেয়-বিচারে গোবিন্দের উপাসনা এবং প্রয়োজন-বিচারে গোপীনাথের উপাসনা। বেদ-শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন আলোচনা করুন। বেদ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্রহ্মসূত্রের কল্পপাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের সহিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্য আলোচনা করুন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস যে নিজ-কৃত ব্যাখ্যা ব'লেছেন, তা'তে "শব্দাৎ" অর্থাৎ শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি—হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অনাবৃত্তি—অন্য উপায়ে নহে, ইহাই পরিপুষ্ট হ'য়েছে। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের বিচার—আত্মবিনাশের বিচার। তা' প্রকৃত অনাবৃত্তির বিচার নহে। অপ্রাকৃত-শব্দের আশ্রয় না করলে আমাদের পতিত হ'য়ে যেতে হবে। বেদের অন্তে যেতে পার্ব্ব না। কর্ম্মের সীমা ও জ্ঞানের সীমা হ'তে নেমে আসতে হবে।

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ," "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো," "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব," "নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায়," "প্রায়েণ বেদ তদিদং" প্রভৃতি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে আমরা কল্পপাদের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য পাই। বেদে বেদান্তের মর্ম্মে অনুরাগী হ'লে পূর্ব্বমীমাংসায় আসক্ত থাকতে হয়—উত্তরমীমাংসার আর আলোচনা হয় না—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হয় না—অনন্তরের কথা—'আগে কহ আর' কথাটীর আলোচনা হয় না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'।
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত কারনিধি প্রায়।
কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

পুণ্যকামী হ'য়ে তীর্থদর্শন-বিচারে আমাদের এস্থানে আসা হয় নাই। "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলই মনের ভ্রম"—প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়ের কথাগুলি সাধারণ বাঙ্গালা ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। যিনি তীর্থপাদের সেবাবিমুখ হ'য়ে বৈরাগ্য-বিশিষ্ট হ'লেন, তা'র সেই বৈরাগ্যে ধিক্। অনুকূল-বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয় ত্যাগের নামই—সন্ন্যাস।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

(ক্রমশঃ)

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৪০ ; ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩ | ৯ম সংখ্যা

বঙ্গের শারদীয়োৎসব

বাঙ্গালার সামাজিক বা জাতীয় পর্ব্ব দুর্গোৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। সে-দিন বাঙ্গালার একটি সংবাদ-পত্রের শারদীয় সংখ্যায় উক্ত পত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন,—"তেত্রিশ কোটি দেবতার ভিতর বাঙ্গালী সমস্ত দ্রব্য দিয়া পূজা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া দুর্গাকেই কেন বাছিয়া লইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে এই জাতির বিশিষ্ট পরিচয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়।"

ইহার উত্তরে শাক্তগ্রাহি-সম্প্রদায় বলিবেন যে, বাঙ্গালী কেন, মানবমাত্রেরই, বোধ হয় প্রাণিমাত্রেরই পূজাকে মাতৃরূপের প্রতিমায় গড়িবার চিত্তবৃত্তির একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। মানব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আব্দার করিতে পারে মায়ের নিকট। আমাদের কামনা, বাসনা বা আব্দারের সমবয়াহরিরূপে মাতৃমূর্ত্তি যেরূপ অগ্রণী, এমনটি আর কোন মূর্ত্তিতেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই গীতায় ভাষায় বলিতে হয়,—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥
(গীঃ ৪।১২)

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥

অন্যত্র, যথা তেষাং তদ্ভবতাল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
(গীঃ ৭।২৩-২৪)

অনেকে শারদীয় উৎসবকে কামনা-চরিতার্থতার উপায় ও হুজুকপ্রিয়তার অঙ্গ প্রভৃতি দোষারোপ হইতে ক্ষালন করিতে চাহেন এবং উহাকে কোন বিশিষ্ট সাধনার অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-মূলে শক্তিপূজা প্রভৃতিকে 'নিকাম' প্রভৃতি বলিয়া 'দাবাই' করিবার চেষ্টা উচিত হইলেও মুক্ত বিচারের পারিপার্শ্বিকতায় শক্তিপূজার যাথার্থ্যের উত্তর হইয়াছে কি না, তদ্বিষয় নিরপেক্ষ সুধীগণের আলোচ্য।

যদিও দুর্গোৎসব প্রভৃতির প্রাচীনতা প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ কেহ ঐ উৎসব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সৃষ্ট নহে বলিয়াছেন এবং কতকগুলি পৌরাণিক বচন হইতে দেখাইয়াছেন যে, দুর্গাপূজা আশ্বিনের সংক্রান্ত বৎসরের (?) শ্রেষ্ঠ প্রাচীন উৎসব; যদিও কেহ কেহ শ্রীমূতবাহনের "কালবিবেক" গ্রন্থের দুর্গোৎসব-বিবেক-প্রকরণে শারদীয়-উৎসবের উল্লেখ দেখাইয়াছেন, তথাপি শ্রীমূতবাহনের কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অনুমান-বলে কেহ কেহ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীমূত-বাহনের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করেন, তথাপি তাহাতে একদিকে যেমন নানা সন্দেহের অবকাশ আছে, অপরদিকে কতক শত বৎসরের প্রাচীনতা অনাদিত্বের প্রমাণ করে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের কিংবদন্তীর উপাদানে রচিত কবিক কৃত্তিবাসের পয়ারী রামায়ণের গল্প লইয়া শ্রীরাম-চন্দ্রকে যে শারদীয়া পূজার প্রথম নায়করূপে সিদ্ধান্ত করিবার যে একটি মত প্রবাদের মত প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মৌলিকতা বাল্মীকির মূল রামায়ণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কাজেই দুর্গোৎসবের প্রাচীনতা মহাজনের আদর্শে আমরা ত্রেতাযুগে প্রমাণ করিতে পারি না। আরও তলবকার বা কেনোপনিষদের আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে আকাশপথে যে হৈমবতী উমার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই উমাদেবী তাঁহার স্বয়ম্ভু শক্তিত্ব প্রচার না করিয়া আপনাকে পরাৎপর পরব্রহ্মের অধীনা শক্তি বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ চূড়ামণি; বাচস্পতিমিশ্র, পূর্ণপাণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ 'কালিকাপুরাণ', 'দেবীপুরাণ' প্রভৃতি হইতে দুর্গাপূজা ও উৎসবের যে-সকল বিধি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সাত্বত বা নির্ম্মল বিচারের অস্তিত্ব অপেক্ষা অজ্ঞান কর্ম্মজড়িগণের অধিকারের আচার-ব্যবহারেরই অধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। বিজয়া দশমীতে ঐ উৎসব চরম সীমায় উপনীত হইত বলিয়া সে-দিন শ্লীলতা ও অশ্লীলতার গতি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাই ঐ উৎসবের নামকরণ হইয়াছিল—"শবরোৎসব" অর্থাৎ শবরজাতি উহাতে নানাপ্রকার গ্রাম্যনৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান করিত। শ্রীমূতবাহনের লিপির মধ্যেও আমরা এই চিত্র দেখিতে পাই। এমন কি, তাহাতে এরূপ বিধিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, অশ্লীল বিদ্রূপাদি, গ্রাম্যগীত ও গ্রাম্যগালাগালি না করিলে দেবী অসন্তুষ্ট হইবেন।

যাঁহারা এরূপ অশ্লীলতার সাফাই বা কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া ঐরূপ উৎসবকে সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে চাহেন, তাঁহারা যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে, ঐরূপ প্রথা পৃথিবীর আদিম (primitive) ধর্ম্মসম্প্রদায়-মাত্রেই প্রচলিত ছিল; এমন কি, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধানক্ষেত্র শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের অধ্যুষিত স্থান পুরীর মন্দিরের গাত্রেও গ্রাম্য চিত্রাবলী এবং হোলিউৎসবের মধ্যে ঐরূপ গ্রাম্য সঙ্গীতাদির প্রচলন হইয়াছিল।

এইরূপ যুক্তিবাদিগণের বিচারে অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়াছে। বহির্ম্মুখগণকে মন্দিরের বাহ্যাবরণে মুগ্ধ ও রঞ্জিত করিয়া রাখাই ঐ সকল গ্রাম্যচিত্রের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা প্রজ্ঞাপটমাত্র দেখিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বিমুখ হইবেন, অথবা তাহাতেও আকৃষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশে লুব্ধ হইবেন, সেই সকল বাহ্যদৃক্‌গণের অধিকারেই ঐ সকল গ্রাম্য ভাবোদ্দীপক চিত্রের সার্থকতা রহিয়াছে। আদিম অসভ্যতা মানবের যে অধিকারকে গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে ঐ প্রকার শ্লীলতার হানি রুচিকর হইলেও যেখানে আদিমের তাৎপর্য্য সনাতন ধর্ম্মকে লক্ষ্য করে, সেখানে আমরা গ্রাম্যরস বা আদিমরসের পরিবর্ত্তে আদিম রসের

আদিম গ্রন্থ উপনিষদ-সাহিত্যে শাস্ত্রগণেরই নির্দ্দলতা দেখিতে পাই। সেই আদিম যুগের সনাতন ধর্ম্মের প্রথম কথাই বিরজা-স্নান বা ভূতশুদ্ধি—যাহা দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রূপে এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনের মধ্যে মানবকে সুবৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রথম সোপান ও প্রথম পাঠের সহিত পরিচয় করায়।

হোলি বা দোল-উৎসবের মধ্যে যে গ্রাম্য গীতাদির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপ্রাকৃত অখিল রস-কদম্বের নায়ক রসরাজ রসিকশেখর স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অপ্রাকৃত প্রণয়ী ব্রজবধূগণের আদি রসাত্মক গীতের বিকৃত অনুকরণ হইতে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ব্যাপার-মাত্র। সেই বিকৃত দেখিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধে কল্পনামূলে সিদ্ধান্ত স্থির করা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক।

সে-কালের হজুগে সমাজের চিত্র বঙ্গভাষার প্রায় আদিম সংবাদ-পত্র 'সমাচার-দর্পণ' প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শারদীয় উৎসবের যে-সকল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র শ্লীলতাবিরোধী নহে, সর্ব্ব প্রকার সভ্য-আচার-বিরোধী। প্রাণি-হিংসা ঐ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল এবং উহা যে কেবল সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নহে। যে-সকল গ্রামবাসী পুঁথি ঐ সকল উৎসবের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও স্পষ্টাক্ষরে জীবমেধোৎসবের সমর্থন পাওয়া যায়। কুল বৈষ্ণবশাস্ত্রের কোথাও এইরূপ হিংসানীতি বা প্রাণি-জগতের মধ্যে শ্লীলতা-উৎখাতের কথা দৃষ্ট হয় না; কেবল বিকৃত তান্ত্রিকগণিক সম্প্রদায়ের বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বহির্ম্মুখ আচারের মধ্যেই তাহার সহিত নিদর্শন পাওয়া যায়। কাজেই বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমরা আমাদের গঙ্গাভিলাষের প্রতীক উপাসনাকে সনাতনত্বের মণিকোঠায় স্থাপন করিতে পারিব না। বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, কিম্বা কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে এবং 'পাষণ্ডি-বিষ্ণু'-সম্প্রদায়ের চিত্র-অঙ্কনে মদ্য-মাংস-নৃত্য-গীত-রাত্রিজাগরণাদির সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বাশুলি বা বিষহরির পূজায় যে আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, কিম্বা প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বের যে চিত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বলিখিত আত্মজীবনীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ উৎসবে তামসিক চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়; সাত্বত বৈষ্ণবধর্ম্মের অহৈতুকী কেবল-পরমেশ্বর-আরাধনা-মূলা অহৈতব চিত্তবৃত্তির পরিচয় কোথাও নাই। ঐরূপ অস্থাভিলাষের বাহোবাহি পূজার কিম্বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের হোলি উৎসবের গ্রাম্য গীতাদির মধ্যে শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ কোনও দিনই সহযোগ বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই।

যাঁহারা শাক্তের মতবাদের প্রাচীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মতবাদকে একদিকে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্তাসম্ভবাধিকরণ খণ্ডন করিয়াছেন, অপরদিকে সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং মেসোপটেমিয়ানে যে-সকল নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ মতবাদকে খণ্ডন করিতে বসিয়াছে। স্যর জন মার্শাল প্রমুখ ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক-গণ প্রাচীন সিন্ধুদেশের পাত্রে মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে বিস্তর খনন করিয়া মাটির নীচ হইতে সভ্যতার যে নিদর্শন পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পরবর্ত্তিকালে হিন্দু-সমাজ অনার্য্যগণের নিকট হইতেই শক্তি-উপাসনার প্রতীক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যায় "Iconography of Durga" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে—"In India the worship of the mother-goddess dates from very ancient times. It was however, not prevalent among the Vedic Aryans. • • • It was for this reason that we do not find in the Vedas even the slightest hint of any female deity who can approach in conception the mother-goddess of the late Pauranik pantheon." (Amritabazar, Sep 17, 1933. pp 10)

উক্ত পত্রিকার **The Pre-vedic Religion of India—what the Discoveries at Harappa and Mohenjo-Daro prove**" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে—"But the cult of the mother-goddess is nowhere so wide-spread or deep-rooted as in India. • • • The existence of this cult among the Pre-Aryan Tribes and its popularity among the primitive peoples indicate its Non-Aryan character; and the most curious thing is that in the rituals of

this Goddess the *Pariahs* and not the Brahmins take the leading part." (Amritabazar, 17 1933. pp. 40-41.)

শাক্তের মহাকালকে ভেতার ভূমিকায় অঙ্কিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, সাম্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে শুদ্ধশাক্ত বলিয়াই জানেন; বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অপ্রাকৃত পরাশক্তি পরদেবতা শ্রীরাধিকার প্রতি পক্ষপাতিত্বই অধিক, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত সত্য এবং শ্রীরূপানুগ ভজনের মর্ম্মকথা। ব্রজগোপীগণও কাত্যায়নী-উপাসনা করিয়া নন্দগোপসুতকে পতিত্বে পাইবার আশা করেন; তবে তফাৎ এই,—শুদ্ধশাক্ত বৈষ্ণবগণ লীলা-পুরুষোত্তমকে স্ত্রীব অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিয়া স্বতন্ত্র পরদেবতারূপে শক্তিপূজা করেন না। পুরুষকে ক্লীবলিঙ্গ করিয়া প্রকৃতিকে পূজা করিতে গেলে পূজার ফলনাশ ভোগ আসিয়া যায়। 'মা মা' ডাকিতে ডাকিতে 'বিকল্পে মা' কথাটিও অকস্মাৎ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে পারে। 'শিবোঽহং শিবোঽহং' করিতে করিতে জীব ভুবনমোহিনী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর কপট কৃপায় বঞ্চিত হইয়া আপনাকে শিব অর্থাৎ ভবানীভর্ত্তা মনে করিতে পারে; তখন 'মা'কে 'বামা'রূপে দেখিবার দুর্দ্দৃষ্টও উদিত হইতে পারে কেননা, মা'র যদি পরম পতি না থাকেন, যদি জীবজগতের ভোক্তৃরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বচিদ্বিলাসযুক্ত পরমেশ্বরের নিত্যাধিষ্ঠান না থাকে, তবে মাতা বা পুত্র-কথাটির সার্থকতা যেমন নিরর্থক হইয়া পড়ে, তেমনি মাকেও বিকল্পে ধাতৃবৃদ্ধি করিবার অবশ্যম্ভাবিত্ব দেখা যায়। তাই শুদ্ধশাক্তসম্প্রদায় নাথহীন শক্তির পূজা করেন না, তাঁহারা রাধানাথ, রাধাবল্লভ, গোপীনাথ বা গোপীজনবল্লভ স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তমের* শ্রীচরণকমলযুগ আশ্রয়ের জন্য পরা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। সেই পরা শক্তির ছায়া-শক্তিরূপে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়া জগতের বেদান্তি মানী বিবিধ সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়কে মোহিত করিয়া রাখিয়া এই দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং মূষিকবাহন গণদেবতাকে পুত্ররূপে প্রসব করিয়া "পুন-র্মূষিকো ভব" মন্ত্রে গণসজ্ঞলিকাকে দীক্ষিত করিতেছেন' অর্থাৎ সত্য সনাতনধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিতে না করিতেই মানবের চিত্তবৃত্তিকে "যে তিমিরে, সেই তিমিরেই" রাখিয়া দিবার ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রচার করিতেছেন। এই ইন্দ্রজাল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব।

বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব

স্বতন্ত্রতার স্বাভাবিক অনুরাগ কেবল মানব কেন, জীব-জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বতন্ত্রতা জীবের অন্তরের নিজস্ব সামগ্রী; কিন্তু এই স্বতন্ত্রতার বিকৃতির ফল অনন্ত পরতন্ত্রতার পুষ্পিত পথ।

বিকৃত-স্বতন্ত্রতার মোহ "স্বতন্ত্রতা"র নামে পরতন্ত্রতার স্বর্ণশৃঙ্খলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। পরাধীন জাতি আন্তরিক প্রতিযোগিতা-মূলে বিজেতৃ বিদেশীর নীতি ও ভাবধারার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে করিতে ঐ গুলিরই অধিকতর ধ্যান করিয়া থাকে এবং ক্রমে তাহারই ঘৃণাস্পদ বৈদেশিক ভাবের বিকৃত কদ্রূপে বিভাবিত, অনুপ্রাণিত ও সামুজ্য লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

বৈদেশিক বিজেতৃজাতিগণের শাসন-বিস্তারের ফলে অধীনস্থ জাতিগণের অন্তরে রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভের ইচ্ছার জাগরণ হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রুরোপীয় প্রসিদ্ধ মহাসমরের পর ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের বিজিত জাতিগণের স্বতন্ত্রতা-লাভের আদর্শ দেখিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগণের ভিতরেও জাগরণের স্রোত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থানই সাম্রাজ্যবাদের সহিত জাতিস্বতাবাদের সংঘর্ষের রণভূমি।

এই স্বতন্ত্রতার ধারা যখন আপাতিক সুবিধাবাদের খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন আর তাহাকে অন্তর্মুখী স্বতন্ত্রতা বলা যায় না, তখন উহা বহির্মুখী স্বতন্ত্রতার ধারায় আপনাকে বিলাইয়া ও মিলাইয়া দেয়।

অন্তর্মুখী স্বতন্ত্রতার গোমুখী-গঙ্গা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যখন এই বহির্মুখী স্বতন্ত্রতার ধারা অনন্ত পাথার বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বহির্মুখ অনন্ত উদ্দেশ্যে প্রগতির পথ

অন্তর্ধান করে, তখনই জগতে
সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সেই বহির্মুখী স্বতন্ত্রতার দ্বারাই কখনও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা, কখনও সামাজিক স্বতন্ত্রতা, কখনও বা ব্যষ্টিগত স্বতন্ত্রতা, কখনও বা গোষ্ঠিগত স্বতন্ত্রতার বহুরূপিণী সাজিয়া থাকে। অধিক কি, ঐ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বহুরূপিণী সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গও দখল করিবার দুরাশা পোষণ করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ মনে করেন, রাষ্ট্র-পরিচালন ও সমাজ-বন্ধনের দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ফরাসীর ফ্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা অনুধাবন করিয়া বলেন,—"শাসন ও নিয়ম-কানুনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পরাধীন না করাই উচিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সাহায্য করিবার সংস্কারের প্রতি প্রধাবিত হওয়াই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত স্বাভাবিক পন্থা। শাসন-বিধি কেবল বৈষম্যকে পরিপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী করিয়া থাকে।"

আবার নিট্‌শের অতিমানববাদ এই রাষ্ট্রতন্ত্রবাদের আর একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যদি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তবেই সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা, নতুবা নহে।

ঐ সকল বহির্মুখী স্বতন্ত্রতা-প্রবাহের অপর একটি সহযোগী বা প্রতিযোগী শাখারূপে "লেনিন-মতবাদ" গড়িয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর নবযুগে এই মতবাদ বহু হৃদয়ে অভ্যর্থনার আসন পাইয়াছে। কেহ ইহাকে বিশ্বমানবের সুবিধাবাদের অবার্থ মুক্তির দ্বার বলিয়াই ঘোষণা করুন বা মতান্তর ইহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈতিক-প্রগতির প্রশস্ত পথ বলিয়াই ব্যাখ্যা করুন, ইহার মূলে যে প্রাণ-শক্তিটি স্পন্দিত হইতেছে, তাহা স্বতন্ত্রতারই বহিরঙ্গা শক্তি।

বিংশ শতাব্দীর এই সকল রাষ্ট্রীয় মতবাদের মহা সমস্যার সন্ধিস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের যুগধর্ম্মের বাণী কি সেকেলেবাদের অচল মুদ্রার ন্যায় কেবল প্রত্ন-প্রদর্শনীর ধর্ম্মনীয় সামগ্রী-বিশেষে পরিণত থাকিবে কিম্বা এই যান্ত্রিক যুগে তাহা 'গরুরগাড়ী'র যুগের * একটি মরিচা-ধরা মতবাদ-মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে?

* "The days of bullock-cart are gone by".

আমাদের এই অস্তিত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসায় যেন শুনিতে পাই যে, সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের সুমেধাগণ শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সত্য অতীত, বর্ত্তমান বা অনন্ত ভবিষ্যতের যাবতীয় বহু সমস্যা-সমাধানের মৌলিক ও মূল উপাদান দর্শন করিতে পারেন। তবে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা বহির্মুখতার অপরূপপুরীকে লোক-লোচনে বাস্তব বলিয়া প্রতিষ্ঠা এবং ছায়ার মায়ায় লোককে উত্তেজিত না করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাস্তবতার কেন্দ্র নির্ণয় করিয়া থাকে। কেন্দ্র নির্ণীত হইলে সমস্ত সমস্যার আনুষঙ্গিকভাবেই ভঞ্জন হইয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যবাণী বলেন, এই বিশ্ব একটি প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী। ইহার সান্ত বৈচিত্র্যের অনন্ত বিচিত্রতাপূর্ণ উপাদেয়, বাস্তব, নিত্য বিশ্ব আছে। সেই বিশ্বের ছায়ায় যে সাময়িক বাস্তবতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই এই জগতে নানাপ্রকার সুবিধাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সুবিধাবাদ ব্যষ্টি ও গোষ্ঠিবর্গের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া নানাপ্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি মতবাদ ও সমস্যার প্রকাশ করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত স্বতন্ত্র ও সভ্যদেশে যে-সকল রাষ্ট্রীয় চিন্তাশ্রয়িত সামাজিক মতবাদের জন্ম হইয়াছে ও হইতেছে, কিংবা উহার সংক্রামক-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া প্রাচ্যদেশ যে আদর্শে তাহার রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার গণতন্ত্র গঠন করিতেছে এবং তাহার আবহাওয়া ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গ্রথিত ভারতীয় সমাজকে যে-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সমষ্টিমনকে বহির্মুখী স্বতন্ত্রতার মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিতেছে, অথবা কতক শতাব্দী পূর্ব্বে বা পরে যে-সকল মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা সকলই জীবের স্বধর্ম্ম ও নিত্য উত্তরাধিকার অকৃত্রিম আনুগত্যতার প্রয়োগ ও নিয়োগের ব্যতিক্রম হইতেই উদ্ভূত। ঐ সকল লৌকিক স্বতন্ত্রতা পারমার্থিক স্বতন্ত্রতারই বিকৃতি ও বিকারী সংস্করণ।

বাহ্যিক যুগ পরমার্থ-মন্ত্র ও পরমার্থ-তন্ত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া যে প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট কেবল-ভোগবস্তু-দর্শন হইয়াছে, তাহাতেই স্বতন্ত্রতার নামে প্রচ্ছন্ন পরতন্ত্রতার বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসী রূপসীর বেশে অচৈতন্যের যন্ত্রের দ্বারা চৈতন্যের মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্রকে পোষণ করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি দেখাইতেছে!

আজ যন্ত্রের ভারে বিশ্ব ভারাক্রান্ত। যন্ত্র মানব-দেহকেও যন্ত্রের ন্যায় পরতন্ত্র ও কৃত্রিম করিয়া ফেলিতেছে। গণতন্ত্রের বিশ্বরূপের মাথার প্যাচ, ইন্দ্রিয়ের প্যাচ, সকলই কৃত্রিমতার যন্ত্র হইয়া পড়িতেছে। একেশ্বর স্বরাট্ যন্ত্রীর হস্তের যন্ত্র না হওয়ায় গণতন্ত্রই স্বয়ং যন্ত্রের যন্ত্রী বা পরিচালক হইয়া পড়িতেছে—মানবের প্রকৃত সদ্বিচারশক্তি যন্ত্রের ন্যায়ই অচেতন ও পরতন্ত্রের পুতুল হইয়া কেবল বাহ্য বিশাল কর্ম-তৎপরতার বিরাট ছবি প্রদর্শন করিতেছে। তাই যান্ত্রিক-যুগে কখনও প্রলিটেরিয়েট্ বা শ্রমিকগণ যন্ত্রী, কখনও ক্যাপিটেলিষ্ট বা ধনিকগণ যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র হইতে সাধ্যের মাল-মসলাকেই পণ্যদ্রব্যরূপে উৎপাদন করিতেছে। যন্ত্র বিলোড়িতা ও তথাকথিত সভ্যতার উপাদান ও উপকরণ-সমূহ প্রচুর করিয়া একদিকে যেরূপ স্বতন্ত্রতার আলোয়ার ভোগ ও বিলাসের চিরপরতন্ত্রতার রসদ জোগাইতেছে, আর একদিকে সেই সকল রসদই লুণ্ঠন ও অধিকারী বিরাট সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের বীর সাজাইতেছে।

চৈতন্যবাণী বলেন,—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, স্বরাট্ কৃষ্ণের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার 'অণু অংশ' জীবের মধ্যেও অণু-প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সেই অবিদ্যার অসম্যোর্দ্ধ স্বতন্ত্রতার 'মুলিঙ্গই স্বরাটের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার ক্রোড়ে সংস্থাপিত হইয়া স্বরাটের সুখ-সুবিধা অনুসন্ধান করিলে—মহাগ্নির সহিত কণাগ্নির সেবা-সম্মিলন হইতে মহাস্বতন্ত্রতার মহাযজ্ঞোৎসবকে নিত্য নবনবায়মানভাবে অনুভব করিতে পারে। আর সেই স্বতন্ত্রতার কণাগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন মহাস্বতন্ত্রতার মহা-যজ্ঞোৎসবের ইন্ধন বা উপকরণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে, তখনই এই জগতের সহিত আমাদের সুবিধা-বাদের খণ্ড ও অনিত্য কালস্রোতের কালাপানিতে সলিল-সমাধি বা অপমৃত্যু লাভ করে।

এই প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী জগতের এমনই মোহিনীশক্তি যে, সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকেই অর্থাৎ মুলিঙ্গের আপনার নিজস্ব উত্তরাধিকারকে জলাঞ্জলি দিবার উদ্যমকেই আমরা স্বতন্ত্রতার লোভনীয় আকাশকুসুমরূপে লুটাইয়া থাকি।

অবাস্তব বস্তুতন্ত্রবাদের উদীয়মান রসের অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা তদ্ভাবে বিভাবিত নানাপ্রকার মতবাদ কিম্বা লেনিনের স্বতন্ত্রতাবাদের ধারণা কোনদিনই সনাতনধর্মক্ষেত্র ভারতের স্বাধীনতার মর্ম নহে। মুলপালানো ছেলে যেরূপ প্রবীণ শিক্ষকের অস্তিত্ব-লোপের পরিকল্পনায় আনন্দানুভব করে, অথবা আত্মহত্যাকামী রোগী যেরূপ চিকিৎসকের বিলোপ-সাধন ও অনস্তিত্ব কামনা করিয়া আত্মবিনাশকেই অভ্যর্থনা করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রতাকে অপব্যবহারের চরম মূল্যে আয়োজন করাইলে নিয়ামক স্বরাট্ পরমেশ্বরের অনস্তিত্ব ও বিনাশ-চেষ্টার কল্পনাকুসুম হৃদয়ে বসন্তসমীরণ রচনা করিয়া থাকে। এরূপ চিন্তাস্রোত কখনও রাষ্ট্রীয় চিন্তাখাতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ঐহিক সর্বস্ববাদ প্রচার করে, কখনও বা তথাকথিত দর্শনবিলাসিতার খাতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া নানাভাবে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিলোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কখনও বা স্পষ্ট সুবিধাবাদী ভারতীয় চার্বাক, কখনও বা অতিনৈতিক সুবিধাবাদী বৌদ্ধ ও জৈন, কখনও বা মোক্ষ-সুবিধাবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদী সাজিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার বা শূন্যে লয় কিম্বা স্বরাট্ পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্লীব করিতে চাহে। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—চার্বাকমত, বৌদ্ধমত বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সনাতন শাস্ত্র বেদের অনুসরণকারী নহেন।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ মুখে বেদ মানিয়াও বেদবিরোধী স্পষ্ট বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর নাস্তিক। প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য চিন্তাস্রোত কালাপাহাড়ের প্রবৃত্তি অপেক্ষাও অধম বৃত্তি, উহা বেদমন্দিরে প্রবেশ (?) করিয়া বেদপূজার ছলে বেদ-মাতাকে হননের চেষ্টা! এইজন্যই সুদর্শন-চক্রধারী চারিজন বিষ্ণুপাল সেনাপতি * ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বরাটের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যগর্ব ঘোষণা করিয়াছেন, কারণ, ইহাই সনাতন ধর্মক্ষেত্র ভারতের নিজস্ব বিচার-ধারা এবং নিত্য আত্মজগতের ইহাই পরম স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। পরমেশ্বর স্বরাট্ পুরুষ, তিনি Transcendental Despot—Spiritual Autocrat; Russian Czar এর খণ্ডিত autocracy or প্রতিবাদযোগ্য autocracy'র নায়কমাত্র কৃষ্ণ নহেন।†

* শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমধ্ব।

† Auto (Greek *Autos*—of or by one's self,) crat (Greek *Kratos*—might)

Despotism এর মধ্যে Tyranny বা অত্যাচারের ভাব অন্তর্নিহিত আছে। স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে অদ্বিতীয় লোকবৈদগ্ধ্য থাকায় সেরূপ কোন হেয় প্রাকৃত-ধর্ম্মের অবলেপ তাঁহাতে নাই। অত্যাচারও তথায় আশ্রয়ের প্রতি অদ্বিতীয় বিষয়ের প্রীতিপরাকাষ্ঠারই নিদর্শন। যেমন শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

বিষয়ের আশ্রয়কে মর্ম্মাহত করিবার মধ্যে যে tyranny বা অত্যাচারটুকু আছে, তদ্দ্বারা Transcendental Despotismএর সৌষ্ঠবটাই বিকশিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত গোপী-গণের অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'নিষ্ঠুর নাগর' প্রভৃতি উক্তি কিরূপ প্রীতির অভিব্যক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদত্বের প্রকাশক!

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গোপীজনবল্লভ স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যেমন autocracy বা despotism পরম উপাদেয় ও অপ্রাকৃত পারমার্থিকতারূপে প্রকাশিত, তেমনই তাঁহার ভজনে democracyর যুগপৎ অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান অনর্পিতচর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে despotism, monarchy, autocracy, oligarchy ও democracy প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় দার্শনিক বিচারসমূহের পরম উপাদেয় প্রাকৃত হেয়তা-নির্ম্মুক্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব পারমার্থিক সমন্বয় রহিয়াছে। বস্তুতঃ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল বিচার বাস্তব পরিপূর্ণ অখণ্ড উপাদেয়রূপে নিত্য অবস্থিত বলিয়াই এই প্রতিবিম্বিত জগদ্বৈচিত্র্যের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক চিন্তাধারায় ঐসকল বিচার বিগর্হিত ও হেয়তা সংকীর্ণ মূর্ত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মতবাদরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে সেই স্বরাট্ পুরুষকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন,—

মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণে অখিলভাবে বাস্তব পূর্ণতমতা আছে বলিয়াই বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের বিভিন্ন যোগ্যতার আধারে অখিলরসামৃতমূর্ত্তিকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তাই এখনও মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে একজন মস্ত রাজনৈতিক, কেহ বা তাঁহাকে একজন বিশেষজ্ঞ সামাজিক, কেহ বা ধূর্ত্ত কৌশলী রাজা প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মানব-মনোধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণতম বাস্তব-বস্তুর (Absolute Truth) সম্বন্ধে যাহাই পরিকল্পিত হউক না কেন, সমস্তই বাস্তবতত্ত্বের বিকৃত ও প্রতিবিম্বিত পরিচয়—উহা তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয় নহে। তবে তাহা ব্যতিরেকভাবে ইহাই প্রমাণ করে যে, পূর্ণতম উপাদেয় অখণ্ডরূপে সমস্ত ভাব-বৈচিত্র্য স্বরাটেই বিরাজিত আছে—মানবের যাহা অচিন্ত্য, অদৃষ্ট, অশ্রুতপূর্ব্ব, তাহাও অনন্ত উপাদেয় অপ্রাকৃতমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণচরণনখপ্রভায় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

জগতের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় democracyর সঙ্গে monarchy, autocracy, aristocracy বা oligarchyর অহি-নকুল-সম্বন্ধ; কিন্তু একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনেই রাষ্ট্রীয় দর্শনের ঐ সকল মতবাদের মতবাদত্বমল বিদূরিত হইয়া উপাদেয় ও অপ্রাকৃত অখণ্ড সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ Absolute Monarch, Despot বা Autocrat হইলেও তিনি Democrat. নিখিল সেবোন্মুখ জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতা সমন্বয়ে যে কৃষ্ণরাজের অভিনন্দন করে, তাহাই গৌড়ীয়দর্শনের প্রচার্য্য বিষয়; এই গোষ্ঠীগত ভজন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে পরিস্ফুট। সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সম্রাট্ বা আরাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় মূর্ত্তিতে প্রধান সেনা-পতির মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবরূপে অবতীর্ণ এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিস্তারের জন্য তিনি সকল গণকে আহ্বান করিয়াছেন। সকলের ইহাতে অধিকার আছে, যোগ্যতা আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা কিম্বা স্মৃতি-ধর্ম্মের ন্যায় কেবল যে শুটিশুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষেরই ইহাতে অধিকার থাকিবে বা কেবলমাত্র মানুষেরই ইহাতে যোগ্যতা আছে, তাহা নহে। জাগতিক democracyর মধ্যে বরং গতি আছে, কেবল মানুষের—কেবল বিশিষ্ট জাতীয়তায় তাহাতে অধিকার। চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্ব-

কালে পার্লামেন্ট সভায় যে সংস্কার হইয়াছিল, তাহাতে যে ব্যক্তি বার্ষিক ১০ পাউণ্ড ভাড়া দিবেন, কেবল তাঁহারই ভোট দিবার অধিকার নির্ণীত হইত, বহু মধ্যবিত্ত লোকের ১০ পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক কম ভাড়া দিতে হইত, কাজেই বহু লোকের ভোট দিবার অধিকার ছিল না। যদিও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট সভায় দ্বিতীয়বারের সংস্কারে অধিকার অধিকতর ব্যাপক হইয়াছিল এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে Gladstoneএর কৃপায় সহরে ও গ্রামে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তথাপি আমরা Ballot-boxএ যে-সকল ভোট সংগৃহীত দেখিতে পাইতাম, তাহাতেও তাহাকে কতটা সম্ভোষজনক অধিকারের পথে চালিত করা যাইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যে democracy প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, নগরবাসী, প্রান্তরবাসী, সীমান্তবাসী, গ্রামবাসী, প্রান্তরবাসী, কুটীরবাসী, ভূমতলবাসী প্রভৃতি কোনও ভেদ নাই। এমন কি, মাতৃকুক্ষিগত সন্তানেরও শ্রীচৈতন্যের বাণীতে বা বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অধিকার আছে। প্রহ্লাদ গর্ভে শিশু-রূপে নারদের উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বয়ংই নীলা-পুরুষোত্তমের ভজনে নিত্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রহ-নক্ষত্রগণসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত নির্দ্দোষ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গণতন্ত্রের সার্থকতা প্রচার করিয়াছে। বস্তুতঃ গণতন্ত্রের সম্যক্ পরিপূর্ণতা উপাদেয়রূপে একমাত্র কৃষ্ণভজনেই দৃষ্ট হয়।

[অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ্য]

সংবাদপত্রে য়ুরোপের প্রচার-কথা

য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারের সাড়া সর্ব্বত্রই পড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার বাহন বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কেবল লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ও প্রভাবান্বিত সংবাদ-পত্রগুলি যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ত্তার বাহন হইয়াছে, তাহা নহে; সমগ্র য়ুরোপের বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারিত হইতেছে,—ইহা আমরা শুনিতে পাইতেছি। সুপ্রসিদ্ধ রয়টার কন্টিনেন্টগুলিতেও গৌড়ীয়মঠের বাণী বিস্তার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত রেডিও বা বেতার-জগৎ গৌড়ীয়মঠের বাণী ঘোষণা করিতেছে। তার-জগৎ বা টেলিগ্রাফ-টেলিফোন প্রভৃতিও দেশ-বিদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বাহন হইয়াছে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাময়িক সংবাদপত্র-সমূহ এই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বাহন হইয়া ঘরে ঘরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে পরিবেশন করিতেছে। সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালয়লম্, কানেরিজ, উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে ঐ সকল কথা প্রচারিত হইতেছে। য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় বহু সংবাদ-পত্রের আলোকচিত্র-সমূহ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি-মূর্ত্তির বাহন হইয়া সকলের হৃদয়ে তাঁহাদের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। ভারতীয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী দৈনিকের যে কএকটি সংখ্যায় গৌড়ীয়মঠের পঞ্চনদ প্রচারকগণের বার্ত্তা এ যাবৎ বিঘোষিত হইয়াছে, তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা অর্থাৎ যে কএকখানি আমাদের অকস্মাৎ হস্তগত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

'বঙ্গবাণী' (৬ই চৈত্র, ১৩৩৯)—ইহাতে য়ুরোপ-যাত্রি-প্রচারকত্রয়ের আলেখ্য ও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ইংরাজী দৈনিক সংস্করণ (২৮শে মার্চ্চ ১৯৩৩)—য়ুরোপযাত্রীর অভিনন্দনের বিবরণ সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে; 'বোম্বে ক্রনিকল' ইংরাজী দৈনিক (১১ই এপ্রিল ১৯৩৩)—শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীর আলেখ্য ও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে; 'ফ্রি প্রেস জারনেল' বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক (১৩ই এপ্রিল ১৯৩৩) —প্রচারকগণের বিলাত-যাত্রার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; 'লিভার্টি' (১৩ই মে ১৯৩৩), 'ম্যাঞ্চেস্টার' (১৩ই মে

১৯৩৩) ও 'অমৃতবাজার-পত্রিকা', ১৩ই মে ১৯০০)—এই পত্রিকা-দ্বয়ে লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের শাখা উদ্ঘাটনের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; 'বোম্বে ক্রনিকল' (১৪ই মে ১৯০০), 'ফ্রি প্রেস জার্নেল' (১৭ই মে ১৯০০)—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (১০শে মে ১৯০৩), 'অমৃতবাজার' (৩১শে মে ১৯০৩), 'লিবার্টি' (৩১শে মে ১৯০৩)—ইঁহাদের নিজস্ব-সংবাদ-দাতা ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল হোরের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিশ্ব-অর্থনৈতিক বৈঠকের সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সংবাদ প্রচার করিয়াছেন ; 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' (১ই জুন ১৯০০), 'হ্যাড্‌ভান্স' (২ই জুন ১৯০০), 'বোম্বে ক্রনিকল' (২ই জুন ১৯০৩), 'দৈনিক বসুমতী' (২ই জুন ১৯০০)—স্যর ডেনিসন্ রস কর্ত্তৃক গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে লণ্ডনবাসীর নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল নীতিসমূহের প্রচারকরূপে পরিচয়-প্রদানের কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (১৪ই জুন ১৯০৩)—উক্ত পত্রের নিজস্ব সংবাদ-দাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের সহিত স্যর স্যামুয়েল হোর, আর্কবিশপ অফ্ ক্যাণ্টারবারি, লর্ড আরউইন, স্যর হেনরি হুইলার, স্যর ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্সন্ প্রভৃতির নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের সংবাদ দিয়াছেন এবং লণ্ডনের 'ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র প্রতিনিধির সহিত স্বামী বন মহারাজের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'বঙ্গবাসী' (১৫ই জুন ১৯০৩)—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের সাহায্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (২২শে জুন ১৯০৩) এবং 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' (২৪শে জুন ১৯০৩)—মহামান্য আর্চ্‌বিশপ অব্ ক্যাণ্টারবারি ও মহামান্য আর্চ্‌বিশপ অব্ লোথিয়ানের কএকটি বিশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে ; 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' (২৪শে জুন ১৯০৩)—ইহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজের নিকট লর্ড ন্যাম্মিটন যে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিতেছেন, তাহার একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (২৭শে জুন ১৯০৩), 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' (২৭শে জুন ১৯০৩)—লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতার জন্য আহ্বান-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' (দিল্লী) (২৭শে জুন ১৯০৩)—বিলাতের 'ডেলি এক্স্‌প্রেস' সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতার প্রেরিত একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (৩০শে জুন ১৯০৩)—গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের লণ্ডনের অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত তুলনামূলক বিচারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থান-সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'বঙ্গবাসী' (৩০শে জুন ১৯০৩)—ইহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সম্বন্ধে 'ডেলি এক্স্‌প্রেসে'র একটি অনুরূপ সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকা (৪ঠা জুলাই ১৯০৩)—'সোসাইটি ফর ষ্টাডি অব্ রিলিজিয়ান্'—নামক সমিতির গৃহে মাষ্টার্স অব্ জেট্‌স্যাণ্ডের সভাপতিত্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহীয়সী বাণীসম্বন্ধে শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতার সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (৯ই জুলাই ১৯০৩)—লর্ড আরউইনের গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে এট্ হোম্ পার্টি প্রদানের সংবাদ এবং বনমহারাজের গৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (২০শে জুলাই ১৯০৩)—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বিলাতের বিভিন্নস্থানের বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানের কথা 'কলিয়ারটে'র সংবাদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'হ্যাড্‌ভান্স' (২১শে জুলাই ১৯০৩)—রয়টারের প্রদত্ত সংবাদ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সহিত ১৪ই জুলাই তারিখে আর্কবিশপ অফ্ ক্যাণ্টারবারির সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে আলাপ ও বিলাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে অনেক কথা) উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'লিডার' (এলাহাবাদ) (১৯শে জুলাই ১৯০৩)—বিলাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রচার-বিস্তৃতি এবং তাঁহাদের দ্বারা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণসাধনের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; 'লিবার্টি' (২২শে জুলাই ১৯০৩)—বিলাতের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-শ্রবণে আগ্রহ-প্রকাশ এবং জার্ম্মেনীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে প্রচারের জন্য আহ্বানের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে ; 'নিউ টাইম্‌স্' (২৮শে জুলাই ১৯০৩)—ইহাতে লণ্ডনের যে-সকল প্রসিদ্ধ লোক ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তাহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত বাকিংহাম প্যালেসে ভারতসচিব কর্ত্তৃক ৭ই জুলাই (১৯০৩) তারিখে ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নিকট পরিচয়-প্রদান,

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচার-সম্বন্ধে আলাপের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত লণ্ডন গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের প্রচার-বৈভবের আরও অনেক কথা উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছেন ; 'ব্যাড্‌ডাল্ড' (২৩শে জুলাই ১৯৩৩)—ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোরের অভিথি-রূপে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার এবং 'ব্যায়োলা জার্মেন একাডেমিক বুরো'র সহকারী সম্পাদক ডাক্তার জে, ই, নিউমেন কর্তৃক জার্মেনীর ২৮টি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের জন্য অনুরোধ, লণ্ডনের জনসাধারণের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রতি আদর এবং বাক্য ও কর্ম্মে ভারত বহুলোকের সহানুভূতির কতকটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ

হইয়াছে ; 'ব্যাড্‌ডাল্ড' (২৪শে জুলাই ১৯৩৩) ও

ট্র-পত্রিকা' (২৪শে জুলাই ১৯৩৩)—ভারত-

ও মাদ্রাজের নিকট লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কীর্ত্তন এবং লণ্ডনের জনসাধারণের

তাহাতে আগ্রহ ও সমাদর প্রভৃতি সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে ;

'মাদ্রাজ মেল' (২৭শে জুলাই ১৯৩৩), 'হিন্দু' (মাদ্রাজ)—

—(২৭শে জুলাই ১৯৩৩), "ট্রু প্রেস্ অব্‌ইণ্ডিয়া' (বোম্বাই)

(২৭শে জুলাই ১৯৩৩)—লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের প্রচার-

সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ; 'বঙ্গবাণী'

(২রা আগষ্ট ১৯৩৩), 'স্বরাজ্যসাধন' (ঢাকা)—(৪ই

আগষ্ট ১৯৩৩)—ইহাতে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের

নানাপ্রকার সংবাদ ও প্রচার-সাফল্যের কথা প্রকাশিত

হইয়াছে ; ' লিডার' (এলাহাবাদ)—(৪ই আগষ্ট ১৯৩৩)

স্যর স্যামুয়েল হোর ও তাঁহার ভগ্নী কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রাব-

ভবনে হরিকথা-শ্রবণার্থ আহ্বান এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্যক্তি-

গণের স্বামীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যের বাণী-শ্রবণে উৎসুক্যের কথা

প্রকাশিত হইয়াছে ; 'ব্যাড্‌ডাল্ড' ও 'অমৃতবাজার' (২২শে

আগষ্ট ১৯৩৩)—য়ুরোপের আরও বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন

ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের সংবাদ

এবং 'হাউস্ অব্‌লর্ড' ও 'হাউস্ অব্‌কমন্সে' শ্রীচৈতন্য-

দেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতার আহ্বান-প্রার্থির

কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'বঙ্গবাণী' (২৩শে আগষ্ট ১৯৩৩)

—য়ুরোপস্থ ভারতীয় এবং তৎপ্রদেশের বহু বহু ব্যক্তির

নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী

প্রচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'ব্যাড্‌ডাল্ড' (২৯শে

আগষ্ট ১৯৩৩)—বিলাতের বিভিন্ন পল্লীতে গৌড়ীয়মঠের

প্রচারকগণের স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা এবং তথায়

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা শ্রীমদ্ বন মহারাজের আলেখ্যের

সহিত বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ; 'বঙ্গবাণী' (২৯শে

আগষ্ট ১৯৩৩), 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' (১লা সেপ্টেম্বর

১৯৩৩)—লণ্ডন ও ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উপলক্ষে

অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নির্জ্জল উপবাসের

সর্ব্বপ্রথম আদর্শ প্রবণ ও দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন,

—এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'

(৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)—ইহাতে শ্রীমদ্ বন মহারাজের

একটি সুন্দর আলেখ্যের সহিত বিলাতের গ্রামে গ্রামে

শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন বাণী প্রচারের কথা এবং অনেক

শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সম্বর্দ্ধনের

কথা প্রকাশিত হইয়াছে ; 'বঙ্গবাণী' (১৬ই সেপ্টেম্বর

১৯৩৩) ইহাতে লর্ড উইলিংডনের ভগ্নী এবং স্যর স্যামুয়েল

হোরের ভগ্নী কর্ত্তৃক লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের

প্রতি অভ্যর্থনা, লণ্ডন গৌড়ীয় মঠে তাঁহাদের আগমন এবং

হরিকথা শ্রবণ, রেভারেণ্ড আর্থার, এইচ, ডড্ মহোদয়ের

উদ্‌যোগে ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর "ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম"

সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা এবং মিঃ আরলণ্ড ফস্‌ব্রুথ নামক

সত্যানুসন্ধিৎসুর গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন-বিষয় বর্ণিত

হইয়াছে। 'ব্যাড্‌ডাল্ড' (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)—ইহাতে

শ্রীমদ্ বন মহারাজের চিত্রের সহিত য়ুরোপে তাঁহার শ্রীগুরু-

পাদপদ্মের প্রচারোদ্যমের সাফল্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভিন্ন ভাষার অনেক সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই ; সুতরাং এখানে ঐ সকল পত্রের উদ্ধৃতাংশ যথাযথ মর্ম্ম আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না ; সময়ান্তরে বিলাতের সংবাদপত্র-সমূহের উদ্ধৃতাংশ যথাযথ ' গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা বা শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব আগত-প্রায়। আগামী ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর শুক্রবার প্রতি বৎসরের ন্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সেই সময়ে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহামহোপদেশক প্রভু ভক্তগণকে এ সময়ে গোবর্দ্ধন-পূজার বিভিন্ন উপহার ও উপায়ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিচিত্রনৈবেদ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেও তদ্দ্বারা গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা হইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে এবং হুগলীক্ষেত্রে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ৯ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন।

ঢাকায় প্রচার

ঢাকার কে, জি কলেজ ও হাই স্কুলের ইউনেস্কো ইউনিয়নের উদ্যোগে উক্ত ইউনিয়নের সেক্রেটারী ও উক্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-টি মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে এবং উক্ত কলেজের সুযোগ্যা ও সুশিক্ষিতা প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা সুধাতা রায় এম্-এ এম্-ই-ডি (লণ্ডন) মহোদয়ার সভানেতৃত্বে উক্ত কলেজের সুবিস্তৃত হলগৃহে বহুসভ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মঃ মঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) শনিবার দিবস বেলা ২ ঘটিকার সময় "প্রাক্ শ্রীচৈতন্য ও পর শ্রীচৈতন্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

গত ১২ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ নৌযোগে হরিকথা প্রচার করিয়া ঢাকা শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠে "শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ৫ই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন এবং গত ১৩ই আশ্বিন রবিবার শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন।

ঢাকা শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জাব্রতোপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে দেওয়ান বিহারীলালজী

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড' এর এজেন্ট শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিহারীলালজী মিরাট হইতে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া সপরিবারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের শ্রীমুখে আচার্য্যবর্য্যের প্রচার্য্য বিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিহারীলালজী দিবসত্রয় কলিকাতায় অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবার মঠের মহান্ত

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ এবার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুদাস মহাশয় গত ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বিপ্রহর সময়ে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভু-পাদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'Vedanta' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য' নামক স্বীয় অভি-ভাষণ-গ্রন্থদ্বয় উপহার-প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষে,

অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ২ঘণ্টা-কাল তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা

মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ বহুরূপ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় কএকদিন যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধুগণ নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পাটনায় প্রচার

পাটনা হইতে প্রকাশিত (৯ই অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখের) "সার্চলাইট" ও "বিহার হেরাল্ড" নামক পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশ যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পাঁকিপুর হরি-সভার উদ্যোগে "শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৭টিকার সময় সদ্বিদ্বান্ হরিসভার নাটমন্দিরে প্রবচন করিবেন। স্থানীয় মহারাজ ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বাঁকিপুর হেড লাইব্রেরীতে 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা দিবেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক ও বাটক কলেজের প্রবীণ ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসন্নার অন্যতম সম্পাদক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের সঙ্গে পাটনার শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন।

পাটনায় প্রস্তাবিত পারমার্থিক প্রদর্শনী

পাটনায় প্রস্তাবিত পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রাথমিক কার্য্যের উদ্যোগার্থ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন ও শ্রীঅবিদ্যাহরণ সেবা-বান্ধব মহাশয় গত ৬ই অক্টোবর শুক্রবার পাটনায় গিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সম্বন্ধে অনুক্ষণ উপদেশ-প্রদান ও নানাভাবে প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। এ বৎসর প্রথমতঃ পাটনায়, তৎপরে কাশীধামে ও পরে প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচনের প্রস্তাব হইয়াছে, এখনও ঠিক দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই।

তেলেগু ভাষায় "শ্রীনামতত্ত্বম্"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ইলোর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ইয়াগাণ্টি সু জগন্নাথম্ ভক্তিভূষণ বি-এ মহাশয়ের বক্তৃতা-অবলম্বনে তেলেগু-ভাষায় টীকা বঙ্গানুবাদ-রচিত "শ্রীনামতত্ত্বম্" বা "The science of the transcendental Name" গ্রন্থখানা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা তেলেগু ভাষাবিৎ জনসাধারণের পক্ষে বুঝিবার বিশেষ সুযোগ হইল। ভক্তিভূষণ মহোদয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" নামক গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই সকল শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হইলে জগতের অসামান্য কল্যাণ হইবে।

পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত আচার্য্য

মাদ্রাজের বিল্লুকাক্কীনিবাসী 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর' শ্রীযুক্ত অনন্ত আচার্য্য ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতির আসন-গ্রহণার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রেলে হইতে কাশী হইয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য-ভাষ্য শ্রীল রামানুজের ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে অনেক শিষ্য মায়াবাদ-নিরসন-কুশল 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর' ছিলেন। তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার বংশধরগণ নিজ-নিজ নামের সহিত অদ্যাপি 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর' উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত আচার্য্যজী মহামহো-পদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ও মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বহুরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-দ্বয়ের সহিত সংস্কৃতে শাস্ত্রীয় আলাপ এবং শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজকে ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন।

কলিকাতায় সনাতনধর্ম্ম-(?)সভা

গত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর দিবসত্রয় কলিকাতায় সনাতনধর্ম্ম-(?)সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন—মাদ্রাজ-প্রদেশান্তর্গত বিল্লুকাক্কী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত আচার্য্য। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বহুরূপ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহাশয় উক্ত সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে অধ্যাপক বসু

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত অমলীনাথ বসু, কলিকাতা সায়েন্স্ কলেজের রিসার্চ স্কলার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ঘোষ এম্-এস্-সি, শ্রীযুক্ত হরিদাস বানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাসিক ও শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্ত গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠ, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, 'নদীয়া-প্রকাশ'-কার্য্যালয়, নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পাণ্ডার হাউস্, চিকিৎসালয়, বল্লাল-চিপি, কাজির সমাধি-পাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং মাসিক পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহের এবং কাজীর সমাধির আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনাথদ্বারের সম্পত্তি ও মহান্ত (?)

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) তারিখের বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "দি টাইম্স্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশ যে, শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এবং নাথদ্বারের গদির মহান্ত শ্রীগোবর্দ্ধনলালজী একমাত্র পুত্র শ্রীদামোদর-লাল ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) সিমলায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে কেবলমাত্র বোম্বাইতে যে সম্পত্তি আছে, তাহারই মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উহার বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা। উক্ত পত্রিকায় আরও প্রকাশ যে, দামোদরলাল ইংরাজী ১৯৩২ সনে দিল্লীতে একটি মুসলমান নর্ত্তকী তরুণীর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করায় তাহার গুরুর কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হন। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত এবং ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু ব্রাহ্মণবর্গও দামোদর-লালের ঐরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহান্তের গদি-গ্রহণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। দামোদর-লালের পুত্র বিবাহিত পত্নীর একটি অষ্টম বর্ষের নাবালক পুত্র আছে। বর্ত্তমানে উক্ত গদির উত্তরাধিকার লইয়া নানাপ্রকার বিবাদের সম্ভাবনা ও বিপুল সম্পত্তির নানা-প্রকার অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা করিয়া বোম্বাইর ওড্-মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের হস্তে উক্ত বোম্বাইর সম্পত্তি ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য হিসাব-পত্রাদি প্রদানের কথা হইয়া-ছিল; পরে 'মুনিব' (ম্যানেজার) উক্ত সম্পত্তির ভবিষ্যতে অসদ্ব্যবহার হইবে না প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহার হস্তে পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে,—ইহা পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ।

মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে ভাগবতধর্ম্মপ্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করিতেছেন।

বেথিয়ায় প্রচার

গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বেথিয়ায় প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পথিমধ্যে মজঃফরপুরে কএকদিন অবস্থান করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রিজী কতিপয় ভক্তসহ কএকদিন হইল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সিমলা-নামক গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচার-পূর্ব্বক সমবেত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন।

লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা

(বিজ্ঞাপনাকে প্রাপ্ত)

লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) লণ্ডন হইতে তারপলিতে (Tarpolley) গমন করেন এবং বিষ্টনক্যাসল (Beeston Castle) ষ্টেশনে নেমারেও আর, পি, ডড্ এম্, সি, এস্, এ, বি, ডি, (Rev. R.P. Dodd M.C., M.A., B.D.)মহোদয়ের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন। বল্টনে (Bolton) শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতার যে তারিখ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮ই ও

১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯০৩) নির্দ্দিষ্ট হয়। পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি লর্ড উইলিংডন ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার একবার ভোজ্য ভগ্নী মিসেস্ ক্রুক্‌সের নিকট জানাইয়াছিলেন যে, যেন নওন-গৌড়ীয়মঠের মহারক্ষক ও প্রচারক স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। সেই অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের বিশেষ আয়োজনের জন্যই বক্তৃতার দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিসেস্ ক্রুক্‌স্ স্বামীজী মহারাজকে মাননীয় লর্ড উইলিংডন মহোদয়ের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহামান্যা মার্শাল ক্রুক্‌স্ এবং মিসেস্ ক্রুক্‌স্ উভয়েই স্বামীজী মহারাজকে লইয়া তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াছিলেন এবং মার্শাল মহোদয় তাঁহার তরুণ বয়সে যে-সকল কৃতিত্বসূচক পদকাদি পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজের সহিত আলাপকালে তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভারতীয় রীতিনীতি এবং সনাতনধর্ম্মের আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাহার উত্তর শ্রবণ করিয়াছিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর মহামান্য মার্শাল ক্রুক্‌স্ ও মেজারেণ্ড ভদ্রের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজ মোটর-যানে Bolton যাত্রা করেন। সেখানে "Annual Conference of the Guild of young Clergies of the Church of England"এর অধিবেশনের দিন ছিল। স্বামীজী মহারাজ Boltonএ "The Retreat House—Watermillock" নামক ভবনে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ এবং Oxford এর Jesus College এর Professor Rev. L. B. Cross M.A. উক্ত সুবৃহৎ সম্মিলনীতে বক্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন এবং Rt. Rev. the Lord Bishop of Manchester সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২০ জন clergy সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই M.A., D.D.। মহামান্য মার্শাল ক্রুক্‌স্ লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয় মঠের রক্ষককে ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডনের বিশিষ্ট বন্ধুরূপে সভায় পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিক প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশিষ্ট প্রচারককে তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিবার জন্য আনয়ন করিতে পারিয়া আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে জানাইয়াছিলেন। পরে বিশপ সর্ব্বপ্রথমেই সমবেত বিরাট্ জনসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হিন্দুধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বক্তাকে সভায় প্রদানের জন্য সকলেরই সর্ব্বাগ্রে করতালি-দ্বারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হউক।"

নিজস্ব সংবাদ-বার্ত্তা জানাইয়াছেন যে, এই সভাটি বৃটিশ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটি সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্ সভা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বামীজী মহারাজ হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে এবং বেদান্ত ও পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত উক্ত বিষয়ের সূত্রেরই বিবৃতি-মাত্র। স্বামীজী মহারাজ জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রেষ্ঠ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ-সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, যখন স্বামীজী মহারাজের দ্বিতীয় বক্তৃতার শেষে Rev. T. W. Taylor, M. A. D. D. Warden of the Guild স্বামীজী মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে এরূপ সুপ্রামাণিক বক্তৃতা তাঁহারা এই সর্ব্বপ্রথমে শুনিতে পাইলেন এবং এই দুইটি বক্তৃতার পরে হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার উৎকর্ষ তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ প্রথম বক্তৃতায় দিন ৪৫ মিনিট এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় দিন ১৭টা বলিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কএক-জনের কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ও প্রদান করিয়াছিলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর (১৯০৩) স্বামীজী মহারাজ Bolton হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন ও Registrar প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টার-বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar মহোদয় স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং নিজে সঙ্গে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Classrooms, Library, Laboratory, Picture-Gallery ও বিভিন্ন বিভাগ প্রদর্শন করেন। Manchesterএর TownHall ঠিক নিউদিল্লীর—Council Houseএর মত। Manchester এর আকাশ বহু কলের ধোঁয়ায় সমাবৃত ছিল।

Bolton একটি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত বেশ বড় সহর।

Bolton হইতে Manchester ১২ মাইল। যে 'Retreat' নামক ভবনে লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেকটা ভারতীয় আশ্রমের মত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান এবং কেন্দ্রস্থলে 'Retreat' ভবন। Lancastrian Express Train এ Manchester হইতে London ১৮৩ মাইল। ট্রেণে যাইবার পথে দুইধারে সুন্দর শস্যক্ষেত্র এবং পুষ্পবাটিকাসমূহ আরোহীর নয়নপথ আকর্ষণ করে। ৩ ঘণ্টা ৪০মিনিটে Manchester হইতে London-এ পৌছান' যায়।

২০শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ প্রায় ৪ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ বন মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে পৌছিয়াছিলেন। তখন মঠে Students' Christian Movement এর Asst. Secy. Prof. Kennith Jardine M. A. উপস্থিত হন। ইনি এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিবসকাল ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। মাত্র কিছুদিন হইল দেশে ফিরিয়াছেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে তিনি তাঁহাদের সমিতিতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রচারকগণের পত্রে প্রকাশ যে, তথায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীশ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবতিথি পালিত হইয়াছে এবং ঊর্জ্জব্রত বা নিয়ম-সেবাও যথাবিহিতভাবে প্রচারকগণের দ্বারা পালিত হইতেছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

তৃতীয় সম্পুট

উজ্জ্বল রসের বিভাগদ্বয়

আলঙ্কারিকগণ উজ্জ্বল রসের দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছেন। একটি—সম্ভোগ, আর একটি—বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। বিরহ-ব্যতীত সম্ভোগের সমৃদ্ধি হয় না। ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ব্রজনাগরীগণ সেই

বিরহ সম্ভোগের সমৃদ্ধিকারক

সম্ভোগরসের আশ্রয়; কিন্তু তাঁহাদের এই সম্ভোগকে অধিকতর সুস্বাদু করিবার জন্য যোগমায়া বিরহ-বিদ্যা বিস্তার করিয়া থাকেন।

যোগমায়া-দ্বারা অপ্রাকৃত বিরহ-বিদ্যার বিস্তার-প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগের মধ্যেও বিরহানুভূতি

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চেতনের পরমেশ্বর ও একমাত্র পতি, তিনি গোপীগণেরও নিত্য বল্লভ, গোপীগণের সহিত তাঁহার সম্ভোগ অবিচ্ছিন্ন, তথাপি অভিমন্যু, ভৈরব প্রভৃতি গোপগণকে গোপীগণের পতিরূপে কল্পনা করিয়া সম্ভোগের মধ্যে যে বিরহের অবকাশ যোগমায়া-দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণ-সম্ভোগে ব্যবধানের যবনিকাপাত হয় না, পরন্তু সম্ভোগ আরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়।

বিরহমাধুরী আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের গৌরাবতার

গোপীগণের এই স্বতঃসিদ্ধ বিরহের সমস্ত বিচিত্রতা কৃষ্ণসেবা সমৃদ্ধ করিবার জন্য পূর্ণতমরূপে শ্রীমতীতে আছে; এজন্য শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবিরহের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীমতীর বিরহ কি প্রকার, সেই বিরহ কি প্রকারে কৃষ্ণ-সম্ভোগকে সমৃদ্ধ করে, সেই বিরহ আস্বাদন করিয়া শ্রীমতীর কিরূপ অনুভব হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভোগ-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণ বিরহমূর্ত্তি-শ্রীমতীর ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা—দিব্য-বিরহোন্মাদ মাত্র

শ্রীগৌরসুন্দর যে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, সুবুদ্ধিসম্পন্নগণের হৃদয়ে তাহা বিরহ-লীলা বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলায় যাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা লইয়া নানা-বিধ কুতর্ক করিতে থাকুন, কেহ তাঁহাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কেহ বা তাঁহাকে দশনামী সন্ন্যাসিদলের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুক্তি দেখাইতে থাকুন; কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয় নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥ (চৈঃ
• • •
পরব্রহ্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবার হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ দৈন্যে এবে কৃষ্ণাবনে গিয়া।
কৃষ্ণমিলেবণ কবি নিভৃতে বসিয়া॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়)

চতুর্থ সম্পুট

বিরহরসময়ী ভক্তির কল্পতরু ও শাখা-প্রশাখা

বিরহরসময়ী মধুরা ভক্তির বীজ এ জগতে পুনরায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আবিষ্কার করেন। এজন্যই মহাজন-গণ শ্রীল মাধবেন্দ্রকে বিপ্রলম্ভময় শৃঙ্গাররসতরুর মূল, ঈশ্বর-পুরীকে তাঁহার প্রকোষ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার মূল স্কন্ধ এবং প্রভুর অনুগত ভক্তগণকে তাঁহার শাখা-প্রশাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার এই শ্লোকটীতে অপ্রাকৃত বিরহের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

এই শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীর উক্তি। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—এই শ্লোকটির আস্বাদন এক-মাত্র শ্রীরাধাঠাকুরাণী, তাঁহার কৃপায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও সম্পার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র ইঁহার আস্বাদন জানেন, এতদ্ব্যতীত আর চতুর্থ ব্যক্তি এই শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী

বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—ওহে দীনদয়ার্দ্র! তুমি নাকি দীনজনের প্রতি অতীব দয়ালু; 'দীন' বলিতে এখানে জাগতিক দ্রব্যের বা অর্থ-হীন বুঝায় না।

জগতের দরিদ্র ও ধনী উভয়েই সম্ভোগ-পিপাসু

কারণ জগতের, দরিদ্র বা ধনী উভয়েই সম্ভোগবাদী, তাঁহারা দাতার নিকট হইতে আত্মসুখের জন্য কিছু না কিছু চাহেন।

ধনী অর্থ থাকিলেও আত্মসম্ভোগের জন্য আরও অর্থের জন্য লালায়িত হন। আর দরিদ্রও "কোথা অর্থ, কোথা অর্থ" বলিয়া সম্ভোগাভাবের কষাঘাতের তাড়নায় উন্মাদ হইয়া ফিরে। এখানে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই সম্ভোগের মূর্ত্ত-প্রতীকার বাহ্যরূপ।

অপ্রাকৃত বিরহের 'দৈন্য'-বিচার

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যে "দীন"এর কথা বা 'দৈন্যে'র কথা বলিয়াছেন, তাহা ঐ প্রকার 'দরিদ্র' বা 'দারিদ্র্য' নহে। কৃষ্ণবিরহী আপনাকে 'দীন' মনে করেন। তাঁহার দৈন্য বিরহকাতরতা, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু ধন নাই। এই বিরহ-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অহর্নিশ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন।

'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থে—বিরহ-বিভাবিত হৃদয়

এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি নিজ-বিরহ-লীলায় ক্রন্দন করিয়া জানাইয়াছেন,—

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন॥

কৃষ্ণসেবাসুখভাৎপর্য্যপরতাই 'প্রেম': তদ্বিরহিত জীবন দারিদ্র্যময় ও ব্যর্থ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন, —হে কৃষ্ণ! আমাকে তোমার দাস করিয়া তাহার বেতন-স্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর।

অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের তুলনায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

লৌকিক ও প্রচলিত মতানুযায়ী বিভিন্ন পারলৌকিক জীবনে যে প্রভু-দাস-সম্বন্ধের মধ্যে নানা আকারে বেতন আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা 'প্রেম' নহে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত জৈবধর্ম্মের সহিত অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের পার্থক্য। সুবুদ্ধি মনীষিগণ এই কথাটি ভাল করিয়া অনুধাবন করুন। যদিও এই কথা আপাত-বিরুদ্ধী বা প্রচলিত ধারণায় "সাম্প্রদায়িক" বলিয়া মনে হয়, তথাপি সে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষভাবে শ্রবণের অভাবই অপরাধী। জগতে যত প্রকার লৌকিক বা পারলৌকিক ধর্ম্ম আছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কোন না কোন প্রকারে নিজ-নিজ সুখ বা সম্ভোগের অনুসন্ধান করে। এক শ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মলাভের জন্য দান, ধ্যান, উপবাস, ব্রত, তপস্যাদি অনুষ্ঠান করেন। (ক্রমশঃ)

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪০ ; ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩ | ১০ম সংখ্যা

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়*

প্রথম প্রসঙ্গ

বর্ত্তমানযুগে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়ের সমস্যা এবং তাহার সমাধান মানব-মেধাকে যেন একটি সর্ব্বগ্রাসী ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। 'সম্প্রদায়' ও 'সমন্বয়' শব্দের অপব্যবহার, বিশেষতঃ এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য-গ্রহণে বিবর্ত্ত যেন মহামারীর বীজাণুর ন্যায় অধিকাংশ ব্যক্তির হৃদয়কে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের দোহাই, ঐতিহাসিক প্রমাণের দোহাই এবং আপাত মনোরঞ্জক কতকগুলি উপমা, দৃষ্টান্ত ও লোকমতের দোহাই দিয়া জগতে প্রকৃত বাস্তবসত্যের অসমোর্দ্ধ বিচারকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে। উপনিষৎপাঠে জানা যায়,—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

পরাৎপর সত্য বা পরম সত্য অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উর্দ্ধ কিছু নাই। "সকলই সমান"—এই কথাটি অসমোর্দ্ধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতবাদ। "সকলই সমান"—এই কথাটিতে নির্ব্বিশেষ মতের অভিব্যক্তি থাকিলেও ইহা বিচিত্রতা বা বিলাসের বিরোধী। বিচিত্রতায় 'অবম' ও 'পরম' অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিচার থাকিবেই।

* গত ১৭ই জুলাই (১৯৩৩), ৩১শে আষাঢ় (১৩৪০) রবিবার বিকাল শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা।

এই বিশ্লেষণের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনীস্বরূপ এই জড়জগতে ও দেখা যায়,—সকল বস্তু সমান নহে। হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি সমান হয় না। বিদেশীয় ঠোঁয়াচ লাগিয়া রাজনীতি ও সমাজনীতির সাম্যবাদ ধর্ম্মনীতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেছে। ধনিককে শ্রমিকে বিলয় করিবার চেষ্টা অর্থনীতির সাম্যবাদ হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরকে জীবে বিলয় বা জীবকে পরমেশ্বরে লয় করিবার সৌহার্দ্রময় সাম্যবাদ অপ্রাকৃত পরমার্থনীতিকে আক্রমণ করিতে পারে না। যে কুক্ষণে অর্থনীতি ও পরমার্থনীতিকে সমানদর্শনে দর্শন করিবার দুর্বুদ্ধি পিশাচীর মত মানব-মেধাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সেই কুক্ষণ হইতেই নাস্তিকতার সাম্যবাদ 'সমন্বয়' শব্দের অপব্যবহার করিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

অন্বয়—ই + অল্ ভাবে = 'অন্বয়'। এই 'অন্বয়' শব্দের অর্থ কোষকারগণ এইরূপ করিয়াছেন—পরস্পরসম্বন্ধঃ; পর্য্যায়ঃ পরস্পরাকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা চ। 'সম্' উপসর্গের সহিত 'অন্বয়'-শব্দ-যোগে 'সমন্বয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের সম্যক্ সম্বন্ধ, পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা বা যাহার যেরূপ আসন, তাহাকে সেইরূপ আসন সম্যগ্‌ভাবে প্রদানই 'সমন্বয়'। 'সমন্বয়' শব্দের পর্য্যায়ে 'সঙ্গতি', 'পরস্পর মিলন' 'অবিরোধ' প্রভৃতি শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কর্ত্তাকে কর্ত্তার স্থানে, কর্ম্মকে কর্ম্মের স্থানে, ক্রিয়াকে ক্রিয়ার স্থানে স্থাপন করাই অন্বয়। কর্ত্তাকে 'কর্ম্ম' বলা বা কর্ম্মকে 'কর্ত্তা'র আসনে আসীন করা 'অন্বয়' নহে, সমন্বয় ত' দূরের কথা।

পরমেশ্বর কর্ত্তা, জগৎ তাঁহার কর্ম্ম, সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া। জগৎকে 'পরমেশ্বর' বা পরমেশ্বরকে 'জগৎ' বলিলে অন্বয় হইল না। জগৎ পরমেশ্বরের বাহ্য অঙ্গের শক্তি-প্রসূত বলিয়া পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র না হইলেও স্বয়ং পরমেশ্বর নহে। যাঁহারা শাস্ত্রের সেই সুগভীর বিচার-সমূহ ধরিতে পারেন না, তাঁহারাই কর্ত্তা ও কর্ম্মকে একাকার করিয়া ফেলেন এবং 'গোলে হরিবোল' বা 'খোঁচামিল' দেওয়াকেই 'সমন্বয়' বলিয়া মনে করেন। 'সমন্বয়'-শব্দের ব্যবহারে ব্যভিচার ও গলদ এখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

শাস্ত্র অনেকস্থানে বস্তুশক্তি ও বস্তুকে অভিন্ন বলিয়াছেন বলিয়া 'বস্তুশক্তিই স্বয়ংবস্তু,'—এইরূপ এক অজ্ঞতাপূর্ণ খোঁচামিল যাঁহারা দিতে বসিয়াছেন, তাঁহারাই 'সমন্বয়'-শব্দের অপব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন।

তৃতীয় প্রসঙ্গ

খোঁচামিল দেওয়াটা অবিরোধ নহে, সঙ্গতিও নহে। তদ্দ্বারা পরস্পর মিলন হয় না। সম্রাট্, রাজপ্রতিনিধি, রাজপ্রতিনিধির অবস্থান প্রভৃতি তারতম্য বা উচ্চাবচ পদবী ও অবস্থানকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া সকলকেই এক কথায় 'রাজন্য' বলা গেলেও ইঁহাদের মধ্যে বিচিত্রতা ও উচ্চাবচ সংস্থান আছে। সেই বিচিত্রতাকে রক্ষা করাই সঙ্গতি, অবিরোধ বা সমন্বয়। রাজপ্রতিনিধিই স্বয়ং সম্রাট্ বা একজন দফাদার বা চৌকিদারই সম্রাট্, এ কথা বলিলে কেবল যে সম্রাটের অবমাননা হয়, তাহা নহে, প্রকৃত সত্যেরও অপলাপ হয়—সঙ্গতির বিচ্যুতি ঘটে—অবিরোধে বিরোধ উপস্থিত হয়।

যাঁহারা সম্রাটের খবর রাখেন না, সেইরূপ অজ্ঞ গ্রাম্য লোক দারোগা বা দফাদারকেই তাঁহাদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া 'সম্রাট্' মনে করিতে পারেন বা সেই নামে অভিহিত করিতে পারেন; কিন্তু অনভিজ্ঞের সেই অজ্ঞতাকে প্রকৃত তথ্যের সহিত আপোস করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, অজ্ঞ গ্রাম্য লোক যাঁহাকে 'সম্রাট্' বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি সম্রাট্ হইতে স্বতন্ত্র নহেন, সম্রাটেরই অধীন একজন অতি নিম্ন ভৃত্য। এজন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অন্য দেবতার ভক্তগণ পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন। কেন না, আমি ভিন্ন তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সম্রাট্ আছেন বলিয়াই 'দারোগা', 'দফাদার' বা 'চৌকিদারে'র মূল্য বা তত্তৎনামের অস্তিত্ব ও সার্থকতা। দফাদার বা চৌকিদারকে সম্মান করিলে রাজাকেই সম্মান করা হয় সত্য, কিন্তু যে-ব্যক্তি বা যাঁহারা 'ইনি সম্রাটের দফাদার'—ইহা না জানিয়া দফাদারকেই স্বয়ং স্বতন্ত্র সম্রাট্-হিসাবে সম্মান করিতে যান বা দফাদারকেই 'স্বতন্ত্র সম্রাট্' বলিয়া মনে করেন, তাঁহার ঐরূপ সম্মান-প্রদর্শন প্রদর্শনকারীর দিক্ হইতে "অবিধি-পূর্ব্বক" কার্য্য হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ) বলিলেন,—"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদুভয়স্য ব্রহ্মা দেবতাঃ।"

যজুর্মন্ত্র বলিলেন,—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।"

আমি যদি সেখানে ঋগ্বেদের জোরে বলি, "বিষ্ণুকে 'পরম' বলিব কেন, আর পারমীকগণের বা অন্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের উপাস্য 'অগ্নি' প্রভৃতি দেবতাকে 'অবম' অর্থাৎ কনিষ্ঠ কিম্বা পরম ও অবমের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই বা গণন করিব কেন?" তাহাতে সকলকে সমান বলা হইবে না। সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া বেদের বাক্যকে অবহেলা করাই যদি আমার উদারতার মূল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেখানে সত্যানুসন্ধিৎসার সরলতা অপেক্ষা লোকপ্রিয়তানুসন্ধিৎসার সঙ্কীর্ণতাই বড় হইয়া উঠিল। বেদ বা শ্রুতি 'পরম,' 'অবম,' তদুভয়বর্ত্তী এবং অসম্যোর্দ্ধ তত্ত্ব-সমূহের কথা জানাইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে সমন্বয় বা অবিরোধই সাধন করিয়াছেন। অর্থাৎ সম্রাটের আসনে সম্রাটকে, রাজ-প্রতিনিধির আসনে রাজ-প্রতিনিধিকে এবং তদ্বিরবর্ত্তী তত্তৎ অধিকারিগণকে তাঁহাদের যথাযোগ্য আসনে স্থাপন করিয়াছেন। কাহারও মাতা-পিতা, ভগ্নী, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, মাতুল এবং বাহিরের অপরিচিত পুরুষ বা বাজারের বারবনিতা যদি কোন মেলায় একত্র সমবেত হন, তাহা হইলে পিতার আসনে খুল্লতাত বা অপর কোন পুরুষকে, মাতার আসনে বারবনিতাকে, একের আসনে অন্যকে স্থাপন করিয়া "সকলই সমান"—এই তথাকথিত সমন্বয়ের মত প্রচার করিলেই কি তাহা প্রকৃত 'সমন্বয়,' 'অবিরোধ' বা 'উদারতা' হইবে? না, তাহাতে আরও অধিকতররূপে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিরোধ ও অসামঞ্জস্যই উপস্থিত হইবে?

এই অবিরোধ বা প্রকৃত সমন্বয়-সংরক্ষণের জন্যই আবহমান কাল হইতে সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে সম্প্রদায়-প্রণালী প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। উপনিষৎ পাঠে জানা যায়,—

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

(মুণ্ডক ১।১।১)

অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পঞ্চম প্রসঙ্গ

ব্রহ্মা সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক। 'সম্প্রদায়' শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়,—সম্-প্র-দা + কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্। কোষকারগণ বলেন,—গুরু-পরম্পরায় আগত সদুপদেশ কিম্বা শিষ্টপরম্পরায় অবতীর্ণ উপদেশ বা আম্নায়ই সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ই সত্যকে সম্যগ্‌রূপে প্রদান করিয়া থাকে।

ভারতের আস্তিক্যসমাজে কোন দিনই সম্প্রদায়-প্রণালীকে আক্রমণ করিবার বিচার ছিল না। প্রতীচ্য-মনোভাবে আক্রান্ত হইবার পর—বিদেশীয় নাস্তিকা সাম্যবাদে সংক্রামিত হইবার পরই সম্প্রদায়-প্রণালীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা ভারতে দেখা দিয়াছে। যদিও সৎসম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা এবং কল্পিত ও আধুনিক-কালে সৃষ্ট বহু অসৎসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তথাপি প্রকৃত রোগটি কোথায়, তাহার নিদান স্থির মস্তিষ্কে নিরূপণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিরূপের দৃশ্য দেখিয়া স্বরূপকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কতটুকু বিজ্ঞতার পরিচায়ক? বাজারে ভেজালমালের চালান এবং নানা-প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভ উপস্থিত হয় কিংবা ব্যাঙ্কিং কার্য্যের মধ্যে স্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় বলিয়া বাজার-প্রণালী বা রাজকীয় ব্যাঙ্কিং-প্রণালীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিলে আদৌ কোন ভাল দ্রব্য সাধারণের পক্ষে সুলভ বা অর্থাদি সংরক্ষণ ও প্রবর্দ্ধনের সুযোগই থাকিবে না। সাধারণের নিকট অনাবিল ও অটুটভাবে সত্যের অমৃতফল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে সৎসম্প্রদায়-প্রণালী ব্যতীত সুষ্ঠুর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না।

আজ যদি সোভিয়েটগণের ন্যায় চিত্ত-বৃত্তি সৎসম্প্রদায়-গুলিকে কামানের দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে উড়াইয়া দিত, তাহা হইলে উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার অনেক ডাকিনী যোগিনীর নৃত্য হয় ত' আমরা সেই শ্মশান-ভূমিতে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু ব্রহ্মার হৃদয়ে যে পরমসত্যের বাণী প্রকটিত হইয়াছিল, ব্রহ্মা নারদকে যে বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন, নারদ ব্যাসের কর্ণাঞ্জলিতে যে উপদেশামৃত ঢালিয়াছিলেন, ব্যাস শুকদেবকে যে ভাগবতামৃত-ফলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই নিগমকল্পতরুর পলিত ফল

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যেরূপভাবে মহাবদান্যপ্রবরূপে আমার বা আমাদের নিকট পর্য্যন্ত দন্তকপাদপদ্মপরম্পরা-ক্রমের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই প্রসাদের অস্তিত্ব সৎ-সম্প্রদায়-ব্যতীত আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইতাম? আমরা পরমেশ্বরের প্রদত্ত ধর্ম্মের সন্ধান না পাইয়া মনোধর্ম্মের তাণ্ডবকেই—ইন্দ্রিয়তর্পণকেই উদারতার দেবতা বলিয়া বহির্ম্মুখ গণমতের ঢাকঢোল বাজাইয়া সুবিধাবাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা (বর্ত্তমানে সৎসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ইহাই সৃষ্টি করিতেছে) করিতে বাধ্য হইতাম। এই বিপদ্ হইতে কে রক্ষা করিয়াছে?—একমাত্র সৎসম্প্রদায়-প্রণালী। এজন্যই শাস্ত্র গাহিয়াছেন—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যাং চতুঃসনঃ॥

স্কুল-পালানো ছেলে স্কুলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়াও মনে মনে আনন্দানুভব করে; কেন না, 'বিদ্যালয়' নামক একটা প্রতিষ্ঠান থাকায় তাহার যথেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণের উপর যেন একটা কৃত্রিম চাপিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে সে যথেচ্ছাচারিতার অবাধ প্রশ্রয় পাইয়া করতাল বাজাইতে পারে; সেইরূপ সৎসম্প্রদায় ধরাপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া গেলে নাস্তিকতার সাম্যবাদ 'সমন্বয়ে'র নামে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিতে পারিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই সকল মনোভাব হইতেই তথাকথিত সমন্বয়বাদ, তথাকথিত সাম্যবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, আচার্য্যবিরোধি-মতবাদ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

সৎসম্প্রদায়-প্রণালী অস্বীকার করিলে একদিকে যেরূপ মনোধর্ম্মের তাণ্ডব অবাধগতিতে জয়-যাত্রায় বাহির হইতে পারে, আবার অন্য দিকে সৎসম্প্রদায় না থাকিলে সৎ-সাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম আচার্য্যের অনুগত হইবার বাধ্য-বাধকতাও থাকে না। তাহাতে কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে শাসক ও নিয়ামকপদে বরণ করিতে হয় না, তিলক-মালা প্রভৃতি 'হীকার আনা'গুলিকে এড়াইবার একটি ছল বাহির করিয়া লওয়া যায়, কিংবা আমাদেরই মনোধর্ম্মের স্তাবককে 'উদার-পন্থী উপদেশক' বলিয়া খাড়া করাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি চালান' যায়। আরও, সাধুর-সম্প্রদায়-প্রণালী প্রচারিত না থাকিলে পরাৎপর-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ করিয়া গড়িবার বেশ সুযোগ উপস্থিত হয়। পরাৎপর-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ বা ক্লীব করিতে পারিলে আমাদের ইন্দ্রিয়-চালনা অবাধ-গতিতে চলিতে পারে। যত কিছু নেতিবাচক ও নিরিন্দ্রিয় বিষয়-ভোগ আমাদেরই একচেটিয়া করিয়া লইতে পারি, আর ঠুঁটো জগন্নাথকে কলা দেখাইতে পারি! (ক্রমশঃ)

বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

গণতন্ত্র বা Democracyর সহিত Oligarchy বা যাহা বাছা কতকগুলি লোক লইয়া যে শাসননীতি, তাহারও যুগপৎ সার্থকতা পারমার্থিক গৌড়ীয় রাষ্ট্র-দর্শনে উহাদের ও অপ্রাকৃতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-সাম্রাজ্যে সমান অধিকার দিয়াছেন—প্রেমাময়তত্ত্বরূপে বহুবিস্তারিত ও পল্লবিত হইয়া জগদ্ব্যাপী নিজ-পুণ্যখ্যাতি আকর্ষণ করিয়াছেন, আবার অপরদিকে—

"পঞ্চতত্ত্বে মিলি' পৃথিবীতে আসিয়া।
পূর্ণ প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঞ্চে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।"
(চৈঃ চঃ আ ৭।২১)

—প্রভৃতি যখন আমরা পাঠ করি, তখন Oligarchyর যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাই। এখানে Oligarchy Democracyর হাত ধরাধরি করিয়া জাগতিক 'অধি-নকুল' সম্বন্ধকে অপ্রাকৃত প্রেম-সম্বন্ধে সম্বর্দ্ধিত ও একতান-বিশিষ্ট করিয়াছেন।

কারণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের উপরি-উক্ত অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাই—

"পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজনাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেম-বৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

এই Democracyর সঙ্গে আবার Aristocracyর (Govt. by the best citizens or best representatives) পরিপূর্ণ উপাদেয় সমন্বয়ের সাক্ষ্য তখনই দেখিতে পাই, যখন দেখি, গৌড়পুরে ভক্তিকল্পোদ্যান-রচনাকালে প্রেমাদয়-তরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, সেই অঙ্কুরের পুষ্টিরূপে শ্রীঈশ্বরপুরী, নয়টী মূলরূপে নয়জন সন্ন্যাসী, মধ্যমূলরূপে শ্রীপরমানন্দপুরী, মূলস্কন্ধ শ্রীচৈতন্যের দুই দিকে দুইটী স্কন্ধরূপে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত বিরাজিত থাকিয়া ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ Aristocratএর একত্র সমাবেশ ইতিহাসে আর কোথায় আছে? ইহারা অভিজাত-সম্প্রদায়ের এক একটি কৌস্তুভমণি-স্বরূপ। এ সকল বাছা বাছা representative লইয়াই অপ্রাকৃত গৌড়ীয় রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু এই Aristocracyর সহ Democracyর সহিত এক অপূর্ব্ব উপাদেয় যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে।

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতের যত আছে ধন-রত্ন-মণি।
এক ফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিগে।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৯ম)

রাবণ, শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির চিত্তবৃত্তিতে এবং কৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল-লীলার বিভিন্ন অসুর-সম্প্রদায়ে যে চিত্তবৃত্তি, তাহাতে ন্যূনাধিক অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদের (Anarchism) মনোভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কোথাও স্বরাটের উপাসনা ছাড়িয়া পরাক্রমশীল ব্যক্তিগণের উপাসনারূপ অতিমানববাদ (যাহার প্রতিধ্বনি নিট্‌সের আধুনিক মতবাদে প্রচারিত), কোথাও পরমেশ্বরকে নিরাকার-নির্ব্বিশেষ বা ক্লীবে পরিণত করিবার গণমত গঠন-পূর্ব্বক বাস্তবতার পরমেশ্বরের লোপ-সাধন (?)-চেষ্টার প্রবৃত্তিরূপ লেনিন-মতবাদের অনুরূপ মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বরাট্ পরমতত্ত্বকে পরতন্ত্র জীবের ছায় ভোগ্য বা ত্যাগ্য জীব-বুদ্ধির আসামী করিতে চাহিলে ঐ সকল মতবাদের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। যখন 'জারে'র সাম্রাজ্য-নীতির সহিত পরমেশ্বরের একক্ষত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-নীতিকে সমান মনে করিতে যাই, যখন জীব-জগতের ধনিক-প্রাধান্যের সহিত বৈকুণ্ঠরাজ্যের নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী মুক্তপুরুষ বা ভগবৎ-পার্ষদগণের প্রাধান্যকে সমজাতি মনে করিয়া তাহার প্রতি শ্রমিক অর্থাৎ ভারবাহী গণমতকে পাগ্‌লা কুকুরের ছায় লেলাইয়া দিই, তখনই লেনিন মতবাদের অনুরূপ নানা প্রকার প্রাকৃত মতবাদ জাগতিক রাষ্ট্র হইতে পারমার্থিক ধর্ম্মের ধারণায় অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়া পরমেশ্বরের পরাৎপরত্ব বা পরমেশ্বরের পারমার্থিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখনই আমরা মনে করিতে শিখি,—পরাৎপরতত্ত্ব লীলা-পুরুষোত্তম ও তৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণের দাস্য বা আনুগত্য-বৃত্তি জাগতিক দাস-মনোভাব-দূষিত চিত্তবৃত্তি এবং স্বতন্ত্রতা-দাম্ভের পরিপন্থী। এই সকল অস্থির ও অসহিষ্ণু উত্তেজক মনোভাবগুলি "To carry coal to Newcastle" নীতির আমদানীর জন্য দায়ী হইয়াছে।

এখানে শ্রীচৈতন্যবাণী বলেন,—"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" অপ্রাকৃত পরাৎপরতত্ত্বের নিত্য অপ্রাকৃত রাজই অক্ষয় ও অবার্য্য পূর্ণস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা,

আর তাহা হইতে স্বতন্ত্রতার অর্থই মায়া-পরতন্ত্রতার জন্মক্ষণ। কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র হইলেই—পূর্ণ হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিলেই, অপূর্ণ খণ্ডকে মায়া অবাস্তব-বস্তুতান্ত্রিকতার স্বাধীনতার আলেয়া দেখাইয়া চিরপরতন্ত্রতার কবলে কবলিত করিয়া ফেলে। মানবজাতি মায়ার নশ্বর-গিরি—রিপুর গোলামী, কখনও ব্যষ্টিগত ভাবে, কখনও বা সমষ্টিগতভাবে, কখনও বা অসভ্য গ্রাম্য সামাজিকতা বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কখনও বা তথাকথিত সভ্য সামাজিকতা, স্বাদেশিকতা ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাস্রোতের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া ফেলে পতিত মাতালের ন্যায় আপনাকে 'স্বাধীন' বলিয়া কল্পনা করে।

যখন সভ্যতার নামে জাতি ও সমাজ ক্ষাত্রধর্ম বা রাজনীতির অপব্যবহার করে, যখন সোভিয়েট-চিত্তবৃত্তি ধর্ম-মন্দিরকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়া ঐসকল ধূলিসাৎ উপকরণের উপর প্রমোদ-গৃহ, ব্যায়ামশালা, বিশ্রান্তিভবন প্রভৃতি রচনা করিবার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে, যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরমার্থ-শিক্ষাকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও তামসিক সমাজের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির পুষ্টি-সাধনের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়, যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার নারীজাগরণ ও নারীপ্রগতির নামে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় প্রদান করে এবং অবাস্তব-বস্তুতান্ত্রিক সর্ববিষয়ে স্বাধীনতাকামী দেশকে জীর্ণিত ও কলঙ্কিত করাইয়া হিরণ্যকশিপুর অবৈধ বংশধর বৃদ্ধি করে, সারগ্রাহিগণের পারমার্থিক সাম্রাজ্য-সিদ্ধান্ত এবং বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুদৃঢ়তা ও সংশিক্ষার সৌর্ম্মসী যখন ঐ সকল বিকৃতির মতবাদপ্রাহ-দ্বারা গ্রস্ত হয়, তখনই পরাৎপরতত্ত্ব স্বরাট্ পুরুষ তাঁহার একচ্ছত্র পরমার্থ-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ বহির্মুখ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও বহির্মুখ ধর্ম্ম-নীতিকে উচ্ছেদ করিবার জন্য—ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিরোধী ক্ষাত্র-নীতিকে উৎখাত করিবার জন্য শক্ত্যাবেশাবতার অসভ্য-নরমূর্ত্তি পরশুরামরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই বলিতে-ছিলাম,—পারমার্থিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী মনোভাব ভারতের চিত্তবৃত্তি নহে।

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের বিভিন্ন অবতার স্বাংশরূপে, কখনও বা বৈভবাচার্য্যের মূর্ত্তিতে যখন এক একটি যুগান্তরের সূচনা করিয়া অবতীর্ণ হন,—তখন বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বিপ্লবের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। বিদ্রোহ জগৎ ধ্বংসের কারণ—বিদ্রোহ সমাজে অশান্তির শিখা প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে চাহে—পরমার্থকে দীপান্তরিত করিবার চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—নানা মূর্ত্তিতে আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে চাহে। বিদ্রোহের প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি-গহ্বর অনন্ত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংরক্ষিত (reserved) ধনকোষ-সদৃশ। অবাস্তব-বস্তুতান্ত্রিকবাদের অর্থনৈতিক ঐ ধনকোষের মূলধন লইয়াই জগতে বাণিজ্যবিস্তার ও নানাপ্রকার সমবায়-নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু লীলাপুরুষোত্তমের অবতারসমূহ ঐরূপ অসংখ্য বণিগ্‌বৃত্তির প্রতি পারমার্থিক বিপ্লব আনয়ন করেন এবং ঐ বিপ্লবকে শুধু দীর্ঘজীবী নহে, অমরত্বরূপে প্রকাশিত করিয়া লেনিন-বাদের বিকৃত উক্তির অবিকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন অর্থাৎ বিপ্লবকে কোনদিনই ধ্বংস হইতে দেন না—কোন যুগকেই স্বরাটের উপাসনা হইতে বঞ্চিত করেন না—ভার-বাহিগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট করাইয়া কেবল দরিদ্রীতে অবাস্তব-বস্তুতান্ত্রিকতার ভার বৃদ্ধি করেন না, ভারবাহিগণের সহিত সারগ্রাহিগণকে 'কায়মনোবাক্যে অহিংস অসহযোগ' এবং 'বাস্তব সত্যাগ্রহ' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। আধুনিক সুবিধাবাদ পারমার্থিক রাষ্ট্রনীতির ঐ সকল পরিভাষা সংগ্রহ করিয়া ভারবাহিগণের ভারের সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'অহিংস অসহযোগ', 'সত্যাগ্রহ,' 'বস্তু-তন্ত্র' প্রভৃতি পরিভাষাগুলি পারমার্থিক রাষ্ট্রীয় দর্শনেরই পরিভাষা।

অসভ্যনররূপী শক্ত্যাবেশ-অবতার পরশুরাম যে-প্রকার ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীবিষ্ণুর গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা সেবোপকরণসমূহ, ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক সম্প্রদায়, বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সুদৃঢ়তা এবং পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ করিয়া জগতের হিতের জন্য তৎপরিপন্থী চিত্তবৃত্তিসমূহ ধ্বংস করেন, তদ্রূপ ক্ষুদ্রনররূপী বামন-বিষ্ণুও শৌক্রপন্থার অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের শাসিত আধিক সাম্রাজ্যবাদকে স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সাম্রাজ্য-সিংহাসনের বেদীর মূলে বলি দিয়া, তাঁহাকে ত্রিপাদভূমি প্রদর্শন

"যদ্যো ব্রহ্মণ্যদেবস্য গোব্রাহ্মণহিতস্য চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

করিয়া আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তখন আর গৌড়ীয়-মহাপ্রভুর সাম্রাজ্যবাদ পৃথক্ ভোগময় স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ না করিয়া এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের বলি-সম্ভার হইয়া পড়ে। অম্বরীষ, পৃথু, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য কৃষ্ণসেবাদ্বারই সাম্রাজ্য-সিংহাসন হইয়াছিল—ভগবন্নাম-প্রচারেরই একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছিল। বলিও অম্বরীষ, পৃথু, বলি প্রভৃতির আসুরপিক প্রতিযোগিতা-বুদ্ধে বুদ্ধ ও বিষ্ণুকে যুদ্ধে জয় বা পরিনির্ব্বাণের অগ্নিতে চিরনির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা লইয়া অশোকের সাম্রাজ্যবাদ অবাস্তব বস্তুতান্ত্রিকতার বহু বিরাট্ স্তূপ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে এবং গুপ্তমতকে রঞ্জিত করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়াছে, আর তৎফলেই আজ নানাপ্রকার বিংশ শতাব্দিকতপূর্ণ মতবাদের জন্ম হইতেছে, তথাপি সেই সকল কলিকলহ কল্কি-বিষ্ণু অধোক্ষোণী সৈনিকের বেশে বিনাশ করিয়া পুনরায় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই আমরা পারমার্থিক রাষ্ট্রগুরু শ্রীব্যাসের বাণীতে শ্রবণ করি।

দশাবতারের যে কোন অবতারের লীলা অনুধাবন করা যায়, তন্মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, পারমার্থিক অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ (Anarchism) বা বহির্মুখ গণতন্ত্রবাদ ভারতের নিজস্ব নহে। যদিও গণমতরাজের জয় দিয়া বস্তুতঃ আমরা গণমতকেই রাজার সিংহাসনে অজ্ঞাতসারে বসাইয়া ফেলি এবং বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদকেই আর এক মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, তথাপি তাহার সহিত অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদের নাস্তিকতা বা বিদ্রোহ-স্রোত বহুজনীয় ন্যায় অন্তরে প্রবাহিত থাকায় তাহা সামাজিক অনুৎপাত ও তাহার চরমফলরূপে ভস্মস্তূপই প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক রাষ্ট্রদর্শন, পারমার্থিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পারমার্থিক রাষ্ট্রনীতি ও পারমার্থিক রাষ্ট্রইতিহাস একটি অখণ্ড জিনিষ। তাহারা সকলেই পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া সমস্বরে ঐকতানে দেখাইয়াছে যে, পারমার্থিক সাম্রাজ্যবাদ এমনই একটি চতুরস্র শক্তি যে, তাহাতে যেমন অসমোর্দ্ধ স্বরাটের একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা রহিয়াছে, তেমনই আবার তাহার সহিত যুগপৎ পারমার্থিক গণতন্ত্রের অপূর্ব্ব সম্মিলন ও সমন্বয়ও আছে।

গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র জগতে পরস্পর বিরোধী, প্রতিযোগী ও সংঘর্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টিকারী। কিন্তু পারমার্থিক রাজতন্ত্র ও পারমার্থিক গণতন্ত্রে ভোক্তা বা সম্রাটের অদ্বিতীয়ত্ব থাকায় নিখিল পারমার্থিকগণ ভোগ্য বিচারে সংঘর্ষের উৎপাদন করিয়া ঐকতান ও প্রীতি-সম্মিলনের সূত্র রচনা করিয়াছেন। নিখিল 'গণ' এক সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাটের সেবা করিয়া গণতন্ত্রতার অকৃত্রিম পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেখানে House of Lords বা House of Commons এর স্বার্থ ভিন্ন নহে। সেখানে Capitalist ও Proletariateএর স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে কিম্বা সেখানে প্রাচীন রোমীয় Patriciansএর Plebiansএর ন্যায় একজন আর একজনের স্বার্থের প্রতি অন্ধ নহে। Plebiansগণ hewers of wood এবং drawers of water হইয়াও এক পরমভোক্তা স্বরাটেরই সেবা করেন, Patrician বা অভিজাত সম্প্রদায় স্বরাটের সেবার সমৃদ্ধির জন্যই পারমার্থিক রাষ্ট্রের উচ্চ সুবিধা বরণ করেন, তাহা ভোগ নহে, সেবাসমৃদ্ধিরই উপকরণ। এ আদর্শ State in miniature রূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কৃপায় গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক মঠে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যিনি ব্যাসবেদীতে বসিয়া ভাগবত ব্যাখ্যা বা বক্তৃতা করেন, যিনি পরমহংস গুরুর আনুগত্যে আচার্য্যের কার্য্য করেন, তিনি যেমন স্বরাটের সেবক, আবার যিনি অদ্ভুতক অকৃত্রিম মঠসেবকরূপে মঠের মন্দির ঝাঁট দেন, বাসন মাজেন, জল তোলেন, কাঠ কাটেন, তিনিও ভগবানের সেবা-সাম্রাজ্যের সেইরূপই সেবক। ইহাতে Patricians ও Plebiansএর ন্যায় পরস্পরের অপস্বার্থ লইয়া ঝগড়া সৃষ্টি হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, ভক্তিসাম্রাজ্যের ভোক্তা এক অদ্বিতীয় একচ্ছত্র পুরুষ।

যেখানে সংঘর্ষের সৃষ্টি বা ঈষৎ অনুকূল বায়ু দেখা যাইবে, জানিতে হইবে, সেখান হইতে খ্রীষ্টতন্ত্রবাদীর আদর্শ-স্বাধীনতার শিকামল আবৃত হইয়াছে। "The parts exist for the whole & the whole exists for the parts" বা "Plurality in unity"—ইহা একমাত্র গৌড়ীয় পারমার্থিক রাষ্ট্রদর্শনের অপ্রাকৃত সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই পরিপূর্ণ, নির্দ্দোষ ও পূর্ণতম পরাকাষ্ঠায় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। Ties of Common interest এই পারমার্থিক

সাম্রাজ্যবাদকে মূর্ত করিয়া সমস্ত আইনি পার্থিকবাদের বিভিন্ন ধারাকে ঐকতানে গ্রথিত করিয়াছে। ইহাতে ব্যষ্টিগত, সমষ্টিগত এবং বিশ্বের প্রকৃত প্রগতিগত জীবন সাফল্য-মণ্ডিত হইবার সুবৈজ্ঞানিক রাজকীয় পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অন্নাষ্টোত্তরশত যতই কেন না রূপসী ও মোহিনী মূর্তি প্রকাশ করিয়া লোকলোচনকে মুগ্ধ করুক, উহার অন্তরে নাস্তিকানন্তবাদের "খোর যা'র মুলুক তা'র" নীতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যে জোরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাশব বল বা পাশবতারেরই বন্ধু ও অনুচরের জোর, গুণ-বুদ্ধির জোর কিম্বা বাহিক জোর প্রকৃতি; পরন্তু আত্মার বল বা বলদেবের প্রভাব— যাহা সমস্ত চিদাধার বা ভেদেন জীবজগতের মৌলিক বল-স্বরূপ, তাহার কোন প্রতিভা অন্নাষ্টোত্তরশতে নাই, তাই উহা আমাদের হাত খানিকক্ষণ উত্তেজনার বল দেখাইয়া পরমুহূর্তেই আপনার অত্যন্ত হীন দৌর্বল্যের মূর্তি প্রকাশ করে। এজন্য আমরা পুনরায় বলিব, পারমার্থিক অষ্টোত্তর— যাহা একমাত্র স্বয়ংই নীলাপুরুষোত্তমের সেবা-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ, তাহা যেমন ধর্মক্ষেত্র ভারতের নিজস্ব স্বধর্ম, তেমনই বিশ্বের সকল সুধন্য সমাজের একমাত্র অধিষ্ঠীয় ধর্ম হউক।

বর্তমান জগতে যে নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যা সভ্যজগতের মনীষিবৃন্দের মনীষাকে আন্দোলিত করিয়াছে, অস্ত্র-নিরোধ চৈষ্টের শুভেচ্ছাকে নানাপ্রকার কৃত্রিমতার প্রত্যুত্তরের প্রতীকরূপে সুসজ্জিত করিয়া তুলিতেছে, তাহার পরিণামে নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনটি একটি আলেয়ার মায়ারূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কেহ কেহ বা যুক্তীকরণের সাহায্যে অচিরেই আর একটি বিশ্বব্যাপী মহা-সমরের প্রচণ্ডমূর্তিও নাকি লক্ষ্য করিতেছেন, সেই সকল সমস্যার সম্পূর্ণ বাস্তব সমাধান আমরা অতি আনুষঙ্গিক-ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্রেরমধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

প্রভৃতি বাণীতে যে অস্ত্রের কথা বলিয়াছেন এবং সুমেধোগণ যে অব্যর্থ অস্ত্রের ব্যবহার করেন, সেই কৃষ্ণকীর্তন-অস্ত্রের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃত অকৃত্রিম নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যার সহজ সমাধান করিয়াছিলেন। তাই হোসেন শাহ, মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজী, বিধর্মী পাঠান সৈনিক এবং সমসাময়িক অন্যান্য অস্ত্রবিদ্‌গণের অস্ত্রকৌশল 'হরি-কীর্তন'-অস্ত্রের নিকট চিরপরাজয় স্বীকার করিয়াছিল এবং আনুষঙ্গিকভাবে প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ-কার্যটি অতি স্বাভাবিক ও সহজ মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার জনৈক কবি গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হ'বে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম-পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কা'রে।
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শোধিল,
যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে।

য়ুরোপে প্রচার-বার্ত্তা

(বিমানডাকে প্রাপ্ত)

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের সহিত Director of the Institut Francais Dr. D. Saurat, মহোদয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার diaryর মধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব ও বর্তমানযুগে তাঁহারই শিক্ষা-প্রচারক, আচার্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। Dr. Saurat কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানেন, তিনি বলিলেন যে, Franceএর শিক্ষিত-সম্প্রদায় আচার্য্য রামানুজ ও শঙ্করের নাম শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা দার্শনিক কথা-শ্রবণে আগ্রহান্বিত। শ্রীল

মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ফ্রান্সের অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ অভিনব দার্শনিক তত্ত্বরূপে অবতারিত হইবে। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে।

Mr. ও Mrs. Polak গত ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর Mrs. Hilda Korbel নাম্নী জনৈকা বর্ষীয়সী ও বিদুষী মহিলা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ বন মহারাজের Theosophical Societyতে বক্তৃতা-কালে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের ভজন-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ ও ইংরাজী—উভয় ভাষায় বিশেষ সুশিক্ষিতা। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস দেখা যায়। তিনি একনিষ্ঠ নিরামিষভোজী এবং তাঁহার জীবনও খুব পবিত্র ও আড়ম্বর-হীন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত নাম-ভজন গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর Mr. Arnold Corbluth শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট একখানি পত্রে লিখিতেছেন যে, তিনি (Mr. Corbluth) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষানুযায়ী বাস্তব-আদর্শ-জীবনের আচার-সমূহ অনুসরণ করিবার জন্য লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রমুখ সেবকগণের সহিত বাস করিতেছেন এবং তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের প্রিয়তম ও অন্যতম উদ্দেশ্য—ঈশ্বরকে জানা এবং সেই ভগবদ্বিজ্ঞান লাভের জন্য তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও নিয়ামকত্ব যাচ্ঞা করিতেছেন।

এই পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ Mr. Corbluthকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে সূত্রাকারে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যথাযোগ্য অবসরে ঐ পত্রখানি গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। তবে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বরকে জানা বা দেখার ইচ্ছায় আমাদের বিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা আছে; কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা যখন শুশ্রূষাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তখনই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে। 'কেবল জানা'র ফল নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিযোগকরূপে প্রকাশিত হইয়া উহা আমাদের গ্রহণ ও ত্যাগের বিষয় হইয়া পড়ে। ভগবান্‌কে কেবল জানিতে চাওয়ার ফল ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু ভগবানকে জানার মুখ্য ফল—অপ্রতিহতা সেবা। সেবার স্বাভাবিক অনুরাগ উদ্বুদ্ধ হইলে কেবল জানা-কার্য্যের ন্যায় কৌতূহলপরিতৃপ্তিতে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া যায় না, উত্তরোত্তর নবনবায়মান-ভাবে বর্দ্ধিতই হইতে থাকে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে লণ্ডন-বঙ্গীয়সাহিত্য-সমিতি বিজয়া-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। লণ্ডনমঠের প্রচারকগণ সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজগণের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ছিল এবং উক্ত সভার সেদিনকার সভাপতি স্যর বি, এন, মিত্র লণ্ডন-মঠের প্রচারকগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সভায় শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ স্যর বি, এন, মিত্র মহোদয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিজয়ার প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ মনোরম বক্তৃতা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-সম্বন্ধেও কিছু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের India officeএ Sir Findlater Stewart, K. C. B., K. C. I. E., C. S. I. মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি লণ্ডনে ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের অনুকূল-দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

আগামী ২রা অক্টোবর বেলা ১ ঘটিকার সময় Lambeth Palaceএ মহামান্য The Lord Archbishop of York ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে আহ্বান করিয়াছেন। সেখানে মহামান্য The Lord Archbishop of Canterbury মহোদয়ও উপস্থিত থাকিবেন।

আগামী ৩রা অক্টোবর অপরাহ্ণে সুবিখ্যাত London "Times" পত্রের সম্পাদক Mr. P. H. Brown C. I. E. এবং Secretary of India Society F. H. P. Richter

M. A. লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবেন।

লণ্ডনমঠের প্রচারকগণ য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে এ সময়ে বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ পাইতেছেন। আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, কি লণ্ডনবাসী জনসাধারণ, কি য়ুরোপের অভিজাত-সম্প্রদায়, যাঁহারা পূর্ব্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহ জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রশমিত হইয়া যায় নাই দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইতেছেন; বরং যাঁহারা পূর্ব্বে একবার প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর ঐসকল কথা শ্রবণের জন্য অধিকতর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। নিজস্ব সংবাদ-দাতা আরও লিখিতেছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এ প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ক্ষেত্র তাঁহারা ক্রমশঃই বিপুল হইতে বিপুলতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতররূপে সম্মুখে দেখিতেছেন, অনেকে অকপট অনুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহই লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠে আসিতেছেন। এত সভা-সমিতিতে আহ্বান আসিতেছে যে, প্রচারকগণের সকল স্থানের অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট Mr. M. Jean Buhot, Secretaire adjoint of Association Francaise des Amis De L'orient, Musse Guimet, 6, Place d' Iena, Paris (XVI) মহোদয় আগামী জানুয়ারীতে (১৯৩৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণকে Parisএ দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আগামী ৩রা ডিসেম্বর (১৯৩৩) Berlin রওনা হইবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করায় শ্রীমঠ অনুক্ষণ হরিকথায় সমুখরিত হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের শ্রোতা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের জন্য সর্ব্বদাই আগমন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদও অবিশ্রান্ত-ভাবে অনর্গল হরিকথা উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটকদ্বয়

গত ৭ই অক্টোবর (১৯৩৩) পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দুই জন আমেরিকার পর্য্যটক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুস্থানের ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং নির্জ্জন ভজনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের অভিমত এই যে, ভারতীয় আধুনিক ধ্যানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ধ্যানের দ্বারাই সর্ব্বার্থ সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা ধ্যানযোগে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন।

ধ্যানপন্থা-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ঐরূপ বিচার অবলম্বন করায় প্রকৃত শ্রেয়ের পথ অনুসরণ না করিয়া প্রেয়ের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কৃত্রিম ধ্যানের পন্থা আক্ষেপ্রিয়-তর্পণেরই একটি প্রচ্ছন্ন প্রকার-বিশেষ। জাগতিক অভিজ্ঞান ও তাহার ভিক্ত স্বাদ মানুষকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে-সকল বহুরূপিণী আলেয়ার মূর্ত্তি প্রকাশ করে, তন্মধ্যে কৃত্রিম ধ্যানের পন্থা অন্যতম। ধ্যান কে করিবেন, কাহার ধ্যান করিবেন, ধ্যান জিনিষটিই বা কি, তাহা নিরূপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ধ্যানের কৃত্রিম অভিনয় ইন্দ্রিয়তর্পণময় আত্মার একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিমূর্ত্তি-ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা স্বপ্নবৎসেবাকে একমাত্র অনাবৃত চেতনের নিত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে অভিনন্দন করিতে পারেন নাই অর্থাৎ তাহাতে উন্মত্ত হন নাই, তাঁহারাই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পাত্রে নানাপ্রকার অন্নাভিলাষের আবাহন করিয়া কৃত্রিম

আনাদি চেষ্টাকে বহুমানন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বা বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম স্বাভাবিক ধ্যানযোগের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন এবং জানান যে, অপ্রাকৃত পূর্ণবস্তুর কীর্ত্তনমুখেই ধ্যান স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হইতে পারে। পূর্ণচেতনের সহিত অণুচেতনের পঞ্চ প্রকার সম্বন্ধ এবং সেই সকল সম্বন্ধের অভিধেয়রূপে পঞ্চ-ব্রহ্মের উপাসনামূলে যে স্বাভাবিক রাগ বা আকর্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তদ্দ্বারাই চেতনের সহজ ধ্যান সম্ভব; সেই ধ্যানে বিক্ষেপ, আবরণ বা কৃত্রিমতা নাই। কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাঃ উঃ কামালুদ্দিন

গত ৮ই অক্টোবর (১৯২৩) রবিবার বিগত প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত সামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহম্মদ এম্-এ, আই-ই-এস্ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ সন্দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ইলেক্ট্রের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিষয় আলোচনামুখে সনাতনধর্ম্মে পুনর্জ্জন্মবাদ এবং চিদ্‌বিলাস-বিচিত্রতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বলেন,—খৃষ্টীয় মতবাদে যে প্রত্যেক মানুষের পাপলিপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণের কথা আছে এবং খৃষ্টীয়মতে দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পাপ হইতে মুক্তির আর কোন উপায় নাই, এমন কি, অজ্ঞান শিশুরও তৎপূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাহাকে পাপী অবস্থায়ই মরিতে হইবে—এইরূপ মতবাদ যেন অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

পুনর্জ্জন্মবাদ ও চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে সনাতনধর্ম্ম-শাস্ত্রের জন্মান্তর-বাদের এবং প্রাক্তন সুখ ও দুঃখভোগাদির মূলে যে ভগবৎ-বিস্মৃতি, তৎসম্বন্ধে কএকটি সাধারণ যুক্তিপর কথা বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে জন্মান্তর-বাদের কথা প্রকাশিত থাকিলেও ভগবদ্ভক্ত মুক্ত পুরুষগণ জন্ম-কর্ম্মের অধীন নহেন; তাঁহাদিগকে এইরূপ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; তাঁহারা পূর্ণচেতন-বস্তুর সেবায় প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্বের সহিতই নিত্যরূপে, নিত্যধামে নিত্যপরিকররূপে বিরাজিত থাকেন।

ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কামালুদ্দিন সাহেব বলেন যে, যদি পরমেশ্বরের রাজ্যে গমন করিবার পরেও আমাদের এই জগতের ন্যায় অস্তিত্ব থাকে, যদি সেখানেও স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থান দেখা যায়, বহুত্বের অবকাশ আরোপ করা যায়, তাহা হইলে ইহজগতের সহিত পরজগতের পার্থক্য কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলেন যে, ইহজগৎ সেই অপ্রাকৃত নিত্যজগতেরই হেয় ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এ জগতের বিচিত্রতার অনিত্য, খণ্ড ও হেয়ধর্ম্ম আছে, কেন না, এই জগতের বিচিত্রতা সেই নিত্য জগতের বিম্ব-বিচিত্রতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে অপ্রাকৃত পাত্র, অপ্রাকৃত স্থান ও অপ্রাকৃত বা অখণ্ড কালের নিত্য বাস্তব অধিষ্ঠান আছে। সেখানে বিষয়-বস্তুর অধিষ্ঠানত্ব, কিন্তু আশ্রয়ের বহুত্ব আছে বলিয়া ঐক্যজ্ঞানের অভাব নাই। বিষয়ের বহুত্ব-স্বীকারেই দোষ, বিষয়ের শক্তির বিচিত্রতা-স্বীকারে কোন দোষের আরোপ হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কামালুদ্দিন সাহেব বলেন যে, সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্ যেরূপ বহু প্রতিভাত হইলেও পরিণামে সমুদ্রের একত্বেই পর্য্যবসিত হয়, জীবেরও সেইরূপ পরিণতির কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—এই সকল মত ভুক্তী সম্প্রদায় বা ভারতবর্ষের অহংগ্রহোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে; ইহা পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ববিনাশের চেষ্টামূলে উদিত মতবাদ। পরমেশ্বর—নিত্য ভোক্তা, জীব—নিত্য ভোগ্য; ভোগ্য কখনও ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া ভোক্তার ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী হন না। ভোক্তাকে নির্ব্বিশেষ বা ক্লীবলিঙ্গ করিবার চেষ্টামূলে ভোগ্যগণের যে পৌরুষত্বের অভিনয়, তাহাতে ভোক্তার উপর ভোগ্যগিরি করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাকে তাঁহারই প্রদত্ত ও সামান্য শক্তির কৃপায় আনিবার দুষ্ট চেষ্টামাত্র। ঐরূপ মতবাদ তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও নানা আকারে প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সকল মতবাদ আস্তিক্য মত বলিয়াই গৃহীত হইবে না।

মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠাধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট তাঁহাদের গৃহে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীযুক্ত

ভক্তিবিকাশ মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণ ৪॥টিকার সময় তথায় গমন করিলে বহু বিশিষ্ট লোক তাঁহাদিগকে মালা-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করেন। তৎপরে ভক্তিবিকাশ মহোদয়ের মূলগায়কত্বে প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তাঁহার স্বভাবসুলভ কীর্ত্তন-প্রবণপূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণকালে "মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের উদ্দেশ্য" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধামে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

গত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি মহোদয় কয়েকজন বন্ধুসহ শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীধামের অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য ও শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ৮ই নভেম্বর তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার ডিপুটী একাউন্টেন্ট্ জেনারেল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভুর পরিচিত। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর সহিত অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন-সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহারে ও কাগজে শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর ঐ মতের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি নানা যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কথা তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইয়া এ সম্বন্ধে প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশ

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ পাঠে জানা যায়,—শুদ্ধি, অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুণ-সমূহ Local meritএর উপর নির্ভর করে। শালগ্রামকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। কিনি ভাল Archeology জানেন, তিনি শালগ্রামকে তাঁহার জড়ীয় বিদ্যার আধার করিয়া থাকেন। কিনি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক, তিনি হয় ত' শালগ্রামকে তাঁহার পরীক্ষাগারের কয়েদী করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহার moleculeগুলি কতটা compact, তাহার বিচার করেন। ঐতিহাসিক—দেখেন, শালগ্রামের জন্ম-কর্ম্ম কতদিনের, ইহা কোথা হইতে আসিল, ইহার পূর্ব্ব ও পরের ইতিহাস কি, ইত্যাদি।

জাগতিক তর্কপন্থার অস্থিরতা

অনেক সময় যে-কথায় আমাদের যতটা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তাহাকে আমরা ততটা যুক্তিযুক্ত বলি এবং যাহাতে যতটা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি না হয়, তাহাতে ততটা দোষ আরোপ করিয়া থাকি। এখানে দেখা যায়, Judicial authorityদের ভ্রম ও ত্রুটী হইয়া থাকে। হয় ত' একই বিষয়-সম্বন্ধে চারিটি Court চারি প্রকার decision দেন। এক ব্যক্তি যাহাকে 'ভাল' বলেন, অপর ব্যক্তি আবার তাহাকেই 'খারাপ' বলিয়া থাকেন। ইহাকেই 'তর্কপথ' বলা হয়। একজন যে-কোন view নিলেন, আর একজন ঠিক তাহার বিপরীত view গ্রহণ করিয়াও মনীষী নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমান সময়ে Law Courtsএ উভয় পক্ষের উকিল পাওয়া যায়।

কোন প্রদেশে গোবধ অন্যায় কার্য্য, কোন দেশে তাহা আবার 'অন্যায়' বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন প্রদেশে শ্যালিকাকে বিবাহ করা অন্যায় কার্য্য, আবার কোন স্থানে তাহাই আদরণীয়। "তাতস্য কূপঃ" ন্যায় অনুসরণ করিয়া অনেক সময়ে সুফল লাভ হয় না। পূর্ব্বকালে ভাগবীয় মনু বলিলেন,—সমস্ত ধন ব্রাহ্মণের, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' বলিলে কি বুঝায়, আমরা কতটা ব্রাহ্মণ আছি, কতটা বেদপাঠ হইতে বিচ্যুত না হইয়া অন্যান্য কার্য্যে যত্ন করি নাই, তাহার পরীক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্মণত্বের দাবী করি।

পরিবর্ত্তনশীলতা

দেহের ন্যায় আমাদের মনের পরিবর্ত্তনও প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষের বিষয়। তর্কপথে কোনদিন সমস্যার মীমাংসা হয় না, প্রতিপথের অনুকূল তর্কপথই গ্রহণীয়। ভেদজগৎ সর্ব্বদাই rupture করিবার জন্য প্রস্তুত। এজন্য সাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধান করিবার

বৃথা চেষ্টার সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের শ্রীমদ্-ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য,—

মনুষ্যজন্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার কি ?

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়ের বিবিধ চেষ্টা

জগতের সুবিধাবাদ খুঁজিতে গেলে "কম্‌নি ত' ছোড়্‌তে নেই"—এই নীতির অনুসরণ করা হইবে। এক সাধু দীর্ঘ-কালে হরিদ্বারের গঙ্গার তটে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি কম্বল ভাসিয়া যাইতেছে। সাধুটির ছিল—অন্যগর-বৃত্তি। লোকের কাছে তিনি কিছু চাহিতেন না। গঙ্গার স্রোতে কম্বল ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সাধু মনে করিলেন, ভগবান্‌ই কৃপা করিয়া তাঁহার জন্য ঐ কম্বলটি পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাই তিনি ঐ কম্বল ধরিতে গেলেন। কিন্তু কম্বল ধরিতে গিয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যতই কম্বলকে তিনি টানিতে যান, কম্বল আর তাঁহাকে ছাড়ে না; ঐ কম্বলটি আর কিছুই নহে—একটি ভল্লুক। সাধু অবশেষে ঐ ভল্লুকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া অপমৃত্যু বরণ করিলেন।

বৌদ্ধদিগের বিচার—সমর্থাসন্ধার কোন পর্ব্বতগুহার প্রবিষ্ট হইয়া গুহার মুখে একটি গুরুভার পাষাণ চাপা দেওয়া এবং অনাহারী ধ্যানকারী যখন অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া যাইবেন, তখন আর তিনি ইচ্ছা থাকিলেও ঐ পাষাণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিতে পারিবেন না, তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতেই হইবে।

ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে একজন যোগীকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইলে পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। কুকুরের লেজ সোজা করিবার জন্য যদি আমরা সময় কাটাই, তবে অর্থদ মনুষ্যজীবনে কোন লাভ হইবে না। জাগতিক সুবিধাবাদ বা জাগতিক অর্থনীতি যে-সকল সমস্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে কোন দিনই সমাজের বা ব্যক্তির পরম-মঙ্গল-সাধন হয় নাই বা হইতে পারে না। দশ-সংস্কার যে-সকল সৎকর্ম্মের আবাহন করিয়াছে, সেই সকল পেলা দিয়া ঠুক্কা করিবার পদ্ধতি। সমাবর্ত্তন করিয়া বিষ্ণুসেবা হইতে বিচ্যুত হইবার জন্য যে-সকল বহির্ম্মুখ পদ্ধতি, তাহা দ্বারা কখনও পরমার্থ লাভ হইতে পারে না। উপনিষদে 'ব্রহ্ম' বলিয়া যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতি বিভ্রান্ত হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

(হরিনির্ণয়কারিকা)

শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্ম

জাতকর্ম্ম প্রভৃতি স্মৃতির ব্যবস্থাগুলি কেবল শরীরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য শৌক্র, সাবিত্র্য ও তৎপরে দৈক্ষ্য জন্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। দীক্ষালাভ করিতে হইবে—দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইবে—বেদপাঠের ফল লাভ করিতে হইবে। চীনদেশে পাছুর বংশ না হইলে সম্মান নাই, ভারতবর্ষে ভরদ্বাজ বংশ না হইলে আদর নাই, আধুনিক রামানুজীয়গণের মধ্যে প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর না হইলে সম্মান নাই! কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

(গরুড়পুরাণ)

আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণবাচার্য্যাভিমানি-গণের অনর্থময় বিচার

তিরুপ্পান আলোয়ার, তণ্ডাড়িপড়ি আলোয়ার প্রভৃতি শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণকুলে বা প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর জাতি গোস্বামীকুলে আবির্ভূত হন নাই বলিয়া কি আচার্য্য-সম্মান পাইবেন না? কিন্তু শ্রীরামানুজের অদম্য-পরিচয়াকাঙ্ক্ষি-গণের মধ্যেও স্মার্ত্তের বিচারের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা শরণাগতির কথা মুখে বলিলেও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিচারকেই বহুমানন করেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবজনগণের বিচার

আমি ত' বৈষ্ণব,　　এ বুদ্ধি হইলে,
অমানি না হ'ব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি' তব বুদ্ধিরে,
হইব নিরয়গামী ॥
নিজে শ্রেষ্ঠ মানি', উচ্চিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান তার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কার ॥

আমি যদি বলি,—আমাকে পূজা কর, আমি বৈষ্ণব, আমি নারায়ণ, তাহা হইলে আমি শৃগাল হইয়া যাইব, ইহা শৃগাল বাসুদেবের বিচার।

আধুনিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যের অধস্তন পরিচয়-কাঙ্ক্ষিগণও আপনাদিগকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহান্তের অভিমানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তের কুর্পর করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি কনিষ্ঠাধিকারীর বিচার ও আচারাভাবে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও উত্তমাধিকার ও উত্তমাধিকারীর সেবায় উন্মুখ না হওয়ায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বিচ্যুত হইয়া অন্যাভিলাষ বহির্ম্মুখ অধিকারে পতিত হইতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা কপট কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তেরই দল পুষ্টি করিতেছেন। ইহারা কখনও সনাতন ধর্ম্মের মীমাংসা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণই সনাতনধর্ম্মের প্রকৃত মীমাংসা করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপান্থ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বিহার-প্রদেশের অন্তর্গত রামনগরে গত ৩রা অক্টোবর হিন্দিভাষায় একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামনগর-ষ্টেটের ম্যানেজার মহোদয় সভাপতি ছিলেন। সঙ্ঘপতি মহোদয় বর্ত্তমানে প্রদর্শনীর সেবার জন্য পাটনায় আগমন করিয়াছেন। পাটনায় প্রদর্শনীর ভূমি সংগ্রহ হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল তৎপ্রদেশে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ হাজারিবাগ ও গিরিডি প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পাটনায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় পাটনায় প্রস্তাবিত পারমার্থিক-প্রদর্শনীর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ও সুযোগ্য ব্যক্তির নৈপুণ্যে পাটনায় প্রদর্শনীর দর্শনীয় বিষয়গুলি যে বিশেষ লোক-চিত্তাকর্ষক হইবে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাটনা-প্রবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহোদয়ের বৈষ্ণবসেবা এবং প্রদর্শনীর জন্য নানাবিধভাবে সহায়তা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। কৃষ্ণসেবাপরায়ণ জন হ'তে পাপ সহস্র যোজন দূরে বাস করে। বৈষ্ণব-মাত্রেই স্বভাবতঃ মহাপুণ্যবান্। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব'লেছেন,—

ভক্তিস্থিরি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

ধর্ম্মার্থ-কামের প্রার্থী হওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম্মার্থকাম স্বয়ং ভগবদ্ভক্তের সেবার সময় প্রতীক্ষা করে। মুক্তি সর্ব্বদা যুক্ত-করে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে —ভগবদ্ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের উপান্ত শ্লোকে আমরা পাই,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তির জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলন না করায় যখন অশুভ চেষ্টা উদিত হয়। প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের চেষ্টা হ'তে মুক্তি-লাভই প্রকৃত মুক্তি। ধর্ম্মার্থ-কাম হ'তে মুক্তিলাভ—নির্ব্বেদ-

ব্রহ্মানুসন্ধান হ'তে মুক্তিলাভ হ'লেই ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়। তাই আমাদের শ্রীগুরু-প্রভু ব'লেছেন,—

মুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

সৎকর্ম্মিগণের প্রাপ্য মুক্তি—একটা পিশাচী, আর ব্রহ্মানুসন্ধানকারিগণের মুক্তিকামনাও আর একটা পিশাচী। যাঁদের ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ হ'য়েছে, তাঁ'দের মুক্তি-মুক্তিতে স্বাভাবিক ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। আমি শুধু ভারত-বাসীকে বল্‌ছি না,—সমগ্র বিশ্বের লোককে বল্‌ছি। শুধু বর্ত্তমান কালের জীবকে বল্‌ছি না, ভবিষ্যতে যত জীব হ'বে, সকলকেই বল্‌ছি। তাঁ'রা ভাল ক'রে বিচার করুন, দেখ্‌বেন,—ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

যুগে যুগে ভগবানের অবতার এ জগতে প্রকটিত হন। তাঁ'রা এ'সে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকেন। কিন্তু অবতারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অভ্রান্তভাবে সকলকে চরম প্রয়োজন প্রেমে অভিষিক্ত করতে পারেন।

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
"ন চৈতস্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ—এই উভয় স্থানেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয়-দ্বারা মঙ্গল লাভ হয়। এই ব্রজভূমিতে গৌলোকের বিচিত্রতা গৌরলীলায় প্রদর্শিত হ'য়েছে,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমনাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে যা' যা' প্রাপ্য, তা'তে ভজনের কথা নেই। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তির আলোচনা আছে। মাথুরমণ্ডলে না আসা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির কথা প্রকাশিত হ'বে না। কুণ্ঠরাজ্য চতুর্দ্দশ ভুবন—খণ্ডিত ভূমিকা। এক ভূমিকা উল্লেখ করলে অপর ত্রয়োদশ ভূমিকা নিয়ত হয়—একের উল্লেখে অন্যগুলি নিয়ত হ'য়ে যায়। কুণ্ঠধর্ম্ম যে আধার হ'তে বিলুপ্ত হ'য়েছে, সেই বৈকুণ্ঠ হ'তেও শ্রেষ্ঠ মথুরা। কেন না, সেখানে অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁ'র অচিন্ত্য লীলাশক্তি প্রকটিত ক'রে অপ্রাকৃত জন্মলীলা প্রকাশ ক'রেছেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্বক্‌সেন-গরুড়াদি আছেন। অযোধ্যা প্রকৃতিও বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত। বজ্রাঙ্গজী বৈকুণ্ঠের সেবক। মর্য্যাদা-পথে দাস্যরসে সম্ভ্রমদেশিক যে সেবার কথা ব'লেছেন, মাথুর-ভূমিতে সেই সকল কথা ক্ষীণপ্রভ। মাথুর-মণ্ডলে গোলোকের কথা প্রচারিত হ'য়েছে, বিশ্রম্ভ সখ্যের কথা আলোচনাদিতে লক্ষ্য করি।

অজবস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। সেখানে তাঁ'র পিতৃ-মাতৃবর্গের অনুসন্ধান নাই। কিন্তু মথুরাভূমিতে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে অজবস্তুর অস্মিতা। যেখানে মাতা-পিতা দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সেখানে বস্তু বুঝ্‌বার অসুবিধা হচ্ছে। মথুরাভূমি কি?

সত্যং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে পুনানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

মথুরাভূমি প্রকৃতি-প্রসূত বস্তু নহে।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

যাঁ'রা মথুরা-মণ্ডলকে প্রকৃতিজাত মনে করে, তা'রা অপ্রাকৃতের কোন সংবাদ রাখে না। তা'রা 'অমানী মানদ' হ'তে পারে না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

জিহ্বা-দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তা' যদি ব্রাহ্মী, যবনী প্রভৃতি লেখ-প্রণালীতে প্রচারিত ভাষা-সমূহের অন্তর্গত শব্দ-মাত্র হয়, তা' হ'লে শব্দি-নিরূপণে সাহর্য্য-সূত্রানুসারে যে-সকল শব্দের ত্রুটি অপূর্ণ ব'লে কথিত হ'য়েছে, সেই অপূর্ণতা বস্তুকে আবরণ ক'রে ফেলে। বিষ্ণুকে গুণাবতার-মাত্র বিচার ক'রে প্রকৃতিগুণজাত কোন বিচারে আবদ্ধ করলে বিষ্ণুর চিৎস্বরূপকে নিষেধ করা হ'লো।

(ক্রমশঃ)

অক্সফোর্ডে 'নামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা

(নিজস্ব-সংবাদ-তারবার্ত্তা)

অক্সফোর্ড—৯ই অক্টোবর ১৯৩৩

গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ড-নগরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণোদ্দেশ্যে যে দুইটি বিষদ্মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ সভা আহূত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। Sir Michael E. Sadler, Master & Pro.Vice-Chancellor of the University of Oxford and Late Chairman of the Calcutta University Commission ; Dr. B. H. Streeter M. A. D. D., Dean Professor of Holy Scriptures of the Queen's College ; Dr. E. R. Micklem D. Litt, M. A. of the New College ; Dr. J. H. Weatherall, Principal, Manchester College ; Dr. B. J. Kidd D. D., Warden of the Keble College ; Dr. C. C. J. Webb M. A. D. Litt. ; Dr. L. W. Grensted, Oriel Professor of Philosophy, Oxford University ; Rev. Dr L. B. Cross M. A. D. D., Pro-Proctor of the Oxford University ; Dr. F. W Thomas, M. A. Boden Professor of Sanskrit, Queen's College প্রমুখ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক, ছাত্র, সদস্য, পরিচালক ও উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের প্রদত্ত 'শ্রীনামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহিণী ও অভিনব-বার্ত্তাবাহিনী হইয়াছিল যে, সেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তির একান্ত আগ্রহে অক্সফোর্ডের বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহার আরও বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীশ্রবণে ভূয়সী প্রশংসা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বিষয় সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সুন্দর বিশ্লেষণের সহিত শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম স্তম্ভের 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব'-প্রসঙ্গে কতকগুলি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া নিম্নে উহা সংশোধিতরূপে পুনঃ প্রকাশিত হইল :—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বা শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব আসিতেছে। আগামী ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর শুক্রবার প্রতি বৎসরের ন্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেই সময়ে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক প্রভু ভক্তগণকে এ সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিভিন্ন উপহার ও উপায়ন প্রস্তুত করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিচিত্র-নৈবেদ্য-সম্ভার প্রস্তুত করাইতে অর্থানুকূল্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেও তদ্দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা হইতে পারে।

উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৩৯ পৃষ্ঠার 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৯ ও ৩০ পংক্তিতে প্রকাশিত 'বেদান্তবাচস্পতি' স্থলে 'বেদান্তবাগীশ' হইবে।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ষ্ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪০ ; ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৩ | ১১শ সংখ্যা।

বাঙ্গালায় ভক্তিস্রোত

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ভারতের উত্তরাংশ, ইহাই আর্য্যাবর্ত্ত-নামে পরিচিত। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড দাক্ষিণাত্য-নামে অভিহিত। আর্য্যাবর্ত্তের অপর নাম—'গৌড়' এবং দাক্ষিণাত্যের 'দ্রাবিড়' নামে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশের পশ্চিমে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশের পশ্চিম-দক্ষিণে কলিঙ্গ-দেশ, কলিঙ্গরাজগণের অধীনস্থ প্রদেশ 'রাঢ়' * নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ়দেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভেদে দ্বিবিধ। রাজমহেন্দ্রীর সন্নিকটেই কলিঙ্গ নগর ; ইহাই দক্ষিণ-কলিঙ্গ মেদিনীপুর, তমলুক ও বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রভৃতি মধ্য-কলিঙ্গ-প্রদেশ। বর্ত্তমান রাঢ়-প্রদেশই উত্তর-কলিঙ্গ বা উৎকল দেশ। মধ্যকলিঙ্গের অনেকাংশ আজকাল উৎকল বা উড়িষ্যা-দেশ বলিয়া পরিচিত। পৌণ্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র ও সমতট বা বঙ্গ প্রভৃতি কএকটি প্রধান বিভাগ বঙ্গদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অনেকে অজ্ঞতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশকে অতীব আধুনিক প্রদেশ বলিয়া স্থির করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। পুরাণে লিখিত আছে যে, যযাতির পুত্র অনু পূর্ব্বদিকে গমন করেন ; অনু হইতে একাদশ পুরুষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,

* 'রাঢ়'—শব্দ হইতে 'রাঢ়' শব্দ ; অজয় নদীর পশ্চিম পারে গৌড়মণ্ডলিকে রাঢ়দেশ বলে ; ইহার অন্যতম নাম গৌড়দেশ। 'গৌড়' শব্দের অপভ্রংশে গৌড়ো, তথায় রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল (অমৃতপ্রবাহভাষ্য চৈঃ চঃ ম অ পঃ)।

অঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে বলির ছয়টি পুত্র ছয়টি প্রদেশ স্ব স্ব নামে আখ্যা প্রদান করিয়া অধিকার করেন। মহর্ষি রোমপাদ দশরথের জামাতা ছিলেন। রোমপাদের প্রতিষ্ঠা-মন্ত্র অঙ্গদানে উক্ত বলির পুত্র বলিয়া পরিচিত দশরথের ন্যায় ইক্ষ্বাকুবংশের সহিত রোমপাদের কুটুম্ব-সম্বন্ধ হওয়ায় চন্দ্রবংশের বিখ্যাত বলিরাজার সহিত রোমপাদকে সংলগ্ন করা প্রয়োজন ছিল। বলির পুত্র অঙ্গদানের অধস্তন রোমপাদ যেরূপ রাজর্ষিবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, সেই প্রকার অঙ্গাদি রাজ্যের অধস্তন অধি-নায়কগণও চন্দ্রবংশীয় বলির সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, ঐতিহাসিক অঙ্গাদি রাজ্যের নরপতিগণ আর্য্য-সন্তান ছিলেন ও ব্রহ্মর্ষ্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বৈদিক আচারের অনুষ্ঠান করিতেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ'-শব্দের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণ তখন বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদবাসীদিগকে পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন,—"তেষাং প্রত্যান্তিষ্ঠো অন্যাস মাংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাইত্যনুকমন্তিষ্ঠো বিবিদ্র ইতি।"—(ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১)। বৈদিক সাহিত্যে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উল্লেখ থাকিলেও তাহা আর্য্য-ভূক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আবার প্রবাদমূলক বাক্য এবং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে দেখা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ-দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে গমন করিলে পাতিত্য-দোষ জন্মিত এবং পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইত,—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥

বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে (১।১।২) লিখিত আছে যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধি-লাভের জন্য যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

যাহা হউক, 'যে বঙ্গদেশে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রবাহিতা আছেন, সেই বঙ্গদেশে গমন প্রায়শ্চিত্তার্হ' প্রভৃতি বাক্যকে অনেকে অভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করেন; এমন কি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার Bengal, Bengalees, their manners, customs & literature" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আর্য্যগণ যখন আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর শাস্ত্রী আরও বলেন,—প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি, যাঁহারা 'ভারতবংশীয়' বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহ-সূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

মহাভারতে ও রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌণ্ড্রকাধীশ ও বঙ্গদেশীয় রাজগণের নাম উল্লেখ আছে।

মহাভারত-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীমসেন দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া বঙ্গরাজ সমুদ্র-সেনকে পরাজয় করেন। বঙ্গে এই কালে সভ্যতা বিরাজিত ছিল; ব্রাহ্মণগণও বাস করিতেন। এই সময় হইতে ৩৮০০ বৎসর বিগত হইয়াছে।

মগধরাজগণের অভ্যুদয়-কালেও বঙ্গদেশে আর্য্যধর্ম্মের সমধিক গৌরব ছিল।

পালীভাষায় লিখিত মহাবংশ-নামক সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহ প্রায় ২৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সাতশত সহচর সঙ্গে লইয়া সিংহল অধিকার করিয়া তথায় রাজা করেন।

গ্রীসীয় যবনগণ ও পরে রোমীয়গণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালে বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রাম, সৌদ ও সপ্তগ্রামই প্রধান নগর ছিল।

কেহ বলেন যে, ঢাকা-নগরীকে তখন যবনগণ 'যেঙ্গলা' বলিত। যবনগণ 'ঢাকাই মসলিন' লইয়া স্বদেশে গমন করিত। বর্ত্তমানকালে যাহাকে সভ্যতা বলে, সেইরূপ সভ্যতায় বঙ্গবাসিগণ বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। তাঁহারা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম পটবস্ত্র পরিধান করিতে জানিতেন। সপ্তগ্রামে ইউরোপীয় বণিগ্‌গণের সহিত তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যবসা করিতেন। সেইকালে বঙ্গদেশীয় শিল্পের ইউরোপে বিশেষ আদর ছিল। তখন ইউরোপীয়গণ অসভ্য থাকিলেও বঙ্গবাসীর সভ্যতায় আদর জানিত।

সপ্তগ্রাম সরস্বতী-নদীকূলে অবস্থিত। তথাকার অধি-বাসিগণ বিশুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্তবাসী ও ধর্ম্মানুরাগী না হইলে

কখনই নদীর নাম 'গঙ্গাস্রোতী' হইত না। খৃষ্টবিপ্লবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-নিবাস ছিল।

ওড্র (উড়িষ্যা)-সাম্রাজ্য যযাতিকেশরী হইতে আরম্ভ হইয়া ৪৪ জন সম্রাট্ পর পর রাজা হন ও তৎপরে গঙ্গাবংশীয় ২৩ জন সম্রাট্ সাম্রাজ্য ভোগ করেন। ওড্র-সাম্রাজ্য প্রবল হইলে বঙ্গের অনেকাংশ উড়িষ্যার অন্তর্গত হয়। সম্রাট্ যযাতিকেশরীর পূর্ব্বে বৌদ্ধরাজগণ ওড্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ওড্রদেশে যযাতিকেশরীর বহু পূর্ব্ব হইতে আর্য্য-নিবাস ও আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধরাজগণের প্রভাবে অদ্যাপি ওড্রবাসী আর্য্যাধ্যুষিত রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তস্থিত হইয়াও 'অনার্য্য' বলিয়া গৌণভাবনাদি তাৎকালিক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আর্য্যজাতির বাস না হইলে কখনই বৌদ্ধনির্ম্মুক্ততা সাধিত হইত না। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-সূত্র-সমাধ্যুগণের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ ছয়টি প্রদেশকে বৌদ্ধপ্রধান করায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঋষিগণের দ্বারা গর্হিত হইয়াছে। এতদ্দেশবাসিগণ সকলেই যে আর্য্য ছিলেন, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু আর্য্য-উপনিবেশ বহুকাল হইতে ক্রমান্বয়ে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ছিল, ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক।

অঙ্গ-বঙ্গাদি প্রদেশে এক্ষণেও অনার্য্য প্রাচীন অধিবাসী আছে। যাহাদিগকে এক্ষণে শূদ্রাভিধানে ভূষিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এদেশের প্রাচীন অধিবাসী নহে। যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহারাই অধিকাংশে এতদ্দেশের আদিম অধিবাসী।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রভাব এক-কালে বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল। কথিত হয় যে, জৈনধর্ম্মের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে ১৪ জন মগধে ও বঙ্গে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মৌর্য্যাধিকার ও গুপ্তাধিকার-কালে বৌদ্ধ ও কর্ম্মপ্রভাব বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সমুদ্র গুপ্তের ন্যায় প্রথম কুমার গুপ্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য নূতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

মগধ ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একপৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ-হস্ত রাজমূর্ত্তি, অপরদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি। হুগলী-জেলার জাহানাবাদ-মহকুমার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত † হইয়াছিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌এর শাসন-কালে কালীঘাটে এই জাতীয় সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। † তবে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, ঐ রমণীমূর্ত্তি লক্ষ্মীমূর্ত্তি অথবা রাজার পত্নীসূচক মূর্ত্তি। হিউয়ান্-চোয়াং শতাব্দের মধ্যভাগে বঙ্গে বহু বৌদ্ধমন্দির, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন।

পাল বংশের অভ্যুদয়েও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। নারায়ণ পালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজা-পাল গৌড়বঙ্গের সিংহাসন লাভ করেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাদলস্তম্ভে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজাপাল অনেকগুলি জলাশয় এবং দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; § ঐ সমস্তই বৌদ্ধকীর্ত্তি, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে সামন্তসেন কর্ম্মনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সামন্তসেন ব্রহ্মপুত্রে গঙ্গার তীরে ঘোর-ঘুর-ঘুরগন্ধি ঋষিকুলের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন। §

রাজসাহী জেলার দেবপাড়া-গ্রামে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ ও হর

---

* British Museum Catalogue of Indian Coins : Guptadynasties P xiii

* Journal of the Asiatic Society of Bengal 1884 P132.

† Asiana Antiqua Pl XVIII 21. Cunningham Archeological Survey Reports Vol III, P 137; Journal of the Royal Asiatic Society 1889 P 97.

‡ তোয়া(শ)র্জ্জলধি(ধৃতে)-শ্বশুরস্যার্ত্ত-
ধৈর্য্যস্যৈক্ষ কুলদ্রুমস্য-কলিকঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরবতাদবনাশ্চ ভর্ত্ত
শ্রীরাজপাল ইতি মন্ত্রলোকপালঃ।

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৯।

§ উদ্গীতোদ্গাতৃসূর্য্যস্তুতিমুখরদিগাবির্ভবদ্বেদনদ্যী-
তত্তৎকীর্ত্তাপি কীর্ত্তিপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত দেবে ধরসি ভবভয়ান্যপ্যতিক্রান্তরীত্রঃ
পূর্ব্বোদ্দেশানি যস্যাপুরিনপরিষারাণ্যপুণ্যাভবানি ॥

Epigraphia Indica Vol I P 309

স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা ও বিজয়সেনের একখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে 'অধিকৃত' নারায়ণ কর্তৃক একটি প্রস্তরনির্ম্মিতা চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* পূর্ব্বীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে লক্ষ্মণসেন স্বধামে গমন করেন। বঙ্গদেশে এতকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবই বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন, তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতামূলে কর্ম্মবাদেই প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি ইতরদেবতা-পূজার যে-সকল লৌকিক ভক্তির প্রচলন ছিল, তাহা হইতে শুদ্ধভক্তিস্রোত অনেক দূরে অবস্থিত। তবে বঙ্গদেশে ভাবিকালে ভক্তিস্রোতের যে মূল অধীশ্বর ও আচার্য্য অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারই আগমনী গান করিবার জন্য লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি জয়দেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের প্রারম্ভিক দশাবতার-স্তোত্র এবং গ্রন্থ-মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কবিতাবলী বাঙ্গালায় ভক্তিস্রোতের গঙ্গোত্রীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জয়দেবের লেখনী সংস্কৃতভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গৌরসুন্দর কৃষ্ণবেণ্বা-নদীর তটবাসী সিদ্ধান্ত বিপ্রের কৃষ্ণকর্ণামৃত আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক প্রকটকালের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কএকটি পদাবলী বাঙ্গালায় শুদ্ধভক্তিস্রোতের দ্বিতীয়ধারারূপে জয়দেবের ভাবনীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। উক্ত 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী' বলিয়া আধুনিক কালে বঙ্গদেশে যে-সকল পদ চলিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম। কেবল শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সুহৃদ্বর্গ রসিক ভক্তগণ যে কএকটি পদ স্বীকার করিয়াছিলেন, ঐ সকলই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির 'অকৃত্রিম পদ' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কবি শ্রীজয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র বাঙ্গালা দেশের ভক্তিপ্রবাহ প্রকটিত করিয়াছিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কতিপয় পদও বাঙ্গালাদেশের অনেকের প্রাণ স্পর্শ করায় কতকগুলি অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি ঐসকল পদের কৃত্রিমসংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদই গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে কৃত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে 'আচার্য্য' বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

—এই শ্লোকটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বীজস্বরূপ। এই শ্লোকের দ্বারা পুরীপাদ সুদার্ঢ্যময়ী বিপ্রলম্ভমূলা ভক্তির বীজ বপন করেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীতে এই অঙ্কুর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। শ্রীনরহরিসরস্বতী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, শ্রীসুখানন্দপুরী—এই নয় জন সন্ন্যাসী বাঙ্গালার কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরুর নয়টি মূলরূপে প্রকাশিত হইলেন। ভক্তিকল্পতরু এবং তাহার মালী যুগপৎ এই দুইরূপে প্রকাশিত হইলেন স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর। মূল স্কন্ধের দুইদিকে দুইটী স্কন্ধ প্রকাশিত হইলেন; তাঁহারাই পরমেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ শাখা-প্রশাখা-পরম্পরায় প্রেমতরু বিস্তারিত হইল। গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী ও সর্ব্বকলাবিদ্যার পীঠ গৌড়পুরে যে ভক্তিকল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনুকূল ক্রমে ক্রমে বঙ্গ অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অর্থাৎ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাঙ্গালার এই ভক্তিবন্যা প্লাবিত হইলেও প্রেমকল্পতরু সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তাঁহার এক অভিলাষ তাঁহারই লীলা-লেখক গৌড়নৈষধের মাঘকবি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া গেলেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই অভিলাষ পরি-পূরণের জন্য ঐকান্তিক উৎসাহ বর্ত্তমান-যুগে বাঙ্গালায় ভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৩৮-১৯১৪) এবং পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সেই অভিলাষেই পরিপূর্ত্তিতে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বর্ত্তমানযুগে ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসৌরভ-সারঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর দশম অবতার

* Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal New series Vol IX P 200, Pl XXII—XXIV.

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী প্রভুপাদ প্রকাশিত করিতেছেন। তাঁহারই কৃপায় বাঙ্গালার ভক্তিস্রোত য়ুরোপেও প্রবাহিত হইতেছে।

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ

অক্সফোর্ডে 'শ্রীনামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতার সার্থকতা

অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় য়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ ও সাধারণ সাহিত্য-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। মহারাজ অশোকের সময় নালান্দা-বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়া বিদ্যোৎসাহিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু যখন পরবিদ্যাবধূ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগমনীর মধুর কোমল কাকলি গান করিয়া মহাকবি জয়দেব নবদ্বীপে উদিত হইলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক যুগ হইতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তৎপরবর্ত্তী কিছুকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সমগ্র পৃথিবীর নিকট সারস্বত সাহিত্য-সাধনার অদ্বিতীয় বরপীঠ বলিয়া সমাদৃত হইতে থাকিল, তখন নালান্দার ক্ষতিবিদ্যা-বিরোধিনী প্রতিষ্ঠা কীর্ণা হইয়া পড়িল। পরবিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অধ্যাপক-লীলায় বিদ্যা ও সাহিত্যের এক অভিনব মাধুর্য্য রূপ গৌড়-পুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবিষ্কার করিলেন। তাহাতে আমরা তাঁহারই পরিভাষায় 'বিদ্যাবধূজীবন শ্রীনাম' এবং তাঁহারই উপদেশের অনুবর্ত্তী শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদের 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র টীকায় 'সাহিত্য'-শব্দের এক অভিনব যৌগিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ-নামই ব্যাকরণের প্রত্যেক প্রাতিপদিক, সূত্র, ধাতু, শব্দ প্রভৃতির প্রাণপুরুষ; 'সহিতা'-শব্দে—ভগবদ্ভক্তি বা পূর্ণচেতনের বিলাস-বৈচিত্র্য। পরাৎপরতত্ত্বের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা যেখানে পরিস্ফুট, সেখানেই সাহিত্য ও কাব্যের রসসম্পুট। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীচৈতন্যজন্মভূমি নবদ্বীপকে লোকে 'অক্সফোর্ড অব্ বেঙ্গল' প্রভৃতি বাক্যে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। এই 'অক্সফোর্ড অব্ বেঙ্গলে' তাহার অধিনায়ক সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামের বার্ত্তাকেই সর্ব্ববিদ্যার সারশিরোমণি বলিয়া জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যের কৃপায় নবদ্বীপের সেই শ্রীনামতত্ত্বের বার্ত্তা অক্সফোর্ড-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। অক্সফোর্ডের মত স্থানে অপ্রাকৃত শ্রীনামের কথা প্রচারিত হইলেই মনীষিগণের জগতে অভিনব পরবিদ্যার অমূল্য গুপ্ত রত্নরাজির উদ্ঘাটন হইবে। এই অপ্রাকৃত শ্রীনামের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রেষ্ঠ মনীষি-সম্প্রদায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তিও গৌড়-পুরকে কেহ কেহ জাগতিক ধারণায় অক্সফোর্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে পরিচিত করাইয়া 'অক্সফোর্ড অব্ বেঙ্গল' বলিতে চাহেন, তথাপি উহা তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে। সমগ্র বিদ্যার অধিপতি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূলমন্ত্ররূপে যে শ্রীনামের বার্ত্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা জগতের শত শত অক্সফোর্ডের সাহিত্য সাধনার চরম উদ্দেশ্যের অবদান বিশ্বে বিতরণ করিয়া মানবকে প্রকৃত বিদ্যার অধিকারী ও পণ্ডিত করাইবে।

পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদ্বয়ের হরিনাম-গ্রহণ

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন,—লণ্ডন-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহুদিন প্রতিভাশালী উজ্জ্বলমান কৃতিছাত্র মিঃ আর্ন্ল্ড রসব্রুথ কিছুদিন হইল লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-প্রমুখ আদর্শ-চরিত্র বৈষ্ণবগণের সঙ্গে অনুক্ষণ বাস করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেছেন। নিকুঞ্জ-সংবাদ-বার্ত্তার পত্রে প্রকাশ যে, মিঃ রসব্রুথ গত ১লা অক্টোবর (১৯৩০) তারিখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত শ্রীতুলসী-মালিকা এবং লিখিত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর শ্রীনাম-মহা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'কৃষ্ণদাস'-নামে পরিচিত হইয়াছেন। মিঃ রসব্রুথ (কৃষ্ণদাস) কণ্ঠে শ্রীতুলসী-মালিকা এবং নাসাগ্রে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় প্রভুপাদের প্রেরিত মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণদাসজীকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-

সাদরে গ্রহণ প্রভৃতি অনুরোধ করিলে ব্যারিষ্টার প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, পরে ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতে করিতে প্রভুপাদের প্রেরিত তুলসী-মালিকায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

Mrs Hilda Korbel নাম্নী আর একটি বর্ষীয়সী ও বিদুষী মহিলাও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন এবং সদাচার-পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

'ফরওয়ার্ডে' য়ুরোপের প্রচার-কথা

গত ১২ই অক্টোবর (১৯৩৩) 'ফরওয়ার্ড' (লিবার্টি ইংরাজী দৈনিকের স্থলে পুনঃপ্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক) পত্রের নিজস্ব সংবাদ-দাতা বিমানযোগে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের একটি বিস্তৃত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পত্রিকার উক্ত দিবসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, লর্ড রিডলে অব্ মাঞ্চেষ্টারের সভাপতিত্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের সভায় শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ "হিন্দু-দর্শন ও হিন্দু-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ জনসাধারণের ও উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা

গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৩৩) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের য়ুরোপে প্রচার-সাফল্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। লর্ড উইলিংডনের একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহারাজ্ঞী লেডি ক্রস্, ও তাঁহার স্বামী বি লর্ড মার্সেল ক্রস্, এবং অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ডক্টর এল, বি, ক্রস্; ডক্টর রেভারেণ্ড টি, ডব্লিউ টেইলার এম্-এ, ডি-ডি প্রভৃতি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহোদয়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কত সুগভীর, তাহা সাধারণ-সভায় জানাইয়াছেন।

"র‍্যাড্ ভাল্স" পত্রে অক্সফোর্ডের প্রচার-বিবরণ

গত ১৪ই অক্টোবর (১৯৩৩) তারিখে 'র‍্যাড্ ভাল্স' পত্রে উক্ত পত্রের নিজস্ব-সংবাদ-দাতা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের 'শ্রীনাম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি বক্তৃতার সংবাদ দিয়াছেন এবং সভায় যে-সকল অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সাধু ও পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ সনাতনধর্ম্মের শাশ্বতিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল কথা প্রচার করিয়া তত্রত্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহারও একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"য় য়ুরোপের প্রচার-কথা

গত ১৪ই অক্টোবর, ২৮শে আশ্বিন তারিখের "আনন্দ-বাজার পত্রিকা"য় "ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক" শীর্ষক বিবরণে বোল্টনের বৃটিশ-ধর্ম্মযাজকগণের বার্ষিক অধিবেশনে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহোদয়ের বক্তৃতা, ম্যাঞ্চেষ্টার-বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের সম্বর্দ্ধনা এবং অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে "বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীনামতত্ত্ব"-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষকের বক্তৃতা প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্নকূট-উৎসবের প্রান্তব্যবস্থা নিরসন

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী বিগত ২৮শে আশ্বিন (১৩৪০) শনিবার তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে শ্রীপাট খড়দহে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-যাত্রার এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া সাধারণকে নিজেদের সহিত ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপৎ তিথির কৃত্য-প্রকরণের মধ্য হইতে একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার উক্ত শ্রীপাটে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইবে বলিয়া জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্ব ও পরের কোন শ্লোক ও বিচার উদ্ধার করেন নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে ৪টি কৃত্য দেখা যায়—(১) গোবর্দ্ধন-পূজা, (২) গোপূজা, (৩) গোক্রীড়া, (৪) বলি-পূজা।

গোবর্দ্ধন-পূজা-সম্বন্ধে লিখিত আছে—"প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য", "শ্রীগোবর্দ্ধনপূজনং শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকে অর্চ্চ্যঃ বৈষ্ণবৈঃ", "ততঃ প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজয়েতি পূর্ব্বানুষ্ঠানপর্য্যন্তম্, দ্বিতীয়া-সম্বন্ধে তু সর্ব্বথা নিষিদ্ধম্"।

তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোকটী—

"প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাতু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ।"

—গোক্রীড়া-বিষয়ক। এই শ্লোকের পরে গোপূজা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"যা কৃষ্ণঃ প্রতিপদ্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েৎ নৃপ।"

গোক্রীড়া-সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—

"তদ্রাত্রাং গোকুলক্রীড়া বেশনাশায় জায়তে"।

অতএব দ্বিতীয়াবিদ্ধা প্রতিপৎ তিথিতে নিষেধ কেবল গোপূজা ও গোক্রীড়াসম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গোবর্দ্ধন-পূজা-সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নেই পূজা হইবে এবং দ্বিতীয়াসময়ে নিষিদ্ধ।

বৃহস্পতিবারে দঃ ১৩।৫৭।৫৯ পর্য্যন্ত অমাবস্যা রহিয়াছে। অতএব গোবর্দ্ধন-পূজার কাল প্রাতঃ বা পূর্ব্বাহ্ণ (দঃ ১১।২৬।৫৬) এই দিনে পাওয়া যায় নাই।

শুক্রবারে প্রতিপদ্ রহিয়াছে—দঃ ১০।১২।১ পর্য্যন্ত। সুতরাং প্রাতঃকাল দঃ ৬।৩২।৪৭ এর পরেও দঃ ৯।২৯।১৪ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ পাওয়া যাইতেছে।

অতএব শুক্রবারে প্রতিপৎকালের মধ্যেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গোবর্দ্ধন-পূজা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গোপূজা ও গোক্রীড়া পূর্ব্বদিনে প্রতিপৎ তিথিতে সম্পাদন করিয়া অন্নকূট-উৎসব শুক্রবারেই বিহিত। শুক্রবার প্রাতঃকালে যে গোবর্দ্ধন-পূজার কথা বলা হইল, সেই প্রাতঃকাল বলিতে ৬ দণ্ড বা ৯ দণ্ড ৩০ পল-মাত্র বুঝায়। অতএব শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী ও শ্রীনিবারণচন্দ্র গোস্বামী গত ২৮শে আশ্বিন তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এই সত্যানন্দ গোস্বামীই কি 'ওপ্রেস'-পত্রিকার অনৈক ব্যবস্থাপক? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার প্রদত্ত উক্ত পত্রিকায় অন্নকূটের ব্যবস্থার সহিত তাঁহার লিখিত 'দৈনিক-বসুমতী'র ব্যবস্থার তফাৎ হইল কেন?

শুনা গিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্যবস্থা-দ্বারা শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী ও নিবারণ চন্দ্র গোস্বামীর ভ্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধিত হইলে শ্রীপাট খড়দহে নাকি আবার গত শুক্রবারেই অন্নকূট-মহোৎসব হইয়াছে এবং বাগ্‌বাজারে শ্রীমদনমোহনের মন্দিরেও নাকি সেই দিবসই গোবর্দ্ধন-পূজা হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা

গত ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্নকূটমহোৎসবটি একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে ধারণা করা যায় না। অন্নকূট-মহামহোৎসবে শ্রীগিরিধারীর ভোগ্য উপকরণের এরূপ বিচিত্রতা আর কোথায়ও হয় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিশেষ উৎসাহে ও অক্লান্ত সেবাকল্পে কলিকাতার ন্যায় মাদ্রেন্দ্রিয়তর্পণের ভোগ্যোপকরণ-বহুল স্থানে শ্রীগিরিধারী-শ্রীকৃষ্ণের ভোগোপকরণের এই বিরাট্ প্রদর্শনী প্রতিবৎসর উন্মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার লেখনীর মধ্যে গিরিধারী-শ্রীকৃষ্ণের ভোগের উপকরণের যে বিচিত্র প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া বাংলার কতিপয় প্রাকৃত সাহিত্যিককে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহা-মহোৎসবের বিচিত্র উপকরণ মধ্যে প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রীই যে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের বস্তু, তাহা প্রতিবৎসর ভোগোন্মত্ত জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গোক্রীড়ন-পূজা-দিবস শ্রীনামহট্ট-নাট্যমন্দিরে গোবর্দ্ধনপূজার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীগুরুদেবের আদেশে যথাশাস্ত্র গোবর্দ্ধনপূজা সম্পাদন করেন এবং শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের বৃত্তান্ত পাঠ করেন। সংকীর্ত্তন-মুখে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাসম্ভার উদ্ঘাটিত হয়। ভোগরাত্রিক কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমার পর পুনরায় অবিরাম সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। গিরিধারীর সহস্রাধিক বিচিত্র প্রসাদ দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অবিরাম স্রোতের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিতে থাকেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এই অন্নকূট মহোৎসব ও আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া-

ছিল সিদ্ধিদাতীর ভোগোপকরণের বৈচিত্র্য স্থানাভাবে এখানে প্রকাশিত হইতে পারিল না, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

নাথদ্বারের গাদির মহান্তের পদ

বোম্বে 'ক্রনিক্যাল'-পত্রে প্রকাশ যে, নাথদ্বারের গাদি ও মহান্তের উত্তরাধিকার লইয়া যে বাদানুবাদ ও মহলের চলিতেছিল, তাহা উদয়পুর-রাজ-দরবার হইতেই নীমাংসিত হইয়াছে; তদনুসারে পরলোকগত গোবর্দ্ধন-লালজীর পুত্র দামোদরলালজী তাঁহার অবৈধ দাবীদার ভ্রাতা গাদি হইতে চ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় নাবালক পুত্রই গোবর্দ্ধনলালজীর উত্তরাধিকারী হইবেন। পণ্ডিত হরনারায়ণ মাধবা এবং পণ্ডিত মদনমোহনলাল দুইজন [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সহায়তা [illegible] ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান হইতে মনোনীত ১২ জন লোক লইয়া একটি এডভাইসারি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহারা নাথদ্বারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং গাদিচ্যুত দামোদরলালজীর নাবালক পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষাদি প্রদান করিয়া নাথদ্বারের গাদির মহান্তের যোগ্য করিয়া তুলিবেন। শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,—উদয়পুর-দরবার এডভাইসারি বোর্ডে ৩জন সভ্য প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাই সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। স্থানীয় পত্রাদিতে প্রকাশ যে, শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিচার করিয়াছেন,—পিতার অসদাচারের ফলে পুত্র মহান্তের গাদি হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না, সুতরাং দামোদরলালজীর নাবালক পুত্রকে বাল্যকাল হইতে এরূপভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা উচিত যে, তিনি যেন নাথদ্বারের গাদির মহান্ত এবং বল্লভসম্প্রদায়ের উপযুক্ত গুরু হইতে পারেন।

রাজদরবার বা সাধারণের বিচার-সম্বন্ধে সমালোচনার অধিকার বরণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি; তবে পারমার্থিকতার দিক্ হইতে বিচারের অধিকার, মনে হয়, প্রত্যেক পারমার্থিকেরই আছে ও থাকা উচিত এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইলেই ধর্ম্ম ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। শেষোক্ত বিচারপদ্ধতি-দ্বারায় মহান্ত বা গুরুত্ব সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা আমাদের বহির্ম্মুখতার সমবেদনা আকর্ষণ করিলেও তাহা সনাতনশাস্ত্রানুমোদিত নিরপেক্ষ বিচার নহে। শ্রৌতপন্থা বা উপযুক্ত গুরু-শিষ্য-পরম্পরার বিচারই ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। জাতি-মহান্ত-বাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ বা জাতি-বৈষ্ণববাদ প্রভৃতি বহির্ম্মুখতার বিভিন্ন সন্তান-সন্ততি। বঙ্গদেশেও জাতি-গোস্বামী, জাতিপুরোহিত প্রভৃতির সন্তানকে সংশোধিত করিয়া গুরু বা পুরোহিত প্রভৃতি রূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বহির্ম্মুখ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। শিষ্য-সম্প্রদায় বা কোন বিশেষ শিষ্য তাহার মনোধর্ম্মের কারখানায় ছাটিয়া-কাটিয়া, চাঁনিয়া-পিটিয়া যে গুরু গড়িয়া তোলেন, তন্মধ্যে গুরুত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি? ইহা কি আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা নহে? ইহা সুধীগণের বিচার্য্য।

শারীরিক ক্লেশে ভগবদনুশীলন কি সম্ভব?

গত ১৪ই অক্টোবর ১৯৫৩) কলিকাতার মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামবিলাস বাঙ্গারিয়া, তাঁহার যোগ্য পুত্র এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদেও চৌখানী এবং শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ক্যানেরিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর বাঙ্গারিয়া একজন দানশীল কর্ম্মী এবং কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মাড়োয়ারী হাসপাতালের একজন বিশিষ্ট দাতা ও নেতা। বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন তিনি বর্ত্তমানে শারীরিক ব্যাধিতে পীড়িত। মহাপুরুষের দর্শনে এবং সাধুর নিকট হইতে কোনরূপ অলৌকিক দ্রব্যাদি প্রাপ্তিতে শারীরিক দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের সম্ভাবনা যেরূপ সাধারণ ব্যক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন, সেরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু দর্শন করিলে প্রকৃত সাধু-দর্শনের ফল লাভ হয় না, শ্রীল প্রভুপাদ ইহা তাঁহাদিগকে জানান। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণেই সমস্ত ব্যাধির নিদান অর্থাৎ ত্রিতাপের উন্মূলন হইয়া থাকে। রায়বাহাদুর প্রত্যহ কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন,—ইহা প্রভুপাদকে জানাইলে প্রভুপাদ বলেন যে, ভাগবতের নিকটই ভাগবত শ্রবণ করা আবশ্যক। যাঁহার চরিত্র ভাগবতের বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রবণ-দশার পর কীর্ত্তন-দশা এবং কীর্ত্তন-দশার পর স্মরণ-দশা উদিতা হয়। শ্রবণ স্থূল না হইলে কীর্ত্তন হয় না, কীর্ত্তন না হইলে বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। তখনই বিষয়স্মৃতি বা দেহস্মৃতি অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশাদি স্মরণের বিষয় হয় এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে

না-প্রকার ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেকে কৃত্রিম-ভাবে স্ব স্ব কল্পনা অনুযায়ী কীর্তন রীতি নিজ মনে করিতে চাহেন, তদ্দ্বারা বিপথেই পতন হইয়া থাকে।

সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন আসাইটেন যে শরীর দুর্বল ও রোগক্লিষ্ট থাকিলে ভগবানের স্মরণ, কীর্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শরীর সুস্থ, সবল ও মুমূর্ষুর দশা থাকিলে চিত্ত ইতস্ততোধাবিত হয়, শরীর অসুস্থ থাকিলে বরং তাহা জাগতিক নির্জরশীলতার তুচ্ছতা উপলব্ধি করাইয়া চিত্তকে অন্য কোন অলৌকিক বস্তুর প্রতি সংধাবিত করায়; এজন্য শরীরের দৌড়ো আমাদের সংসার-পিপাসা বর্দ্ধিত হয় এবং পারত্রিক অসুবিধা হইলে ভগবানের প্রতি নির্ভরতা আসে। তাই ভাগবত "ইত্যেহুরুদ্ধার্থ সুরমীকমাণঃ" শ্লোকে জাগতিক সকল অসুবিধাকেই নিজ-কল্যাণ বলিয়া বরণ-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ভগবানে সংযুক্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ জগতের অসুবিধাগুলিকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিতে হইবে। আত্মা যত রকম সুখ-দুঃখের মধ্যেই থাকুক না কেন, সেই সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতি অনাত্মার—আত্মার নহে। 'আত্মা' শব্দ যখন দেহে আরূঢ় হয়, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহ-সুখের কাঙ্গাল হইয়া পড়ি; কিন্তু ভগবানের পরম করুণা দেহের অসুবিধা ঘটাইয়া দেয় যে আত্মা নহে, আত্মার একটি প্রকৃত নিজস্ব স্বরূপ আছে, তাহা বুঝাইয়া দেন।

যিনি পরার্থপর হইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির দৈহিক রোগের শান্তির জন্য হাসপাতাল করিয়া দিলেন, তিনিও কর্ম্মফলের বাধ্য হইয়া দৈহিক ক্লেশে ভুগিতে থাকেন। আবার হয়ত' ঐরূপ পুণ্যকার্য্যের জন্য পরজন্মে তিনি নীরোগ শরীর লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সামগ্রিক নীরোগ দেহ লাভ করিয়া তিনি যে-সকল ইন্দ্রিয়সুখে ধাবিত হইবেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে পরবর্ত্তিকালে আরও অনেক ত্রিতাপের বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মফলের নাগর-দোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে জীবকে কখনও পাপ, কখনও পুণ্য, কখনও দৈহিক ও মানসিক দুঃখ ও সুখ ভোগ করিতে করিতে অনন্ত জীবন কাটাইতে হয়। এজন্য উপনিষদ্ "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়" মন্ত্রে পরমাত্মার সেবায় জীবাত্মার অভিনিবেশকেই শ্রেয়ঃপন্থা বলিয়াছেন। কল্প, বদ্ধ ব্যক্তির তত্ত্বানুধাবী আত্মীয়-স্বজনগণের কর্ত্তব্য,—সর্ব্বদা আত্মীয়-স্বজনগণকে এবং নিজেদিগকে ভগবৎ-স্মৃতিতে আগ্রহান্বিত করিয়া রাখা; তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ বিচারে অনেক সময়েতে বা ইহাতে তদ্দ্বারা আত্মীয়তার কার্য্য হয় না, পক্ষে বিপরীত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে নিয়ম-সেবা

গত ১৫ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা প্রাকৃত বাউল ও প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ভুক্ত। নিয়মসেবা উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের স্থানে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করা হইবে না,—এরূপ বিচার আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক অবৈষ্ণব-বিচার। গৌরে ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি হইতেই এই সকল কুযুক্তির উদয় হয়। সেই দুর্বুদ্ধি নিরাসের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা ঔদার্য্যময়ীলীলাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষাই অধিকতর মঙ্গলপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিবার ছলনা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা যে আক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তি কামনা করি, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন-রূপে শ্রীচৈতন্যভাগবতে পরম ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে পড়িতেও যদি শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বারা তাঁহার পরিশিষ্ট-পারায়ণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের নিয়ম ব্যতিক্রম করা হয় না, বরং সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের নিয়মই পরিপালিত হইয়া থাকে। আদিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত বা আদি, অন্ত মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত-শ্রবণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। "শ্রীগৌরচন্দ্রিকার পর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিয়া পরে আর গৌরলীলা শ্রবণ করিতে হইবে না, গৌরলীলা কেবল সাধক ও প্রবর্ত্তকের জন্য, সিদ্ধের জন্য নহে,"—এইরূপ মতবাদ প্রাকৃত-সাহজিক মত। অতএব শুদ্ধভক্তি-সম্মত-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ও শ্রবণের নিয়ম-সেবাব্রত শ্রীচৈতন্যভাগবতের কীর্ত্তন ও শ্রবণের দ্বারা উদ্‌যাপিত হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধিকারি-

গণের ভোগ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিচারের দ্বারা চালিত হইতে হইবে না।

তুরস্কভাষায় চতুর্বেদের অনুবাদ

গত ৪ঠা অক্টোবরের লাহোরের 'প্রতাপ' নামক উর্দু-সংবাদ-পত্র জানাইতেছে যে, তুরস্ক-গবর্নমেণ্ট তুরস্কভাষায় চতুর্বেদের অনুবাদের জন্য ৪ জন য়ুরোপীয়ান্ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সংস্কৃতগ্রন্থও তুরস্ক-ভাষায় অনূদিত হইবে।

ভারতীয় প্রচার-বার্ত্তা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কএকদিন যাবৎ বীরভূমজেলার অন্তর্গত বোলপুর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বোলপুরনিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এইচ, এম, বি এবং তদীয় ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি সকলেই বিশুদ্ধভক্তির কথা-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তদনুশীলনে ব্রতী হইয়াছেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কএকদিন যাবৎ কতিপয় ভক্ত-সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সিল্দা নামক গ্রামে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন এবং বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-যোগে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা প্রচার পূর্ব্বক কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অদ্রি-গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ মেদিনীপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত নওগাঁ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কলি-নিগ্রহ-পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে হৈয় ও আসুর প্রাদ্ধের কথা কীর্ত্তন করেন।

য়ুরোপের প্রচার-বার্ত্তা

(বিমানডাকে প্রাপ্ত)

গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৩) বেলা ১ ঘটিকার সময় Lord ArchBishop of York: লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ বন মহারাজকে Lollard's Tower Lambeth Palace নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী প্রবণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত Lord ArchBishop-এর ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটকাল ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গ হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে Lord ArchBishop মহোদয় রাজনীতিতে পরমেশ্বরের স্থান এবং বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের জন্য পরমেশ্বর কতটা দায়ী, জগতে অসাধ্য উৎপাত ও বিঘ্নের কারণ কি প্রভৃতি কতকগুলি ভোগ্য-জগৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করেন। স্বামীজী মহারাজ ঐ সকল প্রশ্নের অতিসংক্ষিপ্ত সৌষ্ঠব উত্তর অর্থাৎ তিনি শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে ঐসকল প্রশ্নের যে বাস্তব সমাধান লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং Lord Arch-Bishop ঐরূপ যুক্তিপূর্ণ উত্তরে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ Lord ArchBishop of Yorkকে জিজ্ঞাসা করেন যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে Anthropomorphic অর্থাৎ পরমেশ্বরে মানবধর্ম্ম আরোপের কোন বিচার গৃহীত হইয়াছে কি না? তদুত্তরে তাঁর বিশপ বলেন যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ন্যূনাধিক উক্ত বিচার স্বীকার করেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্ত বা সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ বিচারের কোন লেশও নাই। অপ্রাকৃত অবতার-সিদ্ধান্ত 'পরমেশ্বরে মনুষ্য-ধর্ম্মারোপবাদ বা অক্ষধর্ম্মারোপবাদ' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি বিভিন্ন যুক্তি-দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছিলেন।

Lord Bishop জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবান্ কিরূপে

সাধন ও সাধ্য এবং উপায় ও উপেয় হইতে পারে, ইহা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না। স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে এ-বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

৩রা অক্টোবর (১৯০৩) London Times পত্রের সম্পাদক Mr. F. H. Brown C. I. E.; Indian Society'র Secretary Mr. F. H. P. Richter M. A. এবং Mr. F. G. Pratt C. S. I, I. C. S. লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী কতক-ক্ষণ যাবৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মহিমা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে এত অধিক শুনিবার আছে যে, তাঁহারা বহু বৎসর যাবৎ ধরি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ও তাঁহাদের আচার্য্যের নিকট হইতে এসকল কথা শুনিবার অবকাশ করিয়া লইতে পারেন, তবেই তাঁহাদের এসকল বিষয় প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ হইবে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, নামতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপভাবে আলোচনা য়ুরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই প্রথম। বৈষ্ণবধর্ম্মে এত নূতন সুগভীর ও উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আছে, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। Mr. Pratt বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব Magis-trate ছিলেন এবং তিনি ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক বলিয়া খ্যাত। London Times-এর সম্পাদক Mr. Brown Mr. Prattকে গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শ্রীমঠের গ্রন্থাদি হইতে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি এবিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিলে ইংরাজজনসাধারণে এসকল কথা আরও অধিকতর বিস্তারিত হইতে পারিবে।

গত ৪র্থ অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ West-Minster Bridge-এ জনৈক ব্যক্তির ভবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া-ছেন। গত ৫ই অক্টোবর Miss. E. F. Odell নাম্নী জনৈকা মহিলা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ প্রমুখ প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রবণ করেন।

গত ৭ই অক্টোবর Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor Sir Michael E. Sadler K. C. S. I., D. C. L., L. L. D. মহোদয় Oxford-এ নিজভবনে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠরক্ষককে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া একটি তার করিয়াছিলেন। গত ৭ই অক্টোবর ১১টা ১৫ মিঃ এর গাড়ীতে শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ লণ্ডন হইতে রওনা হইয়া সেই দিনই বেলা ১২টা ৩৮ মিনিটে Oxford-এ পৌঁছেন। Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor Dr. Sadler Jesus College-এর অধ্যাপক Dr. L. B. Cross M. A. Ph. D. এবং Keble College-এর Warden Rev. Dr. Beresford James Kidd প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন।

গত ৭ই অক্টোবর জনৈক ভারতীয় নৃপতির Private Secretary লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করেন। উক্ত নৃপতি তাঁহার Private Secre-taryকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাহা জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রজা-সাধারণে পরিচিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত।

চয়ন

আনন্দবাজার. ২৮শে আশ্বিন ১৩৪০ সাল

ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

ব্রিটিশ ধর্ম্মযাজকগণের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা

শ্রীমদ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ব্রিটিশ ধর্ম্মযাজকগণের বার্ষিক অধিবেশনে বোল্টন নগরের "ব্রিটিশ এম্পায়ার" "হিন্দুধর্ম্ম" এবং "বেদান্ত ও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব" সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা সমবেত শ্রোতৃ বৃন্দ ধর্ম্মযাজকগণের হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম উৎকর্ষসম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করে। রেভারেণ্ড টি, ডব্লিউ, রৈজার এম, এ; ডি, ডি মহোদয় স্বামীজীর দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা-প্রবণান্তে বলেন, "হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।"

স্বামীজী বোল্টন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার গমন করেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

স্বামীজী লণ্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর দুইটি বক্তৃতা করেন। সভায় বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। কেম্ব্রিজের বিশেষ বিশেষ স্থানে আরও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতেছে

ডক্টর সৌরাটের প্রেরিত পত্র

Institut Francais Du Royaume—Uni, (Universites de Lille et de Paris)

Swami B. H. Bon Esq.,
39, Drayton Gardens,
S.W. 10.

1-7, Cromwell Gardens,
South Kensington, S.W. 7
4th October, 1933.

Dear Sir,

I beg to thank you for the most interesting books* which you have so kindly sent me. They will have a place of honour in my library and will remind me of the pleasant hour we spent discussing the fringes of Indian Philosophy. I shall read them with attention, as I am very interested in your movement.

With kind regards,

Yours Sincerely
sd/ D. SAURAT.
(Dr. D. Saurat, Directeur, Institut Francais).

* Sree Krishna Chaitanya, Vedanta, Life & Precepts, Brahma-Sambita.

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

মদনমোহনের আলোচনাপ্রসঙ্গে—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক উপস্থাপিত হ'তে পারে। জড়দর্শনের কাক্‌দৃষ্টি—প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ বুদ্ধিতে, চামড়িবুদ্ধিতে কাঁকড়াযোগ মুনীগণের বিচার নয়। যে তুমি আমাদের ভোগ্যাতুমি, তা' প্রশংসনীয় নয়। বহির্জ্জগতের সীমাবিশিষ্ট পদার্থে যাদের আরোপ তখনও যাদদর্শন নয়, তা' সাক্ষাৎ স্বরূপের বোধাভাব। 'অন্ধনারায়ণ', 'দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি বিচার সেই-প্রকার বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হ'তে উদিত হ'য়েছে। 'আমার ভোগের পদার্থ ভগবান,'—ইহাই চৌরে ধারণা। ব্রহ্মা যখন দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছুলেন এবং কৃষ্ণের নিকট আগমনের বার্ত্তা সগর্ব্বে পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের অন্তঃ-মহলে প্রবেশের অপেক্ষা ক'রছিলেন, তখন কৃষ্ণ যাঁকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা'লেন, —'কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন? ব্রহ্মা মনে ক'রেছিলেন, তিনিই বুঝি অদ্বিতীয় ব্রহ্মা। মানবজ্ঞানের বিচারটুকু নিয়ে কৃষ্ণের বিচার ক'রতে গেলে কৃষ্ণ "প্রবেশ নিষেধ" কথাটি চা'রধারে লিখে রাখেন।

আমরা কোন ব্যক্তিকে মান দান ক'রতে বিরত হ'ব না। যদি জগতের সকল মানুষকে সম্মান দিতে না পারি, তা'হ'লে অমঙ্গল ঘ'টবে। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন—সকলকে সম্মান দাও। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত অর্থ ক'রে অসহিষ্ণু হ'লে হ'বে না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র প্রকৃত অর্থ "তৃণাদপি সুনীচেন"—এই মহাবাক্যে প্রকাশিত হ'য়েছে। সকলকে মান দিতে হ'বে, তা' হ'লে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হ'বে।

কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ হন। বলদেব-প্রভু স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ং-প্রকাশ হ'তে চতুর্ব্যূহ-দ্বিধাবতার-সমূহের কারণ—কারণার্ণব-শায়ী। তিনি সঙ্কর্ষণের কলা। তাঁ' হ'তে বিকলা গর্ভোদক-শায়ী—যিনি "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" রূপে স্তুত হ'য়ে থাকেন। গর্ভোদকশায়ী হ'তে যাঁর বিষ্ণু বা অনিরুদ্ধ অনুকলা—শ্রুতিমন্ত্রে যাঁর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—

যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

বৈষ্ণবের সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ-আরাধনা-ব্যতীত আর কোন কাজ নাই।

দ্বারকায় আবদ্ধ থাকলে আমরা রসের উৎকর্ষ বুঝতে পারি না। মথুরা-মণ্ডলে পূর্ণজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। দ্বাদশ প্রকার রসের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হ'লে কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার।

আগামী দিবস্ অভিধেয়-বিষয়ে আলোচনা ক'রব। আমি যখন পশু, তখন ভগবানের পাদপদ্মকে খুব গতিশীল না দেখতে পেলে আমার পশুত্ব দূর হয় না। তাই "যেন নিষেদে পশুম্"। পুরুষোত্তম এই বিদর্ভ প্রকাশ ক'রেছেন—দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রকাশ ক'রেছেন—ত্রিবিধ লোককে আক্রমণ ক'রেছেন। এঁরাই তত্ত্ব মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতারূপে প্রকাশিত হ'য়েছেন।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

'শব্দাৎ'—শব্দ হ'তেই অনাবৃত্তি হ'বে, নতুবা পুনরাবৃত্ত হ'তে হ'বে। সেই গর্ভবাস—পশ্বার্ত্ত বা দেবীগর্ভ হ'তে পারে। এজন্য শব্দকে আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা পাপ-পুণ্যকে আশ্রয় ক'রব না। পাপফলে পশুগর্ভ ও পুণ্যফলে দেবীগর্ভ লাভ হয়। আমরা গৌড়ীয়ার দাস। শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের একমাত্র সেব্য। শ্রীমদনমোহনের পাদপদ্ম দ্বারা আমাদের পশুতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক্।

অতস্তাং সুব্রতো পথোমমি মন্বন্তরেশ্বরৌ।
মৎসর্গবপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পরে ব্রহ্মচারী শ্রীবিমানকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা

১লা হাষীকেশ (গৌরাব্দ ৪৭৬), ২৯ শে আশ্বিন, (১৩৬৯)
১৫ই অক্টোবর (১৯৬২) শনিবার, প্রতিপদ্
পরিক্রমার সপ্তম দিবস
ন্যূনাধিক ১ মাইল ভ্রমণ
শিবির—শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামাকুণ্ডের তীর
(শ্রীরাধাকুণ্ডে দ্বিতীয় দিবস)

প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের

আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবে। যাত্রি-গণের মধ্য হইতে কেহ কেহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বদিনেই শ্রীরাধাকুণ্ডের স্নান-সুখ বাহ্যতঃ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি ও ধামের অপ্রাকৃত স্বরূপের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিচার করিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গদেবীয় অন্তিমজনের আনুগত্য-ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শন বা ধাম-দর্শন হয় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং পরিক্রমার যাত্রিবৃন্দ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীললিতা-কুণ্ডের তীর হইতে পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে প্রথম বার পরিক্রমায় কেবল বিভিন্ন স্থান-সমূহ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরিক্রমা করা হইল। দ্বিতীয় বারে এক একটি স্থান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন, বন্দনা ও তত্তৎস্থানের মহিমা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরিক্রমা হইল। তৃতীয় বারে কুণ্ডের জলস্পর্শ ও স্নান করিয়া পরিক্রমা হইল। চতুর্থ বারের পরিক্রমায় সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল।

প্রথমে ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সেই সকল কুণ্ডের মহিমা শ্রবণ করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ও আনুগত্যে সকলে ললিতা-কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর বেরা, শ্রীকৃষ্ণ নবনীত ভক্ষণ করিয়া যে তমাল-বৃক্ষে হস্ত মুছিয়াছিলেন বলিয়া তথায় শালগ্রামের চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই তমালবৃক্ষ, মণিপুর-মহারাজের ঠাকুর-বাড়ী অতিক্রম করিয়া ডান দিকে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর উপবেশন-স্থান—(এখানে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষের নীচে মঠের আকারে একটি ছোট কুটীর আছে, ১৮০৭ শকাব্দা ২৭শে মাঘ কুটীরটি নির্ম্মিত বলিয়া লেখা আছে), গোপকূপ (পাতাবাধান', কিম্বদন্তী—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু নিজের ব্যবহার্য্য কোন কার্য্যের জন্য কুণ্ডের জল ব্যবহার করিতেন না বলিয়া এই ইঁদারা খনন করাইয়া-ছিলেন), ভরতপুর-মহারাজের ধর্ম্মশালা, নিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির, বামে অষ্টসখীর ও দক্ষিণে আনাঙ্গদেবীর ভক্তগণের রাধাশ্যামের মন্দির, বনদুর্গা মহাদেব, তমাল-তলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আসিয়া প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সনাতনকে আরিট-গ্রামের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) দর্শন করিলেন। এই স্থানে তমাল-বৃক্ষের তলে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণামাদির পর কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। তমাল-বৃক্ষের নিম্নে একটি ছোট মন্দির শ্যাম-কুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণায়। বাঁধান' ঘাট এবং ঘাটের উপরে উচ্চ আর একটি বাঁধান-স্থানে এই তমাল-বৃক্ষ বা মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান রহিয়াছে। এই স্থান শ্যাম-ঘাটের উপরে অবস্থিত। ঢাকা জিলার আবহমানুষের নিতাই-মণ্ডলের পুত্র জ্ঞানমণ্ডল ঐ স্থানটি বাঁধাইয়া দিয়াছেন। রাধামোহন দাস নামক এক মণিপুরী ব্যক্তি সেখানকার সেবায়েত। তিনি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। রামপ্রসাদ নামক তাঁহার এক ব্যক্তি প্রণামী সংগ্রহের জন্য কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একটি পাদপদ্ম-চিহ্ন ও প্রস্তরের একটি যুগ্ম মূর্ত্তি আছে। তথায় কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও বাণিয়ার বৃত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ আলোচনা করিলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীরাসুদেব প্রভু—"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে" ইত্যাদি পদটী কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে পাখাখেলা-স্থান এবং তন্মধ্যে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক (এ স্থান হইতে শ্যামকুণ্ড দেখা যায়), গোঘাট, শ্রীমদনমোহনজীউ, ভরতপুর-মহারাজের মন্দির, সোমীনাথ, তৎপরে বাজার অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন হইল। অতঃপর যাত্রিগণ গোকুলা-নন্দ, কুণ্ডেশ্বর মহাদেব (ইহার পরে পোষ্টাফিস রহিয়াছে), কুসুম-বট (বটবৃক্ষ ও কুসুম-ঘাট), বামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কীউ, তুলবিহার স্থান, শ্যামসুন্দর (শ্যামানন্দ মঠ), রাধা-বিনোদ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মন্দির, সূর্য্যঘাট, শ্রীজাহ্নবাদেবীর মন্দির, শ্রীরাধারমণ, শ্রীদাস গোস্বামীর বেরা (এখানে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর মূল-সমাধি আছে) প্রভৃতি দর্শন করিলেন।

শ্রীলপ্রভুপাদ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তদনুসরণে সমস্ত ভক্তও দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি পরিক্রমা করা হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক মূলগায়নরূপে কীর্ত্তন করিলে সকলেই পশ্চাতে যোগদান করিলেন। ভক্তগণের তুমুল সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিস্থলী ও শ্রীরাধাকুণ্ড মুখরিত হইল। শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ এবং সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইলে প্রভুপাদ তাহা সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। নিম্নে আমরা দাস গোস্বামী প্রভুর কুণ্ডাষ্টকটি উদ্ধৃত করিলাম। দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির নিকট প্রায় ১ ঘণ্টাকাল সঙ্কীর্ত্তনানন্দ হইল এবং সকলেই সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় হৃদয়ে একটি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ।

বৃষভদনুজ-নাশাদর্শধর্শোক্তিরূপৈ-
র্নিখিলনিজদসীভির্বৎসলেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃষারণ্যযাত্রা প্রমোদৈ-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

ব্রজভুবি মুদমেদোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রহহ নমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি তূর্ণো হাতুকচ্ছৈঃ প্রিয়ং য-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

অরিপুরপি বরাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরভরকটাক্ষপ্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি বহুচ্ছৈঃ স্নানসেবাদুরচ্ছৈ-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

ব্রজভুবনসুধাংশোঃ প্রেমভূমিনিকামং
ব্রজমধুকিশোরীনৌনিরস্তপ্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব হন্ত-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

অপি জন ইহ কশ্চিৎ যত্র সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরসতা স্যাত্তত্র গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মণীনা-দাস-পুষ্পপ্রপন্না
তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

তটমধুরনিকুঞ্জাঃ স্নিগ্ধনামান উচ্চৈ-
র্নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকরকলমা যত্র রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যত্র নর্ম্মাতিগুপ্তাং
মধুরমধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠভর্ত্তুস্তনয়্যাঃ।
প্রথয়তি নিজ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

অনুদিনমতিহৃদ্যৈঃ প্রেমমত্তালসদ্যৈ-
র্বরবরসিকগণ্যৈর্হারি যত্রিপ্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী দ্বৌ প্রমত্তৌ
তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাপ্রদো মে॥

অধিকমনতি কেবাঙ্কাক্ষকুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিনাক্তার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ পরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিদেবৈঃ স্নিগ্ধযা রাধয়া তাম্॥

'গোবর্দ্ধন' হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে 'আরিট্' গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ড ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। কদম্বখণ্ডি হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড। বহুলাবন হইতে রাধাকুণ্ড কাঁচা রাস্তা, তথায় গাড়ী, টাঙ্গা প্রভৃতি চলিতে পারে।

'আরিট্' গ্রামের নাম এবং তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌বিলাসময়ী কান্ত-লীলা-মাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদিও অরিষ্টাসুর একটি দৈত্য-বিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবৎ-হেতু শ্রীকৃষ্ণকে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য-শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান

করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদার্পণ করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখীগণের স্নানের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পবিত্র জল-পূরক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার সহিত তাঁহার সখীকুণ্ডকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত বাক্য প্রবণ-পূর্ব্বক অতি শীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতীরে আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ-সখীগণ-সহ সরোবর খনন করিলেন, তাহাতে জল হইল না এবং কোনও তীর্থের আগমন হইল না। তখন তাঁহারা হিংস্রওষধিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জল গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভরে লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপদৌষ্টি-হেতু পাতকযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলেও তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণ-সহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গার জল আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ বাক্যোক্তি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থসকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তীর্থসমূহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বর্ত্তমান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ-কুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলরেখা তীর ভেদ-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে ক্ষীর-ক্ষেত্র-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত রসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্য জনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরি-উক্ত লীলা-কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তা বা প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে বিপরীত বুঝা হইবে। এই কুণ্ডদ্বয় নানা বৃক্ষ-লতায় পরিবেষ্টিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামের পরম আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব কেলিস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নীপৈঃ কল্পকপালিভির্নবরসালোকৈরসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্মনোজিকা বাসন্তিকাভিস্তৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিদং মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিব কেলাত্মদেবাপ্রয়ে॥

(শ্রীস্তবমালা-স্তবে)

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টসখীর মনোহর কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখী-কুঞ্জ মনোরম॥
সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড-সর্ব্বদিশে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ-বিশেষে॥
অরিষ্টকুণ্ডাগ্রে শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

(ক্রমশঃ)

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪০; ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৩ | ১২শ সংখ্যা

বেদ ও ভগবদ্ভক্তি

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়ের যে সংহিতাংশে মন্ত্র-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, মাত্র সেই ভাগই বেদ। কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বিচার এই যে, প্রত্যেক বেদের তিন ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। কেহ কেহ জ্ঞানকাণ্ড হইতে উপাসনাকাণ্ডকে পৃথক্ করেন না; কেন না, জ্ঞানের চরম ফলই উপাসনা। কর্ম্মকাণ্ড অজ্ঞানগণের জন্য করিয়; এতৎসম্বন্ধে গীতা, উপনিষদ্—সকলেই একমত। * জ্ঞানবান্ মুক্ত পুরুষের জন্যই উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তি। † কর্ম্মকাণ্ডের ফল—স্বর্গ; জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডের ফল—পরমার্থ।

বেদের যে অংশে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহার নাম—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। আর যে অংশ জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহার নাম—আরণ্যক ও উপনিষদ্।

কোন কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গদ্য-উপনিষদের পূর্ব্বে বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ, তাঁহারা যে-সকল উপনিষদকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, ঐসকল প্রাচীনতম উপনিষদাদির পূর্ব্বেও ইতিহাস-পুরাণাদি বৈদিকসাহিত্য-রূপে প্রকাশিত ছিল। এজন্য অনেক সুধী ব্যক্তির বিচারে ইতিহাস পুরাণাদি বৈদিক যুগ-প্রকাশের পূর্ব্বের অবস্থার।

* গীঃ ৩।৯, ১৮।৬ ; মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৭-৯

† গীঃ ১৮।৫৪-৫৫

এই সকল শ্রুতিপূর্ব্ব বা বেদপূর্ব্ব ইতিহাস-পুরাণাদি পরবর্ত্তিকালে বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন ব্যাসের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তিকালের পুরাণ-ইতিহাসাদি মানব-কল্পিত আধুনিক কোন গ্রন্থ নহে, তাহা মুক্ত ব্যাসগণের সমাধিলব্ধ শ্রৌতবাণীরই প্রকাশ মাত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায় প্রথম খণ্ডে দৃষ্ট হয়,—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যমেতদ্ভগবোঽধ্যেমি
(ছান্দোগ্য ৭।১।২)

—আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি; পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (অতীতাদি-নিরূপণ-বিদ্যা), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ("তৃণ) গীত-বাদ্য-শিল্পাদি বিদ্যানাম্নি"—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।"—বৃহদারণ্যক ২।৪।১০।

—ঋগ্বেদ প্রভৃতি সেই পরমাত্মারই নিঃশ্বাস হইতে প্রকাশিত। ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান প্রভৃতি সকলেরই পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভাব। উপরি-উক্ত বাণিতা হইতে দৃষ্ট হয়, বৃহদারণ্যক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেও ইতিহাস, পুরাণ এবং সূত্র বর্ত্তমান ছিল। এই সকল ইতিহাস এবং পুরাণই পরবর্ত্তিকালে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বিবৃত হইয়াছে এবং যৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি গৃহ্য-সূত্র এবং শাণ্ডিল্য, নারদাদি শ্রৌতসূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রমাণ-শ্লোকই বেদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কথিত শ্লোক। আবার এই সকল উপনিষদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
এতৈরবিদ্যা-মতৎসর্ব্বমেব বিধীয়তে ॥—১।১২

শ্রীমদ্ভাষ্যকার 'ঐতিহ্য'-শব্দে ইতিহাস-পুরাণাদি বলিয়াছেন। বিশেষতঃ এই মন্ত্রে 'স্মৃতি'-শব্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত স্মৃতিশাস্ত্র বেদোক্ত স্মৃতিরই পুনঃপ্রকাশ। ঐসকল উপনিষদ্ ও আরণ্যক অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রকাশ শতপথ-ব্রাহ্মণের ১১শ ও ১৪শ কাণ্ডে ইতিহাস, পুরাণ ও গাথার উল্লেখ আছে এবং ঐসকল আখ্যানের ভক্ত উপদেশ আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অনু-আখ্যান, উপাখ্যানের প্রসঙ্গ এবং ১৩শ কাণ্ডে বহু গাথা রহিয়াছে।

কেহ কেহ উপনিষদের নামান্তর 'বেদান্ত' বলেন; কারণ, বেদের অন্ত বা শিরোভাগই উপনিষদ্। আবার উপনিষদ্ আরণ্যকের শেষাংশ বলিয়া কেহ কেহ বেদান্ত-আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। কাল-প্রভাবে যেরূপ বেদের বহু শাখাই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ তৎসঙ্গে সঙ্গে তত্তৎশাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। উপনিষৎ-সমূহ পূর্ব্বে বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রুতিরূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত ছিল। এই গুরুমুখী বিদ্যা আচার্য্য একমাত্র নিজ বাক্যীত অপর কাহারও নিকট প্রচার করিতেন না; এজন্য ইহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে ঐসকল গদ্য অথবা পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।* সুতরাং কাল-প্রভাবে যে অনেক উপনিষদ্‌ই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া লোকচক্ষুর গোচর হয় নাই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এরূপ অবস্থায় উপনিষদের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য মুক্তিকোপনিষদে ভগবানীয়ন-কালে রচিত ১০৮ খানি উপনিষদের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের ১০ খানি ঋগ্বেদীয়, ১৬ খানি সামবেদীয়, ১৯ খানি

* In the course of centuries the original extemporal instruction crystalised into fixed texts in prose which were committed to memory verbatim by the pupil.
—Deussen's Philosophy of the Upanishads P6.

ভাষ্য-সমূহ-সমীক্ষায়, ৩২খানি ব্রহ্মসূত্র-সমীক্ষায় এবং বাকী ৩১খানি অপরোক্ষের। ব্যাস উপনিষৎসমূহের সংস্কার করিবার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই সকল সূত্রে তিনি কোন্ কোন্ উপনিষদকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি লুপ্ত ও ভ্রান্ত পরম্পরার শিষ্যের হৃদয়ে রক্ষিত শ্রুতি-সমূহ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল আচার্য্য-শঙ্করের নির্দ্ধারিত শ্রুতি বা তাঁহার মতবাদ-স্থাপন-কল্পে স্বীকৃত উপনিষদ্ গুলিকে অবলম্বন করিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করা যাইতে পারে না।* শঙ্করাচার্য্যের ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয় তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই কয়েকটি ভাষ্য প্রচলিত আছে বলিয়া বা ব্রহ্মসূত্র উপলক্ষে আচার্য্য শঙ্কর যে কয়েকটি উপনিষদ্ বর্ত্তমান করিয়াছেন, সেই কয়টিই যে প্রামাণ্য বা প্রাচীন হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য উপনিষদের মধ্যে কৌষীতকী, মহানারায়ণ, মৈত্র ও কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তের ভাষ্যে অনেক লুপ্ত শ্রুতি ও বেদশাখার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতি এখনও দাক্ষিণাত্যের মঠে রক্ষিত আছে। "শঙ্করাচার্য্য সেই সকল শ্রুতির কথা জানিতেন না বলিয়া বা ঐ সকল শ্রুতি তাঁহার মতবাদ-স্থাপনের প্রতিকূল-বিচারে তিনি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া, ঐ সকলকে প্রমাণ বলা যাইবে না", এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অভিসন্ধিমূলক। আচার্য্য রামানুজ অনেক নূতন শ্রুতির বাক্য তাঁহার বেদান্তের ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় ও বিষ্ণুপুরাণের টীকায় অনেক শ্রুতির মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—যাহা আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদ-স্থাপনের প্রতিকূল বলিয়া উদ্ধার করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং কোন উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার অনুগ ব্যক্তিগণ কয়েকটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, কঠ, মাণ্ডুক্য, ঈশ, কেন, প্রশ্ন, আথর্ব্বণ এবং গরুড়ভাষ্য (আংশিক) করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—যখন ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকী—এই দশটি উপনিষদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সকলেই এক মত, তখন কেবল তাঁহাদের প্রমাণই গৃহীত হইবে,—এরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই; কেননা, যখন সমস্ত শ্রুতি জগতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশিত হন নাই এবং যখন অনেক শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছেন, তখন কেবলমাত্র আমাদের নিকট প্রকাশিত কয়েকটি শ্রুতির অসম্পূর্ণ তালিকা-দ্বারা শ্রুতির উপজীব্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।* যদি সকল শ্রুতিই প্রকাশিত থাকিত এবং সেই সকল শ্রুতির কতকগুলির গ্রহণ ও কতকগুলির বর্জ্জন হইত, তবেই সিদ্ধান্তের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থাকিত; কাজেই শ্রীমদ্ভাষ্যকার আচার্য্যগণ যে-সকল শ্রুতি ও বেদশাখা তাঁহাদের বিভিন্ন ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, সেগুলিকে যাঁহারা অপ্রামাণিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাষ্যকার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে যে-সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তালিকা ও বিস্তৃত

* In his commentary on the Brahmasutras, only the following fourteen Upanishads can be shown to have been quoted by Sankara. Chandogya 809. Brihadaranyaka 585, Taittiriya 142 Mundaka 129, Kothaka 103, Kausitaki 88, Svetasvatara 53, Prasna 39, Aitareya 22, Jabala 13, MahaNarayana 9, Isa 8, Painga 6 and Kena 5. (The figures attached indicate the numbers of quotations.)—Deussen's Upanishad P 30.

* যে-সকল উপনিষদ্ নিঃসংশয়িত হইবার পূর্ব্বের কথা বাদ দিলেও এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল উপনিষদ্ ও বৈদিকগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এমন কি, যাহা ঘোর অনধিকারী জাতির হস্তগত হইয়াছিল, সেই সকল উপনিষদ্‌ও বর্ত্তমানে কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে ৫০ খানি উপনিষদ্ পারস্য-ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যাহা কলিকাতায় পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছিল, যাহা পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক ডয়সেন্ হলয় লিখিয়াছিলেন—"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death," সেই সকল পারস্য-অনুবাদের সংস্কৃত মূল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সংগ্রহের ৮ম খণ্ডে পাওয়া যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ('ব্রহ্মসূত্র,' 'আত্মারাম,' 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে) এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ উপনিষদ্ ও বেদের মাত্র ভক্তির চিন্তাধারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশিত বেদের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, তন্মধ্যে বিষ্ণুর নামের মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

"ওঁ আহুশ্চা জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে, ওঁ তৎসৎ।" (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য় ঋক্)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

গৌণ, মুখ্য বৃত্তি, কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কৃষ্ণকে॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।৭ ও ১৫।১৫ শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি।

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, (পূর্ব্বতাপনী ৬১ মন্ত্র)—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ। একো বশী সকলঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠগং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতেনেতরেষাম্।"

তৈত্তিরীয় বলেন,—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

[সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীম তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। চিত্তগুহায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত তত্ত্বই 'পরমাত্মা'। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্বই 'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব তিনি অবগত আছেন, তিনি বিপশ্চিৎ 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণ-গুণ প্রাপ্ত হন।]

এই স্থলে বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই কৃষ্ণ। ভাগবতেও "এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্," ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ও শ্রীগীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি বিভিন্ন বচন সংগ্রহ-দ্বারা শ্রীরূপ-কে 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। 'বিপশ্চিৎ'-শব্দে পণ্ডিত অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে পাণ্ডিত্য একটি প্রধান গুণ। মুখ্য বা অভিধাবৃত্তি-দ্বারা তাঁহাকে শ্রীরূপ-কে বরণ করিতেছেন,—

"শ্যামাস্ত্রবলং প্রপদ্যে। শবলাস্ত্র মং প্রপদ্যে॥"
(৮।১৩।১)

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও আরণ্যেয়োপনিষৎ এম মন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা;—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ তদ্বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ (১।২২।২০ ঋক্)

পুনরায় ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—(ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

অন্তঃ গোপায়নিস্তদানদা চ পরা চ পথিভির্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

এই বেদবাক্য-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা অভিধা-বৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন (১।৪৩ সূক্ত ৩ ঋক্),—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

ঈশাবাস্য বলেন (১৪শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ),—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

[শুষ্কভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না, শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুষ্কভক্তি লভ্য হয় না, এই জন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন-দ্বারা সত্যস্বরূপ পরম ঈশ্বর মুখপদ্মস্থিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।]

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৪।১৪-১৫),—

আত্মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।
আত্মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ।
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বত:-পরিচয়-দ্বারা গৌণ-রূপে বেদ বলিতেছেন যে, 'আত্মা'রূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। 'আত্মা' শব্দে—'কৃষ্ণ', ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যথা ;—(ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং অগদাত্মনাম্।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'সাম্বর্ব-সূত্র' নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-স্বরূপ একটি সুপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহাতে 'ব্রহ্ম' শব্দে—'বিষ্ণু' কথিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার নিরাকার করি' করয় ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাখিলত্রে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশোক্তধৃত
ভাগবতামৃতকারের বচন)

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্ম পুনরপি হ'য়ে যায় লয়॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
'ব্রহ্ম' শব্দে কহে 'পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্'।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

'অপ্-পি-পার'-শক্তি সর্ব্বে 'প্রাকৃত' নাহি-করণ।
পুনঃ তবে,—নীয় চলে, করে সর্ব্ব গ্রাণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, 'ব্রহ্ম—নির্বিশেষ'।
'পূর্ণ' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ নব-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

উপনিষদ্ পরমার্থ-বিশ্ববিজ্ঞানশাস্ত্রের সর্ব্ব প্রাথমিক ও মূল গ্রন্থ। তাঁহাতে পরমার্থের সর্ব-পরিচয় ও প্রাথমিক বিচারই আচার্য্যের সমীপস্থ বিদ্যা-বারাঙ্গনার জন্য শুদ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক, যদিও ইতিহাসে তাঁহাতে পরমার্থের উচ্চ কথাও অনুস্যূত রহিয়াছে। উপনিষদের প্রধান কার্য্য—জগতের চিন্তাস্রোতে, বহির্মুখ স্বভাবে নিক্ষিপ্ত জন-সাধারণকে জড়বিলাস হইতে মুক্ত করা ; "জড়বিলাস—চিদ্বিলাস নহে, জড়—চেতন নহে, ব্রহ্মের আকার—জড়াকার নহে, ব্রহ্মের লীলাকৈবল্য—ক্ষুদ্র জীব ও জড়ের কর্ম্মকৈবল্যের সহিত এক নহে," ইহা পুনঃ পুনঃ জীবের কর্ণে হাতুড়ির আঘাতে বিধান'। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাখিলত্রে সবিশেষমেব।"
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত'-স্থাপন॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

প্রাকৃত দাতা বা ত্যাগী—সম্ভোগবাদী মাত্র

'দান' অর্থে—ত্যাগ ; মনে করুন, যাঁহার একলক্ষ টাকা আছে, তিনি একশত টাকা দান করিলেন, তাহাতে তাঁহার একলক্ষ টাকা হইতে একশত টাকার বিয়োগ হইল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার 'ভোগের জনক' লক্ষ্যহয় হইতে একশত মুদ্রানুযায়ী ভোগস্পৃহা যে আপাততঃ ত্যাগ করিলেন, তাহার মূলে কি প্রবৃত্তি রহিয়াছে? তাঁহার আন্তরিক মনোভাব এই যে, যদি আমার শতমুদ্রার ভোগস্পৃহা আপাত

কর্ম্মটেরা ও পরিণামে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণে অধিক ও উন্নত ভোগের পাথেয়-স্বরূপ পুণ্য বা প্রতিষ্ঠা পায়। যদি, তবে আপাততঃ কিছু ত্যাগের অভিনয়ে ক্ষতি কি?

কর্ম্মীর কৃচ্ছ্রতা ভাবী সম্ভোগের সাময়িক-মাত্র

বস্তুতঃ যে ত্যাগ, দান, ব্রত, কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি যে আকারেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। তাহা ভবিষ্যতের অধিকতর সম্ভোগময় জীবনের জীবন-বীমার প্রিমিয়াম প্রদান-মাত্র।

নির্ভেদ জ্ঞানী অধিক চতুর হইলেও সম্ভোগবাদী

স্বর্গাদি সম্ভোগের আয়ু অল্পের তুলনায় যতই অধিক হউক না কেন, তথাপি অনন্তকালের তুলনায় তাহা অত্যন্ত পরিমিত ও সসীম জানিয়া আর এক শ্রেণীর অধিকতর চতুর ব্যক্তি স্বর্গাদি ভোগকে উপেক্ষা করিয়াও মুক্তিলাভের জন্য নানা প্রকার ধর্ম ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

কেহ বা এ জগতে চেতনতা বা সহানুভূতিই নানা দুঃখের কারণ বুঝিয়া অচেতনবস্তুর ন্যায় অনুভূতি-রহিত হইবার জন্য তপস্যা করেন, তাহাকেই 'ধর্ম' মনে করেন এবং ঐরূপ অনুভূতি-রহিত হইবার প্রয়োজন লাভের জন্য তিতিক্ষা, অহিংসা ও বিবিধ নীতির অনুশীলন করিয়া থাকেন।

চিন্ত্যাদ্বৈতবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

কেহ এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন,—চেতনতাকে বিনাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু চেতনকে ক্রিয়া-রহিত (?) করিয়া জগতের সুখ-দুঃখের অনুভূতির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং সেইরূপ কেবল-চিন্মাত্র অবস্থাই—'আনন্দময় অবস্থা'। আপাত-দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত অচিন্ত্যাদ্বৈতানুভূতি বা শেষোক্ত চিন্ত্যাদ্বৈতানুভূতি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও উহারা অন্তরে একজাতীয়। কেন না, উভয়েই সম্ভোগের অনুসন্ধিৎসু।

চিন্ত্যাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ উভয়েই অন্তরে একজাতীয়পর্য্যবসন্ন

চেতন কখনও বৃত্তিরহিত হইয়া অবস্থান করে না। বৃত্তি যেরূপ বাহিরের শক্তি-ব্যতীত অধিক সংরক্ষণ করিতে পারে না, সেরূপ চেতনও বৃত্তিরহিত হইয়া চেতনত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। বৃত্তিরহিত চেতন, বাহিরের শক্তিহীন অগ্নি, কাষ্ঠি-বর্ত্তহীন প্রদীপ—কথার কথা-মাত্র। সুতরাং চিন্ত্যাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ উভয়েই অন্তরে একজাতীয়পর্য্যবসন্ন। উহাদের তাৎপর্য্যগতভেদ যাহাই হউক না কেন, উহারা উভয়েই আত্মসম্ভোগবাদী। তাহাদের নীতি, শম-দমাদি-অভ্যাস, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, নানাবিধ তপস্যা ও সাধনার প্রক্রিয়া, মূল্য বা বেতনরূপে তাহারা ইন্দ্রিয়জগতের বিভিন্ন-রূপ সম্ভোগাকার হইতে মুক্তির জন্য নিপাতন, তাহারা নিজের তারতম্যে কিছু না কিছু চাহিবেই চাহিবে।

কর্ম্মিগণের কপটতা সাধারণের গ্রাহ্য; কিন্তু নির্ভেদ জ্ঞানীর কপটতা সাধারণের দুর্বিগম্য

অজ্ঞান স্বর্গ-কামীর সম্ভোগের প্রার্থনা সাধারণের বোধ-গম্য ও উহার আয়ু অল্প; কিন্তু শেষোক্ত 'জ্ঞানী'-অভিমানী ব্যক্তিগণের সম্ভোগের বাসনা সাধারণের নিকট নানা প্রকার তপশ্চর্য্যার প্রচেষ্টিকার প্রচ্ছন্ন ও তাহার পরমায়ু অসীম বলিয়া কথিত—এই মাত্র ভেদ।

জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-মত কোনও না কোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত

জগতে যত প্রকার লৌকিক ও পারলৌকিক ধর্ম সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলেই উভয়প্রকার আত্ম-সম্ভোগের শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন আকারে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় আত্মসম্ভোগের গন্ধ নাই

করিবে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তদোরুজ-শ্রীরূপের অপ্রাকৃত শাশ্বতদাস, দাস-দাস, দাসী-দাস, বৎসল-দাস, ও মধুর-দাস-পদবীর নিত্যসিদ্ধচেতন-বৃত্তির বেতন-রূপে সেবধনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-সম্ভোগবাদের কোন প্রকার গন্ধ-লেশ নাই। তাহাতে প্রেয়োলিপ্সার সম্ভোগসেবা পূর্ণ-মাত্রায় করিয়াও 'কিছুই করিতে পারিলাম না',—এইরূপ নবনবায়মান প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর সেবাকাঙ্ক্ষার আত্যন্তিক আধি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভুর "দীন" শব্দের অর্থ

তাই মহাপ্রভু "দীন"শব্দে প্রেমধনহীন 'দরিদ্র জীবন'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। "দীন" শব্দে—বিরহ-কাতর; প্রেমের এমনই স্বভাব যে, পূর্ণতমরূপে সেবা করিয়াও তাহা পূর্ণ-তমতর সেবার জন্য চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করায়।

---

* এজন্যই মায়াবাদিগণ বলিয়াছেন—
"যৎ সুষুপ্তাবিবাত্মা সুখং, ব্রহ্ম তদ্বিদ্যাৎ (?) ৬ ৎৎ"
—সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্ত ৮০

প্রেমের স্বভাব কি ?

প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—"কৃষ্ণে মোর নাহি স্বজনাদ"
(চৈঃ চঃ অ ২০।১৮)

বিরহ বিধুরগণের কামনা কি ?

এই দীনাভিমানী বিরহ-কাতর জনগণ কি আকাঙ্ক্ষা করেন ? বিরহিণী প্রণয়িনী যেরূপ প্রণয়াস্পদের বিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার কথাই শ্রবণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভগবদ্ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন ; তাই কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীগণ বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা কাহারা ?

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ ! যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ অপ্রাকৃত রসিকগণের আস্বাদিত বিরহ জ্বালা-দুঃখ-বিনাশক, বিরহ-তাপিতগণের কর্ণরসায়ন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃতদাতাশব্দবাচ্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথায়ও নাই।

অন্যান্য যাবতীয় দাতাই ঔপাধিক আত্মসম্ভোগবাদী

জগতের অন্যান্য দাতৃগণের দানের আয়ু অতীব অল্প এবং সেই সকল দান আপাততঃ শোভন ও সুখদায়ক হইলেও পরিণামে মন্দপ্রসবকারী। যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাঁহারাই একমাত্র হরিকথা-ব্যতীত আত্মসম্ভোগের জন্য মর্ত্যজগতের অন্যান্য মর্ত্যদানের দাতা ও গ্রহীতা হইয়া থাকেন।

জাগতিক তথাকথিত পরার্থিতার পরমায়ুঃ ও অতিসন্ধি

ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অর্থহীনকে অর্থদান, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তু-দান, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক দানের পরমায়ু ও সার্থকতা এত অল্প যে, বুদ্ধি ধরিয়া দেখিলে তাহা ফুরাইয়া যায়। আর ঐ সকল দানের মূলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ন্যূনাধিক আত্মসম্ভোগের অনুসন্ধান ও অভিসন্ধি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে।

পঞ্চম সম্পুট

শ্রৌত সত্যকথা কীর্ত্তনের জন্য আবেদন

আমরা সুবুদ্ধিমান জনগণের স্বাভাবিক ক্ষমাগুণের নিকট আবেদন জানাইয়া জাগতিক চিন্তা-ধারার বিপ্রতিপত্তি একটি কথা বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে চাহি। যদি এমন কথা মানবজাতির ন্যায় বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্মুখে চিরকালই আপেক্ষিকতার যবনিকায় আবৃত থাকে, তাহা হইলে এই সকল কথার গ্রাহক আর কে হইবেন ?

জাগতিক প্রয়োজনীয়তার মুখ্যতা-বিচার কেন উচিত হয় ?

বর্ত্তমানে আমরা ব্যষ্টিগত দেহ-মনের সন্তোষকে সমষ্টিগত আন্দোলনে ব্যাপ্ত করিয়া কেহ বা সমাজ-সংস্কারক, কেহ বা দেশ-উদ্ধারক, কেহ বা জাগতিক অভ্যুদয়ের জননী শিল্প-বাণিজ্যাদি-শিক্ষার পথ-প্রদর্শক হইতেছি এবং গুরুর পদবী ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে,—আগে দেশোদ্ধার, পরে ধর্ম্ম-কর্ম্ম; কাহারও কাহারও মতে,—সর্ব্বাগ্রে যুগধর্ম্ম পালন, পরে সময় বা ফলে পলিত-অঙ্গ পলিত-কেশে নাসাগ্রে চশমা পরিয়া "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্" প্রভৃতি ছড়াপাঠই ধর্ম্ম-কর্ম্মের শেষ সীমা। নিরপেক্ষভাবে বলিতে সাহসী হইলে বলা যাইবে—এইরূপ বিচার-পরায়ণ জনগণের সমাজ-প্রেম (?), স্বদেশ-প্রেম (?), বিশ্বপ্রেম (?) প্রভৃতির ধারণা বা ধর্ম্মের ধারণা—সমস্তই আত্মসম্ভোগবাদের পিপাসা হইতে প্রসূত।

একটি দৃষ্টান্ত

মনে করুন, আমাকে যে-কোন ভাবেই হউক ট্রেণ ধরিয়া আগামী কল্যই কলিকাতায় পৌঁছিতে হইবে এবং সে-স্থানে তদ্দিবসই একটি বিশেষ মোকদ্দমার জন্য বিচারালয়ে 'হাজির' হইতে হইবে, নতুবা আমার বাটীঘর সব নীলাম হইয়া যাইবে। ট্রেণ ধরিবার কিছু পূর্ব্বে যদি বৈবক্রমে আমার গায়ের জ্বালায় আগুন ধরিয়া যায়, তবে আমি কি

করি? সর্ব্বাপেক্ষা হিতের প্রাণ-রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি, না 'উনি কেন করেন' ভাবিয়া গায়ের আগুন নিবাইবার পূর্ব্বেই ছেলেকে দিকে ছুটিয়া যাই, বা অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করি? গায়ে আগুন লাগিলে যেমন সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষাই মুখ্য ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব-বিচারের অভাব পরমশ্রদ্ধেয়ীয় ও সর্ব্বপ্রথম মুখ্যরূপে গৌণ

কাহার নিকট হরিসেবাই মুখ্য বা একমাত্র কৃত্য বলিয়া অনুভূত হয়?

হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহাদের হৃদয়ে—যে-সকল ভেতনের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-শক্তি-বৈশিষ্ট্যের অগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে, যে-সকল চেতনে বিরহের মহাবহ্নি-স্বরূপ হরিকথামৃত-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মৃতিতে বিরহই সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বমুখ্য ও একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। সকলের আত্মরক্ষা করিতে

হরিসেবকের অন্যান্য কৃত্য-অকরণ জনিত প্রত্যবায় নাই

দিয়া অন্যান্য কার্য্যের প্রতি যে আপাত অমনোযোগ, যাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা ঐরূপ ক্ষেত্রে কখনও অধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ ঐরূপ বিপদে পড়িয়া সকলের আত্মরক্ষা করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্টকালে বিচারাসনে উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহাকে বিচারক তজ্জন্য ঐ ব্যক্তিকে ধন্যবাদ করেন না। এজন্যই শ্রীবৃন্দাদেবী বলিয়াছেন,—

যাহ ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃ ঋণের কভু নহে ঋণী॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩৮)

তেষামৃষিপৃথগ্‌দেবনৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

শ্রীল বাসুদেবপুরী "মথুরানাথ" বলিয়া ব্রজ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকে যে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতেও পুরীপাদের বিরহের আর্ত্তিপ্রসূত উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

ষষ্ঠ সম্পুট

বিরহের চারিপ্রকার বিচিত্রতা

বিরহ বা বিপ্রলম্ভ চারিটি বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়, —(১) পূর্ব্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং (৪) প্রবাস। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—প্রণয়াঙ্কুরের অনুরাগমনন্তর 'রতি' নামক ভাব যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা 'বিপ্রলম্ভ' বা 'বিরহ' নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেরূপ রঞ্জিত বস্ত্রের পুনরায় রঞ্জন হইলে অতিশয় রাগবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিপ্রলম্ভদ্বারাও সম্ভোগ পুষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরাগ—বিরহ

যে রতি মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের বিভাবাদি-বিশ্লেষ আস্বাদময়ী হয়, তাহাই 'পূর্ব্বরাগ'—বিপ্রলম্ভ। এই পূর্ব্বরাগ নানাভাবে উৎপন্ন হইতে পারে—গোষ্ঠাদিকে চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, অপরের মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ, গানে তাঁহার বিষয় শ্রবণ, সাক্ষাৎ দর্শন, মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণ প্রভৃতি।

প্রাকৃতমান অত্যন্ত হেয় ও আত্মসম্ভোগ-পিপাসা-জাত

জগতে যে প্রাকৃত মানের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা আত্মসম্ভোগময় ও অত্যন্ত হেয়। কোন পত্নী তাঁহার পতির নিকট হইতে বস্ত্র, অলঙ্কারাদি কোনপ্রকার আত্ম-সম্ভোগের উপকরণ-লাভের জন্য মান করিয়া থাকে, তাহাতে নিজের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা বা অভিসন্ধি দেখা যায়, উহা স্বার্থপরতা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত হেয় বলিয়া-ই প্রতীতি। কিন্তু অপ্রাকৃত মান কৃষ্ণকে অধিকতর সুখে সমৃদ্ধ

কৃষ্ণপ্রেমে সকল বিচিত্রতাই উপাদেয়

করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, কৃষ্ণপ্রেম এমনই জিনিষ যে, তাহার সকল বিচিত্রতাই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়। এমন কি, গোপীগণের নিজদেহের প্রতি প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার লালসা, কৃষ্ণের প্রতি মান-সহকারে নানাপ্রকার কটূক্তি,—সকলই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য।

গোপীর নিজ-দেহে প্রীতির তাৎপর্য্য

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
• • ০ •
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥

এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জন-ভূষণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

গোপীগণ নিজেদের শরীরকে কৃষ্ণের ভোগ্য জানিয়াই তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন সম্ভোগবাদীর চেষ্টার অনুরূপ নহে

সম্ভোগবাদীর ন্যায় "আমার হৃৎকমলে বসে বেণু বাজাও বাঁশরী" অর্থাৎ "আমি তোমাকে (?) আমার চক্ষু দিয়া ভোগ করিয়া আমার চক্ষুর কাম চরিতার্থ করি",—এরূপ সম্ভোগবাদের বশবর্ত্তী হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনের জন্য বাসনা প্রকাশ করেন না ; কিন্তু "কৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন, কৃষ্ণের তাহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে,"—এরূপই তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন—কৃষ্ণের সুখ হইতেছে বলিয়াই তাঁহাদের আনন্দ।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণদর্শন-লালসা (?)

ইহার মধ্যেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সম্ভোগবাদ বা যাহারা 'ভগবান্ দর্শন করিব'—এরূপ বিচারে ভক্তক্রব প্রভৃতির সম্ভোগবাদী, তাহাদের সহিত অপ্রাকৃত গোপীগণের আদর্শের পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে। গোপীদিগের কৃষ্ণ-দর্শন-স্পৃহা আত্মসম্ভোগ লালসা নহে ; পরন্তু অধিকতর বিভু বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার পূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানের জন্য অধিকতর কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই উৎকণ্ঠা।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনে কৃষ্ণের সম্ভোগ-সমৃদ্ধি

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখপাছে নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজসেবানন্দ ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ—কোন্‌টি কাম্য ?

যদি কৃষ্ণের দর্শন বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া নিজের আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণসুখের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নিরুপাধিক প্রেমিক ভক্ত সেরূপ আনন্দ বাঞ্ছা করেন না এবং সেরূপ নিজানন্দের লেশকেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন।

প্রাকৃত-সাহজিকগণের চিত্তবৃত্তি

অনেকে 'প্রেমিক ভক্ত' বলিয়া খ্যাতি-লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে বিগলিত-অশ্রুধারা প্রদর্শনের জন্য বড়ই লালায়িত হন। কেহ বা ভগবদ্দর্শনের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজের পুলকাশ্রু (?) প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বা নিজের দর্শন (?)-বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারুক, এরূপ আন্তরিক অভিসন্ধিযুক্ত থাকেন ; কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল আচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"ঐরূপ চিত্তবৃত্তি-সমূহ সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার।" প্রকৃত-বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি তাহা নহে।

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজ-সেবানন্দের প্রতি ভক্তের ক্রোধ-দৃষ্টান্ত

শ্রীল রূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, (১) একসময়ে নারদ শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। সেই সেবা করিতে করিতে নারদের প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তা উপস্থিত হইল। তাহাতে নিজ-প্রেমানন্দ অনুভূত হইলেও তাহা কৃষ্ণসেবানন্দের বাধক বলিয়া নারদ ঐরূপ প্রেমা-নন্দকে অভিনন্দন করিলেন না। (২) একসময়ে কৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী রাধিকার চক্ষু হইতে আনন্দে অশ্রু নির্গত হইতেছিল ; কিন্তু শ্রীমতী তাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নকর বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ২৩শ শ্লোক ও দঃ বিঃ ৩য় লঃ ৩৫শ শ্লোকে)

একদা ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন-কালে উদ্ধব শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মথুরায় অবস্থিত তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পক্ষ হইতে কি সন্দেশ তাঁহার দেওয়া হইবে ? তাহা শুনিয়া শ্রীমতী উদ্ধবকে বলিলেন,—"হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও না আসেন। আর তিনি মথুরা-নগর হইতে আমাদের নিকট না আসিলে যদিও

আমাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন।—কৃষ্ণকে তুমি এই সংবাদ দিও।"

তস্যাঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
বক্ষস্যাদি ক্ষিতিকরয়তে তপ্ত নাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নয়নাদাত্তিকন্দ্রঃ করেন্দ্রঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুটতি হৃদি চেত্তস্য বাসঃ করোতু॥

(উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব ১০৪)

এই স্থান-বিহারিণী শ্রীমতীর ভাবেরই অনুরূপ শ্লোক শ্রীগোস্বামিপাদ প্রকাশ করিয়াছেন,—

অস্মিন্ বা নাথতাং বিনৈব মরণং নির্মর্যাদমস্মাদৃশাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মদেকনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অকৃত্রিম বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি

প্রকৃত বিরহী প্রেমিকের এইরূপই উক্তি। এই নাগরতা বাসীকে কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, সেই লম্পট আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন, একমাত্র আমারই প্রাণনাথ।

অপ্রাকৃত বিরহিগণের রোষোক্তি আত্মসম্ভোগ-লালসাব্যঞ্জক নহে

এখানে যে 'লম্পট' শব্দ, তাহাও বিরহেরই স্ফুটোক্তি। শ্রীমতী পক্ষীর বিরহিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'কানুকেশর', 'কিতবেশ্বর' (কপট-শিরোমণি) 'চোরচৌর' প্রভৃতি বলিয়া যে কটূক্তি করেন, তাহা প্রাকৃত রোষরাগের কটূক্তির ন্যায় নিজ-নিজ কামচরিতার্থতার অভাবজনিত ক্রোধব্যঞ্জক ঘৃণ্য প্রাম্য উক্তি নহে, পরন্তু তাহা অধিকতর কৃষ্ণসুখ-প্রদানের ঐকান্তিকী লালসার অপ্রাকৃত স্ফুটোক্তি।

তাদৃশ বেদস্তুতি হইতেও অধিকতর কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধক

প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

বেদস্তুতি কেবল কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিমূলা

পারমার্থিক শিষ্যগণের শাস্ত্রাধিক পাঠগ্রহণ শ্রুতিমন্ত্র পরতন্ত্রের উদ্দেশে যে স্তবাদি দুই হয়, তাহাতে সেবার পরম প্রগাঢ় ভাবের আদর্শ নাই। কেবল কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অনুশাসন প্রভৃতি নীতি বা বিধির বাধ্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে স্তবস্তুতি, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ

অপ্রাকৃত মান—বিরহে যে রোষোক্তি, তাহা স্বাভাবিক স্থায়িভাবের পরাকাষ্ঠা—কৃষ্ণে প্রগাঢ় আসক্তিময়ী

প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আত্মার আন্তরিক স্বাভাবিক অনুরাগের পরাকাষ্ঠা যখন বিরহ বা অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে সেবার উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে যে-সকল কটূক্তি দেখা যায়, তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত ভাবক-সম্প্রদায়ের প্রশংসা-সূচক বাক্য অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক বিশ্রম্ভ, মমতা এবং সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবা করিবার স্পৃহা ও মধুরতাময়ী।

শ্রীল পুরীপাদের "মধুরানাথ" সম্বোধনের তাৎপর্য্য

অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ "মধুরানাথ" বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানেরই ইঙ্গিতসূচক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সেবাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হন। সেই মাধুর্য্যময় নিজস্ব বিহারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন মাধুর্য-সাগরী কান্তাগণের নিকট গমন করিয়াছেন?—ইহাই পুরীপাদ বিরহকাতরা শ্রীরাধার কিঙ্করী অভিমানে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

আজকাল উদারপন্থী নারীগণতির স্রোত পাতিব্রত্য-ধর্মকে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি বলেন, —"একটি নারী তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে কেন একটি মাত্র পুরুষ-বিশেষের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবেন? ইহাতে তাঁহার অভিমানবতার অঙ্কুর যে অকালে ম্লান হইয়া যাইবে! তরুণ-সবিতা যেখানে নব নব সহকার-তরু পাইবে, সেখানেই তাহার অবগুণ্ঠিত চেতনকে মুক্ত করিয়া বিলাইয়া দিবে। একপত্নীব্রত বা একপত্নীব্রত-উদ্‌যাপন উদারতার পরিপন্থী। অতএব সেরূপ সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন করিয়া যে-দিকে মন চায়, সে-দিকে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই সমন্বয়ের মন্ত্রার্থ।"

এই সকল মনোভাবের সামগ্রিক উত্তেজনার সাক্রামক ভাব বহির্মুখতার যোগাতাকে অতি সহজে আক্রমণ করিতে পারে এবং গণমনকে অনায়াসে তাহাদের দলে টানিয়া আনিতে পারে। কিন্তু ধীর, স্থির, আত্মস্থ হইয়া ইহাদিগকে তাপাকড়ি দিয়া ক্রয় করিলেও কেহ কোন লাভজনক মূলধন উদ্ধার করিতে পারিবেন না।

সপ্তম প্রসঙ্গ

দুঃখের বিষয় আজ-কাল 'সমন্বয়' শব্দটির অপব্যবহার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের শতকরা প্রায় শত জনের মধ্যেই যেন সার্বজনীন ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা তাঁহারা আদৌ শুনিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রবণের প্রথম দ্বারেই তাঁহারা পাষাণ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। "প্রকৃত বিষয়টি কি শোনা যাউক, তার পরে না হয় দেখা যাইবে প্রকৃত সত্যের স্বরূপ কি"—এরূপ যুক্তি-যুক্ত বিচারটিকেও নাজানি কোন্ দ্বারাবী জগতের অভিজ্ঞ বিচারকগণের বিচারশক্তি হইতে হরণ করিয়া লইয়াছে। কাজেই প্রথম প্রবেশের মুখেই বৌদ্ধ সাধকগণের ওহার দ্বারে পাষাণ চাপা এবং কাণে তুলা, নাকে তুলা প্রবেশের ভাব মূর্ত দেখিয়া বাস্তবসত্যের প্রচারকগণকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

গীতার দুই একটি শ্লোকের বিকৃত তাৎপর্য এবং পরবর্তিকালের রচিত কয়েকটি শ্লোক ও কতকগুলি লৌকিক উদাহরণ আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদের বিপুল ব্যবসায়ের বিস্তারের মূলধন হইয়াছে। লৌকিক উদাহরণ বা গণমনোরঞ্জনকারী নায়কগণের কতিপয় উক্তি ক্ষণিকুর্ম মানবরুচির অনুকূল মতের বীজাণু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শাস্ত্রীয় যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ দেখা যায় না। এজন্য উহাদের সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আমরা কেবল ইহা দেখাইতে পারি, গণমতের সমর্থিত এ সকল ধর্ম-প্রচারক গীতার প্রকৃত তাৎপর্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকপ্রিয়তার খিলমতপন্থী করিয়াছেন। ঘরোয়ের নিকট তাঁহারা মহাধার্মিক, মহাসমন্বয়ের আচার্য প্রভৃতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই দেবী-ধামের কারাগারের ন্যূনাধিক কয়েদী। রাজদ্রোহী কয়েদীর গণমতদ্বারা রাজভক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—তথাকথিত পুরুষের নিরঙ্কুশ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার সৌন্দর্য সমর্থিত হইতে পারে না।

যে কএকটি শাস্ত্রীয় শ্লোক অবলম্বন করিয়া আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদ 'জগাখিচুড়ী'র মহোৎসবের জোগ দিয়াছেন, তন্মধ্যে কএকটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ সকল শ্লোকের তাৎপর্য কিরূপ বিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও যথাসাধ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলাম—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

(গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা যে ভাবে আমার প্রতি শরণাগত হয়, তাহাদিগের প্রতি আমি সেইরূপই ফল বর্ষণ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

(পুষ্পদন্ত-মহিম্ন-স্তোত্র)

অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—নানাবিধ পথ আছে। কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে সুগম মনে করে। মানুষের রুচি বিচিত্র; কেহ বা সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিলপথে চলে, কিন্তু সকলেরই গম্য তুমিই, —যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র।

আর একটি শ্লোক সমন্বয়বাদিগণের পরম প্রমাণ এবং মতবাদ-প্রচারের সুখদুঃখে শ্রুত হইয়া থাকে।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

যাঁহাকে শৈবগণ 'শিব' বলিয়া উপাসনা করেন, বৈয়াসিকগণ 'ব্রহ্ম' বলেন, বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ' বলেন, প্রমাণ-নিপুণ নৈয়ায়িকগণ 'কর্ত্তা' বলেন, জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ 'অর্হৎ' বলেন, মীমাংসকগণ 'কর্ম্ম' বলেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন।

উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে ১মটি পরমপ্রামাণিক গীতা-গ্রন্থের শ্লোক। ৩য় শ্লোকটি পরবর্ত্তিকালে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচিত হইয়া সাম্প্রদায়ী সম্প্রদায়ে আদৃত হইতেছে। যাহা হউক, উপরিউক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এমন কোন কথাই নাই, বিশেষতঃ প্রথম দুইটি শ্লোকে এমন কোন ইঙ্গিতও নাই, যাহা বিকৃত তাৎপর্য্যরূপে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক একাকারের ধর্ম্ম বা জগাখিচুড়ীমত সমর্থিত হইতে পারে।

গীতার শ্লোকটি অতি সুকৌশলে তথাকথিত সমন্বয়-বাদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে। "যে যথা", "তান্ তথা" এই উক্তিটিকে আধুনিক অনুস্বার-বিসর্গ-সাম্য-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত দৈবীমায়া-বিমোহিত হইয়া কিরূপ অনর্থ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। 'যে' (যাহারা) 'যথা' (যেরূপ ভাবে) 'মাং' (আমার প্রতি) 'প্রপদ্যন্তে' (প্রপন্ন বা শরণাগত হন) 'তান্' (তাহাদিগকে 'অহং' (আমি) 'তথৈব' (সেইরূপ ভাবেই—অর্থাৎ তাহাদের প্রপত্তি অনুযায়ীই) 'ভজামি' (ভজনা করি অথবা ফল দান করি)। হে পার্থ, 'মনুষ্যাঃ' (মনুষ্যগণ) 'সর্ব্বশঃ' (সর্ব্বপ্রকারে 'মম বর্ত্ম' (আমার পথ) 'অনুবর্ত্তন্তে' (অনুসরণ করে)।

উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, তিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তিনি সেরূপই ফল দান করেন। সুবিচারক বা নিয়ামক সাধু ও চোর উভয়কেই সমান ফল দান করেন, ইহাই কি তাৎপর্য্য? যিনি ষোল আনা শরণাগত হন, যিনি এক আনা শরণাগত হন আর যিনি কপট শরণাগতি প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রপত্তির পরিমাণানুযায়ী কাহাকে ষোল আনা অনুগ্রহ, কাহাকে এক আনা অনুগ্রহ এবং কাহাকেও বা কপট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাতো ভগবান্ বলেন নাই,—ষোল আনা শরণাগতি, এক আনা শরণাগতি ও কপট শরণাগতি—সকলেরই মূল্য এক এবং সকলেরই প্রাপ্যফল এক।

সকলেই কৃষ্ণেরই পথ অনুসরণ করে বটে, কিন্তু কেহ সমস্তভাবে তাঁহার পথে চলে, কেহ আংশিক ভাবে চলে, কেহ বা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথকেই 'পথ' মনে করিয়া চলে। "ঐ সকল পথিককে ভগবান্ একই পুরস্কার দিবেন, সকল পথিকই ঠিক, তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, কমবেশী নাই",—এরূপ বিচারই কি সেই শ্লোকের উদ্দেশ্য? "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই শ্লোকের প্রায় সমআদর্শেই শ্রীগীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" শ্লোক। এইরূপ অর্থ না হইলে গীতার অন্যান্য শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্যের সঙ্গতি হয় কিরূপে?

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(গীঃ ৭।৩)

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
(গীঃ ৭।২৩-২৫)

যিনি যাহাই ভজনা করুন, সকলেরই ফল একই হইলে বা সকলেই ভগবান্‌কে ভজনা করিলে একজনের আরাধনার ফল অন্যবৎ অর্থাৎ নশ্বর—আর একজনের আরাধনার ফল অবিনশ্বর হয় কেন? সকল মনুষ্যই যদি তাঁহার পথ অবিকৃত ভাবেই অনুসরণ করেন, তাহা হইলে "সিদ্ধয়ের

সকলের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার ভগবৎ স্বরূপকে 'তত্ত্বতঃ' জানেন"—এই কথার সার্থকতা কি ? তিনি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত হইয়া জড়মায়াবদ্ধ সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকেন কেন ? এমন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও (?) আছেন, যাঁহারা তাঁহার 'মানুষী তনু'কে অবজ্ঞা করেন ; তাঁহাদিগের ঐরূপ ভজনা (?) কি ভগবানেরই ভজনা ? তাঁহাদের রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতির সহিত তথাকথিত সমন্বয় করিতে গেলে ভগবানের নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে মুছে করিতে হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

(গীঃ ৯।১১-১২)

সকলের ভজনফলই যদি সকল ভজন ও ভজনপ্রতির চেষ্টার ফল যদি সমান হয়, সকল ধর্ম্মই যদি সমান হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নীচার (গুহ্য) ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিয়া পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলিবার সময় বলিলেন কেন ?—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

(গীঃ ১৮।৬৩)

আবার ইহার পরও "সর্ব্বগুহ্যতমম্" শব্দ প্রয়োগ করিলেন কেন ?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীঃ ১৮।৬৪-৬৬)

(ক্রমশঃ)

শ্রবণ-মাহাত্ম্য

(শ্রীমতী অপর্ণা দেবী)

তৃষিত হই শ্রবণ করি'
যে করে গো পান,
সাধুর কাছে, নিষ্ঠা করি'
কৃষ্ণ-গুণ-গান ;
দিয়ে যে সদা করিয়া প্রীতি,
ভক্তকথামৃত—
(তাঁর) অচিরে যায় বিষয়-স্মৃতি,
লভিয়া পরামৃত।

কৃষ্ণ-পথে ভক্তি যাতে,
কৃষ্ণভক্তগণ ;
তাঁ'রা নিখিল জীবের ত্রাতা,
বিঘ্নবিনাশন।
শ্রবণে ঢালি' সুধার ধারা,
বিজ্ঞান-প্রেমধন ;
তাঁ'দের দয়ায় সুলভ হয়
ভাবের শ্রীচরণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে—গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৪০) শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীশ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও বিবিধ-ভোগোপকরণ-বৈচিত্র্য-সহ অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মবাসিগণের ভগবদাদেশে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিষয় পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযোগপীঠেও

প্রাতে, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করা হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্র এবং সমবেত বহুলোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কাশীতে—গত ২১শে অক্টোবরের (১৯৩৩) কাশী হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, তত্রত্য শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গত ১৮ই অক্টোবর (১৯৩৩) শুক্রবার মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তিন শত প্রকার ভোগোপকরণ-বৈচিত্র্যসহ শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের বৃহৎ অস্থায়ী অন্নকূটগঠন করা হইয়াছিল। ভক্তগণ ঐ অন্নকূট পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ হইতে শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এই অন্নকূট-মহোৎসব একটি অভিনব ও অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাপার। সহস্র সহস্র অন্নকূট-পরিক্রমা এই মহোৎসবে যোগদান ও মহাপ্রসাদ সম্মানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন। বিশ্বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত কল্যাণ শ্রৌতী মহাশয় গত বৃহস্পতি ও শুক্র এই দিবসে (অর্থাৎ ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর, ১৯৩৩) শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও বক্তৃতামুখে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের তাৎপর্য্য সমবেত সজ্জনকেই সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ও শ্রীমুকুলানন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীগোক্রমে—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সমাধিস্থ শ্রীযোগনদ্য স্থানস্থ বৃক্ষ মূলে বিবিধ উপকরণ-বৈচিত্র্য সহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব যথাবিধানে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সমবেত ভক্তবৃন্দ-সমীপে অন্নকূট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পাটলীপুত্রে বিরাট্ ভাগবতপ্রদর্শনী

পাটনায় শ্রীমদ্ভাগবতপ্রদর্শনীর আয়োজন চলিতেছে। পাটনা হইতে প্রেরিত মনোযোগেষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ের গত ১৫ই অক্টোবরের পত্রে প্রকাশ, পাটনা কদমকুঁয়া (পোঃ বাঁকিপুর) নামক স্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী-অফিস্ স্থাপিত হইয়াছে। পণ্ডিতশ্রী বাহীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রচারকগণও বর্ত্তমানে বিহার-প্রদেশে অবস্থান করিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা প্রচার করিতেছেন।

গত ৯ই কার্ত্তিক (১৩৪০) বৃহস্পতিবার পরমারাধ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ সরস্বতীগোস্বামী আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, মহামহোপদেষ্টক আচার্য্য শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকপ্রবর প্রভু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রোদিত প্রভু, শ্রীযুক্ত পঞ্চজনাক্ষ-ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে সন্ধ্যা (লোদিপ) ৮॥ ঘটিকায় পাটনা হেসে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পাটনাভিমুখে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। বহু ভক্ত ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুব্রজন করিয়া-ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ৮ই কার্ত্তিক বুধবার মধ্যাহ্ন ১২ টার পাটনায় শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর সেবা কার্য্যে যোগদানের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনদাসী শ্রীযুক্ত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলময় ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীঅধীর এবং ৩জন মিস্ত্রী ও ২জন ড্রাইভার-সহ মঠের "ফিয়াট" মোটর ও 'শ্রীধাম মায়াপুর'বাসে পাটনা যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভুপাদ বাধাকুণ্ড মহারাজের ১৮শ বার্ষিকবিরহ-পূজা-মহোৎসব

আগামী রবি ১২ই কার্ত্তিক (১৩৪০) রবিবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাধাকুণ্ড মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তদীয় সমাধিস্থলে এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ বাধাকুণ্ড শাখা-মঠে কীর্ত্তন-মুখে তদীয় অষ্টোত্তর শতবিরহ-পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাটমন্দির নাট্য মন্দিরে একটি বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাধাকুণ্ড মহারাজের অতিমর্ত্ত্য জীবন এবং আচার-মুখে প্রচার-লীলা মহাজনানুগত্যে আলোচিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আরিট্ট গ্রামে আগমন-পূর্ব্বক আরিট্ট-গ্রাম-বাসী ব্যক্তিদিগকে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্ত স্থানদ্বয়ের নির্দ্দেশ বলিতে পারিলেন না; এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে মাথুর-বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সে-সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন এবং তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধা-কুণ্ড দুইটি ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের স্বল্প জলে স্নান-পূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডকে নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসী লোক-সমূহ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় পালন করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা এই অজ্ঞাগত মহাপুরুষের কৃপায় ইহাদের যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন।

একদিন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। কোনও এক শ্রেষ্ঠী বহির্দ্বারে গমন-পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণকে বহু সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন, "তুমি এই অর্থগুলি ব্রহ্মকুণ্ড আরিট্ট-গ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি তাঁহাকে প্রদান কর। যদি তিনি এই সকল অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্ম কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।" উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয় এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিট্ট-গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর সম্মুখে প্রণাম-সহকারে উক্ত মুদ্রাসমূহ রেখে দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞাও তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া অনতিবিলম্বে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়ও মহা আনন্দে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কুণ্ড-দ্বয়ের সংস্কার-সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথের অন্তর্দ্ধানে ভক্তগণ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সমীপে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং পুনরায় তিনবার পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া অন্যান্য স্থান দর্শনার্থ চলিলেন।

তৎপরে পরিক্রমা গোবর্দ্ধনের কিম্বা, শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধি (ভিঃ) (?), কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর, নিতাই-গৌর-সদাধর, গঙ্গামায়ের স্থান, দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর, পঞ্চপাণ্ডব এবং অন্যান্য স্থান দর্শন করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন দিকে বেষ্টন করিয়া লতিকাদি অষ্টবর্ণার কুণ্ড বিরাজিত। তিন কুণ্ডেই জল-নির্গমনের ব্যবস্থা ও সেতু রহিয়াছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীমন্দিরের আর একটি কুণ্ড আছে। এবার, যে সময় শ্রীগুরু অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন, সেই সময় তিনি শ্রীগুরুকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমথুরা-পুরীতে বজ্রনাভকে রাজা অভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন কর।" তৎপরে বজ্রনাভ মথুরা হইতে এখানে আসিয়া এই কুণ্ডটি অতি সুন্দরভাবে বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ডের জল কমিলে এখনও বজ্রনাভ-কৃত ইট শ্যামকুণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্যামকুণ্ডেরই পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে যে তমাল-তলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ তমাল-তলারই পশ্চিম-দিকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। তৎপশ্চিমে শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শ্রীনারায়ণশিলীর মন্দির। তাহার পশ্চিমে ধন্বশালা, তাহার পশ্চিমে রাধাকুণ্ডের দক্ষিণতীরে রাসমণ্ড-বেদি বা রাসবাড়ী। তাহার দক্ষিণে শ্রীগোপীনাথের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিমদিকে হনুমানজী, তাহার দক্ষিণে

শ্রীগোকুলানন্দের মন্দির এবং তদক্ষিণে মণিপুরের মহারাজের পুরাতন মন্দিরে গৌরগোপাল-বিগ্রহ। হনুমানের সম্মুখেই রাধাকুণ্ডের বাজার ও তথা হইতে গ্রাম আরম্ভ হইয়া কুণ্ডের পশ্চিম-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হনুমান্‌জীর উত্তর-পশ্চিম-দিকে এবং রাধাকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে কুণ্ডেশ্বর-মহাদেব। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তর-ভাগে রাধাকুণ্ডের পশ্চিম-তটে একটী বিল্বতলায় বটবৃক্ষ রহিয়াছে। এখানে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে। এই বটবৃক্ষরাজের পশ্চিমভাগে রাধাকৃষ্ণের একটি পুরাতন উচ্চ মন্দির। কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বিগ্রহ উত্থিত হইয়াছিলেন এবং কোন ধনবান্ ব্যক্তি এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল হইল, রাধাঘাটের এক ব্যক্তি ঐ মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই বৃক্ষরাজের উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার উত্তরে শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির অবস্থিত।

তদুত্তরে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর স্থান। এখানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহও বিদ্যমান আছেন। শ্রীশ্যাম-সুন্দরের মন্দিরের পূর্ব্বভাগে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীজাহ্নবী-মাতার উপবেশন-স্থান ও শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির। তাহার পূর্ব্বদিকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ঘেরা ও সমাধি। শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর। তাহার দক্ষিণে শ্রীরতিবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি। শ্রীরতিবিহারীর দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থল মধ্যবর্ত্তী তীর। ঐ স্থানের উত্তর-প্রান্তে চরণচিহ্ন ও তদুপরি মর্ম্মর-প্রস্তরের এক মঞ্চ আছে। অপর দক্ষিণ-প্রান্তে গোবর্দ্ধন-শিলামক। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীর পূর্ব্বদিকে, শ্যামকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর। তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরেই শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামী, শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধিত্রয় একই কুটীর-মধ্যে অবস্থিত। মধ্যস্থলে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি, বামে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর ও দক্ষিণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধি। ইহা তাঁহাদের "চিতা সমাধি" বলিয়া স্থানীয় লোকের উক্তি। কিশোরদাস নামক এক ভেকধারী (পূর্ব্বে শ্রীহট্টবাসী) সেখানকার সেবায়েত। ইনি পুরী হরিদাস-মঠের গোবিন্দ-দাসের শিষ্য। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীরের উত্তরভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। উহার পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে শ্রীনবাবহ-চৈতন্যের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিম-কোণে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির। এই মন্দিরের পার্শ্বে গোবর্দ্ধনশিলা। কথিত আছে যে, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে গোপকূপ নামে যে এক কূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই শিলা উত্থিত হওয়ায় এবং ঐ শিলা গোবর্দ্ধনের শিলা বলিয়া স্বপ্নে বিদিত হওয়ায় গোবিন্দ-মন্দিরে তাহা আনীত হয়। পরে মন্দিরের পার্শ্বস্থিত একটি স্থানে (বর্ত্তমান চৌতুলতলা) ঐ শিলা স্থাপিত হয়। প্রবাদ, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু তৎপরে ললিতাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে আর একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন। ঐ কূপ এখনও তথায় আছে। গোবিন্দ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরেবতী-বলরামের উত্তরে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ। গোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব্ব-উত্তরদিকে শ্রীজগন্নাথের মন্দির। তাহার দক্ষিণে কালাচাঁদের মন্দির। কালাচাঁদের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভরাসের (পাবনা) জমিদারের ঠাকুর-বাড়ী। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণদিকে নন্দিনী-ঘেরা। ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর ও ঘেরা। উহার পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে ললিতবিহারীর মন্দির। ললিতবিহারীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে মণিপুর-রাজার ঠাকুর-বাড়ী। উহার দক্ষিণপশ্চিম দিকে গোপকূপ, তৎপশ্চিমে বর্ণশালা। ইহার পশ্চিমে সীতানাথের মন্দির। ঐ মন্দিরের উত্তরে শ্রীমহাদেবীর কুঞ্জ। ইহার পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে বাসঘরা এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর উপবেশন-স্থান।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের ঘাট মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (পরবর্ত্তিকালে যিনি লালাবাবু নামে বিখ্যাত) বাঁধাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার রাস্তা-সমূহও পাথর দিয়া বাঁধান আছে। (ক্রমশঃ)

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০; ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৩ | ১৩শ সংখ্যা

নিঃস্বনারায়ণের (?) জন্মকথা !

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া পাঠকগণ কি ভাবিবেন জানি না; কারণ সকলেই জানেন, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মী; সেই লক্ষ্মী যাঁহার পদ-সেবিকা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌ই নারায়ণ। সেই নারায়ণ কিরূপ ভাবে নিঃস্ব হইলেন, ইহা শাস্ত্র দূরে থাকুক, সাধারণ যুক্তির মধ্যেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার পক্ষ নারায়ণ অজ বস্তু, তাঁহার জন্ম নাই। "কপট মানুষ"—অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলা সনাতন শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু নারায়ণের বিশেষত্বই এই যে, তিনি কোন মাতা পিতা হইতে উদ্ভূত হন নাই—তিনি অজ।

আধুনিক সাহিত্যে ও লোকমুখে নিঃস্ব-নারায়ণ-পর্য্যায়ের কতকগুলি শব্দ দুষ্ট ও শ্রুত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নয় ক্ষেত্রে কোথা হইতে ঐরূপ নারায়ণ (?)-সৃষ্টির বীজ আমদানী হইয়া উপ্ত হইল, তাহারই রহস্য উদ্‌ঘাটন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে উপনিষদের মন্দিরেই প্রবেশ করা যাউক। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একটি বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি।" অর্থাৎ যিনি পাপপুণ্যের অতীত, জরা বা শোক যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার জাগতিক

ক্ষুধা বা পিপাসা নাই, যাঁহার কামনা ও সঙ্কল্প অব্যর্থ, সেই আত্মাকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাঁহারই বিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

যিনি এই আত্মাকে আচার্য্যের উপদেশের দ্বারা অন্বেষণ করেন, তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন।

প্রজাপতির এই বাণী লোকপরম্পরায় দেবতা ও অসুর—উভয়েরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন—যাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের সাফল্য লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া জানিলে আপত্তি কি? তখন দেবতাদিগের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধি-রূপে বিরোচন ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং সমিধ্ হস্তে লইয়া উভয়েই প্রজাপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই নিষিদ্ধকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিলে আচার্য্য প্রজাপতি সেই আত্মার প্রসঙ্গ বলিলেন,—

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈত-দমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং জলেষ্বাত্মন্যাত্মানং পরিপশ্যতে যদ্যাত্মনমাদর্শে কতম এব ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বেতেষু পরিপশ্যতে ইতি হোবাচ।"

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন, এই নয়ন-মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, সেই পুরুষই আমার কথিত পাপপুণ্যাতীত সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প আত্মা, এই পুরুষ অমর ও নির্ভয় ভয়ের অতীত, ইনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির এই উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া 'নয়ন-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ' অর্থে চোখে যে মানুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাকেই ঐ পুরুষ ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে ও দর্পণাদিতে আমরা মানুষের যে প্রতিবিম্ব দেখি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সেই আত্মা? প্রজাপতি নিজ-অভিপ্রায়-অনুসারেই বলিলেন—কেবল চক্ষু, জল বা দর্পণাদি বলিয়া কোন কথা নাই, সমস্ত বস্তুর অন্তরে সেই আত্মাই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মার কথা বুঝিতে ভুল করিতেছেন দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য বলিলেন —তোমরা সেই জলপূর্ণ পাত্রে অবলোকন কর। তাঁহারা ঐরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা আত্মাকে এবং তাহার লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রতিবিম্বটিকে দেখিতে পাইতেছি।"

প্রজাপতি দেখিলেন, ইহাদের ভ্রম এখনও দূর হয় নাই; তাই তিনি পুনরায় বলিলেন,—"তোমরা ভদ্রবেশ হইয়া আইস এবং জলের মধ্যে আর একবার দেখ।" তাঁহারা ঐরূপ করিলে প্রজাপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তখন ইন্দ্র ও বিরোচন উত্তরে বলিলেন,—আমরা যেরূপ ভদ্রবেশ ও উত্তম বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত, জলের মধ্যেও ঠিক তেমনই এক ছায়া পুরুষকে দেখিতেছি।

ব্রহ্মা দেখিলেন যে—এখনও তাঁহাদের ভ্রম অপনীত হয় নাই। যাহা হউক, তিনি বিচার করিলেন—"আমার সত্যবাণী আমি বলিয়া যাই, ইহাদের যোগ্যতা-অনুসারে ইহারা গ্রহণ করিবে।" তাই তিনি বলিলেন,—"ইনিই সেই অমর ও অভয় আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।" তখন ইন্দ্র ও বিরোচন শান্তহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

উহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া প্রজাপতি বলিলেন—ইহারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। যাহারাই ইহাদের নিকট হইতে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে ইহাদের ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত মঙ্গলময় পথ হইতে চির-দিনের জন্য ভ্রষ্ট হইবে।"

এদিকে অসুরদিগের রাজা বিরোচন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদ দেশ-বাসীর মধ্যে প্রচার করিয়া বলিলেন,—এই দেহই আত্মা, ইহাই পূজনীয় ও সেবনীয়; ইহাই ব্রহ্ম, ইহার সেবায়ই ইহলোক ও পরলোক লাভ হইয়া থাকে।

এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন—বিরোচন সেই সময়ে অসুরজাতির মধ্যে যে দেহব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি এই জগতে সেইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইতেছে। যাহারা ঐরূপ মতবাদ-গ্রহণে উৎসুক, তাহারা অসুরপ্রকৃতির ব্যক্তি এবং ঐ মতবাদ তাহাদিগেরই উপনিষৎস্বরূপ হইয়াছে। ইহারা প্রেতের শরীরকে গন্ধ-

মালা-বসন-ভূষণাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া মনে করে যে, ইহাদ্বারাই তাহারা পরলোকে সুখী হইবে।

তদ্যথাপ্যস্যেহাদ্যানানব্রজত্যেবমেবামুষ্মাল্লোকাৎপ্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি মন্যতে কামমযোঽয়মাত্মেতি সংকল্পময়োঽয়ং লোকা ইত্যেবাস্য মনস্যে।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮।৮।৫)

এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিবার পথে ব্রহ্মার কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন—"ব্রহ্মা যে গূঢ় তত্ত্বটি তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি রহস্য আছে। তিনি তাঁহার রোম ও নখগুলিকে কাটিয়া ভদ্রবেশ ও উত্তম বসনভূষণ ধারণ করিলে তাহার প্রতিবিম্ব যেরূপ তদনুরূপই হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যাধির প্রবল আক্রমণে যদি তাঁহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবিম্বটিও তেমনই হইবে। তৎপরে আবার এই শরীর-নাশের সঙ্গেই এই প্রতিবিম্বটিও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের এই অনিত্য জড়দেহের মত নশ্বর প্রতিবিম্বকে 'আত্মা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে কোনই লাভ দেখিতেছি না।"

ইন্দ্র এইরূপ বিচার পূর্ব্বক পুনরায় গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার জন্য সমিধ্ হস্তে ব্রহ্মার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকার শুষ্কপাদপদ্মে জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক, প্রতিবিম্ব কখনও নিত্য আত্মা হইতে পারে না, তুমি আরও ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এসকল কথা শ্রবণ কর।

ব্রহ্মার নিকট পুনরায় উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র সেই সকল বিচার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার সংশয় থাকিয়া গেল। তিনি পুনরায় সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি আরও ৩২ বৎসর এই সকল কথা শ্রবণ করিতে বলিলেন। এবারও তিনি গুরু-উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পর পথে যাইতে যাইতে ঐ সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসু হইয়া কিছু সমিধ্ সংগ্রহ পূর্ব্বক পথ হইতেই ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি আরও ৩২ বৎসর ইন্দ্রকে এ সকল কথা শুনিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,—

"যদ্বৈ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্য আত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়া প্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্যথৈবৈতেষামুত্থাদ্যাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্, ক্রীড়ন্, রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিংস্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১২।১-৩

"হে ইন্দ্র, এই দেহ জড় ও মরণশীল, মৃত্যু ইহাকে অনুক্ষণ গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। এই শরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই নশ্বর শরীরকেই যাহারা 'আত্মা' বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহারাই সুখ-দুঃখের কবলে পতিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা এই দেহকে সেরূপ বিচারে বর্ণন করেন না, সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

লোকে বায়ু, আকাশ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আকার স্থূলচক্ষে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু যখন আকাশে সূক্ষ্ম বায়ু তাহার ঘটিকাময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করে, নীরদমালা যখন আকাশতলে কৃষ্ণবর্ণ-চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দেয়, বিদ্যুৎ যখন জ্যোতির্ম্ময়ী লতার মত চঞ্চল হইয়া লুকোচুরি খেলা খেলিতে থাকে ও ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া তোলে, তখন আমরা তাহার স্থূলমূর্ত্তি দেখিতে পাই। শরীরত্রয়ের অবস্থিত সূক্ষ্ম আত্মাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার গুহা হইতে উত্থিত হন, যখন আমরা স্থূলচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যক্ষ দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবর্ত্তে পতিত হই না, তখনই আত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আপন রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এইরূপে সুপ্রসন্ন জীবাত্মা দেহাত্মবোধ হইতে উত্থিত হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ও নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন। ইনি উত্তমপুরুষ বা প্রকৃত 'অহং' পদ-বাচ্য। তিনি তখন

পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মার সেবাবিলাসে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন এবং সেই ধামের পরিকরগণের সহিত রমণ করিয়া থাকেন।

নিঃস্ব নারায়ণের (?) জন্মকথার উপক্রমণিকায় উপনিষদের উক্ত উপাখ্যানের অবতারণিকা করিবার প্রয়োজন এই যে, শ্রুতি যে কোথাও দেহকে 'নারায়ণ' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া প্রচার করেন নাই, ঐরূপ প্রচার করা দূরে থাকুক, দেহ হইতে জীবাত্মার পার্থক্য নির্ণয় করাই শ্রুতির মূলমন্ত্র। আচার্য শঙ্কর 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" প্রভৃতিমন্ত্রকে যে মহাবাক্য (?) বলিয়াছেন, তাহাতেও দেহকে 'ব্রহ্ম' বলা হয় নাই। অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপ আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত সজাতীয়ত্বে নিরূপণ করিয়া আত্মার জড়ধর্ম নিরাস করাই ঐসকল শ্রুতির মূল উদ্দেশ্য। দেহাত্মবাদ বা দেহব্রহ্মবাদ—নিরাসের জন্যই শ্রুতির প্রবৃত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ আখ্যায়িকা ও শ্রুতির অন্যান্য মন্ত্র ইহাই উদ্ঘোষ করিয়া জানাইয়াছেন যে, দেহ কখনও ব্রহ্ম নহে, বদ্ধাবস্থা কখনও জীবের স্বরূপাবস্থিতি নহে। ব্রহ্মার বাক্যে যে বিরোচনের বিপর্যয়বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ-জন্যই ব্রহ্মা ইন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছিল, কিন্তু অসুররাজ বিরোচনের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় নাই। বিরোচন 'দেহ-ব্রহ্মবাদ' বা 'দেহ-নারায়ণবাদ' প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ তৎপ্রসঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন যে, অদ্যাপি জগতে সেই মতবাদ নানা আকারে প্রচারিত হইতেছে।

"তস্মাদপ্যদ্যেহ" (ছান্দোগ্য ৮।৮।৫)

ব্রহ্মবিদ্যার মন্দির হইতে আমরা ইহাই শুনিতে পাই যে, দেহব্রহ্মবাদ বা দেহনারায়ণবাদ প্রচার অসুরগণের রাজা বিরোচনের কার্য—দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই—অসদ্গুরু ব্রহ্মারও তাহা অভিপ্রেত নয়—শ্রুতি ও বেদান্তেরও তাহা অভিমত নহে।

এখন শ্রুতির অর্থ-নির্ণায়ক বা শ্রুতি-বিস্তার ও শ্রুতির অর্থ পূরণকারী মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিঃস্বনারায়ণের (?) জন্মকোষ্ঠী বিচার করা যাউক।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্মবাণী। তাহাতে দেহব্রহ্মবাদকে সর্বতোভাবে নিরাস করা হইয়াছে। অধিক বলিতে কি, গীতাশাস্ত্রটির অবতারণাই ঐ জন্য। দেহাত্মবাদকে নিরাস করিয়া একমাত্র পরব্রহ্ম কৃষ্ণে শরণাগতিই যে জীবের সনাতন ধর্ম—ইহাই গীতা শিক্ষা দিয়াছেন। গীতার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ইহাই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে—দেহ কখনও আত্মা নহে, নারায়ণ ত' নহেই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রতি যে উপদেশ, তাহাতে দৈবীমায়ার মন্দিরে চিরতরে দেহাত্মবাদ বলি দেওয়া হইয়াছে।

"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।"

(গীতা ১৬।১৪)

অর্থাৎ 'আমিই ঈশ্বর,' 'আমিই ভোগী,' 'আমিই সিদ্ধ' —এইরূপ উক্তি যাহাদের, সেই সকল মূঢ়—

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

(গীতা ১৬।২০)

—আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মজন্মান্তর ভোগ করে এবং আমাকে না পাইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের ২।৪৯-৫৫ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে ৫।৩৪ অধ্যায়ে এবং ভাগবতে ১০ম স্কন্ধ ৬৬ অধ্যায়ে করূষদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি আপনাকে 'বাসুদেব কৃষ্ণ' বলিয়া দেহ-নারায়ণবাদ প্রচার করিয়াছিল। উহার প্রলাপ শুনিয়া উগ্রসেন আদি যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য উহাকে "শৃগাল-বাসুদেব" বলা হয়।

দেহ-নারায়ণ বা জীব-নারায়ণ-বাদ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে কোথাও নাই, উহা অদ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রচার্য মতবাদ বলিয়া চিরদিনই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবই সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া নমস্কার করিলে তিনি লোকশিক্ষার জন্য বলিতেন—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১১-১১৩)

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"
(ভগবৎসন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য)

যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্'।
(বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পরেও কতকগুলি লোক আপনাদিগকে 'নারায়ণ', 'রঘুনাথ' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছিল; কিন্তু ঐ ব্যক্তিগুলি কেহই সনাতন শাস্ত্রের ধার ধারে নাই। স্ব-স্ব কল্পিত মতকেই শাস্ত্র বলিয়া চালাইয়াছে। বলা বাহুল্য—ইহারা সকলেই অসুররাজ বিরোচনের অপকৃষ্ট বংশধর। তাই বাঙ্গালার আদি কবি তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ)

• • •

"গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে, 'আমি রঘুনাথ' তাঁর গিয়া॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭শ)

• • •

"উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর,—মূলে জন্মলব॥
গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে—'আমি রঘুনাথ' তাঁর গিয়া॥
কুকুরের ভক্ষ্য-দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর, বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ হৈয়া॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ)

মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসর মধ্যে কতকগুলি গুরুত্যাগী মূর্খ পাষণ্ড অবৈষ্ণবপ্রকৃতির ব্যক্তি আপনাদিগকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত 'গৌরগণ-স্বরূপিকা' নামক পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে,

"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্
কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বয়োশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো
ধৃত্বেশবেশং বাচয়ন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো
গোপালদেবঃ পতপাদকোঽহং।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী
শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ॥
তস্কা মমেতি ছলনাপরাধা-
ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ার্থৈঃ॥
উদ্ধারার্থং কিতিনিবসতাং শ্রীল নারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়।
মন্ত্রং ভক্তস্থিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ক্ষিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভক্ষ্যাদয়োঽপ্যত্র পরিত্যক্তাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঙ্ক্রামন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

সাহিত্য-সমালোচনা

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিসিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের সম্পাদিত 'শিশু-ভারতী'র দশম সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট মহাশয় "চৈতন্যদেব"-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার প্রথমেই তিনি বলিতেছেন,—"বৈশাখী পূর্ণিমা।০ ০ ০ ১৪৮৬ সনের ১৮ই এপ্রিল ৮৯ ঘটিকার সময় চৈতন্যের জন্ম হয়।"

উপরি-উক্ত প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবার বহু পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়' ১২শ বর্ষের ৮ম সংখ্যায় অর্থাৎ গত ২৬শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় "বীরপূজার মর্ম্মকথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম,—এই বঙ্গদেশে এমনও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যিনি বা যাঁহারা ফাল্গুনী পূর্ণিমা যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথি,—এই প্রসিদ্ধ কথাটি না জানিয়াও 'আধুনিক' হইয়াছেন। তবে আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, ঐরূপ উচ্চশিক্ষিত লোকগণের গণ্ডীর মধ্যে ডক্টর দীনেশ বাবুর মত একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বিশেষতঃ বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনাকারী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি পতিত হইবেন। শুনা যায়,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ও কতিপয় বিদ্যালয়-পাঠ্য ঐতিহাসিক পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঐতিহাসিককাল নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগ্য—যাঁহারা শিশু ও ছাত্র-সম্প্রদায়কে 'পৃথিবীর ইতিহাস' শিক্ষা দিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান লীলাপুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তারিখটি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া অনুধাবন করিবার শ্রম স্বীকার করেন নাই! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সাহিত্যকে প্রামাণিক মনে করিয়া কেবল যে বাঙ্গালার লোকই মহা-ভ্রমকে 'পরম ঐতিহাসিক সত্য' বলিয়া মানিয়া লইবে, তাহা নহে; এই ভ্রান্তি সাত-সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া বিদেশীয় জাতীয়গ্রন্থাগারে বিজিত ভাষা ও মনীষাকে বাহন করিয়া অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যের কৃত্রিম রক্ষাকবচ পরিধান করিবে। ঐ সকল বৈরিণী সাহিত্য-প্রগতির প্রতিবাদ হয়ত' সকলের দেখিবার সুযোগ নাও হইতে পারে; কেন না, বহির্ম্মুখ জগৎ কেবল জাগতিক নামধেয় ব্যক্তিত্বের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গড্ডলিকার সমষ্টি-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যই উদ্‌গ্রীব।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-তিথি সম্বন্ধে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের লেখকই একমত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুন পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥"

* * *

"নিত্যানন্দ-জন্ম—মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ—ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ৪।১১, ৪৩)

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন-পূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' উদ্ধারিয়া॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ১৩।১৯-২১)

'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ২য় সর্গের ২১-৩৩ সংখ্যার বর্ণনার মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'ও দেখিতে পাই,—

শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি।
ফাল্গুনের শুভনিশি হিমকর দ্যুতি॥
রাহু চন্দ্র গরাসয় অদ্ভুত বেলে।
উঠিল চৌদিক ভরি' 'হরি হরি' বোলে॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড ৪৮-৪৯ সংখ্যা)

সমালোচিত "চৈতন্যদেব"-প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যদেবের যে জন্ম-তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে; তিনি কি ফাল্গুনী

পূর্ণিমার পরিবর্ত্তে বৈশাখী পূর্ণিমাকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-বাসর স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া ঐরূপ তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন? শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তারিখ—১৪০৭শকের ২৩শে ফাল্গুন অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী; কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন,—১৪৮৬ সনের ১৮ই এপ্রিল। এখনও প্রতি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিথিপূজা ও সঙ্কীর্ত্তন-উৎসবাদি হইয়া থাকে। ইহা একটি চিরপ্রসিদ্ধ ঘটনা। এখনও শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় উপবাসাদি কৃত্য প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা-বিষয়ে ভ্রম প্রবেশ করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

উক্ত "চৈতন্যদেব" প্রবন্ধে "বারমুখী ও ইন্দিরাদেবীর ন্যায় ছয়টী স্ত্রীলোক" শ্রীচৈতন্যদেবের পরস্পর করিয়াছিলেন, —এইরূপ উক্তি অভিসন্ধিমূলক আধুনিক কোন জাল পুঁথি-বাহীত "শ্রীচৈতন্যভাগবত," "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত," "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" প্রভৃতি কোন প্রামাণিকগ্রন্থেই নাই; বরং এই সকল গ্রন্থে ঐরূপ জাতীয় বিচারের তীব্র প্রতিবাদই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলেন,—মহাপ্রভু এই অবতারে বারবনিতা কেন, নদীয়ার কোন স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত দৃষ্টিকোণে দর্শন করেন নাই।—(চৈঃ ভাঃ আদি ১০২)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়,—"মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীনবদ্বীপের এবং তাঁহার বাল্যলীলাকালের পরিচিত পরমেশ্বরী মোদকের সাধ্বী পত্নী বা মুকুন্দের মাতা নীলাচলে আসিয়াছেন"—এরূপ উক্তিতে স্ত্রীলোকের নাম-শ্রবণে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক সন্ন্যাসিলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু সঙ্কোচ-বোধের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।—(চৈঃ চঃ অ ১১।৪৪-৪৯)।

একদিন নীলাচলে 'ব্রহ্মেশ্বরটোটা' যাইতে এক দেব-দাসীর শ্রীগোবিন্দ-গান দূর হইতে শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ কে গান করিতেছেন, তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর কোন বাহ্যজ্ঞানই ছিল না; এমন কি, পথে চলিতে চলিতে কাঁটাদিজের কাঁটা অঙ্গে ফুটিলেও মহাপ্রভু তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথায় তন্ময় হইয়া সেই শ্রীগীত-গোবিন্দের কীর্ত্তন যে-দিক্ হইতে আসিতেছিল, সেই দিকেই ধাবিত হইতেছিলেন। গোবিন্দ 'স্ত্রীলোকের গান' —এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুর গতি রোধ করিলে লোক-শিক্ষকলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাহ্য হইল এবং তিনি বলিলেন,—

"—গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"

(চৈঃ চঃ অ ১০।৮৮)

মহাপ্রভুর গৃহস্থ-লীলায় একদিন কোন এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণধূলি লইলে মহাপ্রভু তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সাধক জীবকে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতি-সংস্পর্শ হইতে সাবধান করিবার জন্য সেই মুহূর্ত্তে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। (চৈঃ চঃ আ ১৭।২৪৩-২৪৫)।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলা-সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু যে কল্পিত ও ভ্রান্ত তারিখ, তিথি-নক্ষত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ পূর্ব্বেই 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 'লীলা' ও 'ক্রিয়া' পরিভাষার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সাহিত্যিকের জানা নাই দেখিয়া আমরা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যের বোঝা দিয়াই নীরব থাকিতেছি। 'লীলার শেষ'-কথাটি 'সোণার পাথরবাটি'র ন্যায় অসম্ভব ও পরস্পর বিরুদ্ধ কথা।

'চৈতন্যদেবের বাণী' বলিয়া যে সকল উক্তি 'শিক্ষা-ভারতী'তে সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশ হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বা বাণী সম্পূর্ণ পৃথক্। "ভক্তি মুক্তির পথ"; 'আমি ভাল হই, মন্দ হই, পাপী হই বা পুণ্যবান্ হই, তাহাতে কি?" প্রভৃতি উক্তিগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষা বা ভাগবতের বাণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ঐ সকল সুবিধাবাদী, সঙ্কীর্ণ অসৎসাম্প্রদায়িকগণের মনোধর্ম্মের উক্তি।

এরূপ ধরণের ঐতিহাসিক ভ্রমপূর্ণ ও নানা কল্পিত মতবাদযুক্ত গ্রন্থ যদি ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিসিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহাদের ন্যায় সম্মানিত গ্রন্থপ্রচার-বিভাগ হইতে লোকে অন্ততঃ ঐতিহাসিক ভ্রমহীন এবং যে মহাপুরুষের প্রচারিত যে সিদ্ধান্ত, ঠিক সেইরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ নিরপেক্ষ মতযুক্ত গ্রন্থের প্রচারই আশা করেন। "ছেলেদের বিশ্বকোষ" প্রস্তুত করিতে

দিয়া যদি আমরা শিশুগণের সুকোমল হৃদয়ে নানা ভ্রমপূর্ণ আগাছা রোপণ করিয়া দেই, তাহা হইলে তাহাতে সমাজের কি পরিমাণে ক্ষতি হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অন্ততঃ কোন আচার্য্য মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রচারকের প্রচারিত সিদ্ধান্ত, ভারতেরই হউক বা অন্য স্থানেরই হউক, তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষায় প্রচার করিয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে উহাদের সরল অনুবাদ প্রদান করিলে (অবশ্য অনুবাদক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া চাই) ঠিক বিপরীত মত প্রচার করিবার চেষ্টায় খানিকটা প্রতিষেধক পাওয়া যাইতে পারে। চলিত কথায় শুনিতে পাওয়া যায়,—

"যার কাজ, তা'রে সাজে,
অপরের লাঠি-হেন বাজে।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর কুলদেবতা মহিষমর্দ্দিনী ॥

গত এই ফাল্গুনের (১৩৪০) 'আনন্দবাজারে' দৈনিক-পত্রে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট প্রেরিত কোন দরখাস্তে 'অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মহাপ্রভুর কুলদেবতা ছিলেন' বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতা ১১ নং গোবর্দ্ধনদাস লেন, কর্ণলিয়া টোলা, শ্যামপুকুর-নিবাসী শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের রাস্তার প্লানের মধ্যে পড়ায় তিনি দাবী দিয়া এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার গৃহে যে একটি অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি আছে, তাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কুল-দেবতা। উক্ত ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য মতে,—"মহাপ্রভুর কুলদেবতা ও গৃহদেবতা-স্বরূপ একটি শ্রীশালগ্রামশিলা (হয়গ্রীবচক্র), প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা অষ্টদুর্গা মূর্ত্তি, শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতুল-বংশীয় বিষ্ণুঠাকুর উক্ত বাসুদেবমূর্ত্তি লইয়া আসেন। দক্ষিণ-বিক্রমপুর খাটরা-গ্রামে বিষ্ণু ঠাকুরের বংশধরেরা এখনও উক্ত বাসুদেব-মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। মহাপ্রভুর বংশের (?) দৌহিত্র-বংশ রাজসাহী, জয়াড়ীর বশিষ্ঠগোত্রীয়েরা অষ্টদুর্গামূর্ত্তি ও হয়গ্রীবচক্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন।

অবশিষ্ট অষ্টভুজামূর্ত্তি মহিষমর্দ্দিনী প্রথমতঃ মহাপ্রভুর স্ববংশীয় (?) অর্থাৎ দানবেরী ভরদ্বাজ-গোত্রেই থাকিয়া যান, পরে তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কালক্রমে দেবীর সেবার ভার করিদপুরের সৌনক সমাজ-দারগণের উপর বর্ত্তায়। সমাজদার বংশে শেষ যিনি পূজার ভার পান, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নাকি স্বপ্নাদেশ-ক্রমে ঐ অষ্টভুজামূর্ত্তি কলিকাতায় আনিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সমর্পণ করেন।"

দরখাস্তকারী ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট্‌ ট্রাষ্টের হস্ত হইতে যে-কোন ভাবেই হউক অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহার পূজিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তির যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই ইতিহাসের প্রামাণিকতার প্রতিবাদরূপে প্রাচীন ও অকাট্য-প্রামাণিক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল-মাত্র ব্যক্তিবিশেষের বংশে (?) প্রচলিত যে-কোনও কিংবদন্তী হইতে সত্য নির্ণীত হয় না। সেই কিংবদন্তীর জন্মপত্রিকাও তৎসঙ্গে সঙ্গে সমালোচিত হওয়া আবশ্যক। ঐরূপ কিংবদন্তী কি কোনপ্রকার অপস্বার্থ বা অভিসন্ধি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিম্বা 'গৌরাঙ্গ'—এই নাম-সাম্য হইতে গৌরাঙ্গ-নামধারী কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পিতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের নামে আরোপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়েও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান আবশ্যক। কারণ, প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে মহাপ্রভুর গৃহদেবতা-স্বরূপ শ্রীশালগ্রামশিলা ও শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি-ব্যতীত দেবতান্তরের কোন মূর্ত্তির কথাই পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়,—বালক নিমাই যখন অত্যন্ত শিশু, তখন শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী যে গৃহদেবতার পূজা করিতেন, তাহা শ্রীদামোদর-শালগ্রাম। সেখানে বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য কোন দেবতারই উল্লেখ নাই। শ্রীশচীদেবী অপ্রাকৃত পুত্র-বাৎসল্যের বশীভূতা হইয়া ষষ্ঠীপূজার বিনিময়ে তাঁহারা নিজ অপ্রাকৃত পুত্রের সেবা করাইয়াছেন; কিন্তু ষষ্ঠী প্রভৃতি

দেবতা তাঁহাদের নিত্যপূজিতা গৃহদেবতা নহেন। নিত্য-পূজার গৃহদেবতা একমাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিলেন, কারণ, একদিন গৃহে শঙ্খচক্রাদ্যুপযুক্ত অপরূপ পরিচিহ্ন দর্শন ও নূপুর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"মিশ্র বলে, শুন বিশ্বরূপের জননী।
ঘৃত-পরমান্ন রান্ধহ আপনি।
ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম।
পঞ্চপত্রে সকালে করা'ব তাঁ'রে স্নান॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ৪।১৩, ১৪)

যদি গৃহে বিষ্ণুবিগ্রহ-ব্যতীত অন্য দেবতা থাকিতেন, তাহা হইলে শচীদেবী হয় ত' অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যের বশীভূতঃ হইয়া যেমন বিভিন্ন সময়ে নিমাইর মঙ্গলের জন্য দেবতান্তরের পূজা করিয়াছেন অর্থাৎ তত্তৎ দেবতাগণের দ্বারা নিমাইর সেবা করাইয়া লইয়াছেন, সেইরূপ স্ব-গৃহ-দেবতা চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণা বা অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি আশুকামনা-সিদ্ধি-প্রদাত্রী গৃহদেবতাগণেরই পূজা করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও সেইরূপই পরামর্শ দিতেন। তখন শিশুনিমাইও প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন নাই যে, তাঁহার মাতা-পিতা পুত্রের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কেবলমাত্র বিষ্ণুপূজানিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের গৃহদেবতা বা কুলদেবতা শ্রীদামোদর-শালগ্রাম-বিষ্ণুবিগ্রহই অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মিশ্র সেই গৃহদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শচীদেবীকে ঘৃত-পরমান্নাদি রন্ধন করিতে বলিলেন; আর শ্রীজগন্নাথমিশ্র একনিষ্ঠ বিষ্ণুপাসক ছিলেন বলিয়াই—যিনি "গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন"—এইরূপ বৈষ্ণবিক ব্রাহ্মণ, অনেক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসি-অতিথি ও অব্যভিচারী বিষ্ণু-সেবাপর শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শচী-জগন্নাথের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের—"কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন সিদ্ধা। ভিক্ষা করি' বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া।" প্রভৃতি উক্তির 'বিষ্ণুগৃহ' প্রভৃতি শব্দ হইতেও জানা যায়,—একমাত্র বিষ্ণুবিগ্রহই শ্রীশচী-জগন্নাথের গৃহদেবতা ছিলেন। আরও বহু উক্তি উদ্ধার করিয়া দেখান' যাইতে পারে যে, বিষ্ণু-ব্যতীত অপর দেবতা কোনও দিনই শচী-জগন্নাথের গৃহদেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। যদিও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিচারে ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারে শক্তি-শিবাদি অন্যান্য দেবতা ভগবান্ বিষ্ণুর সেবক-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে পূজিত হইবার কোন আপত্তির কারণ নাই; তথাপি শ্রীমন্মহা-প্রভুর চরিত-সম্বলিত প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, শচী-জগন্নাথ একমাত্র বিষ্ণুকেই গৃহদেবতা-রূপে পূজা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পুত্রপ্রতিম শিষ্যগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-শাসনের করালকবলে নিগৃহীত হইয়া পঞ্চোপাসনার অন্যতম ত্রিপুরা-সুন্দরীকে শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সম-সিংহাসনে রাখিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, মহাপ্রভুকে সেইরূপ বিচারের অন্তর্গত করিবার অসদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পরবর্ত্তিকালে কেহ কেহ হয়ত' মহাপ্রভুর গৃহদেবতা 'পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত দেবতাবিশেষ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে স্বার্থাভিসন্ধি-ব্যতীত অন্য কোন প্রামাণিকতা নাই। মহাপ্রভুর প্রচারিত ব্রহ্ম-সংহিতায় পঞ্চোপাসনা অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা যে সম্পূর্ণ অবৈদিক এবং ভক্তিবিরুদ্ধ অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

"শ্রী"হীন করিবার চেষ্টায় সাহিত্য-প্রগতি!

বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রগতির প্রশস্তপথে বুঝি সেকেলে সাহিত্যের (?) 'শ্রী'-পদটির অস্তিত্ব চিরসমাধি লাভ করিতে বসিল! 'শিশুভারতী'র "অমর-জীবন" গ্রন্থে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর "চৈতন্য-দেব"-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখের বিষয় কোথায়ও 'চৈতন্যদেব'-শব্দটির পূর্ব্বে 'শ্রী' বসান নাই। আধুনিক যুগে 'শ্রী' পদটি একটি অনাবশ্যক অঞ্জাল বা আবর্জ্জনা বলিয়া সাহিত্যরথিগণের বিচারে বিবেচিত হইয়াছে। ইহার মূল খুঁজিতে গেলে অনেক কিছু কথা বাহির হইয়া পড়ে; অবশ্য আধুনিকতাবাদী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বিচারের বৈষ্ণবগণকে সাহিত্যের মধ্যে অনাবশ্যক 'শ্রী'র পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন।

জীবন্ত ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে কথাবার্ত্তার মধ্যেই হউক বা লেখনীর মধ্যেই হউক, 'শ্রী'-পদটি ব্যবহার না

করিলে সামাজিকগণ উহাকে অসভ্যতা বলিয়াই বিচার করেন। ইহাই সামাজিক নিয়ম। বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহিত্য সামাজিক ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'কে বদ করিবার যতটা চেষ্টা না করুন, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নাম হইতে 'শ্রী'কে হরণ করিবার চিত্তবৃত্তিতে তদপেক্ষা অধিক দীক্ষিত হইয়া পড়িতেছেন এবং ইহাই বর্ত্তমানে সাহিত্য-প্রগতির ক্যাসন বা ধারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যুগে যুগে ভগবানের 'শ্রী' বা লক্ষ্মীকে হরণ করিবার চিত্তবৃত্তি কে অসুর-সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হইত। কলিকালে 'নাম'রূপেই ভগবান্ অবতীর্ণ এবং 'নামী' হইতেও নাম অধিকতর কৃপাবিতরণকারী বলিয়াই কি ভগবানের নামের সহিত নিত্য-সংশ্লিষ্ট 'শ্রী'কে হরণ করিবার দুষ্ট পিপাসা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর ত্রুটি বর্ত্তমানসাহিত্য বরণ করিয়া লইয়াছে? ভগবানের যে ষড়ৈশ্বর্য্যের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কেন্দ্রস্থলে 'শ্রী'। 'শ্রী' সকলের মধ্যে থাকিয়াই সকল ঐশ্বর্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। সেই 'শ্রী'কে বদ করিতে চাহিলে অর্থাৎ ভগবানের ব্যক্তিত্ব বিনাশ বা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক করিবার অদৈব চিত্তবৃত্তি হইতেই কি বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রগতির 'শ্রী'র প্রতি এত ঘৃণার উদয় হইয়াছে? "অমর জীবন" লিখিতে গিয়া অমর পুরুষোত্তমকে 'শ্রী'-হীন করিবার চেষ্টা কিরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে?

আধুনিক-সাহিত্যে "সার্ব্বজনীন" শব্দের অপব্যবহার

আজকাল সুবিধাবাদের সাহিত্যের অভিযান যে-সকল পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে ভীষণ সামাজিক অরাজকতার আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সুবিধাবাদ এতদিন 'সমন্বয়' শব্দের কদর্থ করিয়া আসিতেছিল। উহারই বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণ ভগবান্‌কে জীবের সহিত সমান (?) করিয়া তদ্দ্বারা জগদ্বিভূতির মহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখন আবার 'সার্ব্বজনীন'-শব্দের যে ব্যভিচার হইতেছে, তাহার ফেউ সুবিধাবাদের প্লাবনের মধ্যে পতাকা তুলিয়া বিষ্ণুসেবাকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত একাকার করিবার দুরভিসন্ধি ঘোষণা করিতেছে। ভগবান্ আমার বা আমাদের পূজা কতটা গ্রহণ করিয়া সুখী হইবেন বা তাহাতে তাঁহার কতটা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইবে, তাহার ধার আমাদের ধারিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই; আমরা কেবল গায়ের জোরে ভগবান্‌কে পূজা করিবার ছলে আমাদের জাগতিক সুবিধাবাদের নামে তাঁহাকে কলা দেখাইব এবং উহাকেই 'সার্ব্বজনীনতা' বলিয়া প্রচার করিব। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বাই দুই আঙ্গুল বড়, তিনি দয়ালুনের দয়ালু; তাই মহম্মদ তোগলকের মুদ্রার ন্যায় আমাদের মুণ্ড লইয়া আমরা ধনী থাকিয়াও তদ্দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া রক্ষিত হইব।

তথাকথিত পরার্থপরতা ও বিশ্বপ্রেমের নীতি

"নোবেল প্রাইজ"এর নাম আধুনিক জগতে কাহারও অবিদিত নাই। সাহিত্য, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং জগতের শান্তি-প্রচেষ্টা—এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করেন, প্রতি-বৎসরই তাঁহাদিগকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়। মিঃ "আল্‌ফ্রেড্ নোবেল"এর নামানুসারে উক্ত পুরস্কারের নাম হইয়াছে। গত ২০শে অক্টোবর তাঁহার স্বদেশ সুইডেনে এবং আরও অনেক দেশে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জাগতিক পরার্থপরতার মেরুদণ্ডের মধ্যে যে "গরু মারিয়া জুতা দান"-নীতি অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ মনীষিবর আল্‌ফ্রেড্ নোবেলের চরিত্র প্রচার করিয়াছে। একদিকে ইনি ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া প্রাণি-জাতির ধ্বংসেরও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, আবার অন্যদিকে বোধ হয় উহারই প্রায়শ্চিত্তরূপে জড়ীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সামরিক বিশ্বশান্তির মাত্রাধিক্য করিবার জন্য বিপুল অর্থদান করিয়া মানবতার ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক হইয়াছেন। ঐ জাতীয় নীতিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ জাগতিক পরার্থবীরগণের এক একটি চরিত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া মানব-চিন্তাধারায় বিষয় উৎপাদন করে।

গত ১৬ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর সোমবার নিত্যস্থায়ী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পানাম নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় কএকদিন শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া ঐ গ্রামের বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও

ভাষাচিত্র যোগে শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার-লীলা-বৈশিষ্ট্য কীর্তন করেন। গত ৩রা অক্টোবর ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে বৈষ্ণব-ধর্মের বৈশিষ্ট্যালোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর "ধর্মকথাটীর অর্থ একমাত্র বৈষ্ণবধর্মেই প্রচলিত হইতে পারে," "পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম' নামে চলে। ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে।" ইত্যাদি কথাগুলি শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পরমর্ষিনেমি মহারাজ যোগে গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের ইংরাজী ও শ্রীপাদ নেমিমহারাজের হিন্দী বক্তৃতা জন-সাধারণের চিত্তকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতেছে।

কলিকাতা-হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন, সি, চ্যাটার্জ্জী মহাশয় তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারবর্গসহ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ গত ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীধামমায়াপুরের মঠ, মন্দির, শ্রীবিগ্রহ-সেবাসৌষ্ঠব এবং মঠসেবকগণের সৌজন্য ও ভজন-পরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। বুধবার প্রাতে শ্রীধামের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন ও ভক্তগণ-মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় তাঁহারা কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

অন্নকূট-মহোৎসব

গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৪০), ইংরাজী ২০শে অক্টোবর (১৯৩৩) শুক্রবার চাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি-শ্রীসদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মঠ-রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্বাদিরুদ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপাল-প্রকটকালে অন্নকূট-মহোৎসব এবং স্বীয়মুখে কৃষ্ণাদেশে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের বিবরণ-সমূহ কীর্তন করেন। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সমাগত অসংখ্য লোককে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-ভাজন হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী আমলাজোড়া-প্রসন্নাশ্রম-মঠে গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৪০) শুক্রবার অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপঞ্চানন ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা-ভোগ-রাগাদি বিষয়ে অপূর্ব্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী সন্ধ্যায় শ্রীল পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব-বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ঘতিরাজ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীমঠে সমবেত বহু লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মানভূম জেলার অন্তর্গত ডুমুরডুঙ্গা-শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৪০) শুক্রবার বিশেষ সমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। ভোগরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর সমবেত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মিউদিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৪০) শুক্রবার বিবিধ উপকরণ-বৈচিত্র্যসহ ভোগরাগ, অন্নকূট-মাহাত্ম্য-পাঠ, কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে অন্নকূট-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ-কীর্তন করেন। সহরের অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যহ মঠে আসিয়া সাগ্রহে ব্রহ্মচারীজীর মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

গত ১ই কার্ত্তিক ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্য-মঠে গোষ্ঠাষ্টমী বা গোপাষ্টমী তিথি সম্মানিতা হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্ম ও বৃহৎপুরাণাদির বচন-পাঠে জানা যায়—"কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক 'গোপাষ্টমী' বলিয়া অভিহিত। বাসুদেব পূর্ব্বে বৎসপ

ছিলেন, ঐ দিবস তিনি যোগ দন।" এই তিথিতেই শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস তাঁহাদেরও শ্রীচৈতন্যবাণীর আচার-প্রচারলীলাময় সুমধুর চরিত্র আলোচিত হইয়াছে।

পাটনায় ভাগবত-প্রদর্শনী

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্কে পাটনার শুভবিজয়ের কথা পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন প্রদর্শনীর কার্য্য খুব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রসিদ্ধ গান্ধী-ঘরের পার্শ্বে প্রশস্ত মহদানে প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাপড়ি কারোগেটেড্ টিন দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করা হইতেছে ও হল-নির্ম্মাণ-কার্য্যও চলিতেছে। নভেম্বর মাসের মধ্যবর্ত্তি কালেই প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত পান করিয়া লাভবান্ হইতেছেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু দর্শকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদসমীপে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। জীবের সৌভাগ্যোদয়-ক্রমোন্মেষকালে আচার্য্যের সেই সকল মঙ্গলময়ী বাণী প্রকাশিত হইতে পারিবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ঃ ফাদার জোহান্স ও রেভারেণ্ড মাইকেল লেড্রস্

কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ধর্ম্মনিক অধ্যাপক ফাদার জোহান্স এবং তৎসহ Belgium এর Gregoriana University's Theology's Professor Rev. Michael Ledrus S. J. শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া গত ৩০।১০।৩৩ তারিখে বেলা ১১-৩০ টার সময়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গে পাটনায় অবস্থান করিতে থাকায় অধ্যাপকদ্বয়ের শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ হয় নাই। তৎকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তগোপাল অক্তিপাদক, শ্রীপাদ শচীকুমার দাসাধিকারী (বি, এল) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপকদ্বয়ের সহিত ন্যূনাধিক দুইঘণ্টাকাল হরিকথা আলোচিত হইয়াছিল।

"জীবের স্বরূপতত্ত্ব ও তাহার নিত্যতা, জীবের নিত্যকৃষ্ণদাস্য ও তাহাতে অবস্থিতির উপায়স্বরূপে ভক্তিযোগের সম্পূর্ণ উপযোগিতা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য, সাধন ও সাধ্য-বিচারে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সর্ব্বোৎকর্ষতা, শ্রীনাম ও নামীর অভেদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠনাম শব্দব্রহ্মের অপরোক্ষতা, উপায় এবং উপেয়ের একতা ও সাধন-বৈচিত্র্য, অধোক্ষজজ্ঞানের অসমোর্দ্ধ প্রকাশ ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা এবং পূর্ণ-প্রকাশ ভগবত্তার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির কার্য্য, তটস্থাশক্তি জীবের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা, সাধনমার্গে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" প্রভৃতি ভজনক্রম, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের অভেদত্ব, জীবের নিত্যত্ব এবং 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনঃ চেতনানাং' বাক্যে বিভুচৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্য জীবের নিত্যসম্বন্ধের প্রাকট্যই জীবের স্বরূপ-পরিচয়, শ্রীবিগ্রহসেবা ও তাহার উপযোগিতা, পৌত্তলিক মতবাদের সহিত ভক্তের শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য, বদ্ধজন শরণাগতিই কৃষ্ণকৃপালাভের একমাত্র উপায়" প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে উক্ত প্রফেসর-দ্বয় বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ঐসমস্ত আলোচনার বিস্তৃত note, Belgium এর প্রফেসর মহোদয় লিপিবদ্ধ করিয়া লন ও তাহা বিশেষভাবে আলোচনার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেন এবং এই বিষয়ে আরও গ্রন্থাদি শ্রবণমাননে শীঘ্রই পাটনায় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সংকল্প প্রকাশ করেন। ঐ সমস্ত আলোচনা ধারাবাহিক-রূপে Belgium ও France এর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সাময়িকপত্রে আলোচনা করিবেন প্রকাশ করেন এবং শ্রীমঠের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজের একখানি আলোকচিত্র (Photo) তুলিয়া লন। একথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বাণী ও সিদ্ধান্ত-শ্রবণে তাঁহারা এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে, Rev. Mr. Ledrus এইরূপ নিরপেক্ষ সত্যের বাণী ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, এইরূপ বলিতে থাকেন।

তাঁহারা ২-১০ টার পর শ্রীমঠ হইতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে গমন করেন ও সময়ান্তরে আসিয়া এবিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবেন প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী-মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ১২ই কার্ত্তিক (১৩৪০), ২৯শে অক্টোবর (১৯৩৩) রবিবার খ্রীউত্থানৈকাদশী-দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহপূজা-মহোৎসব তদীয় মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনাদির পর শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠমুখে কৃষ্ণ-কার্ত্ত বিষয় কি বস্তু তাদৃশ বিরহীর যোগ্যতা কি এবং সেই বিরহের পাত্রই বা কে, বিরহই যে ভগবদ্ভজন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়, অতঃপর সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই দাস "যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর"—এই বিপ্রলম্ভ-গীতিটি এবং তৎপর মহাময় কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীনাটমন্দিরে একটি সুসজ্জিত উচ্চবেদীর উপর নানাবিধ পুষ্প-লতাকীর্ণ মণ্ডপমধ্যে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা স্থাপন পূর্ব্বক ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা সুশোভিত করা হয়। এই সেবায় ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ চিদানন্দজী এবং ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীপাদ অরসোপাল বাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আন্তরিকতা ও নিপুণতা বিশেষ প্রশংসনীয়। সায়াহ্নে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত মত একটি সভার অধিবেশন হয়; প্রথমে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তন ও তৎপর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্যারম্ভে গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত পরমগুর্ব্বষ্টক ও পুনরায় পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তনান্তে সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "আমার প্রভুর কথা" পাঠ করা হয়। অতঃপর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণ রূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক সর্ব্বশুভমঙ্গলময়ী সুমেধাতিথির বন্দনা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া "ভক্তিরসপাত্র ভক্ত-ভাগবতের গ্রন্থভাগবতোপলব্ধি, নিতান্ত অযোগ্য হইলেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব ঐশী—মহীয়সীশক্তি-প্রভাবে, শ্রীবলদেব-গুরুদেবের নিতান্ত অহৈতুকী কৃপা-বলে হরিকথা-কীর্ত্তনে শক্তিলাভ, বাবাজী মহারাজের তামোদর-উত্থানৈকাদশী-দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীকার্ত্তিকাদেবীর নিত্যলেবালাভ, বিষ্ণুবৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-রহস্য, বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্ব, আশ্রয়ের বিষয়প্রীতি এবং বিষয়ের আশ্রয়প্রীতি, আশ্রয়ের আনুগত্যেই বিষয়ের কৃপা-লাভ, শ্রীল বাবাজী মহারাজের নাম করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি, তিনজনই অভিন্নবিগ্রহ—এক তত্ত্ব—সদ্গুরু-ভেদে-প্রয়োজনাচার্য্য, ভেদ-দর্শনকারীর অমঙ্গল, বিধিভক্তি ও রাগানুগা উভয়েরই আচার ও প্রচার-লীলা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিরপেক্ষতা ও আচার-মুখে প্রচার-লীলা-রহস্য, যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য-বিচার, "রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা"—এই বাক্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদসমীপে শ্রুত বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের সামান্যবিচার, ফল্গুবৈরাগি-গণের বাবাজীমহারাজের অনুকরণ-চেষ্টার বিফলতা, ফল্গু-বৈরাগ্য ও অপ্রাকৃতকৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলতা রূপ যুক্তবৈরাগ্যের একাকারকারীর চিজ্জড়সমন্বয়বাদরূপ দুর্বুদ্ধির আবাহন, বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট বাবাজী মহারাজের বাসবাসিসমীপে মাধুকরভৈক্ষ্য স্বীকার, ছিন্নকন্থা-কৌপীন বা দিগম্বর-ধারণ, শুষ্ক চাউল চর্ব্বণ, সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান অপবিত্র, বস্তুতঃ পরমপবিত্র স্থানে—সাক্ষাৎ ঔর্দ্ধ্বগোলোকে অবস্থান-পূর্ব্বক নাম-গ্রহণ, শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে বাবাজী মহারাজের কভু হাস্য, কভু রোদনাদি অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার, তাঁহার সহিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগোলুপ স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগপরায়ণ ব্যক্তির কাপট্য-নাট্যের কিরূপ সার্থকা, সর্ব্বজয়াদি ঐশ্বর্য্য আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহার সেবা-পর হইলেও তাহাই তাঁহার মহাপুরুষত্বের পরিচায়ক নহে, কোন প্রকার ভোগৈশ্বর্য্যদর্শন বা অদর্শন লইয়াই সাধুত্ব বা অসাধুত্বের নিরূপণ আত্মবঞ্চিতের কার্য্য, বাবাজী মহারাজের নাম, মন্ত্র, ভাগবত ও বিগ্রহ-সাক্ষাৎকারী ব্রাহ্মণ বা গোস্বামি-কুলের ঠাকুরবাড়ীতে মাধুকরী-মন্ত্রাদি-দ্বারা তত্তৎ ভক্তি-প্রতিকূল কার্য্যের বর্জ্জনস্বীকার শিক্ষা প্রদান, তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তদীয় অপ্রাকৃত বৈরাগ্য-চেষ্টার অনুসরণ ব্যতীত বহির্বিরহোপলব্ধির অসম্ভবতা, বিরহের স্বরূপ-বিচার, শ্রীরঘুনাথের রূপবিরহে রূপাবন,

গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ডতট সকলই শূন্যময় বোধ হওয়ায় দৃষ্টান্ত-দ্বারা বিরহের লক্ষণ-বিচার, রায় রামানন্দের কৃষ্ণবৈরাগ্য ও তদ্মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকথিত কৃষ্ণভক্তবিরহ-দুঃখের গুরুত্ব, জাগতিক বিরহের সহিত এই বিরহের পার্থক্য, বিরহ-ব্যতীত ভজন সম্ভোগবাদ—কপটতা মাত্র, ভজন—বিরহময়, কৃষ্ণভক্তসঙ্গলাভের জন্য বা সেই সঙ্গ বঞ্চিত হইবার জন্য যে হৃদয় ব্যাকুল নহে, তাহা নামাপরাধময়; তাদৃশ ব্যক্তির ভজনসাধন লোক-দেখান' কপটতা মাত্র, শ্রীরূপ এবং রূপানুগ মহাজনের আনুগত্যের জন্য প্রবল স্পৃহাই ভজন —তাহাতেই শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ, শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ান্নায়ের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা কাল্পনিক মাত্র, যে আম্নায়ে শ্রীল মাধবেন্দ্র, যাঁহাতে শ্রীঈশ্বর পুরী, স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর যে আম্নায়ের আনুগত্য শিক্ষা-প্রদাতা, সেই আম্নায়ানুসরণ ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-রহস্যাভিজ্ঞান সুদূরপরাহত, গৌরভক্তই গৌরবংশ, ভক্তগোত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিক্রবের আনুগত্য উৎপথপরিদর্শক, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের জাতিকুলাদি-বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুম্নায়-প্রণালী স্বীকারই শ্রেয়ঃপন্থা, তদনুসরণেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবিরহের স্বরূপোপলব্ধি" ইত্যাদি বহু সারগর্ভ বাক্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর স্বামীজী মহারাজের ইচ্ছায় শ্রীল ঘনশ্যাম দাসাধিকারী বি, এ মহোদয় "বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলার অপ্রাকৃতত্ব, বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য, কৃষ্ণকাম-কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণধাম-সেবাদর্শ, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার-লীলা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আনুগত্যে গুরুভক্তিসিদ্ধান্তানুসরণেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল" প্রভৃতি অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ "বিষ্ণুর আরাধনা হইতেও তদীয়ের আরাধনার শ্রেষ্ঠতা, আচারমুখে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টপ্রচার, শ্রীমাধবপ্রিয় সুমেধা তিথির সম্মানে সর্ব্বজীবের সর্ব্বতোদয়" প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর উপসংহারে গুরুবর্গের অনুমতিক্রমে জনৈক মঠসেবকের দশ্রুতি-কীর্ত্তন-মুখে "শ্রীগুরুদেব চৈতন্যের দাসাভিমানী হইলেও শিষ্যের তাঁহাকে তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দাভিন্নতত্ত্ব জ্ঞান, শ্রীগুরুতত্ত্বকে জীবকোটির অন্তর্গত সাধারণ 'বৈষ্ণব'-সাম্যে দর্শন গুরুকে মনুষ্যারোপ-মাত্র, দীক্ষালীলাভিনয়-দ্বারা জীবগণকে গুরুপাদাশ্রয়ের শিক্ষা প্রদান করিলেও সচ্চিষ্যের তাঁহাকে "মদ্গুরুঃ জগদ্গুরুঃ" বলিয়া বিচার, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির বৈরাগ্য হইতে 'আমার গুরুদেবের বৈরাগ্যের অল্পতা-দর্শন গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক, মহীয় পরমগুরুদেব বাবাজী মহারাজের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যেই বাবাজী মহারাজের বিরহানুভূতি, নতুবা "বিরহ" কাহাকে বলে, তাহাই বুঝা যায় না; সর্ব্বজ্ঞানের অনুদয়ে বিরহানুভূতি কি প্রকারে হইতে পারে? কুরুক্ষেত্রের বিরহকাতর ভক্তবৃন্দের বিরহোৎসবে যোগদানের ফলে কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহার উদয়, "আমার গুরু, তোমার গুরু" বিচারাবলম্বিগণের অন্তরঙ্গ মহোৎসবে যোগদানের প্রয়োজনানুভূতির অভাব, শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেহেতু কৃষ্ণের প্রিয়, সেহেতু তদ্বিরহোৎসবে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সকল গুরুদ্বারাই উপলব্ধির বিষয়, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণে স্বয়ংভগবান্ গৌর-সুন্দরের "কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" এই মহাবাক্যের আদর্শ নিজজীবনভাগবতের আচরণ-দ্বারা প্রদর্শন, মহাপ্রভুর "কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"—বাক্য তাঁহার হরিদাস-প্রীতিপরাকাষ্ঠার অনুক্ষণ নিদর্শন—ভক্তসঙ্গলাভের জন্য জীবের হৃদয় কি প্রকার ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক, তাহার শিক্ষাদান; ১৩২২ সালে উত্থানৈকাদশী-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মেহরকায় পূর্ব্বে একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদসমীপে তাঁহার তিরোধানসময় কলেবরকে শ্রীপ্রেমধাম অথবা শ্রীধাম মায়াপুরে সমাধিস্থ করিবার কথা, তদনুসারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গেচ্ছায় দৈবানুগ্রহে কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিকে স্থানান্তরিতকরণ, গত বর্ষে (১৩৩৯ সালে) ২রা আশ্বিন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তে গুণময়ী-মূর্ত্তিমুখে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে মাথুরমণ্ডলে সমাধি-প্রধান, জনৈক ভাগ্যবানের তৎস্থানে সমাধিমন্দির-নির্ম্মাণসেবা বরণ, শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-পূজার অদ্য যে যে ভাবে সেবোন্মুখ হইয়া যোগদান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি স্বয়ং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের, প্রভুর আশীর্ব্বাদ-

বর্ষণ" প্রভৃতি কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের পাটনায় শ্রীমদ্ ভাগবত প্রবর্ত্তনী উপলক্ষে গুণবিদায় ও তৎস্থানে বাহাদুর মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব-স্মৃতি-মুখে সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রতিজ্ঞাপন, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভায় আশ্রমরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত যাবতীয় শাখামঠের এই অপ্রকটমহোৎসবের উদ্যোগকারী, আনুকূল্যকারী ও যোগদানকারী ভূরিভাগ্যবান্ যাবতীয় সেবকগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন এবং সকল গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌর-কিশোর॥" এই বিপ্রলম্ভ-গীতিটি কীর্ত্তন করেন, অনন্তর মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সপর্য্যারাত্রিকের পর রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভায় অনেক ভক্ত-সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসবের

নিমন্ত্রণপত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩০

যথা-বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-রাজা বলাম্বর অধানগত **শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রৌতার্ষি** মহোদয়ের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে একটি সজ্জন-সভার অধিবেশনে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় **স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়** মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিষদ্‌বর্গ—সকলেই পরম আনন্দিত হইবেন।

বিনীত
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমিশিকান্ত সান্যাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়

শ্রী শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল শৈবাল-পরিপূর্ণ পাঁচ সমুদ্রবর্ণ। পানাদি কার্য্যে উহা অব্যবহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা অপ্রাকৃত বিচারে দর্শন করেন, তাঁহাদের তীর্থে জলবুদ্ধি বা ভৌমবস্তুতে ইতরবুদ্ধি নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের জল-সংস্কারাদি করিবার বুদ্ধি-বিশিষ্ট হন, তাহা হইতে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবকগণের বুদ্ধি পৃথক্। এইজন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনের প্রবল দিবাচক্ষে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করিলে তাহাতে ইতর বুদ্ধি হয় না।

শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে নিম্নলিখিত কুণ্ডসমূহ বর্ত্তমান

রহিয়াছে। গ্রামের উত্তরে বৃহত্তাহুকুণ্ড বা তাহুখোর, তৎপূর্ব্বভাগে বেলাম-কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড, গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শিবখোর এবং তদুত্তরে মাণ্ডারারী কুণ্ড।

১। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। প্রস্তর-ঘাট—মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের নিম্নে ও তৎসংলগ্ন।

৩। অষ্টসখীর ঘাট—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে গয়াঘাট ও মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের মধ্যস্থলে।

৪। গয়াঘাট—ইহা শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব তীরে। গোপকূপ হইতে রাধাকুণ্ডে যাইবার কালে এই ঘাট পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, ব্রজবাসিগণ পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়াতে গমন না করিয়া এখানেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

৫। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট। এই ঘাট ললিতাকুণ্ড সঙ্গমের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ঘাটের পূর্ব্বভাগে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর।

৬। পঞ্চপাণ্ডব-ঘাট—শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে এবং মানস-পাবন-ঘাটের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। প্রবাদ,—এই ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটী বৃক্ষ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট 'শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনাভিলাষী পঞ্চপাণ্ডব' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উত্তরেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। বর্ত্তমানে তথায় ৪টী নিম্ববৃক্ষ, ১টী তমাল-বৃক্ষ এবং বৃক্ষের নিম্নে চতুর্দ্দিকে গোবর্দ্ধন-শিলা রহিয়াছে।

৭। মানস-পাবন-ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধিকার মধ্যাহ্নস্নানের স্থান বলিয়া কথিত।

৮। গোবিন্দ-ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে বিরাজিত।

৯। কুসুমসর-ঘাট—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম তটে অবস্থিত। ঘাটের উপরিভাগে একটি বটবৃক্ষ আছে। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে।

১০। জাহ্নবাঘাট—এই ঘাট শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী যে-সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে উপবেশন ও এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে।

কথিত হয় যে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত হন। এইজন্য প্রতিবৎসর এইস্থানে এই তিথিতে একটি বড় মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমার দিবস অর্থাৎ ২৯শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুক্রমে রাধাকুণ্ড-তটবাসী যাবতীয় ব্রজবাসী এবং কুসুমসরোবরাদি স্থান ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বৈষ্ণব-বেষধারী ব্যক্তিগণকে পূর্ব্বাহ্নে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসাদ বিতরণ করান হয়। ললিতাকুণ্ডের তটে পরিক্রমার ঘেরার মধ্যে ৪০০ জন ব্রজবাসী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাকল্যে প্রায় ১২০০ জন ব্রজবাসীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। লুচির লাড্ডু, কচুরী, পুরী, বায়রা, শাক ইত্যাদি যিনি যত পারেন, গ্রহণ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু প্রায় সকলেই সহ বহু দ্রব্য গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। একজন ব্রজবাসী সেখানে বসিয়াই /৫ পাঁচ সের লাড্ডু ও পুরী ভোজন করিয়া সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ড-তটবাসী সকল শ্রেণীর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামে পরিচিত ব্যক্তিদিগকেও হালুয়া, পুরী ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীঊর্দ্ধমহী দাসাধিকারী সপরিবারে এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা এইরূপ
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতাবুদ্ধি দূরকরণার্থ
বিষয়মাত্র সকলি ভগবৎ।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১৫৪০; ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৩ | ১৭শ সংখ্যা

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম এবং সর্ব্বগুহ্যতম এই পদগুলি কি সবই একার্থবোধক? তরপ্ ও তমপ্ প্রত্যয় কি তারতম্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় না? শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবানের ব্যবহৃত এই সকল পদ কি সব নিরর্থক? কল্পিত একাকারবাদের মুণ্ড কি ভগবানের বাণী-অস্ত্রের দ্বারা বিপাতিত হয় নাই? কাহার কথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব? শ্রীভগবানের বাণী, না মনোধর্ম্মীর উক্তি? আর, সকল ধর্ম্মই সমান হইলে, সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একমাত্র শরণাগতিমূলক সর্ব্বগুহ্যতম উক্তিধর্ম্ম ("মন্মনা ভব মদ্ভক্তো") বরণ করিবার চরমোপদেশ দিলেন কেন? 'পরবিদ্বিধিবান্'—এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিধর্ম্ম অপেক্ষা অবশ্য-ভক্তিযোগ বা শরণাগতিরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয় নাই কি? গীতায় যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির উপদেশ রহিয়াছে, তাহাও ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশক হইলেই তাহার সার্থকতা—ইহাই গীতার সমগ্র তাৎপর্য্যের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে বেদীপ্যমান রহিয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের "অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু" বাক্যে 'অসংশয়ং' ও 'সমগ্রং' কথার তাৎপর্য্য কি? সকল উপায়েই তাঁহাকে জানিতে পারা গেলে, আর সকল উপায়ই সমান হইলে ভগবান্

'অসমগ্র' ও 'অসমগ্র' কথাটি বলিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি জানা যাইতেছে না যে অসমগ্র ও অনিশ্চিতরূপে উঁহাকে জানিবার প্রণালীও মানবের চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু সমগ্রভাবে জানিবার প্রণালী—"যাহার যে প্রকৃতি" শ্লোকেই থাক? সেই প্রকৃতি আবার অনেক প্রকার। তিনি যে পরিমাণে প্রসন্ন হন, তিনি সেই পরিমাণেই ভগবানের কৃপা বরণ করিবার যোগ্য হন; যাঁহারা ছত্র-জ্ঞান হইয়া অন্য দেবতাতে প্রসন্ন হন, তাঁহাদের ফল "অন্তবৎ" (গীতা ৭।২৩)। তাহা হইলে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকের তাৎপর্য্য কি দাঁড়াইল? 'সব মতই একাকার'—ইহাই স্থাপিত হইল কি?

অষ্টম প্রসঙ্গ

পূর্ব্বে পুষ্পদন্তমন্ত্রিঃ শ্লোকের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই বা কি প্রকারে "সকল ধর্ম্মই সমান, সকল মতই সমান"—তথাকথিত সমন্বয়বাদীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে?

"বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা-বিধ পথ আছে; কোন মানব সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিলপথে চলে; কিন্তু সকলেরই গম্য ভগবান্। চার্ব্বাক্-ব্রতী কেহ, সাঙ্খ্য, পাশুপত, বৈষ্ণব কোন পথই মানেন না; কেবল আপনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না; অথচ বেদকে আমরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলি। 'চার্ব্বাক', 'বৌদ্ধ' প্রভৃতির গম্য কি ভগবান্ নহেন?"

'সকলের গম্যই বেদপ্রতিপাদ্য ভগবান্'—ইহা সত্য বটে; কিন্তু গম্য হইলেই কি চার্ব্বাক্ বা বৌদ্ধ চার্ব্বাকত্ব ও বৌদ্ধত্ব সংরক্ষণ করিয়াই পরাৎপরতত্ত্বকেই লাভ করেন?

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, স্বরূপে সকলেই নিত্য-কৃষ্ণদাস—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। স্বরূপ-বিচারে চার্ব্বাকাভিমানীর স্বরূপও কৃষ্ণদাস এবং অর্হৎ, বৈদ্য, বৌদ্ধ, কালাপাহাড় বা যেখানে যত ভূত, পাষণ্ড, এমন কি ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিও স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস; কিন্তু তাহারা যখন স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপে চার্ব্বাকত্ব বা কালাপাহাড়ত্ব বা ভূতত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি শ্রোতাদিগকে ভগবত্তত্ত্বের সহিত সমান আসন না দিলে সভার সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী হইয়া যাইবে?

সমন্বয়বাদী বলেন, "যাঁহার যেরূপ রুচি, তিনি সেই পথটিই গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত না হন সদর দরজা দিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়াছেন; কালাপাহাড় বা সুলতান মামুদ না হয় পায়খানার দরজা দিয়া (ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ ধ্বংস (?) করিবার জন্য) ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়াছেন। উভয়েই যখন ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়াছেন, তখন উভয়ের উদ্দেশ্যই এক—উভয়ে এক পরাৎপর তত্ত্বকেই লাভ করিবেন।"

নবম প্রসঙ্গ

"মা ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মাছ রাঁধিয়া থাকেন। কাহাকেও মাথের পোলাও দেন, কাহারও পেটে পোলাও সহ্য হয় না দেখিয়া মাছের ঝোল দেন, কেহ বা মাছ ভাজা খাইতে ভালবাসে, তাহাকে মাছ ভাজা দেন।" "এক জানীবাটী যেমন কেহ নৌকায়, কেহ টীমারে কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ হাঁটাপথে যাইতে পারে, আবার আধুনিক বাহিনযুগে বাস, এরোপ্লেন প্রভৃতি নানাপ্রকার যান-বাহন সৃষ্ট হওয়ায় সেগুলি দিয়াও যাওয়া যায়; প্রগতির যুগে আরও কত কি যান-বাহনের সৃষ্টি হইবে, তাহা বর্ত্তমানে কেহ কল্পনাও করিতে পারে না, সেগুলি দিয়াও কালীঘাটে যাওয়া যাইবে; সেইরূপ বহু প্রকার ধর্ম্ম মানব সৃষ্টি করিয়াছে ও ভবিষ্যৎকালে সৃষ্টি করিবে, সকলই এক গন্তব্য পথে লইয়া যাইবে!" *

মোটা বুদ্ধিতে এই কথাগুলি শুনিলে বক্তাকে কোন্ শ্রোতা 'বাহবা'র ডালি উপহার দিতে প্রস্তুত না হইবেন! এত সোজা সরল কথায় ধর্ম্মের জটিল সমস্যা ও বিবাদের মীমাংসা! কোনও লোকেরই অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই! কারণ ইহাতে সকলের সকল মনোধর্ম্ম—সকলের সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণই যোল আনা বজায় থাকিল।

ধর্ম্ম ও ভগবান যেন আমার বা আমাদের খানাবাড়ীর বাইগন—বাগানের মালী! আমার যেটি রুচি, তাহাকেই আমি ধর্ম্ম বলিব এবং সেই ধর্ম্মের অন্নৌষধি-বলে বলীভূত হইয়া ভগবান্ আমার ইন্দ্রিয়-রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী ('অর্ডার-সাপ্লায়ার') হইয়া পড়িবেন। আমার রুচি হইল,

* যদি পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক প্রবন্ধটি অভিনিবেশের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে পড়িলে এই কথাগুলি বাস্তব অবিচারের সত্য-নির্ণয়ে কোথায় কোথায় ভুল করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।—লেঃ সঃ

—'আমি পশ্চিম দিকে সূর্য্য দেখিব'; আমাদের ঘরের ঘুলঘুলির মত ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে আমার রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারিণী মাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিব, —'মা, আমি এখনই জোরে বসে দিচ্ছি যাবো'; আর অমনি মরীচিমালী পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন—আমার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া আমার সেবা করিবেন!

নির্ব্বিশেষবাদীর রুচি,—ভগবান্‌কে বিনাশ করা; বৌদ্ধের রুচি,—বেদকে পোড়াইয়া দেওয়া; কালাপাহাড়ের রুচি,—ভগবদ্বিগ্রহ ও মন্দিরকে ধ্বংস করা; মায়াবাদীর রুচি,—ভগবদ্বিগ্রহকে কল্পিত নিরাকার-আকারে আকারিত করা; মীমাংসকের রুচি,—ভগবান্‌কে কর্ম্মের অঙ্গ বলা; কর্ম্মজড়ের রুচি,—ভগবান্‌কে শব্দমাত্র মনে করা; মায়াবাদীর রুচি,—অধোক্ষজ ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে অক্ষজ জগতের বস্তুর ন্যায় অনিত্য ও নশ্বর বলা! এই বিভিন্ন রুচি-অনুসারে যিনি যে মতটিই গ্রহণ করুন না কেন, তদ্দ্বারা সকলেই পরাৎপরতত্ত্বকেই পাইবেন। কেবল একটা কোন বিশেষ মত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেবল নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিবে বা পূর্ব্বদিকে গেলেই সূর্য্য-দর্শন হইবে—এরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কেন? এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকের লোক কি সূর্য্যছাড়া—জগৎ ছাড়া? তাঁহাদের যখন রুচি হইয়াছে, 'আমরা পশ্চিম দিকেই সূর্য্য দেখিব বা উত্তর ও দক্ষিণ দিকেই সূর্য্য দেখিব', তখন তিন দিকের লোকের রুচির আবেগ অবহেলা করিয়া আমাদের খানাবাড়ীর মাইরভ— অর্ডার-সাপ্লায়ার সূর্য্যনারায়ণ কি কেবল পূর্ব্বদিকেই উদিত হইতে পারেন? নিশ্চয়ই নহে। তিনদিকের লোক-সংখ্যার বল যখন ভারী, তখন সদলবলে বা সপরিচ্ছদে চাপে পড়িয়া—ভোটযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সূর্য্যের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাকে বিনষ্ট করিব এবং আমাদের রুচির গোলামী করাইবার জন্য ভগবান্ মরীচিমালীকে আমরা যেদিকে ইচ্ছা করিব, সেই দিকেই উদয় করাইব! তিনি যে আমাদের রুচিরক্ষক, আমাদের বহির্ম্মুখরুচিই যে তাঁহা বা পরমেশ্বরের নিয়ামক।

যাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে—"ধর্ম্ম-জিনিষটি মানুষের রুচি হইতে উদ্ভূত, ধর্ম্ম-জিনিষটি মানবের কল্পিত," তাঁহারা এইরূপই সিদ্ধান্ত করিবেন। এরূপ নাস্তিকা-মত অর্থাৎ যে মতে পরমেশ্বরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা অকপটে স্বীকৃত হয় না, কেবল সকল জীবের লোকের মনস্তুষ্টি করিয়া কল্পিত মতের প্রতিষ্ঠাই সংপ্রচারিত হয়, প্রেয়ের অভিনাষকে রুচির আসনে অভিষিক্ত করিয়া রুচি-বিরোধী শ্রেয়ঃ পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ মত কেবল ভারতে সৃষ্ট হয় নাই, ভারতের বাহিরে নাস্তিক্য-সমাজেও যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে।

দশম প্রসঙ্গ

হেগেলের প্রিয় শিষ্য লাডউইগ্ ফায়ারবাকের মতে পুরাতন দার্শনিকগণের ঈশ্বরের স্থানে হেগেল কেবল এক 'Absolute idea' বসাইয়াছেন। তিনি বলেন,—"ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমরা যে কিছু ধারণা পাই, সবই আবিয়াছে একটা না একটা ধর্ম্ম হইতে। প্রত্যেক ধর্ম্মই আমার মানুষের সৃষ্টি—ঈশ্বরের নয়। কেন না, যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যে ঈশ্বরটি ভাল লাগে, তিনি সেরূপ ইষ্ট বা ঈশ্বর কল্পনা করেন। কাজেই আমরা দেখি, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই, মানুষই তাহার নিজের কল্পনা বা ধারণার ছাঁচে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছে।" তিনি আরও বলেন,—"ধর্ম্মের মূল-নীতিগুলি ঈশ্বরের আইন নয়, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও রুচির আইন।"

ফায়ারবাকের কথাগুলি কার্লমার্ক্স্ আর একটু অন্য আকারে বলিলেন। মার্ক্স্ বলেন,—"মানুষ সমাজবদ্ধ; কেবল ব্যষ্টি-মানুষের রুচি-অনুসারে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মের প্রতি মানুষের রুচি সামাজিক অর্থাৎ সমাজের বিশেষ বিশেষ রুচি-অনুসারেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া থাকে।"

একাদশ প্রসঙ্গ

মানবের রুচি-অনুসারে সৃষ্ট বা মানবের শ্রেয়ঃপ্রসূত ধর্ম্মকে যাঁহারা 'ধর্ম্ম' বলেন, সেইসকল নাস্তিকা-ধর্ম্মমতের মধ্যেই "সকল ধর্ম্মই সমান" এইরূপ মতবাদ দৃষ্ট হয়। একটু অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন, যাঁহারা 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই মত ঘোষণ

করেন এবং স্ব স্ব রুচি-অনুসারে যাহার যাহা ইচ্ছা পছন্দটি পাকা করিয়া নিলিয়া লন, তাঁহারা চরমে নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ বা নাস্তিক্য মতবাদেই স্বীকার করিয়াছেন। "চরমে যখন কিছুই থাকিবে না, সবই অন্ধকার বা শূন্য হইয়া যাইবে, তখন সাময়িক ভাবে প্রেয়ঃরুচির অনুকূল ও নিজ-সুবিধা-স্বরূপ যাহাকেই হউক একজনকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কালীই মানি, আর শিবই মানি, গণেশই মানি আর সূর্য্যই মানি কিম্বা কল্পিত কিছুই মানি; বেদই মানি আর নাই মানি, চরমে কিছুই থাকিবে না, সকলই বিচিত্রতা-রহিত—বিশেষ-রহিত একাকার হইয়া যাইবে, তখন উহাদের যখন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, তখন সেই অনিত্য জিনিষগুলির জন্য আর মায়া-মমতার দরকার কি? তাহাদিগকে যে কোনও একটা নাম দিয়া—যে কোনও একটা রূপ দিয়া—যে কোনও একটা ধর্ম-কর্ম নামে ব্যাখ্যা করিয়া চরমে একাকারের লক্ষ্যের দিকে অভিযান করাই প্রয়োজন।"

কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ অনিত্য উপায় বা উপেয় গ্রহণ করেন না, যাঁহারা কল্পিত ঈশ্বর বা ইষ্ট বরণ করেন না, যাঁহারা প্রেয়ের ইষ্ট বা ধর্ম, মনুষ্যের রুচির ঈশ্বর বা ভগবান্‌কে পথ অবলম্বন করেন না, যাঁহারা পরমেশ্বরের রুচি-অনুযায়ীই তাঁহার স্বরূপ, ও সেই পরাচী পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাধর্ম্মীই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিত্যপথ বা প্রণালীকে—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রণীত ধর্ম্মকে; পরমেশ্বরের নিজস্ব পরম প্রতিনিধি আচার্য্যের আনুগত্যে বরণ করেন, তাঁহারা কোন দিনই "সকল ধর্ম্মই সমান" এবং "সকলের একই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন"—ইহা বলেন নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সাম্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের কোনটিই একপ নাস্তিক্য-মত পোষণ করেন না; কেন না, বেদব্যাস স্বয়ংরূপ বিষ্ণুর পরোক্ষবাদেই ভজনা করিয়াছেন। §

"সদ্বঃ ভবন্তং ইতি প্রত্যেতুর্মনীষিণঃ
শ্রুতঃ পরং পুরুষ এক ঈশ্বরঃ।
দ্বিতীয়তে হবিবিধিভিহয়েহরি সংজ্ঞাঃ
প্রেয়াংসি তত্র খলু শব্দধনোর্যথাগ্নিঃ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥
তেষামহো মহৎসেবাং প্রাবৃণীমহ্যনবরতমনোভজম্।
সদ্যঃ বিনষ্টতি যদ্বাসনা কর্ম্মকথা তমিহ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥"

(ভাঃ ১।২।২৩—২৮)

সদ্ব, ব্রহ্ম, ভগবান্—এই তিনটি প্রকৃষ্টির ভজ্য। সেই ভজ্যের অবিষ্ঠান-ভাগে এক পরম পুরুষ ত্রিগুণাবতার এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও সংহারের নিমিত্ত বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিমূর্তির নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই গুণকালের ঈশ্বর হয়, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না। অতঃপ্রবৃত্তি ও প্রজাসহিত অর্থাৎ ভোগ-রীতি সহ কাম হইতে প্রবৃত্তিবহুলতাযুক্ত বহুর ঈশ্বর প্রজাপতি ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা যুব ভোগ, আবার তাহা হইতে আবার সাক্ষাৎ ভাবে ভোগমুক্ত ক্রিয়াফলদাতা ও বহু। প্রজাপতি বলিয়া অগ্নি ভোগ এবং এইরূপ প্রজা-সহিত ও সন্তানক যে অযোজন, তদপেক্ষা সত্ত্বের সাত্ত্বিকতেজু হলোক ভোগ, সেই সত্ত্বাধার ব্রহ্মলোক হইতে সাক্ষাৎ প্রজাপতি লক্ষণ ভোগ, যাহা সত্ত্বজন তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাল্লক্ষণ-জ্ঞানবিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ। এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময় মূর্ত্তি অপাকৃত বৈকুণ্ঠবাসীদের বিষ্ণু সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজনীয় মূর্ত্তিগণকে অনুসর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরম কল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়।* অতএব ব্রহ্মস্বরূপ পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া অবর্ণ-বিশুদ্ধিত্ব অধিষ্ঠিত অন্তর্যামীর পাদ মূলের সাক্ষাৎ সেবার অবতারণের আরাধনা করেন। ফলতঃ যথাযথ হইয়া পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রকৃতি ও ঈশ্বরোপাসনা সমবয়ের বিশিষ্ট ভজন পন্থী-বিষ্ণু-পূজকারী হইয়াই ঐকান্তিক ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতি ঈশ্বরোপাসনাকে বরণ করে। কর্ম্মফলদাতা ভোগমুক্তির বাসুদেবোপাসনাবিশিষ্ট, ভোগকে নিবিশেষ-ব্রহ্মমূর্ত্ত ব্রহ্মের বিষ্ণুসাযুজ্য-বিশিষ্ট, যোগসাধ্য মূর্ত্ত যোগেশ্বরের বিষ্ণুসাযুজ্যসম্বন্ধ এবং যোগসাধ্যের অনুষ্ঠান-সমূহও বিষ্ণুভক্তি-সাপেক্ষ-

* "সাধ্যসাধন ভাবোঽয়ং ন তেষামুপপদ্যতে।
ঈশ্বরে কর্ম্মবিজ্ঞানমন্তে চ ব্রহ্মসংস্থিতিঃ" (ভাঃ ৩।৩২।৩১)

§ "ঋষীণাং নারদো দেবো ধর্ম্মাণামহমেব হি।
নরনারায়ণো দেবঃ সর্ব্বভূতাত্মকঃ কবিঃ॥
ত্রিলোকস্যাস্য রাজেন্দ্র মনুষ্যাঃ কুরবো যথা।
বিদ্যানাং বাসুদেবোঽহং নিধীনাং ধনদো যথা॥"
(ভাঃ ৩। ১১৯)

§ "ঈ ত্বং তাং পরমং সত্যং যথা সর্ব্বত্র পুরুষং বিশ্বীজ মজমানতম্।
ওঁ বিজ্ঞানো বিশ্বসৃগো আত্মনঃ সাম্যমতে বিশ্বোৎপত্তঃ পরমঃ পুরুষঃ।"
(১।২৭।১০ ঋক্)

মত। এই প্রকার জ্ঞানলাভ পরমেশ্বরকেই লক্ষ্য করে, জ্ঞানযোগীর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপেক্ষায়, যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বিষয়ক বর্ণনায় হরিভক্তিকে উপেক্ষা করে, বর্ণাদি লোকলাভ-রূপ অবিদ্যা দূর পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিরূপ বিদ্যালাভকেই লক্ষ্য করে।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে কোনদিনই সমান করেন নাই। শ্রীরামানুজ আচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি দিব্যসূরি বা আলোয়ারগণ এবং স্বয়ং শ্রীরামানুজ আচার্য্য শ্রীব্যাসের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বকপোল-কল্পনা-বলে বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমান বলিতে পারেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রত্যেক দেবতারই বিশিষ্ট স্থান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ব্যাসের অনুগত প্রমাণের দ্বারা পরমেশ্বর-বিষ্ণুর সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা জানাইয়াছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েও অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান বলা হয় নাই। শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষায় ও আচরণে কোথায়ও দেবপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করা হয় নাই। শ্রীব্যাসদেব উঁহাকে পারমহংস্যের চরম বলিয়াছেন। *

কিন্তু লোক-শিক্ষার জন্যগুরু ব্রহ্মা, ব্যাস, শিব, নারদ বা পাঞ্চরাত্র আচার্য্যগণ বা বেদোল্লিখিত ঋষিগণ অপেক্ষাও আমরা আমাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান মনে করি!

"বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা সকলই সমান,"—যাঁহারা এই স্বকপোলকল্পিত মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলেন যে,

---

* "অতো বিষ্ণৌ শিবাদীনাঞ্চ ঈশ্বরবুদ্ধিবৈষ্ণবে কারণমুক্ত-বিকোর্বা বৈষ্ণবানাং ত্রিলিঙ্গসমবলে পাঞ্চরাত্রৈর্যদুক্তঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নহি মন্ত্র সকলকগুরুত্বে সমত্বানাস্তবুদ্ধি-রেষা সর্ব্বত্রহেন ভবিতুমলমতীব বা নারকী নরঃ।"
(পদ্মপুরাণ)

—যে ব্যক্তি পূজার বিষয়ে শিবাদিবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মনুষ্যাদি মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-বস্তুর-দাতা বিষ্ণুমন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

"অস্মাদ্ নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।"
(বৈষ্ণবতন্ত্রাদৃত)

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

শ্রীচৈতন্যদেব শিবমন্দির, দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়াছিলেন এবং তত্তদ্দেবতাগণকে নমস্কার, স্তবনা ও উৎসবকে নৃত্যাদি করিয়াছিলেন। কেহ বা বলেন, গোপীগণ কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন, গোপেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন; শচীমাতা ষষ্ঠী-পূজা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের আচরণই প্রমাণ করিয়াছে যে,—'সকল দেবতাই সমান।'

যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত মতবাদের চশ্মা পরিয়া মোটা-বুদ্ধিতে ঐ সকল আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনাই প্রমাণ করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব বা পরমেশ্বরের সেবক কেহই অন্যান্য দেবতাকে অবজ্ঞা করেন না বা তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের সমানও বলেন না; কেন না,—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"
—(হঃ ভঃ বিঃ পূঃ বিঃ ২।৭৩ শ্লোকধৃত পাদ্মবচন)

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর, অতএব তিনি সর্ব্বদা আরাধ্য; কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণ কখনও অবজ্ঞার পাত্র নহেন।

লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী—শ্রীচৈতন্যদেব যে দাক্ষিণাত্যের বা অন্যান্য স্থানের শিবমন্দির, দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা শিব বা শক্তিকে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বিচারে নহে। "শিব ও শক্তি—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী, তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের আজ্ঞাবাহক"—এই বিচারেই বৈষ্ণব-মূর্ত্তি দর্শনার্থ গিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তির শিব বা শক্তিতে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিরূপ অবৈধী বৃত্তি ছিল—(গীতা ৯।২৩) তাঁহাদের সেই বুদ্ধিকে বিদূরিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়াছিলেন। যদি শক্তি এবং শিব বিষ্ণুরই আর একটি স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপ বা বিষ্ণুর সহিত সমানই হইবেন এবং তাহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইবে আর সেরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াই শ্রীচৈতন্যদেব শিব ও কাত্যায়নী, কোথায়ও বা কার্ত্তিকাদি দেবতার মন্দিরে গমন করিবেন, তাহা হইলে তিনি শৈব, শাক্ত বা দেবতান্তরের উপাসকগণকে নিশ্চয়ই বলিতেন,—"তোমরা যে উপাসনা করিতেছ, তাহা ঠিকই আছে—ইহা পরমেশ্বরেরই

উপাসনা।" কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সকলকেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণতম উপাসনার উপদেশ দিলেন কেন? অর্থাৎ শিব ও শক্তিকে 'স্বতন্ত্রপরমেশ্বর' না বলিয়া একমাত্র বিষ্ণুপারমেশ্বরকেই পরমেশ্বর বিষ্ণুপারমেশ্বরের মূল শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ, স্বয়ংভগবান্ বলিলেন কেন? আর স্বতন্ত্রবাদের শৈব ও শাক্তগণকেই বা বৈষ্ণব করিলেন কেন?

বোধটি উদ্ধৃত করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন যে, শ্রীনারায়ণ পরমপুরুষ বিষ্ণু। বিষ্ণুতত্ত্বে কোনপ্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ দুইটি বা বহু নহেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু "শিব", অন্যান্য দেবতা-সম্বন্ধে সে বিচার নহে। তাঁহারা নহেন, তাঁহারা শক্তিতত্ত্ব। অতএব অন্যান্য স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম পরাৎপরতত্ত্ব নহেন; আবার তাঁহারা পরাৎপরতত্ত্বেরই শক্তি, সেবক বা অধীন বলিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রও নহেন।

শ্রীচৈতন্যদেব, যখন দক্ষিণ প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ আদিকেশবের মন্দির হইতে "ব্রহ্মসংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ অতীব প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণিত। যাঁহারা বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুই ঐ গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহাদের কথাও যদি মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি কোনও অসুবিধা হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বা তাঁহার প্রদত্ত সেই গ্রন্থে শ্রীমন্মহা-প্রভুরই মতের সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে। ঐ গ্রন্থে আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদকে যুক্তি-দ্বারা ছেদন করা হইয়াছে। তথাকথিত অদ্বৈত মতকোলাহলকে সম্যক্ প্রকারে নিরাস করা হইয়াছে।

সনাতনধর্ম্ম-রক্ষক স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কোন দিনই শ্রীবাসের বাক্য বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের বিরুদ্ধমত প্রচার করিয়া বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাকে সমান বলিতে পারেন না। ঐ সকল মত পরবর্ত্তিকালে দুরভিসন্ধিযুক্ত মানবের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে।

---

* শিবাদ্যা দৈবধর্ম্মা যেবী কায়ে ব্যবস্থিতাঃ।
কার্ষেণীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।
গোসমাজে শিব দেখি' আইলা বেগোবন।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা মন্থন।
অন্তর্যামী শিব দেখি' মনে কৈল ক্রোধ।
সব শিষ্যলোকে দৈল 'বৈষ্ণব' হইতে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৭৪—৭৬)

"প্রভু কহে, কহ! তুমি না করিহ সংশয়।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—এই ত' নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব তুল্য-আত্মার হরে তেঁহ মন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৩৮—১৩৯)

* (১) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন পূরিয়া 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৪৪-৪৫)

(২) "যন্ত্রৈস্ত্রিলিঙ্গরসনির্গতবোধকেন ঔর্ব্বেন বহ্নিরবিষহ্যতুষ্ট।"—(ভাঃ ৩।২৮।১২) অর্থাৎ জলময়-প্রলয়ের অগ্নি হইতে সমুৎপন্না সহিষ্ণুতা প্রভাব পরিত্যাগ করিয়া যিনি ক্রোধ করিয়া শিব-পর্য্যন্ত 'লিঙ্গ' (জগৎসত্ত্ব) গ্রাস করিয়াছিলেন।

(৩) "অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চাগ্নয়োঽপরে। সর্গাদয়ো যস্য কলাঃ কালমন্যায়ণা বয়ম্। যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনাস্তং সত্যং প্রপদ্য সুদুরত্যয়মিত্যবিদ্মঃ। অনন্যদৈকমবিকল্পমনন্তপারং আদ্যং পরং বিজয়তে পুরুষং মহান্তম্।"
—(ভাঃ ১০।৮৭।৩০-৩৪)

হে দেব, আমি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশ্বসৃষ্টিবুদ্ধিমান্, আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্যাধীন, নিয়তম, ঈশ্বর আপনার পরাধীন রহিয়াছি। আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, শান্ত, বৈষম্যবুদ্ধিরহিত, নিয়তম, অন্যাধীন, ঈশ্বর, সত্যাতীত-বিভাতীত ভেদশূন্য এবং জগৎ ও জীবসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আমরা এজন্যই ভক্তি-যোগ লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি।

[এ বিষয়ে যাঁহারা আরও অধিক জানিতে চাহেন, তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য গোবিন্দভাষ্য-টীকার ভূমিকাগ্রন্থে। তৃতীয় পাদ ও তিন জীবগোস্বামী প্রভুর সন্দর্ভ আলোচনা করিলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে জানিতে পারিবেন।]

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

অনেকে আবার এরূপও বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, "শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব বা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ সকলেই নূনাধিক গোঁড়ামি করিয়া গিয়াছেন, কেহই সমন্বয় করিতে পারেন নাই। এখন গোঁড়ামির যুগ চলিয়া গিয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে ঐ সকল সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির অচল মুদ্রা চলিবে না।" এই গোঁড়ামির সংকীর্ণতা বিদূরিত করিয়া মহাসমন্বয়ের (?) বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য আবার কেহ কেহ অবতারও (?) সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং "বেদ, ভাগবতাদি পুরাতন সুতরাং অচল (?) শাস্ত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বর্ত্তমানযুগে অচল মহাজন (?)" প্রভৃতি প্রলাপ প্রচার করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই! আধুনিক কালের তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের নায়কমহাশয় স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত হইতেও অতিবাড়তা অধিক উদারতা দেখাইয়াছেন বলিয়া • বিংশ শতাব্দীতে তাঁহার বহু আধুনিকতাবাদী ভক্তোৎসবী ভাবক হইয়া পড়িয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পঞ্চানন তর্কাচার্য্য এম, এ "সাহিত্য" নামক পত্রে দেখাইয়াছেন, এইরূপ আধুনিক সমন্বয়ের (?) সৃষ্টিকর্ত্তার ভাবকদলের নূতন অবতারবাদের পূর্ব্বেও শক্তি-উপাসক রামপ্রসাদ ও ত্রিপুরার বেণুগান রামদুলাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐরূপ অদ্ভুত সমন্বয়বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। • আমরা পৃথিবীর সর্ব্বদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ইতিহাস হইতেই দেখাইয়া দিতে পারিব যে, ঐরূপ তথা-কথিত সমন্বয়বাদের ভূলনায় নাস্তিক্য-ধর্ম্ম সর্ব্বযুগেই প্রচারিত ছিল ও প্রচারিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

• শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যদিহা যবনা দেখি নিত্যানন্দ বলে। তথাপি তাহার মুখ দেখিবে সকলে॥" কিন্তু এই সকল ব্যক্তি নিত্যানন্দ হইতেও এক আঁটি বড় হইবার জন্য বলিয়াছেন, "তোমাদের মুখে যবনের ভাষা কেন হরি হইবে না"। আবশ্যক হইলে ঐ সকল প্রমাণ সাধারণ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারিবে।

• "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।"
(রামপ্রসাদ)

• • •

"মনে করে শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
আমার মনে নয় সে দিন তোমার মনে কর॥
এ ভব সংসার ধোকার টাটি বই ত নয়।
ওরে ও দিন দিবা ভেবে মন আমার হ'তেছে পাকি॥"
(বেণুগান রামদুলাল)

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম সম্পুট

গোপীগণের কৃষ্ণকে স্বয়ম্বরপক্ষক হইতে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার কারণ

শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ শ্যাম-বিরহিণীর চিত্তবৃত্তিতেই নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'গোকারণ্য, ঘাসী, ঘোড়া, রথধ্বনি, রাজবেশ, ক্ষত্রিয়গণ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ হইতে পুষ্পারণ্য, কৃষ্ণ, শিঙ্গনাদ, গোপ-গোপী, বেণু প্রভৃতি সহজ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন-সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ নীলাচল হইতে পুরুষোত্তমে লইয়া গিয়া কৃষ্ণকে অধিক সুখ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছলে পতিবঞ্চনা

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল-দ্বারা ধর্ম্মমার্গীয় পতিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

গোপীগণের উক্তি

"হে পরমাত্ম, সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম—যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা তোমার সহজ-গৃহধর্ম্মপরায়ণা বিরহসিন্ধুনিমগ্না আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হউক।" অর্থাৎ তুমি আমাদের দূরের বস্তু নহ

যে, যোগিগণের ন্যায় আমরা তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া ধ্যান করিব। তুমি আমাদের অতি নিকটতম প্রত্যক্ষের বস্তু, সুতরাং আমরা তোমাকে আমাদের গৃহের মধ্যে রাখিয়া নিত্যকাল সেবা করিতে চাই।

দেহ স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারেতে কাজ তা'র,
তারা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৩৪)

গোপীর কোন কার্য্যই আত্মসম্ভোগেচ্ছামূলক নহে ; সকলই কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যপর

বিরহকাতরা গোপীগণ বিরহ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার যে কৃষ্ণসঙ্গ চাহেন বলেন, তাহাও কৃষ্ণেরই সুখ-তাৎপর্য্যের উদ্দেশে ; কৃষ্ণ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ-সুখের জন্য নহে,—

দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-সুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মোর ব্রজবাস, কিবা জীয়ও ব্রজে আসি',
কেন জীয়ও দুঃখ সহাইবারে?
তোমার যে অঙ্গ বেশ, অঙ্গ সঙ্গ, অঙ্গ দেশ,
ব্রজ-জনে কভু নাহি তায়।
তুমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজ-জনের কি হ'বে উপায়।
(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪৫-১৪৬)

পরস্পরের বিরহ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের সুখের জন্যই প্রাণ-ধারণ

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীতির জন্যই বিরহ-বিধুর কান্ত ও কান্তা জীবন ধারণ করেন—সাম্ভোগগতীর ন্যায় আত্মহত্যা করেন না। ইহাই শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
মাহি জীয়ে, এ সত্য প্রমাণ।
মোর মনঃ যেমনে রবে, তাঁর এই দশা হ'বে,
এই ভয়ে ধৈর্য্য রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে রাখে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন-দুঃখ, যাহে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২-১৪৩)

কৃষ্ণবিরহে দশদশা:—মৃত্যুপ্রায় অবস্থা উপস্থিত হইলেও তখনও বিরহ-বিধুর সেবক সেব্য-কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ

সকৃদ্যদুদ্গীতমজস্য বিশ্বসৃজ্জগন্মঙ্গলমাত্মশোধনম্।
তদাত্মবীর্য্যস্মরতাং হৃদি স্থিরং তনোতু সন্তো বরমচ্যুতাত্মতাম্।
তথাপি যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবং জুষাং সতামাত্মসুখানুভূতয়ে।
কিয়দ্ভিরীশো বিরহাতুরাত্মনাং ন ধত্ত আত্মাবসথং সিসৃক্ষয়া॥

শ্রীমতী বার্ষভানবী ললিতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে সখি, কৃষ্ণ যদি আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না ; অতএব অতিশীঘ্র এ দেহ-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমি আর ঘর করিয়া এ দেহ রক্ষা করিও না। ইহা শকুন্তে খাইয়া আকাশাদি ঘর ভূতে প্রবিষ্ট হউক। আমি আমার মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া বিধাতার নিকট কেবল একটি বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারবাটীতে এ দেহের জল, তাঁহার স্পর্শে ইহার অনল, তাঁহার অঙ্গনের আবাসে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমনের পথে ইহার পৃথিবী এবং তাঁহার তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করে।"

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ সুখ-চেষ্টার পরাকাষ্ঠা, বিরহ-বিধুর শ্রীগৌড়ীয়ের আদর্শেই ইহা হয়। সেই আদর্শই শ্রীগৌর-সুন্দরের চরিত্রে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে এই ভাব দেদীপ্যমান

"না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলা দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখ-বর্য্য॥
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সহজ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তাঁর পায়ে পড়ি' লঞা যাঙ হাতে ধরি'
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী॥

যে গোপী যোর করে সেবে,　কৃষ্ণের করে সন্তোষ
কৃষ্ণ তা'রে করে অভিলাষ।
দুই তা'র ঘরে যাঞা　তা'রে সেবো দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী,　পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
ত্যজিল সূর্য্যের পতি,　জীয়াইল মৃত পতি,
দুই কৈল মৃত্যু তিন-সেবা॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫২-৫৩, ৫৬-৫৭)

"কুষ্ঠী বিপ্রের ইতিহাস"

পুরাণে অনেক কুষ্ঠরোগী বিপ্রের একটি আখ্যায়িকা আছে। উক্ত কুষ্ঠীবিপ্রের এক পতিব্রতালক্ষণাক্রান্তা পত্নী ছিলেন। বিপ্রবর কুষ্ঠরোগে অকর্মণ্য হইলেও অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-লোলুপ ছিল। এক সময়ে ঐ ব্যক্তি কোন এক বারবনিতার সঙ্গ-লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু বেশ্যা ঐরূপ অঘন্যরোগগ্রস্ত অকর্মণ্য পুরুষকে কোন-রূপেই স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। পতিব্রতারমণী পতির মনস্কামনা পূরণের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ঐ বেশ্যার গৃহে গিয়া দাসীর পদ প্রার্থনা করিলেন এবং বহুকাল-যাবৎ বিনাবেতনে বেশ্যার সেবা করিয়া তাহার বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়িলেন। একদিন অবসর বুঝিয়া পতিব্রতা বেশ্যার নিকট স্বীয় স্বামীর অভিলাষ এমনভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে, ঐ পতিব্রতার অকপট পরিচর্য্যার কৃতজ্ঞতা উপলব্ধন করিয়া ঐ বেশ্যা কিছুতেই অসম্মতি প্রকাশ করিতে সমর্থা হইলেন না। তখন পতিব্রতা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ঐ বেশ্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহার নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইল, সে তখন ঐরূপ পাপসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল এবং তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য পত্নীকে আদেশ করিল। প্রত্যাগমন-কালে রাত্রির অন্ধকারে পথে মাণ্ডব্য নামক এক ঋষির গাত্রে অকস্মাৎ ঐ কুষ্ঠী বিপ্রের পদস্পর্শ হইল। ঋষি ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ বিপ্রকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। পতিব্রতা স্বামীর প্রতি এইরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন এবং সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। পতিব্রতার ঐরূপ তীব্র সঙ্কল্প দর্শনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনজন প্রধান দেবতা স্বয়ং আগমন করিয়া ঐ পতিব্রতার পতিকে নবজীবন দান করিলেন।

উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠবিপ্র-রমণীর ঐ আদর্শ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ পতিব্রতা-কর্ত্তৃক বেশ্যার সেবা যেরূপ ঐ পতিব্রতা-রমণীর নিজ-সম্ভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল পতির সুখের জন্যই কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও নিজ-সম্ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হইয়া থাকে। সেই বিরহ সেব্যের প্রগাঢ় অহৈতুকী সেবার জন্যই আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা।

অষ্টম সম্পুট

শ্রীগৌরচরিত্র বিরহ-পরাকাষ্ঠার বিগ্রহ

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহের অবধির রূপ প্রকাশ করিয়া কখনও "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন" বলিতে বলিতে নীলাচলের নীলাম্বুধি-কূলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন, কখনও বা নীলদ্রুমকে কৃষ্ণকেলিনিকেতন যমুনাভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেন, কখনও বা সমুদ্র-সৈকতকে যামুনপুলিন জ্ঞানে অধিকতর বিরহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতেন। তাই বুঝি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অস্তাপি যাসি বিবুধানবলোকমাত্রাৎ
পুংস্কোকিল-কুলকৃতয়াসরসং বিতাব্য।
তানাত্র কিং বরদলায়ন-দিব্যচূর্ণৈ-
রভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি গৌরী॥"
(গোপালচম্পূ পূ প্র পূ ১৫)

—যেমন একশ্রেণীর ব্যক্তি 'ধূলোপড়া' 'ছাইপড়া' প্রভৃতি-দ্বারা—অলৌকিক বা অজ্ঞাত মন্ত্রপূত চূর্ণ-দ্বারা লোকের মনকে কোন বিষয়ে অনুরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ যমুনার বালুকাচূর্ণও কি অপ্রাকৃত-ভাবুক-দর্শকের মনকে কৃষ্ণ-বিষয়ে অনুরাগ-যুক্ত করিয়া থাকেন?

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া কখনও বা গম্ভীরার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, কখনও বা শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষী-গণের বিপ্রলম্ভাত্মক চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিতেন, কখনও

যা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখনও যা [illegible] করিতে করিতে ইহাদের লীলা প্রকাশ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "চূত-প্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার" শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রতি-তরুকে কৃষ্ণ-সখার জিজ্ঞাসা করিতেন। তুলসীকে, পুষ্প-বৃক্ষসমূহকে, হরিণীকে কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। তখনও সে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে

"দৃষ্টা ত্বয়ি বিদ্যে চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
দূনায়িতং তথা সখ্যং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥"

—গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষশূন্য কাল ঘূর্ণন রোগ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পতিত হইতেছে, সখ্য আমার দূনপ্রায় হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই অপ্রাকৃতবিরহের সাক্ষ্য

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্র এইরূপ অপ্রাকৃত বিরহেরই সাক্ষ্য, তাহা শ্রীল রঘুনাথের উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাই,—

"দূনায়াতে মহাযোগৈঃ বিরিঞ্চিপ্রভৃতিভিঃ।
যাতুঃ প্রেমাতে দূনং গৌরাঙ্গ-পরিচর্য্যয়া মে॥
এ পতিতে যদি দেবেন্দ্রে কিং তস্য দোষঃ
স কিল কৃপিলমাত্রৈর্বিধাতা বাধাতি।
কমপি পরমপূর্ণপ্রেমতর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটজনতায়াং কো বরস্তস্য বাধা॥
গিরিবরতট-কুঞ্জ-ক্ষ্মা-বৃন্দাবনেষু-
সরসি রচয়ন্ শ্রীমাধিকা-কৃষ্ণকীর্ত্তিম্।
দৃতবিধিমধীরং সম্ভবন্ তৎসমাজ-
ক্রমবিকৃতময়ন্ সর্ব্বকালং বসামি॥"

—আমার গৌরাঙ্গ-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিজিত হওয়ায় আমার নিকট মহাযোগী শুকের ন্যায়, গোবর্দ্ধনবিহারী মজনদের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড যাদবকুণ্ডের ন্যায় গৃহীত হইতেছে। যদি আমার মেরু ভূপাতের দ্বারা পতিত নাহয়, তাহাতে দেবের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এ দেহকে বিধাতা সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তর্কের দ্বারা আর একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমাতির আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পালাস্থ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের ঋষি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণাবলেশ্বরীর যে সংলোকে, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

চতুর্ভুজ 'আলোয়ার নাথ'-দর্শনে বিস্তৃপিত বিরহ

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইতেন, আবার অনবসর-কালে আলালনাথে গমন করিয়া চতুর্ভুজ-আলোয়ারনাথ (শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি)-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে আবিষ্ট হইতেন। এজন্য আমাদের শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিত আলাল-

"বিস্তৃপিত বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র"

নাথকে "বিস্তৃপিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র" বলিয়া থাকেন। নীলাচল বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র বটে, সেখানে শ্রীজগন্নাথ বিভুরূপ প্রকাশ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, সোভারণ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহাতে গোপীগণের হৃদয়ে মাধুর্য্যময় বিগ্রহকে মাধুর্য্যভাবে সেবা করিবার জন্য অভিলাষ হয়, কিন্তু আলালনাথে চতুর্ভুজমূর্ত্তি-দর্শনে গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদানল অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাটনায় ভাগবত-প্রচারিণী ও শ্রীল প্রভুপাদ

৺ পাটনা হইতে প্রেরিত নিম্নস্থ সংবাদ-বার্ত্তার পরে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃ ৮টার সময় মোটরে পৌঁছিয়া বাঁকিপুর কদমকুয়া নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীটি খুব বড় ও বিতল এবং স্থানটিও বেশ নির্জ্জন। ঘরের তক্তপোষগুলি প্রত্যেকটি বেশ প্রশস্ত। তাঁহার সহিত প্রায় চল্লিশ জন ভক্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন।

প্রদর্শনীর কার্য্য চলিতেছে। উক্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠ হইতে 'ফিয়েট' মোটরটি ও 'শ্রীরাম-মুরাপুর' বাস্ উক্ত দিবস ৮।৯টীকার মধ্যেই তথায় পৌঁছিয়াছে।

গত ৩রা নবেম্বর (১৯৩৩) শুক্রবার প্রাতে (পূর্ব্বে বজ্রযোগের এবং বর্ত্তমানে) বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর-ডিভিসনের গভর্ণমেণ্ট-প্রত্নতত্ত্ববিভাগের (Archæological Department এর) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা-বালিগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র চন্দ্র মহোদয় ডেপুটি-কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অতুল চন্দ্র সোম মহোদয়ের সহিত পাটনার বাঁকিপুর কদমকুঁয়াস্থ ভবনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এক্সাক্সিজে ৩৭৮টাকাল বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত তত্ত্বসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন। তাঁহাদের বিনম্রতা, সৌজন্য এবং হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে পাটনা-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, ব্যারিষ্টার মিঃ পি, আর দাস ও পাটনা-হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নরহরিচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বেড়ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

গত ১৩ই অক্টোবর ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ রায়, পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত চারু-চন্দ্র ঘোষাবিয়া, অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র রায় প্রমুখ সজ্জনগণ সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতেছেন। গত ৫ই নবেম্বর ১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার অপরাহ্ণে পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ্ মিঃ বিনপ্রিয় চ্যাটার্জ্জী সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালানিবাসী পল্লীর অধিবাসী। স্যুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী এবং স্থানীয় হরিসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু অমরচরণ ঘোষ অধ্যাপক, পাটনা হাইকোর্টের উকিল ও উক্ত হরিসভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর দে, অনেক ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস্, অনেক অ্যাডভোকেট এবং পাটনা হাইকোর্টের কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীও ঐ দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪০) শনিবার অপরাহ্ণে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত পরমিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তে বেহার-ভূষণ মহোদয় রাঁচী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পরিচিত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদসন্দর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-প্রবর্ত্তনী উক্তিতে পাটনার ভক্ত-বিদ্বদ্বয় কথা শ্রবণ করিয়া রাজ মহোদয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাজর্ষি মহোদয়ের সঙ্গী ভদ্রলোকটির আধুনিক প্রচলিত সমন্বয়বাদ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পাওয়ায় প্রসঙ্গক্রমে "যত্র নারায়ণঃ দেবঃ ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।" প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে তথাকথিত সমন্বয়বাদের সহিত প্রকৃত 'সমন্বয়' শব্দের পার্থক্য এবং তৎসহ সমন্বয়াভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা হয়। তদ্ভ্রবণে উভয়েই প্রীত হন।

শ্রীবাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে অসংখ্য যাত্রি সমাগম হইয়াছিল। রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীধাম ও ধামেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইয়া যাত্রিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবাসোপলক্ষে কএকদিন ধরিয়া অসংখ্য লোক-সমাগম হইয়াছে। গত ১৫ই কার্ত্তিক (১৩৪০) বুধবার সন্ধ্যার পর শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীমান সাগর মহারাজ 'কৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে এক গবেষণাময়ী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, শ্রীমান গোধায়ন মহারাজও তৎপর তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। গত ১৯শে কার্ত্তিক রবিবার দিবসও শ্রীমান সাগর মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। দুই দিবসই বহু শ্রোতৃসমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত এবং অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত

শ্রীচৈতন্যবিদ্যাভূষণাদি ভক্তিগ্রন্থ নিয়মিতরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

মহামহোপদেশক আচার্যাধিক শ্রীযুত সুরবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমঠে সমবেত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দমধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত শ্রীগোবর্দ্ধনভূষণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সপ্তাহব্যাপী বৈষ্ণবাচার্য্য মহোৎসব উপলক্ষে চাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীভক্তিবিবেকগৌড়ীয়বেদান্তাশ্রম-প্রচার-সেবায় শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদকের সাহায্য করিতেছেন।

প্রচার-বার্ত্তা

বোম্বাইএ—বোম্বাইএর ২৯।১০।৩৩ তারিখের সংবাদে প্রকাশ,—বিগত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর রবিবার সময় গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ মুম্বাই সহরের মাণাবাহ-নৈলনিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকা দাস কল্যাণ দাস, শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস কল্যাণ দাস এবং শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস কল্যাণ দাস নামক ভ্রাতৃত্রয়ের 'শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জ' ভবনে আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বালালীলা ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি এবং অন্তে সুমধুর কীর্ত্তন হয়। শৈলস্থিত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রায় ২ঘণ্টার অধিককাল পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

মুজেরে—গত ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত বারাহাটপুর ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু যাদবেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের বসতবাটীতে তথাকার স্থানীয় জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত উদিত নারায়ণ সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক তদীয় সেরাসপুরা-স্থিত বাসভবনে আহূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। ১। রায় বাহাদুর উদিত নারায়ণ সিংহ জমিদার, ২। বাবু যাদবেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ম্যানেজার বারাহাটপুর ষ্টেট, under court of wards ৩। বাবু রাম পরিচয় সিংহ বি.এ. ৪। বাবু চন্দ্র কান্ত মিশ্র বি-এ, ৫। পণ্ডিত অম্বর কান্ত বি. জ্যোতিষাচার্য্য, ৬। বাবু কেশোপ্রসাদ বর্ম্মা।

মতিহারীতে—গত ১লা নবেম্বর (১৯৩৩) মতিহারীর জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিমলবিহারী রায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই :—

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারার্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে মতিহারীতে প্রেরণ করায় মতিহারীর জনসাধারণ শ্রীযুত প্রভুপাদকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। স্বামীজির এখানে ইংরাজী ও হিন্দী-ভাষায় ক্রমান্বয়ে (১) মানবজীবনের উদ্দেশ্য, (২) ধর্ম্ম কি ও কাহাকে বলে এবং (৩) গীতার শিক্ষা-সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সুপণ্ডিত স্বামীজীমহারাজদ্বয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর বক্তৃতাশ্রবণে সমবেত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সকল শ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দেরই নিকট এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জীবনে এক অপূর্ব্ব সুযোগ ও দৈব আশীর্ব্বাদ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু গণেশপ্রসাদ সাহু, রায়বাহাদুর ঠাকুর রামধারী সিংহ এবং অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন রায়বাহাদুর টি, সি, গুহ-প্রমুখ মহোদয়গণ উক্ত স্বামিমহারাজদ্বয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মতিহারী-জনসাধারণের প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের মতিহারীতে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বারভাঙ্গায় যাইবার কথা।

কটকে—গত ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার কটক-টাউন-হলে শ্রীযুক্ত বনবিহারী পণ্ডিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ উক্ত সভায় 'শ্রেয়োলাভ'-বিষয়ে একটি দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২৯শে অক্টোবর রবিবার কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ভূতিরত্নমহোদয়ের ওয়েলকম্ বক্তৃতার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রফেসার শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিশ্র এম-এ মহোদয়ের আহ্বানে উপস্থিত প্রায় ছইশত ছাত্র, প্রফেসার ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে 'বেদান্তে সত্যবাদ' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে—চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীযুক্ত গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা ও মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে প্রতিবৎসরই মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের বিশিষ্ট উৎসব-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবৎসরও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়— শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথিপূজা ও মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীউত্থান-একাদশী ত্রিবাসরের মধ্যে বিশেষরূপে চিহ্নিতা, তদুপরি আবার অপ্রাকৃত শ্রীহরিবাসর শ্রীল গৌরকিশোরের বিরহ-তিথি বলিয়া একাধারে শ্রীহরিবাসর-তিথিরূপে সর্ব্ব-সজ্জন-বন্দিতা হইয়াছেন। ঐ দিবস মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরু ও গৌরজনের বন্দনাকে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া অধোক্ষজ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীভক্তি-ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা আরতির পর আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যারত্নোদার, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাকেতনতলে শ্রীগৌর-কিশোর-বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতীব সরল ভাষায় আচার্য্য বিদ্যারত্নোদার মহাশয়ের বক্তৃতা একদিকে যেমন সর্ব্বহৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই তাঁহার সেবা ও আচরণময় জীবনে উজ্জ্বলতর বৈদগ্ধী বিস্তার করিয়া তাঁহার উক্তিগুলি সকলের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সভায় চাকা-সহরের অনেক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন বৈষ্ণব ও সাধারণ সকলকেই আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিল।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ হইতে তৎপরদিবস রাত্রিকাল পর্য্যন্ত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে বিপুল হরিকথা প্রচারিত হইয়াছিল। পারণের দিন একটি বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলকে খেচরান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহামহোৎসবের সেবা-কার্য্যে ব্রহ্মচারী শ্রীহরেকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রীজী, ব্রহ্মচারী শ্রীমহাপ্রভুদাসজী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীপদ্মনাভ, ভক্ত শ্রীশ্যামাচরণ ও ভক্ত শ্রীব্রজকিশোর বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত নন্দীবাজার ফরওয়ার্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে—শ্রীশ্রীলবাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা ও মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ৩০শে অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারি ব্রহ্মচারী ভূতিরত্ন মহোদয় "জগতের লোকের জন্ম, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের আবির্ভাব, তিরোভাব ও বিরহ মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র" সম্বন্ধে বহু সজ্জন ও মহিলাগণের সমক্ষে বক্তৃতা-মুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। পরে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চাঁপাহাটিতে—শ্রীগৌরপদাম্বুজমঠসেবকগণ উষাকীর্ত্তন দিবসে পাঠকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজে

বিগ্রহতিথিপূজা এবং পরদিবসও পাঠকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রয়াগে—গত ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর রবিবার উত্থানৈকাদশী দিবসে শ্রীগৌড়ীয় মঠে পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতা-মুখে শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রবি ও সোমবার সন্ধ্যার আদূত দুইটি বিজ্ঞাপনসভা বৃহতী সভার অধিবেশনে ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীদামোদরানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীল বাবাজী মহারাজের অভিধেয় চরিত্র কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতা—গত উত্থানৈকাদশী দিবসে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথি উপলক্ষে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে ভক্তাদসমূহ যথাবিধি মহাসম্ভারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরদিবস সাধারণ মহোৎসবও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-গণের যোগদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি নির্ব্বিশেষে শ্রীমঠে পংক্তিবদ্ধভাবে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত বিঠ্ঠল রাও পাণ্ডু উক্ত বিরহ-মহোৎসবের যাবতীয় উপায়ন-সম্ভারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমবিড়ে—মেদিনীপুর জেলায় আমবি গৌড়ীয়মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ ও শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অন্তিমবর্ষ জীবনচরিত পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পরদিবস সভায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কালিংদমন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠান্তে সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরে—ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয় মঠে যথাবিধি সমারোহে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটতিথি পালন করা হইয়াছে। পরদিবস রাত্রীতে এখানে আগত মেদিনীপুর মুলবেড়ে নিবাসী অধিবাস শ্রীযুত শৈলেশ চরণ নন্দ মহাশয় ও তাঁহার জামাতা তমলুক কল্যাণচক-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত সরোজ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে একটি মহোৎসব হওয়ায় প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। উক্ত মহাশয়দ্বয় মেদিনীপুর ডিক্রুলিয়াগঞ্জনিবাসী শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত যথাসর্ব্বস্ব শ্রীভগবদ্ভজনানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

বিশিষ্ট পরিদর্শকের অভিমত

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জ্জি গত ২৫শে অক্টোবর (১৯৩৩) ইংরাজী মহাপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

It was my privilege to be shown round the Thakur Bhakti Vinode Institute. I wish I was born again to be a student in an institution like this and to have the happy lot of being brought up in the traditions of this place. The boys seem to flow in from all parts of Bengal and they have the opportunity of having spiritual home under the care of one of the splendid organisations which this country can boast of. I wish the school, the staff and the students all success and continued prosperity.

Sd/ N. C. Chatterjee.
Barrat law.

আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট দর্শন করিবার আমার সৌভাগ্য হইল। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই স্কুলের ছাত্র হইয়া আসি এবং এই স্থানের পবিত্র আবহাওয়ায় লালিত পালিত হইবার সৌভাগ্য-সুখ বরণ করি। এখানকার বালকগণ বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহারা একটি বিশিষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকিয়া পারমার্থিক জীবন গঠন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এরূপ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান দেশে আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এই স্কুলের, শিক্ষকগণের এবং ছাত্রগণের পূর্ণ সাফল্য ও ক্রমোন্নতি কামনা করি।

(স্বাঃ) এন, সি চ্যাটার্জ্জি, বার-এট্‌-ল।

শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের

তৃতীয়বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি

উপলক্ষে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে বিরাট্ সভা

সভাপতি—স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়

সজ্জন-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়

পাটনায় শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর দ্বার-উন্মোচন

আগামী ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥ সাড়েচারি ঘটিকার সময় মহামান্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর পাটনার গঙ্গুলঘরের পার্শ্ববর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

এই দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিবিরের পরিচিত উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া বসিলেন। ভক্তগণ এবং পরিক্রমার যাত্রিদলসমূহ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ব্রজবাসী বহুব্যক্তি এবং রাধাকুণ্ডবাসী গৌড়ীয়গণও অনেকে ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও আচার্য্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী অধিকাংশ লোকই দলে-দলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোপালদাস নামক একজন ভেকধারী পণ্ডিতকেশ ব্যক্তি সেখানে প্রভুপাদের সন্নিকটে উপস্থিত ছিলেন। কুসুমসরোবরে বাসের অভিমানকারী কলিত হরিদাস-কারি-সম্প্রদায়ের কতক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত গোপালদাসকে শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সখীস্থলীতে যান কি?" গোপাল দাস বলিলেন,—"যাইবেন না কেন?" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সখীস্থলীর কোন দ্রব্য পর্য্যন্ত দেখিতে পারিতেন না। তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থে সেই বিচারই লিখিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই বিচার অবলম্বন করিয়াই একটি গান রচনা করিয়াছেন। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিকটে উপবিষ্ট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ

বি-এল মহাশয়কে নিম্নলিখিত পদটী গান করিবার জন্য আদেশ করিলেন,—

আমি ত' আনন্দ-সুখদায়িনী।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি।
সখীগণী নাহি হেরি নয়নে।
যেখিলে বৈষ্যাকে পড়য় মনে॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে চাহি তাহারে দেখি'॥
রাধিকাকুঞ্জ আঁধার করি'।
হইতে চাহে সে রাধার হরি॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥
ভক্তিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
দিয়েছে পরাণ অতীব যতনে॥

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুজনের American methodist mission এর তিনটি মেয়েছাত্র ও একজন এদেশীয় মহিলা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরিব্রজার অপূর্ব্ব সুবন্দোবস্ত, শিবিরশোভা দর্শন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের কিছু কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে, এইরূপ একটী বিরাট সভা দেখিয়া এইবারে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গ-ভাষায় একটি বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, ঢাকাতে শ্রীল তীর্থ মহারাজের সহিত তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ঢাকার জনৈক ভাগবত-ব্যবসায়ী গোস্বামী—ব্রাহ্মণাধ্যব ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। তীর্থ মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভগবৎ-প্রসাদ ভিক্ষা করিবার জন্য চক্রবর্ত্তীর ঠাকুর-বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর উক্ত ভাগবত-ব্যবসায়ী গোস্বামীর আদেশ ছিল যে, কোন-ক্রমেই যেন গৌড়ীয়মঠের লোকদিগকে সাহায্য করা না হয়। ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের এইরূপ মৎসরতা ও বিদ্বেষ-সত্ত্বেও গৌড়ীয়মঠ সত্য-প্রচারে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের এইরূপ অভ্যুদয় ও ঔজ্জ্বল্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। এইরূপ কএকটি কথায় অবতারণা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ বিদেশীয়গণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে "Altruism and Service of Godhead" (পরার্থিতা ও ভগবৎ-সেবা) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বক্তব্য প্রদান করিলেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ এবং তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ-বিদ্যার্ণব-দাস কপুর এম্-এ, বিদ্যাভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

২৯শে আশ্বিন ১৩৩৯, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩২, শনিবার

শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের তট

(রাত্রি ৮টা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত)

মহাজনের পথই আমাদের গ্রাহ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসলীলা প্রকট ক'রে প্রেমাবেশে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে চ'ল্‌লেন, তখন তিনি রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মহাজনের পথানুসরণে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের আশায় একটি গীতি গান ক'রেছিলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

প্রাচীন মহাজনগণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর আশ্রম আশ্রয় ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ-দ্বারা আমি এই দুরন্তপার সংসাররূপ অন্ধকার উত্তীর্ণ হ'ব।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—আমাদিগকে যদি অভিধেয় পথে অগ্রসর হ'তে হয়, তা' হ'লে কেবল সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আলোচনা ক'র্‌লেই হ'বে না। সম্বন্ধজ্ঞানের পরবর্ত্তী কথা—কৃত্যের কথা কি, তা'র আলোচনা করা দরকার। (ক্রমশঃ)

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সংখ্যা।

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বঙ্গল-প্রচারিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, নিষ্পক্ষপাত মনালোচক, অকপটজ্ঞান অদোষদর্শী-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ত্রিবিধতাপনাশক পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সদাচার, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একাডেমি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

সম্পাদক-আচার্য্যদেবের শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিবিনোদ

সহকারী সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

গৌড়ীয় কার্য্যালয় :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৩০ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠস্থ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের শ্রীমন্দির

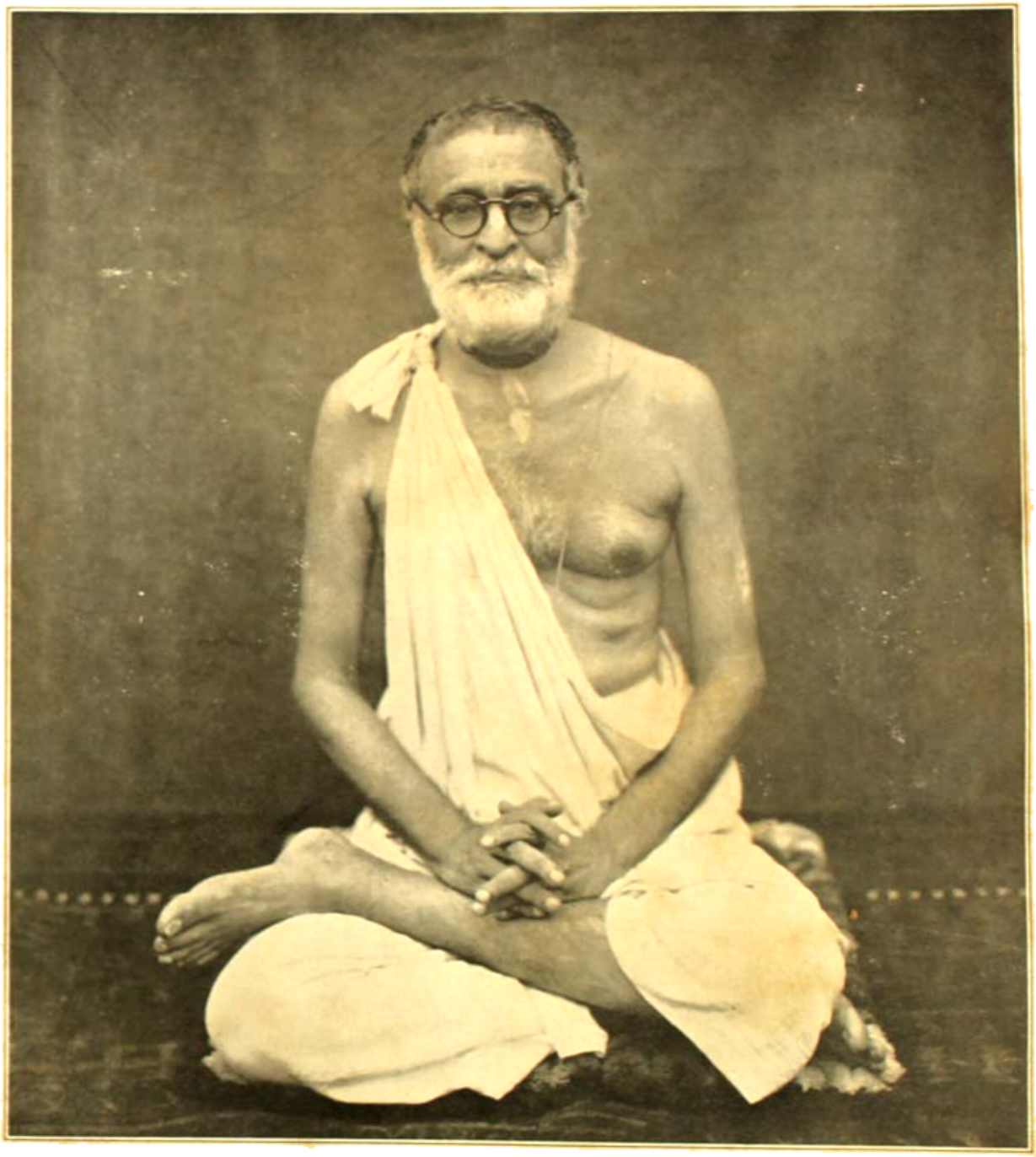

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য-অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী-ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, রবিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩ | ১৫শ সংখ্যা

শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি

১

হে ভক্তিরঞ্জন!
বিরহ-তিমির পুণ্যবাসরে,
চরণে জানাতে প্রণতি,
পূত শ্রদ্ধার স্রবচন্দনে
করিতে তোমায় আরতি;
সুমধুর তব সেবাকাহিনীতে,
চিত্ত মোদের পোষণ করিতে,
কণ্ঠ ভরিয়া উচ্চে গাহিতে,
শ্রীগুরু-কৃপার ভারতী;
হে আর্য্যবর চরণে তোমার
মাগিতেছি আজি শকতি॥

২

শ্রেষ্ঠী-কুলের শ্রেষ্ঠ ভূষণ
সার্থক 'জগবন্ধু' নাম।
জীবের পরম বান্ধবতা
সাধিলে তুমি অবিরাম॥
কলি-কোলাহলে মত্ত ধরণী,
কেহই চাহেনা শ্রেয়ঃচিন্তামণি,
শ্রীগুরু-সেবার কল্যাণ-সরণি
রচিলে পুণ্য প্রচার-ধাম।
বন্ধু-বিহীন মরুর মাঝে
বান্ধব 'জগবন্ধু' নাম॥

৩

যে ধন জীবে বিমূঢ় করে
ভুলায়ে 'ধনপতি'র কথা,
ঘোর কুস্বার্থের মত্ততাতে
নাশে আত্মার প্রসন্নতা ;
যে বৈভব নরকে টানে,
আপন-কাল আপনি আনে,
সেই বিভবে সেবিয়া হরি,
জানা'লে তা'র সার্থকতা।
'স্বার্থগতি'র নিপুণ সেবক !
ধন্য তোমার সুযোগ্যতা ॥

৪

শুধু ইট, কাঠ, আর চূণ সুর্কী,
'মর্ম্মর' নয়, উপচার,—
সেবা-সরস প্রাণ পরশে
গেউলখানি চমৎকার।
মঠের প্রতি অণুর মাঝে,
দীপ্ত তোমার কীর্ত্তি রাজে,
সেবা-ছন্দ-ভরা জীবন খানি
দিলে পূজায় উপহার ;
ধন্য তুমি, সুরধীর,
ভাষা কোথায় বন্দনার ?
(তব) গুণ-সিন্ধুর একটি কণা
সাধ্য কিগো স্পর্শিবার ॥

৫

(আজি) চেতন-বাণী- বুদ্ধ-বিতান
ভ'রেছে বেদন গুঞ্জনে ;
বিরহ তব মথিয়া হৃদি
প্রেরণা জাগায় তর্পণে।
ভক্তগণের মানসবীণা,
বিরহ-গানে আজিকে লীনা,
অপ্রাকৃত- ভাবে সাগর
দু'কূল ছাপায় প্লাবনে।
সকল দুঃখের অধিক দুঃখ,
ভক্তগণের বিচ্ছেদ ;
বিরহ তোমার করুণা করি'
জাগাক্ মোদের জীবনে ॥

৬

মহানগরীর 'বাণী-হট্টে'তে,
লভিতে অতুল বিত্ত,
তব বিরচিত সারস্বত পীঠে
(নিতি) সমাগত শত চিত্ত।
শতদিক্ হ'তে আসি' শতধার,
লভিছে এখানে শান্তি অপার,
গুরু-গৌড়ীয়ের সুমধুর নামে
মুখরিত মঠ নিত্য ;
উন্মুখ সারা- বিশ্বের প্রাণ,
শিরেতে ধরিতে কৃপা-অবদান,
(যেথা) আসিছে নিয়ত পূর্ণ করিতে
তীর্থ-প্রয়াসী চিত্ত ॥

৭

বৈকুণ্ঠ-নিবাসী হে ভক্তিরঞ্জন,
চরণে তোমার মিনতি।
তব বিরচিত চেতনা-তীর্থে,
সেবিবারে দাও শকতি ॥
চিত্ত বিত্ত— যাহা কিছু ধন,
মাধবের কাজে করি' নিবেদন
শ্রীচৈতন্যবাণী- শ্রবণ-কীর্ত্তনে
পরাণে জাগুক আরতি।
কণ্ঠ ভরিয়া উচ্চে গাহিতে
শ্রীগুরু-কৃপার ভারতী ॥

৮

চৈতন্যবাণীর　　শ্রেষ্ঠ পূজারি !
প্রভুপ্রিয়কারী　হে সজ্জন !
'স্বার্থ' 'পরার্থ'　　দুইই সাধিলে,
সারগ্রাহী কোথা তোমার সম ?
ধন্য তোমার　　জয়, জয়, জয়,
ভক্তিরঞ্জন, শ্রেষ্ঠার্ঘ্য প্রভু !

বৈকুণ্ঠ হ'তে　　কর শক্তিদান,
সেবা-অবসাদ না আসে কভু ॥
নমি নতশিরে,　　নমি মনে প্রাণে,
চরণ-যুগলে অরঘ লও।
পরাণ ঢালিতে　　প্রভু-প্রিয়কাজে,
আশিস্ তোমার পাঠায়ে দাও ॥

শ্রীঅপর্ণা দেবী।

শ্রীল জগবন্ধুর তৃতীয়বার্ষিকী স্মৃতি

আচার্য-বর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দির ও কীর্ত্তন-নাট্য-মন্দির-সংযোজিতা নিত্যধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের বিরহস্মৃতি-উৎসব শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে পূর্ব দুই বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ তাঁহার বিরহস্মৃতির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব।

নিত্যধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

অস্ত্রিম সাধকনামা শ্রীভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন বরিশাল জেলার বানরিপাড়া গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৩৭ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

শ্রীভগবন্ধু মহাশয়কে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন করিতে পারি। কেহ হয় ত' তাঁহাকে ভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র, কেহ হয়ত' জাতীয় শ্রম-শিল্পের অগ্রনায়ক, কেহ হয় ত' ব্যবসায়-বুদ্ধির বৃহস্পতি, কেহ হয় ত' সমাজ-বিশেষের গৌরবস্তম্ভ, কেহ বা অন্য কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে, ভাবিতে, বিচার ও কল্পনা করিতে পারি। এই সকল বহিরঙ্গ চপল রূপের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পর্ক অনেকটা কম বা অত্যন্ত গৌণ। কিন্তু শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন শ্রীভগবন্ধু যে অতিমর্ত্য আচার্য্য-পাদপদ্মের পরাগের দ্বারা বিজয়-তিলক রচনা করিয়া তাঁহার সৌভাগ্য-ললাটকে ভাস্বর ও সেবামুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি-কেতনরূপে অমরস্মৃতির স্বরাজ্যসিংহাসনে অভিষিক্ত থাকিবে। মহতের চরণরজের অভিষেকে আমাদের জীবনের গতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও সর্ব্বোত্তর সার্থকতা-মণ্ডিত হইতে পারে, তাহার সাক্ষাই ভক্তিরঞ্জন ভগবন্ধুর জীবন চরিত।

শ্রীভগবন্ধু এমন একযুগে বাঙ্গালার সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রঙ্গমঞ্চের মধ্যে উদিত হইয়াছিলেন, যখন বিশ্বগ্রাসী অর্থাগম-বস্তুতন্ত্রবাদ একেবারে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; অর্থনীতি যখন পরমার্থ-নীতিকে হয় আকাশ-কুসুমের মধুপানোন্মত্ত কল্পনাচুম্বারী, না হয় বহুরূপী সুবিধাবাদের মানসকন্যা বলিয়া জনসঙ্ঘকে ধারণা করাইয়া দিয়াছে,—এইরূপ এক কঠিনযুগে ভক্তিরঞ্জন ভগবন্ধুর কর্ণ আচার্য্যের চেতনময়ী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

ভগবন্ধু যখন ১৪ বৎসরের বালক, তখনই ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার আগমিক কোলাহল শুনিবার উপযোগী তাঁহার কর্ণদ্বয় হঠাৎ এক ঝাপ্‌টা-বাতাস লাগিয়া অনেকটা রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জড়বিদ্যার মন্দির হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। ভগবন্ধু যখন তরুণ, তখনই তাঁহার দারিদ্র্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও বন্ধুত্ব ঘটে। দারিদ্র্যরূপী বন্ধুর পরামর্শে ভগবন্ধু দুইবার অহিফেন সেবন করিয়া কুহকময়ী নাস্তিদেবীর অজ্ঞাতরাজ্যে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হন; কিন্তু ভগবদিচ্ছা দুইবারই তাঁহার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায় অবশেষে তিনি কর্ণ-কোলাহল-মুখর কলিকাতার মর্ম্মর-পথের মধ্যে তাঁহার প্রাত্যহিক রাত্রিবাস খুঁজিয়া লন। এই সময়ে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া বাণিজ্য যুগ ভারতের রাজধানী কলিকাতার বক্ষে ধীরে ধীরে উদীয়মান কেতন বিস্তার করিতেছিল—বিদেশীয় পণ্য-দ্রব্য ও শিল্পসম্ভার রাজধানীর হাট সমৃদ্ধ করিতেছিল।

"প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কারের জননী" এই নীতি ভগবন্ধুর জীবনেও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। তিনি স্বদেশীয় শিল্প-বিজ্ঞানের প্রেক্ষাগার হইতে এমন কতকগুলি জিনিষ বাছিয়া লইয়াছিলেন, যাহাতে তিনি যে অচিরেই কেবল ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাহা ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার শারস্বত-সঙ্ঘের নিকট তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত 'কালি' বাঙ্গালাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, পণ্ডিত—সকলের নিকটই তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছিল। কিন্তু যে চৈতন্যসরস্বতীর প্রতিচ্ছবি এই জগন্মোহিনী জড়সরস্বতী, সেই মূলদেবতার কৃপালাভ না হইলে জীবনের সাফল্য ব্যর্থ, ভাগ্যলক্ষ্মীও অলক্ষ্মীরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি;—ইহা বুঝিবার মত সৌভাগ্যোদয় তাঁহার প্রৌঢ়জীবনে তখনই হইয়াছিল, যখন তিনি তাঁহার ধনদৌলতের মধ্যেও জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার প্রত্যক্ষ ছবি দেখিতে পাইয়া জীবনে তৃতীয়বার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মানুষের ধনদৌলত হইলে সৎকর্ম্মী মানব যেরূপ পিতৃশ্রাদ্ধ-মাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম, না হয় দাতব্যচিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-খনন, পথঘাট-নির্ম্মাণ বা স্বদেশের কোন সাময়িক সুখ-সুবিধার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যস্ত হন, ভগবন্ধুর জীবনও সেরূপ কর্ম্মাগ্রহের প্রতিধ্বনি করিতে কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু যখন ১৩২৬ সালে তিনি বিপুলভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবার জন্য স্বদেশে গমন করিয়া পদদেশে গুরুতর আঘাত পাইলেন এবং ঐ ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া পড়িল, অচিরেই তাঁহার পা' কাটিয়া না ফেলিলে জীবনের উপর চিরযবনিকা-পাতের সম্ভাবনার কথা চিকিৎসকগণ একবাক্যে জানাইয়া দিলেন, তখন ভগবন্ধুর কর্ম্মোৎসাহময় জীবনে নৈরাশ্যের তৃতীয় চলচ্চিত্রপট

আসিয়া উদিত হইল। তিনি তখন অনুভব করিলেন—তাঁহার কর্ম্মের বাহন পদ্মদেশ ভগ্ন ও বিষাক্ত হইয়াছে। কর্ম্মের বিরাট্ উত্তেজনা জীবকে অবান্তর বস্তুতান্ত্রিকতা ছাড়া আর কোন বাস্তবতত্ত্বলাভের কথা প্রাণের মধ্যেই আসিতে দেয় না। কর্ম্মের উত্তেজনা মানুষকে স্বাবলম্বী মনে করাইয়া শরণাগতির কথাকে 'হেয়ালী' ও 'আলেয়ার ছবি' বলিয়া তৎপ্রতি পরিহাস করে। যদিও কর্ম্মময় জীবনে নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি এবং নানাপ্রকার দেবতাভক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা শরণাগতির প্রতিবাদেরই ভিন্ন প্রতিচ্ছবিমাত্র। ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শরণাগতির পরিবর্ত্তে সুবিধাগতির জন্যই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। শরণাগতিতে আত্মসুবিধা-গতির কোন কথা নাই—নিজের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষের কোনই অনুসন্ধান নাই। এইরূপ আত্ম-নিক্ষেপের আদর্শ গীতার কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি অধ্যায়গুলি অতিক্রম করিবার পর ভগবানের চরম বাণীর মধ্যেই শুনিতে পাওয়া যায়।

জগদ্বন্ধুর জীবনাকাশকে যখন তৃতীয় নৈরাশ্যের মেঘ ছাইয়া ফেলিল—যখন তাঁহার কর্ম্মের প্রধান বাহন ভগ্ন হইল—যখন তিনি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিষাক্ত পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—যখন চিকিৎসকগণের মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারিলেন—'প্রাণরক্ষাকল্পে নিজের প্রিয়তম বিষাক্ত অঙ্গকেও ছিন্ন করা প্রয়োজন', যখন বুঝিতে পারিলেন,—যিনি প্রাণের প্রাণ, পরাৎপর পুরুষোত্তম, তাঁহার সেবাযজ্ঞবেদীতে উৎসর্গীকৃত-জীবন-সংরক্ষণকল্পে যদি বহুদিনের লালিত-পালিত প্রিয়তম কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকেও ছিন্ন করা প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহাকে অবিলম্বিত চিত্তে করিতে হইবে, তখনই তিনি কোন অদ্বিতীয় সদ্বৈদ্যের অনুসন্ধানে আর্ত্ত হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীবাহক দুইজন দূত অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীজগদ্বন্ধুর প্রাসাদ-তুল্য ভবনের দ্বারে ভিখারীর বেশে কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনের পসরা লইয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু জগদ্বন্ধুর বেদনায় ব্যথিত তাৎকালিক-বন্ধুপ্রতিম ব্যক্তিগণ যেন শুক্রাচার্য্যের আদর্শেরই ন্যায় উহাতে বিপদ্ গণিলেন এবং 'বিষাক্ত কর্ম্মাসক্তি ছিন্ন করা প্রয়োজনীয় নহে, উহা রক্ষা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত,' রোগীর পক্ষে এইরূপ আপাত কর্ম্মসুখদ পরামর্শ প্রদান করিয়া তাঁহার রোগীর বান্ধব, স্বজন রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিলেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সদ্বৈদ্যের চিকিৎসা-প্রণালীতে নানাপ্রকার বিভীষিকার চিত্র দেখাইতে লাগিলেন!

এরূপ অবস্থা মানবের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ; ইহা যেন একদিকে বিষদূত ও আর একদিকে যমদূতের টানাটানির সংঘর্ষের ন্যায়। যাঁহার কপালে রাজটীকা আছে, এ সময় তিনিই এই বিপদ্ এড়াইয়া সঞ্জীবন-মন্ত্র কাণে তুলিয়া লইতে পারেন। জগদ্বন্ধুর ললাটে গুপ্ত রাজটীকা অঙ্কিত ছিল, তাই একদিকে সমবেদনা-প্রদর্শক শত শত বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ, জগতের অসংখ্য ব্যক্তির বিচার-আচার আর একদিকে মাত্র এক অদ্বিতীয় সদ্বৈদ্যের অভিনব ও বিপ্লবী উপদেশ—এই উভয়কে তৌলদণ্ডের দুইদিকে ধারণ করিয়া জগদ্বন্ধুর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সদ্গুরুপাদপদ্মেরই গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল এবং তিনি তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন,—এই দুনিয়াদারীর রাজ্যে অধিকাংশই কৃত্রিম বৈষ্ণবতার মূর্ত্তি থাকিলেও বৈষ্ণবতার অকৃত্রিম আদর্শ যে একেবারে নাই, তাহা নহে; তবে তাহা অত্যন্ত বিরল, কোটিকল্পে-পূর্ণ এবং সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষিত। আবার তাহাও অত্যন্ত সৌভাগ্যবানেরই বাছিয়া ও চিনিয়া লইবার বস্তু। যদিও ন্যূনাধিক সকলেই এই সুগোপ্য রত্নের গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে স্থাপিত করিবার আনুকরণিক দল সৃষ্টি করিয়া দুর্ভাগ্যের ঘনঘটাকে আরও বাড়াইয়া তোলে, তথাপি জগতে যে অকৃত্রিম বস্তুর অস্তিত্ব আদৌ নাই,—ইহা কল্পনা করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে দূরে থাকা এবং অমঙ্গলের অধোগতিকেই বরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ জগদ্বন্ধুর হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় করাইয়া দিতেছিল। তিনি ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার ও প্রচার অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৩২০ সালে রথযাত্রার সময় পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবগণের অনুকূল হরিকীর্ত্তন-

মহ আদর্শ আচরণ-ধর্মনের সুযোগ পাইয়া সর্বপ্রকার সংশয়হীন হইলেন। পরে পুরীধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আচার্যের কৃপা লাভ করিলেন এবং বৈষ্ণবগোষ্ঠির সকলসম্প্রদায়ের সংস্কৃত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্যাগ্রিক শ্রীপাদ সুরবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এবং মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের নিকট ভক্তিরহস্য মনোরম হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রকৃত দীক্ষিত জীবনের পক্ষে ভুবনমঙ্গল অকৃত্রিম গুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবাই যে পরম ও চরম কৃত্য, তাহা বুঝিতে পারিলেন। শরণাগতির বাণীতে তাঁহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠিল। অতিমর্ত্য সদ্বৈদ্যের বাণীর মধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, "কর্ণের বাহন কর্ণ ও পথ শুদ্ধ, স্থির ও বিরাজ হওয়ায় তাঁহার নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। সমস্ত ক্লেশের নিদান আবিষ্কার ও অনুসন্ধান করাইবার জন্যই পরমকরুণাময় ভগবান্ আগন্তুক বিপদের ছলে জীবকে কৃপা করেন। সুতরাং কর্ণের বাহনকে স্থির না করিয়া তাহা ভগবানের অধিষ্ঠান-মন্দিরে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের হরিকথা-কীর্তনস্থলী মঠাদিতে বিচরণ করাইলেই উহা বিধাক্ত না হইয়া অমৃতাক্ত হইবে—তাহা প্রাণ-সংহারক না হইয়া সঞ্জীবনীর কার্য্য করিবে—কর্ণের যাবতীয় চেষ্টা কেবল পরমাগতির সহিত পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাম-প্রচার-কীর্তন-সেবায় নিযুক্ত হইলেই যে-যেখানের যে তত্ত্ব রহস্য দীক্ষা-লাভ হইবে—অর্থনীতি পরমার্থনীতির পরিচারিকা হইলেই আত্মজীবন যন্ত্রের, শান্তিময়, তৃপ্তিময়, সার্থকতাময় এবং সমাজ অমৃতময় হইয়া উঠিবে—শিল্প, বিজ্ঞান, ধন, জন, ব্যবসায়, সমস্তই শ্রীভগবানের নাম-প্রচার-ব্রতে দীক্ষিত হইলে তৎপ্রতি 'ভোগ'বুদ্ধি বিদূরিত হইবে এবং ভোগস্থান ভূলোক-প্রতীতির পরিবর্তে গোলোক-স্ফূর্তি করাইবে।"

জগবন্ধু বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—প্রকৃত যজ্ঞের সেবা, সমাজের অকৃত্রিম বন্ধুর কার্য্য, জাতীয়-জীবন-গঠনের অবিমিশ্র মাঙ্গলিক উপকরণ, বিশ্বশান্তির সুদৃঢ় রাজপথ প্রস্তুতকরণ, অসংখ্য সমস্যা-প্রহেলিকার ভঞ্জন ও মীমাংসা, ত্রিতাপের চির-উন্মূলন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলনের মূলপ্রয়োজন-সিদ্ধি, বাস্তবরাষ্ট্রতন্ত্রের ও বাস্তববস্তুতন্ত্রের প্রেমময় বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা আনুষঙ্গিকভাবে একমাত্র আচার্য্যের মনোহভীষ্টরূপ ভগবন্নাম-কীর্তন-প্রচারের পদাঙ্কানুসরণে শরণাগতির জীবনেই সম্ভব। এই জন্যই তিনি কর্ণ-জোগাহনস্থ কলিকাতার বক্ষে শ্রীগুরুদেবের রচিত প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি নবমন্দির ও হরিকীর্তন-নাটমন্দির নির্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বাং ১৩৩৩, ইং ২৬।৯।২৬ মুধবার শ্রীবামনদ্বাদশীদিনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপন-সময়ে শ্রীজগবন্ধু

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের অদম্য গুরুমনোহভীষ্ট-প্রচারোৎসাহ ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর হৃদয়ে যে শক্তিসঞ্চার ও সেবার প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাই জগবন্ধুর সেবাময় নবজীবনের অক্ষয়িন চিরবান্ধবতার আসনে নিত্যকাল অভিষিক্ত থাকিবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসের সহিত শ্রেষ্ঠ্যাগ্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চরিত্রকে যেরূপ বিচ্ছিন্ন করা যায় না বা কখনই যাইবে না, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদিশিল্পী এবং জগবন্ধুর শ্রীগুরু-সেবার প্রধানতম অনুপ্রেরক ও সহায়ক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক মহোদয়ের নাম ও সেবা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিষয়-বৈজয়ন্তীর সহিত আকাশ-প্রদীপের ন্যায় প্রদীপ্ত থাকিয়া 'গৌড়ীয়'-জীবনপথের আলোক-স্তম্ভের কার্য্য করিবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিকপ্রভু-সমীপে বৈষ্ণবরে উপবিষ্ট শ্রীজগবন্ধু

জগবন্ধুর হৃদয়ের একটি বিশেষ সাধ ছিল যে, গৌড়ীয়মঠের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলেন ও অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যবাণী অচিরেই সার্থক হইবে।

" পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই চৈতন্যবাণী আজ যে চৈতন্যজনের কৃপায় প্রবাদের মত কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—যে বাণী ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বর্ত্তমানযুগে প্রথম অরুণোদয় প্রকাশ করিয়াছে, সেই বাণীর সার্থক হইবে,—ইহা তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিতে বলিতে অনেক সময় আনন্দে আত্মহারা হইতেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন,—বিশ্বেরকে জয় করিতে হইলে, বিশ্বিজকে প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইবে, বিশ্বকে বৈজ্ঞানিকী বিদ্যায় দীক্ষিত করিতে হইলে, ঐকতান মন্ত্রে পরিচালিত বাস্তবরাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসরণে পৃথিবীর গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে মহামন্ত্রের শুদ্ধ প্রচার করিতে হইবে।

যে পাশ্বিক যুগ হিংসা ও প্রতিহিংসার প্রগতিতে প্রধাবিত, আবার তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে-সকল কৃত্রিম অহিংসনীতি নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যা, অহিংস-অসহযোগ-নীতি প্রভৃতির বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে, কখনও বা চরম প্রতিঘাতমূলক সহাবস্থানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং পরিকল্পিত বহুরূপে আবির্ভূত হইবে, তাহার কোনটিই বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না—কোনওটি বিশ্বশান্তির মায়ামরীচিকার বাস্তব সন্ধান খুঁজিয়া পাইবে না। কুকুরের লেজ সোজা করিবার নীতি কিম্বা কম্পাসের কাঁটাকে দক্ষিণদিকে ফিরাইবার নীতি, জগৎ হইতে জগতের নিত্যসত্য-সংঘর্ষকে নির্ব্বাসিত বা সাময়িকভাবে কারারুদ্ধ করিবার নীতি, কোনটিই পরিণামে কার্য্যতঃ সফলকাম হইবে না।

যান্ত্রিক যুগকে মহামন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাম্যবাদ-গুরু মার্কস্, অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ-পোষক প্রুধ ক্রপট্‌কিন্, উৎপাদকসঙ্ঘতন্ত্রবাদের নায়ক ম্যাডম্যাও বার্থ, পল, লুই প্রভৃতি, রুসরাষ্ট্রবীর ষ্টালিন, ইটালির রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনি, মার্কিণ-রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, আইরিস্ নেতা ডি ভেলেরা, জার্ম্মাণীর হার হিট্‌লার আবার তাঁহার প্রতিযোগী অষ্ট্রিয়ান্ চ্যান্সেলার ডাঃ ডলফাস্ প্রভৃতি অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বা অস্ত্র-নিরোধ-বৈঠকের সভাপতি, বৌদ্ধ-অহিংসা-নীতির প্রতিমূর্ত্তি মহামতি হেণ্ডারসন্ প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টা কি বিশ্ব-শান্তি আনয়ন করিতে পারিবে?—না কেবল বিশ্বশান্তির মায়ামৃগের পশ্চাতেই মানব-মেধাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত করিয়া অবশেষে নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ারূপে আর একটি ভীষণ মানবমেধ-যজ্ঞের রঙ্গমঞ্চ উদ্‌ঘাটন করিবে? পৃথিবীর শত শত বৎসরের প্রত্যক্ষ ইতিহাসের বিজ্ঞান মানবজাতির হস্তে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়াছে, তাহা কি ঐ সকল শত-সহস্র নব্য-মতবাদের শেষ-পরিণতি এখনও প্রত্যক্ষ করাইবে না?

শ্রেষ্ঠার্থী জগদ্বন্ধুর জীবন ঐ সকল মতবাদে বিভ্রান্ত হইয়া মানবজীবনের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিবার আদর্শ প্রচার করে নাই। কারণ, তিনি যে চৈতন্যবাণীতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঐরূপ শত শত ভ্রমত্ব আন্দোলনের বিশ্বরূপ ও তাহার সহজমীমাংসার বাস্তবরূপটি পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া পরম বাস্তবতার পথটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তিনি সেই বাস্তব উপায় ও উপেয়ের মধ্যে ইহাই সুদৃঢ়ভাবে অচপল বিচারে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে,—গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেই প্রতি রাষ্ট্রতন্ত্রে, প্রতি গণতন্ত্রে, প্রতি রাজতন্ত্রে কিম্বা সর্ব্বহারা শ্রমিক ও প্রভুত্বকামী ধনিকগণের মধ্যে ঐকতানের যোগসূত্র স্থাপিত হইবে।

রুসিয়ার সাম্যবাদের রক্ত পতাকা উড্ডীন হইতে না হইতে তাহার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ারূপে ইটালিতে মুসোলিনির যে কৃষ্ণ পতাকা উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া আবার প্রবলতর আকারে নাজী-আন্দোলনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রুসিয়ার সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মতবাদগুলি প্রভৃতি আদর্শগুলি কৃত্রিমভাবে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ারূপে সাম্যবাদের জটিল সরল করিবার চেষ্টারূপ নীতি প্রকাশ করিয়াছে। লেনিনের Dictatorship of the Proletariate বা সাম্যবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ধনিক-প্রাধান্যের মতই আর একটি প্রতিক্রিয়ারূপে উত্থিত হইয়া সাম্যবাদের সামাজিক ভূমিকল্প এবং নানাপ্রকার অরাজকতা আরম্ভ করিবে, ইহা অনেক মনীষী আশঙ্কা করিতেছেন।

ভার্সাইয়ের সন্ধি জেনেভার অস্ত্র-নিরোধ-বৈঠকে অন্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছে। কেবল যে জার্মাণী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে ; ইটালিও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আবার ফ্যাসিষ্ট ইটালি এবং ফ্যাসিষ্ট জার্মাণীর মধ্যে মিলনের অন্তরায়ও উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই বিশ্বশান্তির কৃত্রিম চেষ্টা ফুটোহাড়ীতে দুগ্ধ-দোহনের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের যোগসূত্রে সকলে গ্রথিত না হইলে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের গণতন্ত্রে সকলে বাস্তব-রাষ্ট্রতন্ত্র রচনা না করিলে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের রক্ষা-কবচ পরিধান করিয়া প্রকৃত অকৃত্রিম অহিংসনীতিতে উদ্বুদ্ধ না হইলে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়পতাকাতলে আচার্য্যের আহ্বানে সম্মিলিত না হইলে বিশ্বশান্তি কেবল আলেয়ার ছবির ন্যায় ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বিস্তার করিবে। এজন্যই একদিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্বশান্তির প্রকৃত নিদান আবিষ্কার করিয়া উহাকে অচিরেই সার্ব্বজাগৌরব-মণ্ডিত দেখিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্মাণীতে, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তত্তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক্ হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন-কি জয়'—এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপর দিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন,—'হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও,' সে দিন কবে হইবে। যে দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই বাস্তব বিশ্বশান্তি ও বাস্তব রাষ্ট্র-গঠনের বিজ্ঞানের বাণী লইয়াই এই বিশ্বের সমস্যা ও জাতি-গঠনের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই গৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা-প্রচারের কেন্দ্র-সংস্থাপনে জগবন্ধুর চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সার্থকনামা 'জগবন্ধু' হইয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-জগতে অনেক অধ্যবসায়বীর স্বভাগ্য-বিধাতা স্বাবলম্বী ধনকুবের উদিত হইয়াছেন। অনেক লক্ষপতি, কোটিপতি তাঁহাদের বাড়ী বা সমষ্টির ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম মোরিসের মত ব্যক্তি মাত্র ৫ পাউণ্ডের একখানা নোটকে মূলধন করিয়া ব্যবসায় সুরু করিয়াছিলেন, পরে তিনি মোরিস্-মোটর-নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়িরূপে একজন ধনকুবের হইয়াছেন। শুনা যায়, ইনি গল্ফ খেলিয়া অবসর সময় অতিবাহিত করেন। সোলিজোয়েণ দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি হীরকখনিতে সিগারেট বিক্রয় করিতেন, পরে ইনি স্বয়ংই হীরক-

খনির মালিক হইয়া কোটি পাউণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন। আবার মিষ্টি হোয়াইট অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধনকুবের হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

আবার কেহ কেহ উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি লাভ করিয়া 'ধনী' বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। লর্ড ডার্বি ঘোড়দৌড়ের দৌলতে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লর্ড ঘ্যাষ্টর বন্ধুদিগকে বহুমূল্যের উৎকৃষ্টতম মদ্য বিতরণ করিয়া থাকেন এবং নিজে বার্লি খাইয়া জীবন ধারণ করেন। রকফেলারদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা কে না শুনিয়াছেন? বড় রকফেলার গল্ফ খেলেন এবং ছোট রকফেলার অর্থাৎ বড় রকফেলারের পুত্র অধিকাংশ সময়ই বেহালা বাজাইয়া দিন কাটান। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন,—যতদিন আমেরিকা এবং মানব-জগতের অর্থনীতির মূল-প্রবাহ ধ্বংস হইয়া না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রকফেলারের ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন কপর্দ্দকহীন হইয়া ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া শেষে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন ও নিজ অধ্যবসায়-বলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি রক্‌-ফেলার, হেন্‌রি ফোর্ড বা উইলিয়ম মোরিস্ না হইলেও যিনি সকল ধনের মূল মালিক, তাঁহারই সেবায় ধন-বিজ্ঞান নিয়োগ করিয়া প্রকৃত 'লক্ষেশ্বর'-পদবাচ্য এবং সমাজের, জাতির, স্বদেশের, বিদেশের ও বিশ্বের অকৃত্রিম কল্যাণকারী হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার কর্ণে যে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন,—

প্রভু বলে, "জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কা'রে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত অ ৯।১২১)

আচার্য্যের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতী বাণীর "লভা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকের 'অর্থ'শব্দ জগবন্ধুর কর্ণে যে ধন-বিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন,—একমাত্র পরাৎপর পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইন্ধন-সংগ্রহে সমস্ত অর্থনীতি নিযুক্ত না হইলে মানবের যতকিছু সৎ বা অসৎ চেষ্টা, পরার্থপরতা বা স্বার্থপরতা কিম্বা নিঃস্বার্থপরতা, আন্তর্জাতিকতা বা স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবোধ, দেহাত্মবোধ বা পরাত্মবোধ -সমস্তই দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় অন্তিমে আমাদিগকে দেউলিয়া করাইয়া নিরর্থকতার সাগরে পাতিত করিবে। আইভার ক্রুগার সুইডেনের দিবাশলাইর রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার জীবনের শান্তির পথ খুঁজিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসেও ধন-বৈজ্ঞানিকগণ যে এইরূপ জাতীয় উদাহরণ না পাইবেন, তাহা নহে; কারণ, বহির্মুখতার স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান।

জগবন্ধু ইহাও বুঝিয়াছিলেন,—অর্থনীতিতে অত্যন্ত আসক্তির ফলে একশ্রেণীর লোকের হৃদয়ে যে অর্থের প্রতি বীতরাগ বা ক্রোধের উদয় হয়, তাহা অর্থাসক্তিরই আর একটি অতৃপ্ত প্রকাশ মাত্র। এই "খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা" নীতি দ্যূতক্রীড়ারই মত আর একটা খেয়াল বা তৎপ্রতিক্রিয়া; কিন্তু সমস্ত অর্থ, সমস্ত প্রতিষ্ঠা, জগতের সমস্ত উপকরণ, শিল্প-বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান যদি পরমপুরুষের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই উহাদের যথার্থ সার্থকতা। সেই সার্থকতা তখন সংস্রবাহু বিস্তার করিয়া জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণকে ক্রোড়ীভূত করিতে পারে—বিশ্বে পূর্ণ শান্তির কল্পতরু অঙ্কুরিত, পুষ্ট ও পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত করিয়া অমৃতফল বিতরণ করিতে পারে। এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য অর্থদ মনুষ্য-জীবনকে আচার্য্য-পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত করাই ধন-বিজ্ঞানের চরম কথা এবং এইরূপ জীবন-বীমায় সকল জীবের জীবন গ্রথিত করাই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের আদর্শ।

শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের জীবনে শ্রীচৈতন্যবাণীর এই রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছিল। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ জগবন্ধুর সেই জীবন-কুঞ্জের উদার রাগিণীকে আরও মঙ্গল ও মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

উপসংহারে আমরা শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু মহোদয়ের হরিসেবাময় জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিতা পতিব্রতা সহ-

ধর্ম্মিণীদ্বয়ের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। যে কামিনী-কাঞ্চন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিলাসী মনুষ্যগণকে পরমার্থ-পথ হইতে বহুদূরে পাতিত করিয়া থাকে সেই সকল উপকরণ প্রেমার্থী জগদ্বন্ধুর শরণাগত জীবনে পরমবন্ধুর কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণীদ্বয় বৈষ্ণব পতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া 'সহধর্ম্মিণী' নাম সার্থক করিয়াছেন এবং পতিব্রতা-ধর্ম্মের চরম আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন তাঁহার অন্তিমকালে ভগবন্নাম-প্রচারের জন্য যে সকল প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীদ্বয় পতির সেই সকল অভিলাষ-পরিপূরণে সচেষ্ট হইয়াছেন,—ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী আচার্য্যের কৃপায় বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতেছে। পাশ্চাত্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই শ্রীচৈতন্যবাণীকে অভিনন্দিত করিতেছেন। এই জাতীয়-সঙ্কটের দিনে সকল আগন্তুক স্বার্থপরতার দুর্গন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্ম ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সভা-সমিতিতে, বিদ্যার্থিভবনে, মহাসভায়, রাজদরবারে প্রকৃত অকৃত্রিম প্রেমের বার্ত্তা জানাইয়া দিতেছে। এই অতিমর্ত্য প্রেমধর্ম্মের বাণী শ্রবণের জন্য হার হিট্‌লারের বিজয়-পতাকা-শোভিত জার্ম্মাণীতেও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি সাদর আহ্বান আসিয়াছে। অক্সফোর্ডের মনীষিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের শ্রীনামতত্ত্বের বক্তৃতা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়-প্রদান এক অভিনব মৌলিক পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিয়াছে। কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু সেই অপ্রাকৃত নামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সদাচারপূর্ণ জীবন যাপন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা মঠবাসী হইয়া আচার্য্যের কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুশীলন করিতেছেন। আজ ভক্তিরঞ্জনের তৃতীয়-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতিতে তাঁহার এই সকল মানস-স্বপ্নের বাস্তব-সার্থকতা আচার্য্যের কৃপায় দর্শন করিতে পারিয়া সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জগদ্বন্ধুর বিরহ-দহনকে অধিকতর উদ্বেলিত করিতেছে। কিন্তু এই উদ্বেলনের মধ্যেও আচার্য্যের কৃপাকেতনই প্রদীপ্ত শলাকারূপে হীরকাক্ষরে গৌড়ীয়ের গৌরবরেখা অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। আমরা যেন এইরূপ সেবার উদ্দীপনাময়ী বিরহ-স্মৃতির সঞ্জীবনমন্ত্রে চিরকাল দীক্ষিত থাকিয়া আচার্য্যের পতাকা-তলে জয়-যাত্রায় বাহির হইতে পারি।

শ্রীজগবন্ধুর রচিত একটি কবিতা

"কি দিব, কি দিব তোমায় গুরুদেব আমি।
যে ধন তোমারে দিনু, সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার ধন, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব, কি যা'বে আমার॥
তুমি জান মনের দুঃখ, আর কা'রে কই।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হ'য়ে রই॥
জগবন্ধু দাস কয়, শুন রসময়ি।
তোমার সব আছে, আমার কেবল তুমি॥"

"দান" নহে—"স্বার্থ"

[মহাপ্রাণ জগবন্ধুর শ্রীমুখে প্রকাশিত সত্যসিদ্ধান্ত]

আমাকে অনেকেই বলিতেছেন,—"জগবন্ধু মহাশয়! আপনি একটা বহৎ কার্য্য করিয়াছেন; গৌড়ীয় মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।"

যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি একমত হইতে পারি না; কারণ আমি কি দান করিব? কাহা কিনিষ দান করিব? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই। আমাদের যে মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থে দান করা যায় না, এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবাই—শ্রীজগবন্ধুর

"স্বার্থগতি"

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ-জীউর শ্রীমন্দির

পিতা যদি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া তাহার নিকট নিজ অর্থ গচ্ছিত রাখেন, আর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অনুক্ষণ সেবাতৎপর অন্যান্য পুত্রগণ যদি পিতার নাম-প্রচারে, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদানে তৎপর হন, তখন যদি কনিষ্ঠ পুত্র পিতার গচ্ছিত অর্থগুলি পিতার নাম-প্রচারের জন্য পূজনীয় ভ্রাতৃবর্গের হস্তে প্রদান করে, তাহা হইলে কি উহাকে 'দান' বা 'ত্যাগ' বলা যায়? গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজা কি দানের উদাহরণ? পিতার গচ্ছিত অর্থ পিতৃকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্য বৃত্তি।

আমার পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ, জগৎপিতা বিশ্বম্ভরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বিশ্বম্ভরের নাম বিশ্বময় প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুগৌরাঙ্গের চরণে কায়মনোবাক্যে-ধনজন বিগত গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরম আমি যদি আমার পিতার গচ্ছিত ধন আংশিকভাবে পিতৃকার্য্যার্থে প্রদান করিয়াই আপনাকে 'দাতা' মনে করি, তাহা হইলে কি পিতার গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দুর্বুদ্ধিই মানবোচিত কার্য্য? আমি কবে আমার পূজনীয় সতীর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের ন্যায় গুরুগৌরাঙ্গের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল পাইব? যতদিন না আমি পিতৃধনের সর্ব্বস্ব পিতৃকার্য্যে—পিতৃশ্রাদ্ধে প্রদান করিতে পারিতেছি, ততদিন ত' আমার পরম স্বার্থ-লাভে ন্যূনতা রহিয়া গেল।

বাহিরের লোক আমায় যে কার্য্যকে 'দান' মনে করিতেছেন, তাহাতে যে আমার পরম স্বার্থ রহিয়াছে। আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না, অপস্বার্থকে 'স্বার্থ' মনে করি। স্বার্থশব্দে একমাত্র কৃষ্ণ; 'স্ব' শব্দে আত্মা, জ্ঞাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ' শব্দে—প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে আমরা দেহ মনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না, কৃষ্ণের কনকের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম 'স্বার্থ'।

যদি জ্ঞাতি, পুত্র বা বন্ধুবান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহা হইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্ব-জ্ঞাতিবর্গের—বিশ্ব-বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মরণ হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজ-প্রয়োজনও লাভ হয়।

আর যদি 'স্ব' অর্থে ধন করিয়া ধনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাই, তাহা হইলেও মহাজনের উপদেশে শুনিয়াছি,—

"তোমার কনক,　　ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

আর যদি 'স্ব' অর্থে 'স্বকীয়' করিয়া স্বার্থ অর্থাৎ নিজ-প্রয়োজন খুঁজি, তাহা হইলেও কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি-লাভ হয়, শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। গুরুদেব কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। কাজেই বাহিরের লোকে যাহাকে 'দান' মনে করিতেছেন, আমার পক্ষে তাহা 'দান' নহে, 'পরম স্বার্থ'। সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার অপস্বার্থগুলি ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কপটে এইরূপ 'পরম-স্বার্থ' গুরু-কৃপাবলে বরণ করিয়া লইতে পারি।

বিনীত

বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস

জে, বি, দত্ত

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের—রথাগ্রে কীর্ত্তন

"নাচত হরিজন বিশ্ব-রঙ্গে। "এমন ছাড়ি' ভোগ চিত্ত ধঙ্গে। "ছাড়ল পরঘর অভিমান গঙ্গে।
পুলক রোমপথ গৌরব ভঙ্গে।" ধাওল পথি পথি ভকত-সঙ্গে।" ঝুরল রসনীতি নাচত চঙ্গে।"

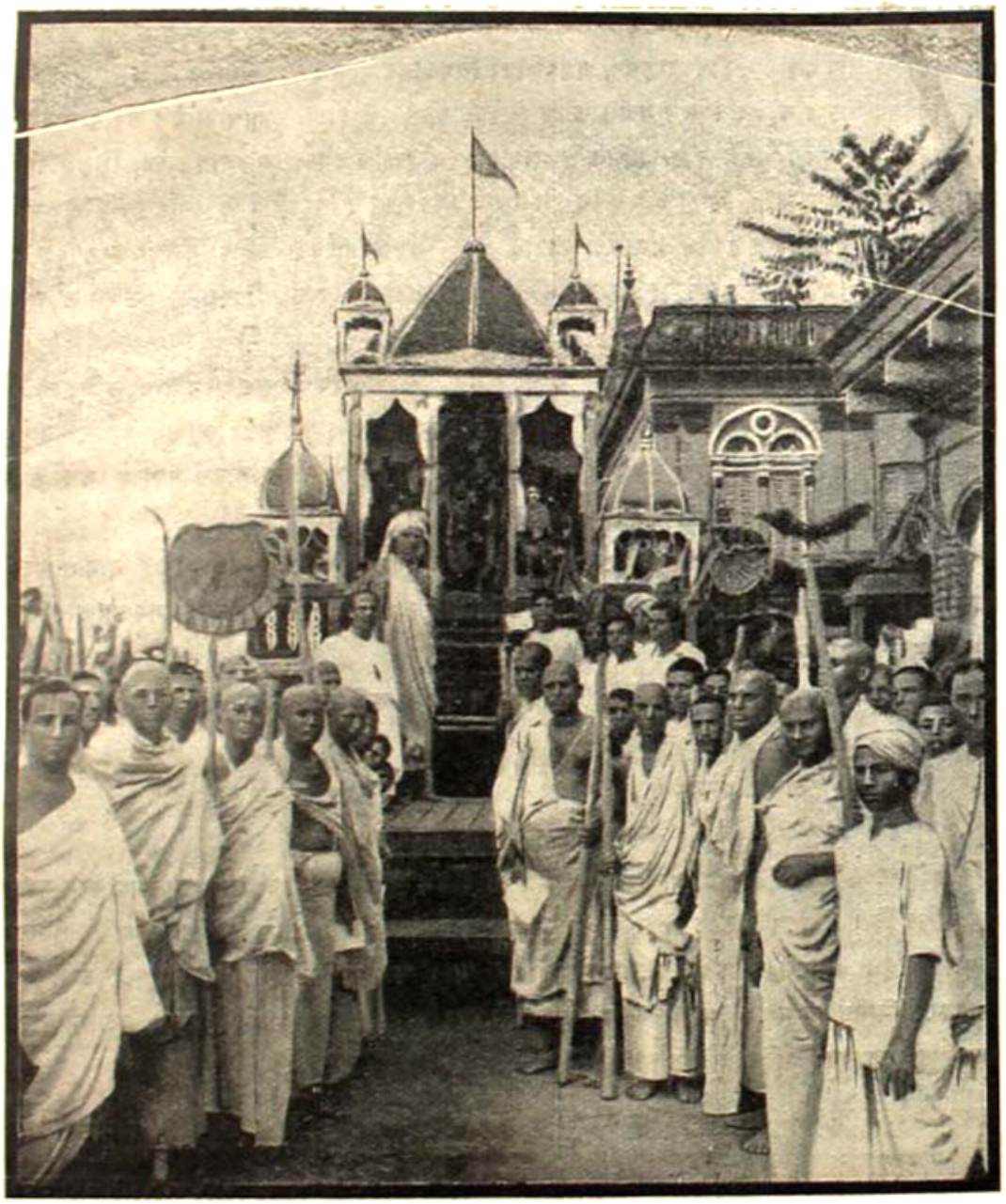

[বিগত ১৮ই আশ্বিন (১৩৩৭), ৪ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাগ্‌বোজারস্থ
নূতন মন্দিরে প্রবেশোৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অঙ্গ
রথারূঢ়,—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধীশ্বর—শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউ এবং
রথাগ্রে—সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ]

ভক্তিরঞ্জন-প্রশস্তিঃ

শ্রীমজ্জগদ্বন্ধু-সমাখ্যয়া যঃ
খ্যাতঃ সুকীর্তির্ভুবন্ বরেণ্যঃ।
সৌম্যঃ সুনম্রঃ কৃপলো যদাজ্ঞঃ
শ্রীমজ্জগদ্বন্ধুতয়া বিভাসি ॥ ১ ॥

সন্তীহ লোকে বহবো ধনাঢ্যাঃ
ক তোষহেতোঃ কিল সজ্জনানাম্।
সর্ব্বস্ববানং সুকৃতে সমস্তান্-
নিঃস্বার্থ-ভাবো গুরু-দেবতাত্মা ॥ ২ ॥

দাতার উচ্চৈর্যদি সন্তি কেচিদ্
যদ্যপি সূত্রস্বপার্থমেব।
তথাপ্যনুকূলাং ক্ষণিকঞ্চ দেহিনাম্
সুসূত্রজেৎ কিং মরণোত্তরঞ্চ তৎ ? ৩ ॥

কীর্ত্তিশ্চ তেষাং ন হি তত্র শাশ্বতী
ন নিবৃতির্যানিষ্কতাপি সংসৃতেঃ।
পরেশ-পাদাম্বুজ-সেবনোৎসবঃ
সুদূরতস্তচ্ছ্-সুখার্থিনাং বত ॥ ৪ ॥

বঙ্গে তথা ভারতবর্ষ-মধ্যে
স্বমেক এব দ্বিজ-দেব-ভক্তঃ।
নিঃস্বার্থদাতাঽখিল-তোষ-হেতোর্
গুর্ব্বর্পিত-প্রাণ-ধনাত্ম-দারঃ ॥ ৫ ॥

কৃচ্ছ্রাপ্ত-বিত্তং নিখিলং জগৎপতের্
জগজ্জনানাঞ্চ সমর্চ্চনায় বৈ।
ত্যক্ত্বা শরন্নীরদ-তুল্য উচ্চৈর্
বিরাজসে ত্বং সুচিরং সমস্থাৎ ॥ ৬ ॥

সদ্বৈকবন্ধুঃ কিল শুদ্ধচিত্তঃ
সদ্বৈকবানাং কলিতাত্ত-বিত্তঃ।
আদর্শভূতো ভুবি সাধু-ভক্তাঃ
গুর্ব্বাত্মদেবোৎসব-সংপ্রবৃত্তঃ ॥ ৭ ॥

শোকাগ্নিনা তে বিরহোদ্ভবেন নঃ
সন্দহ্যতে চিত্তমলং চিরং বত।
তথাপি যত্নো নহু বৈষ্ণবানাম্
ত্বয়া গতিঃ হ্রং খলু যাতি শান্তিম্ ॥ ৮ ॥

বিবস্বতস্তৎপ্রিয়ভক্তবৃন্দম্
সংতোষয়ন্ স্বপ্রতিমাঃ প্রকাশয়ন্।
সন্মন্দিরং স্বপ্রিয়বান্ধবাত্মসুধাকরম্
ত্বয়া পুনর্ব্বাং কুরুতে স্বপার্ষদম্ ॥ ৯ ॥

কাসি কাসি মহাবদান্য মতিমন্
ব্রহ্মাদি ভূয়ো ন তে
সুস্থৈরং বিমৃশং প্রসন্নমনিশং
প্রোৎফুল্ল-নৈত্রং মুখম্।
কো ভক্তানিহ বর্ষয়িষ্যতি পুনঃ
কারুণ্যবারাং নিধেঃ
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ সুসৌধবিলসৎ-
সংশিল্পকার্য্যাবলীম্ ? ১০ ।

রাধাকৃষ্ণ-মনোজ্ঞ-মূর্ত্তিমতুলা-
কৈক্যাত্মমূর্ত্তিং তয়োর্
ভক্তানাং নয়নোৎসবাং কলিমল-
প্রোন্মূলন-ধ্বংসিনীম্।
সংস্থাপ্য প্রকট-প্রভাব-বিপুলাং
শ্রীমন্ মহামন্দিরে
সংকীর্ত্তিং কমলাসনাদি-বন্দিতঃ
প্রাপ্তঃ পদং বৈ ত্বয়া ॥ ১১ ॥

গোলোকাৎ স্বয়মেব পার্ষদবরৈঃ
সংপ্রোষিতে ত্বং মুদা
যে ধামি প্রবরোৎসবৈর্জ্জয়ুষ-
স্বন্মেন নীতো বত।
তস্মাৎ ত্বদ্বিরহেন নঃ কৃপময়ো
কার্য্যো হি শোকোঽন্তকঃ
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-মধুলিট্
শ্রেষ্ঠশ্চিরং তিষ্ঠ ভোঃ ॥ ১২ ।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-গুণানুগ—
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি শর্ম্মণঃ

শ্রীজগবন্ধু-সম্বন্ধে জাষ্টিস্ এম, এন, মুখার্জী ও সন্তোষের রাজাবাহাদুর

[বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৮), ৯ই ডিসেম্বর (১৯৩১) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীজগবন্ধু-বিরহস্মৃতি-সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে মনোনীত সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের উক্তি—]

• • • • •

"একথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে যে, প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল কালের প্রভাবে লুপ্ত হ'য়েছিল। আর তৎ-সঙ্গে একথাও স্বীকার ক'রতে হ'বে—অবনত মস্তকে স্বীকার ক'রতে হ'বে যে, এই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরুদ্দীপ্ত ক'রবার জন্য—পৃথিবীর লোকের কাছে তা'র বিমল প্রতিভা দেখাবার জন্যই প্রভুপাদ (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ) ভারপ্রাপ্ত হ'য়েছেন। প্রভু-পাদের অনুগ্রহে, কৃপায়, শিক্ষায়, দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণও সেই কার্য্যের সহায়তার জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হ'য়েছেন। এই কার্য্যের জন্য কলিকাতার মত স্থানে একটি প্রাসাদোপম সুবৃহৎ স্থান, যা'তে সকলে একত্রে ব'সতে পারেন—সকলে একত্র ব'সে ভগবানের বাণী শ্রবণ ক'রতে পারেন, তা'র একটা বড়ই অভাব ছিল। এ'রকম সদুদ্দেশ্যে সমবেত ও দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তিগণের ভগবানের সেবাকার্য্যের সহায়তার জন্য—ভগবানের বাণী-প্রচারের সহায়তার জন্য—সমগ্র জাতির মঙ্গলময় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ভগবৎপ্রেরিত হ'য়ে এসেছিলেন—এইটুকু আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।"

——

[বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৯), ২৭শে নবেম্বর (১৯৩২) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজগবন্ধু-বিরহস্মৃতি-সভার দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে মনোনীত সভাপতি সন্তোষের রাজা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভাপতি মাননীয় স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কেটি মহোদয়ের উক্তি—]

• • • • •

"আজ আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন এবং এখানকার আশ্চর্য্যজনক ও অভূতপূর্ব্ব মহৎকার্য্য দর্শন করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি।

• • • •

ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু জগতে তাঁহার সেবা-সৌরভময় প্রস্ফুটিত জীবন গুরুদেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অতিমর্ত্য-পুরুষ-ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবনা করিতে পারি না। পরমার্থ তাঁহার জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিল, নতুবা তিনি এই জগতের সকলের মত হইয়া জগতে আসিয়াও জগতের অনেক উপরে আপনাকে কিরূপে রাখিতে পারিয়াছিলেন? তিনি এমন কোন্ বস্তু হইতে প্রেরণা পাইয়া-ছিলেন, যাহাতে তাঁহার সমগ্রতাকে উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বল আসিয়াছিল।

• • •

সাধারণের বিষয়বুদ্ধি অপেক্ষা জগবন্ধুর বিষয়বুদ্ধি অনেক উচ্চ ও গভীর ছিল; তিনি নিত্যবিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং নিত্য-বিষয়ের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

• • • •

জগবন্ধুর বিচার ছিল—পূর্ণের বিচার। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—মানুষ যে আনন্দ চায়, তাহা অপেক্ষাও অনেকগুণে অধিক আনন্দের সন্ধান আছে—যাহার জন্য লোভ করিতে হইবে। • • • এই জগতের কোন বস্তুই নিত্য আনন্দ প্রদান করিতে পারে না; এ জগতের বস্তু-গুলির সার্থকতামাত্র ততটুকু, যতটুকু তাহারা পরমার্থের আনুকূল্য করিয়া থাকে। জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—এ জগতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া লাভ নাই, যদি সেই অর্থ পরমার্থের মিত্রতা না করে, আর সেই মিত্রতার ফল যদি ভগবৎ-সেবক-সম্প্রদায় প্রাপ্ত না হন। • • • শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য বোধ হয় তাহাই, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে এই সৎশিক্ষা-বিতরণ।

• • •

আমি আবার বলিতেছি,—আজ এইরূপ এক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি এবং এইরূপ এক মহাপুরুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারায় আমাকে ধন্য মনে করিতেছি।"

———

শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির ।

Printed by Ananta Basudev Bidyabhusan B, A.
at the
GAUDIYA PRINTING WORKS.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৩ | ১৬শ সংখ্যা।

পাটনায় পারমার্থিক প্রদর্শনী

পাটলিপুত্র প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর। 'কথাসরিৎ-সাগর' পাঠে জানা যায়, আকর্ষিকা নগরীর রাজকন্যা 'পাটলি' ও চিঞ্চিনী নগরবাসী ভৌলিকের ঔরসে 'পুত্রক'—এই দুই নামের সংযোগে পাটলি-পুত্র নগরের নাম হইয়াছে। এক সময় পুত্রক বিদ্যাধরের একটি যষ্টি ও পাদুকা পাইয়াছিলেন। পুত্রক পাদুকা ধারণ করিবামাত্র খেচরত্ব লাভ করিলেন। তিনি পক্ষীর ন্যায় আকর্ষিকা-নগরীতে আগমন করিয়া রাজদুহিতা পাটলিকে লইয়া গঙ্গার তীরে আসিলেন। সেই যষ্টিটির মধ্যে বিষ্ণুশক্তি নিহিত ছিল; সুতরাং যষ্টির প্রভাবে পুত্রক এক নগর নির্ম্মাণ করেন এবং উহারই নাম পাটলিপুত্র রাখেন। এই পাটলিপুত্র নগরী আধুনিক পাটনা। উহা এককালে প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল।

পাটনার বক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্লাবন একদিন প্রবল-ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিত্যক্ত অবশেষ ও নিদর্শন এখনও পাটনায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণের সময় পর্য্যন্তও বৌদ্ধধর্ম্মের কথা অতি অল্প লোকেই জানিত; কিন্তু বুদ্ধের প্রয়াণের পর প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহারাজ অশোকের চেষ্টায় জগতের বহু স্থানে এই ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পাটলিপুত্র নগরেই মহারাজ অশোক বৌদ্ধশ্রমণদিগকে লইয়া এক মহাসভা করিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রমণদিগের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিয়া উহা 'বুদ্ধের মতবাদ' বলিয়া প্রচার করাইয়াছিলেন। অবশ্য দুইশত বৎসর পরে বুদ্ধের যে মত পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে বুদ্ধদেবের নিজের কথা প্রকৃত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল

কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেরই মনে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। যখন হইতে, পাটলিপুত্রে বৌদ্ধমতবাদের প্রাবল্যে বেদ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ নাই।

অশোকের পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্রের শ্রীবৃদ্ধি মেগাস্থিনিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অবশ্য মেগাস্থিনিস্ এক সময় পাটলিপুত্রের যে শোভা-সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, হর্ষবর্দ্ধনের সময় হুয়েন্ সাঙ্ নামক চৈনিক পর্য্যটক পাটলিপুত্রের সেই শোভা-সম্পদ্ দেখিতে পান নাই; তথাপি তিনি ১৪ মাইল ব্যাপী পাটলিপুত্র নগরের ভগ্ন প্রাসাদ-কোটা ও বৌদ্ধবিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে শৈশুনাগবংশের দ্বিতীয় রাজা উদয়ন রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্যের) সময় ফা-হিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব গৌরব।

এই ঐতিহাসিক নগরে বিষ্ণুর অবতার শ্রীবুদ্ধদেবের মতের প্রকৃত 'শিক্ষা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। বিষ্ণুবিদ্বেষ শ্রীবুদ্ধদেবকে 'বিষ্ণু' জ্ঞান না করিয়া যাঁহারা প্রাকৃত নায়ক বা সাধনসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনুষ্যবিশেষ মনে করিয়াছিলেন এবং নীরপূজায় মুখরী হইয়া যাঁহারা বুদ্ধকে দর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই নাস্তিক ইতিহাসের স্বকপোলকল্পিত বিভিন্ন বর্ণে বুদ্ধদেবের উপাখ্যানকে রঞ্জিত করিয়া বৌদ্ধনামে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুর অকৃত্রিম উপাসকগণ যেমন বৈষ্ণব, সেইরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষ বুদ্ধের অকৃত্রিম উপাসকগণও বৈষ্ণবই। যাঁহারা শ্রীবুদ্ধকে নিত্য-বিষ্ণুবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব।

বুদ্ধদেবের প্রচারের মূল নীতি যে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম,' তাহা বেদশাস্ত্রেরই প্রচার্য্য বিষয়; সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবকে বেদবিরোধী বলা যায় না। শ্রীবুদ্ধ বেদের মধুপুষ্পিত কথকাণ্ড নিরাস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি যে বেদের বিরুদ্ধবাদী, তাহা নহে; কারণ, বিষ্ণু কখনও তাঁহার দ্বিতীয় অঙ্গস্বরূপ বেদের বিরুদ্ধমতবাদ প্রচার করিতে পারেন না। তবে যাঁহারা বিষ্ণুকে প্রাকৃত কর্ম্মফলদাতা নায়ক বা বীর মনে করেন কিম্বা সাধন সিদ্ধ জীববিশেষ বিচার করেন অথবা প্রাকৃত নীতির গণ্ডির মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া আনেন এবং তাঁহাদের রুচির বশ বা মতবাদের পুষ্পকাষ্ঠে বলি দিবার প্রয়াস করেন, তাঁহাদের বিচারই বেদবিরোধী বিচার।

যেমন শ্রীবুদ্ধকে প্রাকৃত নায়ক মনে করিয়া বেদবিরোধী বৌদ্ধবাদের জন্ম হইয়াছে, তদ্রূপ উহারই আর একটি ধর্ম্মরূপে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে প্রাকৃতবিচারের অন্তর্গত করিয়া প্রাকৃতসহজিয়া-মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

পাটলিপুত্র হইতে এই দুইটি ধর্ম্মের চিন্তাধারা কি উৎপাটিত হইবে না? ভারতের গৌরবস্বরূপ প্রাচীন মগধের রাজধানী পাটনায় আবার কি চারণগণ শ্রুতির সনাতনী বাণী গান করিবেন না? মগধ প্রকৃত মগধের রূপে কি আত্মপ্রকাশ করিবে না? যাঁহারা স্তুতিপাঠক, যাঁহারা কীর্ত্তনকারী, তাঁহারাই 'মগধ'-নামে খ্যাত। সুতরাং মগধে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী আবার বিস্তৃত হউক, মগধ যথার্থ মগধ হউক, পাটনা যথার্থ শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের শ্রীপাট ও পীঠস্থান হউক, বিহার প্রকৃত হরিকীর্ত্তনের বিহারস্থলী হউক।

এজন্যই বোধ হয়, এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীতে আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সপ্তম অধিবেশন উদ্বুদ্ধ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের শ্যামন্তপঞ্চকে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন হইয়াছিল ও তথায় ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল—পাণিনির গৌড়পুর ও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল—শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায়, পঞ্চম অধিবেশন হইয়াছিল—পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীতে। এবার পারমার্থিক প্রদর্শনীর সপ্তম অধিবেশনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—পাটলিপুত্রে।

পরমার্থবিদ্যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান-সমূহের দ্বারা সহজ ও সরলভাবে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবার এরূপ অভিনব ও মৌলিক প্রণালী পারমার্থিক শিক্ষা-জগতে আর কোন যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই। পাটলিপুত্রে মহারাজ অশোক বুদ্ধ প্রবচনগণের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া যে কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, বালম-

বিশ্ববিদ্যালয় একদিন যে সর্বশাস্ত্র শিক্ষা দিবার প্রয়াস করিয়াছিল, সেই সকল প্রতিবিধির শিক্ষার মূল শিক্ষার চরম কথা বিশ্ব-শিক্ষকগণের অধিদেব শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় উদ্ভাসিত করিয়া এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে শ্রুতি, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাচরিত গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বিজ্ঞানের বিবিধ অবদান, নানা-প্রকার আদর্শ ও কথাবিস্তার সাহায্যে সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব পূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যে-সকল বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, পাটনার প্রদর্শনীর বৃত্তসমূহ তাহারই পুনরাবৃত্তি নহে; এখানে বৃত্তগুলি সম্পূর্ণ অভিনব ও মৌলিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বাস্তব মূল আচার্যের শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতমরূপে পারমার্থিক প্রদর্শনী কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য আমরা অন্তর ও বাহিরেক-ভাবে সকল স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব এই প্রদর্শনী বর্তমানে বঙ্গদেশে হয় নাই বলিয়া বঙ্গদেশবাসীর তাহাতে উদাসীন থাকা কর্তব্য নহে। পারমার্থিক শিক্ষার এরূপ সুন্দর সুযোগ যেখানেই উপস্থিত হউক না কেন, সেই সুযোগ গ্রহণ করা প্রত্যেক অকৃত্রিম আত্মমঙ্গলেচ্ছুরই কর্তব্য। নানাপ্রকার আর্থিক অসুবিধা ও অর্থব্যয়াদি স্বীকার করিয়াও এই দুর্লভ মানব-জন্মে নিত্য পারমার্থিক-শিক্ষা-সংগ্রহে অবহেলা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের উপস্থিতি ও চেতনময়ী বাণী প্রবাহিত হইতেছে, সেই বাণী-গঙ্গায় অবগাহনের জন্য গঙ্গাস্নানার্থী ঐতিহাসিক, দেশভ্রমণার্থী কিম্বা যে-কোন অর্থার্থী হইয়াও উপস্থিত হইতে পারিলে আমাদের পরম মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমরা গৌড়দেশবাসী জনসাধারণকে এই পারমার্থিক শিক্ষায় এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের ভুবন-মঙ্গল অবদান রূপে তাঁহারই নিয়ামকত্বে পাটনা-সহরে যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবার কথা গৌড়ীয়ে ইতঃপূর্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তাহা গত ১৩ই নবেম্বর-অপরাহ্ণ ৪॥ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় ভারতাত্মার মহারাজাধিরাজ অনারেবল্ স্যর কামেশ্বর সিং কে, সি, আই, ই মহোদয়ের দ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঐ পারমার্থিক বিরাট্ প্রদর্শনীটি পাটনা-গভর্নমেণ্ট হাউসের পার্শ্ববর্তী ময়দানে রচিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর বেষ্টনীর সম্মুখস্থ স্থানে একটি সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর উদ্ঘোচনের দিবস অপরাহ্ণে এই সভামণ্ডপে বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি মহারাজ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করেন। ঐকতানবাদ্যের ধ্বনি ভাগবত-প্রদর্শনীর উৎসবকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে সমুদ্বোধিত করিয়াছিল।

দ্বারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভামধ্যে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানদধর্মের অনুসরণ করিয়া মহারাজ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক-সূত্রে মহা-মহোপদেশক আচার্যোত্তম শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু-মহোদয় রাজা-বাহাদুরকে পুষ্প-মাল্যিকায় ভূষিত করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তন করিবার পর মহোপদেশক শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অভ্যর্থনা-জ্ঞাপক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুইটি অভিনন্দন-পত্র মহারাজাধি-রাজ মহোদয়কে প্রদান করা হয়। ঐ অভিনন্দনের মধ্যে মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস ও গৌরব-কাহিনী এবং দ্বার-ভাঙ্গার মহারাজের পূর্বপুরুষগণের সনাতনধর্মকার্যে সহানুভূতির কথা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-উদ্দেশ্য ও

পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্বোধনের উপযোগিতার কথা সংক্ষেপে বর্ণিত ছিল।

মাননীয় স্যর আশুতোষ মিত্র মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতি হইতে ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাটনা হইতে প্রকাশিত ১৭ই নভেম্বর ১৯২৩) তারিখের 'Search Light' ইংরাজী পত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার বিবরণের অনুবাদ ও মর্ম নিম্নে প্রদান করিলাম।

"পূজনীয় স্বামীজী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যবৃন্দ, আপনারা এই পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া এবং আমার পূজ্যপুরুষগণের সনাতনধর্মে সহানুভূতির কথা জ্ঞাপন করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সত্য সত্যই ভারতবর্ষ ধর্মক্ষেত্র-আবহমান কাল হইতে প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানকালে হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রতি আগ্রহ যেন দিনে দিনেই হ্রাস হইতেছে এবং আমি মনে করি যে, ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ—অজ্ঞতা। যুগে যুগে অবতারগণ, ঋষিগণ, প্রচারকগণ হিন্দু-জনসাধারণের এই অজ্ঞান-অন্ধতার দূরীকরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্মের নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহকে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য নানা-ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা ইহা বলাইয়া দিয়াছে যে, কিছুকাল পরে ঐরূপ আন্দোলন এবং প্রচেষ্টাও কোন বিশেষ সংরক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের আচার্যের নিয়ামকত্বে না চলায় ধর্মের পথ অবরুদ্ধ করিয়া নানাভাবে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অতএব ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই পরিতৃপ্তির বিষয় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং আচার্যের নিয়ামকত্বে সনাতনধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য এইরূপ এক অভিনব যৌক্তিক সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা সনাতনধর্মের তত্ত্ব-সমূহকে একদিকে যেরূপ সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ও সহজ করিয়া দিবে, অপর দিকে সেরূপ তাহাদিগকে এক যোগ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সনাতন-ধর্মের সার্বজনীনতা প্রকাশ করিবে।

ধর্মাচ্ছাদিকতা ও মনোধর্মের নানাপ্রকার কল্পনা-মত মতবাদের গণ্ডীসমূহ হইতে উত্তীর্ণ না হইলে কখনই এক অখিলাত্ম সনাতনধর্মের সৌন্দর্য্য এবং ব্রাহ্মমুহূর্তভাবে প্রতিবিম্বিত হওয়া যায় না, ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। যদি আমরা ঐরূপ মনোধর্মের মতবাদের অসৎসাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই আস্তিকতার সৌন্দর্য্য ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও সাধনভক্তির রহস্য এবং দার্শনিক চিন্তাধারার রক্ত-সম্পৃক্ত কিছুতেই আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে না।

আপনারা আমাদের এই সনাতনধর্মের মূল নীতি-গুলিকে এবং ইহার অত্যন্ত জটিল ও সমস্যা-বহুল দার্শনিক তত্ত্বের কতিপয় বিচারকে যেরূপ প্রণালীতে বুঝাইবার চেষ্টায় এই পারমার্থিক শিক্ষাপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অভিনব ও যৌক্তিক। আমরা এখন এক যুগে বাস করিতেছি, যে সময় বৈজ্ঞানিক প্রচার মানব-জাতির প্রগতির পথে একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও আধুনিকতাকে আপনারা পরমার্থের সেবায় লাগাইয়া এক দিকে যেরূপ ইহাকে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে আপনাদের সনাতন প্রচারকে সাফল্য-গৌরবে অভিষেকের পথে প্রচুর সুযোগ দিয়াছেন। আমি আজ এই পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইল ঘোষণা করিয়া বাস্তবিকই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে প্রদর্শনী-উদ্বোধনের সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার অনুগামী অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ব্যতিত প্রদর্শনীর তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হন এবং মহারাজাধিরাজ প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামী হইয়া সকলেই প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রদর্শনীর প্রদর্শিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন।

প্রদর্শনীর প্রদর্শিত বিষয়গুলি প্রায় একশত প্রকোষ্ঠে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া সকলেই এক-বাক্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ ভাবে পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারের

প্রণালী বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যুগোপযোগী আসন করিবে এবং ইহা কলা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানের উচ্চতত্ত্ব-সমূহ অতি সহজ ভাবে লোকের বোধগম্য করাইবে। প্রদর্শনীর বিভিন্ন দৃশ্যের বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইবে। প্রদর্শনী-উদ্বোধনী সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে মাত্র কতিপয় নাম প্রকাশিত হইল—

আমওয়ানের রাজা; হরষপুরের রাজা; মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, ব্যারিষ্টার; বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহ, জমিদার এবং-এল-সি; রায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সহায় বাহাদুর এম-এল-সি; মজঃ-ফরপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় ত্রিপুরাচরণ কিষণ, জমিদার এম-এল-সি; বাবু রাজেন্দ্রী সিংহ, এম-এল-সি, চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড পাটনা; দি অনারেবল রায় বাহাদুর রাধাকিষণ ঝালান, জমিদার ও ব্যাঙ্কার; বাবু ব্রজ-সুন্দর বাঁ, এম, এল, এ; রায় বাহাদুর অমরনাথ চাটার্জ্জি ডিঃ জিঃ জজ; রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জ্জি ডিঃ জিঃ জজ; রায় সাহেব শিবপ্রিয় চাটার্জ্জি ডিঃ ও সেসন জজ, রায় বাহাদুর চুনীলাল রায় আবকারী-বিভাগের ডিঃ ডিপুটী কমিশনার; বাবু অতুল চন্দ্র ঘোষ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি য়্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট; রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; মিঃ এল সি সীল পার্সনাল য়্যাসিষ্টেন্ট টু দি কমিশনার বাহাদুর, পাটনা; রায় সাহেব ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার; বাবু পরেশচন্দ্র মজুমদার য়্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী এডুকেশন-ডিপার্টমেন্ট; রায় সাহেব অমৃত-প্রসাদ ঘোষ রেজিষ্ট্রার জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট; মিঃ বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র য়্যাডভোকেট; রায় বাহাদুর বিহারীনাথ রায় য়্যাডভোকেট, বাবু অরুণ কুমার রায় য়্যাডভোকেট; মিঃ অমল কৃষ্ণ মিত্র ব্যারিষ্টার; বাবু মুরারি-প্রসাদ য়্যাডভোকেট; মিঃ লক্ষ্মীকান্ত বাঁ য়্যাডভোকেট; বাবু সুধাকর ভট্টাচার্য্য জমিদার; মিঃ এস্ এস্ প্রসাদ য়্যাডভোকেট, জমিদার ও সেক্রেটারী টু দি বি, এন কলেজ কাউন্সিল; মিঃ মনোহরলাল ব্যারিষ্টার; মিঃ নাগেশ্বর প্রসাদ য়্যাডভোকেট; মিঃ ভাওয়াটী প্রসাদ য়্যাডভোকেট; মিঃ এ কে রায় য়্যাডভোকেট; মিঃ এস বি লাল য়্যাডভোকেট; অধ্যাপক ডি এন সেন; অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার পি আর এস; অধ্যাপক এস এন ভট্টাচার্য্য; অধ্যাপক কি এন ভট্টাচার্য্য; অধ্যাপক এস কি মুখার্জ্জি; অধ্যাপক বি কে চৌধুরী; অধ্যাপক গুরুলিট সি দত্ত; অধ্যাপক যতীন্দ্র ঘোষ; অধ্যাপক এন এম দে; রায় সাহেব ডাক্তার কে এন রায়চৌধুরী গভর্ণমেন্ট-কেমিক্যাল এক্সামিনার; অধ্যাপক এস এন দাস বক্সী; বাবু বিমান বিহারী বসু; রায়সাহেব-বেচুনারায়ণ লাল হেডমাষ্টার পাটনা-কলেজিয়েট স্কুল; রায়সাহেব রাধাকান্ত দত্ত রেজিষ্ট্রার পি ডব্লিউ ডি; বাবু চারুচন্দ্র ঘোষাল রেজিষ্ট্রার সিভিলকোর্টস্ পাটনা; বাবু মন্মথনাথ চৌধুরী সাব্-জজ; বাবু নাগেশ্বর দয়াল টৈকাম্‌ট্যাক্স অফিসার; বাবু এস্ এন সহায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবকারীডিপার্টমেণ্ট; বাবু বসন্তকুমার মিত্র বি-এল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাইকোর্ট; বাবু বিভূতিভূষণ ঘোষ য়্যাসিষ্টেণ্ট রিপোর্টার হাইকোর্ট; বাবু কালিপ্রসাদ সরকার হেড য়্যাসিষ্টেণ্ট ইংলিশ ডিপার্টমেণ্ট হাইকোর্ট; বাবু অবিনাশচন্দ্র দে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাইকোর্ট; বাবু কামাখ্যাচরণ মুখার্জ্জি হেড য়্যাসিষ্টেণ্ট এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বিহার-উড়িষ্যা; বাবু মৃত্যুঞ্জয় চাটার্জ্জি হেড য়্যাসিষ্টেণ্ট পাটনা-ইউনিভারসিটি; বাবু আর দি মুখার্জ্জি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; জে সি গুহ ঠাকুরতা, বাবু ভূপেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

পাটনা পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে "সার্চ্চলাইটে"

পাটনা হইতে প্রকাশিত গত ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৩ তারিখের "সার্চ্চলাইট" পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে—

The Theistic Exhibition, organised by the Gaudiya Math and opened by the Honourable Maharajadhiraja Sir Kameshwar Singha last Tuesday evening, suggests a novel method of religious propaganda and we congratulate the organisers on their successful effort. The Exhibition consists of about a hundred stalls, depicting in clay incidents and episodes of

Hindu Mythology with a view to interpreting some of the under-lying principles of what is called Sanatan Dharma. The clay models are beautiful pieces of workmanship and the entire affair is an artistic performance of great value. The Exhibition is an attempt at introducing modern method of advertising into religious propaganda.

নিঃস্বনারায়ণের (?) জন্ম-কথা !

(২)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর]

ভগবান্ কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া কতকগুলি অসুর যেরূপ কৃষ্ণ বা বাসুদেব সাজিয়াছিল, সেইরূপ কৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যার শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলে কতকগুলি অসুরপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকরণ করিয়া কেহ বা 'মানুষ-নারায়ণ', কেহ বা 'বাউল-নারায়ণ' প্রভৃতি হইয়া পড়িল ! বাউলের ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া কতকগুলি লোক নানাপ্রকার ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল ! সংহিতা-মতের নানাপ্রকার বেদ-বিরুদ্ধবাদ প্রচারিত হইতে থাকিল !

এই সকল মতবাদ সাধারণতঃ তথাকথিত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই ন্যূনাধিক দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যখন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার নানারূপ বীজ আমদানী হইতে থাকিল, তখন এই সনাতনধর্ম্ম-বিরোধী, শ্রুতি-বিরোধী মতবাদ আরও কতকগুলি মুখরোচিকা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এবং নানাপ্রকার লোকচিত্তহর ভাব-ভাষা, আকার-ইঙ্গিতের সাজ লইয়া বঙ্গদেশের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। স্বাধীন জাতীয়তার উন্নতভাবগুলি অনুকরণ করিবার পরিবর্ত্তে নাস্তিকতার ছোঁয়াচে রোগেই সকলে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

উনবিংশ শতাব্দীতে 'কম্‌তে'র তথাকথিত বাস্তববাদ দর্শনের ভাবনা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানী হইল। যাঁহারা তখনীন্তন ইংরাজী-সাহিত্য পড়িয়া তথাকথিত স্বাধীন-চিন্তার প্রভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোটামুটি দুইটি বিভাগ হইয়া পড়িল। একদল তখনীন্তন বিকৃত সনাতনধর্ম্মের স্বরূপ—যাহা হিন্দুধর্ম্ম-নামে প্রচলিত ছিল, তাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া আক্রমণ করিলেন এবং প্রাচীনগণের সহিত মতভেদ করিয়া নবীনের গোষ্ঠীশক্তি বৃদ্ধি করিবার আয়োজন করিলেন। আর একদল কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণকেই সনাতনধর্ম্মের কল্পনা করিয়া তাহার পরিপন্থী হইয়া পড়িলেন—উপনয়ন প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা বোধ করিলেন—সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্ত্তে সেক্‌সপীয়ার, হোমর, বায়রণের ছন্দ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবার অপর একদল সুরাপান-নিবারণী সভা, বিধবাবিবাহকরণী, বহু বিবাহ-নিবারণ, কৌলীন্যপ্রথা-নিবারণ, ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ না করিবার অর্থাৎ সঙ্কল্প না লইবার মতবাদ প্রভৃতিতে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন।

কম্‌তের যে তথাকথিত বাস্তববাদ ভারতে আমদানী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"মানবের কর্ত্তব্যের অসীমতা সম্বন্ধে কম্‌ত বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, সেই কর্ত্তব্যের লক্ষ্য একটি বিশেষ বস্তু যাহা জগৎ কল্পিত ও বাস্তব। ইহাই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে পরিব্যাপ্ত এক অখণ্ড মানব-জাতি। আমাদের উপরে এই বিরাট্ সত্তার দাবী রহিয়াছে ; ইহা আমাদের সেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। যদিও কল্পনা-মূলে কোনও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ধরিয়াও লওয়া যায়, তথাপি সেইরূপ ঈশ্বরের পূজার উৎকৃষ্ট বা একমাত্র উপায় রহিয়াছে —অপর বিরাট্ সত্তার প্রতি একান্ত ভালবাসা এবং তাহার সেবা।"

কম্‌তের বিরাট্ সত্তার ("Grand Etre" Great Being) সংজ্ঞা এই—

"Humanity, passed, present and to Come,

conceived as a Great Being". (Morley) সুতরাং কম্‌তের মতে কম্‌তের ধর্ম হইল—Religion of humanity অর্থাৎ মানব-সমাজের সেবা। কম্‌তের Religion of humanity যখন Religion of the Proletarian-এর আকার ধারণ করিয়া মানবের অধিকতর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে থাকিল, তখন পেষোক্ত ধর্মেরই আকর্ষণ বেশী হইয়া পড়িল! কম্‌তে শিক্ষা দিয়াছিল—"মানবজাতি-রূপ বিরাট পুরুষের সেবা" আর কমিউনিজম্ শিক্ষা দিল—"মানবজাতির মধ্যে দরিদ্রের সেবা এবং নিঃস্বসমাজে ধনীর দান।" তাই নিম্নশ্রেণীর নিজের স্বরূপবেদনার অনুভূতিগুলি কতকটা ব্যক্তির সমবেদনার অঙ্গ বাহির করিয়া আনিল এবং সেই অঙ্গ আগুন হইয়া অত্যাচারীর বেঙ্কচাতকে ভস্মীভূত করিবার একটা চেষ্টা পড়িয়া তুলিল। ধনিকবিলাসীর প্রাসাদের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ আক্রোশে যে-সকল শ্রমিক নিজ কৃপাণ প্রস্তুত করিতেছিল, তাহা দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তির প্রাণে এক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির নামে অপর শ্রেণীর প্রতি সংমরতার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। এই সংমরতা বা অপর পরিভাষায় বাস্তিকতাই ধর্মের আসনে অভিষিক্ত হইল। Counter positivism হইতেও কম্যুনিজম্ অধিকতর ভাবা ও ভাবের ঘাত বিস্তার করিল। "মানবজাতি রূপ বিরাট পুরুষের সেবা অপেক্ষা মানবজাতির মধ্যে দরিদ্রের সেবার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী"—ইহা মানবের মনোধর্ম মানিয়া লইল। Communistগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াও—ঈশ্বর ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হইয়াও Communismকে ধর্মের আসনে অভিষিক্ত করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে Mr. H. G. Wells বলিয়াছেন—"The Proletarian is a super-human entity with whom the devout Marxist seeks and attains spiritual Communion. The Individuality of the worshiper is merged therein." (The work, wealth and happiness of mankind. Chap. xv.)

নিঃস্বনারায়ণ (?) একটি অলৌকিক সত্তা। কার্ল মার্কসের একনিষ্ঠ ভক্ত উহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং একত্রিত হন। উপাসকের পৃথক্ অস্তিত্ব নিঃস্বনারায়ণে (?) লয় প্রাপ্ত হয়।

ইংলণ্ডের Positivistগণের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ফ্রেডারিক হ্যারিসন বলিয়াছিলেন,—

" Having lost for ever the God of Abraham and Moses, of Bernard and A-kempis, we must go back to find on this earth a Supreme Power with which we can feel to be in living touch, hour by hour ; which stirs our human sympathies ; for which we can dream of becoming an active agent, a working member, a real part. That was what religion meant in the ages when religion inspired human life. And religion will never again inspire human life until it h recovered the sense of Supreme Power, akin to man, an organic Being, within the range of our human understanding and in magnetic touch with human heart." (The Creed of a lay man, page 68-74)

তাৎপর্য—আমরা আব্রাহামের ঈশ্বরে, মুসার ঈশ্বরে, বার্ণার্ডের ঈশ্বরে ও আকেম্পিসের ঈশ্বরে চিরতরে বিশ্বাস হারাইয়াছি। এখন আমাদিগকে পুনরায় এই পৃথিবীতেই এমন একটি মহতী শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার সহিত আমরা প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত সংস্পর্শ অনুভব করিতে পারি, যাহা আমাদের মানবীয় সমবেদনায় উদ্বোধন করিতে পারে, যাহার জন্য আমরা কর্মপরায়ণ প্রতিনিধি, যাহার জন্য কর্মপ্রবণ অঙ্গ ও অংশ হইবার স্বপ্ন অনুভব করিতে পারি। এরূপ একটি শক্তিরই আবিষ্কার প্রয়োজন। যে যুগে ধর্ম মানব-জীবনকে অনুপ্রাণিত করিত, সেই যুগে ইহাই প্রকৃত ধর্ম ছিল। যত দিন না ধর্ম এমন এক মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারিবে, যতদিন না যাহা মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট, মানুষের ধারণার করতলগত ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শের মত মানবের চিত্ত আকর্ষণকারী প্রত্যক্ষ সত্তা, তাহা বলিয়া পরিগণিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত ধর্ম কখনও পুনরায় মানবজীবনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে না।

এই সত্তাই হইল কম্‌তের বিরাট সত্তা বা মানবজাতির বিশ্বরূপ। এই মানবজাতির বিশ্বরূপের সেবা যখন

সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন, নিজের অকপটে কবিবার আগ্রহপ্রযুক্ত সাধারণ ভাবে ঈশ্বর-দ্রোহী সমাজের সৃষ্টি করিল, তখন তাহা শুধু ফ্রান্সেতেই নয়, সমস্ত য়ুরোপে এবং য়ুরোপ্রভের নদী পার হইয়া ভারতের ধর্ম্মের হাটেও আসিয়া পৌঁছিল। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার উর্ব্বরক্ষেত্র—যেখানে সকল বস্তুর সহিতই তথাকথিত ধর্ম্মের বা প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-যন্ত্রের সংস্পর্শ আছে, সেখানে সেই নাস্তিকতার প্রস্তরমূর্ত্তি ধর্ম্মের আসনে অভিষিক্ত হইয়া যে বিষাক্তবীজ ছড়াইয়া দিল, তাহাতে Proletariateএর অলৌকিক সত্তা নিত্য নারায়ণের সনাতন-পক্ষের যাদুমন্ত্রে সাধুতা লাভ করিয়া বসে। প্রতীচ্য মনোভাবাপন্ন তদানীন্তন কবিগণ য়ুরোপের ছন্দে Religion of humanity এবং Religion of the Proletarian এর ছাপে মুদ্রিত হইয়া নিত্য নারায়ণের বেসাতে একটি নাস্তিক্য মত প্রচার করিল।

আব্রাহামের ঈশ্বর, মুসার ঈশ্বর, বার্থার্ডের ঈশ্বর, কন্ফুসিয়সের ঈশ্বরে বিশ্বাস চিরতরে হারাইবার উক্তিটি আরও ব্যাপকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সনাতন-ধর্ম্মের অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম নারায়ণে আন্তরিক ও অকৃত্রিম বিশ্বাস হারাইবার মনোভাবকে বাহির আসনে অভিষিক্ত করিয়া ঘটী-নারায়ণ, বটী-নারায়ণ, জুতানারায়ণ, কাঠপাথর-নারায়ণ, গণ-নারায়ণ, তন্ত্রনারায়ণ, অন্ধনারায়ণ, বিশ্ব-নারায়ণ, নিত্য-নারায়ণের সনাতন-পক্ষসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। তখন খোল-করতাল-ঘন্টা প্রভৃতি চেতন-কীর্ত্তনের উপকরণসমূহ ভাসিয়া দিবার রজোগুণের উত্তেজক উক্তিসমূহ কামপ্রবণ তরুণদলের চিত্তে উত্তেজনার বিজলী সঞ্চার করিয়া দিল এবং নাস্তিকতাগর্ভ সাম্যবাদের বিচার তথাকথিত সমন্বয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইল। যদিও প্রায় সমসাময়িক বঙ্গের বাহিরে উড়িষ্যার বনপ্রান্তে বিষ্ণুবিরুদ্ধ-নামে এক চোর আপনাকে নারায়ণ বলাইয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, উড়িষ্যার তদানীন্তন কবি-সূর্য্যনারায়ণ-ভেজ রাধেবের আগ্রহে ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চেষ্টায় বিষ্ণুবিরুদ্ধের ঐ প্রকার পাষণ্ডলীলার ধ্বংস হইয়াছিল এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামচিন্তামণির মধ্যে জানাইয়াছিলেন—অজামিলের পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান পূর্ব্বক নামাভাসে মুক্তি পাইবার বিচারটি পুত্র-নারায়ণের বিচার নহে, পরন্তু পুত্রের সৃষ্টি হইতে সর্ব্বভোগাবে মুক্ত হইয়া পরাৎপর পরমপুরুষ অপ্রাকৃত নারায়ণের সন্ধান, তখনও এই শাস্ত্রীয় মতের সহিত, ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বিচারের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য, শ্রুতি বা বেদান্তের সিদ্ধান্তের ছলনায় অবিশ্বাস্তি ও বিকৃত বিরোচন-সম্প্রদায়ের দেহ-ব্রহ্মবাদ বা দেহ-নারায়ণবাদ ঈষদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে মানবের বলির্দ্ধিষ্ণুতার ইন্ধন পাইয়া ঐরূপ বেদোক্ত-বহির্ভূত নিত্য-নারায়ণ-বাদের সর্ব্বগ্রাসী দাবাগ্নি ধর্ম্মের ভাবনায় বাঙ্গালার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু বাংলার কেন, সমগ্রবিশ্বে বহির্ম্মুখতার বিস্তির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইয়া সেই নাস্তিকামতবাদ প্রচারিত হইতেছে। উপনিষদ্ যুগের বিরোচনের প্রচার-কার্য্য বা শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতির যুগের 'শৃগাল-বাসুদেবে'র প্রচার-কার্য্য কিংবা শ্রীচৈতন্যভাগবত-যুগের 'শৃগাল-নারায়ণে'র প্রচার-কার্য্য উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাস্তববাদ বা সাম্যবাদের সহিত সাদৃশ্য লাভ করিয়া যে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহার স্রোতেই নাস্তিকতাময় অদৈবপ্রকৃতিকে প্রশ্রয় এবং নাস্তিক্যবাদকে জনক করিয়া নিত্যনারায়ণ-পর্য্যবসায়ের জন্ম হইয়াছে।

নিঃস্ব বা দরিদ্রের প্রতি দয়া-প্রদর্শন কিছু অন্যায় নহে, যাঁহারা দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের চতুর্দ্দিকেই সহানুভূতির উচ্চপ্রাচীর উত্তোলন করিয়া অপরার্থপর ধর্ম্মের গণ্ডী দিয়াছেন, তাঁহাদের সংকীর্ণতার দূর করিবার জন্যই পুরুষ-ধর্ম্মে দীন ও দুঃখীজনে দয়া, অতিথি সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই—গৃহস্থলীলার অভিনয়কারী লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া করিতেন—অতিথি-সেবা করিতেন—

"প্রভু সে পরম দাতা ঈশ্বর-ব্যবহার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন-বস্ত্র-কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভুঘরে।
যা'র যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥"

[চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ]

দরিদ্র বা জীবমাত্রের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অভাব পরিপূরণ করা প্রত্যেক সভ্য সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। কিন্তু দরিদ্রতাকে নারায়ণত্ব কল্পনা করা সা

নারায়ণত্বে দরিদ্রতা আরোপ করা সনাতন-শাস্ত্রের কোথাও নাই। ইহা একাধারে যৌক্তিকতা, বাস্তিকতা, পাষণ্ডতা, শাস্ত্রবিরুদ্ধতা বলিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত মহাজন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, তপস্যানিরত ভক্তের হৃদয়-বিহারী প্রতি সমবেদনার ন্যায় করিতে করিতে পরমেশ্বরের আরাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা ভক্তের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, পরন্তু পতনেরই প্রগতিই হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এক শিষ্যাভিমানী কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈত প্রভুকে ঈশ্বর বিচার করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ভগবান্ মনে করিয়াছিলেন। এজন্য মহাপ্রভু কমলাকান্তকে "বাউলিয়া বিশ্বাস" বলিয়া জানিয়াছিলেন। বাউলগণ নারায়ণকে মূলতঃ জীবের কারাগারে নিক্ষেপ করিবার এবং জীবকে 'নারায়ণ' বলিবার পাষণ্ডতা করিয়া থাকে। এই সকল মতবাদ নাস্তিকতা-পূর্ণ আধুনিক মতবাদ মাত্র।

আধুনিক জগতে এরূপ অনেক অশাস্ত্রীয় ভুঁইফোঁড় মতবাদই মনোধর্মের বাজারে 'পরম-ধর্ম' বলিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। সনাতন-শাস্ত্রের সহিত ঐ সকল বিচারের কতটা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, অনেকেই তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। কেবল পাণ্ডিত্যের উত্তেজনায় উত্তাপস্তরে উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা সেই সকল মতবাদকে বহির্মুখতার আধারে সহজেই 'আপন' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকেন এবং অধোক্ষজ পরমপুরুষের সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। যাঁহারা এই নিত্য-নারায়ণের পরিবর্তে মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে এ কথাও বলিতে আমরা শুনিয়াছি যে, যেখানে বহু ঠাকুর-মন্দির আছে, ভগবদর্চা আছে, ভক্তিকথা-প্রচার আছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকে ধূলিসাৎ করিয়া তাহার উপরে নিত্য-নারায়ণের আবাসগৃহ ও সেবার প্রতিষ্ঠান রচনা করাই সঙ্গত। আধুনিক সোভিয়েট রাশিয়াও এই কথাই বলিতেছে। মস্কোর গির্জাগুলি ধূলিসাৎ করিয়া কারখানের ঘর উঠাইয়া দিয়া সেগুলিকে ক্লাবগৃহে পরিণত করা হইয়াছে।

অবশ্য শ্রীচরিতামৃত যাহাকে পাষণ্ডশিরোমণি বলিয়াছেন, সেরূপ কর্মকাণ্ডমার্গীয়দের সহিত এরূপ প্রতিযোগিতার যোগ্যতা আছে। তবে যাহা মানবের পরম ধর্ম, যাহা আত্মার অনুশীলনের কথা প্রচার করিতেছেন, যাহা আত্মাকে 'দেহ' বা দেহকে 'আত্মা' বলিবার বিবর্তের প্রশ্রয় দেন না, সেরূপ পরমধর্মকে আধুনিক কালের নবউদ্ভাবিত ধর্মধর্ম ও মনোধর্মগুলি আদৌ বুঝিতে পারে না, কেন না তাহাদের মতবাদ বিশ্লেষণের পরিবর্তে সংশ্লেষণ বা নিছক সংরক্ষণ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সভা

গত ৩রা অগ্রহায়ণ (১৩৩০), ১৯শে নবেম্বর (১৯২৩) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বৈকুণ্ঠগত শ্রৌতার্থী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের তৃতীয়বার্ষিকী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন এবং তাঁহার আদর্শে মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন ভূমিতে শ্রৌতার্থী শ্রীমদ্ভক্তির যে সমাধি-স্থান অবস্থিত, তাহা মন্দিরাকারে বস্ত্র ও পুষ্প-মণ্ডিত করিয়া সজ্জিত এবং তথায় শ্রীতুলসীকানন-মধ্যে ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আলেখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া ঐ স্থানে সঙ্কীর্তন-মণ্ডলীর সহিত আগমন করেন এবং বৈষ্ণব-পূজার আদর্শ শিক্ষা-দান-কল্পে স্বয়ং ঐ স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। সংকীর্তনকারী মহাসঙ্ঘ কীর্তন করিতে করিতে সমাধি-স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরের সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সভা আরম্ভ হয়। সভা স্থানীয় সমস্ত ও বিভিন্নস্থানী এবং বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা শোভিত হইয়া একটি বিরাট্ সংসদে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অতীব সুন্দর পুষ্প-ভূষণে সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীসারস্বতনাট্যমন্দির মহাসঙ্কীর্তনের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের প্রচেষ্টায় নানাপ্রকার নয়নাভিরাম

বাহ্য মণ্ডিত হইয়াছিল। নাটামন্দিরস্থিত আচার্য্য ও গুরুবর্গের আলেখ্য সমূহ পুষ্প-মালিকায় বিভূষিত করা হইয়াছিল এবং সেই গুরুবর্গের আলেখ্যের নিম্নে উচ্চ বেদীতে ভক্তরত্ন শ্রীল জগবন্ধুর সুবৃহৎ আলেখ্যটি চন্দন-দিক উৎকৃষ্ট পুষ্প মালিকায় মণ্ডিত করা হইয়াছিল। বক্তৃতা-মঞ্চে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও বর্ত্তমান স্মৃতি-সভার সভাপতির সুরম্য আসন স্থাপিত হইয়াছিল। পুরোভাগে সভ্য ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য কার্পেটের শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত ছিল। সুবিস্তৃত নাট্য-মন্দিরে বিরাট্ জন-মণ্ডলী সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সমবেত হইয়া-ছিলেন। কলার গভর্ণমেণ্টের মহা মনোযোগ্য ভার বিজয়-প্রসাদ সিংহ চাঁদ কেটি মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে অভ্যর্থনা করেন এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতি মহাশয়কে পুষ্প-মালিকায় ভূষিত করেন। শ্রীল ভাষ্য-সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমালিকায়িত করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রথমে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইয়া শুনান করেন। তৎপরে শ্রীচক্রিয়ন-বিরহ-সংখ্যা-"গৌড়ীয়" (১২শ খণ্ড ১৫শ সংখ্যা) হইতে শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি, এ মহাশয় শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী-লিখিত 'শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলী' কবিতাটি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল জগবন্ধুর তৃতীয়বার্ষিকী স্মৃতি-প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার পরে পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়-লিখিত "ভক্তি-রঞ্জন-প্রশস্তিঃ" পাঠ করিয়াছিলেন। পরে গ্রন্থবিভাগাধ্যক্ষ শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী উপদেশক মহাশয় শ্রীজগবন্ধু-রচিত একটি কবিতা এবং "দান নহে—স্বার্থ"-শীর্ষক তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি-এ ইচ, ডি মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিলে তিনি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর নিয়োগীর বক্তৃতা

মাননীয় সভাপতি, মহিলাবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,

আমরা যে উদ্দেশ্যে আজ এখানে সমবেত হ'য়েছি, তা' আপনারা সকলেই অবগত আছেন। যে প্রবন্ধটি পাঠ করা হ'ল, তা'তে পরলোকগত মহাত্মার অনেক কথাই সুন্দর-ভাবে বলা হ'য়েছে এবং তিনি কিরূপ আদর্শে প্রণোদিত হ'য়ে ভগবানের সেবার জন্য—তাঁর নাম প্রচারের জন্য নিজের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছিলেন, তা'ও বিশদভাবে ব্যাখ্যান' হ'য়েছে।

তাঁর জীবনচরিত শুনে দু'টি কথা আমার প্রাণে খুব বেজেছে। একটি হ'ল—তিনি অতি সামান্য অবস্থা হ'তে ব্যবসায় আরম্ভ ক'রে তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা-বলে লক্ষপতি, চরম ত' ক্রোরপতি হ'য়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কথাটি হ'ল—তাঁর জীবনে সদ্‌গুরু লাভ হ'য়েছিল। যে সদ্‌গুরু লাভ করাতে তাঁর আত্মার এমন একটা আনন্দ ও ধর্ম্ম-সেবা লাভ করবার প্রেরণা এসেছিল, যা'তে ক'রে তাঁর জীবন ঠিক বিদ্যুৎস্পর্শের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল।

আমরা এখানে প্রবন্ধে 'যান্ত্রিকসভ্যতা' ব'লে একটা কথা অনেকবার শুনলাম। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক-সূত্রে—এ'সম্বন্ধে (এইটুকু) ব'লতে পারি যে, যেমন সকল জিনিষেরই খারাপ ও ভাল—দু'টো দিক্ আছে, তেমন যান্ত্রিকসভ্যতা ও সেই গতিরই অন্তর্গত। যন্ত্র এ জগতের অনেক সাফল্য-বিধান ও ইষ্ট-সাধন ক'রেছে, আবার ইহার দ্বারা জগতের যে অনেক অবনতি না হ'চ্ছে, তা'ও নয়; তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে ব'লতে পারি, যে যান্ত্রিক যুগ অকল্যাণ আনয়ন ক'রেছিল, জগবন্ধুর মত লোক যদি সে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তা'র সমস্ত অনুবিধাই দূর হ'তে পারে। জগবন্ধুর এখানেই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি যান্ত্রিক সভ্যতাকে প্রেমময়ের নাম-প্রচারের সহায়ক ক'রতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁর গুরু-কৃপার প্রভাব।

তিনি লক্ষপতি—ক্রোরপতি হ'তে পেরেছিলেন, এটা কেবল তাঁর নিজের সৌভাগ্য; কিন্তু তিনি যে অর্থের দ্বারা

যে মহৎকাজে নিয়োজিত ক'রেছিলেন, সেটা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সৌভাগ্য নয়—বিশ্বের সৌভাগ্য।

আমরা শুনি, সদ্‌গুরু লাভ না হ'লে জীবনে কোন দিনই প্রকৃত ধর্মের আন্তরিক প্রেরণা আস্‌তে পারে না। ইহা আমরা ফ্রয়েডিয়ান্‌দের দেখ্‌তে পাই। মানবজীবনের সব চেয়ে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা হ'চ্ছে—সদ্‌গুরু-লাভের চেষ্টা। মহাপুরুষ-মাত্রেরই জীবন সদ্‌গুরু-কৃপায় উদ্ভাসিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

স্কুল-কলেজে আমরা গুরুর সন্ধান পাই, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে। এই মহাপুরুষের জীবন পাঠে দেখি, তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, বিষয়ে অভিনিবিষ্ট ছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই জাগতিক আসক্তি এক মুহূর্তে ব'দ্‌লে গেল—আমূল পরিবর্ত্তিত হ'ল। তিনি তখন তাঁর সেই বিষয়াসক্তি ও অর্থচেষ্টার স্থানে তাঁর প্রাণদেবতাকে অভিষিক্ত ক'রলেন। সেই অর্থোপার্জ্জনই সার্থক, সেই বিষয়াসক্তিই সার্থক, যদি তা' ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত হয়। জগবন্ধুর জীবন পূর্ণ-মাত্রায় ইহার সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই আজ আমরা যেখানে বর্ত্তমান হ'য়ে—সকলে সমবেত হ'য়ে তাঁর স্মৃতি-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎসেবায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব উপলব্ধি ক'রছি, সেই গৌড়ীয়মঠ এই কলিকাতার ন্যায় সহরে ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই গত তিন বৎসরের মধ্যে এই গৌড়ীয়মঠ তাঁর যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন, তা' শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতে—কেবল ভারতবর্ষ নয়, এই মঠের প্রতিষ্ঠা, জ্যোতিঃ এবং বার্ত্তা আজ বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হ'চ্ছে। যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখেছেন, ইংলণ্ডে কে ভারতের অন্যান্য স্থানে এই মঠের প্রকৃত ভ্রাতৃত্বনীন প্রেমধর্ম্ম কিরূপ সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হ'চ্ছে। যখন যীশুখৃষ্টের মুষ্টিমেয় অনুগামী কয়েকজন লোক খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার ক'রবার জন্য বহির্গত হ'লেন, তখন কে জান্‌তো পৃথিবী ভরা এত লোক তাঁর ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'বে। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন বা দু'জন সন্ন্যাসী ইউরোপে গুরুদেবের বাণী নিয়ে প্রচারের অভিযান ক'রেছেন, কে জানে এই প্রচেষ্টা শত শত—সহস্রগুণ হ'য়ে ধর্ম্মের সুসংবার্ত্তা প্রচার ক'রতে সমর্থ না হ'বে।

আমি গৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী তিন বৎসর যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রছি। যদিও আমি তাঁদের পরিচয় বিশেষভাবে পাইনি, তথাপি আমি তাঁদের বিষয় যে-রূপভাবে অনুধাবন ও অনুসন্ধান ক'রেছি, তাঁদের আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ক'রেছি, তা'তে আমি দৃঢ়তার সহিত ব'লতে পারি যে, এই জড়ধর্ম্মের যুগে গৌড়ীয়মঠ চৈতন্য-ধর্ম্মের যে জয়পতাকা উড্ডীন ক'রেছেন, তা'তে তাঁরা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মহোপকার ক'রেছেন।

আমি ২৪ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা ক'রছি, কিন্তু আমরা যা' লিখি বা শিক্ষা দেই, তা'তে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞানের কেবল জড়রূপ ও জড়ভাবমাত্র আয়ত্ত হয়। ছাত্রজীবনে আমরা নিজেরা ও কোন ধর্ম্মের সন্ধান পাই না এবং ছাত্রগণকেও প্রকৃত ধর্ম্মের কোন সন্ধান দিতে পারি না। তাই গৌড়ীয়মঠের নিকট আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ যে, তাঁদের ধর্ম্মাচরণ যেন কেবল তাঁদের নিজেদের জন্যই আবদ্ধ না থেকে জাগতিক লোকের মধ্যে—ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রচারিত হয়। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে তাঁদের প্রচার-প্রণালী এই ভাব-ধারাই অবলম্বন ক'রেছে। তাঁরা মহাপ্রভুরই আদর্শে সকল জাগতিক লোকের নিকট প্রেম-ধর্ম্মের কথা বিলিয়ে দিচ্ছেন।

এবার পূজোর ছুটিতে বেওয়ারে ছিলাম। সেখানে আমি কোন ধর্ম্মসভার তাঁদের আলোচনা শুন্‌তে যেতাম। কিন্তু আমার মত বিজ্ঞানের ছাত্র কেন ধর্ম্মসভায় আসেন, এজন্য আমাকে অনেক জবাবদিহি দিতে হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে অবস্থা কিন্তু এরূপ দাঁড়িয়েছে! ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা আমাদের হাত দিয়ে চ'লে যায়, কিন্তু তাঁরা এত পরিণত বয়সেও ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে পায় না। কেন না, আমরা সেই চেতন-রাজ্যের কথা যখন নিজেরাই কিছু শুনি নাই, তখন তাঁদিগকে আর কি ব'লতে পারি। ব'লতে গেলেও হয় ত' ভুলই ব'লে ফেলি বা ব'লতে পারি। তাই গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ—যাঁরা সর্ব্বক্ষণ চেতনের অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত আছেন, এরাজ্যের শিক্ষক ও ছাত্র হ'য়েছেন, তাঁরা যদি ছাত্রদিগকে এ সকল কথা না শুনান, তবে ভবিষ্যতে এরা যে সমাজ গঠন ক'রবে, জাতি গঠন ক'রবে, তা' কেবল জড়তা-সর্ব্বস্বই হ'য়ে দাঁড়াবে। মহাপুরুষ জগবন্ধুর নির্দ্দিষ্ট মঠে যদি বৎসর বৎসর বিশে ধর্ম্মকথা-প্রচারের প্রচেষ্টাই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তবেই জগবন্ধু-স্মৃতিসভার সার্থকতা লাভ হবে।

অধ্যাপক ভট্টর বিরোধীর বক্তৃতার পর সভাপতি মাননীয় স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কে, টি মহোদয় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন—

"সভাপতির অভিভাষণ"

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি ও ভক্তবৃন্দ—

আজকের এই বিরহ-স্মৃতি-সভায় আপনারা যে আমাকে পৌরোহিত্য করার সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যে এ সম্মানের একান্ত অযোগ্য, তা আমি যতটা জানি, বোধ হয় ততটা আর কেহ জানেন না। তবুও যখন আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ এল, তখন তা বাধা দেওয়াই নিদান। আপনাদের মঠাধীশের নামটা শুনেই স্বতঃই আমার অন্তর সেই পুণ্যশ্লোক পরম-ভক্ত ধনীটীর পরলোকগত ভগবদ্ভক্তি—যাঁর পুণ্যস্মৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—তাঁর উদ্দেশে ভক্তি ও সম্ভ্রমে নত হ'ল। তাই আজকার এই স্মৃতি-বাসরে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে আপনাদের সঙ্গে সমবেত-ভাবে অর্ঘ্য অঞ্জলি দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের এই বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পরিবারে অবতীর্ণ হন। জীবন-প্রভাতেই তিনি সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার জীবন-সংগ্রামে তাঁকে বীরের মত যুদ্ধ ক'রে দাঁড়াতে হ'য়েছিল। উত্তর কালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর ললাটে অযাচিত ভাবে পরিয়েছিলেন। কিন্তু যে ভক্তি-প্রভাব এই মহাপুরুষের অন্তরকে চিরদিন সিঞ্চিত ক'রেছিল, সে উৎসের প্রসাদাৎ তাঁর ললাটে অযাচিত অপেক্ষাও অযাচিত ভক্তি-তিলক অঙ্কিত করে গেছে। লক্ষ্মীর অযাচিত দাক্ষিণ্য অনেকের ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু ভক্তির অযাচিত দাক্ষিণ্য পাবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? তাই আজ তিনি আমাদের সকলের নমস্য—নরজগতে জন্মগ্রহণ ক'রেও আজ তিনি অমর।

আপনারা জানেন, শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জীবন-কালে আমাদের দেশে কিরূপ প্রেমের বন্যা ব'য়েছিল—নরনারী নাম-সংকীর্ত্তনে মেতে উঠেছিল। ভগবান্ প্রেমময়, তাঁর নাম-কীর্ত্তনে জীবের আনুষঙ্গিক ভাবেই সকল দুঃখ, সকল কষ্ট দূর হয়—আর ভগবানে প্রেম হয়, এই ছিল তাঁর বাণী। আমাদের দেশের অন্তরে এ বাণী যে কতটা প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে নানা কারণে শ্রীচৈতন্যের এই বাণীর প্রভাব আমাদের দৈনন্দিনে ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে পড়ে। অনেক-কাল ধ'রে এই নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্ম দেশের মধ্যে নানা কারণে কোন প্রাণের স্পন্দন আনে নাই। কিন্তু আজকাল আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই প্রেমের ধর্ম্ম আবার জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ ক'রছে—মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী আবার আমাদের দেশবাসীর অন্তরে সাড়া দিচ্ছে। তাই আজ সমগ্র দেশে একটা নূতন আশা জেগেছে।

সকলদেশে ও সর্ব্বকালে সাধারণ মানুষের মধ্যেই ধার্ম্মিক লোকের আবির্ভাব হ'য়েছে। ধন, মান ও যশের গৌরব তাঁদের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে নি। তাঁদের লক্ষ্য ধ্রুবতারার মত স্থির রেখে তাঁরা সংসারপথে অগ্রসর হ'য়েছেন—কোন প্রলোভনেই তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। তাঁদের জীবনের আদর্শ সমগ্রজাতিকে সত্যের ও কল্যাণের পথে চালিত ক'রেছে। আজ আমরা যাঁর স্মৃতি তর্পণ ক'রতে সমবেত হ'য়েছি, তিনিও এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। ভগবানের নাম গান তাঁর অন্তরে যে কি প্রেরণা এনেছিল, তা আপনারা জানেন। তিনি সেই পরম পুরুষের প্রেমে বিভোর ছিলেন, তাই তাঁর কর্ম্ম-বহুল জীবনের সঞ্চিত বিত্ত সমস্তই সেই প্রেমময় ঠাকুরের চরণে অর্পণ ক'রে গেছেন। গৌড়ীয় মঠের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আজ তাঁর ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

বৈষ্ণবগত ভগবদ্ভক্ত সংসারী হ'য়েও নিরাসক্ত হরিসেবাপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। সর্ব্বস্ব তিনি তাঁর প্রেমময়ের পায়ে উৎসর্গ ক'রেছিলেন—নিজের ব'লতে তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি ব'লতেন সবই তাঁর সেবকার, তিনি শুধু রক্ষক মাত্র।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি
যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়
তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

—গীতার এই ভগবদ্বাক্য তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছিল।

তাঁর ভক্তি ছিল অহৈতুকী। 'ধনং দেহি, যশো দেহি' ভক্তি তাঁর মোটেই ছিল না—বরিঞ্চ, যশ এবং ধনঃ দুইই

তাঁর জীবনে ফুটে উঠেছিল। জীবনের শেষ দিনে তিনি এই ভক্তিরসে ডুবে ছিলেন। সাধনায় তাঁর বলতেন—

"ন হি জানাং প্রিয়তরো মদ্ভক্তি রুবি কশ্চন"

তিনিও ব'লতেন—"ন হি কৃষ্ণাৎ প্রিয়তরো মদ্ভক্তি রুবি কশ্চন" এবং তাঁর এই কথা তাঁর জীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

শাস্ত্রগুলিতে আছে, নাম-সংকীর্তনে চিত্ত-দর্পণ মার্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলুষ দূর হয়, ভিন্ন-বাসনা নির্মূলিত হয়—চন্দ্রের জোছনায় যেমন ফুল ফুটে উঠে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে তেমনি আত্মার সকল প্রফুল্লিত হয়। সচ্চিদানন্দের রস আস্বাদন করার একমাত্র উপায়—এই নাম-সংকীর্তন, যা ভক্তকে সেবাময় করে। শ্রীভক্তবন্ধু তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নাম-রসেই ডুবে ছিলেন মৃত্যুবিভীষিকা তাঁকে এই আনন্দরস থেকে এক মুহূর্তও বঞ্চিত ক'রতে পারে নি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়: সদা হরিঃ॥"

—শ্রীগৌরাঙ্গের এই উপদেশের সার্থকতা তাঁর (শ্রীভক্তবন্ধুর) জীবনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল।

আজ আমরা সেই পুণ্যাত্মা মানবীরকে আমাদের অন্তরের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি—যিনি তাঁর উপার্জনের সমস্ত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানে দান ক'রে গেছেন—যে প্রতিষ্ঠান দুঃখ-ক্লিষ্ট মানবের অন্তরে ভক্তিরসধারা উৎসারিত ক'রে জগতে শান্তিবারি সিঞ্চন ক'রছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালী জাতির একান্ত নিজস্ব জিনিষ। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রছেন, তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। বর্ত-সভ্যতা ও অনুকরণ সমগ্রজগতে যে মানসিক অবসাদ সৃষ্টি ক'রছে, তা থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জীবনকে ধর্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপন করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। গৌড়ীয় মঠ সেই মহৎকার্যে ব্রতী হ'য়েছেন। তাঁরা ঘরে ঘরে এই ভাবধারা প্রচারের ভার নিয়েছেন। আশা করি শ্রীভক্তবন্ধুর এই বিরাট দান সমগ্র দেশে গৌড়ীয় মঠের আদর্শ-প্রচারে বিশেষ সহায়তা ক'রবে এবং তাঁর দেশবাসী ভক্তের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি পূজা ক'রে ধন্য হবে।

সভাপতির অভিভাষণান্তে শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে উক্ত সভার অন্যতম সম্পাদক এবং গৌড়ীয়সম্রাটপতি সংক্ষেপে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা-মুখে সভাপতি এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

তৎপরে প্রার্থিসঙ্গীতান্তে শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী 'শুদ্ধভক্ত-চরণরেণু' সঙ্গীতটি কীর্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্যাত্মিক প্রভুর উদ্যোগে এবং শ্রীভক্তবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সদ্ধর্মশিক্ষণের সেবাপূজার একটি বিরাট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভক্তি-কথা-প্রচারে তাঁহাদের সেবা-প্রাণতা আদর্শ-পরিস্ফুটিরই নিদর্শন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভক্তিবাচস্পতি বি-এ, শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল বি-এল, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্তনানন্দজী এবং গৌড়ীয়মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৎপরদিবস ৫ই ফাল্গুন (১৩৪০) সোমবার অপরাহ্ণে দীন-দুঃখী কাঙ্গালগণকে প্রচুর বিদায়ে নানা-প্রকার বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের বিরহ-উৎসব জগতের সকলকেই ভগবৎসুকৃতির পথে কিরূপ ভাবে আকর্ষণ করে, ইহা তাহারও একটি নিদর্শন।

অত্র সেবপ্রসঙ্গে সর্বাধিকারী কেটি, সি-আই-ই, এস-এস-ডি প্রভৃতি; এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম্-এ, এম্-এল-সি; ব্যার শ্রীযুক্ত পি, এন্ ঘোষ এম-এস-সি ব্যারহাট; বাহাদুর মহারাজাধিরাজের কাউন্সিলিয়াল এজেন্ট, ব্যাঙ্কার স্মিথ ষ্টেন্সানীয়ার ষ্টিমেট্রের মিঃ কে, এন্ বসু; প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পি নিয়োগী পিএইচ-ডি, ডি-এস্সি; প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুল্স্ সামস্-উল-উলামা কাজীমুদ্দিন আহমদ; বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল স্যাসিষ্ট্যাণ্ট নবাব জাদা ওয়াসিউল্ ইস্লাম; আলিপুরের এস-ডি-ও শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেন; ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস্ এন ভট্টাচার্য্য; এটর্ণি শ্রীযুক্ত নলিন প্রকাশ গাঙ্গুলী; ব্যার-এট-ল শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র গুহ; সলিসিটর শ্রীযুক্ত এস্ কে মুখার্জি; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ এন বসু; এটর্ণি শ্রীযুক্ত এইচ্ সি দে; শ্রীযুক্ত কে সি দত্ত এস্-আই-এ-এস্; এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতেশ চন্দ্র মিত্র; ডাঃ

চারুচন্দ্র সাহা এম্ বি; ডাঃ মাখন লাল রে এম্ বি; এটর্ণি শ্রীযুক্ত এন এন মিত্র, ডাক্তার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল; ব্যারিষ্টার কলিকার শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোকুলমোহন দাস চৌধুরী প্রভৃতি শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সভিনগরে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত সভার সম্পাদক ও প্রচারকগণ-সহ গত ১৭ই নবেম্বর প্রাতে পাটনা হইতে রওনা হইয়া শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে সন্ধ্যার পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন এবং কতকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা মঠবাসিগণকে উৎসাহিত করিয়া পর দিবস ২০শে নবেম্বর, শুক্রবার) প্রত্যূষে কৃষ্ণনগর-লোকনাথ শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ (ইনি গত ২০শে নবেম্বর প্রাতে পাটনা হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন) ও শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু গিয়াছেন। শ্রীমজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ পূর্ব্বদিবস রাত্রের ট্রেণেই কৃষ্ণনগর রওনা হইয়াছেন। অদ্য শ্রীপাদ কুঞ্জবা, ভক্তিবিবেক প্রভু প্রভৃতি অনেকেই শ্রীধাম রওনা হইলেন।

পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্যামমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহোদয়গণ পাটনার পারমার্থিক প্রদর্শনীটি সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য অহোরাত্র অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের একনিষ্ঠা সেবার ফলে প্রদর্শনীটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি বিধান করিয়াছে। তাঁহাদের আন্তরিক সেবা-চেষ্টা সকলেরই অনুসরণীয়া।

ঢাকার প্রদর্শনী অপেক্ষাও পাটনার পারমার্থিক প্রদর্শনী আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন-প্রমুখ সেবকগণের কৃতিত্বে অধিকতর সৌন্দর্য্যকলায় ও পরিকল্পনা-গৌরবে বিমণ্ডিত হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় সকলেই একবাক্যে পরমার্থ-শিক্ষার এই অভিনব প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। দর্শকমণ্ডলীর বোধ-সৌকর্য্যার্থ ইতঃপূর্ব্বেই ইংরাজী ভাষায় পাটনা-সংবাদিকা-প্রদর্শনীর guide পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গ-ভাষায়ও দৈনিক নবীনা-প্রকাশ পত্রে উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ

ঢাকা জেলার বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে নবীন পরম-গুরুদেব শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব যথাবিধি কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীমনাদিরুদ্ধ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল বাবাজী মহারাজের অভিনব্য চরিত্রের বিষয় আলোচনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৯ই কার্ত্তিক (১৩৫০) বৃহস্পতিবার চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও ঊর্জ্জব্রত-সমাপ্তি-দিবস বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীপাদ নিত্যানন্দাচার্য্য প্রভু ও শ্রীসুখরানন্দ ঠাকুরের তিরো-ভাব উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বালিয়াটি-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী নাম্নী জনৈকা মহিলা মহোৎসবের আর্থিক ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়া ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী অনাদি-রুদ্ধ বক্তৃতামুখে উৎসবের বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

গত ১২ই কার্ত্তিক রবিবার কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ স্রৌতীমহারাজ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের আদর্শ-বৈরাগ্য, আচার-মুখে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচার এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা-কীর্ত্তন-মুখে বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার শ্রীরাসপূর্ণিমা উপলক্ষে-কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের মূর্ত্তার-সেবা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

অতঃপর তত্রস্থিত আমন্ত্রণে ধারা রাসোৎসব-ব্যাপারের ওপর বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রোতী মহারাজ তিন দিবস ধরিয়া বহু শ্রোতৃসমক্ষে ভাগবতীলার চিন্তাকর্ষক, তত্ত্ব-কীর্তনকারীর যোগ্যতা, প্রাকৃতসহজিয়া ধর্মের অনধিকারচর্চা-মূলে তত্ত্ব-কীর্তন-প্রচেষ্টার অসারত্ব পরিস্ফুট প্রভৃতি বিষয় কীর্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ দুর্গেশানন্দজীর মুখরিত কীর্তনে সমবেত সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

দিল্লি-গৌড়ীয়মঠ

নিউদিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও কিংসওয়ে শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতাদি-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ দুর্গেশানন্দ ভক্তি-বিবেক মহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের অভিমর্ত্য লীলাদি বর্ণন করেন। অন্যান্য মঠসেবকগণ সমস্ত দিন কীর্তনাদি করিয়াছেন। দিল্লীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠে ও সহরের নানা-স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার মঠে পাঠ ও কীর্তন হইতেছে। সিন্ধ, করাচি, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও বিশিষ্ট জনগণ তাঁহাদের দেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সেবকগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। বাদার, আন্ধেরি প্রভৃতি নগরোপকণ্ঠস্থানে আহূত হইয়া স্বামীজী তথায় শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন। তত্ত্বশ্রবণে প্রীত হইয়া তত্রত্যবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

ত্রিপুরায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর পুরাণবাজারে গমন পূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের আমন্ত্রণক্রমে গত ২৮শে আশ্বিন ইং ১৪ই অক্টোবর তারিখে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে স্বামীজী রেলওয়ার্সের ফেক্টরী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে দুই দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন এবং পুরাণবাজার-হরিসভায় একদিন ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় ভক্তসেবকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সোদার মার্চ্চেন্ট, শ্রীযুক্ত সুহৃদার পাল, শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার রায় ফেক্টরী, শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সোদার মার্চ্চেন্ট, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সাহা, শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে, শ্রীযুক্ত যতেন্দ্র চন্দ্র ধর, শ্রীযুক্ত নরিপদ সাহা (বস্ত্রব্যবসায়ী) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বরিশালে প্রচার

স্বামীজী চাঁদপুর হইতে নৌকাযোগে বরিশাল জেলার পিঙ্গলাকাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল মহাশয়ের ভবনে গমন করেন, তথায় দুই দিবস অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয়টি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। (পরদিবস ৮ই কার্ত্তিক) পিঙ্গলাকাটি হইতে রওনা হইয়া স্বামীজী আড়কান্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইচরণ পাল সাব্‌ডেপুটি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন এবং ঐ দিবস তদীয় ভবনে আহূত একটি সভায় 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত সভার সভাপ্রারম্ভে ডেপুটি মহোদয় স্বামীজী মহারাজের পরিচয়-প্রদানমুখে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠই যে বর্ত্তমানে সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধপতাকা সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন করিতেছেন, ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

গত ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া (গোপরদী) নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় ঐ দিবস শ্রীরামচরণ নন্দী মহাশয়ের বাটীতে "মনুষ্য জীবনে নিত্যজ্ঞানলাভের উপায় কি?" এই সম্বন্ধে একটি এবং ১৬ই কার্ত্তিক বরা নবেম্বর গোপরদী গ্রামনিবাসী বাবু নরিপদ বসাকমহাশয়ের বাটীতে জীবের স্বরূপধর্ম্মের পরিচয়" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং একবাক্যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

চাঁদপুর হইতে প্রেরিত গত ১২ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ বরিশালের অন্তর্গত শিলো-কাঠী, রামসিদ্ধি, চাঁদসী, গৌরাইর হাট প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতি-বার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর-পুরাতন বাজারে উপস্থিত হন। তথায় দিবসত্রয় হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্বামীজী গত ১২ই নবেম্বর তথা হইতে যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। এই স্থানে কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন মহাশয়ের বাসায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বামীজী নানাস্থানে পাঠ ও বক্তৃতা করিতেছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মধুপুর রাজবাড়ীতে বিচার সভা

উড়িষ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত মধুপুরের রাজা শ্রীযুক্ত বীরবর নারায়ণচন্দ্র বীর নরেন্দ্র বাহাদুর মহোদয় কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিপাত্রী মহোদয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারককে মধুপুরে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে গত ১৬ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি ভক্তিপাত্রী ও শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ভুবনায় গমন করেন। পরদিন ১৭ই কার্ত্তিক বুধবার কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকুল, কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভূনিধারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাস মহাশয়, শ্রীগদাধর-দাসাধিকারী প্রভৃতি বেলা দুইটার সময় মধুপুরগড়-ষ্টেশনে গমন করেন। রাজাসাহেব তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই কার্ত্তিক ২রা নবেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রাজা সাহেবের ইচ্ছাক্রমে মধুপুর-রাজবাড়ীতে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহোদয়ের প্রস্তাবে অডিটার শ্রীযুক্ত শীতাম্বর বসু বি-এ মহাশয়ের সম্মতিক্রমে রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত বীরবর নারায়ণ চন্দ্র বীর নরেন্দ্র বাহাদুর মহোদয়ই সভা-পতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগদাধর দাসাধিকারীজী শ্রীগুরুতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ৪টা ৪৫মিঃ হইতে ৬টা ১৫মিঃ পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপ-রাধের তারতম্য, 'তৃণাদপি' শ্লোকের শ্রৌত মর্ম্ম, শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারীর সাতটী সিদ্ধির কথা-বর্ণনমুখে "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর ও সমাগত কতিপয় ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে স্বামীজী "জয় নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"—এই ছড়াটিতে যে-সকল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, রসাভাস ও ব্যাকরণগত দোষ আছে এবং উহা যে শ্রৌতপারম্পর্য্যে আগত বা সাধুশাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্থাপন পূর্ব্বক যাহারা উক্তপদ্যরূপক মহামন্ত্রই যে কলিযুগধর্ম্ম, মন্ত্র হইতে যে মহামন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাহা যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

কটক-বাদবিহারীমঠের চরণদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সভামধ্যে কতকগুলি মনঃকল্পিত কথা বলিয়া "উক্ত ছড়াটিই কীর্ত্তনীয়, মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে,—অপা" ইহা প্রমাণ করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সান্যাল মহোদয় ও শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণবাক্য সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া "মহামন্ত্রই যে একমাত্র যুগধর্ম্ম, ব্যক্তি-বিশেষের মনঃ-কল্পিত ছড়াগান যে তাহা নহে এবং সেই মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়"—ইহা সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রবণের পর হইতে যাহারা ভ্রমাত্মিকা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন নাই, তাঁহারা তদবধি উচ্চ-কীর্ত্তন করিতেছেন।

অতঃপর মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় বক্তৃতামুখে স্বরচিত "তৃণাদপি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া" শ্লোক-বিচার-মুখে শ্রেয়োজিজ্ঞাসুর যোগ্যতা এবং শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৮টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে শ্রীসামন্ত ব্রজসুন্দর ধীর, সামন্ত বরজনারায়ণ ধীর, সামন্ত কালাচাঁদ ধীর, সামন্ত চিন্তামণি ধীর, শ্রীবরাণিধি ধীর, শ্রীগোপালচন্দ্র ধীর, মহান্ত জয়রাম দাস, অধিকারী রামচন্দ্র দাস (বড়চনা গ্রাম), মহান্ত রাধানাথ পুরী (ভুবন গ্রাম), মহান্ত বৃন্দাবন দাস (ঠেঙ্গড়-গ্রাম), মহান্ত সর্ব্বেশ্বর দাস (অনুরেশ্বর), অধিকারী শ্রীচরণ-দাস (রাজপুর), বাবাজী গৌরহরি দাস (বাবাপুর) প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বারভাজায় প্রচার

বারভাজা হইতে গত ৯ই নভেম্বরের তারের সংবাদে প্রকাশ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বারভাঙ্গা টাউনহলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ১৭শ সংখ্যা

আবেদন

আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা, প্রভুপাদের অভিন্নহৃদয় ব্যক্তিত্বে অনুরাগী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মহত্ত্ব-অনুভবকারী সজ্জন মহোদয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল পুরুষ ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের ষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে জগতের ভাগ্যে আগমন করিতেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু সজ্জনব্যক্তির অনুরোধ এই যে, প্রভুপাদের এই ষষ্টিতম ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিটি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অবসরে শ্রীল প্রভুপাদের একটি জীবমঙ্গল জীবন-চরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমরা সজ্জনগণের আগ্রহ দেখিয়া প্রভুপাদের জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি এবং এতদ্ব্যতীত প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল চরিত্র, শিক্ষা ও নানাদিক্ হইতে তাঁহার আলোচনা একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী-দ্বারা সাধারণের বোধগম্য করিবার আশা পোষণ করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা, তাহা বয়নার্থ আমাদের অকপট ঐকান্তিকতা এবং সজ্জনগণের সেবানুরাগের উপরই ইহার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

সময় খুবই অল্প, অপরদিকে কার্য্য বিপুল। বর্ত্তমানে প্রভুপাদের জীবনী বিশদভাবে প্রকাশ করিবার সময় নাই। অন্ততঃ চল্লিশ বয়ান সাইজে ৪০০ পাতার মধ্যে সংক্ষেপে গ্রন্থখানি শেষ করা হইবে,—এইরূপ পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহাতে অসংখ্য চিত্র, বহুচিত্র, হস্তাক্ষর প্রভৃতি সংযোজিত

হইবে। মিউজিয়ামের মধ্যেও বহু চিত্র ও প্রচার-সম্পর্কিত অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত থাকিবে।

প্রভুপাদের জীবনী একদিকে যেমন তাঁহার অভিন্ন ব্যক্তিত্বের ইতিহাস প্রদান করিবে, অন্যদিকে সেই ব্যক্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত ও বিকুণ্ঠপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজীমহারাজ-প্রমুখ পূর্ব্বগুরুবর্গের এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ প্রভৃতি সাম্প্রত আচার্য্য-কুল ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ধর্ম্মের ইতিহাস ও শিক্ষার বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। গত প্রায় একশত বৎসরের বিশ্বের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ইতিহাস ও নানাপ্রকার মূল্যবান্ তথ্যও ঐ জীবন-চরিত্রের আনুষঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয় হইবে। বলিতে কি, ইহা বহুশত বৎসরের একটি খাঁটি ইতিহাস ও তথ্যপূর্ণ অভিনব, অভিনব, মৌলিক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

এরূপ গুরু ও বিপুল ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে সর্ব্বতোমুখী সেবার প্রয়োজন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাবতীয় উপকরণ এই সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ সময় সময় এরূপ অবসর প্রদান করেন।

এই কার্য্যের জন্য একটি পৃথক্ তহবিল উন্মুক্ত হইয়াছে। আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই উক্ত তহবিলে আনুকূল্য প্রেরণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীআচার্য্য-সেবা-ব্যতীত কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ হয় না এবং কোন জীবের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। আচার্য্য-পাদপদ্মই সর্ব্বসেব্যতম। আচার্য্য-সেবাবিমুখ ব্যক্তি কোন দিনই ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। তাই আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা ও আচার্য্য-মহিমার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃষ্ণবিস্মৃতের কারাগার এই জগতের স্বভাবজ চিরন্তন অভাব-অসুবিধার মধ্যেও এই অভিনব সুযোগ বরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হন। আমরা সতীর্থ ও সত্যানুরাগী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের নিকটই এই বিপুল কার্য্যের জন্য আনুকূল্য যাচ্ঞা করিতেছি। কারণ যেরূপ বিপুল আনুকূল্য তদনুপাতে যথাযথ প্রেরিত না হইলে এরূপ বিরাট্ কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইবে না। কাজেই কার্য্যের বিপুলত্ব, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা—সমস্ত দিক্ হইতে বিচার করিয়া আমরা প্রত্যেক সতীর্থ ও সত্যানুরাগী ব্যক্তির নিকট এই আবেদন উপস্থিত করিতেছি। শ্রীব্যাসপূজার কোন কোন বিশিষ্ট সেবার জন্য এক একটি বিশিষ্ট আনুকূল্যের ভার বহন করিতে সেবার সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে।

সতীর্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদের কোন উপদেশপূর্ণ পত্র বা কোন প্রকার বিশেষ নিদর্শনাদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত ও মিউজিয়ামের উপকরণের জন্য তাহা অতি শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। কেহ যদি চিত্রকলায় কিম্বা নানা আকারে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বা উপদেশাবলী সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাও শ্রীব্যাসপূজার মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হইবে এবং সেবাকারীর সেবা স্বীকার করা হইবে। ভগবৎসেবাপরায়ণা মহিলাবৃন্দ কারুকার্য্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বজনীন-প্রচারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলী সজ্জিত ও অঙ্কিত করিয়া মিউজিয়ামে পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। কেবল বঙ্গদেশে যে এই পূজার উপচার আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে; আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি, ভারতের বাহিরের স্থান-সমূহ হইতে সতীর্থ ভ্রাতা ও সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এই পূজার বিভিন্ন উপাদান ও মিউজিয়ামে প্রদর্শনীর বিবিধ দ্রব্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

যাবতীয় আনুকূল্য আমারই নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলে প্রেরণ করিবেন। ২৯।১১।৩৩ ইং

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগ্‌বাজার, কলিকাতা

নিবেদন দ্রষ্টব্য—অর্থ ও দ্রব্যাদি কৃপা পূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরণ করিবেন। মিউজিয়ামের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া কিছু পরে পাঠাইলেও হইবে। অর্থানুকূল্য বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসের ২৪শে তারিখের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবশ্য পৌঁছান' দরকার।

সানুবাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

ভক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রীরূপপাদবিরচিত **"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"** এবং শ্রীজীবপাদ-বিরচিত **"ভক্তিসন্দর্ভ"** গ্রন্থদ্বয় আলোচনার বিশেষ আবশ্যক। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বেই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' মূল প্রকাশিত হইয়াছেন। সম্প্রতি **"ভক্তিসন্দর্ভ"** গ্রন্থখানি সমগ্র সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তিজগতের এই মহামূল্য নিধি সংগ্রহের জন্য সজ্জনগণ সত্বর হউন।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ

সাত্বতধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে তফাৎ এই যে, মনোধর্ম্ম ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানবের সৃষ্টি। যেমন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হেগেলের শিষ্য কায়ারব্যাকের মতে 'পরমেশ্বর মানবকে সৃষ্টি করেন নাই, মানবই পরমেশ্বর ও ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়াছে'; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম তাহা নহে।

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥"

(ভাঃ ৬।৩।১৯)

সত্যধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর ও চারণদিগের কথা আর কি বলিব?

লোকপ্রিয় কবি, সাহিত্যিক, মনোধর্ম্মে সিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে পরমধর্ম্মের কথা জানিবেন, তাহার কী তাত্ত্বশাসন আছে? অধিক কি, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিগণও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের কথা জানেন না।" লোকে জানেন না বলিয়াই "অজানতঃ লোকস্য বিদ্বান্ চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"—সমগ্র অজ্ঞলোকের জন্যই বিদ্বান্ ব্যাস সাত্বত-সংহিতা রচনা করিয়াছেন। সেই সাত্বত-সংহিতায় স্বয়ং ভগবৎপ্রোক্ত সকল-কপটতা-রহিত পরম-ধর্ম্মের কথা (ভাঃ ১।১।২) বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ

যাঁহারা জগতের মনোধর্ম্মে ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা ভাগবতধর্ম্মের বিপ্লবাত্মক কথাসমূহ শুনিয়াই প্রথম মুখে মনে করিতে বাধ্য হইবেন, "ভাগবত-ধর্ম্মটা গোঁড়ামির ধর্ম্ম; তাঁহাদের ধর্ম্মই উদার ও ঠিক, আর সব বেঠিক! একি কখনও গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু!"

কিন্তু যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মকে গোঁড়ামির অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ংই সেই অপরাধটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও গর্হিতভাবে কেন ও কোথায় করিতেছেন, তাহা একটু সুস্থচিত্তে বুঝা আবশ্যক।

বস্তুতঃ ভাগবতধর্ম্ম অসত্যকে 'সত্য' না বলায়, কিংবা পরমসত্যকে সাধারণ লৌকিক সত্যের সহিত সমস্তরে স্থাপন করিবার অন্যায় গোঁড়ামী না করায়, ভাগবতধর্ম্মকে "গোঁড়ামীর ধর্ম্ম" বলা কেবল স্ব স্ব অজ্ঞতা-মাত্রই নহে কি? এ সকল কথা তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও তাঁহাদের ছোঁয়াচে আক্রান্ত মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় আত্যন্তিকভাবে আলোচনা করুন—সদ্যুক্তির সহিত বিচার করুন, গোঁড়ামী কাহাদের, বুঝিতে পারিবেন।

জগতে মনোধর্ম্মী লোকের দল ভারী। সেই দলের লোক-সংঘট্ট, যাহাকে বা যাহাদিগকে বাহুদণ্ডের উপরি-ভাগে উঠাইয়া স্বয়ং-সিদ্ধ-'মহাপুরুষ', 'ঋষি' বা 'অবতার' খাড়া করাইয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের মত প্রমাণাস্তরূপে কল্পিত হইবে বলিয়াই কি সাত্বত-শাস্ত্রের বাস্তব পরমসত্য ভ্রান্ত ও গোঁড়া হইয়া পড়িবে? এইরূপ ভ্রম দৈবীমায়া ব্যতীত সমষ্টি ও ব্যষ্টিমানবের ঘাড়ে আর কে চাপাইতে পারে?

মায়াকে মানুষ যে সকল বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে দেখিতে চান, মায়াও মোহিতকে অধিকতর মুগ্ধ করিবার জন্য সেই মোহিনী মূর্ত্তি স্বীকারেই "রাজী" হন; কেন না, মায়ার নিত্য বাস্তব স্বরূপ নাই; তিনি ছায়া-রূপিণী। কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব ভগবানের নিত্যস্বরূপ আছে, নিত্যধাম আছে, নিত্যপরিকর আছে, নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আছে। মানুষ কল্পনা করিয়া পরাৎপরতত্ত্বের রূপ সৃষ্টি করিতে বা ভাঙ্গিতে পারে না—মানুষের পরিকল্পনার রূপে তিনি "রাজী" হন না। কারণ বদ্ধ জীব যাহা কল্পনা করে, তাহা সকলই 'পুতুল', 'মাৎসর্য্য' বা বিরূপ; তাহা কখনই ভগবানের 'স্বরূপ' হইতে পারে না। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—

"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

(ভাঃ ২।৯।৩১)

—আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হও।

স্বয়ং ভগবান্‌ই তাঁহার নিত্যস্বরূপ নির্ম্মল সেবোন্মুখ বেদচক্ষু (শ্রৌত সেবোন্মুখ) চক্ষুর নিকট প্রকাশ করেন; জীব কল্পনা-বলে বা মাংসচক্ষু (মাংস-চক্ষু) চক্ষুর্দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিতে পারে না।

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ

"মা ছেলেদের যাহার যেরূপ পেটে সহ্য হয়, তাহাকে সেরূপ মাছ পাক করিয়া দেন!" সাধারণ অনভিজ্ঞ-লোক-ভুলান' এই যুক্তিটির মধ্যে যে-সকল মস্ত ভুল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় উপমার মোহে পড়িয়া অনেকেই ধরিতে পারেন নাই। "মা ছেলের হজমশক্তির যোগ্যতা বা অধিকার-অনুসারেই কাহাকেও মাছের পোলাও দেন, কাহাকেও মাছের ঝোল দেন, কাহাকেও মাছ ভাজিয়া দেন", ইহা দ্বারা কি সকলেরই একই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? মাছের পোলাও খাইয়া সুস্থ ছেলের যে স্বাদ, তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ হয়, অসুস্থ কয় ছেলে কি সেই স্বাদ, তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করিতে পারে? পোলাওএর মধ্যে যে-সকল মূল্যবান্ ও পুষ্টিকর দ্রব্য আছে, মাছের সাধারণ ঝোলে কি তাহা পাওয়া যায়? হইতে পারে, যে ছেলে মাছের ঝোল খায়, তাহার যোগ্যতায় সে তদটুকুই মাত্র হজম করিতে পারে; কিন্তু তাহার অধিকার বা যোগ্যতা কম বলিয়া পোলাওএর অধিকতর উপাদেয়ত্ব ও অধিকতর পুষ্টিকরত্ব এবং সুস্থের পক্ষে উপযোগিত্ব কি অস্বীকৃত হইবে? ইহাদ্বারা বরং ঝোল-খাওয়া ছেলের অধিকার ছোট এবং অধিকারানুযায়ী ফল-প্রাপ্তিও ছোট,—ইহাই প্রমাণিত হয়। ঝোল-খাওয়া ছেলে "আমি পোলাও খাইয়াছি" বলিলেই কি সে পোলাওএর ন্যায় স্বাদ ও পুষ্টিকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে? বা সুস্থ বলিয়া গণিত হইবে? কাজেই সুস্থ বা মুক্তের জন্য যে পরম-ধর্ম্ম, তাহার যে পরম উপাদেয়ত্ব, তাহার সহিত অসুস্থ বা বদ্ধের অধিকারের ধর্ম্ম বা ফলপ্রাপ্তি কি সমান হইতে পারে?—ইহা মনোধর্ম্মীর উপমা-দ্বারাই প্রমাণিত হইল। অতএব গীতায় যে সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্", সেই সকল অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী আর "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অধিকারী এক শ্রেণীর নহে, অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী বা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী ও পূর্ণ শরণাগত ভগবদ্ভক্ত, ইঁহাদের প্রয়োজন বা প্রাপ্য ফলও একই পরাৎপর বস্তু নহে।

পূর্ব্বোক্ত উপমার সমর্থনকারী হয়ত' বলিবেন, "ছেলে মাছের পোলাওই আহার করুক, আর মাছের ঝোলই আহার করুক, উভয়তঃই মাছই ত' খাওয়া হইল, সেইরূপ যে যে-অধিকার লইয়াই ভজন করুক, ভগবানের ভজনই ত' হইল। (ভজন না বলিয়া ভোগ বা শুষ্ক বলিলেই ভাল হয়!) উভয়েরই মাছ খাওয়া হইল বটে, কিন্তু এক ছেলে যে মধুরত্ব ও পুষ্টিকরত্ব উপভোগ করিতে পারিল, অপরে তাহা পারিল না। ভগবান্‌কে ভোগ করিতে গেলে ভগবানের ভজন হয় না, ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিলেই ভগবানের ভজন হয়। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাপ-কাটি দিয়া ভগবান্ বা ধর্ম্মকে মাপিবার চেষ্টা, সেখানেই ঐ সকল উপমার উপমা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তথা-

* "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা",—তাঁহাদেরই তথা যাঁহারা মায়ার বহুরূপিণী মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মের কারবারের সৃষ্টি করিয়া তদ্রূপ কল্পনা বা হজমের উপভোগ্য রূপ মনে করেন ও তাহাকেই 'সাধকের হিত' বলেন; পরন্তু তাহা মহা অহিত।

কথিত সমন্বয়বাদিগণের মতে মতেন, মাদে ব- নিত্যাধিষ, যাহার যেটি ভাল লাগে, তাহা গ্রহণ করিয়া ও সাধুর সদাচার সংরক্ষণ করা যায়, কারণ এই সকল আচার বাহিরের, অন্তরে কেবল নির্ব্বিশেষবিচার বা নাস্তিকতাটি।—ইহারই নাম 'সুবিধাবাদ' বটে।

ষোড়শ প্রসঙ্গ

ভগবান্ত দুইটি,—ইহা কেহই বলেন না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ অন্বয়তত্ত্ব। কিন্তু অন্বয়তত্ত্বের 'কেবল ব্রহ্ম-ভাবটি সমগ্র ভগবত্তার'—এরূপ কুবিচারও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অন্য দেবতাকে ভজনা করিলে **তাঁহাকেই** ভজনা করা হয় সত্য; কিন্তু তাহা **অবিধিপূর্ব্বক** পূজা হয়, তদ্দ্বারা পরমধর্ম্মের যাজন হয় না। সেখানে শ্রীধর স্বামী বলেন, ঐরূপ ভজন-দ্বারা **গতাগতির নিবৃত্তি হয় না।**

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ" শ্লোকটির উদ্দেশ্য শ্রীগীতার "দেহ্যস্যদেবতাভক্তাঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যে গৃহীত হইলে কোনই গোলমাল নাই, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সুন্দর সঙ্গতি ও সমন্বয়ই হইল! কিন্তু এই সকল শ্লোককে অত্যন্ত মোটা বোগবুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া জগজ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। বিরোচন যেরূপ ব্রহ্মার শ্রুতি-উপদেশ দেহাত্মবাদের আধারে গ্রহণ করিয়া "দেহই ব্রহ্ম" বুঝিয়াছিলেন, দেহীর অন্তর্যামী অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মকে ধরিতে পারেন নাই, অথবা যেরূপ মায়াবাদিগণ—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য্যকে বিকৃত করিয়া জীবব্রহ্মৈক্যবাদ কল্পনা করিয়াছেন, কেহ কেহ জীবকেই 'ব্রহ্ম' মনে করিয়াছেন, 'ব্রহ্মের অধীনই জীব',—সেই বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয়,—ইহা ধারণা করিতে পারেন নাই, তেমনই গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ঐ সকল শ্লোকের বিকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া "যে কোন দেবতার ভজনা করিলে কৃষ্ণেরই ভজনা হয়, ভগবান্‌কে যে ভাবেই ডাকা যায়, তিনি তাহাতেই 'রাজী' হন, মধ্যের 'ফড়াতারা' আর সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর পরমেশ্বরের উপলব্ধি একই জিনিষ, বৌদ্ধের বুদ্ধবাদ, বাউলের দেহতত্ত্ববাদ, সহজিয়ার তত্ত্বাদি, নেড়ানেড়ীর ব্যভিচার ও শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে একই জিনিষ বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি কি বিরোচনের বুদ্ধিরই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ নহে?

গীতাদি-শাস্ত্রের শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য ভোগবুদ্ধির আধারে বিকৃত হওয়ায় যে কিরূপ অসমঞ্জসীভূতার উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐরূপ বিচার যে কিরূপ পাষণ্ড-ধর্ম্মাশ্রিত, তাহা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ "ভক্তিসন্দর্ভে" দেখাইয়াছেন। যাঁহারা "অপূর্ব্বকেই" স্বতন্ত্র বিচার করেন, "অপূর্ব্ব" যে পরমেশ্বর বিষ্ণুর আশ্রিত ইহা জানেন না, তাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদীর বিচারে ভগবানেরই উপাসনা করিতেছেন, সিদ্ধান্তিত হইলেও 'অপূর্ব্ব' কাহার আশ্রিত, ইহা না জানার ফলে তাঁহারা ভগবদুপলব্ধি হইতে ভ্রষ্ট এবং পাষণ্ডমার্গাশ্রিত।—ইহা প্রদর্শন করিয়াই শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"পরদেবতাত্বে হেতুঃ—সর্ব্বদেবতা-নিধানাং তত্তদ্দেবতা-প্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যে অর্থা ইন্দ্রাদি-দেবতাস্তেষাং নিয়ামকতয়া তত্তৈব প্রধানদেবত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ মুখ্যদেবতা-স্বমিত্যর্থঃ। 'উদ্দিশ্য দেবতা যস্য হুয়তে চ বষট্যতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো যদি কর্ম্মসু' ইতি।

পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈকল্যমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ (৯।২৩-২৪) 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে চ' ইতি।

অতো বাস্তববিচারে সর্ব্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্তাব পর্য্যবসায়ীতি অভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ (ভাঃ ১০।৪০। ৯-১০) 'সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তা যদ্যপ্যস্থধিয়ঃ প্রভো॥ যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বাৎ-ত্বমগতোঽস্তদঃ" (ভক্তিসন্দর্ভ ২২৩ সংখ্যা)

—বিষ্ণুর পরদেবত্ব-বিষয়ের কারণ এই, "সর্ব্বদেবতার নিজস্বরূপ" অর্থাৎ সেই সেই দেবতার প্রকাশক "মন্ত্রসমূহের" ইন্দ্রাদি দেবতারূপ যে অর্থসমূহ, তাহাদিগের নিয়ামকরূপে (তিনি) অবস্থিত। অতএব যজ্ঞে তিনিই তর্পণীয় এবং তিনিই ফলদাতা বলিয়া ভগবানেরই মুখ্যত্ব সঙ্গত।

এ স্থলে বিষ্ণুকে যাগাদির অঙ্গিরূপেই গ্রাহ্য হয়। অত-

এবং যথাযথরূপে তাঁহাতে ভজনের দোষই লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে পাদ্মোত্তর খণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি (অন্য) দেবতাগণের উদ্দেশেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে 'পাষণ্ডী' অথবা কর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনমতাবলম্বী বলিয়া জানিবে।"

"পাষণ্ডী" অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। শ্রীগীতায় এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও মোক্ষপ্রাপকবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।" "আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা)—এইরূপ তাত্ত্বিক জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা তত্ত্ববস্তু হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ সংসার-গ্রস্ত হয়।"

অতএব বাস্তব বিচারে অখিল বেদমার্গ শ্রীভগবানেই [illegible] হইতেছে, এই অভিপ্রায়েই শ্রীমান্ অক্রূর বলিয়াছেন—"হে প্রভো, যাহারা নানাদেবতার ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবতায় আসক্ত, তথাপি তাহারা সকলেই সর্ব্বদেবময় ঈশ্বর আপনারই ভজন করিয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষোক্ত শ্লোকটি গীতার "যেঽপ্যন্য-দেবতা" শ্লোকটির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। "পার্ব্বত্য-নদীসমূহ বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্রেই পতিত হয়; কিন্তু পর্ব্বতগুলি সমুদ্রকে লাভ করিতে পারে না। মানুষ যাহাকেই অর্চ্চন করুন না কেন, কৃষ্ণই সর্ব্বভোক্তা বলিয়া সমস্তই কৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি বা যাহারা কৃষ্ণকে 'স্বতন্ত্র পরমেশ্বর' উপলব্ধি না করিয়া ঐরূপ পূজা করে, তাহাদের পূজা অবিধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ পূজকগণ ভগবদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হন না—তাঁহাদের পরম-মঙ্গল লাভ হয় না।

সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তুকে লাভ করিতে হইলে—পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে পরমপুরুষ বিষ্ণুরই পূজা করিতে হইবে। তাঁহার আংশিক, অবতার, অবয়ব বা বিকৃত স্বরূপে প্রপন্ন হইলে ভগবান্ও সেরূপ-ভাবেই ভজনা করিবেন। ষোল আনা অর্থাৎ পূর্ণ বস্তুকে ষোলআনাভাবে অর্থাৎ পূর্ণ শরণাপত্তির সহিত ভজনা না করিয়াও—চৌষট্টি পয়সা না দিয়াও একটা পূর্ণ টাকাই পাইব বা পাইয়াছি, এরূপ কল্পনা নিরর্থক।

এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি পরম সত্য বাণী ঘোষণা করিয়াছেন,—**"জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সকলগুলি কোথায়ও বা বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কোথায়ও বা বিকৃত। 'সোপান'-স্থলে আদরণীয়, বিকৃতি-স্থলে পরিত্যাজ্য।"** এই কথাটি কতদূর সত্য এবং মূল্যবান্, তাহা তথাকথিত সমন্বয়বাদের ভূত কৃত্রিম ওকার্দ্ধ কৃপায় মানবমেধার ঘাড় হইতে বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝা যাইবে না। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

নবম সম্পুট

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহের কথা

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (ভাঃ ১০ম স্ক, ৪৭অঃ ১২—২১ শ্লোক) ভ্রমর-গীতায়, (ভাঃ ১০ম স্ক, ৩০অঃ ১৫-২৪ শ্লোক) মধুবীর গীতে, (ভাঃ ১০ম ৩০অঃ) রাসক্রীড়া হইতে কৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর গোপীগণের বিলাপ-গীতে, লীলা-শুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে আহৃত কতিপয় প্রাচীন শ্লোকে, শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসাত্মক বিরহমূলক সাহিত্য পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিত্র সাহিত্যের সাম্প্রত রূপ

কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল কথা কেবল রাস সাহিত্যে দর্শন করিয়া লোক ইহার উদ্দেশ ও স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপাদিগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাদের সাকার চরিত্রকে সেই সকল সাহিত্যে শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব

দ্বারকার ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মথুরা রতিতে রূঢ়মহাভাব এবং ব্রজে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পরকীয়া মথুরা রতিতে অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ়মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন' সংজ্ঞা, (২) বিরহে 'মোহন' সংজ্ঞা। উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প—এই দুই প্রকার মোহন-অধিরূঢ়-মহাভাব। চিত্রজল্প প্রজল্পাদি-ভেদে দশপ্রকার। উদ্‌ঘূর্ণা-বিরহচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত

বিরহে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে 'আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান' রূপ একটি ভাব উদিত হয়। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত অর্থাৎ সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তদ্ভ্রমভাবময় সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তদাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়মহাভাবের উদয় হয়।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তে—কেবলাদ্বৈতবিবর্ত্ত

কএকটি প্রাকৃত সাহিত্যিক গোপীগণের এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় পরমচমৎকার সর্ব্বোত্তম দিব্যোন্মাদের অবস্থাকে জীবৈক্য-ব্রহ্মবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদীর অবস্থার সহিত সমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এস্থানে ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক মধুমক্ষিকার ন্যায় কাচ-ভাণ্ডের অন্তর্গত সুরক্ষিত মধু স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বা বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞানে সেবার চমৎকারিতা ও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। আর 'সোঽহং'বাদীদিগের "আমিই সেই" এই কল্পিত বিচারের অভ্যাসে সেবা-বৃত্তিকে মূলকাণ্ডে চিরতরে বলি দিবার আগ্রহ লক্ষিত হয়। তাহা সম্ভোগবাদেরই কপটতাময় চিত্তবৃত্তি হইতে উদ্ভূত।

শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের তাৎপর্য্য জীবের ভূতশুদ্ধিকরণ

বস্তুতঃ শ্রুতি 'তত্ত্বমসি' বা 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে জীবের ভূতশুদ্ধি-মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ "জীব জড় নহে, পূর্ণতম চেতন পরব্রহ্মেরই শক্তি বা বিভিন্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দের স্ফুলিঙ্গকণ বা তজ্জাতীয় অণুসচ্চিদানন্দ, সনকাদীয় না হইলে সেবা হইতে পারে না, জড়বিলাসের সহিত চিদ্বিলাসকে একাকার করিতে হইবে না," ইহা জানাইবার উদ্দেশেই শ্রুতির ঐ প্রকার শিক্ষা। শ্রুতির মন্ত্রে কোন প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থন নাই। শ্রুতির আপাত অভেদপর মন্ত্রসমূহ জড়বিলাসকে নিরাস করিয়া চিল্লীলাবিষ্ণুর অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসেরই ভূমিকা-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দশম সম্পুট

'প্রবাস' ও 'প্রেমবৈচিত্ত্য'

বিরহের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' ও 'মান' ব্যতীত 'প্রবাস' এবং 'প্রেমবৈচিত্ত্য' নামে আরও দুইটি অবস্থার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'পূর্ব্বরাগ', 'মান' ও 'প্রবাস'—এই তিনটি ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত এবং দ্বারকার মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্রাকৃত প্রেমবৈচিত্ত্য-বিরহ

কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার সহিত বিরহের ভয়ে যে পীড়ার উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অর্থাৎ 'হারাই' 'হারাই'—এই ভাবটি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিষী-গীত প্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তের উপাদান-স্বরূপ। গোপদেব মুক্তাফলগ্রন্থেও ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রবাস-বিরহ

'প্রবাস' অনেক প্রকার; দেশ, গ্রাম, বন, স্থানান্তরের ব্যবধান প্রভৃতিকে 'প্রবাস' বলা যায়। অনেক সময় কৃষ্ণ ঘুরে যাইবেন—এই কথা ভাবিয়া বা শুনিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যসেবিকাগণের যে অপ্রাকৃতবিরহ উদিত হয়, তাহাকে 'ভাবী প্রবাস' বলা যায়। কৃষ্ণের গোচারণে গমন প্রভৃতি 'কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস,' কালিয় দমন, নন্দ-মোক্ষণ বা কোন কার্য্যানুরোধে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনও 'প্রবাস' বলিয়া গণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসে অন্তর্দ্ধান গোপীগণের প্রবাস-বিরহ উপস্থিত করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত সেবকসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অপ্রাকৃত বিরহ-বিচিত্রতা, তাহা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য।

[illegible]
এজন্যেবানাং বিয়োগস্মৃতি ন ভবিষ্যতি।"
উঃ নীঃ সম্ভোগবিপ্রলম্ভস্মৃতি-প্রকরণ)

অপ্রকটলীলায় বৃন্দাবনে নিত্যসন্নিহিত হরি

অন্তর্ধান রাসাদি ক্রীড়া-দ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের কখনও বিরহ হয় নাই। কেবল প্রকট-লীলায় অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে সন্নিহিত আছেন। তবে সেখানেও সম্ভোগের পুষ্টির জন্য অপ্রাকৃত-বিরহ অপ্রাকৃত ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেবার নবনবায়মান প্রপাচতর বিচিত্রতা নিত্য আবিষ্কার করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

গত ২২শে অক্টোবর, ১৯৩৩ মঙ্গলবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত ভুরশুট্ বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণার অন্তর্গত গড়ভবানীপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী হরিপুর গ্রামস্থ উচ্চইংরাজী-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় এম্, এ মহোদয় ও বিদুষাং শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সমীপে হরিকথা শ্রবণোদ্দেশে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীমদ্ভগবদ্-উপনিষদ্ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কিছু কিছু আলোচনা আছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শুভাগমন জানিয়া ঐ দিবস রাত্রে এবং তৎপরদিবস প্রাতে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা বলেন। জাগতিক বিদ্যা ও কুলমর্য্যাদা সত্ত্বেও তাঁহার মনে গর্ব্বান্বিত হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিনম্রাবনত-স্বভাব ও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল—"জীবের পরম ধর্ম্ম কি, ভগবদ্দর্শন-লাভের উপায় কি, আত্মদর্শন ও ভক্তিপন্থা কি প্রকার, কি প্রকার ভজনসাধনাবলম্বনে জীবের ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়?"

প্রথম দিবস শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট "অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই নৃমাত্রের পরম ধর্ম্ম, তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা, 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ 'অধঃকৃতা অতিক্রান্তং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ'—He (God) is He Who has reserved the right of not being exposed to senses'; শ্রীরূপপাদোক্ত উত্তমা ভক্তির লক্ষণ; চতুঃশ্লোকী হইতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিজ্ঞান; ভগবদ্বস্তু-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়; শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাদির ভগবজ্জনানুগতো সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণকৃপাপেক্ষার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণদর্শনার্থিতে নিজস্বরূপ-সংরক্ষণে সম্ভোগবাদের আবাহন, এতৎপ্রসঙ্গে 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি,' 'নামবাম্না প্রবর্ত্তনেন লভ্যঃ', 'যাতীয় ভাবনাবস্তু' প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য; 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' শ্লোকতাৎপর্য্যানুসারে অভক্ত-নাশ, নিত্য মঙ্গলোদয়, সম্বন্ধজ্ঞান-ক্রমে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতি-মূলা ভক্তিলাভের যোগ্যতা; 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোক হইতে বাস্তববস্তুনির্দ্দেশ ও তন্নাভোপায়; Transparent ও opaque glassএর দৃষ্টান্ত দ্বারা সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর মধ্য দিয়া বাস্তববস্তুদর্শনের যথাক্রমে সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা; অতি বৃহৎ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব-বিষয়ে জীবের অসামর্থ্য-বিষয়ে জীবের যোগ্যতা-বিচারে স্বয়ং কৃপা করিয়া শ্রীভগবানের মধ্যাকার ধারণ, জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-সমীপে স্বেচ্ছায় তৎস্বরূপ-প্রকটন" প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' প্রভৃতি বাক্যে মুক্তির স্বরূপ, মুক্তের লক্ষণাদি; ভক্তভাগবতসমীপে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিমূলে গ্রন্থভাগবতের অনুশীলন ব্যতীত গীতা, উপনিষদ্, মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্যের দুরধিগম্যত্ব; 'তাপ্যোহহং ব্রহ্মহত্যায়াং' শ্লোকব্যাখ্যামূলে শ্রীমদ্ভাগবতবিচারানুসরণ-ব্যতীত বেদান্তাদির আলোচনায় অনর্থোৎপত্তি; শাঙ্করভাষ্যালোচনার পর শ্রীধরটীকার মর্ম্ম-বোধে অসামর্থ্য, শঙ্করের সূত্রভাষ্যের উৎপত্তাদ্যধিকরণে বৈকল্পদর্শনের প্রতি আক্রমণ, ভাগবতানুগত্যেই

Shankar-Pantheistic বিচার হইতে অব্যাহতিলাভ; শঙ্কর সম্বন্ধে Bohtlingk সাহেবের মত; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা-দেশে গীতা-প্রচারারম্ভ, তদানীন্তনকালের আর্য্যমিশন স্কুলের মাষ্টার রামদয়াল বাবু, প্রসাদদাস গোস্বামী প্রভৃতির গীতা-ব্যাখ্যা ভাগবতানুগত না হওয়ায় তাহা যুক্তিসিদ্ধান্তের পরিপন্থী; 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রহ্মের বা পরমাত্মার সংকীর্ত্তন না বলিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়-ঘোষণা, কৃষ্ণতত্ত্বেই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি সকল তত্ত্বের পর্য্যবসান; Absolute moiety, Absolute Integerএর সংকীর্ত্তন আবশ্যক; গীতা পাঠ করিতে গিয়া 'গীতার সংসার' না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'শ্রীগুরুপদিষ্ট নাম-ভজনে রুচিবিশিষ্ট হইতে না পারিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দরে গীতা-ন্যাসরত বিপ্রের সংসারাসক্তি রূপ দুর্গতি-বরণের উপাখ্যান; শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম—ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাংকা, পুষ্করসাদী প্রভৃতি ভাষার শব্দের ন্যায় প্রাকৃত নহে; সচ্চিদানন্দপদিষ্ট 'Transcendental Sound'এর সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা reception ব্যতীত জীবের অসংখ্য প্রশ্নের নিবৃত্তি অসম্ভব; 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'; তত্ত্বীয়ের অর্জ্জন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে—'আরাধনানাং ইত্যাদি'; ভাগবতের 'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণ-মমলং···তদ্ভজন্ মুপঠন্ ভক্ত্যা বিমুচ্যেৎ নরঃ' এবং গীতার—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মূলে শ্রৌতপন্থ বা বৈদিক পন্থানুসরণেই বর্দ্ধমান জাতিপুষ্প, পাটলীপুত্র-নিবাসীদের Buddhistic চিন্তাস্রোত প্রভৃতি অভক্তিমার্গ হইতে উদ্ধার-লাভ; 'ভজন্' অর্থে প্রাকৃত-শব্দ—বাবা, মা, পাখীর কাকলী, গ্রাম্য কবির কবিরাজি-প্রবণ বা নাথা-পন্থী ভাগবত-পাঠক-সমীপে ভাগবত (?)-শ্রবণ নহে, তদ্দ্বারা অশান্তবশী বা মনোধর্ম্মীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইলেও আত্ম-বশীর তাহা শ্রোতব্য হইতে পারে না, গুরুভাগবত-সমীপে বাস্তব-শব্দ-শ্রবণেই আত্মমঙ্গল-লাভ; মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা থাকা কালে ভাগবতার্থবোধে অসামর্থ্য; এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হ'বে তার অনুরক্ত', 'নানাযোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়' প্রভৃতি, 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে', 'মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ' ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যা; 'বিগলেৎ-পরঃ' অর্থে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির ক্রম-বিচার; 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ আর রসাভাস দোষ। ইহাতে প্রভুর কভু না হয় সন্তোষ'; 'সুপঠন্' অর্থে সর্ব্বক্ষণ যাঁহার ভাগবত-সমীপে বাস, যিনি নিজকে বৈয়াসিক জানেন, গুরুপাদ-পদ্মাশ্রিত মনে করেন, তৎসমীপে বাস অর্থাৎ গুরু-মুখে বাস; গুরু-সেবা-মুখেই উহার অনুশীলনের সম্ভাবনা; মহাভাগবতই বিচার-কর্ত্তা—অপৌরুষেয় বাণীর বক্তা; অনুস্বার-বিসর্গ পড়া লোক—পুঁথি পড়া লোক ভাগবতের বক্তা নহে; ব্রাহ্মী প্রভৃতি ভাষাজ্ঞানাহঙ্কার লইয়া ভাগবতাধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রয়াস আত্মবিনাশ সাধন মাত্র; 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব' শ্লোক-ব্যাখ্যা; হরিবিদ্বেষী—গুরুবিদ্বেষী হইয়া আত্মসুবিধা-মূলে বিনাশ-লাভ; ভক্তিমান্ ব্যক্তি ব্যতীত সুপঠন বা সুষ্ঠুরূপে পঠন অন্যের পক্ষে অসম্ভব; কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র সবই অভক্তি-জাতীয়, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া 'ভক্ত্যা বিমুচ্যেৎ'; 'অমরকোষ, সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়া আছে, ভাগবত বুঝ্‌বো না কেন?' ইত্যাদি বিচার-পরায়ণ অনুসন্ধানকারীর নিকট ভাগবত আলোচ্য নহে; কামারের দোকানেই ইস্পাত থাকে, ঘষির দোকানে ইস্পাত নাই; Archæologist, Epigraphist, Iconographer, Iconoclastএর নিকট ভাগবতের কোন কথা নাই; mundane relativity লইয়াই অভক্তেরা বড় ব্যস্ত; ভক্ত্যা সুপঠন্, ভক্ত্যা বিগলেৎ-পরঃ, তাহা হইলেই বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি সম্ভব; সাযুজ্যমুক্তি আংশিক, পরিপূর্ণ মুক্তি—একেবারে destinationএ যাওয়া; আম-কল্যাণের ষ্টেশনগুলি পর পর আছে, 'কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত গেলেই কাশী যাওয়া হয় না, কাশীতে বেদান্ত পড়িবার কার্য্য আছে; কেবল কর্ম্মনাশটি হইলেই সব হইল না, আবার নৈমিষারণ্যে পরমহংসমঠে যাইয়া ভাগবতাধ্যয়ন ব্যতীত বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবার নহে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রূপপাদ যে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর আবির্ভাব করাইয়াছেন, তাহাতে নিষ্কাত হইলে আর অধিক দূর যাইবারও প্রয়োজন হয় না, শ্রীরূপানুগতোই ভক্তিরহস্যের উপলব্ধি হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত বুঝা যাইবে, ভাগবত-শ্রবণেই গীতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়, এতৎ-প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের গীতাপাঠী বিপ্রের দৃষ্টান্ত—'কৃষ্ণ স্বয়ং গান করিতেছেন আর অর্জ্জুন শ্রবণ করিতেছেন যে-অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম, বিপ্র গীতা-পাঠ-কালে সেই বৈকুণ্ঠ-

শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁহারই গীতা-পাঠের সার্থকতা নিরূপণ ; 'কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার ॥' ; 'নমঃ' শব্দের দ্বারা কৃষ্ণে শরণাগতিই নিত্যাবোপায়, নতুবা 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' ; শব্দব্রহ্মের সেবায়ই সকল প্রশ্নের উত্তর-প্রাপ্তি ; শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবই সেই শব্দব্রহ্মের দাতা,—'নিতাই এনেছে নাম—হরিবোল হরিবোল'; যাঁহার নিত্যানন্দে প্রতীতি হইয়াছে—যিনি 'কেবলজ্ঞান সধানন্দ-দ্বারা ছুই বা সেবিত হয়', এই বিচার লাভ করিয়াছেন, তিনিই শব্দব্রহ্মের কৃপাপ্রাপ্ত ; তর্কপন্থায় বাস্তবজ্ঞান লভ্য নহেন—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ', 'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বান্তি সংসার-বাসনাম্', 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ' ইত্যাদি শ্লোক-বিচার-দ্বারা Challenging mood নিরাকরণ ; এক পা' তুলিয়া বসিয়াছে, আর এক পা' তুলিয়া বসিতে যাইতেছে, এমন সময় centrifugal force এর অধঃপতনের ন্যায় ; Transcendental Sound এর the only basis is a pure heart ; 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক-বিচার, —mundane surface এ তৃণ ও তরুর একটা position হইয়াছে, কিন্তু মায়াতীতের তৃণ ও তরুর সে position ও ছাড়িয়া দিতে হইবে ; 'তৃণ ও তরু'—ভূত জগতের এবং 'অমানী ও মানদ'—কর্ম্মক জগতের উদাহরণ; যেটি চৈতন্যধর্ম্মের initiative লইবে না, সেটিতে তৃণ ও তরুর দৃষ্টান্ত; যেখানে initiative লইতেছে, সেখানে অমানী ও মানদের দৃষ্টান্ত; কোন প্রসিদ্ধ Vicechancellorএর নামের পাশে ১০১ বসান হইয়াছিল, তিনি mundane Universityর Vicechancellor হওয়ার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনামাশ্রয় করিলে তিনি সে-সকল প্রাকৃত কর্ম্মবন্ধনের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতেন ; প্রথম বর্ণপরিচয়েই গীতার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,' 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী,' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' প্রভৃতি শ্লোক ; সকলেরই এই বর্ণপরিচয় হউক ; বদ্ধাবস্থায় ভগবান্‌কে dependent করিতে হইবে না, মুক্তাবস্থায় ভগবান্ নিজে স্বেচ্ছায়ই dependent হইয়া পড়েন ; যেমন শ্রীপুরীপাদ 'প্রতিমপরে স্থণ্ডিলিতরে তারতম্যে তরুষ্ব তবতীতাঃ। অহমিহ নন্দ বন্দে যস্যালিন্দে পরব্রহ্ম ॥' শ্লোকে বলিলেন —তবভীত লোকসকল প্রতি স্মৃতি বা মহাভারতকে ভজনা করুন, আমি কোন ভোগ্য দেওয়া কথায় ব্যস্ত হইব না, আমি tangible something চাই, আমি সেই নন্দ-যশোদার আনুগত্যে তাঁহাদিগকে গুরু করিয়া বালকৃষ্ণকে পাইব, যাঁহাদিগের বাড়ীআয় স্বয়ং ভগবান্ পালা পুত্ররূপে বিহার করিতেছেন ; এখানে Independent নন্দ, dependent কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন ; আবার Independent বার্ষভানবী dependent কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিয়া লওয়ার মূর্খতা অপনোদিত হইলেই এই সকল বুঝিবার যোগ্যতা হয় ; ব্রহ্মসংহিতার 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইবে ; Transcendence এ বাস্তব বস্তু কিরূপে আছেন, তাহা না জানিয়া pedantic way তে আমরা যে সকল কথা শুনিয়া রাখিয়াছি, তাহা শুষ্কতর্কিসিদ্ধান্তের কোন কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে দিতেছে না—'অহমিহ নন্দং বন্দে' একথার তাৎপর্য্য আমরা আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না ; যিনি দিব্যজ্ঞান-দ্বারা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে regulate করিয়া কৃষ্ণের সেবায় —হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই গুরুদেব ; গুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা বিস্মৃত হইলেই নানারূপ অনর্থ আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে ; তখন আবার সেই বৈকুণ্ঠ-দেবতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সেই দিব্যজ্ঞানধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানাইতে হইবে ; কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলার অবিস্মৃতি হইতেই আমাদের positive মঙ্গল হয় ; কৃষ্ণের বহু জাগতিক মাতা পিতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতিকে কৃষ্ণস্থানে বসাইয়া কৃষ্ণকে তাঁহাদের সেবা করিতে গিয়া যে অপরাধ হয়, কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি হইতেই তাহা হইতে উদ্ধার, নতুবা অন্য উপায় নাই ; Christianরা Lowest nature, Highest nature এবং Ethical religion এর কথা বলেন, Ethicalটাই তাঁহারা বড় বলিয়া জানেন ; ঐরূপ প্রাকৃত নীতির বহুমাননই সুপ্রাচীন হংসজাতির চিত্তাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যের সর্ব্বোত্তমতা প্রাকৃত নীতিবাদিগণের মস্তিষ্ক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিস্মৃতিই উহার মূল কারণ ; কৃষ্ণস্মৃতিই পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় ; অভক্তিকে 'ভক্তি' বা ভক্তিকে 'অভক্তি'

বলিতে হইবে না ; গীতা, উপনিষদের কথা ভাগবতের নিকট অনেকদিন বসিয়া সেবোন্মুখ চিত্তে শুনিতে হইবে, তবে তাহার উপলব্ধি সম্ভব"—ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নবেম্বর (১৯৩৩) শুক্রবার কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর-লোকালটেণে প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে উপস্থিত হন। এই স্থানে ভক্ত্যালোক শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীঅধরমন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী এবং কৃষ্ণনগরের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। পূর্ব্ব হইতেই মোটরযান ষ্টেসনে প্রস্তুত ছিল। প্রভুপাদ সেই মোটরে কতিপয় শিষ্য-সহ নবদ্বীপঘাটে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তিসুধা আচার্য্যের অভ্যর্থনি-সহ তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন। গঙ্গাপার হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল মহোদয় ছাত্র ও কতিপয় মঠসেবকসহ তাঁহার পাদপদ্মান্তিকে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ ভক্তিবিজয়ভবনে শুভবিজয় করিলে গ্রামবাসী গৃহস্থভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ দুইদিন শ্রীধামে অবস্থান করিয়া গত ২৬শে নবেম্বর রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত ভবব্ধজিৎ ভক্তিসৌরভ বি-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, ভক্ত্যালোক শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত রাধাগচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ও শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী প্রমুখ বহু সেবক-সহ হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুর একাঙ্গনমঠে শুভযাত্রা করেন।

তেতিয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ

পথিমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবার্থে প্রাপ্ত 'তেতিয়া' নামক স্থান (শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকটবর্ত্তী) পরিদর্শন করিয়া যান। এই স্থানটী কৃষ্ণনগররোড্ ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। এস্থানে বহুদিন হইতেই পানীয় জলের অভাব ছিল ; শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে একটী নলকূপ নির্ম্মিত হইয়া তাহা অপনোদিত হইয়াছে।

শ্রীএকাঙ্গনমঠে মহোৎসব

গত ২৮শে ও ২৯শে নবেম্বর শ্রীএকাঙ্গনমঠে বার্ষিক মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বহু হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। গ্রামবাসিগণ সানন্দে উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান-কালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ-তত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে নবেম্বর, সোমবার বেলা এক ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাবির্ভাব করিয়াছেন।

চাকদহ-শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

গত শুক্রবার ২৪শে নবেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশপণ্ডিতঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তিগ্রামসমূহের বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা স্বামীজীর শ্রীমুখে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন।

পাটনা পারমার্থিক প্রদর্শনী

গত ১৫শে নভেম্বর তারিখে আমরা প্রথমে, গত ১৩শে নভেম্বর পাটনা-হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি মাননীয় জোতিঃ প্রসাদ সিংহ এবং বিহার-উড়িষ্যাগবর্ণমেণ্টের লোকসংস্কৃতি বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অমূল্য বসু মিঃ মাধবের পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। প্রদর্শনীর বহু বৈচিত্র্যময় ভাবের, বহু ঐতিহাসিক ও স্থানীয় ভারতীয় ও মুসলমানীয় অনুষ্ঠানের ও তত্ত্বকথার প্রদর্শনীর বিষয়গুলি বিশেষ অনুসন্ধিৎসা-সহকারে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া আমরা প্রভূত প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ত্রিবর্ণরঞ্জিত "পারমার্থিক প্রদর্শনী বা পরপ্রদর্শন" নামে পাটনা-প্রদর্শনীর একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে। উহা দ্বারা বিভাগীয় প্রদর্শনীর বিষয়গুলি বুঝিবার খুব সুবিধা হইয়াছে।

গত ১৩শে নভেম্বর অভিনন্দনী শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী ব্রহ্মচারীজী আমি যাত্রা করিয়াছেন। তখন একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্বোধনের ভার হইয়াছে।

গত ১৩শে নভেম্বর অপরাহ্ণকালে শ্রীযুক্ত অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দনী অভিনন্দন প্রদানের ও বিভিন্নবাসী শ্রীযুক্তগণের যোগদান সহকারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে পাটনা যাত্রা করিয়াছেন।

গত ১৫শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অভিনন্দন মিশ্র মহারাজ পাটনা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন।

প্রদর্শনীসম্বন্ধে অভিমত

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এস্, আর ব্লেয়ার এম্, এ (এডিন) আই-ই-এস্ মহোদয় গত ১৮ই নভেম্বর পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রদান করিয়াছেন—

"I visited the Theistic Exhibition organised by the Gaudiya Math at Patna on the 18th Nov. 1935. Swami B. S. Giri accompanied me round the Exhibits and was most helpful his explanations. I enjoyed my visit and found it both interesting and instructive."

Sd/ J. R. Blair M. A. (Edin) I. E. S.
Principal Training college, Patna
18-11-35

মিঃ আর, ব্লেয়ার মহোদয় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

"I visited the Exhibition on the 19th evening and went round to each and every stall being instructed inside views & theories of the Gaudiya Math. I found it all very interesting indeed and was glad I did call.

Sd/ R. Thomas
19—11—35

বোম্বাই প্রাভিন্সিয়াল হলে শ্রীমদ্ মহারাজ

বিগত ১১ই নভেম্বর তারিখে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় "প্রভিন্সিয়াল হলে" বিভিন্নবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ শ্রীমদ্ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শিক্ষার অনুসরণে সমস্ত ভারতে ধর্ম্মের একটী সার্ব্বভৌম রূপরেখা প্রদান করেন। মিঃ বসু, এম্, বি, সি, এম্, এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-এট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রী-নাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা এবং সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার পর সভাপতি মহাশয় বাগ্মিবর মহারাজের প্রদর্শনীর-তত্ত্ব-পূর্ণ বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বহু ভদ্রলোক বিভাগ হইয়া বক্তৃতাকক্ষের বিভিন্ন আসনে পূর্ব্বে বাগ্মিবর মহারাজের বিভিন্ন ভাষা-প্রকাশ শ্রবণ করিতে থাকেন। উপস্থিত মধ্যে বেশ কয়েক মহারাজের বক্তৃতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

বরিশাল-প্রাদেশিকপ্রচার

গত ১৩ই ফাল্গুন ২৪শ নভেম্বর প্রাদেশিক প্রচারিণী সভাসমূহের আহ্বানে বিভিন্নবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রাদেশিকপ্রচারিণী পরিব্রাজকরূপে শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ বসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে সদল বলে আগমন করেন এবং স্থানীয় অমায়িকবৈষ্ণবগণের আহ্বানক্রমে ১৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের ভবনে একটী বক্তৃতা

সভার অধিবেশন হয় এবং বাঙ্গালী জাতীয় 'মহাজাতিসংঘের গঠন' সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালীর মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বিমানযুদ্ধের মহারাজা

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ বিমানযুদ্ধের মহারাজা শ্রীযুক্ত তরুণীশ নাথ রায় মহাশয় (বম্-এস-সি) মহোদয় মহাশয়ের দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আগিয়া অবস্থানকালে ইতিপূর্বে প্রথম করেন। গৌড়ীয়মঠের পার্শ্বেই তাঁহার পরিচালনাধীন বায়ুযান বিমানের হ্যাঙ্গার তিনি আপনাদের অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্য প্রাতেই তিনি কুর্শিতে হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম পূর্বক বিমানযুদ্ধ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পূজার পুষ্পাঞ্জলি পূর্বক প্রণামাদি করিয়া গুরুদেব সমীপে উপবেশন করেন। মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত ও ভগবৎসম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা ও ইচ্ছা-প্রবণে সকলেরই বিশেষ প্রসন্নতা।

চট্টগ্রামে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৪ই ও ১৫ই ফাল্গুন, ইং ১৭ই ও ১৮ই মার্চ্চ তারিখে চট্টগ্রামে অবিলম্বে শ্রীযুক্ত প্রবীণ চন্দ্র বেদান্ত তীর্থের বাসায় শ্রীচৈতন্যভক্তিমাধুর্য্য হইতে 'সনাতনশিক্ষা' পাঠ করেন। ১৫ই মহারাজ, ১৭ই মার্চ্চের স্থানীয় 'ডেলি নিউজ' নামক একটি সংবাদ 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেন। সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মানুরাগিগণের শ্রীমন্দিরে সমাগম হইয়াছিল। উক্ত সভায় চট্টগ্রাম অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল ফোর্সের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বাগচী এম-এ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় পূজ্য ও বহিঃস্থ—বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত মনিলাল দাস এম-এ একাউন্টেন্ট জেনারেল-অফিসের ডাক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র বাগচি এম-এ ডি-এল (উকিল), শ্রীযুক্ত বিনোদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বাবুজান্), শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ চৌধুরী বি-এ (অনারারি, চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল (অনারারি চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দাস গুপ্ত (অডিটর), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত (অফিসার), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন (অফিসার), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল (হাই স্কুলের), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যা এম-এ (অনারারি, চট্টগ্রাম কলেজ), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (হাইকোর্ট উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র)।

জলপাইগুড়িতে শ্রীভক্তিবিলাস স্বামী

গত ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন শনি ও রবিবার অপরাহ্ণে জেলা জলপাইগুড়ির অধীন তোষা বাজার এলাকায় অত্রত্যস্থ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রাণে শ্রীভক্তিবিলাস-তীর্থমহারাজ-পরিচালিত যোগদান "সনাতনশিক্ষা" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গ অবলম্বন। ইতিপূর্বে ভক্তবৃন্দের একটি, উত্তরে পরমহংসকীর্তি সোপানস্থ, পূর্বে ও পশ্চিমে ঘরটীর অবস্থা—প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে একখণ্ড একটি প্রকাণ্ড নিম্নস্থ বৃক্ষে সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হইবার বিশেষ কারণের কিছু পূর্ব হইতেই দিগন্তবিস্তৃতপ্রায় ন্যায় অবস্থানস্থল হইতে বাহন এবং অভিমুখিনে যাবতী লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। এরূপ বিপুল অবস্থা ইতিপূর্বে-সংবাদ-বিশিষ্ট হইয়া এতদ্ব এত অধিক লোকের সমাগম বড়ই আনন্দের বিষয়। তোষা, পদ্মাবতী, লালবাজার, ঘিংড়োয়া প্রভৃতি অনেক স্থানের বহু ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক-ইতিপূর্বে তত্রত্য নামযজ্ঞকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার-প্রার্থীর সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-গৌরবপূর্ণ আইন-সংগত অনুষ্ঠানের—প্রাণের ঐ সকল বেগে অবাধ প্রাচুর্য্যের, আত্মবলবিকাশের সুযোগ যে, সনাতনধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনে পরিপন্থী, তাহা বুঝাইয়া বলা হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমিকাবলম্বী-প্রবন্ধ লোকপাবন্ সকল-মাত্রেই সাধন হইতে পারিয়াছেন।

অবধি শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ১৭ই ফাল্গুন শোভনের শ্রীবিগ্রহের দিবিরে অবস্থান ও পরীক্ষার মেদিনীপুর জেলার 'অবধি' নগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজের নিয়মমতে ঘট হইতে একটি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া উক্ত নগরীর বহু পথে পথে—বাজারে—আদালতে—রাস্তায়—ঘাটে ঘাটে মহাপ্রভু কীর্ত্তন পূর্বক সন্ধ্যা পরীক্ষার সময় মিঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসুন্দর শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব নারায়ণ মহারাজ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ মধুর কীর্ত্তনানন্দে, নৃত্যে বিভোর ও ভাবাবিষ্ট হইয়া

বহু গণ্যমান্য এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তকীর্ত্তনের সুযোগ বরণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

গত ২২শে নবেম্বর বুধবার পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিং এর ছাত্রবৃন্দের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীমৎ শুদ্ধবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৭ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রেরিত সংবাদ

গত ১৭ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখে বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকট 'গিল্ড অব্ ইয়ং ক্লার্জি'র সেক্রেটারী এবং লাঙ্কাশায়ার ইয়ংডেলের সেণ্ট্‌ নেরী আইকারেজের আইকার রেভাঃ টি, ডব্লিউ, টেলার এম-এ, বি-ডি, মহোদয় যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Tridandi Swami B. H. Bon very kindly consented to lecture at the annual School this year for the Manchester Diocesan Guild of Young Clergy. The School was held at the Diocesan Retreat House during September, and about thirty clergy were present. The guild is for those serving in the Diocese during the first three years of their ministry, so that none had been in Holy Orders for more than three years, except some who were there either to lecture or in an official capacity. It opened on Monday afternoon and continued till Wednesday morning. In addition to his lectures, therefore, there was ample opportunity for the Swami and those attending the School to meet.

It is not difficult to describe the impression the Swami made personally, and in this connection it should be remembered that an English man is usually more interested in the kind of person a man is than in what he wishes to teach. He would tend to judge the value of his doctrine by the effect it has on his character and life. Those who attended the School were noticeably attracted to the Swami. The sincerity of his vocation, his manly gentleness and his courtesy and culture appealed to them all. They felt that in him the barriers of race did not stand in the way of their realising a sense of brotherhood with him. They felt too, that in much that he said they were listening to India speaking rather than to an individual expouding his personal opinions and views on some controversial matter.

Two things seemed clear from conversations I have had since with men who attended the School. One is that the Swami corrected many incorrect impressions they had—impressions they had gathered partly from lessons at School as children and partly from general reading later in life. It was rather a matter of adjusting and enlarging their ideas than of correcting what was definitely false or erroneous. The other impression was that the Swami made India live for them. Englishmen are generally acquainted with the history of the origins of their race and nation and know the feelings that it stirs in them. When the Swami explained the history of the origin of the term 'Hindu', they found in him the same kind of interest and

feeling they knew in themselves. This went a considerable way to awaken the sense of brotherhood I have already referred to.

Most of the Swami's hearers could not fail to notice the ease with which he discussed the most abstrat metaphysical themes. He was more completely at home in this sphere than an Englishman usually is. They had heard of the Indian Philosophical mind, but had not previously come so closely into contact with it. They were impressed by the way the Swami expressed himself in English, not only by his choice of words, but the way in which he knew just when the English language failed him, and they admired his skill in elucidating points in a language not easily suited to his purpose.

Some ideas fundamental to the English Christian mind seemed altogether foreign to the Hindu mind. Such, for example the idea for the Incarnation. But although such differences were noticeable, I doubt if a singal man present felt for a moment that God Whom the Swami worships, and upon Whom he meditates is any other than Whom we address in our prayers as 'our Father in Heaven'

ম্যানচেষ্টার 'ভাওসিজান ক্লিড' এর যুবকধর্ম্মযাজকগণের বাৎসরিক স্কুলে এ বৎসর ত্রিথিওস্বামী বি, এইচ, বন একটি বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ পূর্ব্বক সমস্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্কুলটি গত সেপ্টেম্বর মাসে ভাওসিজান হিউটি হাউসে বসিয়াছিল এবং প্রায় ৩০ জন ধর্ম্মযাজক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ ভাওসিজের প্রথম তিন বৎসর যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই জন্য ঐ 'গিল্ডে'র অস্তিত্ব। তদ্ভেতু, তিন বৎসরের অধিক কেহ 'হোলি অর্ডারের' অন্তর্ভূক্ত থাকেন না। তবে যাঁহারা কোন বক্তৃতা দিবেন কিম্বা সহকারী হিসাবে কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ঐ স্কুলটি সোমবার বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বুধবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত খোলা ছিল। স্বামিজীর বক্তৃতাশ্রবণ ব্যতীত এস্থানে আগত অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বামিজীর সহিত ঐস্থানে সাক্ষাৎ করিবার এবং অন্যান্য কথা আলোচনা করিবার প্রচুর সুযোগ হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা সাধারণের মনে যে রেখা-পাত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য নহে। এবং এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একজন ইংরাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের প্রতি যত আকৃষ্ট হন, তাঁহার বক্তৃতার প্রতি তত হন না। ইংরাজগণ বক্তার বক্তৃতার বিষয়টি তাঁহার (বক্তার) নিজের জীবনে ও চরিত্রের উপর কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার পক্ষপাতী ; ঐ স্কুলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্বামীজীর বাগ্মিতা সরলতা, তাঁহার ভদ্রতা, সৌজন্য ও শিক্ষা সাধারণের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বামীজীর বাক্যে তাঁহার সহিত ভ্রাতৃত্বস্থাপনের বিষয়ে কোন বাধা বা ব্যবধান থাকিতে পারে না। তাঁহারা আরও অনুভব করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যেন ভারতের নিকট হইতে কাহারও কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বা বিবাদীর মতবাদ শ্রবণ করিতেছেন না।

যাঁহারা ঐ স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কথা-বার্ত্তায় আমার নিকট দুইটি জিনিষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যে প্রথমটি এই যে, তাঁহারা স্কুল হইতে বালক-হিসাবে এবং তৎপরজীবনে যে-সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা সংগ্রহ করেন, তাহা স্বামীজী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বরং ইহা এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজী তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন না করিয়া, তাঁহাদিগের ঐ ধারণাগুলিকে যথাস্থানে সমাবেশ এবং বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ধারণাটি এই যে, স্বামীজী ভারতবর্ষকে বাসস্থানের একটি যোগ্য স্থান বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের নিজেদের জাতীয়তার প্রাক্-ইতিহাস ও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরে উদ্ভূত অনুভূতি-সকলে পরিচিত। যখন স্বামীজী 'হিন্দু' এই শব্দের মূল-তথ্য ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহার (স্বামীজীর) মধ্যে নিজেদের জাতীয়তার অনুভূতি ও স্বার্থ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে

প্রভূত ভাব উদ্বোধন করিবার বিষয়ে প্রচুর সাহায্য হইয়াছিল।

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর বর্ণিত হিন্দুর দার্শনিক-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সহসা সরল ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিতে ভুল করেন নাই। এই জন্যেই স্বামীজী একজন ইংরাজের অপেক্ষাও অধিক আত্মীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক অন্তঃকরণের কথা কেবল শ্রবণই করিয়াছিলেন;; কিন্তু ঐরূপ কোন দার্শনিক ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নাই। স্বামীজী ইংরাজী ভাষায়, ইংরাজী-শব্দ-যোজনা-দ্বারা এবং যেখানে ইংরাজি-শব্দের অভাব হইয়াছে, তেমন অবস্থায় তিনি যে-ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং যে-ভাষা তাঁহার মনোগত-ভাব বা তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার বিষয়ে উপযুক্ত নয়, সেইরূপ ভাষায় বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি যে দুরূহতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অতীব প্রশংসার পাত্র।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজগণের নিকট যে-সমস্ত কারণ মূল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হিন্দুদিগের নিকট একেবারেই বিজাতীয় অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপে অবতারবাদের কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও আমার মনে হয়, তথায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে সকলেই ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যে ভগবান্‌কে উপাসনা করেন এবং আমরা আমাদের "স্বর্গীয় পিতা" বলিয়া যাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, ইহাদের দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১০সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "অক্সফোর্ডে 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা" শীর্ষক সংবাদে কিছু কিছু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে তাহা সংশোধিত করিয়া পুনঃ প্রকাশিত হইল—

(১) Dr. B. H. Streeter M. A. D. D. Dean Professor of Holy Scriptures of the Queen's College স্থলে Dr. B. H. Streeter, the Provost (Principal) of Queen's College হইবে।

(২) Dr. E. R. Micklem D. Litt, M. A, of the New College স্থলে Dr. F. R. Micklem, the Principal of Mansfield College হইবে।

(৩) Dr. L. W. Grensted, Oriel Professor of Philosophy Oxford University স্থলে Dr. L. W. Gransted D. D. Professor of Oriel College হইবে।

(৪) Rev. Dr. L. B. Cross M. A, D. D. Pro-Proctor of the Oxford University স্থলে Rev. Dr. L. B. Cross M. A. D. D. of the The Jesus College হইবে।

(৫) Dr. F. W. Thomas M. A. Boden Professor of Sanskrit, Queen's College স্থলে Dr. F. W. Thomas M. A. the Director of the Indian Institute, Oxford University হইবে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ২৯শে নবেম্বর (১৯৩৩) বুধবার সন্ধ্যার ট্রেণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী সহ ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভী য়াওড়া জেলায় প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি অবিলম্বে ঢাকা-মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া গতকল্য সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ১৮শ সংখ্যা

গানের অধিকারী কে ?

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন মলিন-চিত্ত জীবের হৃদয়দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কল্যাণ-কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অহমৃতির প্রাণ-স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণসুধা আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃত্রিম-ভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বৃত্তিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবল-মাত্র সেবোন্মুখ হইয়াই গান করিতে সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্তাঙ্গ হইতে বিরাম গ্রহণ করেন; তজ্জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রাকৃত সকলপ্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া, প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচজ্ঞানে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা-সম্পন্ন হইয়া, আপনাকে সকলপ্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমান-সমূহের সম্মান প্রদান করত জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান-লাভে লুব্ধ হইলে

অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর সমান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সম্যক্ কীর্ত্তিত হন না।

যিনি প্রাকৃত জন্মমাত্রেই মহিমান্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনী জ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্প-সদৃশ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া নিজরূপ-গরিমায় আন্দোলন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত ব্যাপারে মত্ততাজ্ঞানে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপট চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নামরসাস্বাদনে বঞ্চিত হন, তাঁহারও কৃষ্ণগানে অধিকার-লাভ ঘটে না। যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহ-বিশিষ্ট হন না, তিনিও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অন্যান্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নামকীর্ত্তনে রত প্রকাশ করেন, তিনি নামগানে অধিকারী হন না। কেবলমাত্র যিনি জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবা-পরায়ণ এবং নিষ্কপট চিত্তে একমাত্র নামগানে রত, তিনিই প্রকৃত নামগানের অধিকারী। [সঃ তোঃ ১৯১০]

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ সংখ্যার পর)

সপ্তদশ প্রসঙ্গ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার সন্দর্ভে তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের ন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। তথাকথিত মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী ভোগবুদ্ধিতে শাস্ত্রের কথাগুলিকে কিরূপ বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি শাস্ত্রবিচার ও যুক্তিদ্বারাই দেখাইয়াছেন। *

যেরূপ বর্ষার জল নদী-প্রভৃতি বিভিন্ন জলাশয়কে আশ্রয় করিয়া সাগরে গমন করে, সেরূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত—সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। দেবদত্ত নামক কোন এক ব্যক্তি যেরূপ পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু-প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হন, সেরূপ আমি এক ভগবান্‌ই লীলাক্রমে সূর্য্যাদি পঞ্চবিধ নামে ও পঞ্চরূপে আবির্ভূত হই। সৌরই হউন, বৈষ্ণবই হউন, ব্রহ্মার উপাসকই হউন, শাক্তই হউন আর অন্যদেবতার ভক্তই হউন, ইহারা কেহই ভগবানের ভক্তের তুল্য হইতে পারেন না। তাহার কারণ, কেবল সূর্য্য, কেবল শিব, কেবল ব্রহ্মা বা শক্তিকে আরাধনা করিয়া সেই আরাধনা-প্রভাবেই তাঁহাদের পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটে না; কিন্তু যদি তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে সেইরূপ শুদ্ধভক্তি-দ্বারা অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগাদি-প্রভাবেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

সূর্য্যপূজক দেবশর্ম্মা ও চন্দ্রশর্ম্মা নামক দুইজন ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত উপরি-টীক উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"সেই বিষ্ণু-ক্ষেত্রের প্রভাবে এবং দর্শনীলতা-হেতু বিপ্রদ্বয় আমার নজী অনুচরগণের দ্বারা

---

* "সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব প্রাপ্নুবন্ত্যেব যথাপঃ সাগরং যথা।
একোঽহং সকলা জাতঃ ক্রীড়ন্ বালকিবদ্ যথা।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিত্ব-নামভিঃ॥" ইতি।
"ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতা-ভক্তো মদ্ভক্তাশ্চ মমপ্রিয়াঃ॥" ইতি।

তাদৃশ-সৌরাদিনাং তৎপ্রাপ্তিস্তু ন কেবলং তদ্ভক্তেরেব। কিন্তু ভগবদীয়ার্চ্চন-তদ্ধ্যানতদ্ভক্তিদ্বারা বা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র-মরণাদি-প্রভাবেণ বা; যথা তত্রৈব ধর্ম্মিচন্দ্রসংবিবর্ত্ত-চন্দ্রশর্ম্ম ব্রাহ্মণয়োঃ সূর্য্যারাধকয়োঃ। তত্রত্যং শ্রীভগবদ্বচঃ—

"তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ দর্শনীলতয়া পুনঃ।
বৈষ্ণবৈরুভয়োঃ শীঘ্রং মৎসমীপমিতয়োঃ।
ব্রাহ্মণীভ্যাং ততাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্।
তেনাহং কর্ম্মণা তাভ্যাং সূত্রীতো ন তু কিম্।" ইতি।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

বৈকুণ্ঠ-ভবনে নীত হইয়াছিলেন। এই বিপ্রদ্বয় যাবজ্জীবন স্বধাপূজাদি করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়াছিলাম। ইহারা মায়াসুরী বিষ্ণুদেহে পূজা করিয়াছিলেন এবং কল্পলীলায় নয়াবিৎ ও অক্রুর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পুণ্ডরীকেরও পিতৃদেবতা-হেতু ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনায় ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রীগীতোপনিষদাদিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। "হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতাকে ভজনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রাপক বিধি পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করেন। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু এরূপভাবে আমাকে জানিতে না পারিয়া অন্য দেবতার উপাসকগণ স্ব-স্ব স্থান হইতে চ্যুত হন অর্থাৎ সংসার-গতি লাভ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতার পূজকগণ সেই সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি-দ্বারা পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকেই প্রাপ্ত হন, যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কাদি ভূতপূজকগণ ভূতগণকেই লাভ করেন আর আমার ভজনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবৃত্রদেব-প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণ বলিতেছেন, "অখিলদেবতা, পিতৃশ্রাদ্ধ যাবতীয় গুরুবর্গ, সমগ্র ব্রাহ্মণবর্গ—ইহারা সকলে সংযত হইয়া স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষরূপে যে ভগবানের চরণযুগলের অমৃত ভাগের এক অংশও জীবের প্রতি প্রদর্শন করিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।"

শ্রীব্রহ্মা ও শিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই ভজন করিবে। "যেহেতু সেই আদিদেব ব্রহ্মাই ভজনশীলগণের পরমগুরু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম ভজনোপদেষ্টা, সুতরাং বৈষ্ণব এবং 'বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভুই শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে ব্রহ্মা ও শিবের বৈষ্ণবত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির এইরূপ বাক্য দেখা যায়,—"কামের সম্পূর্ণ ফল-দাতা ভগবৎপরায়ণ আপনার নিকট আমি এই একটিমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, ভগবান্ ও বিষ্ণুর প্রতি এবং ভগবদ্ভক্তগণ ও ভাগবত-শ্রেষ্ঠ আপনার (শিবের) প্রতি আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক।"

চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টভুজ ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে শিবভক্ত প্রচেতোগণ বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্ নারায়ণ, আপনার প্রিয়সখা শিবের কৃপাকণা সদৃশভাবে আমরা চিকিৎসক ও মৃত্যুরূপ সংসারব্যাধির সদৃবৈদ্যরূপ জীবের একমাত্রগতি আপনাকে অল্প প্রাপ্ত হইলাম।" বিষ্ণু ও শিব—উভয়ের সমবর্দ্ধনকারী ব্যক্তির ভক্তি-লাভ হয় না, বরং তাহাতে অপরাধ হয়। "যে মূর্খগণ বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমবুদ্ধি করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সমান মনে করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।" *

এখানে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন, "ব্রহ্মা, রুদ্র ও নারায়ণকে সমবুদ্ধি করা যদি পাষণ্ডতাই হয় এবং সেইরূপ অপরাধের দ্বারা যদি কখনও ভগবানে শুদ্ধাভক্তি-লাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি না ঘটে, তবে শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে-অভেদদর্শন-বোধক বাক্য দেখা যায়, সে সকল বাক্যের সঙ্গতি কি?" ইহার মীমাংসা শ্রীল জীবপ্রভু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন,—

"শাস্ত্রে যেসকল অভেদ-দর্শন-বোধক বাক্য দেখা যায়, তাহা শরণত্ব-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞের নিরপেক্ষ জ্ঞানিগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে। কেন না, দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যানে

---

* অতএবোক্তং শ্রীদত্তাত্রেয়েন (ভা ৮।২৩।১৯)—

"য় এষাং পুরুষাং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

শ্রীব্রহ্মশিবাদীনাপি বৈষ্ণবত্বেনৈব তত্রোক্তত্ব, (ভা ২।৪।৩)—"য় আত্মিকেবা ভগবান্ পরম ঋষভঃ।" (ভা ১২।১৩।১৩)—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদ্যনুসারাৎ। অতএব যাদৃশে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বচনম্ (ভা ১২।১০।৩৪)—"ত্বয়ীকেশং বৃণেঽবাপি পূর্ণকামাদভির্বরাৎ ভগবদ্ভক্তাং ভক্তিং তৎপরমু তথা ত্বয়ি।" ইতি।

যদ্যপি তৎপর ইত্যর্থঃ। অতএবাহ্যে প্রজাপতিকৃত-শিববন্দনেঽপি (ভা ৮।৭।২৩)—"যে স্বাত্মাবাসগুরুষ্বিহ দিতিভিস্তাদৃশি স্বস্তয়ে" ইতি। চতুর্থে শ্রীমদ্ধ্রুবং প্রতি প্রচেতোভিরপি (ভা ৪।৩০।৩৬)—"ত্বন্তু সাক্ষাদ্ ভগবত্ত্ব ভবস্য প্রিয়স্য সখুঃ কপয়ৈবমেষ" ইতি।

বৈষ্ণবস্য তু সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিনাশঃ; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"য় অজ্ঞেষু পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাত্মকমপ্যাপি বিষ্ণু-সাম্যেক্ষয়ন্তি নঃ।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীশিব বলিয়াছেন,—শাস্ত্ররসের নিরপেক্ষ উপাসকগণ কেবল আমাতে ও বিষ্ণুতে সম-দর্শন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুক্কুর, হস্তী, গরু—সকল জীবেই সমদর্শন করিয়া থাকেন। জগতে অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে বি-সম দর্শন করেন, সেরূপ দর্শন তাঁহাদের নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্‌কে উপেক্ষা করেন বা তাঁহার অধীন আধিকারিক দেবতা-গণকেই "স্বয়ং ভগবান্" বলেন।

সমজাতীয়ত্বে দর্শন ও 'স্বয়ং পরমেশ্বর'-রূপে দর্শন এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা। শাস্ত্ররসের নিরপেক্ষ জ্ঞানী ভক্ত সমজাতীয়ত্বে অভেদ দর্শন করেন; কিন্তু শিব, ব্রহ্মা বা অন্য দেবতাকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ বলেন না, যেহেতু ব্রাহ্মণকে মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যানের শিববাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়, শ্রীশিবের "স্বয়ংহরিরীশ্বরঃ" (ভাঃ ১২।১০।২১) এই বাক্যটির দ্বারা 'সমদর্শী ব্যক্তিগণও শ্রীহরিকেই স্বয়ং ঈশ্বর জানেন' ইহা বলা হইয়াছে। আবার "পার্থিবা-ণ্যাক্ষরে" (ভাঃ ১২।১২৪-২৭ শ্লোকেও তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীশিবও বলিয়াছেন,—

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত্ ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥"

(ভক্তিরত্নাকর ১০৪ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মপুরাণোক্ত শিব-বাক্য)।

অর্থাৎ যিনি আমাকে (শিবকে) কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত।

"পরব্রহ্মস্বরূপস্য তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবস্তবনং যুক্তম্।"

কেননা পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবের বিজ্ঞান লাভ হইলেই সকল বস্তুর বিজ্ঞান লাভ হয়। অতএব শিবকে "বৈষ্ণব" বলিয়াই স্তবন করা সঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবত এইজন্য উপ-সংহারে বলিয়াছেন,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥" (ভাঃ ১২।১৩।১৬)

অর্থাৎ নদীগণ-মধ্যে যেমন বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণ মধ্যে যেমন শ্রীভগবান্ অচ্যুতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণ-মধ্যে যেমন শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট শম্ভু বরেণ্য, পুরাণ সকলের মধ্যে সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ শাস্ত্র-বিচার হইতে জানাইয়াছেন, অপর বৈদিক দেবতার পূজা করিতে হইলেও পরাৎপরতত্ত্ব স্বতন্ত্রভগবান্ বিষ্ণুরই অধিষ্ঠান বা বিষ্ণুর সেবক-জ্ঞানেই ঐসকল বৈদিক দেবতার পূজার বিধি পারম্পর্যিক ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কারণে শিবপূজার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলেও পরমপুরুষ বিষ্ণুর কোন কোন সেবক ঐ শিবমূর্ত্তিতেও ভগবান্ বিষ্ণুরই পূজা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল জীব প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে—(১০৪সংখ্যায়) একটি শাস্ত্রসম্মতোল্লিখিত ইতি-হাসের বর্ণনা করিয়াছেন।*

---

* পরব্রহ্মস্বরূপস্য তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণব-ত্বেনৈব শিবস্তবনং যুক্তম্। কেচিত্ত বৈষ্ণবাগ্রেসরপুরুষসাধারণ্যেনোপ-দিষ্টং চেদেহি তদ্বিগ্রহবিষ্ঠানে শ্রীভগবদপি সুলভন্তি, যথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মো-ত্তরাদ্বিষ্ণোরমিতিহাসঃ—

"বিষ্বক্সেন-নামা কশ্চিদ্ বিপ্র একান্তভাগবতঃ পৃথিব্যাং বিচরন্না-সীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্তে উপবিষ্টঃ। তত্রাস্য প্রাণাধ্যক্ষতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসস্তমুবাচ—ক্ষোহশীতি। ততঃ কৃত-স্বাধ্যায়ঃ পুনস্তমুবাচ,—ন শিবং পিনষ্টীত্যস্য ভাবেতি নিশ্চেষ্টঃ সেবং শিবং পূজয়িষ্যন্ স সঙ্কোচীত্যতো মম প্রতিবিধিস্তেন ন ত্বং পূজয়েতি। এতদনন্তরঞ্চ তত্রস্যাঃ সার্দ্ধং পঞ্চম্—

"এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ যদ্যেবমাত্মিনঃ শ্রুতাঃ।
চতুর্ব্যূহো হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবক্রমোঽথবা।
পূজয়স্ব তথৈবাদ্য ত্বমাত্মানং গদাগ্রজম্।"

ইতি। ততস্তদ্বিস্তরবলীয়স্ত্বাত্তি স পঞ্চমব্যূহবিভাবান্ শিবস্তেন্দ্র। ততশ্চাসৌ বিপ্রস্তদ্ভক্তেন মৃত্যুবলীয়ান্ বিচার্য্যোক্তবান্,—অয়ং ভবং ভবতু, তত্রৈব গচ্ছামঃ' ইতি। যদ্যপি চেহ যদ্যপি ত্রিস্তিতম্,—'অয়ং হরঃ প্রলয়হেতুকত্বা তমোবর্দ্ধনত্বাত্তমোভাবঃ; শ্রীনৃসিংহদেবশ্চ তামস-রৌদ্রগুণ-বিস্তারকত্বাত্ তমোভঞ্জনকর্ত্তৃত্বাৎ তদ্ভক্তনার্থমেব তত্রোদ্রেক পূর্ত্ত ইব তমোভাবেঃ; অতো ভক্তাকারাবিষ্টেনাপি তদুপাসকানামেষাং তমোভঞ্জনতরে শ্রীনৃসিংহপূজাদেবাদিষ্টা করিষ্যতীতি। অথ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' ইতি পূর্ব্বীতপুষ্পাঞ্জলৌ তস্মিন্ পুনঃ স্তোত্রাবিষ্টেন প্রাণাধ্যক্ষপূজ্রেণ পঞ্চমঃ সমুদ্ভাবিতঃ। ততশ্চাক্ষমাত্মজেন লিঙ্গং ক্ষোটয়িত্বা শ্রীনৃসিংহদেবেন স্বয়মাবির্ভূয় তং প্রাণাধ্যক্ষপুত্রং সপরিকরং জঘান। তদ্বিস্তরাং বিস্তরেণ-প্রসিদ্ধো 'লিঙ্গস্ফোট'-নামা অত্র স্থানে বিস্তরাদিতি।"

অতোঽনন্তরঞ্চ শ্রীশিবস্যপি বৈষ্ণবত্বেনৈব গানমস্তি; কেচিৎ কদাচিদ্বিষ্ণোরনন্তত্বেনৈব বা। অতএবোক্তমাদিবারাহে—

"অনন্তাচ্যুতসংজ্ঞেষু সমাখ্যা যস্য বর্ত্ততে।
বৈষ্ণবং লক্ষণং তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সম্মতম্॥"

বিশ্বসেন নামক একজন পরমভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। একদিন তিনি একাকী কোন একটি বনের নিকট আসিয়া বলিলেন এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধ্যক্ষের পুত্র সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার নাম-ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে সেই অধ্যক্ষ-পুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আজ আমার অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমি

ইতি। অতএব শ্রীনৃসিংহ-শিবয়োরৈক্যম্। দৃশ্যতে। শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ—"অনুপবীত-পঞ্চযজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণীতেন তপসম্। উপবীতপঞ্চ-যজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণেন তপসম্। পুরশ্চরণপঞ্চযজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণেন তপসম্। যাগযজ্ঞপঞ্চযজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণেন তপসম্। বর্ণাশ্রম পঞ্চ পূর্বোক্তেন তপসম্। ভক্তজনপঞ্চযজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণেন তপসম্। অথবর্ণাঙ্গীরসশাখাধ্যায়পঞ্চযজ্ঞকর্মেতিহাসপুরাণেন তপসম্।" ইতি; মন্ত্ররাজস্তু তত্র শ্রীনৃসিংহস্য এবেতি।

ষড়ক্ষরেণ ভজনে তু বৃত্তপাদো দ্বয়ক্ষরঃ, যথা চতুর্থে (৪।৮।৪৭-৪৮)—

"কৃতঃ প্রায়েণাল্পায়ঃ ক্রমশতঃ দুরন্তায়ম্।
তমস্তত্রতত্র যে চ যে চ তান্ দমন্নুত্রতাঃ।
পাষণ্ডিপাতে তমস্য সন্ধায়ন্তপতিপদ্ধিনঃ।"

—ইত্যাদি। বেদবিহিতমেবাত্র তমস্তমনমুক্তম্; অতঃ বিহিতস্য পাষণ্ডিত্ব-বিধানায়োগঃ প্রাপ্তঃ, পূর্ব্বত এব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ ষড়ক্ষরস্যৈবো-পাসনায়াময়ং দোষঃ; যতশ্চ তত্রৈব স্বেন শ্রীনরার্দ্দনেনৈব যেষুদ্ধরন্তমুক্তম্ (ভাঃ ৪।৮।১৮)—

"এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বে চানুসস্তস্থুর্ম্মং প্রমাণং জনার্দ্দনঃ।"

ইতি। এষ বেদলক্ষণো 'যৎপ্রমাণং' যস্য মূলমিত্যর্থঃ। অতএব-মন্ত্রেষ্বপি শ্রীবিষ্ণুশক্তিপূর্ত্তীচ্ছা "শিবং বলতম্" (ভাঃ ১।৯।২৩) ইত্যাদিনা। তথা শ্রীহরিবংশে শিববাক্যেষু—

"হরিরেব সদা ধ্যেয়ো জন্তুভিঃ সর্বদাস্থিতৈঃ
বিষ্ণুস্ত্রং সদা দিব্যাঃ পঞ্চরং ধ্যায়তেনরম্।"

ইতি; তস্মাৎ শ্রীশিবস্তবেষ্বপ্যেবমুক্তে শিবে পরাপরাদি বেদবাদো বৈষ্ণবাধিকারে তদধিষ্ঠানত্বেন-সেবকত্বেনাপ্রাকৃতত্বাদেব পূজা-বিধানম্।

শ্রীভগবল্লোকস্যাপ্রপঞ্চত্বাৎ তল্লীলোপযিক-নরলীলাপার্ষদানাং বা জগৎজীবন-রক্ষার্থে তু শ্রীমূর্ত্তীনাং রাজসত্বং তদ্ধ্যানাদিষু তদধিষ্ঠিতত্বে-নৈবেতি জ্ঞেয়ম্। যথানুষ্টিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন (ভা ৭।৯।১৫৩)—

"ততঃ সংপূজ্য শিরসা বরদেশ পরমেষ্ঠিনম্।
তদ্বং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো জগদেজসঃ।"

ইতি। তদুক্তং শ্রীমূর্ত্তিরহস্যে (ভা ১০।৭৫।৩)—

"রুদ্রস্যাদেব গোবিন্দ রাজসস্যেব পার্থিবী।
যথা বিষ্ণুস্তীর্থবরস্তথা শম্ভোর্ন সংশয়ঃ।"

আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না, অতএব আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি শিবের পূজা কর।"

ইহা শুনিয়া সেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমরা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণু-বিগ্রহই আমাদের পূজ্য। আমরা অন্য দেবতার পূজা করি না। বিষ্ণুর যে কোন অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপ আমাদের পূজ্য।"

ইহা শুনিয়া ঐ অধ্যক্ষ-পুত্র ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন করিবার জন্য খড়্গ উঠাইলেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিলেন,—"ভগবৎসেবার প্রাণ কেনই বা এইরূপ অনর্থক বিনষ্ট হইতে দিব; সুতরাং ইহাকে বঞ্চনা করা যাউক। আমার ত' শিবের আরাধ্য বিষ্ণুর পূজা করিতে আপত্তি নাই; শিবের হৃদয়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, আমি সেই বিষ্ণুকেই পূজা করিব। রুদ্র প্রলয়ের কারণ, তমোবর্দ্ধনকারী বলিয়া তমোময়; আর তামস-দৈত্যগণের সংহারক এবং তমোহরণকারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেব নিজ-ভজন শিব-প্রধানের তত্ত্ব তমোরাশি দূর করিয়া সূর্য্যোদয়ের ন্যায় উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠানস্থলেও আমি এই রুদ্র-উপাসকের তমোহরণের জন্য এই শিব-লিঙ্গে শ্রীনৃসিংহ-দেবেরই পূজা করিব।

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রকে বলিলেন,—"আমি তোমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিব। আমাকে মন্দিরে লইয়া যাও।" মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শিবকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া যখন রুদ্রের অন্তর্স্থিত নৃসিংহদেবকে 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ঐ গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে তাহার পরিজনগণের সহিত বিনাশ করিলেন। এখনও দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে সেই শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ "সিঙ্গকোট" নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন।

অতএব যাঁহারা পরমপুরুষ ভগবানের সেবক, তাঁহারা শ্রীশিব প্রভৃতি অন্য দেবতাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই সম্মান করেন, কেহ কেহ বা কথাচিৎ 'বিষ্ণুর অধিষ্ঠান' বলিয়াই

শ্রীশিবের প্রতি মস্তক নোয়াইয়া থাকেন। তাই আদি-বরাহপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় "অতোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিব-মপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি; কেচিৎ তদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫সংখ্যা)

"তস্মাত্তত্রসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সঙ্কল্পাপক্ষয়ে সতি॥"

ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫সংখ্যাধৃত বরাহপুরাণবাক্য)

সহস্র সহস্র জন্ম শিবের সম্যগারাধনা (বিধিপূর্বক আরাধনা অর্থাৎ বিষ্ণুকে 'স্বতন্ত্রপরমেশ্বর'-বিচারে 'বৈষ্ণব'-জ্ঞানে শিবের পূজা) করিবার পর পাপ ক্ষয় হইলে অবশেষে ধীমান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন।

অতএব শ্রীনৃসিংহ-ভক্তি ও শ্রীশিব-ভক্তি মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। 'শ্রীনৃসিংহতাপনী' শ্রুতি বলিতেছেন,—"একজন উপনীত ব্যক্তি—অনুপনীত একশত জনের সমান; আবার একজন বানপ্রস্থ—একশত গৃহস্থের সমান, একজন যতি—একশত বানপ্রস্থের সমান, একশত যতি—একজন রুদ্রমন্ত্র-জাপক-তুল্য; একশত রুদ্রজাপক—একজন অথর্ব্বাঙ্গীরস নামক (বেদ-শাখাধ্যাপকের তুল্য; একশত অথর্ব্ব-আঙ্গীরস-শাখাধ্যাপক—একজন শ্রীনরসিংহমন্ত্ররাজাধ্যাপকের সমান।"

শ্রীশিবকে স্বতন্ত্রপরমেশ্বর-জ্ঞানে অর্থাৎ "বিষ্ণুর পরমপদ যেরূপ স্বতন্ত্র ভগবান্, শিবও তদ্রূপই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শিব বিষ্ণুর পরতন্ত্র নহেন"—এরূপ ভাবে শিব-ভজনে ভৃগু-মুনির একটি ভীষণ শাপ আছে,—"যাহারা ভবব্রত ধারণ-কারী অর্থাৎ শিবকে 'স্বতন্ত্রভগবান্' জ্ঞানে বৈষ্ণবের প্রতি অবধাননাকারী, সেই সকল ব্যক্তি অথবা তাহারা যাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির বিরুদ্ধবাদী হইয়া পাষণ্ডিরূপে গণ্য হউক।"—(ভাঃ ৪।২।২১-২৮)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ এখানে বলিতেছেন, "বেদ-বিহিত ভবের ব্রতের প্রতিষ্ঠা শাপ প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ যদি মনে করেন যে, 'বৈদিক দেবতা শিবের স্বতন্ত্র-ভাবে পূজা করিলে বেদবিহিত কার্য্যই হইবে, তাহাতে পাষণ্ডিত্বের আরোপ হইতে পারে না', তাহা নহে। কেন না বেদ-বিধি-বিরুদ্ধ শৈব তান্ত্রিকগণের পাষণ্ডিত্বও পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে, বিশেষতঃ ভৃগু শ্রীহরিকে বেদের মূলস্বরূপ বলিয়াছেন, বেদবিধির লঙ্ঘন করিতে তিনি বলেন নাই; কিন্তু বেদ-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ বিষ্ণুর পরতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে শিবের উপাসনা বেদ-বিহিত নহে, তাহাতে পাষণ্ডতা উপস্থিত হয়,—ইহাই তিনি জানাইয়াছেন।

বিষ্ণুর বহিরঙ্গের আবরণ-সেবকরূপে অপ্রাকৃত অন্যান্য সেবগণেরও পূজার বিধান আছে (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭ম বিঃ ১১৯-১২০ সংখ্যা ও পরবর্ত্তী ২৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীযুধিষ্ঠির যেরূপ রাজসূয় যজ্ঞে কেবলমাত্র বিষ্ণুপ্রীতির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য দেবতাগণকে ভগবানের বিভূতিরূপে পূজা করিয়াছিলেন অর্থাৎ কাহাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে পূজা করেন নাই, ভগবানেরই আজ্ঞা-পালক ভৃত্যরূপে পূজা করিয়াছেন, সেরূপ ভাবে কেহ কেহ বিষ্ণুর বিভূতি-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করিতে পারেন; কিন্তু পরম-পুরুষ বিষ্ণুর পূজাই মূল; যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—"হে গোবিন্দ, আমি রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা আপনার পবিত্র বিভূতিসমূহের (অংশ ও আবিকারিক দেবতাগণের) যজন করিব। হে প্রভো, আপনি আমাদের সেই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।"

(ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ অন্তর্হিত হইলে) প্রহ্লাদ ভগবানের অংশাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবতা-গণকে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিলেন।

অতএব অন্যান্য দেবতাকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন 'তদীয়' বলিয়া উপাসনার কথাই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবতাগণের অবজ্ঞা ও নিন্দাদি বিশেষ দোষ, তবে অন্যান্য দেবতা ও পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করাও ভীষণ অপরাধ। তাই বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা—উভয়েরই প্রতি নিন্দাপূর্ণ বিদ্বা-ভক্তি। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

একাদশ সম্পুট

বিরহোদ্দীপ্ত ব্যক্তিগণের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেরও দুরধিগম্য

যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহে প্রদীপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের পূর্ণতম সর্ব্বাঙ্গীন সেবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা জগতের সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না—এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলে।

এজন্যই গৌড়নৈরিহের আদিকবি গাহিয়াছেন—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-রূপ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিরহ-মহান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১৯৷৩০-২৪১)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নবদ্বীপের ছাত্রসমাজের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় গৃহে বসিয়া গোপীভাবে 'গোপী' 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ ছাত্র আসিয়া মহাপ্রভুকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি 'কৃষ্ণ' নাম ছাড়িয়া 'গোপী' 'গোপী'-নাম জপ করিতেছেন কেন? 'গোপী' নাম লইলে কি পুণ্য হইবে?" ছাত্রের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাতে 'বেত্র' লইয়া অত্যন্ত ক্রোধে ছাত্রটিকে মারিতে গেলেন। এদিকে ছাত্রটি ছাত্র-সভায় গিয়া মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণের কথা জানাইলে ছাত্র-সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল এবং মহাপ্রভুকে সকলে একবাক্যে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এত বড় ক্রোধী আবার 'সাধু' ও 'ভক্ত' নাম জাহির করিতে চায়? নিমাই পণ্ডিত একাকী সমস্ত দেশ নষ্ট করিতে বসিয়াছে। ইহার আস্পর্দ্ধা দেখ, ব্রাহ্মণকে মারিতে চাহে, ধর্ম্মের ভয় নাই; পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে আমরা তাহাকে ভাল-রূপ প্রহার করিব। সে একটা মাত্র লোক, দেখি আমাদের কি করিতে পারে।"

ছাত্রসমাজের নিমাইর নিন্দা

ছাত্র-সমাজ তাহাদের অন্যত্র স্থানে মহাপ্রভুকে এইরূপ নিন্দা করিয়াছিল। মহাপ্রভু যে, হৃদয়ে কতখানি অপ্রাকৃত ভাব-সেবার মত্ত থাকিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে ঐরূপ ক্রোধীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন ছাত্রসমাজ কেন, পৃথিবীর আধুনিক জনসমাজের কয়টি লোক বুঝিতে পারে?

আধুনিক ব্যক্তিগণের ভ্রান্তধারণার বহু দৃষ্টান্ত

এখনও অনেক 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "তিনি জগাই-মাধাই-কর্ত্তৃক নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে 'মুটকি' নিক্ষেপকালে নিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই; অমনি চক্র আহ্বান করিয়া প্রতিহিংসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তিনি অন্যকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার উপদেশ দিয়া নিজে কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়াছিলেন; দেবানন্দ পণ্ডিতকে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিয়াছিলেন; ছোট হরিদাসের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আচরণ করিয়, অবশেষে তাঁহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নী ও অনাথা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসকে তাঁহার মাতাপিতা ও অন্যান্য-সম ভাগ্যার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; শ্রীরূপ-সনাতনের ভবিষ্যৎ জীবন 'মাটি' করিয়া দিয়াছিলেন—রূপ-সনাতন হুসেনশাহ নিকট থাকিলে আজ কত বড় রাজনৈতিক ও সম্পত্তির মালিক বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন! মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মহাপ্রভুর কৃষ্ণসেবাসক্তিময়ী ক্রোধলীলাকে কাম-ক্রোধাসক্ত ছাত্রসমাজের বিপরীত ধারণা

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি অপ্রাকৃত বিরহে বিভাবিত হইয়া কত বড় সেবার আদর্শ প্রকাশ করিলেন, আর সাধক ছাত্র-সমাজ ঠিক তাহার বিপরীত বুঝিল! শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহ-ব্যথিত গোপীভাবে মত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছাত্রকে 'কৃষ্ণপক্ষ-

পাত্রী' জ্ঞানে ক্রোধভরে ঐ কার্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কপটতা-দুষ্ট বহির্মুখ জ্ঞানাভিমানের সমাক্ হরিসেবার পরাকাষ্ঠাকে সামান্য কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায় ভাবিয়া মহাপ্রভুর প্রতি কতই না কটূক্তি ও নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। পারমার্থিকগণের তাহা এরূপ নিন্দার উপলক্ষ কিছু নূতন নহে। এখনও অনেকে প্রকৃত বৈষ্ণব ও আচার্যগণের হরিসেবার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কাম-ক্রোধাদিক জীবের সহিত তুলনা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের নিন্দায় রত হয়।

শ্রীল রঘুনাথের একটি দৃষ্টান্ত

যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহ-ব্যথিত রঘুনাথের অন্নাদি-ত্যাগ এবং মাত্র 'এক দোনা'-পরিমিত ঘোল-পানের নিয়ম দেখিয়া চন্দ্রাবলী গ্রাম হইতে কএকটি বৃহৎ পলাশপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং ঐ পলাশ-পত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ ঘোল উক্ত বৃহত্তর পলাশ-পত্রের দোনায় পূর্ণ করিয়া তাহা দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীরঘুনাথ নূতন পত্রের বৃহত্তর দোনা দেখিয়া ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কোথায় পাইলে?' ব্রজবাসী বলিলেন,—"আমি গোচারণ করিতে করিতে চন্দ্রাবলী গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে উত্তম পত্র দেখিতে পাইয়া তাহা আহরণ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই দোনা প্রস্তুত হইয়াছে।" ব্রজবাসীর এই কথা শুনিবা-মাত্র শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোল-সহ দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথের এই ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ বিচারপরায়ণ সকলেই মনে করিবেন, রঘুনাথ সাধুর বেশ লইয়াও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রজবাসী এত কষ্ট স্বীকার পূর্বক আন্তরিক প্রীতির সহিত যে দ্রব্যটি আনিয়াছিল, তাহার প্রতি ঐরূপ ক্রোধ-প্রকাশ এবং তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্রজবাসীর প্রাণে আঘাত দেওয়ায় শ্রীরঘুনাথের কি সাধুত্ব-প্রমাণিত ও সমর্থিত হইতে পারে?

বহির্মুখমানব-সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃতবৈষ্ণবগণের নির্মলচরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-উদয়ের কারণ

সাধারণ লোক কোন বিষয় বা ব্যাপারের এক দিক মাত্র আংশিক ও বিকৃতভাবে দর্শন করিবার যোগ্যতা রাখেন, প্রত্যক্ষের অতীত বিষয় তাঁহারা দর্শন করিতে না পারায় বৈষ্ণবের হরিসেবাময় চিন্ময়-মুদ্রাতেও দোষারোপ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাদের একদেশী ও আবৃতা দৃষ্টি অপ্রাকৃত হরিসেবাময় বৈষ্ণব ও সাধারণব্যক্তির ভোগময় আচরণকে সর্বদাই সমজাতীয়রূপে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীল রঘুনাথ কতটা অপ্রাকৃত পূর্ণতর সেবা-বুদ্ধিতে তন্ময় থাকিয়া ঐরূপ ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভোগে মত্ত জন-সাধারণের দেখিবার সাধ্য নাই। শ্রীল রঘুনাথ চন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পূর্ণতমা সেবিকা শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষ 'চন্দ্রাবলীর স্থানে' জানিয়া সেই স্থানের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানেও সাধারণ বিচার বলিবে,—"বৈষ্ণব হইবেন সমদর্শন, তাঁহার আবার সাধারণ জাগতিক ব্যক্তিগণের ন্যায় পক্ষাপক্ষ বিচার কেন?" তাঁহাদের বিরোধী পক্ষই বা থাকিবে কেন? তাঁহারা ত' নিঃস্বার্থ। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণেরই "স্বপক্ষ ও পরপক্ষ দেখা যায়। ঐরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চন্দ্রাবলীর নিন্দা এমন কি, তাঁহার স্থানের কোন দ্রব্যাদি পর্যন্ত গ্রহণে বিরুদ্ধা প্রকৃতি বৃত্তি কি সাধুর চরিত্রে শোভা পায়?" অন্যাভিলাষশূন্য পূর্ণতম সেবাময় বৈষ্ণবগণের প্রতি মানবের এই জাতীয় বিচারের শত শত দৃষ্টান্ত আমরা নিত্য দেখিতে পাইতেছি। অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতাই যে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইয়া এই জড় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথাটি নির্বিশেষবাদিগণের আবাহাওয়ায় প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া জগতের বিজ্ঞরূপ অনুসন্ধান-গন্ধও নিয়া ধারণা করিতে পারে না এবং প্রবল কৃষ্ণাকর্ষিকা অভিব্যক্তিরূপেই যে ঐ সকল অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ইহাও তাহারা ধরিতে পারে না! জগতের বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিলে যেরূপ পাঞ্চভৌতিক ভোগের প্রকাশক কাম-ক্রোধের উদয় হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবায় অত্যন্ত আসক্তি থাকিলে কৃষ্ণের সন্তোষ-চরিতার্থতার জন্য অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই কাম-ক্রোধের বাহ্যাকার দেখা গেলেও উভয়ের গতি ঠিক পরস্পর বিপরীত দিকে।

কৃষ্ণ-সেবকের ক্রোধের তাৎপর্য্য কি বিষয়ী দাস সাধারণের সহিত এক?

যাহার যা' থাকার কৃষ্ণ সেবার জন্য ঐরূপ কাম-ক্রোধাদি-

বৃত্তি মুখ্য বা ঐ সকল বৃত্তি কেবল নিজ-সম্ভোগের জন্য নিযুক্তা, তাহার বা তাহাদের কৃষ্ণ-সেবায় স্বাভাবিকী আসক্তি নাই, জানিতে হইবে—কৃষ্ণাসক্তি সে স্থানে বর্ত্ত্যা। আর কৃষ্ণাসক্তি যে স্থানে অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছে, সে স্থানে সেবাবুদ্ধি পরম শোভাশালিনী, কাজেই যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করেন, একমাত্র যাঁহার সেবা কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাঁহার সেবায় কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, ব্যতিরেক ভাবে সেই শ্রীরাধারাণীর সেবা-পুষ্টির জন্য যে চন্দ্রাবলীর অবতারণা, তৎপ্রতি বীতরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরাধারাণীর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর শ্রীরঘুনাথের কৃষ্ণ-সেবাসক্তিই প্রচারিত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মী বাহ্যদর্শনে প্রতারিত

অনেক সময় বৈষ্ণবগণের বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হন। সাধারণ ভোগিকুলের পরবীর জন্য বৃত্তি বৈষ্ণবগণও নাগরিত—ইহা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। "স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাপ্রকারের চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন করিবেন কেন?"—ইহা কেবল আধুনিক সাহিত্যিক নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় ব্যক্তিও বলিয়াছিলেন! সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুকে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অন্তর্গত বস্তু মনে করিয়া মনোধর্ম্মে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আর শ্রীরঘুনাথের বন্দিত-পাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবী উষ্ণজলে স্নান করেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁহার সেবায় দাস-দাসীগণ নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কিংবা শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম হইতে অত্যন্ত কম ছিল এবং তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিলাসিতা-প্রচারের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন বলিয়া কতই না দোষারোপ করিয়াছেন।

মনোধর্ম্মীর স্তুতি ও নিন্দা সকলই মনোধর্ম্ম বা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার অভিব্যক্তি

ঐ সকল মনোধর্ম্মী ব্যক্তির শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল নরোত্তমকে ত্যাগ বলাও যাহা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীনিবাস আচার্য্য আদি প্রভুকে ভোগ বলাও তাহাই। মনোধর্ম্মীর 'ভাল'রও মূল্য নাই, মন্দেরও মূল্য নাই।

"ভগবান্ ও ভাগবতগণের চরিত্র যে মনোধর্ম্মীর স্তুতি-নিন্দার ঊর্দ্ধে অবস্থিত"—তৎশিক্ষার্থ আদর্শ-স্থাপন

এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-চরিত্রকে রামচন্দ্র পুরীদ্বারা নিন্দিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীরায় রামানন্দকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারা সমালোচিত করাইবার লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বাহ্য আকারমাত্র দেখিয়া অনেকে এইরূপ বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্তর না দেখিয়া বাহ্য আকারমাত্র দেখিলে অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে এইরূপই ভ্রম উদিত হয় এবং তাঁহারের নিকায় নিমগ্ন হইয়া নিরয়ের পিচ্ছিল পথে প্রধাবিত হইতে হয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" যুধিষ্ঠিরাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুমূল্য রাজপোষাক পরিধান, রাজকার্য্য পরিচালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাময়। বাহিরের লোক যাহাকে বিলাস মনে করিয়া থাকে, সেরূপ ব্যাপারে নিয়ত লিপ্ত থাকিয়াও এবং সেই সকল বিলাসদ্রব্য-দ্বারা সমাবৃত থাকিলেও তত্তদ্বস্তু সম্ভোগবুদ্ধি আনয়নের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহের অগ্নিতে অধিকতর ইন্ধন বা উদ্দীপনা প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরিত্র-রহস্য।

এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের রহস্য একটি শ্লোকসম্পুটে রক্ষা করিয়াছেন,—

"পরব্যসনিনীনারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।"

—পরপুরুষে অনুরক্ত রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে ব্যগ্রতা ও সুপটুতা প্রকাশ করিয়াও অন্তঃকরণে নূতনসঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহময় রূপানুগ ভাগবতগণ বাহিরে অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেও বহির্মুখলোক-রঞ্জনা করিয়া অন্তরে নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণকামবর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং তৎপরদিবস প্রাতে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু পাটনা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পাটনার পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং ভারতের অন্যান্যস্থানে প্রচার-কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ এবার অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূর্ব্ববিঘোষিত-মত বিজয়া-দশমী-দিবস হইতে ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ করিতে পারেন নাই। তাই—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ (১৩৩০), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯২৩) সোমবার হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহুলোক তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার মুখে ভাগবত-কথা শ্রবণের জন্য শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন।

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে 'সাধুসঙ্গ' বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ২রা ডিসেম্বর ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমৎ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী এবং তৎপরদিবস শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারীজী রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ঢাকা-মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম

গত ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নবেম্বর রবিবার চট্টগ্রাম-সহরের অন্তর্গত কোৎয়ালীগঞ্জ নামক স্থানে ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দাস মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগে স্থানীয় কালী-বাড়ীতে একটি বৃহতী ধর্ম্ম-সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে দেশের তদানীন্তন অবস্থা এবং মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার-লীলা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী মহারাজের কথায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

কাশীতে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীসনাতনশিক্ষাশ্রমী কাশীতে পাটনার ন্যায় একটি পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের আয়োজন হইতেছে। ইতোমধ্যেই প্রদর্শনীর জন্য একটি সুন্দর সুপ্রশস্ত স্থান সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রদর্শনীর কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থিত হইয়া শ্রীমঠে এবং সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে কাল্বেবাড়ী রোড্‌স্থিত শ্রীমদ্বিলাসী গৌড়ীয় মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। "ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে যাহা দেওয়া যায়, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন"—এই প্রসঙ্গক্রমে সুদামা-বিপ্রের উপাখ্যানটি শ্রোতৃবৃন্দের অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

গত ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নবেম্বর বুধবার শ্রীনারদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় শ্রদ্ধালু হইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের

অনেকেই এবার দামোদর-ব্রত পালন করিয়াছেন কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে তাঁহারা শ্রীমঠের আনুগত্যে 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন এবং তাঁহাদের আমন্ত্রণে হাউলি, ফকিলা, সরকোগ, টিহু প্রভৃতি স্থানেরও বহুলোক সেই নাম-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। পরদিবসও (১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) নগর-সংকীর্ত্তন, 'শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান'-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ভোগরাত্রিকাদি শুক্লানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বহুলোক সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। সমবেত ন্যূনাধিক তিনশত লোককে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরদিবস কাঙ্গালী-ভোজনও হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সাহা-প্রমুখ মহাশয়গণের সেবা-প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী

দর্শকের মন্তব্য

(১)

I have found the Exhibition most interesting and very glad to have had this opportunity of seeing it & having it so well explained.

Sd/ Mrs. Middleton.

(Wife of the Commissioner, Patna)

28. 11. 33.

মর্ম্মানুবাদ

পাটনা-সংশিক্ষাপ্রদর্শনী যেরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাহা দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম এবং যেরূপভাবে ইহার তথ্য আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও আমি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

স্বাঃ—মিসেস্ মিড্‌লটন্

(পাটনা-কমিশনার মহোদয়ের পত্নী)

২৮।১১।৩৩

(২)

This Exhibition appears to be a novel method of propagating the spiritual truths. The arrangement helps to bring home the meaning of true Godhead to the masses. We appreciate it very much and hope will receive the encouragement it deserves from the residents of Patna.

Sd/ P. Y. Taraporevala
S. A. Patel
(Two educated Persian ladies)
29. 11. 33.

মর্ম্মানুবাদ

বর্ত্তমান প্রদর্শনী—পরমার্থ-জগতের বাস্তবতত্ত্বকে সুন্দর-ভাবে প্রচার করিবার একটি নূতন পন্থা বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ জনগণের নিকট ভগবত্তত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। আমরা এই প্রদর্শনীর উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি এবং আশা করি যে, পাটনা-নগরবাসীও উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন।

স্বাঃ—পি, ওয়াই, তারাপোর-ওয়ালা
এস্, এ প্যাটেল
২৯।১১।৩৩
(পারস্যদেশীয় দুইজন শিক্ষিতা মহিলা)

লণ্ডন-সমাচার

[কলিকাতা-টাউন-এডিশন—দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ২রা ডিসেম্বর (১৯৩৩) শনিবার-সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত]

Gaudiya Math Preaching in London

London (*By Air Mail*)

Swami B. H. Bon of the Calcutta Gaudiya Math was invited on the 7th instant at a party given by the members of the East India Association, an aristocratic association in England, of which the Swamiji has been given the honour of being enrolled as a member. Swamiji was also invited by the most Hon'ble Marquess of Reading to meet the Rt. Hon'ble Lord Brabourne,

of Bombay. this place Swamiji had the privilege of being acquainted with the Maharajadhiraj of Burdwan who highly appreciated the noble activities of the Gaudiya Math.

Swamiji has also been invited by Prof. Dr. H. V. Glassenapp, the renowned German educationist to deliver lectures on the "Message of the Gaudiya Math in the West" at some German Universities this winter. Two more lectures at the Universities of Cambridge and Oxford have also been arranged for the Swamiji very soon.

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

(লণ্ডন হইতে বিমানডাকে প্রাপ্ত)

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এইচ, বন (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ) গত ৭ই নবেম্বর (১৯৩০) ইংলণ্ডের অভিজাত-সম্প্রদায়ের 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামক একটি সম্মিলনীর সভ্যগণ-কর্ত্তৃক উক্ত সম্মিলনীর একটি বিশেষ অধিবেশনে আহূত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্মিলনী স্বামীজীকে সসম্মানে তাঁহাদের একজন সভ্যরূপে বরণ করিয়াছেন।

বোম্বের নব-নির্দ্ধারিত গভর্ণর দি রাইট্ অনারেব্‌ল লর্ড ব্রাবোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দি মোষ্ট্ অনারেব্‌ল মার্কুইস্ অফ্ রেডিং মহোদয় স্বামীজীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্বামীজীর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মহদনুষ্ঠানের কথা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

প্রফেসার ডাঃ এইচ, ভি, গ্লাসেন্যাপ—জার্ম্মাণীর বিদ্বৎসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইনি "পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী"-বিষয়ে বর্ত্তমানবর্ষের শীতঋতুতেই জার্ম্মাণীর কএকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য স্বামীজীমহারাজকে আহ্বান করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর আর দুইটি বক্তৃতা-প্রদানের ব্যবস্থা অতি শীঘ্রই হইতেছে।

[কলিকাতা-ষ্টেটস্‌ম্যান-প্রতিষ্ঠান-দৈনিক "অমৃতবাজার" পত্রের ৬ষ্ঠা ডিসেম্বর (১৯৩০) সোমবার-সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত]

Teachings of Chaitanya

A Lecture in London

London (*By Air Mail*)

Swamiji B. H. Bon Maharaj of the London Gaudiya Math delivered a highly interesting lecture on "Drama and its influence on the indian Religious life" in a largely attended meeting of notable learned persons of London held at Bedford Square under the auspices of the well-known cultured organisation named "India Society". Lt. Col. Sir Francis Younghusband K. C. S. I., K. C. I. E the famous Literateur and Philosopher of Great Britain presided over the meeting

The Swamiji in course of his very learned speech made a succinct survey over the origin and meaning of the dramatic idea, its incidence on individual, social and religious life and dwelt at length on the different forms of dramatic representation existing in India at different times since the early times, the formalities and essential unities of drama and critical estimate of the recognised dramas in India with a comparison to the dramas in other parts of the world and also the great effect of drama made in the religious life in India up to the present.

The learned audience were kept spell-bound for over an hour and at the close the President in a neat little speech highly appreciated the educative lecture which was very learned and well thought out. He was particularly struck with the idea that Indian drama has always aimed at a harmony even after all incidental

tragedies, as Harmony is the positive state of existence in the eternal Transcendental Realm.

Next day Swamiji began his first lecture of the series on "The life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu" in the big hall of the Central Theosophical Society of London at the Lancaster Gate with Mr. F. H. Lee, the President of the London Theosophical Society in the chair. The audience was unusually large and the hall was fully packed. All listened with rapt attention to the sublime life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the eagerness was found to its pitch when the lecture ended, because each and every person wanted to know more. The language and delivery were quite good and every new point was clearly explained with the help of chalk and board showing the ideas on diagrams which were helpful in understanding and retaining in memory.

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা

লণ্ডনে বক্তৃতা

(লণ্ডন হইতে বিশ্বান-ভাকে প্রাপ্ত)

"ইণ্ডিয়া সোসাইটী" নামক সভার তত্ত্বাবধানে লণ্ডনস্থ বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে তদ্দেশবাসী বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অধিবেশনে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "নাটক ও ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে নাটকের প্রভাব" বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক পণ্ডিত লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড কে, সি, এস্, আই, কে, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

নাটকের আদি ও ক্রমপরিণতি, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে নাটকের প্রভাব বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা-কালে ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার নাটকের আকার, বৃত্তাবলীর প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্য, ভারতের বিশিষ্ট নাটকগুলির সহিত সমগ্র জগতের নাটকাবলীর তুলনা-মূলক বিচার এবং ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে নাটকের প্রভাবাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সুশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী এক ঘণ্টারও অধিককাল চিত্রার্পিতের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় অল্প কয়েকটি সুবিন্যস্ত কথায় স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয়-নাটক সকল-সময়ই মিলনান্তের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে। এমন কি, বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর পরও এই সুরটি রক্ষা করিয়াছে; কারণ, নিত্য অপ্রাকৃতরাজ্যে বস্তুর নিত্য অবস্থিতি বর্ত্তমান।

পর দিবস স্বামীজী মহারাজ—তাঁহার "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা লাঙ্কাষ্টার গেটের Central Theosophical Society of London নামক সুবৃহৎ হলে আরম্ভ করেন। London-Theosophical Societyর সভাপতি মিঃ এফ্, এইচ্, লি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অগণিত বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীতে সুবিস্তৃত হলটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আগ্রহের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলী এত বেশী আগ্রহ-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বক্তৃতান্তে তাঁহারা আরও বেশী জানিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। বক্তৃতার ভাষা ও ভাব অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল এবং প্রত্যেক নূতন বিষয় পরিষ্কারভাবে বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া বর্ণনা করায় সুবোধ্য হইবার ও স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবার সাহায্য করিয়াছিল।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০, নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

বিদ্বৎসজ্জনসমীপেষু নিবেদনম্

আগামী ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে ঢাকা—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৭।। ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। ৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

আপনি সবান্ধবে কৃপা-পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সাংখ্যতীর্থ এম-এ, ভক্তিসুধাকর)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যাত্মিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

কি প্রকারে উপদেশ পেলে আমরা ভজন-পথে অগ্রসর হ'তে পারি,—প্রাতে আমরা সে-সকল কথা পাঠ ক'রেছি।

'আমি' ও 'ভগবানে'র মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ আছে। দুইটি জিনিষ থাকলেই সম্বন্ধ হয়। মায়াবাদী বলেন,—দুইটি জিনিষের অস্তিত্ব নাই, সম্বন্ধ নাই, বৈচিত্র্য নাই। অধ্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে, তা' মায়াবাদী অক্ষজ্ঞেয়-জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বুঝ্‌তে পারেন না। ভগবদ্ভক্তের ভাষায় 'সম্বন্ধ' কথাটী পরম প্রয়োজনীয়—যেহেতু তাঁ'রা ভগবানের ভক্তি আলোচনা করেন। সেই ভক্তি 'অভিধেয়'-শব্দবাচ্য। উপাস্য-বিচারে যখন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম এবং তাঁ'র সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ,—এইরূপ নির্ণীত হ'ল, তখন কি প্রণালীতে আমরা তাঁ'র কাছে গিয়ে পৌঁছ্‌তে পারি, তাঁ'র আলোচনা করি।

"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে তা'রই বিবৃতিস্বরূপ "শ্রীউপদেশামৃতে" তিনটি শ্লোক দেখ্‌তে পাই,—"বাচোবেগম্", "অত্যাহার-প্রয়াসশ্চ", "উৎসাহা-দ্নিশ্চয়াৎ"। বাক্যের বেগ ব'লতে—ইতর কথার বেগ। কৃষ্ণের সেবা-বুদ্ধি-ব্যতীত যে-সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তা'র বেগ নিরস্ত হওয়া দরকার। কৃষ্ণ-কথা-ব্যতীত ইতর কথা বলা জীবের একটা প্রধান ব্যাধি।

এজন্য সাধকগণ-সূত্রে দুইটি সূত্র আছে। তা'তে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র উত্তরে 'বৃহদ্বস্তু' বা 'ব্রহ্ম' ব'লতে একমাত্র

বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করা হ'য়েছে এবং সেই বিষ্ণুর আলোচনা বা জিজ্ঞাসাই অভিধেয় ও প্রয়োজন। সকল কথাই বিষ্ণু। যত কথা, সব ঘুরে-ফিরে বিষ্ণুতে পর্য্যবসিত হয়। যত শিষ্ট শব্দ আছে, তা'তে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ যোজনা না ক'র্‌তে পার্‌লেই তা' শব্দের অজহৎবৃত্তি বা অবিষয়ত্বদুষ্টি। আর কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ ক'র্‌তে পারলেই তা'তে শব্দের বিষয়ত্বদুষ্টি প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে মনের চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণ-বৈমুখ্য এসে উপস্থিত হয়। যে শব্দে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, তা'তে নিশ্চয়ই ভোগ-চেষ্টা এসে উপস্থিত হ'বে।

দশটি ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা ভোগের চেষ্টা ক'র্‌তে থাকি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের স্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছি। অজহদ্বৃত্তির দ্বারা শব্দ-মাত্রকে ভোগের পথে ধাবিত কর্‌বার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা' নিরস্ত ক'রে সকল বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই বাক্যবেগ-ধারণ। বাক্যবেগ যদি বিষয়দুষ্টি আকর্ষণ না করে, তা' হ'লে তা'তে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না—কর্ম্মবেগ প্রতিকূল-ভাবের অনুশীলন হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন ব'লে ভুল করে। কাণে যদি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা এসে উপস্থিত হয়, তা' হ'লেই অমঙ্গল হ'ল। যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হ'ক না কেন, তা'তে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবা হ'চ্ছে, সেই শব্দে কি প্রকার সেবন-ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত আছে, তা' অনুভব কর্‌বার বৃত্তি উদিত হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

অন্য কেহ যদি দয়া ক'রে কৃষ্ণকথা বলেন, তা' হ'লেই আমাদের কর্ণের বধিরতা দূর হ'তে পারে। অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপ্রাকৃত-শব্দ-ব্রহ্মার সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত জীবের বধিরতা দূর হয় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে ব'লছেন,—

"অমৃতাব্ধিরূপাদ্যৈরূপ নূপুরশিঞ্জিতৈঃ।
কা কথা মম কল্যাণি বাধির্য্যঘলনেষ্যতে॥"

হে কল্যাণি! মহীয়সী শ্রীবার্ষভানবি! অমৃত-সাগরের রসস্বরূপ তোমার নূপুরধ্বনি-সমূহ কবে আমার বধিরতা দূর ক'র্‌বে?

কৃষ্ণ পরম চেতনময়। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ। যদি জড়ের কথা কাণে নিয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে না পাই, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের কথাকে ভিন্ন মনে করি, তা' হ'লে কোন দিনই মরমলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গ্রাম্যকথারত ব্যক্তিগণ তাঁ'দের গ্রাম্যকোলাহল পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ কথায় রত হ'য়েছিলেন—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথা ত্বহন্যবিদিতাঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মযন্ত্রেণ তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং বহন্ত ঋষয়শ্চক্রুস্তবচক্রে পরা-
বাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্ত আদৌদ্রমঃ॥"

সুতরাং আমরা কৃষ্ণকথা ছাড়া 'আন্ কথা' শুন্‌ব না। "কেবা শুনাইল শ্যামনাম"—বার্ষভানবীর এই উক্তি নিয়ে কর্ত্তা বিচার ক'র্‌তে ব'সেছেন। ভোগোন্মুখ কর্ণে শ্যাম-নাম শুনা যায় না। কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ ক'রে জড়বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডে স্নান হয় না, বরং তা'তে শ্রীকুণ্ডের চরণে অপরাধ হ'য়ে যায়।

জড়বুদ্ধিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমনই হ'তে পারে না। ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি মনে ক'র্‌তে পারে যে, সে রাধাকুণ্ডে এসেছে, রাধাকুণ্ড দেখ্‌ছে, তাঁ'র জল স্পর্শ ক'র্‌ছে, তা'তে স্নান কর্‌ছে। কিন্তু তা'র মধ্যে ও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান র'য়েছে। রাবণ যেমন মায়া-সীতাকে স্পর্শ ক'রে অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ ক'রেছে, এরূপ মনে ক'রেছিল, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ও সেইরূপই মনে ক'রে থাকে। যাঁ'রা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁ'রা যেখানেই থাকুন, তাঁ'দের হৃদয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। তাঁ'দেরই প্রকৃত রাধাকুণ্ড-বাস ও মঙ্গল হয়।

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁ'র মত শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ হ'তে পারেন না। অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কলহান্তরিতা,' 'প্রোষিতভর্ত্তৃকা' প্রভৃতি আট প্রকার সেবিকার কথা পাওয়া যায়; বৃষভানুনন্দিনী পূর্ণ-মাত্রায় সেই আট প্রকারের সেবা করেন। বার্ষভানবীর ঐ আট প্রকারের বহু আছেন। এক এক প্রকার বিচারে এক এক জন সখী এবং সখীর অনুগত মঞ্জরীগণেরও এক এক প্রকার বিচার। কিন্তু বার্ষভানবীতে সমস্ত বিচার কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জন্য পূর্ণভাবে র'য়েছে।

দুগ্ধাস্বুনিধি অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড-রূপে প্রকাশিত। **শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। সেই জিনিষ যেন mother tincture-এর (মূল আরক বা অরিষ্টের) ন্যায়।** সেই জলে যে সকল পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবগাহন করেন, তাঁরা চরমমঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারেন। জীবের চরম প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষসীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতন-রাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল কথা দুগ্ধাম্বুনিধিতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্ট-সখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু রাধাকুণ্ড-স্নানে যুগপৎ অষ্টপ্রকারভাব লাভ হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

জগতের রূপ-রসাদির বিচার সব ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের রূপ-রসাদির বিচার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের কথা বুঝা যায় না। আমরা মনে করি, জগতের রূপ-রসাদির বিচার ছেড়ে দিলে থাক্‌বে কি?—থাক্‌বে সবই। কৃষ্ণ-প্রতিকূল ভাব সব ছেড়ে যা'বে, এতদ্ব্যতীত সবই থাক্‌বে। চুলকানির রোগী মনে করে যে, "চুলকান রোগ যদি সেরে যায়, তবে চুল্‌কাতে গিয়ে রক্তপাতের মধ্যেও যে অত্যন্ত কষ্টকর শারীরিক সুখানুভব হয়, তা' ত' আর থাক্‌বে না।"

"যস্যৈধুনাদি-পৃথমেধিসুখং হি তুচ্ছং
বস্তুত্বনেব করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥"

'এটা ছেড়ে যদি সুবিধা হয়, তবে কিছু বলুন'—আমাদের এ জাতীয় যে-সকল উক্তি, তা'তে আমরা সত্যের অনুসন্ধান করি না। চুলকানিটা বায়মান থাকুক; কেবল তা'র ভিতর যে কষ্টটুকু কমা'তে আমরা যে চেষ্টাটুকু করি, তা'ই পুণ্য বা পরম-কার্য্য, কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড।

বার্ষভানবীর ভাবের অনুকূল যদি চিত্তবৃত্তি হয়, তা'-হ'লেই পরম মুক্ত হ'য়ে যা'ব—সাংসারিক স্ত্রী-পুরুষের বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে যা'ব।

শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই, তা' নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পা'ব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে শ্রীবার্ষ-ভানবীকে এখন কোথায় পাব, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। **শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখ-সেবা আমরা লাভ ক'র্‌তে পারি।** মধুর-রসে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা অভিন্ন বার্ষভানবী। যাঁ'দের ললিতাকৃপাদিতে নিষ্কপট হ'য়েছে, তাঁ'দের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবার্ষভানবীর পাদপদ্মে স্বতন্ত্র বিচার আসে না। শ্রীগুণ-মঞ্জরী প্রভুকে দেখ্‌বার জন্য চক্ষুতারকা যখন অগ্রসর হয়, তখন গুণমঞ্জরীর গুণদর্শনে তাঁ'কে বার্ষভানবী হ'তে আলাদা মনে হয় না। আমি 'গৌড়ীয়ে' (শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডে সমাধি সংস্থাপন-কালের অভিভাষণে) সম্প্রতি এ সকল কথা ব'লেছি। ভজনচতুর ব্যক্তিগণ তা' হ'তে বুঝে নেবেন। তাই ব'লে আমি 'অহংগ্রহোপাসনা'র কথা ব'ল্‌ছি না। আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথাই ব'ল্‌ছি, অন্যের কথা বল্‌ছি না—অন্য মঞ্জরীর কথা ব'ল্‌ছি না। বার্ষভানবীর পাদ্য-বিচার আস্‌লেই আমাদের চরম মঙ্গল হ'বে।

শরীরবেগ তিন প্রকার। বেশী খা'ব,—এটা উদরবেগ, ভাল খা'ব,—এটা জিহ্বাবেগ, আর তা'র ফলস্বরূপ উপস্থ-বেগ। দুর্ব্বেগ কামের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'র্‌তে হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-চরিতার্থকারী সেবকগণের সেবায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে হ'বে। নিজে কামুক হ'য়ে প'ড়্‌লে আর শ্রদ্ধা থাক্‌বে না।

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা চাই। অনেক সময় ভোগপিপাসাটা শ্রদ্ধার মত মূল প'রে লোকবঞ্চনা করে। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণ সেটা বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ ঠিক উল্টো বোঝে—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা পৌষ, ১৩৪০; ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ১৯শ সংখ্যা

আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা

পূজ্যপাদ সতীর্থ ভ্রাতা, বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণ শুনিয়াছেন যে, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বাদশতম আবির্ভাব-তিথিতে ভুবনমঙ্গল আচার্য্য-বিগ্রহের বার্ত্তা প্রভুপাদের চরিতগ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থরাজ একাধারে গুরু, গৌরাঙ্গ, গৌড়ীয় ও বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের কাহিনী, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও আত্ম-ধর্ম্মের সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া বহু বহু প্রসঙ্গ-ক্রমে শুম্ভিত হইবে। যদিও প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রগাথা ও আচার্য্যের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনের জন্য পরবর্ত্তী সময়ে বহু বিপুল গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যক হইবে, তথাপি অতি সংক্ষেপে এই সকল কথা বর্ণন করিতে গেলেও অতি ক্ষুদ্র-গ্রন্থে ঐ সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে না। গ্রন্থে অনেক মূল্যবান চিত্র প্রভৃতিরও সমাবেশ হইবে। প্রভুপাদের প্রকৃত বিবরণ এবং শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রুত সিদ্ধান্তবাণী হইতেই এই গ্রন্থরাজকে জগতে প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কল্প-সাধন ও এই ব্রত উদ্‌যাপনের পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র, অজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, সেবাবিমুখ, নানাদোষদুষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে নিয়তই একটি কথা উদিত হইতেছে যে, যদি গুরুপাদপদ্মের অহৈতুক প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ এবং বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপা অতীব অযোগ্য ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয়, তবে অযোগ্যেরও যোগ্যতা-লাভ অসম্ভব নহে। এই অদ্ভুতপূর্ব্ব অতিমর্ত্ত্য অনুষ্ঠানে যোগ্যতা ও আচার্য্য-সেবায় অধিকার-লাভের আশায় আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট সেবক-

পদের নিকট, বৈষ্ণব-সজ্জনগণের নিকট কৃপাশীর্ব্বাদ ও বল প্রার্থনা করিতেছি এবং ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীপাদ-পদ্মের শিক্ষাবাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিতেছি,—

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া মোরে অমানে,
তোমার চরণ ধরি॥

হয় বেগ ধরি' হয় রোষ পোষি'
হয় ওগ দেষ বাদে।
হয় সংসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল,
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
রেহ নিজ-পদধনে॥

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

আতীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মিঃ আর্থলড্ করব্রুথের পত্রের অনুবাদ *

লণ্ডন, ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৩

পরমারাধ্য প্রভুপাদ,

আপনার নিকট হইতে পত্র-প্রাপ্তিতে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা অনুভব করিতেছি এবং পত্রখানি আমি বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছি।

আপনার লিখিত বিষয় আমি বুঝিতে পারিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। তবে আমার বোধশক্তির সীমা অতদূর পর্য্যন্ত এবং বোধশক্তির বহু ক্রম আছে—ইহা আমি উপলব্ধি করি।

সাংসারিক জীবনে কার্য্যসকলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পারমার্থিক জীবনের ব্যবহার—এই উভয়ের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনই বর্ত্তমানে আমার পক্ষে প্রধানতম সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছে। যাহাতে আমার বিষয়রাশি বিদূরিত হইয়া বিশুদ্ধজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় এবং ফলকালে আমি সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ ও উপলব্ধি করিতে পারি—ইহাই আমার প্রার্থনা। ইতি—

ভবদীয় আজ্ঞাকারী
(স্বাঃ) আর্থলড্ করব্রুথ

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের অনুদিত।

খৃষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

[লণ্ডনে ৩২নং রাসেলষ্ট্রীটস্থিত Students' Christian movement এ (ছাত্রগণের খ্রীষ্টীয় প্রচেষ্টাসমিতিতে) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট প্রশ্ন এবং স্বামীজী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তর :—]

প্রঃ—খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে আপনার প্রচার্য্য-ধর্ম্মের প্রভেদ কোথায়?

উঃ—প্রভেদের বিষয়—

(১) ভগবদ্গুরু একবার মাত্র জগতে আসেন না; পরন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তিনি সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে আসিয়া থাকেন এবং এই প্রপঞ্চেও তিনি প্রপঞ্চধর্ম্মে সংমিশ্রিত না হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত দেহেই বিরাজ করেন।

(২) ভগবানে দেহ, মর্ত্ত্য-আধারোপ ও মর্ত্ত্যজীবে ঈশ্বরবুদ্ধি—ভগবৎপ্রণীত সত্যধর্ম্মে এই উভয়ই নিষিদ্ধ।

(৩) ভগবানের পুরুষ-স্বরূপের নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত শ্রীস্বরূপও আছে এবং অপ্রাকৃত ধামে উভয়ের নিত্য রাসলীলা-সম্বন্ধ।

(৪) বৈকুণ্ঠধামে অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত রাজ্যে ইহারা মর্য্যাদার সহিত উপাসিত হইতে পারেন এবং বৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধে ও উন্নততর প্রদেশে ব্রজধামে অর্থাৎ

বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রভক্ত ভগবৎপ্রেমের রাজ্যে ইহারা পরম বিশ্রম্ভের সহিত উপাসিত হইয়া থাকেন।

(৪) মর্য্যাদার সহিত উপাসিত শ্রীভগবদ্-বিগ্রহই সর্ব্বরাজরাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ এবং বিশ্রম্ভের সহিত উপাসিত হইলে তিনিই সকল অপ্রাকৃত শ্রীতিরসের পরম-আকর্ষক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বারা প্রত্যেক জীবকেই আকর্ষণ করেন বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ'; এবং তাঁহার অপ্রাকৃত প্রেম ও সম্বন্ধের রাজ্যে তিনিই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ও একমাত্র ভোক্তা।

(৬) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসের পরম আধার ও মূল প্রস্রবণ বলিয়া পঞ্চবিধ রসে উপাসিত হন। ভগবানের বিশ্রম্ভবিগ্রহের, পূজ্যের এবং সর্ব্বোপরি পতিত্বের জ্ঞান—ইহাই পরমবিশেষ-বস্তুর কৃত ও বর্ত্তমান অকপট জিজ্ঞাসুগণের নিকট পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব্বোত্তম দান।

(৭) প্রত্যেক ধর্ম্মই প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিকতার দাবী করে—যেমন খৃষ্টের ঐতিহাসিকতা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, সুতরাং সনাতন। যদি ভগবান্ এক অদ্বিতীয় হন, তবে ধর্ম্ম এবং অর্থও অবশ্য একই হইবে। পরমেশ্বরের অবিমিশ্র-প্রীতিময়ী সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম ও সাধন এবং ইহাই অণুচ্ছিদানন্দ বিশুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি।

(৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই; তিনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষও নহেন, কল্পিত রূপ-বিশেষও নহেন, অথবা ভাবুকজনগণ-কর্ত্তৃক ভগবদ্রূপে কল্পিত ব্যক্তিমাত্রও নহেন। ভগবানের তাঁহাতে মর্ত্ত্য-ধর্ম্মারোপ বা মর্ত্ত্যভাবে তাঁহার স্বরূপারোপ পূর্ব্বক সৃষ্ট হইবার কোন প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্যজীবের বর্ত্তমান অবস্থায় সসীম ও বিকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের এবং বুদ্ধির নিকট আত্মপ্রকাশ না করিবার স্বতন্ত্রতা ভগবানের নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য। ভগবৎ-স্বরূপকে বিকৃত, আপন ছাঁচে গঠিত বা কল্পনা করিতে গেলে তিনি পরমেশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু তিনি নিত্যকাল এক অদ্বিতীয় সর্ব্বোপরি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র।

(৯) ভক্তিভাবের সর্ব্ব বিভিন্ন-সাধনের মধ্যে অপ্রাকৃত নামস্বরূপের কীর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রগণ্য। কিন্তু তৎকীর্ত্তনের পূর্ব্বে পরতত্ত্ব-স্বরূপাবগত শুদ্ধভক্তগণ বা ভগবৎপার্ষদ জগদ্গুরুর চেতন-মুখ হইতে বিনির্গত অপ্রাকৃত শব্দের অর্থাৎ নামের শ্রবণ অকপট জিজ্ঞাসুমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য।

(১০) ভগবন্নাম রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাসমন্বিত স্বয়ং ভগবান্। ভগবন্নাম অপ্রাকৃত শব্দ বা শব্দব্রহ্ম। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিলে তিনি আমাদের মন ও অপর সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন। প্রাকৃত শব্দমাত্রেই বিরোধ ও অশান্তি আনয়ন করে। অপ্রাকৃত শব্দ বা নাম নিত্যকাল উহা হইতে পৃথক্।

(১১) ভগবৎস্বরূপের প্রতিযোগী ও তত্তুল্য-শক্তিবিশিষ্ট সহস্রানের পরিকল্পনা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা শ্রীভগবানের শক্তিসমূহের অন্যতম মোহিনীশক্তি মাত্র এবং যাহারা নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে শ্রীভগবানের নিত্য সেবা বিমুখ হইয়াছে, তাহাদেরই মনোধাতা।

(১২) মানুষ ভগবদ্রূপের অনুরূপে সৃষ্ট এবং অপর সর্ব্বপ্রাণিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এই ধারণা বা কল্পনা নিরপেক্ষ বিচারের কষ্টোর পরীক্ষায় টিকিতে পারে না। দেহাদ্যুপাধিরহিত শুদ্ধ জীবাত্মাই মনুষ্যপদবাচ্য,—দেহ ও মন তাহা নহে। এই শুদ্ধ জীবাত্মা অণুচ্ছিদানন্দ ব্রহ্ম এবং ভগবৎস্বরূপের ন্যায় নিত্য সৎ, এবং ভগবৎপার্ষদগণের অবিস্মৃতিকালে তাঁহার নিকট সকলেই তুল্য।

(১৩) প্রাকৃত দেশকালের রাজ্যে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের ধারণা বা বিচার আপেক্ষিক এবং ইহারা প্রতি জীবের পৃথক্ পৃথক্ দেহ-মনের আশ্রিত ও তত্তৎ দেহ-মনের, কর্ম্মফল।

(১৪) প্রাকৃত জগতের নৈতিক শাসনবিধিসকল পরমেশ্বরে কখনও প্রযোজ্য নহে। তিনি নিত্যকাল মানবের ক্ষুদ্রতা, শাসন ও বিচারের সম্পূর্ণ অতীত ও ঊর্দ্ধে এবং নিরপেক্ষ। তিনি এমন কোন ন্যায় বা অন্যায় করেন না ও করিতে পারেন না, যাহা মানুষের বিচারাধীন হইতে পারে।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি ও সমালোচনা

বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম সংখ্যা—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-মহোদয়

কর্তৃক সঙ্কলিত ও কলিকাতা, বিশ্বকোষ লেন হইতে

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসু-প্রকাশিত

আমরা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গভাষার সার্বভৌম কোষ গ্রন্থের সেবায় জীবনের পূর্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ-কাল পর্যন্ত যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বীয় মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন সম্প্রতি সেই বর্ষীয়ান্ মনীষী মহোদয় জীবনের সায়াহ্ন কালেও পুনরায় ঐ বিরাট্ কোষগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া আমাদের হৃদয়ে বিশেষ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। তাঁহার অভিজ্ঞতায় ও সমীচীন জ্ঞানের সুফল ফল ধারণ করিয়া এই বঙ্গসাহিত্য-কল্পদ্রুম বঙ্গসাহিত্যোদ্যানকে সুশোভিত করুক।

কতিপয় উৎসাহী যুবক তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা আমাদের আরও আশা-ভরসা ও আনন্দের বিষয়।

এই অবসরে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে,—যাঁহাদের যেই বিষয়ে প্রচুর ও বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁহাদের দ্বারা সেই বিষয়ক শব্দসমূহের যাবতীয় তথ্য সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ (যা যেমন) বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধীয় তথ্য কেবল আগন্তুক পণ্ডিতগণ-দ্বারা সঙ্কলিত হইতে পারে না। উহা সাধন-সম্প্রদায়ভেদের-বিজ্ঞানে পারদর্শিগণ-কর্তৃকই সঙ্কলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বিরাট্ কোষের যখন একটি কাঠামো দাঁড়াইয়াছে, তখন উহার সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানেই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ণ সাফল্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল উদীয়মান যুবক এই গুরু কার্যে সহায়তা করিতেছেন, বর্ষীয়ান্ সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্কলন বা রচনা একবার চক্ষু করিয়া দেখিয়া শুনিয়া দিলে উহা নির্দোষ হইবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস। সত্যনিরূপণে নিরপেক্ষতার অভাব না হয়—ইহাই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণ বয়োবৃদ্ধ মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এবারে বহুচিত্র, সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য-সমন্বিত হইয়া বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অতীব সুখী ও আশান্বিত হইলাম।

সঙ্কলনকর্তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ভগবদিচ্ছায় এখন নিরাময় হইয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগচিত্তে সেবা করিয়া স্বীয় বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হউন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

গত কল্য ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "কার্জন হলে" পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ মহোদয় এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ও সর্ব-সাধারণকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত সভায় বহু ভদ্রমহিলা ও উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও একটি মহাজনপদ কীর্ত্তনের পর স্বামীজী তাঁহার স্বাভাবিক গুরুগম্ভীরস্বরে ওজস্বিনী ভাষায় পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

স্বামীজী বক্তৃতা আরম্ভমুখে প্রকৃত বিদ্যার সংজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা'-কথাটির বিশ্লেষণ করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ ও স্বরূপ-জ্ঞানলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার শিক্ষার ত্রিধারা কীর্ত্তন করেন। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন"—এই ত্রিধারাতেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা-মন্দাকিনী জগজ্জীবের কল্যাণার্থ জগতে প্রবাহিত। স্বামীজী মহারাজ এই ত্রিধারার প্রত্যেক ধারারই বিচার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শুদ্ধ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিত্যচেতন জীবের চৈতন্যস্বরূপ-উদ্বোধনই প্রকৃত জীবে দয়া। আত্মচৈতন্যজ্ঞান ও পরম-চৈতন্যজ্ঞান সাক্ষাৎ-পরমচৈতন্য শ্রীচৈতন্যদেবের বা তাঁহার নিজজনের কৃপায় ও সৎপ্রভাবে সম্ভব। তজ্জন্য বৈষ্ণব-সেবা বা সঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃত সাধু-সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গে সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের সুপ্ত বা আবৃত চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিয়া দেয় এবং জীবকে শোক, মোহ ও ভয়ের কবল হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দের সন্ধান প্রদান করে।

উপসংহারে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—আমরা আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমবাগ্মী পরমপণ্ডিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া অনেক চৈতন্য লাভ করিলাম—অনেক শিক্ষা লাভ করিলাম। তাঁহার এই শিক্ষা যেন আমরা জীবনে পালন করিতে পারি—তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছি। আমরা ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে স্বামীজী মহারাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

অতঃপর একটি মহাজনপদ কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাশী পারমার্থিক প্রদর্শনী

পাটনা-প্রদর্শনীর কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ দ্রব্যাদি-সহ কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। পাটনার ন্যায় যাহাতে কাশীতেও শুদ্ধভক্তির প্রচার-কার্য্য চলে, তজ্জন্য তথায় একটি মঠ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। সমাগতপ্রায় বড়দিনের পূর্ব্বেই যাহাতে কাশীর পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইতে পারে, তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী, শ্রীযুক্ত সর্ব্বচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু প্রভৃতি সেবকগণ প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নের ফলে কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীপাট কাঁকড়হে মহোৎসব

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ রাধাগোপালপাটের অন্যতম নদীয়া-জেলার অন্তর্গত শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট কাঁঠালপুলি-চাকদহে গত ২৮শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩) বৃহস্পতিবার শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের তিরো-ভাব-তিথি কৃষ্ণাষ্টমী দিবস এবং তদুপলক্ষে তৎপরদিবস তদীয় বার্ষিক মহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গিরি মহারাজের নিয়মকত্বে অত্যন্ত হর্ষোল্লাস সহ শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ-কর্ত্তৃক পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন ও উৎসবে সমবেত জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশ্য।

কলিকাতা

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ (১৩৩০), ১লা ডিসেম্বর (১৯২৩) শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গিরি মহারাজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনাঢ্যবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন চক্রবর্ত্তী [কি-এম্‌সি, এল-সি, এম্‌.

আর, সি, সি (লণ্ডন), ডিসেন্ট্রেটার মেডিক্যাল কলেজ] মহোদয়ের আগ্রহে তাঁহার ১নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগুরু-পরীক্ষিৎসংবাদে "ত্রিবর্গপর পুরুষের ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি-হেতু কি কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য, ভজনীয় এবং কোন্ কোন্ ভাষাই বা অকর্ত্তব্য"—এই পরীক্ষিৎপ্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকের "যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলেই শ্রীমুকুন্দপদারবিন্দে রতির উদয় হয়, শ্রীহরিনামই একাধারে সাধ্য ও সাধন, মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি কাহারও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আসে, তাহাও মঙ্গলজনক—এতৎপ্রসঙ্গে ঘটাক্ষরাত্মার মুহূর্ত্ত-কাল-ব্যাপী আত্মজ্ঞান-শ্রবণে তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীহরির অভয়-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ এবং ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি" প্রভৃতি কথা-প্রসঙ্গে "দুর্লভং ত্রিতয়ং তত্র মানুষ্যমর্থদং তথা" সিদ্ধান্তানুসারে জীবমাত্রেরই কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রীভগবদ্ভজনারম্ভের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ গিরিমহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্যে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয় ও তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী এবং উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

গত ২০শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ও উঁহাদের বিশেষ আগ্রহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ-পরীক্ষিতের ষট্ প্রশ্ন মধ্যে 'আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতালাভের উপায় কি', এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকের অধোক্ষজ-ভগবানে অহৈতুক অপ্রতিহত ভক্তি-যোগাবলম্বনেই যে আত্মার সম্প্রসন্নতা, কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই যে অশেষবিধ নিত্যমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, শ্রীহরিস্মরণের নৈরন্তর্য্য হইতেই যে জীবের সকল অনর্থ দূরীভূত হয়, কৃষ্ণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত জীবকে যখন যে কোন অবস্থায়ই রাখুন, তাহাই যে তাঁহার কৃপার পরিচয় ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। ডাক্তার বাবুর পারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও ভগবৎকথা-শ্রবণে আস্থা এবং সাধু-ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবদ্বিচ্ছায় তিনি নিরাময় হইয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আরও অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করুন এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।

বালাপুর

গত ২রা ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ বালাপুর রেল-ওয়ে ইন্‌স্টিটিউটে 'ভগবৎপ্রেম'-সম্বন্ধে যথাক্রমে ইংরাজী ও হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু রেলওয়ে অফিসার, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসল-মান, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভদ্রলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সুললিত কণ্ঠে 'ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন' গীতিটি কীর্ত্তন করিবার পর প্রথমে ইংরাজী ভাষায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গপ্রভু প্রায় ১ঘণ্টা এবং পরে হিন্দীভাষায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ প্রায় ১ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। প্রেমের স্বরূপ, ভগবৎশব্দের অর্থ, কাম ও প্রেমের পার্থক্য, শ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্বিজজনগণই এই প্রেমের সন্ধানদাতা, কৃষ্ণপাদপদ্মেই প্রেমের পূর্ণতা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা অবতারাদিতে প্রেমের পূর্ণাভিব্যক্তির অভাব, প্রেমের প্রকার-ভেদ, প্রেমলাভের উপায়, প্রেমপথের অন্তরায় প্রভৃতি বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল।

উড়িষ্যা

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন পুরী মহারাজ শ্রীমৎ সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত-সহ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িষ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত নরসিংহপুর পানিহর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহান্তি ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বর সাউ মহাশয়দ্বয়ের আহ্বানে উক্ত গ্রামে গমন পূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহান্তি মহাশয়ের আন্তরিক সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ২রা ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১৪ ঘটিকার সময় উক্ত গ্রামে একটি বিরাট্ সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় বিভিন্নস্থান হইতে প্রায় ৫।৬ শত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ খোল-করতাল-সংযোগে গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের পর "শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পতিতোদ্ধার-লীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

স্থলতানপুর

গত ২রা ডিসেম্বর (১৯৩০) তারিখের পত্রে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গুরুণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম-চারী-সহ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, বাসুদেবপুর প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে স্থলতানপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথম দিন শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী প্রায় তিন ঘণ্টা-কাল 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, পরদিবস উপদেশক ব্রহ্মচারীজীর ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসবের জন্য চলিয়া আসিতে হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ একাকীই ছায়াচিত্রযোগে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যের দানের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী নিতাইদাসের সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বক্তৃতাও বেশ প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ হইয়াছিল।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা-মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ঢাকা-সহরের মধ্যে ও তন্নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জপ্রভৃতি স্থানে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী বক্তৃতা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ঢাকা-সহরে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কোলাহল-হেতু বেশ একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদকের সহিত দিবারাত্র শ্রীগুরুমুখপদ্মবাণী-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর

গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রফেসার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চন্দ্র দাস-গুপ্ত এম্-এ. পিএইচ্-ডি মহোদয় আরও কতিপয় প্রফেসার ও কলেজের ২০।২২ জন ছাত্রসহ শ্রীধাম দর্শনার্থ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরের তথ্যাদি শ্রবণ ও বিভিন্ন স্থানাদি পরিদর্শন করিয়া পরমা-নন্দিত মনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

কি প্রকারে উৎক্রান্ত-দশা লাভ ক'র্তে পার্ব, শ্রীবার্ষভানবীর কিঙ্করী হ'তে পার্ব, ইহজীবন থাক্তে থাক্তেই অপ্রাকৃত মধুর-রসের সেবায় বার্ষভানবীর পাদপদ্মে গণিত হ'তে পার্ব, তদ্বিষয়ে সুতীব্র চেষ্টা থাকা দরকার। নতুবা —"বস্ত্রাম্বুদ্ধিঃ দুপদে ত্রিধাতুকে যদীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"—এই বুদ্ধিকে অতিক্রম করা যা'বে না।

পশু-পক্ষীর প্রেমের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ মস্তিষ্ক দিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃতলীলার কথা আলোচনা কিংবা শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনা কর্বার ধৃষ্টতা দেখা'লে আমাদিগকে প্রাকৃত-সাহজিক, Archeologist, Linguist, প্রভৃতি ক'রে তুল্বে। Theosophist, Pantheist হ'লেও কৃষ্ণকথা বুঝ্তে পার্ব না। কৃষ্ণকথায় তা'দের প্রবেশ নিষেধ।

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগ-ধামে এসেছিলেন, তখন বল্লভাচার্য্য প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল-গ্রামে তাঁর বাড়ীতে মহাপ্রভুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন; সেই সঙ্গে শ্রীরূপ-প্রভুও ছিলেন। যমুনাদেবী-দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবার্ষ-

ভাবনীর মূর্ত্তি এসে উপস্থিত হ'লো। শ্রীগৌরসুন্দর যে আশ্চর্য্য লীলা-প্রদর্শন ক'র্লেন, শ্রীরূপপ্রভু-ব্যতীত সেই লীলা আর কেহ বুঝে উঠ্‌তে পার্লেন না। বল্লভাচার্য্য তা' দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন।

বল্লভাচার্য্য গৃহস্থ ছিলেন। দেহ-রক্ষার চল্লিশ দিন পূর্ব্বে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন। সে-সময় তিনি আত্মীয়াদি সব পরিত্যাগ করেন।

বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্‌লেন এবং মহাপ্রভুর সেবা ক'র্লেন। মহাপ্রভুও বল্লভাচার্য্যকে যথেষ্ট গৌরব প্রদান ক'রে নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝ্‌তে দিলেন না। অন্য লোক যেন মহাপ্রভুর ভাবের সাহায্য না করেন, এজন্য বল্লভাচার্য্য অপর লোককে মহাপ্রভুর নিকট আস্‌তে বাধা দিলেন

দেহ-মনে আমরা আমাদের বৃন্দাবনবিহারীর কুণ্ডে স্নান করার উপযোগিতা নাই, একথা চিরদিনই ব'ল্‌ছি। কিন্তু দেহ ও মনে আবদ্ধ ন'ন, তাঁ'দের চিরদিনই যোগ্যতা আছে। পিতা-মাতা আমাদের শরীর দিয়েছেন, এ বিচার যা'দের আছে বা মনের বিচার যা'দের আছে, তা'দের শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন হয় না। যাঁ'দের অপ্রাকৃত স্বরূপের দেহ-রূপাদি জ্ঞান আছে, তাঁ'রাই স্নান ক'র্‌তে পারেন।

অতএব হুঁসিয়ার—আমাদের কাণে এই সকল কথা সঞ্চিত থাকুক, তবু-কস্মিন্‌কালে কুবিধা হ'তে পার্‌বে। কথাগুলি শুনে রাখ্‌তে দোষ নেই।

অনেকে বলেন,—শ্রীকৃষ্ণলীলা ঐতিহ্য-মাত্র। কিন্তু তা' নয়। ঐতিহ্যের বিদূরিত হ'লেই পরমার্থের প্রকাশ হয়। **পরমার্থের বা কৃষ্ণের ঘাড়ে ঐতিহ্য চাপিয়ে দিলেই Archæologist বা Atheist হওয়ার চেষ্টা হ'ল। আর ঐতিহ্য যখন কৃষ্ণের ও পরমার্থের গোলামী করে, তখনই সেটা প্রকৃত পারমার্থিক ইতিহাস।**

আপনারা বার্ষভানবী-গবিতদাসের কথা-শ্রবণে অমনস্ক থাকেন, থাকুন। কিন্তু তাঁ'র নিজের কোন কথা নেই। তাঁ'র গুরুবর্গের কথাই তিনি দিচ্ছেন। এখন শুনে রাখুন, পরে **জন্মজন্মান্তরের মঙ্গল লাভ হ'তে পার্‌বে।** বর্ত্তমানে বাউল, বাউল, সহজিয়া, সখীভেকী, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবার প্রবেশ-বিষয়ের মধ্যে প'ড়ে আছেন।

"বৈষ্ণবিবীনান্ত পঠন্তি শাস্ত্রং পাষণ্ড পূজাপরাঃ।
পুরাণহীনাঃ কবিনো ভবন্তি ত্রয়ন্তয়ো ভাগবতা ভবন্তি॥"

অনেক ব্রজবাসী ক্ষেত্রাদি বর্ণন করেন। আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেলে আমরা তীর্থ-গুরু হ'য়ে যাই। বৈষ্ণব হওয়া মানে—সকলের গুরু হ'য়ে যাওয়া। নিজে বৈষ্ণব হ'য়ে গেলে ত' আর সুবিধা হ'ল না। এই সমস্ত গুরু-গিরি ব্যবসায় থেকে ছুটী পাওয়া দরকার। নতুবা কবি বা ব্রাহ্মণের মুক্তি হ'ল না।

History'র হাত হ'তে, allegory'র হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াটাই হরিভজন। কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না। খুব সাবধানের সহিত অনুকূল অনুশীলন না হ'লে মাঝপথে আমাদিগকে বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে। তখন আমরা ব'ল্‌তে বাধ্য হ'ব—"আমার সোণার তনুখানি বাঘে নিয়ে গেল রে।"

"অনন্তার্জ্জা-লেশা বিদগ্ধ মতিদর্ব্বহরণীঃ
কথং মুক্তিব্যাঘ্রো ন গিলতি কিল সর্ব্বাদৃগিনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিনিতো যোষনরসীঃ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতিনিধী স্বং ভজ মনঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মানার্থ গমন করিলেন। তৎপর দিবস পরিক্রমা গোবর্দ্ধনে যাইবেন, —ইহা সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা

২ দামোদর (গৌরাব্দ ৪৪৬), ৩০শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩০৯ ; ১৬ই অক্টোবর, খৃষ্টাব্দ ১৯০২, রবিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

পরিক্রমার অষ্টম দিবস

শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ; ন্যূনাধিক ১২মাইল ভ্রমণ

শিবির—শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীর

(শ্রীরাধাকুণ্ডে তৃতীয় দিবস)

অদ্য প্রত্যূষেই পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শ্রীল

প্রভুপাদ প্রাতঃকালে নিজ শিবিরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"প্রাকৃতসহজিয়াদের মধ্যে দুইটি অসুবিধা দৃষ্ট হয়—মূর্খতা অর্থাৎ প্রকৃতভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিচারে আলস্য এবং কপটতাময় লাম্পট্য।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তট হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-দিকে চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়াছে সুন্দর পাকা রাস্তা। সেই পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে কিছু দূরে "ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টে"র (Irrigation-Department) খালের শুষ্ক খাত দেখিতে পাওয়া গেল। চতুর্দিকেই ব্রজবন-সুলভ তমাল, কেয়িল, ময়ূর, গোধন প্রভৃতি দৃষ্ট হইতেছিল। দুইটি ময়ূর কেকারবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পরিক্রমার আগে আগে চলিতেছিল; দুই পার্শ্বের বহু ময়ূর বিচরণ করিতেছিল। একস্থানে এত অধিক ময়ূর পরিক্রমার অন্যত্র পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে ময়ূরগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া যেন পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তনের তালে-তালে আনন্দ-নৃত্য করিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বেই 'জোয়ার' ও 'পোয়ার' নামক শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, কূপ প্রভৃতি। পথে মাইলষ্টোন পাওয়া গেল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে, Radhakunda—1 mile; Gobardhan —2 miles; Muttra—15 miles; অর্থাৎ রাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধনের দিকে এক মাইল আসিবার পর এই সকল সুন্দর দৃশ্য পরিক্রমা-যাত্রিগণের নয়নপথের পথিক হইল। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আসিলে "কুসুম-সরোবর" পাওয়া যায়, আসিবার পথে ডা'নদিকে পাকা রাস্তার ধারে গোয়ালিয়রের মহারাজের ঠাকুরবাড়ী, প্রস্তরের অট্টালিকা—এখানে শ্রীরাধাকান্তজী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কুসুম-সরোবর 'সুমনঃ সরোবর' নামেও পরিচিত। 'কুসুমে'র সংস্কৃত নামান্তর—'সুমনস্'। শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'কুসুম-সরোবর' অবস্থিত। কথিত হয়, এই স্থানে কুসুম-চয়নের ছলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইত। সরোবরের পশ্চিমতটে শ্রীবলদেবের দুইটি মন্দির বিরাজমান। সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শ্রীউদ্ধবের মন্দির। উক্ত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে এবং কুসুম-সরোবরের পশ্চিমাংশে 'উদ্ধবকুণ্ড'। এখানে শ্রীউদ্ধব মহারাজ পুংমহিষীদিগের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডল-মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"দেখহ কুসুম-সরোবর এই বনে।
যাঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম-চয়নে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

কুসুম-সরোবরের নিকট 'বজ্রাঙ্গজী' অধিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় একজন সংবাদ-দাতা বলিলেন, বর্ত্তমানে এই স্থানটি ভরতপুরের মহারাজ সিং রাজার রাজ্যের অন্তর্গত।

কুসুমসরোবর একটি বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা, ৪০০ বর্গফুট, চতুর্দ্দিকই অতি সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে অগ্নিপ্রস্তর-দ্বারে বাঁধান'। এক সুন্দর পাকাঘাট ও ঘাটের উপর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির খুব কমই দৃষ্ট হয়। সরোবরের জলও স্বচ্ছ। স্থানীয় এক সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া ভরতপুরের কোন রাজা নাকি এই সুরম্য ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শুনা গেল, এখানে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অভিযান-কারী ২০ মূর্ত্তি এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ৩।৪ জন বাবাজী নির্জ্জন-ভজনে ব্যস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আধুনিক নব্য-ছড়া-সৃষ্টিকারি-সম্প্রদায়ের শিষ্যানুশিষ্য কতিপয় ব্যক্তি এখানে আছেন। তাঁহারা গোবিন্দকুণ্ডে ভিক্ষাদি করিয়া থাকেন।

উদ্ধারণ দাস নামক এক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট আগমন করিয়া বিশেষভাবে জানাইতে লাগিলেন যে, রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়গণের বশ হইয়া বৃন্দাবনের রঙ্গজীর দেবোত্তরে পরিণত হইয়াছে। উক্ত উদ্ধারণ-দাস বলিলেন, —শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ২৩৮৲ টাকা দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এই-রূপ কথার সার্থকতা কতটুকু, তাহা সুধী বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিচার্য্য। আরও শুনা গেল, রঙ্গজীর মন্দিরের মালিকগণ ও আধারক্ষের রাজা রাধাকুণ্ড ও কৃষ্ণকুণ্ডকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বর্ত্তমানে মোকদ্দমা চালাইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, সকল পাণ্ডা মিলিয়া রাধাকুণ্ড ক্রয় (?) করিবার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা ঐ সকল ব্যক্তির কথা কেবল শুনিয়া গেলাম, আমাদের

কোন মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

কুসুম-সরোবরের বরাবর, রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বড় প্রস্তরফলক বোর্ডের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বনে আসিয়া গোয়া-সৈন্যেরা ব্রজের পশু-পক্ষীকে বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা শিকার করিত। ইহা ব্রজের নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে এ প্রদেশে প্রাণী শিকার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ প্রস্তরফলকে ইংরাজী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

কুসুম সরোবরের পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে নারদকুণ্ড অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকাত্যায়নীর উপদেশানুসারে দেবর্ষি নারদ তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিমতটে একটি মন্দিরে শ্রীনারদের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মন্দিরটি দালান-আকার খোলার। এখানে নারদজীর পাদপীঠ ও একটি বৈঠক আছে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বনোয়ারী দাস নামক এক ব্যক্তি এখানকার পূজারি। এই নারদকুণ্ডের কথা 'ভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ লিখিত আছে—

"এই যে নারদকুণ্ড, নারদ এথাতে।
তপ করি' কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বন্দা-উপদেশ॥"

ইহা কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে ও শ্যামকুটীরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। এই রত্ন-সিংহাসনে শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ করিতেন। এই স্থান হইতে শঙ্খচূড়-বধের কারণ উৎপত্তি হইয়াছিল,—

"এই রত্ন-সিংহাসন ইথে বহু কথা।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিলা এথা॥
শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হ'তে।
যৈছে কৃষ্ণ বধে তা' বিদিত ভাগবতে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৪শ অধ্যায়ে শঙ্খচূড়-বধের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে,—"শিবরাত্রির পর কৌমিকা-পূর্ণিমা-দিনে কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য সখাগণের সঙ্গে ব্রজবালাগণের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বনের মধ্যে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপিকাকুল ললিত-রাগিণীতে রাম ও কৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। তখন রজনীর প্রথম যাম। আকাশে তারকাবলীর সহিত চন্দ্র উদিত হইয়াছে। মল্লিকা-সৌরভে আকুল হইয়া ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করিতেছিল। গন্ধবহ কুসুমগন্ধ বহন করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিল। রাম-কৃষ্ণ চিত্তহারিণী রাগিণীতে গান করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণের নাম-শ্রবণে গোপনারীগণ মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহাদের দেহ হইতে বসন এবং কবরী হইতে মালা-সকল স্খলিত হইয়া গেলেও তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

রাম ও কৃষ্ণ যখন এইরূপ ক্রীড়া ও গান করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় ভগবান্‌কে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া গোপীগণকে হরণ করিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইল। শঙ্খচূড় গোপীগণকে ভয় দেখাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে গোপীগণ 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন রাম ও কৃষ্ণ স্ব-স্ব প্রণয়িনীকে রক্ষার্থ শালবৃক্ষ-হস্তে শঙ্খচূড়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। শঙ্খচূড় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গোপী-দিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চূড়ের অভিমুখে গমন করিয়া মুষ্টি-দ্বারা তাহার শিরোমণির সহিত মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক সেই মণি শ্রীবলদেবকে প্রদান করিলেন।

রাস্তার ধারে ভরতপুরের মহারাজগণের সমাধি-স্থান দেখিতে পাওয়া গেল।

পথে দুই একটি ব্যক্তিকে দুধের ধার লইয়া সাত ক্রোশ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে দেখা গেল। অর্থাৎ এই স্থানে এইরূপ এক প্রকার পরিক্রমার কথা প্রচলিত আছে যে, ৫/ মন দুগ্ধ পরিক্রমার সমস্ত স্থানে বর্ষণ করিতে করিতে পরিক্রমাকারী তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিবেন। একটি হাঁড়ির নিম্নভাগে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রায় দশসের পরিমাণ দুধ লইয়া পরিক্রমাকারী চলিতে থাকেন। ঐ ছিদ্র-দ্বারা দুধের ধার ক্রমে ক্রমে রাস্তের পথে বর্ষিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে যেন ষ্টেশনের মত এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, হাঁড়ির দুধ ফুরাইয়া গেলে সে-সকল স্থান হইতে পুনরায় হাঁড়িতে দুধ পূর্ণ করিয়া পরিক্রমাকারী আবার চলিতে থাকেন। এইরূপ ভাবে সাত ক্রোশ স্থান পরিক্রমা করা হয়, তাহাতে পাঁচ মণ দুগ্ধ ব্যয় হইয়া থাকে। এই

পরিক্রমার রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও যতিপুরা—এই তিনটি স্থান স্পর্শ হয়।

পরিক্রমা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথ-প্রদর্শকগণ বলিতে লাগিলেন,—"গিরিরাজের সীমা আরম্ভ হইল"। "গিরিরাজ" নাম শ্রবণ করিবামাত্র পরিক্রমার যাত্রিগণস্থ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে গিরিরাজের জিহ্বা ও মুখারবিন্দ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ বলিলেন, পূর্ব্বে গিরিরাজ আরও অধিকতর সমুন্নত হইয়া প্রকটিত ছিলেন; বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে আত্মসংগোপন করিতেছেন।

পশ্চিম-দিকে 'গোয়াল-পুকুর' বা 'গোয়াল-কুণ্ড' নামক স্থান অবস্থিত। কিংবদন্তী—এখানে মধুমঙ্গলের নিকট হইতে নন্দাগণ সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

গোয়াল-পুকুরের অগ্নি-কোণে 'যুগল-কুণ্ড'। এখানে স্থানটি-মাত্র আছে, কুণ্ড লুপ্ত। যুগল-কুণ্ডের দক্ষিণে 'কিঙ্কিণ-কুণ্ড' অবস্থিত।

এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনকে 'খেলন' বন বলে। এখানে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 'কন্দুক' ক্রীড়া করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-তোষণীতে (দ ১০।২৩শ অধ্যায়) 'কিঙ্কিণ' কুণ্ডের কথা লিখিয়াছেন। কুণ্ডটি ছোট, জল ভাল নহে, এখানে কিঙ্কিণ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-মূর্ত্তি-সহ বিরাজিত আছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের হরিদাস নামক এক ব্যক্তি এবং তাঁহার গুরু ঘনশ্যামদাস এখানে পূজাদি করিয়া থাকেন। ঘনশ্যামের গুরু নারায়ণদাস দালিঘাটের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আখড়ায় থাকেন। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। হরিদাস জানাইলেন,—কেবল-মাত্র "আকাশ-বৃত্তি"-দ্বারা ঠাকুরের সেবা-পূজা চলে। এখন ঐস্থানে তিন মূর্ত্তি স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছেন। নিম্বতরুর তলে পুরাতন মন্দিরে প্রাচীন বিগ্রহ; একটি ছোট দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম 'গিরিগোকুল' ছিল।

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ বাহ্য-দর্শনে সমতল ভূমি হইতে যেন অকস্মাৎ উদিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে প্রায় ৪।৫ মাইল ব্যাপিয়া স্বীয় অঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। বাহ্য-দর্শনের পরিমাপে বিচার করিলে এই পর্ব্বতরাজ সচ্চে প্রায় ১০০ কিট্ উচ্চ হইবেন। স্থানীয় লোক শ্রীগোবর্দ্ধনকে 'গিরিরাজ' নামেই অধিকাংশ সময়ে অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ বলিয়া গণ্য এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং গিরিরাজের উপরে কাহাকেও উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন। এজন্য পরিক্রমা-কালে সকলেই সাবধান হইয়া গিরিরাজের পার্শ্বদেশ দিয়া হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন 'যতিপুরা' ও 'আনোর' গ্রামের মধ্যভাগে দক্ষিণ-দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত অঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থানে পর্ব্বতের শিখর-দেশে একটি প্রাচীন মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার সবিশেষ প্রসঙ্গ যতিপুরার বিবরণ-মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

আমরা পাঠকবর্গকে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল-পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ ও অন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ-ক্রমে উপহার প্রদান করিতেছি।

যাঁহারা এই জগতের প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্‌বেদাদি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐ সকল সংহিতা-মধ্যেও তাৎকালিক ব্যক্তিগণের ইন্দ্রপূজা-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতা-ভাগে ইন্দ্রের বহু স্তব রহিয়াছে, কারণ ইন্দ্র মেঘপতি। মেঘ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিয়া শস্যাদিকে সঞ্জীবিত রাখে। শস্য সঞ্জীবিত হইলে জীবগণ উহার দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামাদি-সাধনে সমর্থ হয়। এইজন্যই জগতের প্রাচীন সভ্যতার যুগ হইতে মেঘপতি ইন্দ্রের আরাধনার কথা ঐতিহ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যধামে যে যে কার্য্য একমাত্র অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সুখ-তাৎপর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, মর্ত্ত্যধামে সেই সকল কার্য্যেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যধামের কার্য্যগুলি এক অধয়বস্তুর সুখের জন্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাতে দ্বৈততা ও অদ্বয়তা নাই, আর জগতের কার্য্যগুলি দেহ ও মনে আবদ্ধ ভোগায়তনগণের নিজ-নিজ দেহ ও মনের তোষণের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাতে অদ্বয়তা ও দ্বৈততা বর্ত্তমান।

ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের শরীর রক্ষা, জলস্থিতি যাহা কিছু, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-শূন্য দেহ ও

মনে আবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদিগের দেহরক্ষা ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য, তাঁহাদিগের জন্মগতি 'পাছে ভগবানের সেবানুষ্ঠানে কোন বিঘ্নোৎপাদিত হয়'—এই আশঙ্কায়; তাঁহাদিগের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি এক অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে পাদ্যজ্ঞান-নিবন্ধন। সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টা জগতের বিকৃত চক্ষু বা বিকৃত ধারণা লইয়া দর্শন ও অনুধাবন করিলে প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত চেষ্টারই ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা চিদ্বিলাসরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎকে এবং এই জগতের অধিবাসীর যাবতীয় চেষ্টাকে চিদ্ধামের ও চিদ্ধামবাসী নিত্যভগবৎ-সেবকগণের বিকৃত প্রতিচ্ছবিরূপে দর্শন করিয়া চিদ্ধামে নিত্যবস্তুর নিত্যস্বরূপাবস্থিতি দর্শন করিতে পারেন।

দ্বাপরযুগান্তে ব্রজবাসি-গোপসকল দেবরাজ ইন্দ্রের যথোচিত পূজাবিধানের জন্য যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধপ্রপ্রাণ গোপগণ পর্জন্যাধিপতি ইন্দ্রের আরাধনার জন্য নানাপ্রকার পূজাসম্ভার আয়োজন করিতেছেন। গোপগণের এইপ্রকার চেষ্টা দেখিয়া দেবরাজ গর্ব্বে অবলিপ্ত। ইন্দ্র আজ নিজকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিতেছেন। ইন্দ্রের এই দর্প নষ্ট করিবার জন্য এবং জগতে নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রচার করিবার জন্য দর্পহারী ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় অভিনয়পূর্ব্বক শ্রীনন্দাদি গোপবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ, আপনাদের এ পূজার আয়োজন কেন? এই পূজার দেবতাই বা কে?" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে পরমবাৎসল্যবিধুর ব্রজরাজ নন্দ বলিলেন,—"তাত, আমরা আজ ইন্দ্রের পূজার আয়োজন করিতেছি। পর্জন্যরূপী ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই ইন্দ্রার্চ্চন আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্রদেব-বর্ষিত বারিসেকে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই আমরা তাঁহার অর্চ্চন ও আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"পিতঃ, জীবের সুখ, দুঃখ, ভয় ও ক্ষেমাদি কর্ম্মদ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মপ্রভাবেই তাহা বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর কেহ থাকেন, তিনিও কর্ম্মফলদানদ্বারা কর্ত্তারই তত্ত্বনা করেন। কেন না, যে-ব্যক্তি কর্ম্ম না করেন, তাঁহার তিনি প্রভু নহেন অর্থাৎ তাঁহাকে তিনি ফলদানে সমর্থ হইতে পারেন না। যদি কর্ম্ম হইতেই ফলসিদ্ধি হইল এবং সকল প্রাণী কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? 'অজাগলস্তনে'র ন্যায় তাঁহার ন' কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না। প্রাক্তন সংস্কার-বশতঃই কর্ম্মফল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র কিংবা কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই। অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর।"

অচিন্ত্যচরিত্র শ্রীভগবান্ কর্ম্মজড় ব্যক্তিক বিপ্রগণের গর্ব্ব বিনাশ করিবার অব্যবহিতপরেই আজ আবার কর্ম্মদেবতা ইন্দ্রের গর্ব্ব বিনাশ করিবার জন্য ও জগতে কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের অজ্ঞতাচেষ্টা দর্শন করিয়া অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি বা আত্মার সহজধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য, বাৎসল্যরসসর্ব্বস্ব পঞ্চপেত্র নন্দমহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা এবং তাহাদের কর্ম্মাধীন ঈশ্বরের পূজাচেষ্টার প্রাকৃতত্ব ও সহজ আত্মধর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব প্রচারার্থ এইরূপ অভিনয় করিলেন। গোপরাজ নন্দ ও গোকুলগোপগণের গোপত্বই তাঁহাদের নিত্যস্বরূপ এবং "গোপবেশ-বেণুকর" গোকুল-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়োপকরণ, সেবোপকরণ, বেণু, শৈল প্রভৃতির সেবা করাই নিত্যগোপগণের নিত্য "স্বধর্ম্ম" বা "স্বরূপ-ধর্ম্ম"; তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপেন্দ্র নন্দকে বলিলেন,—

"বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্"

অর্থাৎ আমরা গোপজাতি, গো-রক্ষাই আমাদের বৃত্তি। আরও বলিলেন,—

"ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥
তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযজসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥
পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥"

(ভাঃ ১০।২৪।২৪-২৬)-

—হে তাত, আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বাস করি। নগর, দেশ, গ্রাম—এসকল আমাদের কল্যাণের হেতু হইতে পারে না, বরং শৈলাদিই আমাদের যোগক্ষেমের কারণ। অতএব আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের

পূজা আরম্ভ করুন। ইন্দ্রের যজ্ঞার্থ যে-সকল দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই যজ্ঞ সাধিত হউক। পায়সাদি, মূলা ও ফল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি, গোধূমাদির বিকার পিষ্টক ও পুরোডাশ প্রস্তুত হউক এবং আপনাদের দ্বারা হুত, দধি, নবনীতাদি সংগৃহীত হউক।

পাঠক! গোপেন্দ্রনন্দনের এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন কি? এই সকল সরল কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার ভক্তগণের স্বরূপধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়, পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব, দ্বারকাধামের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত। জল, স্থল, বিপণিরই ব্রজের সম্পত্তি। গোধন-সমূহই ব্রজের প্রজা। তথাকার ব্রাহ্মণগণ ব্রজপুরের হিতকারিরূপে কৃষ্ণের সেবক। শৈলাদি শ্রীকৃষ্ণের বিচরণ-ভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া তাঁহার সেবাই গোপগণের যোগক্ষেমের কারণ। নবনীত, দধি, দুগ্ধই ব্রজের পাত্র। সমস্ত কানন, উপবন, ভূধর কৃষ্ণপ্রেমময়। ব্রজের সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণপরিচারিকা; সুতরাং সেই অদ্বয় চিদ্বিলাসধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদিগকে যে স্বতন্ত্র ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রসূত ব্যাপার।

ইন্দ্রের পূজা বারণ করিয়া এবং ইন্দ্রের পূজার জন্য আহৃত যজ্ঞদ্বারা নিজের পূজা বিধান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের সার্থকতা বিধান করিলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তেশ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।" (গীঃ ৯।২২-২৭)

যাঁহারা কেবলা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান না করিয়া অন্যান্য দেবতার আরাধনা-তৎপর বা যাঁহারা স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, যাঁহারা দৈবীমায়ার বিমোহিত হইয়া প্রাকৃত-শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতাভজনকে 'ভগবদ্ভজন' বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের অনৈশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অযোগ্য, সেই সকল প্রাকৃত ব্যক্তিগণের দুর্ব্বুদ্ধি নিরাস করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার নিজের পূজা করাইলেন; দেখাইলেন যে, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। অন্য দেবতার উদ্দেশে যে-সকল দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা অনৈশ্বর্য্যভাবে তত্তদ্দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের পূজা করাই বিধি বা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণগত প্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমভোক্তা অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিচরণভূমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করিলেন। গোপগণ গোধনগণকে অগ্রে করিয়া গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান; এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন।

এই গোবর্দ্ধন পূজার ছলের সিংহাসনস্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অজস্র প্রেমামৃতে প্লাবিত, এই গিরিরাজ কৃষ্ণের সেবোপকরণ গো, তৃণ, বিহঙ্গম, বিটপী প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আশ্রয়স্থানস্বরূপ; এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী। কেন না, বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন; কিন্তু গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয় হইয়াছেন। কারণ, তিনি নতমস্তকে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে সর্ব্বদা কোটীগঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রসূত শ্যামকুণ্ড এবং অমৃতনিষ্যন্দস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিতেছেন। এই গিরিরাজ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন হইয়া ভক্তগণের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি বন্ধুগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর রীতি গান করিয়া

থাকেন, এই গিরিরাজের নিকট গুহা ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ক্রীড়ার স্থান, এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীমানসকুণ্ড প্রভৃতি বহু বহু কুণ্ড শোভিত রহিয়াছেন, অবধূতকুল-চূড়ামণি ঈশ শুকদেব গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শতমুখে এই গিরিরাজের স্তব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তপনতনয়া কালিন্দীকে, অন্যান্য গিরিগণকে, ব্রজ-জনের আশ্রয়ীভূত ও অভীষ্টপ্রদ নন্দীশ্বরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনরক্ষার্থ বৃষভানুর শিরোভূষণস্বরূপ এই গিরিরাজকে বর্জ্জন করিয়া ইহার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ রসিককুলনায়ক যদুরাজ শ্রীগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ এবং রসিকভক্তগণের হৃদয়বর্দ্ধক।

তাই আজ অবয়বত্ব শ্রীভগবান্ গোপদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অন্যপ্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল" —এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিবিধ পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রজবাসিগণকে কৃপা করিবার জন্য ব্রজবাসিদিগের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন,—"অহো! দেখ ঐ মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমাদিগকে কিরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন। যে-সকল বনবাসী ব্রজবাসিগণকে অবজ্ঞা করিতেছিল, এই শৈল সর্পাদিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন আইস, আমাদের এবং গোকুলের ক্ষেমার্থ ইহাকে নমস্কার করি।"

ব্রজেন্দ্রনন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপগণ যথাবিহিত গোবর্দ্ধনগিরিরাজের পূজা-বিধান-পূর্ব্বক ব্রজে প্রত্যাগত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইলেন, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত বালক এবং ব্রজবাসি-গোপগোপীগণকে প্রাকৃত মনুষ্যবিবেচনায় অযথা বর্ষণ ও মেঘগর্জ্জনাদির দ্বারা ব্রজস্থ কুলদেবতাপ্রাণ গোপকুলের ভীতি সঞ্চার করিলেন। ব্রজ-জনবান্ধব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপল্লবস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলি-রূপ পঙ্কজকোষে মুখ্য ভৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টিকারী শক্রমুখ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সেবা করা কর্ত্তব্য।

স্বয়ং গৌরহরি নিজে আচরণপূর্ব্বক এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত করিয়া মুখরাসরোবরের নিকটস্থ গোবর্দ্ধনগিরিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইল দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ ভগবদ্মূর্ত্তি,—ইহা জানাইবার জন্য ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরহরি গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি-দর্শনার্থ গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিলেন না। তিনি—

"গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ)

—এইপ্রকার ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। এদিকে "গোবর্দ্ধন-শৈলে আরোহণ করিব না"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং "আমি কৃষ্ণভক্ত"—এই অভিমান-যুক্ত গৌরহরিকে গোপালরায় স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপালকে দর্শন করিবেন না জানিয়া গোপাল 'অন্নকূট গ্রাম' হইতে ছেঙ্কছলের ছল বাহির করিয়া 'গাঠুলি' গ্রামে আসিলেন। মহাপ্রভু তৎপর দিবস প্রাতঃকালে মানস-গঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন—

"গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥
"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূয়বসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥

(ভাঃ ১০।২১।১৮)

—এই গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাসগণের অগ্রণী; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া পানীয়, সুকোমল তৃণ, কন্দমূল এবং উপবেশন-যোগ্য রমণীয় স্থান প্রভৃতি দ্বারা গো ও গোপগণের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ও প্রণামাদি করিলেন এবং গোপালের পাঁচুলি-গ্রামে বিজয়-বার্ত্তা প্রদান করিয়া সেই গ্রামে গমনপূর্ব্বক গোপাল দর্শন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুও যখন বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারাও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপরে আরোহণ করিতেন না। গোপাল যেরূপ মহাপ্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দান করিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে গমন করিতে অপারক হইলেও গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই অভিলাষ হইল। গোপাল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দর্শন-প্রদানার্থ এবারও পূর্ব্বের ন্যায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিট্‌ঠলেশ্বরের ভবনে বিজয় করিলেন এবং একমাস-যাবৎ অপরূপ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভু যখন মহাপ্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর জগদানন্দকে উপদেশ দিলেন—

"গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ)

শ্রীজগদানন্দ যখন ধাম দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীসনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর উপযুক্ত ভেটস্থানে জগদানন্দের নিকট রাধাবল্লীর বালু ও গোবর্দ্ধনের শিলা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চটক-পর্ব্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-স্মৃতির বিষয় আমরা চরিতামৃতের অন্ত্য ১৪শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—

"গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সর্ব্ব গণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ)

শ্রীগৌরহরির বৃন্দাবন-আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনসন্নিধানে উপনীত হইলেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান-সমাপন-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-কালে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটী গোপবালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী-গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি 'ঐ গ্রামবাসী একজন বালক, গ্রামের স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন,'—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট এইরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শেষরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তন্দ্রাযোগে সেই গোপবালককে দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ বালক পুরীপাদের হস্তধারণ-পূর্ব্বক একটী কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি-বর্ষা-রৌদ্র প্রভৃতি সহ করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর, সুতরাং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় মঠ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন; আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম "গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল", তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র—অনিরুদ্ধের পুত্র মহারাজ বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতে-ছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপাল-বিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন ও শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপনপূর্ব্বক গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার-দ্বারা মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন,—

"দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ।
অন্য-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বস্ত্র শাক-ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি করি' করে বিপ্রগণ॥
অন্য পাঁচ সাত জন করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নবমৃৎপাত্রি তাহে পলাশের পাত।
তাহি রান্ধি তা'র উপর রাশি কৈল ভাত॥

তাঁর পাশে কটী-রাশির পর্ব্বত হইল।
সূপ-আদি ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তাঁর পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি'॥
হেনমতে "অন্নকূট" করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
• • •
একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট ব্রজে সবে রহিত হইয়া॥
• • •
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের প্রায় মধ্যস্থানে সমতল প্রদেশে গোবর্দ্ধন গ্রাম অবস্থিত। এই গোবর্দ্ধন-গ্রাম "মানসী-গঙ্গা"র তীরে বিরাজমান।

মানসী-গঙ্গা একটী অসমানাকার কুণ্ড। কুসুমসরোবরের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মানসীগঙ্গা-তীর্থ অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মানস-সঙ্কল্প-মাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম "মানসী-গঙ্গা" হইয়াছে। কথিত হয়, এক সময়ে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোমতী গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে গোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে বাস করিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত রহিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণ-গণৎ-বিহ্বল সরল ব্রজবাসিগণ এতদ্বিষয়ে কিছু অবগত নহেন। আমি ব্রজবাসিগণকে এতদ্বিষয়ে জানাইব। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র নিত্যকৃষ্ণকিঙ্করী গঙ্গা মকর-বাহিনী-রূপে সমস্ত ব্রজবাসীর নয়ন-গোচর হইলেন। ইহা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বলিতে লাগিলেন,—"এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত থাকিয়া ইঁহারা ব্রজমণ্ডলের সেবা করেন, আপনারা ব্রজের বাহিরে গিয়া গঙ্গা-স্নানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়াই গঙ্গাদেবী আপনাদের সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা অবিলম্বে এখানে গঙ্গা-স্নান সম্পন্ন করুন। অদ্য হইতে এই তীর্থ 'মানসী-গঙ্গা' নামে পরিচিত হইলেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যা-তিথিতে এই মানসী-গঙ্গায় প্রকট হইয়াছিল; এইজন্য দীপাবলীতে মানসী-গঙ্গা-স্নান ও গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা একটি মহামেলায় পরিণত হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গার উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-তীরে অনেকগুলি মন্দির বিরাজিত রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়-পাঠকের সুধাম-প্রাপ্তি

রংপুর জেলার অন্তর্গত সৈদপুর-নিবাসী বাবু বসন্ত কুমার ভেওয়ারী মহাশয় গত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৪টা ৪০ মিনিটের সময় কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি গৌড়ীয়ের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং গৌড়ীয়গণই বর্ত্তমানে যথার্থ আচার-পরায়ণ-জ্ঞানে মৃত্যুকালে নিজ-পুত্রকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বাবু মোহিনী কুমার ভেওয়ারী মহাশয় গত ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কাশীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়া পিতার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১২শ খণ্ড, ১৮শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৮-পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে পাটনা-পারমার্থিকপ্রবর্ত্তনী-দর্শকের এবং মন্তব্যে স্বাক্ষরকারিগণের নিম্নে "Two educated Persian ladies" স্থলে "Two educated Parsee ladies" হইবে এবং তদ্রূপে উহার অনুবাদ-স্থলেও "পারস্যদেশীয় দুইজন শিক্ষিতা মহিলা" স্থলে "দুইজন শিক্ষিতা পার্সী মহিলা" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, পূর্ব্ব বিভাগ, ফল্গু বৈরাগ্য লক্ষণ ৬

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে সাধন ভক্তি লহরী

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই পৌষ, ১৩৪০; ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ২০শ সংখ্যা

পাটনা পারমার্থিক প্রদর্শনী

(দৃশ্য-পরিচয় ও শিক্ষা-প্রদর্শন)

আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করি এবং মনের দ্বারা বিষয়-চিন্তায় নিযুক্ত থাকি। পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত চলিবার জন্য যে-সকল বিদ্যার প্রয়োজন হয়, ঐ গুলি অপরা বিদ্যা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারি বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ আমাদিগকে এই কর্ম্মজগতে বিচরণ করিবার জন্য সাহায্য ও নানাবিধ সুবিধা প্রদান করে। যখন আমরা এই সকল সুবিধার প্রার্থী হই, তখনই সেই চেষ্টাকে প্রবৃত্তির পথ বা ভোগ-পথ বলে। আর যখন ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করি এবং ভোগ আমাদিগকে পরিশেষে যন্ত্রণা প্রদান করে দেখিয়া ও চিরকাল ভোগ সংরক্ষণ করা যায় না জানিয়া ভোগের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া বিরাগী হই, তখনই সেইরূপ চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্তির পথ বা মোক্ষের চেষ্টা বলে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে—ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই আমাদের ব্যক্ত ও গুপ্ত অপস্বার্থপরতার দুইটি রূপ। প্রকৃত পরমার্থ এই দুইটি চেষ্টা হইতে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত ঐ দুইটি চেষ্টার মধ্যে একটি শান্তির আলেয়া দেখাইয়া আমাদিগকে পরিভ্রান্ত করে, আর একটি রোগ ও রোগী দুইটিকেই চির-বিনষ্ট করিয়া

শান্তির পথ অনুসন্ধান করে; ভোগের বিষাদময়তাজনিত দুঃখ মনোগত হইলে ঐরূপ আত্মন্তরিতারূপ যুক্তির পথে শান্তি-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। আপাত-উত্তেজনার উন্মাদনা ও উপরের চাক্‌চিক্যের ঘনত্ব অনেক জানিতে পারি না বলিয়া আমরা ভোগের রাজ্য হইতে ত্যাগের রাজ্য-বস্তুকেই শ্রেয়ঃ মনে করি; কিন্তু ভোগ ও মোক্ষ—এই উভয় অপস্বার্থপরতা হইতে মুক্তি না পাইলে প্রকৃত শান্তি হয় না,—ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের আদিগুরু শ্রীব্যাসদেব ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের পূর্ণাঙ্গস্বরূপ নির্ণয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামক এক পারমহংস-সংহিতা রচনা করেন। তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, ভক্তিকেই সাধন ও নিত্যরূপে বরণ করিয়া পঞ্চম-পুরুষার্থ-লাভ এবং অপ্রাকৃত রসিকগণসহ সকল অপ্রাকৃত-রসের আশ্রয় রসময়ের নিত্য-বিহার দর্শনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল কথা আছে, তাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অন্তর্গত আত্মানাত্ম-বিচারে বুঝা যায় না। একমাত্র পরম-পরাৎপর-তত্ত্বে আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার পাদপদ্ম হইতে যে জ্ঞানালোক আমাদের উপর বর্ষিত হয়, তাহা দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়।

পাটনার পারমার্থিক প্রদর্শনীতে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিম্নে পাটনা-প্রদর্শনীর দৃশ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১ম দৃশ্য—শম্যাপ্রাসে শ্রীব্যাসদেবের বিষাদ—সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে ঋষিগণের যজ্ঞ-সমৃদ্ধির জন্য শম্যাপ্রাস নামক একটি আশ্রম আছে। ইহাই ব্যাসের আশ্রম। এই আশ্রমে বসিয়া একদিন ব্যাসদেব অত্যন্ত বিক্ষুব্ধচিত্তে মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন—"আমি ধর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান ও আচরণ করিয়াছি, বেদ বিভাগ করিয়াছি, সাধারণের মঙ্গলের জন্য মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছি, তথাপি কেন মনে শান্তি আসিতেছে না?"

শিক্ষা—অপরা বিদ্যা বেদ-বেদাঙ্গ, লৌকিক শাস্ত্র, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াও জীবের হৃদয়ে প্রকৃত শান্তির উদয় হইতে পারে না। কেননা ঐ সকলের সহিত আমাদের আত্মা বা চেতনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আত্মা যাহা অনুশীলন করে, আত্মার যাহা নিত্য স্বভাব, নিত্য ধর্ম্ম, নিত্য প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা প্রগতি,—তাহাই ভক্তি। ভক্তিতে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তদীয় শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়া জীবের শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হয়।

২য় দৃশ্য—শান্তিহীন ও বিষণ্ণচিত্ত ব্যাসদেবের নিকট তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদের আগমন এবং তাঁহার অশান্তি ও বিষাদের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ-প্রদান।

শ্রীনারদ বিষণ্ণ ব্যাসকে সংসারের "ভোগ" ও "ত্যাগে"র আলোচনারূপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হরিসেবা"র আলোচনা অর্থাৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করেন। ইহা শুনিয়া বিষণ্ণ ব্যাসকে নারদ বলিলেন—তুমি বেদবিভাগ, বেদান্ত-রচনা, সর্ব্ববিধ লোকের জন্য সাত্বত, রাজস ও তামস পুরাণাদি-রচনা এবং মহাভারতের অন্যো শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচুরভাবে কীর্ত্তন করিয়া থাকিলেও পরাৎপরতত্ত্বের অহৈতুকী সেবার কথা সবিস্তারে গূঢ়ভাবে কীর্ত্তন কর নাই। কৃষ্ণ-সেবা বা কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তনের অভাবে চিত্তে প্রকৃত শান্তির উদয় হয় না। জগতের বুভুক্ষা অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কামের বাসনা এবং মুমুক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মের অতীত বিরজার পরপারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কামনা—এই দুইটিই হরিসেবার অন্তর্গত নহে। শ্রীহরি সেবার বা ভজনের বস্তু। শ্রীহরির সেবা বা ভজনই ভক্তিযোগ। মুক্ত হরিজনগণের নিত্য অনুশীলন-মুখে যে হরিসেবা—তাহাই ভজন; ভজনের পূর্ব্বে ও প্রারম্ভে অনুকূলবস্তুর অনুশীলনমুখে যে হরিসেবা—তাহা অর্চ্চন। মুক্তপুরুষগণ প্রকৃতির অতীতরাজ্যে নামভজন-মুখে নিত্য হরিসেবা করিয়া থাকেন। ভক্তিযোগ অবলম্বনে বুদ্ধি জড়তা অর্থাৎ জড়বস্তু মাত্রের ধারণা হইতে মুক্ত হইয়া সুনির্ম্মল হয় এবং মনের চঞ্চলতা দূর হয়। তখন হরিসেবা সুনির্ম্মল হইয়া নিজ-সুখেচ্ছা বা ভোগ ও ত্যাগের প্রতি ঔদাসীন্য উৎপন্ন করায়। তখন পরতত্ত্বের সেবাই প্রকৃত পরার্থিতারূপে উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু হরিসেবার বিমুখতা হইতে ভোগ ও ত্যাগ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—বদ্ধজীবের স্বভাবে উদিত হয়।

শ্রীহরির পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁহাকে জানিবার ও পাইবার জন্য সকল স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর হইলে অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে জীব নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয়-দ্বারা চিন্ময় বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবাকার্য্যে নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিয়া পূর্ণবস্তুর আনন্দ বিধান করে এবং আত্মার প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করে।

শিক্ষা—কেবল জাগতিক বিদ্যার অনুশীলনের ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি চেষ্টার অসারতার উপলব্ধিক্রমে বিষাদগ্রস্ত চিত্তে প্রকৃত শান্তির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে ভগবৎকৃপায় সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁহার উপদেশফলে ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক সেবা-বুদ্ধি বা ভক্তি লাভ হয়।

৩য় দৃশ্য—শ্রীনারদের উপদেশ-ক্রমে কেবলা-ভক্তির আশ্রয়ে নির্ম্মলচিত্ত ও সমাক্ সমাধিস্থ ব্যাসদেবের চিন্ময়-চক্ষুর দ্বারা অখণ্ডতত্ত্ব-দর্শন।

পূর্ব্ব দৃশ্যে শ্রীব্যাসদেবের প্রবণদশা। তৎফলে সম্প্রতি বরণদশার সহজ সমাধিতে অপ্রাকৃত তত্ত্ব-সকল দর্শন করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ এবং শ্রীরাধিকা ও তাঁহার কায়ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহগণ। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণের বাৎসল্য-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীদামাদি সখাগণ তাঁহার সখ্য-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ। চিত্রক-পত্রকাদি ভৃত্যবর্গ তাঁহার দাস্যরসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ। গো, বেত্র, বেণু, যমুনা-পুলিন ও দলিলাদি তাঁহার শান্তরসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল আশ্রয়-জাতীয় পরিকরগণের সহিত বিভুরূপে অবস্থিত হইয়া বিষয়-আশ্রয়-বিগ্রহরূপে নিজ অদ্বিতীয়-পূর্ণতা সাধন করিতেছেন। এতৎ সমস্ত যোগ-মায়ার কার্য্য।

ব্যাসদেব আরও দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ভাগে তটীয় চিচ্ছক্তিপরিণতির অন্তরঙ্গরূপা জড়শক্তি মহামায়া অবস্থিতা। মায়ার দুই হস্ত দুইপ্রকারে জীবসকলকে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে এবং তাহাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। ফলে জীবগণ তাহাদের প্রকৃত ও নিত্য নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে; মহামায়ার প্রদত্ত অথচ অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান-মন্দ, সুখ-দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা ও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছে। প্রত্যেকে একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ ও ভোক্তা কৃষ্ণের সজ্ঞায় সজ্ঞিত হইয়া কৃষ্ণের জগৎটিকে নিজের ভোগের বস্তু মনে করিতেছে এবং কালের অধীনে তাব ও অভাবগ্রস্ত হইতেছে।

তিনি আরও দেখিতে পাইলেন—অধোক্ষজ বস্তুর অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবা জীবের হৃদয়ে পুনঃ উন্মেষিত হইলে সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ জীবের ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় এবং তাহারা নিত্যস্বরূপে নিত্য-প্রয়োজনীয় ভগবদ্ভজন করিতে থাকে।

শিক্ষা—সদ্গুরুর আশ্রয়ে ও উপদেশে শুদ্ধভক্তির দ্বারাই পরতত্ত্বের প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ হয়।

৪র্থ দৃশ্য—শ্রীব্যাসদেব পরতত্ত্বের যে বিজ্ঞান লাভ করিলেন, জগতের লোকের নিকট তৎসমস্ত অজ্ঞাত ছিল। তিনি জগতের অন্য লোককে ঐ সমস্ত শিক্ষা দিবার জন্য সাত্বতসংহিতা বা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত—তিনি স্বীয় পুত্রকে এবং পরম বাস্তব সত্য লাভের জন্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট অপর শিষ্যবর্গকে শ্রৌতপথে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা তর্কপথ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-দ্বারা তত্ত্ববিজ্ঞান-লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথে অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতে অকপট শ্রদ্ধার সহিত কেবল কর্ণের দ্বারা ঐসকল তত্ত্ব-বিজ্ঞান শ্রবণ করিতেছেন। তৎফলে তাঁহারা অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া ও জ্ঞান-তপঃ-যোগাদির দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূলভাবে সেবাপরায়ণ হইবার লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। তখন শোক, মোহ ও ভয় দূরে পলায়ন করিতেছে।

শিক্ষা—তর্কপথে পরতত্ত্ববিজ্ঞান লভ্য হয় না। একমাত্র শ্রৌতপথে প্রীতিময়ী সেবার ফলেই উহা লভ্য হয়, তখনই জীব শোক-মোহ-ভয়ের অতীত হইতে পারে।

৫ম দৃশ্য—উর্ণনাভ (মূতাকীট) নিজ দেহ হইতে জাল বিস্তার করিয়া তাহার উপর নিজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে—আবদ্ধ হয় না; উর্ণনাভের তুল্যধর্ম্মী ছানাগুলিও ঐ জালে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াও আবদ্ধ হয় না; কিন্তু মক্ষিকা-মশকাদি অপর জীব ঐ জালে আকৃষ্ট ও পতিত হইলে আবদ্ধ হইয়া পরিণামে দুর্গতিই লাভ করে।

মায়িক জগৎ পুরুষাবতার-কর্তৃক সৃষ্ট ও কালের অধীন প্রলয়ে এই জগৎ পুরুষাবতারে পুনঃ বিলীন হইতেছে। পুরুষাবতার মায়িকজগতের কালে কোন কালেই আবদ্ধ হন না—ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। সেবা-দ্বারা পুরুষাবতার-ভ্রমের জ্ঞান-লাভে মুক্ত, ভজনশীল জনগণও মায়িক জগতে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াও মায়াতে তদ্রূপ আবদ্ধ হন না। অপর সকলে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দুর্গতির পরাকাষ্ঠা ভোগ করে।

শিক্ষা—ভগবদ্ভাগবতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতেই জীবের বদ্ধভাবের অবসান। তাহা ব্যতীত জগতে বিচরণ বিপজ্জনক। সেই সেবা-বৃত্তি জীবের নিত্যকালের ধর্ম হইলেও কেবল ভোগপরতা অজ্ঞান-দৃষ্টিতে উহা লক্ষ্যের বিষয় হয় না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য—মহারাজ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সম্পদ বৃদ্ধিতে ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হন নাই। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের প্রতি প্রবল ঈর্ষানলে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। ঈর্ষানলের ধূমে তাঁহার বুদ্ধি ও দৃষ্টি অত্যন্ত আচ্ছন্ন, মলিন ও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধিভ্রান্তির ফলে তাঁহার স্ফটিকে জল ও জলে স্ফটিক-ভ্রম উপস্থিত হইল এবং তিনি সভাস্থলে সকলের হাস্যাস্পদ হইলেন।

শিক্ষা—জগতের ধনমদে ও বিদ্যামদে মত্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকার পরস্পর বিনিময়ের ন্যায় এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম করা তাদৃশ ধন-জ্ঞান-মদ বদ্ধজীবের বিবর্ত্তস্বভাবরূপে পরিণত হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগ-সুখ আহরণ করিবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃত ও স্বাভাবিক সদ্ব্যবহার।

৭ম দৃশ্য—ভীমের প্রকৃত শক্তির প্রদর্শনী-দর্শনে পুত্র-স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে প্রবল ঈর্ষার উদয় হইল। তিনি কপট স্নেহাধিক্য ও আনন্দাতিশয্যের অভিনয় করিয়া ভীমকে গাঢ় আলিঙ্গনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সুচতুর কৃষ্ণভক্ত ভীম ধৃতরাষ্ট্রের হৃদ্‌গত দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে এক লৌহমূর্ত্তি ভীম প্রদান করিলেন। কপট-স্নেহী ধৃতরাষ্ট্র গাঢ় আলিঙ্গনে উহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। শুদ্ধ ভীমসেন দূরে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃত-সমস্ত অন্ধ (স্বার্থান্ধ) ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ের গোপন কপটতা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

শিক্ষা—জগতে শুষ্কজনে বস্তুতঃ প্রীতিরহিত অথচ বাহিরে কপট প্রীতিপ্রদর্শন ধৃতরাষ্ট্র-সদৃশ ব্যক্তির অভাব নাই। সুচতুর ভক্তগণের নিকট ঐ কপটতা লুক্কায়িত থাকে না। ভক্তগণ বঞ্চিত হইবার পরিবর্ত্তে কপটিগণই নিজ কপটতায় বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হয়।

৮ম দৃশ্য—যিনি ভগবৎশ্রেষ্ঠ, তিনিই অকৃত্রিম স্নেহের আকর এবং আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। সমস্ত ভ্রান্তি ভ্রমন করিয়াও তাঁহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তত্ত্বদৃষ্টির পরিভ্রংশ-স্বীকারে ও ধৈর্য্যাবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইয়া কুল-প্রথানুসারে বা পশ্চাদ্গতিকভাবে মনুষ্যবুদ্ধিতে অর্থাৎ গুরু-ভ্রমকে গুরুপদে বরণ করেন, তাঁহারা আত্মমঙ্গল-বিরোধী ও আত্মঘাতী। শ্রীমদ্ভাগবতীয় "গুরু র্ন স স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকটির তাৎপর্য্য ৮ম হইতে ১৪শ দৃশ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮ম—১৪শ দৃশ্যসকলের শিক্ষা—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা,—সেই গুরু হয়॥"

যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে সিদ্ধান্ত, দিব্যজ্ঞান-দান ও সর্ব্বপাপ-বিমোচনে সমর্থ এবং কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম সত্য সত্যই প্রদান করিতে পারেন, তিনি যে কোন বর্ণে, যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হউন না কেন—তিনিই একমাত্র গুরু,—সদ্গুরু—জগদ্গুরু। এতদ্ব্যতীত অপর সকলের আপাতিক আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও গুরুতার দাবীতে জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃত কোন কপটতা না থাকিলেও, কার্য্যতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদানে তাঁহাদের কোন অধিকারই নাই, সুতরাং প্রকৃত বন্ধুত্বে কোনও দাবী নাই। তাঁহারা সকলেই অসৎ।

"সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥"

এই দৃশ্যে অসুরকুলগুরু শুক্রাচার্য্য লম্বোদর বা গুরু-ভ্রমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই দৃশ্য "গুরু র্ন স স্যাৎ" বাক্যের প্রমাণ।

শুক্রাচার্য্য মহারাজ বলিকে ছলনাদর্শ দিয়া সৎকর্ম্ম দানবীর সাজাইতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিমহারাজের

সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ কর্ম্মফল হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মসাৎ করিবার মানসে বামনরূপে তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষার ছলনা করেন। ইহাতে শুক্রাচার্য্য নিজের সমূহ সর্ব্বনাশ জানিয়া বলিকে বিশেষ বাধা প্রদান করিলেও বলি গুরুত্রবের কথায় কর্ণপাত-মাত্র না করিয়া ভগবানের প্রার্থনা পূরণ করেন এবং গুরুত্রবকে পরিত্যাগ করেন।

মায়ার রাজ্য—ভোগ ও ত্যাগের রাজ্য। ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয় পরিত্যাগই সর্ব্বসমর্পণরূপ ধর্ম্ম। এই সর্ব্ব-সমর্পণের পরেও আত্মনিবেদন-দ্বারা স্বরূপের গ্রহণ; সম্যক্ আত্মনিবেদনেই পূর্ণ শরণাগতি। ভোগ ও ত্যাগ পরিত্যাগের পরেও আত্মবোধের অভাবে অমঙ্গল বিদ্যমান থাকে। সেবাধর্ম্ম-গ্রহণ-ব্যতীত অমঙ্গল সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না।

ত্রিপাদভূমি-প্রদানে বলি মহারাজের ভোগ ও ত্যাগ-সমর্পণের পরেও তৃতীয় পাদভূমির ভিক্ষা-পূরণ অর্থাৎ স্বরূপের ধর্ম্ম—আত্মসমর্পণ ও সেবা অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। ভগবান্ তৃতীয় পাদভূমির ছলনায় বলির মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক বলিকে আত্মসমর্পণের দ্বারা তৃতীয় চরণের সেবায় স্বরূপের ধর্ম্মানুশীলনের সুযোগ দিলেন।

৯ম দৃশ্য—এই দৃশ্য "স্বপ্নো ন স ত্বাৎ" বাক্যের প্রমাণ। জ্যেষ্ঠের আনুগত্য কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য হইলেও বিভীষণ উৎপথগামী কামুক রাবণের কার্য্য-প্রণালীর অনুমোদন ও সহায়তা করিতে পারেন নাই। রাবণের আচরণ ও সঙ্গ বিভীষণের প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশের অন্তরায় হওয়ায় বিভীষণ রাবণের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জাগতিক ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট কোন কোন লোক বিভীষণের কার্য্যকে অন্যায় বিচার করিলেও ভগবৎসেবারূপ পরমধর্ম্মের বিচারে উহা সম্পূর্ণ সার্থকই হইয়াছে।

শিক্ষা—জাগতিক ভোগবুদ্ধির বিচারে সৎ ও অসতের প্রকৃত বিচার হয় না। পরম সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবা-রূপ একতারাই সদসৎ বিচারের প্রকৃত দিক্ প্রদর্শক।

১০ম দৃশ্য—এই দৃশ্যে "পিতা ন স ত্বাৎ" বাক্যের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিষ্ণু-বিরোধী ও দ্বিতীয় বস্তুতে অর্থাৎ মায়ার ভোগে অভিনিবিষ্ট হিরণ্যকশিপু নিজকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অতএব সর্ব্বব্যাপিত্বে বা সার্ব্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত মনে করিতেন। বিষ্ণুভক্ত আত্মানাত্ম-বিবেক-বিশিষ্ট প্রহ্লাদ পিতার আসুরভাব অর্থাৎ বিষ্ণু-বিদ্বেষের অনুমোদন করেন নাই। বরং বিবাদীন ভাবে পিতার অবাধ্য হইয়া বিষ্ণু-ভক্তির স্থান সর্ব্বোপরি—প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহ-দেব পিতা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ বিদারণ করিলেও প্রহ্লাদ তাহাতে শোকযুক্ত হন নাই।

শিক্ষা—কৃষ্ণভক্তি-ভক্ত-বিরোধী পিতৃগণের সহিত ব্যবহারে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজই প্রকৃত কল্যাণ-কামিগণের অনুসরণীয় আদর্শ। যেহেতু কৃষ্ণভক্তিই জীবমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং নিঃশ্রেয়স-লাভের হেতু। বহু অজ্ঞ জনের মতই ভগবদ্দ্বেষী নহে।

১১শ দৃশ্য—এই দৃশ্য "জননী ন সা ত্বাৎ" বাক্যের দৃষ্টান্ত।

জননী কৈকেয়ী—রামচন্দ্র পূর্ণ ভগবান্ এবং ভরত অংশাবতার, ইহা বিস্মৃত হইয়া অংশ ও আশ্রয়ের ধর্ম্মে অবস্থিত বিষয়-বিগ্রহ ভরতের সেবাকে বহুমানন করিয়াছিলেন। ভরত জননীর সেই বিচার সমর্থন করেন নাই—পরন্তু জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা—ভগবৎসেবা-বিরোধে জননীও পরিত্যাজ্যা।

১২শ দৃশ্য—এই দৃশ্য "দৈবং ন তৎ ত্বাৎ" সত্যের শিক্ষক।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বাস্তব ও সেব্য বস্তু। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবৎপর্য্যায়ে গণ্য নহেন—তাঁহারা আধিকারিক দেবতা মাত্র এবং জীবের জাগতিক ভোগবাসনাসকল পরিপূরণ করিবার সামর্থ্য-মাত্র তাঁহাদের আছে, কিন্তু তাঁহারা নিঃশ্রেয়স বা পরম-কল্যাণ-প্রদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের ভজন পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ভজনের বাধক। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বতনু অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়া থাকেন। রজস্তমঃপ্রকৃতির ব্যক্তি-গণ নানা কামনার বশে জ্ঞানশূন্য হইয়া অপরাপর দেবতা-গণের ভজন করেন।

বলীন্দ্র রাজা আজীবন যথাশক্তি দেবতাগণের সেবা করিয়া থাকিলেও, পরম সত্য বস্তু প্রদানে তাঁহাদের অসমর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া অবশেষে বিষ্ণুগুরুর সহিত ইন্দ্রাদির সমতাবিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীহরির শরণাগত হইলেন।

শিক্ষা—প্রকৃত প্রেমোন্মিগণ ঘটাঙ্গ রাজার আদর্শে অবৈধ উপাসনা-পদ্ধতিসমূহ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীহরির শরণাগত হইবেন। "বিচারপরায়ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিষ্কামই হউন, সকামই হউন বা মোক্ষকামই হউন, —ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই আদেশ সকলের অনুসরণীয়।

১৩শ ও ১৪শ দৃশ্য—এই দৃশ্যদ্বয় "ন পতিঃ স স্যাৎ" শ্লোকের প্রমাণ স্থল।

সমগ্র বিশ্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেবের প্রভুত্ব নিত্যকাল সেবক। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবগণ জগতে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়া নিজ নিজ বিকৃত স্বরূপের গৌরবে কৃষ্ণরামের সেবায় পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করে। পরমেশ্বরের পরম ভাব না বুঝিতে পারিয়া ভগবদ্বিগ্রহে সামান্য বুদ্ধিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

গোকুলের সন্নিকটস্থ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ গোপবালকগণ-সমভিব্যাহারে গোচারণে ব্যাপৃত শ্রীকৃষ্ণ-রামকে সাধারণ গোপবালক-বিচারে ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানের প্রার্থনা-সত্ত্বেও অন্ন দিতে বিমুখতা প্রদর্শন করেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির ক্রিয়াফলতায় অনাস্থাবান্ যাজ্ঞিকগণ শ্রীকৃষ্ণরামের সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু যাজ্ঞিক পত্নী-গণগণ পুনঃ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত কৃষ্ণসখাগণকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া স্বামিগণের নিষেধ সত্ত্বেও কৃষ্ণ-রামের ভোগের জন্য বস্ত্রাদি লইয়া স্বয়ং রাম-কৃষ্ণের সকাশে উপস্থিত হন।

শিক্ষা—যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজের ও লৌকিক গুরুজনের চরম মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক "পতিব্রতা" নামের যোগ্য। ভগবৎসেবার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে অন্যান্য যাবতীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও ভগবৎসেবার প্রাধান্য স্বীকার করা কর্তব্য; নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

১৫শ ও ১৬শ দৃশ্য—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনই ভগবানের বাস্তবজ্ঞান-লাভের এবং অপ্রাকৃত ভগবৎসেবার সর্বোৎকৃষ্ট ও সনাতন উপায়—ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। তিনি, নবদ্বীপে শ্রীবাস মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নবস্তু শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-মুখে সকল-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম-প্রধান-লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণই ভগবৎসেবার পরাকাষ্ঠা এবং তাহাই কৃষ্ণপ্রীতির পরম আকর্ষক।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনরসে মগ্ন থাকা-কালে অন্তঃপুর-মধ্যে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। শ্রীবাসের অন্তঃপুরস্থ নারীগণ পুত্রশোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে ব্যস্ত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভুর কীর্তনরসে বিঘ্ন হইবার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। পতিব্রতাগণ ভগবৎসেবা-পরায়ণা ছিলেন বলিয়া শ্রীবাসের নিষেধের মর্ম বুঝিলেন এবং ক্রন্দনাদি শোক-প্রকাশের দ্বারা নিজ-ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন।

শিক্ষা—শ্রীবাসের গৃহস্থজীবন সকল গৃহস্থজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। জগতের ক্ষণস্থায়ী দুঃখশোকাদির দ্বারা নিত্য ও পরম বান্ধব প্রভু শ্রীভগবানের সেবা ও প্রীতি-সাধনের বিঘ্ন কোন প্রকারেই বিধেয় নহে।

১৭শ—২০শ দৃশ্য—শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার বাসনায় সমস্ত বিত্ত-ব্যয়ে কৌশলে কারামুক্ত হইয়া ঈশান নামক এক ভৃত্য-সঙ্গে চলিতে চলিতে পাতড়া-পর্বতে উপস্থিত হন। সেখানকার হস্তাপতি সৈন্য সহচরের গণনা-সাহায্যে ভৃত্য ঈশানের নিকট অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা আছে জানিতে পারিয়া ধনলিপ্সাবশে শ্রীসনাতনকে বিশেষ সম্বর্ধনা করিল।

হস্তাপতির অতিলৌকিক দর্শনে শ্রীসনাতনের মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—ঈশানের নিকট অর্থ আছে। ঈশান সনাতন প্রভুর আদেশ-ক্রমে তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি সমর্পণ করিতে গিয়াও ভবিষ্যতে প্রভুর সেবাপ্রয়োজনের সম্ভাবনা বিচার করিয়া একটি মুদ্রা গোপন করিল।

বুদ্ধিমান্ সনাতন গোস্বামী ভোগীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার সাধক স্বর্ণমুদ্রা লোভী ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের প্রলোভক এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক জানিয়া ঐ মুদ্রা হস্তী-পতিকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হস্তাপতি সনাতন-প্রভুর এই আচরণে আর একটি নরহত্যার পাপ হইতে রক্ষা পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সনাতন প্রভুর নিকট তাহার পাপ-অভিসন্ধি স্বীকার করিয়া সনাতনপ্রভুকে নির্বিঘ্নে পর্বত পার করিয়া দিল।

দণ্ডাপত্তিমুখে ঈশানের নিকট আরও একটি মুদ্রা আছে জানিতে পারিয়া শ্রীসনাতন তাহাকে মুদ্রা-সহিত বিদায় করিয়া দিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

শিক্ষা—সুচতুর ভগবদ্ভক্ত লোকচতুর ব্যক্তিদিগের বিচার-প্রণালী বুঝিতে কখনও অসমর্থ নহেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার লোকের তাৎপর্য্য জানিয়া ও উহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

ঈশান লৌকিক বিচারে প্রভু-সেবার উদ্দেশে অর্থ গোপন করিয়াও বিচার-ভ্রান্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কৃষ্ণই যে রক্ষাকর্ত্তা—ঈশানের এইরূপ বোধ ছিল না। সুতরাং "সদা ঠাঁয়ানয়-স্থিত সঙ্গ" নহে বলিয়া ঈশানের সঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

২১শ ও ২২শ দৃশ্য—ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে অবতীর্ণ হইয়াও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-মুখে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে মগ্ন হওয়ায় মুলুকের কাজীর অসন্তোষভাজন হন। কাজীর নিষেধ-সত্ত্বেও হরিনামকীর্ত্তনরূপ অপ্রাকৃত আচার পরিত্যাগ না করায় হরিদাস কারারুদ্ধ হন। তিনি তাহাতেও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিরত হইলেন না।

কারারুদ্ধ পাপকর্ম্মনিপুণ জোলিগণ ঠাকুর হরিদাসের সাধুতা ও মহিমায় আশ্রয়ে অবৈধভাবে স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছা পোষণ করিল। হরিদাস বন্দিগণকে অন্যায়ভাবে কারামুক্তির বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কারাগার-মধ্যে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার বিষয় ও চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম-সংকীর্ত্তন-দ্বারা ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন,—যাহার ফলে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শিক্ষা—অনেক সময় দেবতাগণও ভক্তের ভগবদ্ভজনের ব্যাঘাত করিয়া থাকেন। ভক্তভক্তগণ কিন্তু তাহাতে বিচলিত হন না। ভাগতিক দুঃখের আধিক্যে ভক্তগণের ভগবৎসেবার সমধিক সুযোগ। সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজনই জীব-মাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভজন-প্রভাবেই জীবের সকল পাপ-প্রবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবে প্রশমিত হয়। দৈহিক অধীনতা বা স্বাধীনতা ভগবৎসেবার প্রতিবন্ধক নহে, হরিসেবাময়ী প্রবলা চিদ্বৃত্তিই প্রয়োজনীয়া।

২৩শ দৃশ্য—দীক্ষা-গ্রহণকারী শিষ্যের পাপ ও অজ্ঞতা দূর করিয়া ভগবদ্ভজনোপদেশ ও ভগবৎসেবাধিকার প্রদান করার নামই দীক্ষা। অতএব বহু প্রদান বা দীক্ষা প্রদান করিলেই শিষ্যকে অর্চ্চনাধিকার দেওয়া হয়। অর্চ্চনাধিকারে যোগ্যতার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছুকে অযোগ্য বিচার করিলে তাহাকে ভগবৎপূজার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অধিকার কোন মতেই দেওয়া হয় না। অযোগ্যতা থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে সময়ের অপেক্ষা করাইয়া যোগ্যতা-লাভের উপযোগী কর্ত্তব্য উপদেশ করা হয়। কিন্তু যাঁহারা অধিকার দিবেন এবং পতিতকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তাঁহারা কখনও যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন না। যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া নিজের জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রকৃত গুরুর কার্য্য নহে। উহা সদ্গুরু বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষা—স্বার্থান্বেষী, বঞ্চক ও নীচ গুরুব্রুব কখনও প্রকৃত বন্ধু নহে।

২৪শ দৃশ্য—সদ্গুরু পতিতকে আত্মসাৎ করিয়া আত্মসমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উন্নত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। সদ্গুরু নিজে ভগবদ্ভজন জানেন বলিয়া আশ্রিত শিষ্যকেও অনায়াসে তাহা শিক্ষা দেন। শিষ্যের শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীনামপ্রভু-পূজার অধিকার-লাভে সদ্গুরু কখনও মৎসরতা প্রকাশ করেন না এবং শিষ্যকে চিরকাল পতিত রাখিয়া নিজে গুরুগিরি করিবার দুরাশা পোষণ করেন না।

শিক্ষা—সদ্গুরুই অযোগ্যের যোগ্যতা-দাতা, পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা,—তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

২৫শ—২৯শ দৃশ্য—একটি মাত্র ইন্দ্রিয়—কর্ণের অসংযমে ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হরিণের প্রাণনাশ। একটি মাত্র ইন্দ্রিয়—জিহ্বার লাম্পট্যফলে মধুমক্ষিকাগণ মধু বা গুড়ে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 'খেদা'য় পতিত হস্তী কণিক ও অকিঞ্চিৎকর স্পর্শসুখের প্রলোভনে অসংযত একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া শিকারীর হস্তে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অসংযত নাসিকা-মাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া মত্ত চাষে ও বড়শীর কণ্টকে গ্রথিত টোপে আকৃষ্ট হয় এবং পাতুকাস্থানে উহা গলাধঃকরণ করিতে গিয়া প্রাণ হারায়।

শিক্ষা—এক একটী ইন্দ্রিয়ের অসংযমের পরিণামও সমূহ-সর্ব্বনাশকর ও ভয়াবহ। মানুষের সকল অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারে—তাহা বিচারণীয়।

কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয়সুখের প্রলোভনের ভীষণ পরিণাম অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক স্বস্থ হইতে মুক্ত থাকেন।

৩০শ দৃশ্য—মক্ষিকাকুল কাচভাণ্ডের মধ্যে সুরক্ষিত মধুর রস আস্বাদনের লোভে কাচভাণ্ডের বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাতেই তিক্তরস মধুর প্রকৃত আস্বাদ পাইতেছে বলিয়া মনে করিয়া তাণ্ডকে পরিত্যাগ করিতেছে না।

দেহ-মনোধর্ম্মী প্রাকৃতসহজিয়াগণ জগতের মধ্যে দেহ-মনের জড়ভোগসুখ-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিয়া ঐ দৈহিক ও মানসিক জড়রসাস্বাদনকেই অপ্রাকৃত চিন্ময় রসাস্বাদন মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত চিন্ময় রস প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কল্পিত ও জড় দেহ-মনের দ্বারা আস্বাদিত জড় রস নহে। উহা মানবের চিন্তার সীমাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহার অনমোর্দ্ধ অপরিসীম চমৎকারিতা জড়জগতে নাই। উহা একমাত্র মায়ামুক্ত পরম-হংসগণের বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা উদ্ভাসিত সুনির্ম্মল হৃদয়েই আস্বাদিত হইতে পারে।

অতএব প্রাকৃত সহজিয়াগণের অপ্রাকৃত রসাস্বাদনের যে অভিমান, উহা বস্তুতঃ জড়রস-ভোগের প্রবৃত্তিমাত্র—উহাতে কৃষ্ণভজনের সৌরভ ত' দূরের কথা নামগন্ধমাত্রও নাই। ফলে প্রাকৃতসহজিয়াগণ বস্তুতঃ স্বরূপজ্ঞানাভাবে বহুমুখিকাগণের ন্যায় আত্মবঞ্চিত এবং সমূহ অমঙ্গলের মধ্যেই অবস্থিত।

শিক্ষা—জড় দেহ ও মনের দ্বারা রসসম্ভোগ—অপ্রাকৃত রসাস্বাদন নহে। অনর্থযুক্ত থাকা কালে উহার স্বরূপ-বোধ ও আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ হয় না—উহা মুক্তপুরুষগণেরই বোধগম্য ও আস্বাদ্য।

৩১শ দৃশ্য—একব্যক্তি এক লম্বমানশীল তুম্বুরের লাউল ধরিয়া সমুদ্র পার হইবার প্রয়াস করিতেছে, ফলে উভয়েই সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যাইতেছে।

শিক্ষা—কৃষ্ণভক্তিকে বাদ দিয়া অসদ্গুরু কিম্বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতির আশ্রয়ে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহাতে সংসারসমুদ্রে প্রাণ-বিসর্জ্জনই—ফলরূপে লভ্য হয়।

৩২শ দৃশ্য—অপর এক ব্যক্তি সুদক্ষ কর্ণধার নাবিকের সুদৃঢ় নৌকা-আরোহণে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতেছে।

শিক্ষা—সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে অধিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবায় ভেদ-বিশিষ্ট হইলে ভবসমুদ্র নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবা-সুখ-লাভ ঘটে।

৩৩শ দৃশ্য—শ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে ভাগ্যবন্ত জীবগণ তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও কৃপাপূর্ব্বক আপনাকে দোষদৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত করিলে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা-বিষয়িণী কথারূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হয়। শ্রীভাগবতসূর্য্য ভক্তহৃদয়ে অপ্রাকৃত ভগবদালোক নিত্য উদ্ভাসনরূপে প্রকাশিত রাখেন এবং কৃষ্ণবিমুখ জগতের অন্ধকার-রাশি বিদূরিত করেন। শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসার শান্তি হয়।

শিক্ষা—জগতে শ্রীনামীর অপ্রকটকালে শ্রীনাম-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সেবাদ্বারাই শ্রীনামীর সেবা লভ্য হয়—জীব ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হয়।

৩৪শ দৃশ্য—জগতের সকল গ্রন্থ ও সকল উপদেশ গোলকের একদিকে, অপরদিকে—একমাত্র গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই গুরুত্ব লক্ষিত হইতেছে।

সকল শাস্ত্র ও উপদেশ সাক্ষাদ্ভাবে বা গৌণ-ভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ভোগ এবং ত্যাগরূপ মোক্ষকে চরম প্রাপ্য বিচার করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই চতুর্ব্বর্গের অকিঞ্চিৎকরতা ও হেয়তা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য লীলামাধুর্য্যের, কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবকগণের নিত্যসেবাসৌন্দর্য্যের সন্ধান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবনে যুগলকিশোরের সেবা-পরাকাষ্ঠাসুখাকাঙ্ক্ষী সাধকগণকে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং অপর সকল শাস্ত্রের গুরুত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট লঘুত্বে পর্য্যবসিত।

শিক্ষা—শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্ত উপনিষদাদি নিখিল-শাস্ত্রের সারভূত ও সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি।

৩৫শ দৃশ্য—শ্রীনারদ সত্যভামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ জাগতিক সমস্ত ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ যাদবগণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আকাঙ্ক্ষনীয় ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বোচ্চ-কল্পনাপ্রসূত জাগতিক চিন্তাস্রোতগুলি ওজনে কম হইয়া যায়। ভগবান্ অপেক্ষা ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠত্ব বদ্ধজীবের প্রয়োজনীয়তা-বিচারে তৌলদণ্ডে লক্ষিত হইয়াছে। সত্যভামা তৌলদণ্ডের এক-দিকে সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য্য চাপাইয়া দিবার পর উহার অপরদিকে শ্রীরুক্মিণী একটি শ্রীতুলসীপত্রে লিখিত অপ্রাকৃত শ্রীনাম চাপাইয়া দিলে ঐ দিকেই গুরুত্ব লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

শিক্ষা—অযোগ্যব্যক্তি নাম-সেবা-দ্বারা যোগ্যতা লাভ করেন বলিয়া নামী অপেক্ষা নামের অধিক গুরুত্ব ও উপযোগিতা।

৩৬শ দৃশ্য—ভগবান্ বা ভক্তের অনুগ্রহ-বলে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া মঙ্গলের উদয় হয়। উহা কৃষ্ণপ্রসাদজ বা কৃষ্ণ-ভক্ত-প্রসাদজ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যখন আমরা বিড়ালীকে তাহার শাবককে সাহায্য করিতে দেখি, তখনই আমরা শরণাগতির মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া ভগবৎকৃপার উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। তখন ভগবানে পালকবুদ্ধি এবং আপনাতে পাল্যবুদ্ধি উদিত হয়। 'তেঙ্কলই' বা উত্তরদেশের 'শ্রী'-বৈষ্ণবের মধ্যে এই প্রকার ভগবদনুগ্রহের নির্ভরতা দৃষ্ট হয়। ইহাকে "মার্জ্জার-ন্যায়" বলে।

শিক্ষা—গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সাপেক্ষ। গুরুকৃপাতে কৃষ্ণকৃপালাভ, কৃষ্ণকৃপাতে গুরুকৃপা-লাভ। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতাবীজ-লাভ ও সর্ব্ব-মঙ্গলের উদয়।

৩৭শ দৃশ্য—বানরীর দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই, সে নিজ শাবকের অধিক সাহায্য করে না। বানর-শিশু মাতার অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজ-চেষ্টায় মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহা সাধনাভিনিবেশের অনু-কম্পার উদাহরণের স্থল। ইহাকে "মর্কট-ন্যায়" বলে। দক্ষিণদেশীয় 'বড়গলই'-'শ্রী'-বৈষ্ণবগণের মধ্যে 'সাধনের দ্বারাই সিদ্ধি হউক',—এই বিচারই প্রবল। আর 'মার্জ্জার-ন্যায়'-অবলম্বিগণ সাধন-বিষয়ে অনেকটা উদাসীন থাকিয়া কেবল 'ভগবান্ ও ভক্ত-কৃপায় সিদ্ধি লভ্য',—এই বিচার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মসমর্পণরূপ পন্থায় এই উভয় পন্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে তদুদ্দেশে সাধক জীবের স্বেচ্ছায় প্রয়াসের অপেক্ষা আছে। ভগবৎ-কৃপা সর্ব্বত্র লক্ষ্যের বিষয় হইলেও সেই কৃপা-গ্রহণোদ্দেশে আমাদের চেতনতার বা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। সাধক-গণের স্ব স্ব ভাব নিত্যসিদ্ধ হইলেও শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের দ্বারা উহাকে হৃদয়ে প্রকটিত করিতে হয়। ইহারই নাম 'সাধ্যতা'।

শিক্ষা—গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাই সকল সিদ্ধি ও কল্যাণের মূল হইলেও নিজ-চেতনধর্ম্ম—বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতাকে কৃপাবরণের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে।

৩৮শ দৃশ্য—অসুররাজ বলি প্রথমে ত্রিপাদভূমি-দানের দ্বারা বামনদেবের প্রীতি সাধন করেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তৃতীয়পাদভূমি দান করা অবশিষ্ট ছিল। ত্রিপাদ-ভূমি-প্রদানে প্রত্যক্ষবাদ ও পরোক্ষবাদ—কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভোগরাজ্য স্বর্গাদির ও ত্যাগরাজ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের কামনা সমর্পিত বা পরিত্যক্ত হইল বটে; কিন্তু নিজের নিজত্ব বা প্রভুত্ব রহিয়া গেল। তাই, বলির আত্মসমর্পণ বা আত্মবলিদানেই তৃতীয়পাদভূমির সমর্পণ ও দানের পরিপূর্ণতা এবং তৎফলে ভগবৎসেবার অধিকার-লাভ।

শিক্ষা—আত্মনিবেদনই সেবার মূলমন্ত্র। তৃতীয়পাদ-ভূমি প্রদান বা আত্মনিবেদন ব্যতীত ভগবৎসেবাধিকার লাভ হয় না।

৩৯শ দৃশ্য—বিষ্ণুপরতত্ত্ব অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে গৌরভক্তগণের শরণাগতি বিষ্ণুপরতত্ত্বের অবতার সর্ব্ব-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবামনদেবের চরণে বলির শরণাগতি হইতে ভিন্ন ও নূতন। একান্ত গৌরভক্তগণের আত্মা স্বাভাবিকী প্রীতি-বশতঃ স্বতঃই ভগবানে সমর্পিত। দান-বীরত্বাদির ও নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞতার পরিচয়ে উহার সংরক্ষণ ও পূর্ণতা-বিধানের নিমিত্ত (যেমন বলিরাজের প্রতিশ্রুতির সত্যতা-রক্ষা ও দানশীলতার পূর্ণতা-বিধান) অবশেষে নিরুপায় হইয়া যে আত্মসমর্পণ, উহা পূর্ব্ব হইতেই স্বাভাবিক-প্রীতি-পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ নহে। এইরূপ আত্মসমর্পণে সকল অশান্তভাব হইতে নিষ্কৃতি ও শান্তি-লাভ হয় বটে; কিন্তু ইহা

ভক্তগণের শাশ্বতের শরণাগতি-মাত্র। এইরূপ শরণাগতির বিচার বৈষ্ণবীয়ের ধারণার অনুকূল বিষয়। এই স্থলে গৌণসেবা লে শরণাগতি-লাভ।

গৌরভক্তগণের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের শরণাগতি ঐ শ্রেণীর নহে। স্বাভাবিকী শরণাগতি হইতেই ইঁহাদের ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনের ব্রাজাধিরসে প্রীতিময়ী মুখ্য-সেবা।

শিক্ষা—ভক্তি হইতে নিষ্কৃতি-লাভের পর শান্তরসে ভগবৎসেবা অপেক্ষা ভক্তগণের স্বাভাবিক অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবৎসেবা উচ্চতর অধিকারে অবস্থিত।

৪০শ দৃশ্য—শুভবুদ্ধি-সম্পন্না কংসনাতা পদ্মা ব্রজবাসি-গণের প্রতি কৃষ্ণের আন্তরিক প্রেমাকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলেন যে, কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের নিকট দীর্ঘকাল-

অনেক খাওয়া-পরা, আদর-যত্ন পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বশতঃ কৃষ্ণের এইরূপ ভাব। জগতে ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পরের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিলেই পরস্পরের বন্ধন ও সঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের নিকট যাহা পাইয়াছেন এবং তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা কাজকর্মাদি করাইয়া বিনিময়ে যাহা পাইয়াছেন, তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করিয়া ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের নিকট যাহা অধিক প্রাপ্য হইবে, তাহা শোধ করিয়া দিলে কৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

কিন্তু ব্রজবাসিগণ নিত্য পঞ্চরসাশ্রিত ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ, সর্ব্বরসাশ্রয় বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য, অবিচ্ছেদ্য ও প্রগাঢ়প্রীতি-সম্বন্ধ—বণিগ্‌বৃত্তি নহে; ইহা পদ্মা ও তজ্জাতীয়গণের জড়বুদ্ধির অগম্য, তাই পদ্মা কৃষ্ণ ও ব্রজ-বাসিগণের ব্যাপারকে নিজ জড়বুদ্ধির ভূমিকায় নামাইয়া আনিয়া বিচার করিতেছেন।

শিক্ষা—কর্ম্মিগণ ভোগ-সংগ্রহের চেষ্টায় এবং জ্ঞানি-গণ ভোগত্যাগের চেষ্টায় নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ নিজ-সুখ-সন্ধানই করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের বুদ্ধি বণিগ্‌বৃত্তি-সম্পন্না—অপ্রাকৃত স্বাভাবিক-প্রীতির বিষয় ধারণা করিতে অযোগ্যা। ভক্তগণের অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-বিচার ইহাদের জড়বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ও পৃথক্।

নীতিতে শুদ্ধ-ভূমিকার অবস্থিতি দুই হইতেছে।

৪১শ দৃশ্য—কৈকেয়ী মন্থরার কুমন্ত্রণায় রামের বন-বাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক—এই দুই বর দশরথের নিকট প্রার্থনা করেন। দশরথ বাৎসল্যরসে চতুর্ব্যূহের সেবক। কৈকেয়ী অংশ-ভগবান্ ভরতের—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্ন-ভগবানের বাৎসল্যরসে সেবিকা। দশরথ যে সেবাধিকের অধিকারী, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় তিনি সেই সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কৈকেয়ী অংশ-ভগবান্ নিজ-পুত্রের পূর্ণতা বিধান করিতে গিয়া পূর্ণ ভগবান্ রামের সেবা হইতে বঞ্চিতা হইয়া আত্মসুখ-কামনানিরতা হইলেন। পূর্ণভগবানের সেবা বিচ্যুত হওয়াতে রামকে নির্ব্বাসিত করিবার বুদ্ধি তাঁহাতে উদিত হইল এবং ফলে প্রদ্যুম্ন-ভগবানের সেবা হইতেও বিচ্যুত হন।

শিক্ষা—পূর্ণ ভগবদ্‌বস্তুর সেবায় অনাদরে অংশ-ভগবৎ-সেবা হইতেও বিচ্যুতি ঘটে। এইরূপ দুর্ভাগ্যের ফলশ্রুতি-ফলে চতুর্ব্যূহের সেবাসুখ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

৪২শ দৃশ্য—শ্রীরাম স্বরাট্ সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র লীলাময় পুরুষোত্তম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজকে সর্ব্ব সুনীতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার শাসনাধীন করিয়া বিনীতভাবে কৈকেয়ীর নিকট পিতার প্রতিশ্রুতির বিষয় শ্রবণ করিতেছেন এবং অবিচলিতচিত্তে গৃহত্যাগের আদেশ গ্রহণ করিতেছেন।

শিক্ষা—শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব-সৎকর্ম্মশীলতা-বিচারের আদর্শ ভগবদবতার। তিনি আসক্তিক বিচার-সম্পন্ন জনগণকে পাপকার্য্য হইতে উদ্ধারের আদর্শ-প্রদর্শনকারী ভগবদ্‌বিগ্রহ।

৪৩শ দৃশ্য—শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যা ও অযোধ্যা-বাসিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পরিত্যাগ করিতেছেন।

শিক্ষা—শ্রীভগবানের বাৎসল্যরসে সেবাকে মায়ার জগতে পুত্রস্নেহের ন্যায় কোন ব্যাপার বলিয়া যাহারা ভুল বিচার করে, তাহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য সুনীতি-পরায়ণ ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীরাম কিছুকালের জন্য অযোধ্যাবাসীর সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের ইংরাজী অনুবাদ

বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ অন্যান্য ভাষাভিজ্ঞ জনসমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর বহুল প্রচার-নিমিত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সর্ব্বতোমুখিনী প্রচেষ্টার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, ক্যানারিজ, আসামী, ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি প্রচার-দ্বারা এবং তত্তদ্ ভাষায় পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ পৃথিবীর "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর কিরূপ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহা সারগ্রাহী সজ্জন-মাত্রই অবগত আছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী "হারমনিষ্ট" পত্রে "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শরণাগতি"র ইংরাজী অনুবাদ এবং হিন্দী "ভাগবত" পত্রে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" ও "শরণাগতি"র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজীভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক এক-খানি বিরাট্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য প্রকাশ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠানুগত শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ ভক্তি-তিলক মহোদয় তেলেগু-ভাষায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অনুবাদ ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার গুহ ঠাকুরতা বি-এ মহোদয় পুরীধামে উক্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদের শুভারম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এই মহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইলে বিদেশীয় সত্যানুসন্ধিৎসু জন-গণের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রন্থেরও ইংরাজী অনুবাদ প্রাপ্তির জন্য বহু সত্য-পিপাসু উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে কেহ তদ্বিষয়িণী প্রেরণা প্রাপ্ত হইবেন এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া তৎকার্য্য-সাধনে ব্রতী হইবেন। সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-মূলা শরণাপত্তি ব্যতীত কেবল জাগতিক পাণ্ডিত্য-দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-সাধন্ত উপলব্ধির বিষয় হয় না।—এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিকে ফেলিতে হয়, তাহাতে 'অনুবাদ' বা অনুকূল বচন না হইয়া 'প্রতিবাদ' বা প্রতিকূল বচন হইয়া পড়ে। সুতরাং অনুবাদ-কার্য্যের তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

কটক-র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় কটক হইতে পুরী গিয়া উক্ত অনুবাদ-কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত অনেক সদ্যুক্তি প্রদান করেন। তথায় শিশিরভূমি হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও শ্রীমঠের জনৈক হেড্‌মাষ্টারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের জগদ্ব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

ভক্তিসুধাকর প্রভু বেওয়ারের নিকটবর্ত্তী মধুপুর হইতে আগত জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও তথাকার স্কুলবিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সহিতও শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে কিছু-ক্ষণ আলোচনা করেন। তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে উক্ত আলোচনা-শ্রবণে পরম প্রীত হন।

গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার মহাবদান্যোপদেশক ভক্তি-সুধাকর প্রভু পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা ও জীবপ্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার ব্যাখ্যা-শ্রবণে মুগ্ধ হন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) তারযোগে জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভেচ্ছায় ও আশীর্ব্বাদে গত ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাবতিথিতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ ও মঠ-গৃহাদি অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। সহস্র সহস্র

ভক্তমণ্ডলীর ও ভক্তমহিলা মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকেও আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে ও দেবোৎসাহে এবং মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহামহোৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ ব্রহ্মচারী প্রভুর লণ্ডন-যাত্রা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক মঠবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ-নিমিত্ত অতি শীঘ্রই লণ্ডনে যাত্রা করিবেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়রক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিদণ্ডি প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়পত্র ও গ্রন্থবিভাগের পরিচালনাকার্য্যে এবং শ্রীমঠের অন্যান্য সেবাকার্য্যে বহুকাল ব্যাপিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখ সম্পাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডন-মঠ-রক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার রূপ শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-সম্পাদন সেবাবর্ম্ম প্রকট করিয়াও তাঁহাদের প্রীতি-বিধানে তৎপর হইতেছেন।

য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

(পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদ)

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার সময় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ৫৫নং প্রিন্সেস্ গেটের বসন্তবাটীতে আলোয়ারের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা অবগত হইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন হইতে প্রেরিত গত ২৩শে নভেম্বর তারিখের পত্রে প্রকাশ, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সিকাডেলী সম্-মলের ট্রাকেডার্স্ ক্লাবে ডক্টর ফ্রেন্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের সহিত 'ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেমের ধারণা' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত ডক্টর ফ্রেন্সিস্ মহোদয় পুনরায় ভগবানের উন্নততর বাস্তব ধারণার বিষয়ে আরও অনেক কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাদের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ডক্টর সুকুমার চক্রবর্ত্তী, ডি-লিট বার-এট্-ল প্যারিসের ডক্টর সিল্‌ভিয়ান্ লাভি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। "শ্রীচৈতন্যের দর্শন" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ডক্টর চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বিবৃতিতে এবং যেরূপ ভাবে তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ধারাপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া সাধারণভাবে আলোচনার পর উহা প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধটি ফরাসী ভাষায় লিখিত। ডক্টর চক্রবর্ত্তী উহার কএক পৃষ্ঠা পড়িয়া স্বামীজীকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অসংখ্য সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসবিপর্য্যয় দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডক্টর চ্যাটার্জ্জী পুনরায় আসিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়ে উত্তরোত্তর অধিক ভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। ইতোমধ্যে কএকজন সদ্-গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীহরিনামাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশে বৈষ্ণবচিহ্নধারণ ও তুলসীমালিকায় সংখ্যানাম গ্রহণ করিতেছেন। নামাশ্রিত-গণের মধ্যে মিঃ কক্‌রুথ, মিঃ জর্জ্জ সি সিল্ নিক্‌সন্, মিসেস্ নিক্‌সন্, মিস্ শ', মিসেস্ হিল্‌দা করবেল্ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়। মিঃ কক্‌রুথ, মিঃ সি সিল্ নিক্‌সন্ প্রভৃতি কএকজন লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে-ছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে প্রতি সোম ও শুক্রবারে ক্লাস করিয়া উপস্থিত সকলকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বাণী বুঝাইয়া দিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ লণ্ডন ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে তিন স্থানে এবং জার্ম্মাণের তিন স্থানে (বার্লিন, মিটনিচ ও নুরেম্বার্গে) তাঁহার বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কেম্‌ব্রিজে বক্তৃতার বন্দোবস্ত এ মাসে না হইয়া আগামী মাসে হইয়াছে। এই ডিসেম্বরমাসেই স্বামীজী বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে পারেন। একস্টার-বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

আগামী শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে আহূত সভায় অনারেবল্ দি মারকুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড সি, বি, জি, সি, এস, আই, জি, সি, আই, ই মহোদয় আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সভাপতির কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয় এদেশে একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান্ সামাজিক ব্যক্তি। শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন শিকাডেলীর পার্শ্ববর্ত্তী "পোর্টল্যাণ্ড হাউস" নামক স্থানে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে ৬৬ মাইল দূরে সাসেক্স ইষ্টবোর্ণ নামক স্থানে ব্রিটিশক্রিশ্চিয়ান হলে ২৪শে ও ২৫শে তারিখে সন্ধ্যায় দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী আগামী কল্য গমন করিবেন। তথায় সমুদ্রতীরে মিস্ শ'য়ের 'দি ঈগল্‌স্ আই' নামক একটি সুন্দর বাড়ী আছে। তিনি ঐ বাড়ীটি আমাদিগের মিশনকে উৎসর্গ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে তথায় আমাদের একটি শাখামঠ স্থাপিত হইতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে লণ্ডন-ব্রিটিশক্রিশ্চিয়ান সোসাইটীতে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা খুব মর্ম্মস্পর্শী হওয়ায় শ্রোতৃবর্গও সাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ-সমিতিগুলি স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য আতিথ্য ও পাথেয়-খরচ নিজ হইতে সরবরাহ করিবেন। বর্ত্তমানে বক্তৃতার এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বক্তৃতার বর্ত্তমান বন্দোবস্ত

২৪শে ও ২৫শে নবেম্বর ইষ্টবোর্ণ ব্রিটিশক্রিশ্চিয়ান সোসাইটীতে।

২৯শে, ৩০শে ও ১লা ডিসেম্বর তারিখে একষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ জন্ মায়ার এম্-এ, ডি-লিট্‌এর অতিথিস্বরূপে, ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর কেম্ব্রিজের ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার্ কলেজের আলোচনা-সভায় ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ ডক্টর জন্ ওম্যান্ এম্ এ, ডি-ডি এর অতিথি-স্বরূপ।

জার্ম্মাণীতে,—

১০ই ডিসেম্বর ব্রিউনিচে ডিউট্‌স্ সি য়্যাকাডেমিতে।

১২ই ডিসেম্বর বার্লিন সহরে জার্ম্মাণ ইণ্ডিয়ান্ আণ্ড ওরিয়েণ্টাল কালচর লেগার য়্যাসোসিয়েশন্ অন্ পট্‌স্‌ডিমের তত্ত্বাবধানে 'হাম্‌বল্ড হাউসে'।

১৩ই ডিসেম্বর—কনিগ্‌স্‌বার্গে অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ জন্ য়্যাসেন্টাপের তত্ত্বাবধানে।

ফ্রান্সে,—

১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ইন্‌ষ্টিটিউট্ ডি প্রিলিরেস্ ইভিরেনীতে। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীকে বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক বক্তৃতা দিতে হইবে।

পরবর্ত্তী সংবাদ

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

জার্ম্মাণীর কনিগ্‌স্‌বার্গ হইতে গত ১৫ই ডিসেম্বর বেলা ৩-৩ মিনিটের সময় রেডিওতারে প্রেরিত-সংবাদে প্রকাশ,—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সর্ব্বপ্রধান শাখা কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কনিগ্‌স্‌বার্গে উপস্থিত হইয়াছেন। উক্ত তার ঐ তারিখেই রাত্রি ৩টা ২০ মিনিটের সময় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছে।

করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পাঁচজন ব্রহ্মচারিসহ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত প্রচার করিবার জন্য গত ১৩ই ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে ট্রেণযোগে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা করাচী, সিন্ধুপ্রদেশের হাইদ্রাবাদ, কলিওয়াড়, আমেদাবাদ ও সুরাট্ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া বোম্বাইএ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীপাট চাকদহে

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২৮শে ও ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৯) বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিবসদ্বয় শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে তদীয় শ্রীপাট চাকদহ-শ্রীগৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারও বার্ষিক মহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-

নিষ্কাম সেবাময়ী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে ভক্তিমুখ-সেবকগণ-কর্তৃক মহাসমারোহে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ, ভক্ত শ্রীমহেশ্বর এবং কলিকাতার অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যশোবন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি মহোদয়গণ ও প্রায় ত্রিশ জন মহিলাভক্ত এবং শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীমুকুন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিমধুর, শ্রীনিতাইদাস শর্মাধিকারী, ভক্ত শ্রীনন্দকুমার প্রভৃতি পঞ্চমূর্তি, বাণীকুঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরও কতিপয় ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

বৃহস্পতিবার-সন্ধ্যায় শ্রীপাট-বাটীতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের বলি-বামন-সংবাদে 'আত্মনিবেদন'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, পাঠের পূর্বেও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হইয়াছিল। গ্রামের বহুলোক স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন।

শুক্রবার-প্রাতে যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনাদির পর শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। তৎপর শ্রীমঠ-সেবক ও স্থানীয় বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমান্তে একটি নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা পরিচালন পূর্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে যশোড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করেন। বহু মহিলা ভক্তও এই শ্রীপাটবাটী-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনেক ব্রহ্মচারী "যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর"—এই শ্রীতিটি কীর্তন করিলে স্বামীজী কিছুক্ষণ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট ও তাঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

অতঃপর ভক্তগণ পুনরায় কীর্তন করিতে করিতে চাকদহ-ষ্টেসনের পথে বাজারের মধ্য দিয়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্তন করেন। পাটবাটী-প্রবেশ-মুখে সংকীর্তন-সহ ভক্তবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে মহাশয়ের বাটীতে কিছুক্ষণ কীর্তন করেন। মঠে ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় সমাধি পরিক্রমান্তে সমাধিস্থল ও শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর গোপালাত্মিক কীর্তন আরম্ভ হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে সমবেত ভক্তগণকে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। চাকদহ ও তন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহের বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীভগবৎ-প্রসাদ সেবনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় সহস্র ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন।

অপরাহ্ণ হইতে পুনরায় কীর্তন আরম্ভ হয়। গৌরচন্দ্রিকার পর জনৈক গৌড়ীয়মঠ-সেবক "নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আমিয়া প্রেমের বন্যা ভাসায় অবনী॥" —এই পদটি কীর্তন করিলে শ্রীযুক্ত দিব্যসূরি দাসাধিকারী (ভট্টাচার্য মহাশয়) "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম," "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর, সদয় জানিয়া ভক্তিতে ভক্তিতে অভিমান ছাড় দূর" প্রভৃতি পদ কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী প্রথমে "শ্রীভগবৎ-ভাগবতাবির্ভাব-স্থান-মাহাত্ম্য, আবির্ভাব-তিরোভাব-তত্ত্ব ও তিথি-মাহাত্ম্য এবং তদুপলক্ষে উৎসবের কারণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে বর্ণন পূর্বক 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিস্ত্বধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবো নামধেয়ঃ॥"—শ্লোক-বিচার-মূলে মহাভাগবত প্রহ্লাদের সুকৃতি-বলে তদীয় বিষ্ণু-বৈষ্ণববেষী পিতৃবর্গ পর্যন্ত সদ্গতিলাভাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক চাকদহ শ্রীপাটবাটীর সেবকবৃন্দের তথা চাকদহ, যশোড়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের সেবোন্মুখ অধিবাসীরও ধন্যাতিধন্যত্ব; শ্রীগৌড়বঙ্গভূমির চিন্ময়ত্ব, সেই চিন্ময় ধাম-বাসী বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য; শরণাগতিমূলা ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্য; শঙ্খধ্বজ শ্রীরাম, শঙ্খী শ্রীগোবিন্দ ও মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যাদি" বহু সারগর্ভ বিষয় কীর্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ আবাল-বৃদ্ধ সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় অতি নিবিষ্টচিত্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উৎসবে সমবেত সজ্জনগণের মধ্যে "শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বার-এট্-ল, কেপুটি, নদীয়া, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চাকদহ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৌরপাড়া,

অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্; শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বনফা, অবসরপ্রাপ্ত চীফ্ প্রিন্সিপাল, ভেটারিনারী কলেজ, বেলগাছিয়া; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনীয়ার, ভাটপাড়া; শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, হেড্-মাষ্টার, চাকদহ হাইস্কুল; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রভৃতি শিক্ষকবর্গ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার পি-ডব্লিউ-ডি; শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য, নায়েব, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এষ্টেট; শ্রীযুক্ত অম্বিনাশচন্দ্র পাল, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত হরিপদ গোস্বামী, বনফা; শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ভিন্ন সপরিবারে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র দে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দে প্রমুখ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সেবা অতুলনীয়। শ্রীপাটবাটীর সেবার ব্যবস্থা-বিধানের জন্য উঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, ইঁহাদের সেবোন্মুখতা-ফলে শ্রীপাটের নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে।

শ্রীপাটের পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার তাঁহার বাটীর মধ্যে উৎসবে সমবেত ভক্তবৃন্দের মহাপ্রসাদ-সম্মানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রীপাটের সেবাকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকিলেও তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অতুল চন্দ্র ও তাঁহার গৃহের মহিলাবৃন্দ শ্রীপাটে সেবাকার্য্যে নানা-প্রকার সহায়তা করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপাট-রক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীযুক্ত হরিকিশোর ব্রজবাসী মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়। শ্রীজগদীশ, শ্রীতিনকড়ি, শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি মঠসেবকগণও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থানীয় মহিলাভক্তবৃন্দ, বালক ভক্ত শ্রীমান্ রতনমণি দত্ত, শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু প্রভৃতিরও সেবাচেষ্টা প্রশংসার্হ।

শ্রীধাম প্রাপ্তি

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ের দশবর্ষ-বয়স্ক শিশুপুত্র শ্রীমান্ প্রাণবল্লভদাস গত ১১ই নারায়ণ (গৌরাব্দ ৪৪৭), ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩৪০), ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৩), বুধবার 'শ্রীসকলা একাদশী' হরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ অপ্রাকৃত-কুটীরে শ্রীধামের বৈষ্ণব-বৃন্দের মুখে মহামন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশেষ সুকৃতি না থাকিলে ভগবদ্ধামে বৈষ্ণব-গৃহে জন্ম হয় না। শিশুটি গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার (১৩৪০) তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; এই অল্প-বয়সেই সেবাকুঞ্জ-শ্রেষ্ঠ পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রসাদ-সেবন ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিজ্ঞাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল; তৎফলেই দেহরক্ষা-কালে তাহার ধামবাসী সাধুগণের মুখে হরিনাম-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কাশীতে পারমার্থিক প্রদর্শনীর উন্মোচন

টেলিফোন-বার্ত্তা

কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী গত ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে টেলিফোনযোগে জানাইয়াছেন, আগামী কল্য ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মাননীয় ডিষ্ট্রিক্টম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ পান্নালাল বি-এ (ক্যান্টাব), এল-এল-বি, আই-সি-এস্ মহোদয় কাশীর পারমার্থিকপ্রদর্শনী উন্মোচন করিবেন। গতকল্য রাত্রের ট্রেণে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত-ভক্তিসারঙ্গ প্রভু কাশী রওনা হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

কার্ত্তিকী অমাবস্যার দীপাবলী উৎসব এবং আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথিতে গোবর্দ্ধন গ্রামে বিরাট্ মেলা বসিয়া থাকে। তখন গিরিরাজ দর্শন ও পরিক্রমা করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া থাকেন। তবে বঙ্গদেশের লোক খুব কমই দেখা যায়।

ব্রজে তিনটি পর্ব্বত প্রসিদ্ধ,—গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ। ইহারা যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার তনু বলিয়া বিখ্যাত। গিরিরাজের অঙ্গ হইতে মানসীগঙ্গা প্রকটিতা হইয়াছেন।

মানসী গঙ্গার পশ্চিম-তটে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি (চাকলেশ্বর মেরায়)। তৎসংলগ্ন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি—প্রাচীন সেবা। নিত্যানন্দ-দাস নামক একজন প্রাচীন সেবাইত বা মোহান্ত এখানে আছেন। নবদ্বীপের প্রেমানন্দদাস ইঁহার গুরু বলিয়া পরিচয় দিলেন। এখানে ৺ বিষ্ণুদাস শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহারাজের একটি আলেখ্য আছে।

কৃষ্ণদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণবের সমাধি এবং গৌরনিতাইয়ের মন্দিরের নিকট বলভাচার্য্যের বৈঠক।

মানসীগঙ্গার মুণ্ডটি বক্রাকার ও খুব দীর্ঘ; গিরিরাজের পদ ধৌত করিয়া মানসীগঙ্গা অবস্থান করিতেছেন। জল শৈবাল-পূর্ণ ও সবুজ বর্ণ; মানসীগঙ্গার পারে ছত্র আছে এবং গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারা বাঁধান রহিয়াছে। মন্দিরটির আকার অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আকারের মত। স্থানীয় পাণ্ডারা বলিলেন, এখানে গিরিরাজ ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূজা ও দক্ষিণার জন্য পাণ্ডাগণ লোককে খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। মন্ত্রদেবের কএকটি ব্যক্তি গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডাগণের কথিত মন্ত্র পড়িয়া সঙ্কল্প করিতেছে, দুষ্ট হইল।

মানসী-গঙ্গার এক দিকের সীমা গিরিরাজের শিলাখণ্ড-দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং অন্যান্য দিকের প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী মানসী-গঙ্গার সীমা রচনা করিয়াছে। জয়পুরের রাজন্যবৃন্দ সময় সময় বহু অর্থ-ব্যয়ে এই সকল সোপানাবলী সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু কথিত হয় যে, জয়পুরের রাজা মানসিংহই প্রথমে মানসী গঙ্গার ঘাট প্রভৃতি বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

দীপ-দান-মেলার সময় যখন চতুর্দ্দিকের দীপমালা শোভিত হইয়া গঙ্গায় তাহার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়, তখন এই স্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম হইয়া থাকে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ব্রজবিলাস'-স্তবে মানসী-গঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাস্থান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"গাঙ্গর্ব্বিকা-যুবিবর্দ্ধন-নৌবিহার-
লীলাবিনোদরসনির্ভরভোগিনীয়ম্।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল-শিলাকুলমুল্লয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসগাহ্নবী মাম্॥"

(ব্রজবিলাসস্তব ৬৪ সংখ্যা)

শ্রীরাধাগোবিন্দের নৌকাবিহার-লীলায় চিত্তবিনোদন রসাবলীকে যিনি আস্বাদন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলা-সমূহকে যিনি তরঙ্গভরে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, সেই মানস-গঙ্গা আমাকে রক্ষা করুন।

মানসী-গঙ্গার সন্নিকটস্থ ঘাট-প্রদেশে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়া বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরের ভগ্নচূড়ার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

এই হরিদেবের মন্দির আকবরের রাজত্বকালে অম্বরাধিপতি রাজা ভগবান্‌দাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা ভগবান্‌দাস জয়পুরের রাজা মানসিংহের পিতা। ভগবান্‌দাস 'সারনালে'র যুদ্ধে আকবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আনুমানিক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ভগবান্‌দাসের লাহোরে মৃত্যু হয়; ভগবান্‌দাসের কন্যা যুবরাজ সেলিমের মহিষী হইয়াছিলেন। এই সেলিমই পরবর্ত্তিকালে জাহাঙ্গীর নামে বিখ্যাত হন। ভগবান্‌দাসের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের পুত্রই খসরু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই পৌষ, ১৩৪০; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ২১শ সংখ্যা।

আচার্য্যের ষষ্টিপূর্ত্তি আবির্ভাবোৎসব

শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাস শ্রীগুরু ও গৌরাঙ্গের ভুবন-মঙ্গলময়ী জন্ম-তিথির যে জয়গান গাহিয়াছেন, তাঁহার সেই রাগিণীর ঝোঁয়ার দেওয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতানুগ ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য : ঠাকুর বৃন্দাবন আরও গাহিয়াছিলেন—

"এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশ ধরে।
বলে, নিত্যানন্দদাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?
ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম।
জন্মে জন্মে তা'র পাতা আছে যম॥"

এই সকল বাক্যের আদর্শমূর্ত্তিরূপে জগতে যে সকল গুরু ও ভাগবত-বিদ্বেষিসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নায়ক ও বীর করিয়া জগতে যে সকল উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইতেছে, তদ্দ্বারা সাধারণ বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুমোদন ও সমর্থন থাকায় দেশের ও জাতির সমবেত শক্তি-নিয়োগ ও রাশি রাশি অর্থ-ব্যয় হইতেছে। তদ্ফলে প্রগতির নামে নাস্তিকতা ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অধোগতি প্রসার লাভ করিতেছে।

সামাজিক ও সার্ব্বজনীন এই প্রকার ধ্বংসের হস্ত হইতে যে অতিমর্ত্য আচার্য্যের আবির্ভাব আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, তাঁহার ভুবন-মঙ্গল ষষ্টিপূর্ত্তিতিথির আগমনী-গীতিতে আমাদিগকে নীরব-নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা এই উৎসবের মূল গায়ক, তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্যে ঝোঁয়ার দিতে হইবে, এই আবেদন ও আবদারটি বোধ হয় আমরা আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ,

সজ্জন ও সত্যানুরাগিবৃন্দগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। গৌড়ীয়ের গত দুই সংখ্যায় এই কথা আমরা সকলকে জানাইয়াছি। সময় ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই এই ব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান হইবে। এই পূজার সম্ভার ও উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদের আন্তরিক সমবেত সেবার প্রয়োজন। প্রভুপাদের জীবনী-প্রকাশ, কলিকাতা ও লণ্ডনে শ্রীব্যাস-পূজার বিপুল উৎসব এবং কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে এতদুপলক্ষে একটি মিউজিয়াম ও প্রদর্শনী উন্মোচন করিতে হইলে বিপুল অর্থ ও সেবার প্রয়োজন। এই সকল কার্য্য অপর কেহ করিবেন, আমাদের তাহাতে দায়িত্ব নাই মনে করিয়া প্রত্যেকেই যদি এই আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করি, তাহা হইলে গুরুসেবার সুবর্ণ-সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আসিলেও আমরা সেখানে হতশ্রীক-পাত করিলাম।

বিপুল উৎসাহ, অদম্য উদ্যম, সেবাময় প্রাণ, অকপট সেবাভিলাষ এবং সর্ব্বস্ব সমর্পণের মনোবৃত্তি লইয়া গুরু-বৈষ্ণব-সেবকগণের অনুগতে এই সেবার আহ্বান আমাদিগকে বরণ করিতে হইবে। আমরা জানি, আচার্য্যের এই সেবার আহ্বানে যাঁহার যে কিছু 'সর্ব্বস্ব' আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঢালি দিতে কেহ কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না; তাই আমরা পুনরায় আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, সজ্জন ও সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আচার্য্যের এই ষষ্টি-পূর্ত্তি ভুবনমঙ্গলময় উৎসবে আপনারা সকলে বিপুল উৎসাহে আপনাদিগের অকপট প্রাণের উপায়ন-সম্ভার লইয়া উপস্থিত হউন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট অবিলম্বে এই মহোৎসবের বিপুল আয়োজনের জন্য অর্থাদি আনুকূল্য প্রেরিত হওয়া আবশ্যক। সেবার এক একটি বিশেষ বিশেষ আনুকূল্যের ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলে আচার্য্য-সেবার গৌরব সাধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ জানিবার জন্য আপনারা শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর সহিত সাক্ষাদ্ভাবে পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। মোট কথা, আচার্য্য-সেবার আহ্বানে আমাদের প্রত্যেকেরই যথাশক্তি সাড়া দিতে হইবে। 'যথাশক্তি' বলিতে আংশিক বা অসমাক্‌সেবা যেন আমরা না বুঝি, 'যথা-সর্ব্বস্ব' আচার্য্য-সেবায় নিয়োগই 'যথাশক্তি'র প্রকৃত তাৎপর্য্য। এই কথা যে আচার্য্যের কৃপা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারই ভুবনমঙ্গল ষষ্টি-পূর্ত্তি উৎসবে আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

আমরা আবার আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে ও সজ্জন-বর্গকে আচার্য্য-সেবার মহাযজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। লণ্ডনে ও বিলাতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই আচার্য্য-মহোৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও গ্রন্থাদি-প্রচারে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অবশ্যম্ভাবী অনর্থ্য অনর্থের হাত হইতে আপনাকে নিস্তার ও অর্থের যথার্থ সঞ্চয় করিতে হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারে তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ লইয়া আপনারা এই মহতী সেবায় অগ্রসর হউন। অলমতিবিস্তরেণ।

পাটনায় পারমার্থিক প্রদর্শনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪৪শ ও ৪৫শ দৃশ্য—কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ভয়ে দশরথ রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু পুত্র-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পূর্ণভগবান্ শ্রীরামের সেবা-বিমুখ কৈকেয়ীর মুগ্ধতা-ফলে দশরথের অপ্রকটের অভিনয়।

দশরথ ও বসুদেব উভয়েই বাৎসল্যরসে ভগবানের সেবক, কিন্তু উভয়ের সেবা-আদর্শের মধ্যে তারতম্য আছে। ভগবৎসেবা অপেক্ষা লোকপ্রতিষ্ঠার্থ কর্ত্তব্যপালন-কার্য্য শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভ্রান্তবিচার-সম্পন্ন নিম্নাধিকারীর আদর্শ দশরথের সেবা-আচরণে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভগবৎসেবা

অপেক্ষা জগতের তাৎকালিক মঙ্গলবিধানের শ্রেষ্ঠতা যাঁহাদের বিচারে উচিত, সেই সকল দৎকর্ম্মী, নীতি-পরায়ণ অথচ ভগবৎসেবাবিমুখ বঞ্চিত জনগণের জন্য দশরথের এই লীলায় অভিনয়। এই স্থলে নিত্যপুত ভগবানের সেবাবৃত্তির ওজন জড়ভোগ-নীতিমূলে লঘু হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে বসুদেব পুত্র-কৃষ্ণের সুখ-বৃদ্ধি ও নির্ব্বিঘ্নতার জন্য বিরোধিজন-পরিবেষ্টিত কংস-কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক লৌকিক নীতিসমূহ উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। সকল জাগতিক বিধি ও নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়াও কৃষ্ণসেবা-চেষ্টার আদর্শ বসুদেবের কারাগার হইতে পলায়ন ব্যাপারে লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলার বাৎসল্যরসের উজ্জ্বলতা অধিক।

শিক্ষা—বিধিবাধ্য নীতিপরায়ণ শ্রীরামের সেবা অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা উন্নততর ও উজ্জ্বলতর। বিধিমার্গে শ্রীরামের সেবা এবং প্রীতিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা—উভয়ের মধ্যে এই তারতম্য স্পষ্ট।

৪৩শ ও ৪৭শ দৃশ্য—ভরত অংশ-ভগবান্ অর্থাৎ পরতত্ত্বের অংশ এবং পূর্ণভগবান্ বা পরতত্ত্বের পার্ষদ-সেবক। তাই তিনি নিজ-নিত্যপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য-ভৃত্যত্বসূত্রে তাঁহারই অভিলাষপূরণের জন্য প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক শ্রীরামের সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত। এই রাজ্যভার-গ্রহণে ভরতের নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা নাই। শ্রীরামের পাদুকাই তাঁহার নিত্য আরাধ্য—এই সমুন্নত বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি রাম-সেবায় নিযুক্ত। এইরূপ কার্য্যে ভরতে যে প্রভুত্ব দৃষ্ট হইতেছে, উহা অভক্তের সেবা-বিমুখতা-প্রদর্শন নহে।

শিক্ষা—শ্রীভরত ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে একান্তরূপে আত্মসুখবাঞ্ছা-পরিত্যাগের আদর্শ।

৪৮শ—৫১তম দৃশ্য—শূর্পণখা ও তাহার সমশ্রেণীয় ভোগপরায়ণগণ ভগবল্লক্ষ্মী সীতাদেবীর সুখদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া সেব্য ভগবান্‌কে নিজের ভোগের বস্তুরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করে—কিন্তু সেবা করিতে চাহে না।

কিন্তু সেবা ভগবান্ কখনও কাহারও ভোগের বস্তু হন না। তাই শূর্পণখার আশা ও চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

নৈষ্কিঞ্চনজীবনের আদর্শ-প্রদর্শনকারী একপত্নীব্রতধর শ্রীরামের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়া শূর্পণখা নিত্য আদর্শ-ভগবৎসেবক শ্রীলক্ষ্মণের নিকট হইতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টার প্রভুত্ব বা ভোগ করিতে গিয়া ভগবৎসেবকের হস্তে সমুচিত দণ্ড লাভ করে। নীতি-উল্লঙ্ঘনের চেষ্টায় তাহার অঙ্গ-বিকৃতি ঘটিল।

শিক্ষা—শ্রীভগবান্ নিত্য সেব্য বস্তু—কাহারও ভোগের বস্তু হন না। ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের ও ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইলে সে ব্যক্তিকে ভক্তের হস্তে নিগৃহীত হইয়া বিকলাঙ্গ হইতে হয়।

৫২তম দৃশ্য—মায়া-মৃগের জন্য সীতাদেবীর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। ফলে সীতা রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃত ও শ্রীরামের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত।

সীতাদেবীর এইরূপ প্রার্থনায় জগতের নির্ব্বোধ সাধারণ লোক সীতাদেবীকে সামান্য স্ত্রীলোকমাত্র ধারণা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ নিজ-জড়সুখকামী ধূর্ত্তবিচারপরায়ণ নির্ব্বোধগণের ভোগেচ্ছার প্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত সীতা-দেবী ঐরূপ নিজ-সুখ-প্রার্থনার অভিনয় করিলেন। জড়-সুখভোগে আসক্ত লোক নিজের সুখ-সুবিধার জন্যই ভগবানের সেবা করিয়া থাকে। তখন ভোগবুদ্ধি বা মায়া কপট-বেশে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কপট সেবক বা সেবকাভিমানীকে ভগবান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুদূরে অনর্থের মধ্যে পাতিত করে।

সীতাদেবী বস্তুতঃ ঐরূপ ভোগ-বিচার-পরায়ণা নহেন। তথাপি তিনি ভোগাকাঙ্ক্ষী জীবকুলের কার্য্যের অভিনয় করিয়া ইহা প্রদর্শন করিতেছেন যে, শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের চক্ষুঃ আবৃত করিবার জন্য এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন।

শিক্ষা—ভোগবুদ্ধিতে ভগবৎসেবা করিতে গেলে ভগবান্ হইতে দূরে অনিষ্টের মধ্যেই অবস্থান ঘটে। আত্ম-গোপন ও বিমুখ-বঞ্চনের নিমিত্তই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তির বিমুখবিমোহন-লীলা।

৫৩তম দৃশ্য—রাবণ কপট সন্ন্যাসীর বেশে ও দুর্ব্বুদ্ধির বশে সীতাদেবীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

প্রভূত জড়শক্তিশালী স্বেচ্ছাচারী রাবণ জড়বুদ্ধির বিচারে নিজকে শক্তিমত্তর জ্ঞান করিয়া সাক্ষাৎ ভগবল্লক্ষ্মী

সীতাদেবীকেও ভোগ করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া ঐরূপ কপটতা করিতেছে।

শিক্ষা—অকপট ভগবদ্ভক্তের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি থাকে না। বহির্মুখ ভোগিকুল ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকেও নিজের ভোগ্য করিতে উদ্যত হয়।

৫৪তম শ্লোক—দুরাত্মা রাবণ সীতাদেবীকে রথে উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে রাবণ অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি-সীতাদেবীকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। সীতাদেবীর এক মায়ামূর্ত্তিকে মাত্র অপহরণ করিল।

মায়িকবুদ্ধি রাবণের অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধি না থাকায় মায়াসীতা মাত্র হরণের ও রক্ষিত হওয়ার যোগ্যতামাত্র তাহার আছে।

শিক্ষা—অপ্রাকৃত ও সেব্য ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃত ও বিচার করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাপ করিবার প্রচারী ব্যক্তি রাবণের মত বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুর্গতিমাত্র আবাহন করে।

৫৫তম শ্লোক—শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সীতার অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন :

সাধারণ লোক রাম-সীতাকে মায়াবদ্ধ সাধারণ সংসারী স্ত্রী-পুরুষ-মাত্র মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছে।

আর তাহারা ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ শ্রীরাম-সীতাকে শক্তি-শক্তিমদ্বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তির কখনও বিচ্ছেদ নাই। অতএব শ্রীরামের সীতান্বেষণ-ব্যাপারে বিরহ-রচন-লীলা আছে।

শিক্ষা—অপ্রাকৃত ভগবৎ-স্বরূপে অবিশ্বাস-বশতঃ ভগবল্লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বস্তুতঃ বোধগম্য হয় না।

যাহারা পরতত্ত্ব শ্রীরামচন্দ্রকে মায়া-মানুষ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় দুর্ব্বলতা বা আশ্রিত-বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেছেন।

৫৬ তম শ্লোক—রামভক্ত হনুমান্ রাবণের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণভোগ্য লঙ্কা দগ্ধ করিতেছেন।

হনুমানের এরূপ কার্য্য আদৌ অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত নহে। যে ব্যক্তি সেব্য বস্তুকে লঙ্ঘন করে, প্রকৃত সেবক তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া সেব্যের প্রতি সেবার চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন।

শিক্ষা—শ্রীরামসেবক ব্রহ্মাদ্যী বিকারী জগতের পরিত্যাগেচ্ছা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রভুর জন্য ভক্তের ইহাই একমাত্র কৃত্য। ভক্ত এইরূপ কার্য্যে বিমুখ হইলে তাহার প্রভুসেবা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাতে আত্মবৃত্তি ও অভক্তভোগীগণের মনস্কামনার সিদ্ধি হয়।

৫৭ তম শ্লোক—সমুদ্রের উপর দিয়া সেতুবন্ধন-কার্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীগণও নানাপ্রকার সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছে। ভগবান্ শ্রীরাম তাহাদেরও সেবা অঙ্গীকার করিয়া পুরস্কৃত করিতেছেন। করুণাময় ভগবান্ অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও সেবাধিকার দিতেছেন। সবল ও যোগ্যতর ব্যক্তিগণ যেরূপ স্ব-স্ব সেবানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণও নিজ নিজ স্বল্প-যোগ্যতানুসারে সেবার পূর্ণতা-সম্পাদনে তদ্রূপ ব্যগ্র।

শিক্ষা—ভগবান্ অকপট সেবকের অতি ক্ষুদ্র সেবা-চেষ্টাও স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অকপট ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বসময়ে ভগবৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

"হর-নারদ প্রভৃতি মহাজনগণ যাঁহার সেবক, আমি অতিক্ষুদ্র জন, সেই মহানের সেবাবিধান কিরূপে করিব"—সেবায় এইরূপ ব্যাকুলতারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত না হওয়াই সকলের কামনা হওয়া উচিত।

৫৮ তম ও ৫৯ তম শ্লোক—শ্রীরূপানুগ জগদ্গুরু আচার্য্যগণের আলেখ্যাদিকল (অর্চ্চামূর্ত্তি) এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী (শ্রীভগবানের শাব্দিক অর্চ্চা)

জগতের লোক মৃত ও জীবিত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রদর্শন ও স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য তাঁহাদিগের আলেখ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু আলেখ্যাদি-সংগ্রহ-বিষয়ে পরমার্থিগণের উদ্দেশ্য উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অষ্টপ্রকার অর্চ্চাবিগ্রহের মধ্যে আলেখ্য অন্যতম। বৈষ্ণবগণ আলেখ্যে জগদ্গুরু আচার্য্যগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তগণের লক্ষ্য—সেবা; আর অন্যের উদ্দেশ্য—স্থূলরূপের প্রতিচ্ছবি সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতি-সংগ্রহ বা ভোগ। অভক্তগণের জীবন্ত-দেহের, তৎপ্রতিমূর্ত্তির ও চিত্রের স্থূলরূপ ভোগ-স্পৃহাকে বিমূর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভক্তগণ আচার্য্যগণের অর্চ্চা-পূজা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগগণের দ্বারা প্রকটিত পরতত্ত্বের

আলোক-ধারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়মঠ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণ করিতেছেন। শ্রীব্যাস-প্রণত ভক্তির উপদেশ তাঁহা হইতে বিশুদ্ধভাবে সমাগত হইয়া অদ্যাবধি অসংখ্য প্রতিবাদের অন্তরালেও বিলুপ্ত হয় নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জগতের সকল যোগ্যাযোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদের অধিকারোচিতভাবে উহা কীর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছেন এবং প্রদর্শনী, বাস্তবসত্যের পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি সাময়িক পত্র প্রভৃতি-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সকলের চক্ষু-কর্ণের গোচর করাইবার বহুপ্রচেষ্টা করিতেছেন। অহাতিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিই শুদ্ধভক্তি এবং এই শুদ্ধভক্তিই যে পরিমুক্ত আত্মার বৈমুণ্ঠ-প্রতীতি—ইহা জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন।

ঐহিক পন্থানীতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্কন্ধে চাপাইবার প্রবৃত্তি না হয়—ইহাই প্রদর্শনীদর্শনাভিযানিগণের নিকট সবিনয় নিবেদন।

কাশীধামে পারমার্থিক প্রদর্শনী

[গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় কাশীধামবিশ্বেশ্বরগঞ্জস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে যে পারমার্থিকশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে ইতঃপূর্ব্বে গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৩৩) তারিখে উদ্ঘাটিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক পরিচালিত পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ৫৯ উনষষ্টি-সংখ্যক দৃশ্য ব্যতীত নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি অতিরিক্তরূপে নূতন করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকগণ 'পাটনায় পারমার্থিক প্রদর্শনী' শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত ৫৯টি দৃশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।]

৬০তম দৃশ্য—স্থান—যমরাজের সভা। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজ নিজ দূতগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। (ভাঃ ৬।৩।২৮-৫০)

যমরাজ তাঁহার অনুচরদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা যে আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা নহে। আমা হইতে, তথা ইন্দ্র-চন্দ্র-প্রমুখ লোকপাল হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-শিবাদিরও ঈশ্বর একজন পরমেশ্বর পরাৎপর পুরুষ আছেন। তিনিই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর ভৃত্যগণ দেবতাগণেরও পূজ্য। সনাতন-ধর্ম্ম সাক্ষাৎ সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই প্রণীত। ত্রিগুণ প্রকৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণ, দেবতাগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই সেই সনাতনধর্ম্মের কথা জানেন না। বিদ্যাধর ও চারণগণের কথা আর কি বলিব! তবে সেই সনাতন ধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায়—শ্রৌতপথ, অর্থাৎ মহাজনের বাণীর অনুসরণ। তোমরা বলিতে পার—'কাহাকে মহাজন বলিয়া গ্রহণ করিব?' দ্বাদশজন মহাজনের কথা শ্রৌতপারম্পর্য্যে স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি। আমরা এই বারজন মাত্র সনাতনধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছি। ইহা অতিশয় নির্ম্মল, শুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ। সেই সনাতন ধর্ম্মটি কি? নাম-সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—ইহাই সার্ব্বজনীন পরমধর্ম্মের বা সনাতন ধর্ম্মের অবধি। যাহারা দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া বেদের বহুপুষ্পিত বাক্যজালে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা বাসুদেবের নামসংকীর্ত্তনরূপ এই সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করিতে পারে না। বিদ্যাবারীশ কর্ম্মকাণ্ডকে 'সনাতনধর্ম্ম' মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনরূপ সনাতনধর্ম্ম-যাজনকারী ব্যক্তিগণের নিকট গমন করিও না। কেন না, শ্রীহরির চৌমোরকী গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মাদির সহিত আমি তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহি। এমন কি, কালও নহেন। তোমরা কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। কিন্তু কখনও পরমহংস শুক-পাদপদ্ম-আশ্রয়কারী, শ্রীভগবান্ বাসুদেবের নাম-সংকীর্ত্তনে রত ব্যক্তিগণের নিকট যাইবে না। কর্ম্মজড় ব্যক্তিদিগকে আনিবার অধিকার তোমাদের কেন আছে বলিতেছি। তাহারা, যে-সকল নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া মুকুন্দপদারবিন্দের মকরন্দরস পান করেন, সেই সকল সাধুগণের উপদেশের প্রতি সর্ব্বদা বিমুখ। তাহারা

নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত তাহাদিগকেই আমার নিকট লইয়া আসিবে; তাহারাই যমদণ্ড্য। আর যে সকল ব্যক্তির জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহাদের চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।"

শিক্ষা—নিরন্তর হরিকীর্ত্তনরত সর্ব্বতঃসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণের পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক যাঁহারা ভগবানের নামসংকীর্ত্তনরূপ সনাতন আত্মধর্ম্ম যাজন করেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই যমদণ্ড্য। অতএব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজনই পরম ধর্ম্ম।

৬১তম শ্লোক—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাজন যমরাজ স্বীয় আচরণ-দ্বারা লোককে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যমরাজ বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবপূজা শিক্ষা দিতেছেন। "অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতায় নিযুক্তঃ। হরি-গুরু-বিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥" অর্থাৎ দেবগণপূজিত বিধাতা-কর্ত্তৃক আমি লোকের হিতাহিত-বিচারে নিযুক্ত হইয়া 'যম' আখ্যা পাইয়াছি। সুতরাং আমি হরি-গুরু-বিমুখ ব্যক্তিগণকে দণ্ডিত করিয়া থাকি এবং শ্রীহরির চরণে প্রণত বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি।

শিক্ষা—সৃষ্ট প্রাণিমাত্রেই দেবতাগণের ও যমের দণ্ড্য, কেবলমাত্র আত্মধর্ম্মযাজনকারী ব্যক্তিগণই দণ্ডিত হন না। বৈষ্ণব জগৎপূজ্য; শিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়াই জগদ্গুরু ও জগদারাধ্য হইয়াছেন।

৬২তম শ্লোক—যমদূতগণের দণ্ড্যজীবগণকে দণ্ডপ্রদান (ভাঃ ৩.৩০।১৯-৩৪)।

যাহারা গৃহব্রতধর্ম্মপর হইয়া কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, যমদূতগণ তাহাদিগকে কিরূপ দণ্ড প্রদান করেন, তাহার কিছু শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতি-নন্দন কপিলদেবের উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায়।

গৃহব্রতব্যক্তির মৃত্যুসময়ে ক্রোধে আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে সূক্ষ্মদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে। যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের দূতগণও সেইরূপভাবে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া দীর্ঘপথে গমন করিতে থাকে। যমদূতগণের তিরস্কারে ঐ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে। পথিমধ্যে কুক্কুরসকলের দংশনে যাতনায় অস্থির হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে সে চলিতে থাকে। যমদূত যে পথে তাহাকে লইয়া যায়, সেই পথ প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ, সে পথে কোন বিশ্রামস্থল ও পানীয় জল মাত্র নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানল-দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও পৃষ্ঠদেশে যমদূতগণের কশাঘাতে তাড়িত হইয়া অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আবার চেতনা লাভ করিয়া নানা-দুঃখময় অন্ধকার-পথে যমপুরে নীত হয়। যমপুরে যাইবার পথ নিরানব্বই সহস্র যোজন দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া লইয়া যায়। যমপুরীতে উপস্থিত হইয়া সে ব্যক্তি দেখে—কোথাও কোন পাপীর দেহ অনন্ত অঙ্গার-দ্বারা বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতেছে; কোথাও অপরে, কোথাও বা পাপী স্বয়ং তাহার দেহের মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে; কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবসকল জীবিত-অবস্থাতেই পাপীর নাড়ীভুঁড়িসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ কেহ সর্প, বৃশ্চিক ও দংশকাদির দংশন-জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করা হইতেছে; কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছে; কাহাকেও বা জল ও পর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; অন্ধ-তামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরকযন্ত্রণা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর পাপ-সংসর্গ-হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক—তৎসমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। কুটুম্বই হউক আর নিজ উদরই হউক—উহার পোষণমাত্রে ব্যস্ত ব্যক্তি কুটুম্ব ও নিজদেহ এই জগতেই পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং যমপুরে ঐ সকল নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ ও সঞ্চিত ধন

এই জগতে রাখিয়া পাপমাত্র পাথেয় লইয়া ঐ ব্যক্তি ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপফল ভোগ করে। কেবল অধর্মের দ্বারা পরিবার-পোষণকারী ব্যক্তি অন্ধতামিস্র নামক চরম নরক প্রাপ্ত হয়। নরক-যন্ত্রণা-ভোগের পর কুকুর-শূকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, সেই সকল ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ হইয়া পুনঃ মনুষ্যলোকে আগমন করে।

শিক্ষা—সনাতন আত্মধর্ম হরিভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল দেহৈক-সর্বস্ব হইয়া ভোগে মত্ত হইলে দেহান্তে যম-রাজের শাসনাধিকারে আসিয়া বিবিধ নরক-যাতনা-ভোগ ও নীচজন্মলাভ এবং স্বর্গাদিলাভও হইয়া থাকে। স্বর্গ-সুখ, নরক-দুঃখ ও মোক্ষ—সমস্তই হরিভক্তের নিকট তুল্য ও পরিত্যাজ্য।

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

৬৩তম দৃশ্য—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে দণ্ড দিতে উদ্যত এবং কলি ভয়ে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নিজ-বাসস্থান প্রার্থনা করিতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, —রাজবেশধারী এক শূদ্র এক অনাথ গোমিথুনকে প্রহার করিতেছে। বৃষটির একটি মাত্র চরণ আছে ও ভয়ে মূত্র-ত্যাগ করিতেছে। গাভীটি বৎসহারা অনাথার ন্যায় অশ্রু ত্যাগ করিতেছে। রাজা উৎপীড়নকারী শূদ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া গোমিথুনকে অভয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া ত্রিপাদহীন বৃষকে সাক্ষাৎ ধর্ম এবং গাভীকে শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্তা পৃথিবী বলিয়া জানিতে পারিলেন। শূদ্রবেশধারী তীব্র কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের পদতলে পতিত হইল। মহারাজ কলিকে তাহার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলে কলি পরীক্ষিতের অধিকারের বহির্ভূত কোন স্থান দেখিতে না পাইয়া মহা-রাজের নিকট নিজ-বাসযোগ্য স্থান প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ কলিকে সত্য-নাশক দ্যূত, দয়া-নাশক মদ্যাদিপান, শৌচ-নাশক স্ত্রীসংসর্গ ও সর্বধর্মখণ্ডন-নাশক জীবহিংসা—এই চারিটি অধর্মের স্থান বাসের জন্য প্রদান করিলেন। কলি পুনঃ প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহাকে সুবর্ণও বাসের জন্য প্রদান করিলেন,—যে সুবর্ণ যা ধন মিথ্যা, মত্ততা, কাম, গর্ব ও শত্রুতা—একাধারে এই পঞ্চ অধর্মের হেতু।

শিক্ষা—দ্যূত, মদ, স্ত্রী, সূনা ও অর্থ—এই পাঁচটি সাক্ষাৎ কলি। প্রকৃত মঙ্গলকামী ব্যক্তি কখনও ইহাদিগের সেবা করিবে না অর্থাৎ এই সকলে আসক্ত হইবে না। বিশেষতঃ আচার্য, লোকপতি, রাজা ও ধার্মিক—ইঁহারা এই সকল অধর্ম হইতে সর্বতোভাবে দূরে অবস্থান করিবেন। এই প্রসঙ্গে অধর্ম বা পতনের হেতু এবং আচার্য প্রভৃতির আচরণ বিবৃত হইয়াছে।

৬৪তম দৃশ্য—কলির স্থান 'দ্যূতের' দৃশ্য।

দুইজন ব্যক্তি পাশা-খেলায় মত্ত হইয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ তাস, দাবা, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারি, দাতরঞ্চ, চৌপচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূত-ক্রীড়া মধ্যে গণ্য। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা কলির অনুগ্রহে নিত্য নূতন নূতন দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি হইতেছে। বিলাসের উপকরণ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিও দ্যূতমধ্যে গণ্য। দ্যূতক্রীড়া-মাত্রেই সত্য-রক্ষা অসম্ভব—মিথ্যা ও লঘুতার আশ্রয় ও প্রশ্রয় হইবেই। ভগবদ্ভক্তগণ উহা হইতে দূরে অবস্থান করিবেন।

শিক্ষা—সর্বপ্রকার দ্যূতক্রীড়াদি কামজ 'ব্যসন'-মধ্যে গণ্য। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা মলিন ও লঘু থাকে। তাহার চিত্ত কখনও পরমার্থে নিবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং দ্যূতাদি ভগবদ্ভক্তির বিষম অন্তরায়।

৬৫তম দৃশ্য—একব্যক্তি মদ্যপান করিতেছে। নিকটে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। ইহা "পানং" ও "স্ত্রিয়ঃ"—দৃশ্য।

আসব-মাত্রেই পান। উহা বহু আকারে দৃষ্ট হয়। তাম্বূল, ওষাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, ভাং, কালকূট, ধুস্তুর, তাড়ি, খেজুরের রস ও দ্বাদশ প্রকারের মদ্য —এই সমস্তই "পানের" অন্তর্গত। তাম্বূল-সেবনে বিলা-সেচ্ছাবৃদ্ধি, ওষাকে চিত্ত-চাঞ্চল্য, তামাকে মতি-ভ্রংশ, গাঁজা ও ভগবদ্বহির্মুখতা, যাহাতে বুদ্ধিনাশ হয়! অহিফেন প্রভৃতি আট প্রকার "সিদ্ধিতে" মানুষ পশুতুল্য হইয়া যায়।

মদের অপরিহার্য অঙ্গ—স্ত্রী। যেখানেই মদ্যাসক্তি, সেখানেই স্ত্রীতে আসক্তি থাকে। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে আসক্তি। উভয়ই কলির স্থান।

যে সকল অপসম্প্রদায়ে অবৈধ স্ত্রী লইয়া ব্যবহার ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিতেছে, সেখানে ধর্ম্ম নাই—কেবল কলিই নিজ বিহার করিতেছে। স্ত্রীসঙ্গ ত' বর্জ্জনীয় বটেই—এমন কি, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। বৈধ স্ত্রীতে আসক্তিও অধর্ম্মের সেতু।

আত্মরক্ষাকামী ব্যক্তি এই কলিস্থান হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

শিক্ষা—এই দুইটিও কামজ ব্যসন মধ্যে পরিগণিত। এবং ইহারা অতি জঘন্য ব্যসন ও দুষ্প্রসাধ্য। এই দুইটিতে আসক্ত ব্যক্তি—পরমার্থ হরিভক্তি ত' দূরের কথা—কোন আহিক উন্নয় ও বহুলকার্য্যেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য।

৬৮তম দৃশ্য—ইহা "দ্যূনা"র দৃশ্য। এক ব্যক্তি খড়্গ-হস্তে পশুবধ করিতেছে।

'দ্যূনা' অর্থে প্রাণিবধ। হরিসেবা-বিমুখ জীবগণ প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণিবধ করিতেছে। কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-দির মধ্যে 'পঞ্চসূনা' পাপ অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে প্রাণিবধ-জনিত পাপ-ক্ষালনের জন্য ঋষিযজ্ঞ বা বেদাদিপাঠ, দেবযজ্ঞ বা নানা দেবতার পূজা ও যজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ বা পশুপক্ষীকে অন্নাদিদান, নৃযজ্ঞ বা অতিথি-সেবা, পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃ-পুরুষের তর্পণাদির যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে পাপবীজ কখনও নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের মূলচ্ছেদ কখনও একান্তভাবে হইতে পারে না। উহা হস্তিস্নানবৎ ব্যর্থ।

একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ কিন্তু এই পঞ্চবিধপাপে লিপ্ত হন না। কারণ, তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টাই ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত। সেই কারণে তাঁহাদের কোন দায় বা ঋণ নাই।

"দেববিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।"
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

—হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া 'বাসুদেবই সকল'—এই জ্ঞানে সেই অখিললোক-শরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মভাবরূপে শরণ গ্রহণ করিয়া-ছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্য মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দায়ে বা ঋণ-পাশে বদ্ধ নহেন।

প্রাণিবধ অনেক প্রকারের। নিজদেহ পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম প্রাণিবধ। "এই জন্মে একটি জীব যাহাকে হত্যা করে, পরজন্মে আবার সেই হতজীব অন্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে।—(ভাঃ ১১।৫।১৪)

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস-বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংসবিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক, এবং ভক্ষক—এই কয়জনই ঘাতকশ্রেণিভুক্ত। (মনু ৫।৫১)

শিক্ষা—দ্যূনা বা পশুহত্যা নিষ্ঠুরতার সাকাৎ প্রতি-মূর্ত্তি ও হরিভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা ক্রোধজ ব্যসন-মধ্যে পরিগণিত। দ্যূনাতে আসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সাত্ত্বিক সুকুমার বৃত্তিসকল নষ্ট হইয়া তামসিক ভাবের প্রাবল্য হয়। তাদৃশ ব্যক্তি সুকোমল ও সরল হরি-ভক্তির সম্পূর্ণ অনধিকারী। হরিভজনে বিমুখতা—আত্মহত্যা, অতএব দ্যূনার অন্তর্গত।

৬৯তম দৃশ্য—কৃপণব্যক্তি তাহার টাকার থলে লইয়া বসিয়া আছে। ইহা পাঁচপ্রকার অধর্ম্মের স্থান "জাতরূপ" বা "অর্থের" দৃশ্য। ইহা হইতে অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও বৈরিতার উদয় হইতেছে।

কলি মহারাজ পরীক্ষিৎ হইতে চারিপ্রকার অধর্ম্মের আকর চারিটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারণ উক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম চারিটি স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত। সুতরাং চারিটি অধর্ম্ম একাধারেই পাওয়া যায়—এমন একটি স্থান কলি পুনরায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে প্রার্থনানুযায়ী 'অর্থ'রূপ স্থান প্রদান করিলেন। এই অর্থে বা অর্থে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা—এই চারি অধর্ম্ম ত' যুগপৎ বিরাজিত আছেই, অধিকন্তু শত্রুতা-নামক আর একটি অনর্থও তাহাতে অবস্থিত। এক অর্থ হইতেই অসত্য, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ, হিংসা ও শত্রুতা—এই পাঁচটির উদয় হইয়া থাকে। অর্থই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু যেখানে মায়াবদ্ধ জীব "আমি ভোগের কর্ত্তা—সমস্ত জগৎ ভোগ করিব"—এই অভি-মানে পরিচালিত হইয়া অর্থের ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানেই ঐ সকল অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত হরিসেবার অর্থ

নিযুক্ত করেন, সেখানে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় বলিয়া ঐ সকল অনর্থ উদিত হইতে পারে না।

"ভোগীর কনক,　　ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥"

সুতরাং যাহারা অর্থের দ্বারা মাধবের সেবা না করিয়া নিজের সেবা করে, অথবা মাধবের সেবার নাম করিয়া শালগ্রাম-দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় নিজে অর্থ ভোগ করে, তাহারা কলির কবলে পতিত।

শিক্ষা—অর্থ অভক্ত ব্যক্তির হস্তে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের ও অমঙ্গলের হেতু। মায়াবদ্ধ জীবের নৈসর্গিক অনর্থ-প্রবৃত্তি অল্পরূপ ছিদ্র পাইলেই অত্যন্ত প্রবল ও বহুমুখী হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহার অর্থ অনর্থের উৎপাদন ও সংবর্দ্ধন করিতেছে, তাহার হরিভজন হইতে পারে না।

দ্যূত-পান-স্ত্রী-সূনা-অর্থ—এই পাঁচটিতে আবদ্ধ জীব 'কলি'-হত। পরমহংস সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই 'কলি'-হত জীবের একমাত্র পরম উপায়।

৬৮তম শ্লোক—শ্রীব্যাসদেব শ্রীশালগ্রামাদি ভগবানের অর্চ্চাবতারে শিলা-বুদ্ধিকারি ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চাবতার। তিনি এই প্রকৃতির অন্তর্গত লোষ্ট্র বা প্রস্তর-খণ্ড-জাতীয় কোন বস্তু নহেন। যাহারা প্রত্যক্ষ-দর্শনে ভ্রান্ত, তাহাদের নিকট শ্রীশালগ্রাম ও রাস্তার ঘোড়া একজাতীয় বস্তু বলিয়াই মনে হয়।

একজন সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আত্মধর্ম্মে দীক্ষিত অর্চ্চক শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত দীক্ষা-মন্ত্রদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত পঞ্চটী শিলা, গোবর্দ্ধনী শিলা এবং গোবর্দ্ধন শিলা প্রভৃতি ভগবানের বিচিত্র অর্চ্চাবতারের শ্রদ্ধাপূত চিত্তে অর্চ্চন করিতেছেন; আর তাঁহারই সম্মুখে মিউনিসিপ্যালে ঘোড়া দেওয়া রাস্তার ঘোড়া গাধা প্রভৃতি পশুগুলি বিচরণ করিতেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানে ভাড়িত এক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া বলিলেন, "পূজক ঐ মিউনিসিপ্যাল ঘোড়াগুলিকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া ঐরূপ পূজা করিতেছে।" এইরূপ লৌকিকধারণা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে।

আর এক শ্রেণীর লোক তথাকথিত বিশ্বধর্ম্মের ব্যাখ্যা-কারী হইয়া বলিলেন,—"বৃক্ষ বস্তুও পূজা করিতে করিতে চিন্ময় হইয়া পড়ে। শালগ্রাম 'শিলা' হইলেও পূজকের পূজা-শক্তি-প্রভাবে চেতন হইতে পারে এবং আমাদের অভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ হয়।

এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকেই শ্রীব্যাসদেব অবৈদিক চিত্তবৃত্তি বা নাস্তিকতা বলিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ উপরিউক্ত ভ্রান্তবাহী বিচারের কোনটিই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শ্রীশালগ্রামকে প্রকৃতির অন্তর্গত কোন বস্তু বলিয়া দর্শন করেন না; তাঁহার বাস্তব স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীশালগ্রাম এই জগতে লোক-দিগকে কৃপা করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠ হইতে যে অর্চ্চাবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সৎসঙ্গের সিদ্ধান্ত-সম্বল সেই স্বরূপেরই সম্মুখীন হইতে তাঁহারা চেষ্টা করেন। নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ংভগবানেরই অভিন্নমূর্ত্তি। তিনি তাঁহার আত্মস্বরূপ কৃপা করিয়া প্রকাশ করিলেই লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, নচেৎ বহির্ম্মুখতার আবরণে সেই অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতের মতই দৃষ্ট হয়। যাহার যেরূপ চশমা, সে সেইরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে যে নির্ম্মল চক্ষু প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর প্রকৃতস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা—"অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বা নারকী সঃ।" অর্চ্চাবতারে বর্ণ বা অবর্ণের নামে শিলা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি বুদ্ধি করিলে নরকই লাভ হয়, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

৬৯তম শ্লোক—শ্রীব্যাসদেব গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধিকারি-ব্যক্তিকে 'নারকী' বলিয়াছেন।

যাহাকে তাহাকে 'গুরু' বলা যায় না। কুল, পাণ্ডিত্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, রূপ, বিভূতি, যশঃসিদ্ধি, অলৌকিকতা প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে কোন ব্যক্তি বিশেষভাবে মণ্ডিত থাকিলেই যে তিনি পারমার্থিক 'গুরু'পদবাচ্য হইবেন, তাহা নহে। ঐ সকল ব্যক্তি আধিক লৌকিক গুরু হইতে পারেন; কিন্তু

তাঁহারা পারমার্থিক গুরু নহেন। আর্থিক গুরুগণ সাধারণ নর হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা কর্ম্মফল-বাধ্য নরপশু।

পারমার্থিক গুরুদেবের প্রতি কখনই 'নরবুদ্ধি' করিতে হইবে না। কেন না, তিনি দুঃখ, অশান্তি ও অপূজা কিম্বা সুখ, শান্তি ও পূজা-প্রতিষ্ঠা—এই উভয়প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই জগতে আসেন না। ভগবানের ইচ্ছায় লোক-কল্যাণের জন্যই তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি 'গুরু'—লঘু নহেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরু জগদ্গুরু। তিনি সাধারণ মনুষ্য বা সাধারণ দেবতা নহেন। তাঁহাকে জগদ্গুরুত্বে মর্ত্যবুদ্ধি-কারি ব্যক্তিগণ নরক-ভাজন।

দৃষ্টান্ত—একদিন লোকগুরু ধর্ম্মরক্ষা মহাদেব মুনিগণের সভায় নির্লজ্জ প্রাকৃতলোকের মত পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া সভামধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করিয়া যখন হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ঐ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি জগতের লোকের প্রকৃত চিত্তবৃত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া দেন লোকশিক্ষা দিবার জন্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সাধারণ গ্রাম্য নীচজনগণও প্রায় গোপনেই পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু এই মহাদেব তৎসত্ত্বে হইয়াও সভামধ্যে পত্নীকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন। পরম বৈষ্ণবী পার্ব্বতীদেবী পরমহংস বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরুতে চিত্রকেতুর ঐরূপ সাধারণ নরবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষাচ্ছলে চিত্রকেতুর প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"অহে দুর্ম্মতে, তুমি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবকে দুষ্টভাবে শাসন করিতেছ! অতএব তুমি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্ম-গ্রহণ কর।"

চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক অভাগা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াও অধিকতর চরমেও পাইবার জন্য বৈষ্ণবের চরণে অবনত হন না।

শিক্ষা—"গুরুষু নরমতিরস্ত ন নারকী নঃ।" "ন মর্ত্য-বুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।" যিনি যথার্থই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু, সেইরূপ পরমহংস কৃষ্ণপ্রিয়তমের ক্রিয়া-মুদ্রা ও আচরণ সাধারণ বহির্ম্মুখ লোকপ্রায় বাহ্যদর্শনে দেখিলেও কখনই তাঁহাকে সাধারণ লোকের ন্যায় বুদ্ধি করিতে হইবে না। ঐরূপ বুদ্ধিকারি ব্যক্তি ভক্তিপথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবেন। আবার কর্ম্মফল-বাধ্য অগুরু-ব্যক্তিকেও "গুরু" কল্পনা করিয়া পাষণ্ডতায় প্রশ্রয় দিতে হইবে না। (ক্রমশঃ)

কাশী-পারমার্থিকপ্রদর্শনীর উদ্বোধন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩০) রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় টেলিফোন-যোগে ও তৎপরদিবস অপরাহ্ণে টেলিগ্রাম-যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উক্ত রবিবার-দিবস সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় কাশী মিছিরপোখ্‌রা (Misirpokhra)-ময়দানস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্-ঘাটনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সম্পাদক মহোদয় টেলিগ্রাম-যোগে জানাইয়াছেন—"গত কল্য (অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩০, রবিবার) অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ পাল্লালাল্ বি, ই (ক্যান্টাব), এস্-এস্-ডি, আই-সি-এস্ বাহাদুর কর্ত্তৃক কাশী-পারমার্থিকপ্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মিছিরপোখ্‌রাপ্রদর্শনীক্ষেত্রের বেষ্টনীর মধ্যস্থলে একটি সুন্দর পটমণ্ডপের মধ্যে অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত একটি সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত সভা-মণ্ডপে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারীজী দ্বারদেশে কালেক্টার বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তি-বিনয়, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব ভক্তিভূষণ এবং মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেন। অতঃপর কাশী-শ্রীমন্দির-

গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ মহোদয় কালেক্টর মহোদয়কে সভা-মঞ্চে অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মচারী পাখীবোহনজী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দ-প্রমুখ শ্রীনবাসন-গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরাজীভাষায় অভ্যর্থনা-জ্ঞাপক একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর শ্রীপাদ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয় কাশী-শ্রীনবাসন-গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ইংরাজী-ভাষায় মুদ্রিত একটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি-মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-দ্বারা উহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি, এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে প্রদর্শনী-উদ্বোধন-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পারালালজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ প্রৌঢ়ী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু-প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্য ও উপস্থিত সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত প্রদর্শনীর তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং প্রদর্শনীর প্রত্যেকটী ষ্টল বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসার সহিত পরিদর্শন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ প্রৌঢ়ী মহারাজ এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু কৃষ্ণসম্বন্ধের বিষয় ও শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে থাকায় কালেক্টার বাহাদুর ও অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দানুভব করেন। এই বিষয় সভায় বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় নাম প্রকাশিত হইল :—

*শ্রীযুক্ত পারালালজীর বিধুরী সহধর্ম্মিণী; বেনারস্ মিউনিসি-প্যাল বোর্ডের এক্জিকিউটিভ্ অফিসার; রায় সাহেব বটুক প্রসাদ; ওলের কলের (water works) চীফ্ ইঞ্জিনেয়ার পুলীন বিহারী সেন রায়; মুন্সেফ্ দেবীপ্রসাদ মেহ্রোত্র, কুইন্স-কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল চণ্ডীপ্রসাদ; সি, টি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রায় বাহাদুর পণ্ডিত লক্ষ্মীশঙ্কর ঝা, সি-এইচ্ স্কুলের প্রধানশিক্ষক রাধেশ্যাম ব্যানার্জ্জি; অধ্যাপক বি, এন ঘোষাল; রায় কুমার সিং বৈদ্য সাহেব; ডাঃ ডি, পি, ঘোষ; প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী এম্-বি, ঠাকুর ত্রিপ কেহু সিং বহরীলবার; সাহানলাল সাহেব এম্-ই-ই-কে; লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট; ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস এম্-বি; জলের কলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডি, হস্তর; মিঃ আর, পি হক্; বেনারস্ এষ্টেটের গার্ডেন-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হংসরাজ; অসুষ্ঠাই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঠাকুর পণ্ডিত শর্ম্মা; উকীল মন্নুলাল খাঁ; কে এন হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; পণ্ডিত কাশীরাম এম-এ; মিঃ নিত্যানন্দ খাঁ বি-এ, বি-এল্; পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেমচন্দ্র গুহ; রায়সাহেব অধরচন্দ্র মুখার্জ্জি; অধ্যাপক বি,এন্, দাস; হাড্ডোকেট আনন্দপ্রসাদ আগরওয়ালা; অধ্যাপক মনৎ-কুমার বসু; সি, এইচ্, স্কুলের হেড্মাষ্টার পণ্ডিত রাম-নারায়ণ মিশ্র; হাড্ডোকেট বিমলচন্দ্র মুখার্জ্জি; মিঃ হৈদর আহাম্মদ, নাগ্রা; বাবু মনোহর দাস, বৈদ্যরাজ; ক্যাপ্টেন যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত; ক্যাপ্টেন এস্, কে, চৌধুরী; শিখ-গুরু তারা সিং; ডাঃ সুপ্রসন্ন লাহিড়ী এম্, বি; স্বাস্থ্য-পরীক্ষক রায়সাহেব ডাঃ এ, এন, দাস; উকীল গোপাল নারায়ণ আয়ানা; বাবু অমরুক্ষ দাস; উকীল হরিপ্রসন্ন দত্ত; রায় কুমার সিং সাহেব; পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র; সি, এইচ-স্কুলের সংস্কৃত রামকী নাগর; বাবু যতীশচন্দ্র রায়; বাবু কিতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি; বঙ্কবিহারী চক্রবর্ত্তী; ডাঃ বি, কে, বানার্জ্জি; আনন্দময় চক্রবর্ত্তী; এস্ এন মুখার্জ্জি, নিরেশ্বর মুখার্জ্জি; মিঃ নাদুরী; নৃপেন্দ্রনাথ দে; অধ্যাপক বি, সি, চাটার্জ্জি; এস্, কে, চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র অধিকারী; সুবীনকুমার মুখার্জ্জি; রাম-নারায়ণ রায়; বাবু ওপরাধপ্রসাদ কেশরী, পি, এন, ঘোষ; জগবন্ধু চাটার্জ্জি; বটুকচন্দ্র দাস; মিঃ বাসু; নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমতী সন্ধ্যাবতী ঠাকুরাণী, অবনিৎ-কুমার দত্ত, হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, সুধাময় ঘোষ, বিশোরীমোহন নন্দ, সত্যেন্দ্র নন্দী, হরিপদ-দাস বসু, প্রভাতচন্দ্র মিত্র, সৌরীন্দ্রমোহন শিকদার, মহেন্দ্র-কুমার বাকচী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, কালীনাথ মুখার্জ্জি, কৃষ্ণধন মল্লিক, রাধারমণ দে, মণীন্দ্রলাল সিং, অমূল্যকুমার বানার্জ্জি, হরিশ্চন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ চৌধুরী, হরিদাস হালদার, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, কেশবচন্দ্র ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র রায়,

গাঙ্গুলীপাড়ার চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ ওঝা ঠাকুরতা, পি সি বানার্জ্জি, সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, পি পি হালদার, ডাঃ হরিচরণ নাথ ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জি, নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্সী, বি এন বসু, গোকুলচন্দ্র দত্ত, শ্যামলাল বানার্জ্জি, মহেশচন্দ্র বানার্জ্জি, অমিয়রতন বানার্জ্জি, গৌরপদ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ বক্সী, রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব তর্কিকুমণ, গভর্ণমেণ্ট অডিটর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, এলাহাবাদের শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ, লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীশিবপ্রসাদ প্রভৃতি।

[শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও সভাপতিমহোদয়ের বক্তৃতা পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশ্য।]

কাশী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে

হিন্দী দৈনিক "আজ"

(২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩০, মঙ্গলবার-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

ধার্ম্মিক সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

জিলা মজিষ্ট্রেট শ্রীপন্নালাল-দ্বারা উদ্‌ঘাটন

কাশী, সোমবার।

কল সায়ংকাল ৫ঃ বজে বনারসকে জিলা মজিষ্ট্রেট শ্রীপন্নালালজী মিশ্রপোখরাপর ধার্ম্মিক সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীকা উদ্‌ঘাটন কিয়া। আপ সকুটুম্ব পধারে থে। শ্রীমতুল চন্দ্র বনর্জী দ্বারা আদর কিয়ে জানেকে বাদ শ্রীপন্নালালজীকো মানপত্র দিয়া গয়া। মানপত্রকে উত্তরমেঁ আপনে কহা কি মুঝে ঈশ্বর ঔর ধর্ম্মমেঁ পূর্ণ বিশ্বাস হৈ। বর্ত্তমান সময়মেঁ অস্পৃশ্যতা আদি প্রশ্নোঁসে ধর্ম্মকে বাস্তবিক সিদ্ধান্তকী হত্যা হী হোতী হৈ। ধর্ম্ম বহী হৈ জো মনুষ্য মনুষ্যমেঁ প্রেম ঔর ভ্রাতৃভাবকী শিক্ষা দে। অপনে ভাষণমেঁ আপনে গীতাকে কই এক শ্লোক পঢ়ে থে। ইসকে বাদ আপনে প্রদর্শনীকা উদ্‌ঘাটন কিয়া। যহ প্রদর্শনী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকী ওরসে খোলী গয়ী হৈ। প্রদর্শনীমেঁ মূর্ত্তিয়াঁ রখী গয়ী হৈঁ জিনমে বিজলীকী সহায়তাসে বিভিন্ন পৌরাণিক দৃশ্য দিখায়ে জাতে হৈঁ।

পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ

গত ১৪ই নবেম্বর (১৯৩৩), ২৮ কার্ত্তিক (১৩৪০) মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে যে সময় পাটনা-গয়ুজ-ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী মহল্লায় একটি বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত করা হয়, সেই সময় তৎসঙ্গে-সঙ্গেই বিহারঅঞ্চলে স্থায়িভাবে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-সৌকর্য্যার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় কদমকুঁয়া-অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ঐ স্থানে থাকিয়া স্থানীয় সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দ গোপাল সমাদ্দার বি-এ, বি-টি মহোদয়-প্রমুখ সজ্জনগণ স্বামীজীর প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ (১৩৩০), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯২৩) সোমবার হইতে শ্রী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়া ৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিতে নামহট্টমহামহোৎসব অনুষ্ঠানের পর বার্ষিক উৎসবের পূর্ণাহুতি হইয়াছে।

উপলক্ষে এবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সপ্তাহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব নির্বিঘ্নে চাকা-সহরের বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের এত সমাগম হইত যে, মঠের আঙ্গন-ঘরে, অলিন্দে, ছাদে এবং পারিপার্শ্বিক ঘরগুলিতে তিল ধারণের স্থান ত' থাকিতই না, পরন্তু অনেককে দুঃখিত হৃদয়ে চলিয়া যাইতে হইত এজন্য সম্ভবপর ঢাকাবাসী সজ্জনগণের অনেকেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের জন্য নূতন স্থান যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। ১০ই ডিসেম্বর ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ কার্জ্জনহলে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ঢাকা-হলের প্রভোষ্ট্ ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজকে বিদায় দিবার সময় ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; আর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন পদসমূহের যে-সকল সিদ্ধান্ত শুনিলেন, তাহাতে তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। সজ্জনবর অধ্যাপক চারুবাবু শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বিশেষ প্রশংসা করিয়া জানাইলেন যে, কার্জ্জন-হলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াও তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী প্রচার করিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য লোকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ-প্রবাসী শ্রীচৈতন্যমতাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এ মহাশয় নারায়ণগঞ্জ-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহোৎসবে এ-বৎসরের লোক-সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইয়াছিল। সকাল ১১টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অগণিত নর-নারী—সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরের ন্যায় দীন-দুঃখী-কাঙ্গালদিগকেও প্রচুরপরিমাণে উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। কাঙ্গালগণ বৈষ্ণবগণের মুখ-নিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণস্থিত নবনির্ম্মিত বিরাম-মণ্ডপে ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপজী ও শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা শত শত শিক্ষিত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তৎপরদিবস ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শাখামঠ গোপালজী-মঠে কীর্ত্তন-মহামহোৎসব এবং রাত্রে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল।

গত ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার ঢাকা কলাবাগস্থানীয়িত শ্রীবিহারী-লালজীর আখড়ায় শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, উপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী, মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত ত্রিদেব নাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম, মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে ভক্তিভূষণ, ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এবং মঠের বহু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিহারীজীর আখড়ায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা-শ্রবণের

ভক্ত ন কারণে উপস্থিত হইয়াছিল।

পরেশ এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীমৎ পরেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-ভক্তি ভক্তিকথা-প্রচারের জন্য প্রেরণ করিবে।

২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সাহা, 'পরশ-সাহেবের বাজার'-নিবাসী বিনোদবিহারীর সাহা এম্-এ, ঢাকা-সেক্রেটারিয়েট ইন্সপেক্টর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ পাল ও ঠাটারি-

শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের

ভবনে শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল।

শ্রীবাসমৌড়ীয়মঠের উৎসবে মঠের ভক্তবৃন্দ এবং ঢাকার সজ্জন জন-সাধারণ প্রাণপণ সেবা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামীমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত জগদ্বোধন ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ দাস, ভক্ত শ্রীজগবন্ধু প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের সেবা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে তাঁহার কার্ত্তি-পারমার্থিকপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার কথা ছিল; কিন্তু গত ২রা পৌষ (১৩৩০), ২০শে ডিসেম্বর (১৯২৩) বুধবার হইতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা-নিবন্ধন কার্য্য যাওয়া হয় নাই। কলিকাতার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও কবিরাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ যত্নের সহিত দেখিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। তজ্জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয় স্বয়ং ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যেরূপ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের চিরমঙ্গল বিধান করুন।

এতদ্ব্যতীত হ্যারিসনরোড মাড়োয়ারীহস্পিটালের কবিরাজ শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-বি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম-ডি প্রমুখ কলিকাতার যে-সকল লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তার বিশেষ যত্নসহকারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও আমাদের শত সহস্র ধন্যবাদার্হ। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

গত ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যার বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন কেপ্টেন যোগেন্দ্র কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডি, পি, গোয়েন এম-আর-সি-এস্-ই, আই-এম-এস্ মহোদয় এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম-এস্ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে দেখিবার নিমিত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিরাময়তা সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবা-বিষয়ে আমাদিগকে তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রানুযায়ী অনেক পরামর্শ প্রদান করেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের স্থান-পরিবর্ত্তন

লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান (৩৯ ডেউন গার্ডেন্‌স্, কেন্‌সিংটন, এস্ ডব্লিউ ১০) হইতে বর্ত্তমানে (গত ২০শে ডিসেম্বর বুধবার) 3, Gloucester House Cornwall Gardens. S W. 7" অর্থাৎ "৩ গ্লষ্টার হাউস্. কর্ণওয়াল্ গার্ডেন্‌স্. এস্-ডব্লিউ৭" ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে যাবতীয় চিঠি-পত্র, ভিঃ পিঃ, পার্শেল প্রভৃতি বর্ত্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। এখানেটি বেশ প্রশস্ত ও মনোরম; এখানে বহু ব্যক্তি একত্র বসিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারিবেন।

য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের জার্ম্মাণী হইতে গত ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) বুধবার তারিখের পত্রে প্রকাশ—জার্ম্মাণির অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বত্রই তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক সভায় ও আলোচনা-স্থলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে জার্ম্মাণগণ এত অধিক আগ্রহ, উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের সজ্জনতা ও সৌজন্যের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মাননীয়া লেডি পুটনিস —বর্ত্তমানে স্বামীজী যাঁহার অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছেন —আগামী জানুয়ারী মাসে জার্ম্মাণীতে আর ৭টি বক্তৃতার বন্দোবস্ত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিবার কথা বলিয়াছেন।

ইতোমধ্যে শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রেসিডেন্ট ভন্ হিণ্ডেনবার্গ, বার্লিনের বিশপ মহোদয়, ষ্টেট্‌লাইব্রেরী ও ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর ডিরেক্টার জেনারল্ মাহাদয়, কতিপয় বিশিষ্ট অধ্যাপক, ডাক্তার প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সত্যানুরাগী জার্ম্মাণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সকলেই তচ্ছ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও বিষয়টি বুঝিবার যত্ন করিতেছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে কনিগ্‌স্‌বার্গ নামক স্থানে প্রফেসার ডাঃ গ্লেজ, এ, গ্লাসেনাপ (Prof. Dr. H. V. Glasenapp, Konengsberg, i Pk. Mutzstra 4, Germany) মহোদয়ের সহিত অবস্থান করিতেছেন। লণ্ডন মঠ হইতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজীর ১১ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে প্রকাশ, শ্রীপাদ বন মহারাজ শীঘ্রই লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সমবেত সভ্যানুসন্ধিৎসু-গণের সহিত শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রী। প্রভুপাদের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে একটি ক্লাস করিয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম কেন জীবমাত্রেরই নিত্য—সনাতন—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, জগতের অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত এই প্রেমধর্ম্মের পার্থক্য কোথায়, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিমূলক 'কাম' ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিমূলক 'প্রেম' এতদুভয়ের স্বরূপগত পরিচয় কি, দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে আত্মধর্ম্ম স্বতন্ত্র কেন, সাধ্য ও সাধন কি এবং কাহাকে বলে" ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সরল সত্য কথায় সারগ্রাহিমাত্রেই আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেছেন না।

করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদ্‌বিগ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ দাস ও শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী-সহ শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীউর মঙ্গলময়ী বাণী-প্রচারের জন্য গত ২৩শে ডিসেম্বর 'ডারসো ভা' জাহাজে বোম্বাই হইতে করাচী যাত্রা করেন। স্বামীজী মহারাজদ্বয়কে বিদায়-অভিনন্দন প্রদানার্থ বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী এবং সহরের বহু ভদ্রলোক জাহাজ-ষ্টেশন-পর্য্যন্ত আগমন করেন। ক্রমাগত দুইদিন জাহাজ চলিয়া ২৫শে তারিখে করাচী-বন্দরে জাহাজ পৌঁছে। স্বামীজী মহারাজদ্বয়ের অভ্যর্থনার্থ

পূর্ব্ব হইতে মোটরকার-যোগে বহু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীকে তাহার হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মোটর-যোগে লইয়া যাওয়া হইল। সেই ভক্তেচ্ছায় কানাইলাল মহাশয়ের ভবনে আগমন করেন এবং তথায় অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রিতে করাচী-বাসীকে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। তাহাকে দুইদিন তাহার আত্মীয়দের নিকট মহাপ্রভুর বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন।

ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচার

গত ৯ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বর বুধবাসরে অধ্যাপক ত্রিবেণী সাহা মহাশয়ের ঢাকা-শিখারীবাজারস্থিত ভবনে তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রিবেণী মোহন সাহা এম, এ মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহাশয় মঠের কতিপয় ভক্তের সহিত তথায় গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীধ্রুবচরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আচার্য্য বনবর প্রভুর স্বভাব-সুলভ পাণ্ডিত্য ও লালিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। আদিতে ও অন্তে পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থের সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। ত্রিবেণীবাবুর সৌজন্য এবং পরলোকগত পিতার আদর্শ-অনুসরণ বিশেষ প্রশংসনীয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ,
বড়বাজার, ময়মনসিংহ
৫ই পৌষ, ১৩৪০

বিধুনসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্‌যোগে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। ২৬শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী, রবিবার **সাগ্রাহ্নিক মহামহোৎসব** হইবে।

আপনি সবান্ধবে কৃপা-পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম এ, ভক্তিপ্রভাকর)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

(উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাস্তিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শুভাগমন করিবেন।)

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে পৌষ, ১৩৪০; ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ | ২২শ সংখ্যা

দীক্ষা ও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য

বেদ-বেদান্ত-পুরাণেতিহাসাদি নিখিল শাস্ত্র নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী জীবমাত্রকেই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞান-লাভের উপদেশ করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ—নিত্যজন; স্বয়ং সেব্য ভগবান্‌ই তাঁহার ভজনের নিগূঢ় রহস্য জানাইবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ গুরু-রূপে জগতে অবতীর্ণ। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত কেবলমাত্র আধ্যক্ষিকতা-মূলে মনুষ্যের ভগবদ্বিষয়ে কোন অভিজ্ঞানই লাভ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণময়ী শরণাগতি লাভ হইলেই কৃষ্ণ সেই শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া লন, তাহার তখনই প্রাকৃত-স্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অন্তর্হিত করিয়া স্বীয় নিত্যসঙ্গ-ভজনোপযোগী শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় কলেবর প্রদান করেন—উহারই নাম দিব্যজন্ম—দীক্ষালভ্য বা বৈধ্য সংস্কার। অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পক্ষে উহা একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর কোন কার্য্য নহে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন (ভাঃ ৪।২৪।১১)—

"অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহেণ তাদৃশ এব শুদ্ধ গুণাতীতাদি দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মহা ভক্তিমাহাত্ম্যাদর্শনার্থমলক্ষিতমেব পশ্চাত্তে মিথ্যাকৃতানি তাদৃগুণালক্ষিতমেব সহং যান্তি।"

"প্রভু কহে—তত্ত্বমস্যহ প্রাকৃত কভু নয়,"
"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

"প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যেষু ভক্তিসংস্পর্শেনাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণি-ন্যায়েন"—অর্থাৎ স্পর্শমণি-সংস্পর্শে যেমন লৌহও সেই মণি-ধর্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তিরও গুরুপাদপদ্ম ভক্তিগীত-সংস্পর্শেই প্রাকৃতাভিমান দূর হইয়া যায়। মায়াবাদিগণ বিবর্তবাদ উত্থাপন করায় তাঁহাদের মতে কার্যমাত্রেরই অনত্-হেতু দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারও মিথ্যা; সুতরাং ভক্তির স্থিতিই নাই, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা এবং পরিশেষে নির্গুণত্বাদি লাভ আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থকই হইয়া থাকে। কথায় বলে—"মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা!" তাঁহাদের মতে আদৌ জীবত্বই স্বীকৃত হইতেছে না, সুতরাং গুরুপদেশনাদির অপেক্ষা কোথায়? "তদ্ধ্বং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্"—শ্লোকে "নির্গুণত্ব" বলিতে দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হয় নাই, যেহেতু পরিণামবাদ স্বীকার করিবার সম্বন্ধি হইলে কার্যমাত্রের অসত্ত্ব-প্রতিপাদনের বস্তু না হইয়া "দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা ভক্তিরিতি" বিচারসূত্রে প্রাকৃতগুণসঙ্গ-নিষেধক অপ্রাকৃত-ভক্তি-গুণমাত্রই উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"নির্দ্বো মাং ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা

বিচিকীর্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ

কল্পতে বৈ॥"

অর্থাৎ যখন জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা বা বিদ্যাজ্ঞান গ্রহণকালে নিজের বর্ণাশ্রমাদি-বিচার-সংকল্পমূলে ভক্ত-উক্ত বিচারাত্মক সর্ববিধ বৈতভাব বা স্বতন্ত্র বিচার সর্বতো-ভাবে পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়ে অহংতা-মমতাশূন্য—যাহা কিছু 'সর্বস্ব' নিবেদন করিয়া "যোঽহং বর্ণাশ্রমেতি ব্যবহিতিদিগলোকে পরত্র চ। তব সর্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্"—এই প্রকার বিচারবিশিষ্ট হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে আমি আত্মসাৎ করায় তাহার উপর আর মায়িক গুণের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব-সমর্পণ-বিচারে ইতস্ততঃ করিয়া যে ব্যক্তি "Philistine" (সংকীর্ণচেতাঃ ব্যক্তি, যিনি কেবল নিজের লাভ খুঁজিয়া বেড়ান) হইতে যান এবং তজ্জন্য নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করেন, তিনি দীক্ষার অভি-নয় মাত্র করিয়াও—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি মুখে বারম্বার উচ্চারণ করিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করেন। এইজন্য আমাদেরই মঙ্গলোদ্দেশে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়-বর্ণনমুখে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলব্ধার্পণেন চ।

সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥"

অর্থাৎ সমস্ত লব্ধ বস্তু ভক্তিসহকারে গুরুপাদপদ্মে অর্পণ পূর্বক গুরুদেবতাত্মা সাধুভক্তসঙ্গে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু-সেবা ও শ্রীগুর্বানুগত্যে ভগবন্নামাদির অনুশীলন-ফলে শ্রীগুরুকৃপালাভ ক্রমে ভগবৎকৃপা লভ্য হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবার অবহেলা-প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আত্মম্ভরী হইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯২৯), ২১শে মাঘ (১৩৩৫) শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে মদীয় আচার্যবর্যের ষষ্টিবর্ষপূর্তি-আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে গুরুপাদাশ্রয়াভিমানী আমা-দিগকে আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুবর্গ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-পূজোপকরণ-সংগ্রহ-ব্যপদেশে যে গুরুসেবার বাস্তব দীক্ষা-লাভের শুভ অবসর প্রদান করিতেছেন, নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই সেই শুভ অবসর অবহেলা করা কর্তব্য নহে। সকলেই সকলের সর্বস্ব কেবল মৌখিক-মাত্র নহে, কার্যতঃ সত্য সত্য সমর্পণ করিয়া যাহাতে সত্য সত্য দীক্ষা বা বিদ্যাজ্ঞান-লাভের যোগ্যতা লাভ হয়, তজ্জন্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে সকলকে তাঁহাদের কৃপা-বল প্রার্থনা করা কর্তব্য।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের স্থান-পরিবর্ত্তন

পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়-কার্যালয় কমলদহ হইতে সম্প্রতি ১০৩নং মিঠাপুর, পোঃ বাঁকীপুর ঠিকানায় স্থানা-ন্তরিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ এবং তৎসহ ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীহরি-চরণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়াধিকারী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও উক্ত শ্রীঅক্ষয়বাবু এই মঠে অধিষ্ঠান পূর্বক পাটনা-সহর ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

কাশীধামে পারমার্থিক প্রদর্শনী

কৃষ্ণ-পরিচয় ও শিক্ষা

(পূর্বপ্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)

৭০তম দৃশ্য—শ্রীব্যাসদেব বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকে 'নরকের সেতু' বলিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করেন, তিনি পারমার্থিক দ্বিজ। যেরূপ কোন রস-বিশেষ-সংযোগে কাঁসাও সোনা হইয়া যায়, তখন সেই সোনাকে আর কাঁসা বলা যায় না, সেইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিকেও পূর্ব্ব বা পাপময় জাতির পরিচয়ে পরিচিত করা যাইতে পারে না।

দৃশ্য—একজন বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব-বর্ণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বলিয়া পরিচিত ছিলেন; অপর দিকে আর একজন অর্চ্চক শ্রীশালগ্রামের পূজা করিতেছেন। ইনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র ও শ্রীশালগ্রাম-পূজার অধিকার-লাভের পূর্ব্বের পরিচয়ে শূদ্র-কুলোৎপন্ন বলিয়া বিদিত ছিলেন। এই উভয় ব্যক্তিই বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং দীক্ষিত হওয়ার পর একজনকে ব্রাহ্মণ, আর একজনকে শূদ্র বিচার করা 'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি'র উদাহরণ। যিনি পূর্ব্ব বর্ণে (অর্থাৎ দীক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বে) লৌকিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাকে এখন সেই বহির্মুখ সামাজিক ও লৌকিক পরিচয়ে পরিচিত করাইলে যেমন বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি হইবে, দীক্ষালাভের পূর্ব্বে যিনি শূদ্র ছিলেন, তাঁহাকে শূদ্র বলিলেও সেইরূপ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি হইবে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীবঙ্কু ঠাকুর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, প্রহ্লাদ, বিভীষণ, হনুমান্, গুহক, নামদেব ছিপ্পোবা, কনক দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তবর্গ শৌক্র বিচার-পর ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎ কুল বা জাতিসমাজে নির্দ্দেশ করা যেরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, আলবন্দারু ঋষি প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তবর্গ লৌকিক ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করাও তদ্রূপই অপরাধের কথা। এ সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের কথা আর কি, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত যে-কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ও সদাচার অবলম্বন করেন, তবে তাঁহার প্রতি জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে গমন করিতে হইবে—ইহাই সনাতনধর্ম্মরক্ষক শ্রীব্যাসদেবের শিক্ষা।

শিক্ষা—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।"

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

৭১তম দৃশ্য—শ্রীব্যাসদেব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পদধৌত জলকে পাদতীর্থ বলিয়াছেন। তাহাতে সাধারণ 'জল'বুদ্ধি করিলে নরক-লাভ হয়।

পুণ্য নদী-তড়াগাদি তীর্থ পানী ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে মলিন হইয়া পড়ে। বাসুদেবে যাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি, এইরূপ মহাভাগবতগণের সংস্পর্শে ঐ সকল মলিন তীর্থও শুদ্ধ হইয়া থাকে; এজন্য গঙ্গাদেবী ঠাকুর হরিদাসের "মজ্জন বাঞ্ছা" করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ)। তীর্থ হইতেও বৈষ্ণবের পদজলের অধিক মহিমা।

দৃশ্য—একজন ভগবদ্ভক্ত মহাভাগবত বৈষ্ণবের চরণামৃত পান করিতেছেন দেখিয়া আর এক ব্যক্তি সোডা-ওয়াটার বা ডাবের জল পান করিতে করিতে বৈষ্ণবচরণামৃত-পানকারীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে,—"দেখ, সোডা-ওয়াটার কত ভাল জিনিষ। ইহাতে গাস্ হয়, ইহা কত নির্ম্মল, ইত্যাদি; আর ডাবের জল কত ঠাণ্ডা ও সাত্ত্বিক। তুমি কেনই বা একটা মানুষের পায়ের চামড়া-ধোয়া জল খাইতেছ। ইহার দ্বারা কি উপকার হইবে?" যাঁহারা ভোগবুদ্ধির চশমায় ভগবদ্ভক্তিরও পরিমাপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিচার এইরূপ। এখানে শ্রীব্যাসদেব বলেন, ঐ সকল ব্যক্তি ডাব ও সোডা-ওয়াটার পানি করিতে

করিতে অধিকতর যোগী হইবে এবং নরকের পথের যাত্রী হইবে আর বৈষ্ণবের পাদোদক পানকারীর আত্মা ক্রমশঃ ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিত্যধামের সন্ধান লাভ করিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-তাড়িত নয়ন ও বুদ্ধি ইহা বুঝিতে পারে না—বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভুবন-মঙ্গল শাস্ত্র-মহাজনগণের উপদেশের অবতার।

শিক্ষা—বিষ্ণোর্যা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থে অম্বুবুদ্ধিঃ।

বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ। (পদ্মপুরাণ)

৭২তম দৃষ্টান্ত—শ্রীবিষ্ণুর নাম-মাত্র শব্দ-সামান্যবুদ্ধি।

শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে।
শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ.....যস্য বা নারকী সঃ ॥"

শ্রীবিষ্ণুর সমস্তকলুষ-নাশন শ্রীনাম ও মন্ত্রকে সাধারণ শব্দমাত্র মনে করিলে নারকী হইতে হয়।

জড়জগতে মানুষের উচিত নাম ও মন্ত্র—শব্দবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল শব্দ বা শব্দবিশেষও জীবের উপর যে একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—সঙ্গদোষাদি যেমন ব্যভিচার, সর্পমন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কথিত জড়শব্দের জড়শক্তি বা জড়প্রভাব কথিত হয় এবং মানুষ বা জীবের কেবল জড়-দেহ-মনের সম্পাদকী হইয়া থাকে। চেতন আত্মাকে ইহারা স্পর্শমাত্র করিতে পারে না।

জড়শব্দের এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব সময় সময় লক্ষ্য করিয়া আমরা জড়াতীত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রকেও তদ্রূপ বা তদধিক শক্তিশালী জড়শব্দবিশেষ বিচার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ভগবন্নাম-মন্ত্র অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ চেতন ও নিত্য শব্দ এবং উহাদের শক্তি মেসমেরিজম্ বা যাদু নহে। জড় দেশ-কালের মধ্যে ইহাদের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব নহে। ইহারা সাক্ষাদ্ভাবে জীবের নিত্য-চেতন-আত্মাকেই স্পর্শ করেন। অধিকন্তু ইহারা পরমচেতন স্বয়ংভগবদ্বস্তু হইতে অভিন্ন। সুতরাং ভগবন্নাম-মন্ত্রকে জড়শব্দ বলিয়া বিচার করিলে তাহাতে ভগবান্‌কেই অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা হয়—নাস্তিকতা হয়। এইরূপ বিচার নরকগমনের হেতু।

জড় ইন্দ্রিয়সকল চেতন-আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বলিয়া চেতন-আত্মার উপর চেতন-শব্দের ক্রিয়াও উহাদের অনুভূতির বিষয় হয় না এবং চেতন ও অচেতন-শব্দের পার্থক্যও উহারা বুঝিতে পারে না। অতএব জড়-বস্তুর উপর জড়শব্দ নাম ও মন্ত্রাদির ক্রিয়ার অভিজ্ঞান-বলে পরমচেতন ভগবন্নাম মন্ত্রকেও ঐ জাতীয় বিচার করিবার একটা ভ্রান্তি স্বতঃই মানুষের মনে উদিত হয়। সুতরাং শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের বিচার-গ্রহণ ও সেবা ব্যতীত এই ভ্রান্তি দূর করিয়া দিব্যদৃষ্টি-লাভের আর অন্য উপায় নাই।

নিত্য ও পূর্ণচেতন ভগবন্নাম-মন্ত্র জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে বলিয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবের জিহ্বায় তাঁহাদের কীর্ত্তন হয় না। সুতরাং মুক্তপুরুষ ব্যতীত অপরের নিকট হইতে নাম-মন্ত্রের গ্রহণ ও শ্রবণ হইতে পারে না। নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়ী বদ্ধজীবের জিহ্বায় নাম-মন্ত্রের উদয় কদাপি হয় না। কারণ, নাম-মন্ত্রে ইহাদের অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও সেবা-বুদ্ধির একান্ত অভাব। যদিও বা কোথাও কদাচিৎ ঐরূপ বুদ্ধি আছে বলিয়া শুনা যায়, তথাপি তাহা বাস্তব নহে—মৌখিক মাত্র। সুতরাং এতাদৃশ ব্যক্তিগণের নামাপরাধ-যুক্ত কীর্ত্তন হইয়া থাকে। তাদৃশ নামাপরাধ-শ্রবণে ও গ্রহণে কাহারও কখনও কোনও কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই।

শিক্ষা—শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—এই ত্রিবিধ বিচার সাধু-শাস্ত্র-গুরু-মুখে শুনিয়া ও বুঝিয়া পরম-হংস সদ্গুরুর নিকট শুদ্ধনাম-মাত্র দীক্ষিত হইয়া নিরপরাধে নাম-মন্ত্রের সেবা করিলে জীব নিঃশ্রেয়স বা পরমকল্যাণের অধিকারী হইতে পারে। ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

৭৩তম দৃষ্টান্ত—শ্রীবিষ্ণুতে ও অপর দেবগণে সাম্যবুদ্ধি।

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীবিষ্ণুই পরাৎপর মূল তত্ত্ব—ইহাই বেদ-বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অপর সকল দেবতাই শ্রীবিষ্ণুর নিত্য আজ্ঞাকারী—বিষ্ণুশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব অধিকার পালন করিতেছেন। যেমন রাজা এবং তাঁহার অধীন বিবিধ অধিকারপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ; প্রত্যেক রাজপুরুষকে নিজ-নিজ অধিকারে রাজা বা রাজস্বরূপ বলিতে কোন বাধা নাই বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা রাজপুরুষ মাত্র,—রাজা

মহেন। মূল তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ইঁহাদিগকে রাজা বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বই মূলতত্ত্ব—পরমেশ্বর। অপর দেবগণের নিজ-নিজ-অধিকারে ঈশ্বরত্ব (প্রকৃত) স্বীকার করিলেও অর্থাৎ তাঁহাদিগকে 'ঈশ্বর' বলিলেও কখনও 'সর্ব্বেশ্বরেশ্বর' বা 'পরমেশ্বর' বলিতে পারা যায় না। শ্রীবিষ্ণুর সহিত তদধীন অপর দেবগণের সমতা বিচার অর্থাৎ সমত্ব করিলে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে অবজ্ঞা ও অপরাধ হয়। ঐরূপ সমত্বকারী নরকের যাত্রী।

ঐরূপ অপরাধময়ী সমতাবুদ্ধি হইতে লোকে স্ব স্ব রুচি-অনুসারে বিষ্ণু বা অন্যদেবতার উপাসক হইয়া বিচার করে যে, সকল উপাসনাই ফলকালে একই গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই বিচার নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি, পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥"
(গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ—দেবযাজিগণ সেই সেই দেবতাগণের ধাম, পিতৃদেবতাযাজিগণ পিতৃলোক, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন; কিন্তু আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মস্তম্বঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি যৈ।

পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥ (ভাঃ ১১।২।২৭)

মানব স্বীয় রুচির অনুকূল স্বভাববশতঃ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। উপাসকগণের হৃদয়ে যেরূপ কামনার উদয় হয়, তত্তৎকাম-পরিতৃপ্তির জন্য উপাস্য বস্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হয়। দেবগণ তাঁহাদের নিজ নিজ উপাসকগণের কামনাসকল পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনায় বিষ্ণুপ্রীতি ব্যতীত উপাসকের অন্য কোন কামনার স্থান নাই।

পক্ষান্তরে কথিত হইয়াছে যে, সত্ত্বের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে সূর্য্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা, কেবল তমোগুণে শিবোপাসনা এবং কেবল রজোগুণে অপর সর্ব্ববিধ উপাসনায় মানবের রুচি হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অধিকারী ব্যক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন গুণ-রুচির উপযোগিতাক্রমে উপাস্য ও উপাসকের সমশীলতা।

শিক্ষা—বিভিন্ন-প্রকৃতির লোকের বিভিন্ন অধিকার ও রুচি হয়। অধিকার ও রুচিভেদে উপাস্যের ও উপাসনার ভেদ হয়। সকল অধিকার-রুচির ও সকল উপাস্য-উপাসনার সমতা-বিচার অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায়

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ের ইংরাজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম

[স্থান—কাশী, বিদ্বিয়াপোখরা ; কাল—২৪শে ডিঃ (১৯৩৩) রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা]

মাননীয় সভাপতিমহোদয়, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি প্রথমেই আমার করুণাবতার পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি—যাঁহাদের কৃপায় মূকও বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন হয় এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে। আমি করুণা-সাগর পতিতপাবন ভক্তবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মেও প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাতেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। অতঃপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি এই সৎশিক্ষাপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, আমি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণের পক্ষ হইতে সবিনয়ে ও সসম্মানে তাঁহাদিগের সকলকেই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী মহীয় আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশানুসারে এই সুপবিত্র তীর্থ কাশীধামে অনুষ্ঠিত

হইয়াছে ঠাকুরালের রঙ: প্রান্তিক আশার পূত-
সলিলা তাঁহার স্বাভাবিকী স্রোতোগতি পরি-
বর্ত্তন ক'রয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিতা এবং এই
তীর্থক্ষেত্রেই বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু নিরন্তর তাঁহার পরমারাধ্য
প্রভু ভগবান্ শ্রীহরির গুণগাথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক 'হরি-হর
একাত্মা'রূপে পরিচিত হইয়াছেন। সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যই
পর্য্যটন-উপলক্ষে এই তীর্থে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের
পারমার্থিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন

তদানীন্তন বাঙ্গালার বাদশাহ হুসেন সাহার প্রধান মন্ত্রীর
দীক্ষাশিক্ষাগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু রাজপদবী, রাজ-
সম্মান, রাজবৈভব—সমস্ত ছাড়িয়া নিজপ্রভু শ্রীগৌরপার্ষদগণের
মিলিত হইবার আশায় বৃন্দাবন যাইবার পথে এই পুণ্যক্ষিতি
কাশীধামেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার
শ্রীমুখপদ্মের প্রণত হন এবং সাধারণ শিষ্যের অভিনয় করিয়া
তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের উপদেশ-প্রাপ্তি-মুখে "আত্মকৃপাঙ্গ সম্বন্ধঃ
কারিতকৃপাস্তু প্রেমন্। প্রক্রিয়তীতি বিখ্যাতো গোস্বামিত্বে
বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্ বিধা শরণাগতিঃ।"—
এই শরণাগতির শিক্ষা প্রচার করেন। শ্রীল সনাতন
গোস্বামী ইহা-দ্বারা আমাদিগকে সনাতন-ধর্ম্মের এই গুপ্ত-
রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন যে, গুরু পার হইবার পর অর্থাৎ
বদ্ধকালোচিত শ্রীগুরুপাদপদ্মলব্ধ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা
অন্তর বিরোহিত হইলে জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ-ক্রমে সম্বন্ধ-
জ্ঞানোদয়ে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণনাম বর্ণে প্রবেশ
করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যদয়িতবরীর মুখে আমাদের সেবোন্মুখ
জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। এই অবস্থায় আমরা এই
পুরাণ-প্রসিদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথজীর হরিনাম-
সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানে অধিকারী।

এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মায়াবাদ-
বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি-সহ মূলচ্ছেদ সমুদ্ধিত করিয়া মায়া-
বাদি সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রসিদ্ধ-নাম্নে বৈদান্তিক প্রকাশা-
নন্দকে উদ্ধার পূর্ব্বক শুদ্ধভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।
প্রকাশানন্দের বহু একদণ্ডী শিষ্যও তৎকালে মায়াবাদ
পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মে
দীক্ষিত হন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর কৃপায় বুঝিতে
পারিলেন—শুদ্ধসত্ত্ববপু শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ
সম্বন্ধে দূষিত জ্ঞানচক্ষুতে নির্ব্বিশেষরূপ স্থাপন কি ভয়ঙ্কর
পাষণ্ডতা! নির্ব্বিশেষবাদ—শ্রীভগবানের দেহ-দেহীতে ভেদ
বুদ্ধি পূর্ব্বক অপ্রাকৃত শ্রীভগবত্তত্ত্বকে খণ্ড খণ্ড করিবার
দুষ্টতা করিয়া তত্ত্বপরি তাণ্ডব নৃত্য করিতে যাওয়া প্রতিষ্ঠা-
প্রয়োগীর কোলাহলোন্মত্ত মানব-মস্তিষ্কের দুর্ব্বুদ্ধির চরম
পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি আরও বুঝিতে
পারিলেন যে,—শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-
মিলিততনু অপ্রাকৃত প্রেমময় বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত
আর কেহই নহেন।

এই স্থানেই একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ অনুভব করিয়াছিলেন
যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। যে প্রকার সূর্য্যের
রশ্মিদ্বারাই সূর্য্যকে জানা যায়, অন্য আলোকের আবশ্যক
হয় না, সেইপ্রকার ভগবৎকৃপা-রশ্মিত অথবা তদভিন্ন-
প্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীভগবান্‌কে সম্যক্
জানিতে পারা যায়। আধ্যক্ষিক জ্ঞান শ্রীভগবদুপলব্ধির
পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, উহা কেবল আমাদিগকে অহঙ্কার-
বিমূঢ়াত্মা নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া চরমে আমাদের আত্ম-
বিনাশই সংঘটন করিয়া থাকে।

এই সনাতনক্ষেত্রেই সন্ন্যাসিগণ 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি'র
প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-
ছিলেন—'মুক্তি' বলিতে ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া
নহে; "মোক্ষং বিষ্ণুসাযুজ্যম্"—শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবা-
লাভই প্রকৃত মুক্তি। বদ্ধাবস্থায় ভগবৎপ্রেমোপলব্ধির
পথে যে-সকল অনর্থ বা অন্তরায় বর্ত্তমান, তাহা হইতে
মুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-লাভই—'মুক্তি'। "মুক্তির্হিত্বা-
ন্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—অর্থাৎ বিরূপে আসক্তি
পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। ঐরূপ মুক্তা-
বস্থায়ই জীবের অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমের আকর্ষণী শক্তির
উপলব্ধি হয়—জীব কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ
করেন। কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণীশক্তি যে কিরূপ প্রবলা,
তাহা স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃষ্ণান্বেষণলীলাতেই
সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান।

আবার এই তীর্থস্থানেই তাঁহারা গীতা, বেদান্ত ও
ভাগবতের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,"
"অবিমুক্তঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ কীর্ত্তোত্তরাণি চ সদা
ভবোক্তি", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" প্রভৃতি
শ্লোকসমূহের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করেন।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া সর্ব-সাধারণকে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় রহস্যোপলব্ধির সুবর্ণ-সুযোগ প্রদানার্থ—সমগ্র জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইবার নিমিত্ত আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যানুগ পরমার্থ-বিচারধারা মায়াবাদ-পঙ্ক উন্মূলিত করিয়া একচ্ছত্র বৈষ্ণবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে মায়াবাদ, চার্ব্বাকবাদ, জৈনবাদ, বৌদ্ধবাদ, প্রাকৃতসহজিয়াবাদ প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন নব্য ও প্রাচীন নাস্তিকবাদ-পঙ্ক ভীত ও ত্রস্ত হইয়া মুহ্ মুহে পতিত হইতেছে। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তাঁহার সংরক্ষিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উত্তীয়মান সমুজ্জ্বল পতাকা আজ শুধু ভারতবাসীর নহে, পাশ্চাত্যদেশবাসীর নিকটও ধ্রুবতারার মত পথ-প্রদর্শক হইয়াছে। যে সকল পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষী সনাতন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবৃন্দের নিকট পরমার্থের কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা উল্লাস-ভরে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়প্রতিষ্ঠানের যে প্রেমালোক ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবে।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি! আপনারা এই সভায় যোগদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করায় আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের অদ্যকার সভার মাননীয় সভাপতি মিঃ পান্না-লালের উদারতার নিমিত্ত আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্য-বাদ প্রদান করিতেছি। তিনি এই জেলার সিনিয়র কালেক্টার হিসাবে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের আহ্বানে এই সভায় যোগদান করিবার যে সময় করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের প্রতি তাঁহার অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমি আশা করি, তাঁহার সদাশয়তায় আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠান এই প্রদেশে পরমার্থ-প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে।

সভাপতি-মহোদয় ও শ্রোতৃবৃন্দ, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করিবার জন্য যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকাবাহী হইয়া—

"বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসং প্রভবৈরপায়য়মাধনতীন্দ্রমক্ষম্
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারি।

সভাপতি মিঃ পান্নালালের অভিভাষণ

[গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় কাশী মিত্তিরঘোষ্টায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-সভায় নিম্নাঙ্কিত সভাপতি মিঃ পান্নালাল বি-এ (ক্যান্টাব) আই-সি-এস্, এল-এল-ডি মহোদয় কর্ত্তৃক ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ।]

স্বামীজী মহোদয়, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যান্য সভ্য-বৃন্দ, ভ্রাতৃবর্গ এবং ভগ্নীগণ।

আজ আমার বড়ই গৌরবের দিন যে, এই সনাতন-ধর্ম্মকের কাশীর ন্যায় পুণ্যতমা নগরীতে একটি সুবৃহৎ পারমার্থিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই অভিনব সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আমি মনোনীত হইয়াছি। এই সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তগণকে কএক বৎসর যাবৎ আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে; তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ সম্মানের স্থানে দণ্ডায়মান হইবার যোগ্যতা আমার কত সামান্য ও কত নগণ্য। তথাপি আমার জীবন সাধারণ্যে ও বিচারকার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রচার্য্যবিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করিবার

সমাধান এই কার্য আমি বিশেষ আনন্দের সহিতই সম্পন্ন করিব; কেন না, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাঁহারা আমাদের দেশের, শুধু আমাদের দেশ বলি কেন, বিশ্ব-সমস্যার সমাধানের দিকে যে অবদান আমরন করিয়াছেন, তাহা অতীব মূল্যবান্।

"চিরদিনই ধর্মপরায়ণ ছিলাম, গত কয়েকশত বৎসর পাশ্চাত্যের রাজসিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা স্বস্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পাশ্চাত্যের মোহে এতই মুগ্ধ এবং আপনাদিগকে এতই ঘৃণ্য মনে করি যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন —"আমাদের চরিত্রের দুর্বলতাই আমাদের দুঃখের কারণ।" পাশ্চাত্যদেশেও আজ কেহ কেহ ভ্রান্তধারণা অপসারিত হইয়াছে। [illegible] তাঁহাদের যাবতীয় অত্যাশ্চর্য অগ্রোন্নতি ও ধনৈশ্বর্য সত্ত্বেও বহুভাবে নিজদিগকে শূন্যহস্ত দেখিতেছেন এবং বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি—'কেবল রুটীতে মানুষের জীবন-ধারণ হয় না'—যীশুখ্রীষ্টের এই কথার সত্যতা অধিকতরভাবে অনুভব করিতেছেন। [illegible] তাঁহারা আজ বুঝিতেছেন যে, যাঁহারা পার্থিব [illegible] বৈভবান্বিত, তাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে অত্যধিক দরিদ্র। যখন য়ুরোপ ও আমেরিকার অবস্থা এরূপ, তখন অন্ধভাবে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিতে থাকা আমাদের পক্ষে কতদূর দুর্বুদ্ধি! প্রত্যেক জাতিরই একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহার জীবনের যাবতীয় কার্যে অন্তঃপ্রবাহী স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয় এবং এতদ্বিরুদ্ধে যাবতীয় কার্য মূল কারণের বিরুদ্ধ হওয়ায় সে জাতি সফলকাম হইতে পারে না। ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য আইন ও সুশৃঙ্খলায়, ফ্রান্সের—ভাব ও দর্শনশাস্ত্রে, আমেরিকার—শিল্পকার্যে; কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্য মৌলিকভাবে ধর্মপ্রাণতায়। আমরা লক্ষ্য করি যে, জীবনের যাবতীয় কার্যে আমাদের দেশের মহাপুরুষ ব্যক্তিগণ—তাঁহারা কবিই হউন, দার্শনিকই হউন, চিত্রকরই হউন, গায়কই হউন, আর রাজনৈতিকই হউন, তাঁহারা সকলই বা কিছিৎ বিলম্বে ধর্মের দিকেই গতি-বিশিষ্ট হন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ আমাদের সনাতন ধর্মের মৌলিক তথ্যগুলির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা এবং আমাদের উৎসাহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন এবং যেভাবে তাঁহারা কার্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবেন; আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদের উপর তাঁহারা এক মহান্ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন।

কালের প্রয়োজন-অনুযায়ে ধর্মসংস্থাপনার্থ শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হন। ধর্মভূমি ভারতে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত "যদা যদা হি ধর্মস্য" ইত্যাদি বাণীই প্রমাণ। এই কারণেই আমরা সময় সময় অবতারসমূহকে ও অন্যান্য মহাপুরুষগণকে জগতে অবতীর্ণ দেখিতে পাই।

আমাদের দেশে অপাক্তিসৃষ্টিকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতবাদের (বাস্তব সত্যানুসন্ধান-মূলে) একত্রীকরণই আমাদের দেশের বর্তমান প্রয়োজন। এই কার্য অতি সহজে কার্যকরী হইবে, যদি আমাদের প্রাচীন সনাতনধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষানুসরণেই জগতের সকল সমস্যার বাস্তব মীমাংসা হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভগবৎপ্রেমই একমাত্র আদর্শ, অতএব শ্রীভগবানের সৃষ্ট জগতের সকলকেই ভালবাসিতে হইবে; এতদ্বিষয়ে শ্রেণী জাতি-বিচারাদির কোন অবসর নাই। হিন্দুধর্মের বহিষ্কৃত বলিয়া বিবেচিত অনেক লোককে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রতিই সমভাবে ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন যে, চণ্ডালও যদি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হন, তবে তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। যখন মহাপ্রভুর জনৈক সেবক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"প্রভু, আমি অযোগ্য, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" তিনি বলিলেন,—"আমাকে পবিত্র করিবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরী যাইতেছিলেন, তখন যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাস দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে তিনি (ঠাকুর হরিদাস) সেখানে যাইতে পারিবেন না। তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"তোমার দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শ্রীজগন্নাথদেব কি তোমাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন?" এই দুইটি ব্যাপারে তাঁহার কত

মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে আমরা বিন্দুমাত্রও ভক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে বিভিন্নসাম্প্রদায়িকদ্বেষবহ্নিতে যে বিশ্বব্যাপী তাপ ও হিংসা আজ ধর্মক্ষেত্র 'ভারতবর্ষের' নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে, তাহা অপসারিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এক অদ্বিতীয় সাধনার উপায় আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সকল প্রকার অসুবিধা হইতে নিষ্মুক্ত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সাধনোপায়টি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলেই যে কোন সময়ে অনুসরণ করিতে পারেন। তিনি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে প্রথিত একটি চিরন্তন সত্যের উপর খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, নাম-কীর্ত্তন-দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। স্কন্দ পুরাণ বলেন—'মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥' অতএব আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি 'এই ধর্ম' বা 'সেই ধর্ম' বলিয়া কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'—ইহা অপেক্ষা আর কি সহজ ও অধিকতর কার্য্যকরী পন্থা আছে! এই ধর্মই বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর্গ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। প্রাকৃত দেশের ও তথাকথিত মনোধর্ম্মের গণ্ডীকে লক্ষ্য না করিয়া সকল মানব-জাতির নিত্যমঙ্গল ও শান্তির বাণী-প্রচারই তাঁহাদের কার্য্য। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও বন মহারাজের আনুগত্যে একদল প্রচারক ইংলণ্ডে আছেন। আজও আমি ইংলণ্ডে তাঁহাদের নিকট হইতে স্নেহপূর্ণ স্মৃতির বাণী পাইয়াছি এবং ঈশ্বরানুগ্রহে অল্প কালের মধ্যেই আমরা এই প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি। আমি আশা করি ও প্রার্থনা করি যে, যে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিনায়কত্বে এক মহাশক্তির ও মহাপুরুষ বিদ্যমান, তাঁহার কার্য্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে এবং আমাদের দেশের মধ্যে আমরা যে ঐক্য-ভাবের পূর্ণ আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি, সেই ঐক্যভাব শীঘ্রই স্থাপিত হইবে।

মূর্ত্তি ও চিত্রের সাহায্যে ধর্ম্মের গভীরতত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার প্রণালী—একটি সুন্দর উপায়। আমাদের মধ্যে নিরক্ষর ব্যক্তি পর্য্যন্ত ইহাদ্বারা ধর্ম্মশিক্ষাগুলি গ্রহণ করিতে পারেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ও অন্যান্য মৌলিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরানুচরগণই সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের ভাষায় ধর্ম্মোপদেশগুলি প্রদান করিয়াছেন। এইপ্রকার প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন আরও একটি স্বাভাবিক উন্নততর স্তর। প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে আজ আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

A Theistic Exhibition at Benares

[যি 'লীডার', ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Under the holy and revered guidance of His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhaktisiddhantasaraswati Goswami Maharaj the President-Acharya Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha, the members have organised a grand Theistic Exhibition at Missirpokhra in the heart of Benares city to educate the public in the different stages of Theism and its purest and highest conception in the unalloyed and unreserved service to the Absolute Personality of Godhead by means of most beautifully decorated life-like clay models, charts, pictures, charming scenerles and various electric demonstrations to help in understanding the teachings of the Scriptures, to adopt, practise and propagate the religion of Divine Love and thus eradicate its apparently pure but really corrupted and perverted forms prevailing everywhere. The Organiser-in-chief has very kindly invented this novel idea of dispelling the darkness of self-deception by holding this

unique Exhibition in the United Provinces in a befitting place like Benares. Mr. Pannalal I. C. S. has kindly consented to open the Exhibition on Sunday, Dec. 24 at 5-30 P. M.

The Exhibition will remain open daily from 8 A. M. to 8-30. P. M The authorities have made special arrangement for ladies.

(অনুবাদ)

শ্রীশ্রীবিশ্বৈকর রাজসভার পারমহংস আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে উক্ত সভার সহকারী কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী নাথক স্থানে এক সুবৃহৎ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি মনোরম দৃশ্যাবলীর সাহায্যে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন স্তর ও পরমেশ্বরের শুদ্ধ ও পূর্ণসেবা সাধারণকে অতি সহজ ও সরলভাবে শিক্ষা দেওয়াই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের নিগূঢ় বিষয়গুলিকে বুঝিবার জন্য সাধারণ করিতে ও তদ্বিষয়গুলিকে গ্রহণ পূর্ব্বক আচরণ ও প্রচার করিতে এবং এই প্রকারে ধর্ম্ম নামে যে সকল হেয় ও বিকৃত ভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সাহায্য করিবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা নানা প্রকার দৃশ্যাবলির রচনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংস গোস্বামী মহারাজ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কাশীর ন্যায় উপযুক্ত স্থানে এরূপ এক অভিনব প্রদর্শনী উদ্ঘোচন পূর্ব্বক আমাদের ঘোর অন্ধকার দূরীকরণ করিবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। আগামী ২৪ ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৫-৩০ ঘটিকার মিঃ পান্নালাল আই, সি, এস, মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রদর্শনী প্রত্যহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে। কর্তৃপক্ষ মহিলাদিগের দর্শনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত কল্য (৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪, ৬ক্রোধ) হইতে শ্রীশ্রীবিশ্বৈকরাজসভার উদ্যোগে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতেছে। আগামী ১০ই জানুয়ারী (১৯৩৪), ২৭শে পৌষ (১৩৪০) শনিবার সাধারণ-মহামহোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

ভার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য

শ্রীপাদ বন মহারাজের অভিনন্দন

সনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ওঁতদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া লণ্ডন হইতে জার্ম্মাণীতে গমন পূর্ব্বক তথাকার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সূত্রে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি বক্তৃতা

বন মহারাজ জার্ম্মাণী-যাত্রার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের Exeter ও Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে পাঁচটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—একটি সর্ব্বসাধারণের জন্য, তিনটি ছাত্রগণের জন্য এবং আর একটি ছাত্রাগণের জন্য। প্রত্যেক বক্তৃতাটিই স্বামীজীর পরমার্থ-বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

বিভিন্ন স্থান হইতে বক্তৃতার আহ্বান

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস (Paris) বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েল্‌স্ (Wales), ব্রিষ্টল (Bristol) প্রভৃতি স্থান হইতেও স্বামীজীর তত্তৎস্থানে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। স্বামীজী পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত বক্তৃতা-প্রদানের-

পর সময় করিতে পারিলে ঐ সকল স্থানে বক্তৃতা দিতে পারেন।

বার্লিনের পথে স্বামী "বন"

জার্মাণী হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ—শ্রীমান বন ইংলণ্ডের Exeter ও Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে বক্তৃতা-প্রদানের পর গত ১০ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় লণ্ডন-লিভারপুল-ষ্ট্রীট-ষ্টেশন হইতে ট্রেণে উঠিয়া রাত্রি ১০ঘটিকার সময় Harwich এ উপনীত হন। এই স্থানে স্বামীজীকে ষ্টীমারে উঠিতে হয়। রাত্রি ১০॥ ঘটিকায় ষ্টীমার ছাড়ে। তিনি শয়নের জন্য একটি cabin (কক্ষ) পাইলেও উহরণাগণের প্রবল তরঙ্গ-হেতু তাঁহার বিশ্রামের বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল। আহা হউক, তিনি প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় হলাণ্ডের হুক্ (Hook) নামক বন্দরে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমার হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বার্লিন যাইবার এক্সপ্রেসে আরোহণ করেন। হুক্ হইতে অবতরণের সময় স্বামীজী অত্যন্ত শৈত্য অনুভব করিতেছিলেন, কারণ বাহিরে তখন বরফ পড়িতেছিল। কিন্তু ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া স্বামীজী বেশ গরম বোধ করিতে লাগিলেন, যেহেতু Electric Heater দ্বারা ট্রেণের কক্ষগুলিতে ৫০ ডিগ্রী তাপ সংরক্ষণ করা হইতেছিল। ট্রেণ ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। স্বামীজী তাঁহার চতুর্দ্দিকে কেবল মাইল ব্যাপিয়া কেবল বরফের শ্বেত আস্তরণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। সমস্ত বৃক্ষই ঘনীভূত তুষারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৃক্ষের পত্র-বিহীন শাখাগুলি তুষার-দ্বারা আবৃত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। ট্রেণখানি হলাণ্ড অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ ৪টা ২০ মিঃ এর সময় জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে পৌঁছে। বার্লিনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্বামীজী Hanover এ মাননীয়া Baroness Putlitz এর নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটি তার পান যে, Baroness মহোদয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক-সহ বার্লিনের প্রথম ষ্টেশনেই স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবেন।

বার্লিন ষ্টেশনে স্বামীজীর অভ্যর্থনা

(১) Frau Baronin Helene Gaus Edle merrin Zus Putlitz, (২) Prof. Dr. Hans Hartmann, (৩) Dr. Th. Wilhelm, (৪) Dr. Felix Gabz, (৫) Dr. von Ramberg, (৬) Dr. Whytemann ও (৭) Mr. Herrn Regierungsrat Hassenstein প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বার্লিনের প্রথম ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে সকলে সসম্ভ্রমে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী Baroness Putlitz মহোদয়ার অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হন। এই দিবস (১২ই ডিঃ) স্বামীজী রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রভাব বিষয়ের আলোচনা করেন।

বিবিধ স্থান পরিদর্শন

তৎপরদিবস (১২ই ডিঃ) প্রাতে স্বামীজী Mr ও Mrs Hassenstein এবং তাঁহাদের বালক-বালিকাগণের সহিত পরমার্থ-বিষয়ক অনেক আলাপ করেন। স্বামীজীর কথায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। অতঃপর স্বামীজীকে একখানি মোটরে করিয়া শেষ-সম্রাটের (Last Emperor) প্রাসাদ (castle) Reichstag (Parliament Houses) এবং রাজ গ্রন্থাগারে (State Libraryতে) লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের ডিরেক্টার কেনাহ্ন্ Prof. Dr. Kruss এবং ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর ডিরেক্টার Dr. Hulle মহোদয়দ্বয়ের সহিত স্বামীজীর অনেক তত্ত্বপ্রসঙ্গ হয়। তাঁহারা স্বামীজীকে যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থাগারের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইয়া সমস্ত স্থান দেখাইয়াছিলেন। তৎপরে স্বামীজীকে যুদ্ধস্মৃতিসৌধ (War Memorial) দেখান হয়।

প্রেসিডেণ্ট ও আর্কবিশপের সহিত পরিচয়

অপরাহ্ণ ১২ ঘটিকার সময় স্বামীজীকে বিশেষ অতিথি-রূপে রাজকীয় চার্চ্চে (State Church এ) লইয়া যাওয়া হয়। এই দিন রিচ্‌ষ্টেগের (Reichstag এর অধিবেশনের পূর্ব্বে) একটি বিশেষ উৎসব (ceremony) চলিতেছিল। তদুপলক্ষে President Hindenburg, Archbishop Muller ও Bishop Dr. Doering তথায় উপস্থিত ছিলেন। Baroness Putlitz স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

ব্রিষ্টল হোটেলে হরিকথা

অতঃপর স্বামীজীকে প্রসিদ্ধ Bristol Hotel এ লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে বঙ্গভাষার অধ্যাপক ডাঃ ডি,

এস, ব্যানার্জী ও তাঁহার পত্নী স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগের সহিত কিছুক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাই ব্যানার্জী এই সকল কথার কিছু কিছু note (সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম) লিখিয়া লইয়াছিলেন

বার্লিন-হাম্‌বল্ড হাউসে বক্তৃতা

অপরাহ্ণে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে Humbold House এ একটি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হাম্‌বল্ড হাউসের সুবৃহৎ সভাগৃহটি বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। স্বামীজী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করেন স্বামীজীর বক্তৃতা-কালে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে যন যন হর্ষধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। স্বামীজীর একঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়া গেলে শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীকে আরও ৩০ মিনিট বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। স্বামীজী ইংরাজী ভাষায় বলিলেও সকলেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আর দ্বিভাষীর ভাষার অনূদিত করাইবার আবশ্যক হয় নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতা-শ্রবণে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং বক্তৃতান্তে প্রত্যেক শ্রোতাই স্বামীজীকে ঐ একই বিষয় সম্বন্ধে আরও ৭টি বক্তৃতা ধারাবাহিক ভাবে দিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজীর পূর্ব্ব হইতেই অনেক কার্য্য নির্দ্ধারিত থাকায় পরবর্ত্তিসময়ে সময় করিতে পারিলে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন, বলেন। স্বামীজীর হাম্‌বল্ড হাউসে বক্তৃতার দিনে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) Fleifrau Baronin Helen Gaus Edle Herrin Zus von Putlitz, (২) Dr. Beytham es Galliu, (৩) Herrn Kegierungsrat Hassenstein, (৪) Dr. F W. Dichenbuch, (৫) Lic. Dr. Hartmann, (৬) Dr. Goepel, (৭) Dr. Deorieph, (৮) Prof. Dr. Felix Hatz, (৯) Frau Dr. von Ramberg, (১০) Frau von Wedel, (১১) Dr D. N. Banerjee, (১২) Dr Fuz. Meyer,

বার্লিন হইতে যাত্রা

১৩ই ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজীকে মিউজিয়ামে (যাদুঘরে) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে ১টা বাজে। বাঁর আবশ্যকক্রত্যাদি-সমাপনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-লাভের পর অপরাহ্ণে স্বামীজীকে বার্লিনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাজপথ দেখাইয়া আনা হয়। অতঃপর স্বামীজী Herrn Hessenstein এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত কিছুক্ষণ ভগবৎকথা আলোচনা করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় Baroness Putlitz মহোদয়া স্বামীজীকে বার্লিন ষ্টেসনে ট্রেণে উঠাইয়া দেন। স্বামীজী কলিগ্‌সবার্গে যাইবার জন্য একটি সুন্দর বিশ্রামের কক্ষ পাইয়াছিলেন। সে সময় বাহিরের তাপ ০° হইতে ১২° কম ছিল।

কলিগ্‌সবার্গে প্রচার

অত্যধিক তুষারপাত-হেতু রেলওয়ে লাইন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ট্রেণটি কলিগ্‌সবার্গে পৌঁছিতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। কলিগ্‌সবার্গ ষ্টেসনে Prof. Dr. H. von. Glasenapp, Ph. D. মহোদয় স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পার্ক হোটেলে বাসস্থান প্রদান করেন।

১৪ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত Prof. Glasenapp মহোদয় স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়, English Seminar এবং Indian Seminar পরিদর্শন করান। নাম 'ইণ্ডিয়ান সেমিনার' বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তথায় কোন ইণ্ডিয়ান ছাত্রই ছিলেন না। ছাত্রদিগের মধ্যে কতিপয় সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা তৎকালে 'বিষ্ণুপুরাণ' পড়িতে-ছিলেন। ২-৩০ মিঃ হইতে ৩-১০ মিঃ পর্য্যন্ত স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের সংবাদ-সংগ্রহকারিগণ আসিয়া স্বামীজীর নিকট হইতে তাঁহার পরিচয় ও প্রচার্য্য বিষয় লিখিয়া লইতে এবং ফটো তুলিয়া লইতে থাকেন। তৎপর অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৭৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিউরেটার (Curator) ও শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি Dr Hoffmann এবং তাঁহার পত্নী, ওল্ড ষ্টেটাসেক্রেটার অধ্যাপক Dr Noth, তুলনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের

(Comparative Philology)র অধ্যাপক Dr. Krause এবং English-Seminar এর সহকারী শিক্ষয়িত্রী ও Indian Seminarএর লাইব্রেরীয়ান সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ Dr (Miss) Herta Marguard প্রমুখ কএকজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, স্বামীজী তাঁহাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করেন।

কলিগ্‌স্‌বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বক্তৃতা

রাত্রি ৮ ঘটিকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অধিবেশনে স্বামীজীর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। অধিকাংশ অধ্যাপক ও সংস্কৃতের ছাত্রেরা এবং অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি একটু দার্শনিক গবেষণা-পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। স্বামীজী রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ডাঃ গ্ল্যাসেনাপের নিকট হরিকথা

১৫ই ডিসেম্বর ৮॥ ঘটিকার মধ্যেই স্বামীজী তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক Dr Glasenapp মহোদয়ের সহিত ভগবৎপ্রতীতি সম্বন্ধে কিছু আলাপ করেন এবং ডাঃ গ্লাসেন্যাপের রচিত কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখেন ডাঃ গ্লাসেন্যাপ বর্ত্তমানে কৈফধর্ম্মন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ডাঃ গ্লাসেন্যাপের সহিত অনেক আলাপ করেন।

পার্ক হোটেলে হরিকথা

স্বামীজী Park Hotelএ Countess Klinckowstroem, Prof. Dr Noth, Prof. Dr Schacht এবং Dr Glasenapp মহোদয়গণের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সস্ত্রীক Prof. Dr. Schultze (Prof. of Psychology), সস্ত্রীক Prof. Dr. Mager (Prof. of Geography), Professor of Arabic, Mrs Schellwien, সস্ত্রীক Herrn Stadtrat Krieger এবং আরও কএকব্যক্তি আসিয়া পড়েন। স্বামীজী তাঁহাদের সহিত সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামীজী তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা-প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন।

কলিগ্‌স্‌বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা

প্রাতের সংবাদ-পত্রেই স্বামীজীর ফটো-সহিত তাঁহার আগমন-সংবাদ ও প্রথম বক্তৃতার বিষয় বহুল ভাবে প্রচারিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় দিবস ছাত্র-সংখ্যায় বক্তৃতা-গৃহটি পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সভাপতি (১৪ই ডিঃ) Prof. Dr. Glasenapp সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অদ্য (১৫ই ডিঃ) Dr. Spira সভাপতি-পদে বৃত হন। স্বামীজীর এই দিবসের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Indian culture and Religion." স্বামীজীর দুই দিবসেরই বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল, বিশেষতঃ দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা-শ্রবণে ছাত্রগণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

অদ্যকার (১৫ই ডিঃ) বাহিরের তাপ ০° হইতে ২৭ ডিগ্রী নিম্নে ছিল। হ্রদ বরফে জমাটবদ্ধ হইয়া এক্ষণে ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, রাস্তাগুলি বহিঃ ঘন শক্ত বরফে আবৃত।

বিবিধ স্থান পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন

১৬ই ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী Kant এর সমাধিস্থল ও ভবন দর্শনার্থ গমন করেন। বাহিরে অত্যধিক ঠাণ্ডা। বেলা ১টার সময় নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামীজী মধ্যাহ্নাদি সমাপন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। অপরাহ্নে Prof. Dr Spira ও তাঁহার পত্নী, Count ও Countess Groben, Herrn Alfred Von Glasenapp, Marine officer (এই ব্যক্তি বিগত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ-সাবমেরিণের ক্যাপ্টেন ছিলেন; ইনি স্বকৌশলে বিপক্ষদলের ৫৩ খানি জাহাজ ধ্বংস করেন) ও তাঁহার পত্নী, Countess Schlieben President of the Red Cross Work, Herrn Soehring of A. E. G. Electric Company প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার ভগবৎকথা আলোচনা হয়।

কলিগ্‌স্‌বার্গে Countess Klinchowstroem শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারবিষয়-শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন এবং আরও শ্রবণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বামীজীকে কলিগ্‌স্‌-বার্গ হইতে ৪০ মাইল দূরে Wandlachken এ তাঁহার নিজ-

প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কাউণ্টেস্ মহোদয়া জার্মাণীতে একজন সম্ভ্রান্ত ঐতিহাসিক বিদুষী মহিলা বলিয়া সুপরিচিতা। তাঁহার গ্রন্থাগারে এবং গীতা ও উপনিষদাদিরও কিছু কিছু আলোচনা আছে। কলিঙ্গযুদ্ধের বিষয়বস্তুকে তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রুসিয়ার (Eastern Prussia) "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি হংসাকীও বেশ ভালই জানেন।

ওয়াণ্ডল্যাচ্‌কেনে যাত্রা

১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজী Wandlachkenএ যাত্রা করিলেন, এমন সময় বার্লিন হইতে এই মর্ম্মে একটি তার আসে যে, তথাকার নূতন বৌদ্ধসমিতি (The New Society of Buddha) স্বামীজীর কলিঙ্গযুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার মুখে আর একটি বক্তৃতা শ্রবণ করিতে চাহেন। ঐ তারের তাহার সম্মতি-সূচক উত্তর দিয়া স্বামীজী Wandlachkenএ যাত্রা করেন। যথাসময়ে Wandlachken ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে স্বামীজী সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া অতি সুন্দর গমন যান-সহযোগে Count Klinchowstroem মহোদয়ের প্রাসাদে গমন করেন। প্রাসাদটি দেখিতে খুব সুন্দর। বিগত যুদ্ধের সময় রুসগণ-কর্ত্তৃক এই প্রাসাদটি দগ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা আবার নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কাউণ্ট মহোদয় গত যুদ্ধের সময় একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ-সেনানায়ক ছিলেন। রুসযুদ্ধের সময় তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া একটি গুলি চলিয়া যায়, তাহাতে কর্ণটি কিছু বধির হইলেও কোন প্রকার অঙ্গবৈকল্য ঘটে নাই। সে যুদ্ধে তিনিই জয়ী হইয়াছিলেন। Count মহোদয়ের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়ঃক্রম ২১ ও কনিষ্ঠের ১৮ বৎসর। গৃহের সকলেই বিশেষতঃ Countess মহোদয়া সংস্কৃতভাষা জানেন বলিয়া স্বামীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শুনিতে বড়ই আনন্দানুভব করেন ও পুনঃ পুনঃ প্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। Count ইংরাজী তেমন জানেন না বলিয়া Countess মহোদয়া স্বামীজীর কথাগুলি জার্ম্মণভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক। শ্রীল প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ ও তাঁহার ইষ্টমূর্ত্ত-নিঃসৃত শ্রীনাম লাভ হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ The Great Bismak এর পৌত্র সপ্তম-প্রজন্মী প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাজদূত Fust (Prince) Otto Von Bismark মহোদয় ও তাঁহার ভগ্নীর সহিত যথাক্রমে উক্ত Count ও Countess মহোদয়ার বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে। Prince Bismark এর ভগ্নী জার্ম্মাণীতে একজন বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালিনী মহিলা। ইনি বার্লিনের নিকটেই অবস্থান করেন। স্বামীজী যাহাতে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক Prince Bismark এর সহিত হরিকথা আলোচনা করেন, তজ্জন্য Count ও Countess স্বামীজীকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ডাঃ নিউম্যান স্বামীজীর প্রচারে সহায়তা করিতেছেন।

কলিঙ্গযুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন

স্বামীজী ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত Wandlachkenএ থাকিয়া তথা হইতে রাত্রি ১২ঘটিকার সময় কলিঙ্গযুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। ওয়ারেপাতের জন্য ট্রেণ পৌঁছিতে ১৪ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৯-৪২ মিঃ এর সময় স্বামীজী কলিঙ্গযুদ্ধক্ষেত্র হইতে বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ১১টা ২৫ মিঃ এর সময় স্বামীজী মেরিয়েনবার্গে (Marienburg) অবতরণ পূর্ব্বক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় দুর্গ (European Fort) পরিদর্শন করেন। তথাকার কেহই ইংরাজী জানেন না। স্বামীজী বেলা ২টার সময় ট্রেণ পান এবং রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ এর সময় বার্লিনে উপস্থিত হন। ষ্টেসন-প্লাটফর্ম্মে বহুলোক স্বামীজীর আগমন-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী আগমন করিবামাত্র তাঁহারা তাঁহাকে যেরূপ উল্লাসভরে পরমাত্মীয়ের ন্যায় অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী তাঁহাদের সাহায্যে Herrn Hassenstein এর ভবনে গমন করেন।

বার্লিনে পুনরায় আলোচনা-সভা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

১৯শে ডিসেম্বর সমস্ত দিনই বার্লিনের বহু লিখিত ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শন-লাভ ও তাঁহার মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের

বাণী প্রচারার্থ আগমন করেন। স্বামীজীর মধুর আলাপে সকলেই পরিতৃপ্ত হন। সভায় একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালে বার্লিনের বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ Herrn Ernst Schulze মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আরও অধিকতর বিস্তৃতভাবে প্রবণাগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার ধারণা—বুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কেহই শিক্ষা দিয়াছেন এবং কি প্রকারে জাগতিক বাধাবিঘ্নসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাস্তব সত্য-সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। Schulze একজন বেশ উদ্যমশীল উদ্যমশীল ও উৎসাহী অপরিণীত যুবক এবং জার্ম্মাণভাষায় একজন উত্তম বক্তা। তিনি ইংরাজী, পালি, ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা জানেন, বর্ত্তমানে গ্রীকও শিক্ষা করিতেছেন। সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তিনি স্বামীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শুনিয়া তাহা প্রচার করিতে চাহিলে প্রচারকের যোগ্যতা-সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন—"প্রচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে বাস্তবসত্য-সম্বন্ধে নিজের সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক এবং সেই উপলব্ধির মূলে শ্রৌতপারম্পর্য্য অনুসরণই একমাত্র উপায়।" ঐ যুবক ব্যতীত তথায় Dr. Martin Weigert Ph. D, L. L. D, Regierungsrat (Govt. Councillor of Administration & Social Politics) নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদ্বান্বিত ও বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় আগ্রহান্বিত হন এবং যাহাতে বার্লিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তজ্জন্য স্বামীজীকে বিশেষ অনুরোধ করেন। স্বামীজী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষের নিকট ইহা তারযোগে জ্ঞাপন করেন। বর্ত্তমানে ঐ বিষয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিবেচনাধীনে আছে।

"শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকেন্দ্র-স্থাপন-বিষয়ে Baronin Putlitz, Dr. Weigert, Mr. Schulze এবং Mr Hassenstein প্রমুখ সজ্জনগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

টুবিঙ্গেন ও গ্রীফ্‌স্‌ওয়াল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টী বক্তৃতার ব্যবস্থা

Braonin Putlitz ১৯৩০-জানুয়ারীর প্রথমভাগেই Tubingen এবং Greifswald বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর আর ছয়টী বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেছেন। সুতরাং স্বামীজীকে লণ্ডনে ফিরিয়া পুনরায় ঐ সময়ে জার্ম্মাণীতে যাইতে হইবে। তৎকালে স্বামীজী Tubingen এ সংস্কৃতের অধ্যাপক Prof. Dr. Hauer এবং Greifswald এ সংস্কৃত-অধ্যাপক Dr. Helle মহোদয়ের সহায়তা লাভ করিবেন।

Prof. Dr. Heinrich Luders মহোদয় বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁহার সহিত স্বামীজীর অনেকক্ষণ সংস্কৃতে বৈষ্ণবদর্শন-বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাবলী-প্রচারে সজ্জনগণের উৎসাহ

Dr. Martin Weigert Ph. D. L. L. D নামক জনৈক গভর্ণমেণ্ট অফিসার শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থগুলি যাহাতে জার্ম্মাণভাষান্তরিত হইয়া জার্ম্মাণীতে বহুল প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিবেন, বলিয়াছেন। Leipzig বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত (বেদ ও উপনিষদের) অধ্যাপক Prof. Dr. John Hertel এবং Prof. Dr. Haas এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারিবেন।

স্যর স্যামুয়েল হোরের সদাশয়তা

বার্লিনে অধ্যাপক ডাঃ ডি, এন ব্যানার্জীর নিকট স্বামীজী প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাননীয় স্যর স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hoare) মহোদয় অনুগ্রহপ্রকাশ-মুখে স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা ও সহায়তা করিয়াছেন।

স্বামীজী ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণের সমস্ত শিক্ষিত ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত অভিজাতসম্প্রদায়ের নিকট এখন আর একজন অপরিচিত ব্যক্তিবিশেষ নহেন। সর্ব্বত্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারিত হইতেছে। সত্যানুরাগী সজ্জনগণ শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা বুঝিবার জন্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন। "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণী আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্তৃকই সত্য সত্য সার্থক হইতেছে। সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয় বিঘোষিত হইতেছে।

স্বামীজীর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন

১৯শে জুন রাত্রি ১১-৭ মিঃ এর সময় বার্লিন হইতে

হাজা করিয়া ১০টে ৫৫ মিনিটে স্বামীজী Flushing পৌঁছেন। ফ্লাশিং হইতে বেলা ১টার সময় ষ্টীমার ছাড়ে এবং রাত্রি ১১৷৷টার সময় লণ্ডন-লিভারপুল-ষ্টেসনে পৌঁছে। পরদিবস দুপুরবেলা ৪৫ ষ্টীমার পৌঁছিতে ২ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। স্বামীজী তিন সপ্তাহের অধিককাল লণ্ডন হইতে অনুপস্থিত ছিলেন। এবার আসিয়া 3, Gloucester House, Cornwall Gardens, South Kensington, S. W. 7 এই ঠিকানায় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন দেখিতে পান। এই বিরাট পূর্ব্বস্থান হইতে উক্তস্থানে হাওয়া হয়। এই বাড়ীটির ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত। ঘর পরে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। লণ্ডনে এখন দারুণ শীত, আগুনের নিকট হইতে দূরে থাকা যায় না। আগুনের তাপে যেমন গায়ে ফোস্কা (জলপূর্ণ ফোটক) পড়ে, শীতেও অনেকের গাত্রে সেইপ্রকার 'ফোস্কা' পক্ষিতে দেখা যায়। এবার এসময়ে বৃষ্টি নাই, বৃষ্টি হইলে শীত আরও বেশী হইবে।

লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ লণ্ডনে আগামী ২১শে মাঘ (১৩৩০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) রবিবার শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন। তদ্দেশবাসী সজ্জনগণ এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী, গুণগ্রাহী সজ্জনগণ যাঁহারা মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুস্থতাজনিত বার্ত্তা-শ্রবণে ব্যথিত ও চিন্তাযুক্ত আছেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত আবশ্যক জানাইতেছি যে,—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক্ষণে অনেকাংশে সুস্থ বোধ করিতেছেন। আর কোন চিন্তার কারণ নাই।

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র মুদ্রণ-কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরমোহন সে ভক্তিভূষণ ও ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশচন্দ্র সে মহোৎসবের এই মুদ্রণ-কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রুফ-সংশোধনাদিকার্য্যে দিবারাত্র শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকের সহায়তা করিতেছেন। আমরা এখানে স্যাম্পল অর্থাৎ নমুনা পাইয়াছে এই কর্ম্মা পর্য্যন্ত ৪০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত পাইয়াছি। মুদ্রণ অতি সুন্দরই হইতেছে।

কাশীসংশিক্ষা-প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর অধিকীভূত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের জটিল রহস্য সর্ব্ব-সাধারণকে সহজ ও সরলভাবে বোধগম্যকরা-প্রয়াসার্থ এই অভিনব পন্থার আবিষ্কার-হেতু শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসুগণ একবার দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, বারম্বার আসিয়া প্রদর্শনীর দৃশ্যগুলির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় গত ৩রা জানুয়ারী (১৯২৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠে তারযোগে জানাইতে-ছেন যে—ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে বহু শ্রোতৃসমীপে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-শ্রবণে সকলেই মত্ত হইতেছেন। গত ২রা জানুয়ারী শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ হইতে একটি বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সহরটির কর্ণকোলাহল স্তব্ধ হইয়া সর্ব্বত্র হরিকোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতিগণ নগরের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে পৌষ, ১৩৪০; ৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৩শ সংখ্যা

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণারাধনই পরমোপায়

শ্রীভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-হেতু জীবের প্রতি-মুহূর্ত্তে ভোগ বা ত্যাগ-বিচারের আবরণে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, মায়া মোহ-মুগ্ধ অহংমমাভিমানরত জীব তাহার হেতু নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ভগবৎসেবোন্মুখতা ব্যতীত অন্য উপায়ে সেই সকল অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করে, ফলে তাহাকে আরও অনর্থগ্রস্ত হইয়া অনন্ত দুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে হয়। ভগবৎসেবার অনাদর করিয়া জীব যতই তাঁহার স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বজন, স্বধন, স্বসুখ, স্ব-অভিলাষ, স্বজ্ঞান, স্বযোগ, স্বকর্ত্তাদি ভ্রমে নশ্বর বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, ততই তাঁহার আর উদ্ধারের আশা থাকিতেছে না। দেবাসুখবোধই এই সকল অনর্থের মূল; উহাই মানবসেবাকে নিঃশ্রেয়সচিন্তায় সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে। যে অকৃত্রিমসেবোন্মুখতা আমরা ভগবৎসেবা বিস্মৃত হইয়া কত নশ্বর বস্তুকেই আমাদের ধনাসক্তির বিষেচনা করি, যাহার জন্য প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিতেও সঙ্কোচপর হই না, তাহা যে আমাদিগকে কিরূপ বঞ্চনা করিয়া—প্রেতের অট্টহাস্য হাসিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যায়—তাহার পরিণাম দেখাইয়া শিক্ষা দিয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈবের বিষময় ফল। যুধিষ্ঠির মহারাজ এই জন্যই বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

ভগবৎকে ভোগ করিতে যাইবার পরিণাম দর্শনে এক-

ভেদীর মোহ বিরক্ত হইয়া উহার বিধ্বংস, তোকাণী জীবের ভেদমূলক-প্রতিষ্ঠানের সংঘই হন, 'নেতি' 'নেতি' বিচারের দ্বারা নশ্বর-জগতের নাম-রূপ-গুণাদি নিরস্ত করিতে গিয়া একেবারে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ভগবানেরও নামাদি বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হন এবং নিজেকেই 'ভগবান্' বলিয়া ঘোষণা করেন। মানুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার বিকারময় ইন্দ্রিয়-তর্পণে কিরূপ সুখ ভোগ প্রভৃতি হয়—আরও কত অধিকপরিমাণে সুষ্ঠুভাবে নাম-বিগ্রহে আকৃষ্ট হয়, কিরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া কি উহাদের ধ্বংস-সাধন করিতে থাকে, তাহা না বুঝিয়া আপনাকে অত্যন্ত 'বিজ্ঞ' বলিয়া পরিচয় দেয়। আমার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইবার এইরূপে আমাদিগকে ভগবদ্ভজনের বিচার হইতে যে কত শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাই তা

আমাদের এই প্রকার দুর্গতি দেখিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার 'নিজজনগণ' যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ভোগ হইতে কৃষ্ণ-সেবা-বাঞ্ছা ইত্যাদির জন্য কত যত্ন করেন। তাঁহাদের আদর্শ জীবন চরিত্রের প্রতি আমাদের যত দৃষ্টি প্রসার উন্মুখ হয়, ততই মঙ্গল। তাই কোন মহাপুরুষ গাহিয়াছেন—

"ও ঘোর সংসারে পড়িনু মানব না পায় ভজনের লেশ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে আসে ভক্তি-রেশ॥
বিষয়-মদান্ধ অনিছে সুখের অন্বেষে যাহে অনল।
অমৃতাকাঙ্ক্ষি' সদা কৃষ্ণনাম, অন্বেষে পুরেত' জল॥
নিতাই-চৈতন্য-চরণকমলে আশ্রয় লইল যেই।
কৃষ্ণদাস-ভণে, জীবন ধরণে, আমার আশ্রয় সেই॥"

ভোক্তা, প্রভু, কর্তা—একমাত্র ভগবান্। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—এই শ্রীমুখবাক্যে স্বয়ং তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জীবের "নাথের সে প্রভুত্ব", "যাবের সকল বল", "যজ্ঞনা তব মহাকো মহাজো- মাং নমস্কুরু", "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতে পুরুষ আর সব তাঁর নারী", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "সর্বতঃ সকলং নাথং কিঙ্করতি", "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি" প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা তাঁহার (ভগবানের) অদ্বিতীয় ও তাঁহার কর্তৃত্ব-বিধান স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। তথাপি যাহারা শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখ-নির্দিষ্ট যজ্ঞ অবহেলা করিয়া নিজেরাই 'কর্তা' বা 'প্রভু' সাজিতে যান, তাঁহাদের দুর্গতির কেবল এই জীবনান্তে নহে, অনন্ত জীবনেও অন্ত নাই। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগতিই জীবের একমাত্র ধনোপায়, উহাই তাহার আত্মার প্রকৃত ধর্ম। এই শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্যই যুগে যুগে ভক্তভক্তগণ জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদের নিজজনযুক্তা প্রকটিত করেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমরা স্ব-স্ব-সেবোন্মুখতানুসারে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর করিতে পারি, তাহারও সুযোগ প্রদান করেন। যদি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবেই আমরা দুর্ভাগ্যের প্রতীক্ষা না করিয়া সদ্গুরুপাদপদ্মে সংশোধিত-বুদ্ধি সদ্বুদ্ধি বশে পূর্বক কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তন-মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া সেই যজ্ঞাগ্নিতে যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরনিত্যানন্দপাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করি। মহাজনেরা বলেন—

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি জগত।
সেই গুরু তাঁরে করে আরাধন॥

সংক্ষেপিতে কৃষ্ণের সর্বতোভাবে অনুশীলন-রূপ সংকীর্তন-যজ্ঞ-দ্বারাই কৃষ্ণের সর্বতোভাবে জ্ঞানক-বিজ্ঞান হইতে পারে, যিনি এই প্রকারে কৃষ্ণসেবা-বিধানের সুবুদ্ধি বরণ করেন, তিনিই কর্মজৈবী মহারাজ পরীক্ষিতের আনুগত্যে অন্য-বিষয়-তুচ্ছ বর্জিত হইয়া শ্রীশুকমুখবিগলিত ভাগবতামৃত-রসপানের অধিকারী, জগতে তাঁহা অপেক্ষা সুমেধা আর কেহই নহেন। শুষ্ক-শিল্প-বিজ্ঞান-কলা-দর্শন-প্রভৃতি যিনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহার সে পাণ্ডিত্যের মূল্য অল্পকণিকও বলিয়া ও স্বীকার্য নহে, যদি তিনি এই সংকীর্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি-প্রদানরূপ পাণ্ডিত্য বরণ করিতে না পারেন।

কলি সর্বদোষের আকর হইলেও যে কলিতে স্বয়ং-ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছেন, যে নামসংকীর্তনে জীবের সর্বানর্থ দূর হইয়া পরম মঙ্গলের উদয় হয়, সেই কলিকে আজ ভণ্ড দাম্ভিক মহাপুরুষেরা সর্বগুণাকর বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। সুতরাং "কলিতে ধর্ম-কর্ম সব লুপ্ত হইয়াছে, বিদ্যা প্রাকৃতই কলির ধর্ম" ইত্যাদি উক্তির আবরণে যাহারা ঘোরাকর-কলির অনুচর হইবার জন্য প্রস্তুত, কৃষ্ণ-সংকীর্তন পরিত্যাগ- পূর্বক অথবা কৃষ্ণ-সংকীর্তনের নামে

কুরুক্ষেত্রে তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় আত্মকথা ও তার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরনাশে মূলধর্ম্ম বিক্রি করিয়া নিজের সহিত বহু নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, আপনাদিগকে 'মহাপণ্ডিত' বিবেচনা করিয়া। শুদ্ধাত্মপ্রেমরাজ্যে নিমন্ত্রিত হইবার বিচার হইতে দূরে সরিয়া গিয়া 'আত্মরক্ষা' করিবার বিচার করিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির কোন মূল্য নাই। তাই শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব অপগণ ব্যতীত বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমন্ত জনগণ যাঁহারা, তাঁহারাই এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্ম হুতি-প্রদানের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

" পড়িয়া শুনিয়া লোক দেশ ছাড়ে যায়।
কৃষ্ণ মহামহোৎসব বসিল সবারে॥"

জগতে অভক্তিধার প্রভাব যত প্রবল হইতেছে, ততই কুরুক্ষেত্রে-তর্পণ-যজ্ঞ-মহোৎসবের চিত্র হইতে ক্রমশঃ বিদায় লাভ করিতেছে। সর্ব্বত্রই অভক্তি-তর্পণবিজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন, বিরাট্ জনসমাগম, অজ্ঞানত্বের উৎস সবলবেগে প্রবাহিত; কিন্তু হায়, যেখানে কুরুক্ষেত্রে-তর্পণ যজ্ঞের আয়োজন, যেখানে চিজ্জনকের অনন্ত সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া ভূভূঃ প্লাবিত করিতেছে, যেখানে আদি-দিব্য-অমৃতরূপ পরিক্ষেপশূন্য হইয়া অমৃত অসীম আনন্দ সমগ্র বিশ্বজনকে সম্পূর্ণরূপে বিলাস করিতেছে, যেখানে জীবাত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা বিদ্যমান, যেখানে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদির দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বসংঘর্ষের প্রবেশাধিকার নাই, যেখানে ভোগ বা ত্যাগ-বিচারের তাড়নার ভাব-ভোগাদি বিপুলরূপ উদ্বেলিত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সকলেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল পুরুষোত্তমের ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে তাঁহার আনন্দ বিধানে স্ব-স্ব স্বরূপগত সেবাবৈচিত্র্যের জন্য, যেখানে জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-মোহ-অভাব-আকাঙ্ক্ষাদির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে, যেখানে সকলের স্বার্থসিদ্ধি এক কৃষ্ণসেবাপর হওয়ায় স্বার্থবিচারের বিভিন্নতা-হেতু বিষয়মান ধারণাসমূহ স্ব স্ব বিকৃত প্রকারে সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব, সেই স্থানেই যোগদানে লোকের প্রীতির অভাব—যেখানে অঘটনঘটনপটীয়সী যৌগী—ত্রিগুণময়ী মহামায়ার প্রভাব! আমাদের এই দুরদৃষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে পতিতপাবনী কৃপাময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবজনগণ আমাদিগকে কৃষ্ণ কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। অভক্তিবাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া আমাদিগের পক্ষে এই আহ্বান উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

ভক্তভক্তি-পরমনিধি শ্রীশ্রী কৃষ্ণদেব আবির্ভাব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব, শ্রীব্যাস-পূজা—শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব সমাগত। শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ বিশ্ববাসী সকলকেই এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। সকলেই এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করুন, ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ সংখ্যার পর)

হরিদেবের মন্দির এই ঊর্দ্ধবাহে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে প্রাকার-বেষ্টিত চত্বর অতিক্রম করিয়া উচ্চ সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের মুখ্য দ্বার পাওয়া যায়; সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত-নাটমন্দির অতিক্রম করিবার পর গর্ভমন্দিরের সন্নিকটস্থ জগ-মোহনে যাওয়া যায়। জগমোহনের সম্মুখীন দ্বারের চৌকাঠ রৌপ্য-মণ্ডিত। মন্দিরটি খুব মজবুত পাথরে নির্ম্মিত ও সুবৃহৎকায়। কুসুমসরের পোদ্দিকজীর মন্দিরের ন্যায় ভরত-পুরের নাগপন্থীরা এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মন্দিরের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন-স্বরূপ সহ কারুকার্য্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে 'আড়ি' নামক স্থানে একজন ধনাঢ্য বণিক্ মন্দিরে। সংস্কার কোন কোন স্থান সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে মিঃ গ্রাউস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"Had it been preserved as a national monument, it might at some day, in the future golden age, have been to Gobardhana what the Pagan Pantheon is now to Christian Rome."

হরিদেবের মন্দিরের দুইটি সংলগ্ন চূড়াই আওরঙ্গজেবের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে; তথাপি এই মন্দির মানসীগঙ্গার তটে বেশ সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের গৌরব-কাহিনী দান করিতেছে।

এই মন্দিরে গোবর্দ্ধনধারী হরিদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। হরিদেবের সহিত শ্রীদেবী নাই, শালগ্রাম আছেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত ফ্রেমের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে বাঁধান হইয়াছে।

মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত পূজারীগণ প্রথমে তাঁহাদের পরিচয়-প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন, তৎপর তাঁহারা জানাইলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বেলবাচার্য্যের অধস্তন 'নানোড়িয়া' ব্রাহ্মণ। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কেশব-ও বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। উপস্থিত পূজারীর নাম—রাঘবেন্দ্র, হরিদেবের অনেক পূজারী, তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না ইঁহারা সকলেই পূজক।

এই মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ২৩০০৲ টাকা। 'জাগদা' ও 'ভরিপুর' গ্রামদ্বয় হইতে ঐ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্বে ভরতপুরের রাজা বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা দিতেন। তৎ-পরিবর্ত্তে কিছুকাল হইল 'ভরিপুর' গ্রাম দিয়াছেন। তবে এখনও প্রত্যহ ভরতপুরের রাজা প্রাতাহিক পূজার জন্য ভোগ ১৲ টাকা হিসাবে প্রতিমাসে ৩০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। এই জমিদারী ২৫টি বিভাগ পূজারীগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরের পূজারীগণের সম্বন্ধে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'গ্রাইস্' সাহেব তদানীন্তন অবস্থা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল বংশপরম্পরা-গত পূজারীবর্গ মন্দিরের সমস্ত আয় তাঁহাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ভোগসাধনে নিযুক্ত করিয়া মন্দির এবং সেবার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন।

যাহা হউক, হরিদেব মথুরাপত্তনের পশ্চিমদলের অধিদেব। এই হরিদেবের দর্শনে বনভ্রমণ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া-ছিলেন। প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও হরিদেবের কথা উল্লিখিত আছে। হরিদেবের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা নিম্নলিখিত বর্ণন দেখিতে পাই :—

তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুবন'-সরোবর'।
তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'এতদিনে' আসিলাঙ্গি' হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব' দেখি' তথা হইলা প্রণাম॥
'মথুরা'-পশ্চিম দলে যাঁ'ত বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি-পুরুষ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের কৃপা প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
'গোবর্দ্ধন'-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের স্বপন কেমনে পাইব॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে আমরা এই সকল স্থানের উল্লেখ এইরূপ পাইয়া থাকি,—

শ্রীমানস-গঙ্গা-বারি পরম নির্ম্মল।
কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নানফল॥
এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া।
গোবর্দ্ধন মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া॥
অহে শ্রীনিবাস! গোবর্দ্ধনাদ্যন্তর।
মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয়॥
মথুরা-পশ্চিমভাগ গোবর্দ্ধন-ক্ষেত্র।
বিষম সংসার-দুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র॥
মানস-গঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন॥
অরুকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তাঁ'র গর্ভাগতি কভু না হয় সংসারে॥
এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বামকরে ধরি'।
ব্রজরক্ষা কৈল ইন্দ্র-গর্ব্ব চূর্ণ করি'॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাহি সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা॥
"অস্তি গোবর্দ্ধননামক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অনুরাধোজনদ্বয়ম্॥

অরক্ষুটং ততঃ প্রাপ্য কুণ্ডাদস্মাৎ প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিরিহ সংসারি তে ভবেৎ॥
যাবৎ মানসগঙ্গায়াং দৃশ্যতে গোবর্দ্ধনে হরিঃ।
অরক্ষুটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং ধরাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো যয়া॥
গোবর্দ্ধনস্ত ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুরূপং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র স্নাত্বা দিবো দত্ত্বা বৈকুণ্ঠে বসতে নরঃ॥"

মানসীগঙ্গার দক্ষিণতীরে হরিদেবের মন্দির অবস্থিত। উক্ত মন্দিরের বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ডটি এখন সম্পূর্ণ শুষ্ক। শ্রীচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, এই ব্রহ্মকুণ্ড শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন-ভ্রমণকালে জলপূর্ণ ছিল। মহাপ্রভু এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে 'পাকযাত্রা' করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং নাহিতে হরিদেবের মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৮-২১)। এইস্থানে বর্ত্তমানে সামান্য একটু শৈবালপূর্ণজল এবং গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের বড় বড় শিলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও গিরিরাজের অঙ্গসমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে। গিরিরাজের মধ্যাহ্নভোজন-স্থলে পরিক্রমার যাত্রি-সঙ্ঘকে ব্রহ্মকুণ্ডে নামিতে দেওয়া হয় নাই। সকলেই দূর হইতে সে-স্থানের ধূলঃ মস্তকে গ্রহণ ও সে-স্থানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছেন। এখানে কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা-গ্রন্থ হইতে স্থানসমূহের বিবরণ সমূহ পঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে মানসীদেবীর প্রাচীন মূর্ত্তি; কেহ কেহ ভুলক্রমে ইঁহাকে 'মনসাদেবী' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-কুণ্ডের সংলগ্নই মানসীগঙ্গা, কেবল মধ্যে একটি পথ-মাত্র ব্যবধান। উত্তরে মানসীগঙ্গা, দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ড।

(ক্রমশঃ)

অক্সফোর্ডমিশনের পাদ্রীদ্বয়ের
শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-শ্রবণ

গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) বুধবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ অক্সফোর্ড মিশনের রেভারেণ্ড জিরাল্ড ডব্লিউ হকার ও রেভারেণ্ড এ্যালেন আর ম্যাক্‌বেথ (Rev. Gerald W. Hawker ও Alan R. Macbeth, Brotherhood of the Epiphany) নামক দুইজন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীমঠের প্রচারাদিবিষয় জানিতে চাহেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বাস্তব-সত্যবাণীর কথা কীর্ত্তন-মুখে প্রেমময় শ্রীভগবানের সেবা-মাধুর্য্যের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে আগন্তুকদ্বয় প্রশ্ন করেন —"জগতে একই ভগবানের সন্তানের মধ্যে কাহাকেও সুখ ও কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহাতে তাঁহার প্রেমময়ত্বের পরিবর্ত্তে বৈষম্যদর্শনেরই পরিচয় পাওয়া যায় না কি?"

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ উত্তরে—"জীবগণ নিজ নিজ আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-মূলক ভোগ ও ত্যাগ-বিচারের ফলবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান্‌কে তাহাদের বহির্ম্মুখিনী চিত্তবৃত্তি-অনুসারে সমবর্ত্তী বা বিষমবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের সে সকল কথার কোন বাস্তব সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ ভগবান্ সর্ব্বত্র সমবর্ত্তী, তাঁহার করুণা সর্ব্বত্র সমভাবেই বিতরিত হইতেছে। জীবগণ সুখ-দুঃখ—উভয়াবস্থাতেই শ্রীভগবানের করুণা লাভ করেন, কিন্তু অভক্ত ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসুগণই স্ব স্ব রুচির অনুকূলে তাঁহাতে কখনও বৈষম্য, কখনও বা সাম্য দর্শন করেন। আমাদের কোন্‌টি মঙ্গল বা কোন্‌টি অমঙ্গলের কথা, তাহার বিচারক আমরা হইতে গেলেই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সকল অবস্থাই ভগবৎকৃপা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমাদের ঐরূপ মনোধর্ম্মোত্থ বিচারমূলক সাম্য বা বৈষম্য বিচার অন্তর্হিত হইয়া আমরা জীবমাত্রেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা-দ্বারা নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারি।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া আগন্তুক পাদ্রীদ্বয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত

সাধারণ প্রেম-এ ভক্তিমার্গের কর্তিপয়ী সোপানের নিম্নে এবং ঐ গ্রন্থে আরও অধিক প্রবং ক গ্রন্থে অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক মহোদয় "ভগবৎপ্রেম-শব্দের অর্থ বিচার-মুখে 'প্রেম' ও 'কাম' শব্দের পার্থক্য, জীবাত্মার স্বরূপ ও তাঁহার নিত্যবৃত্তি, জড় দেহ-মন হইতে চেতন-আত্মার বৈশিষ্ট্য, আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠভাবে ভগবৎসাধ্যত্ব, স্ব স্ব প্রভুত্ব ও তৃপ্তি বিচারপ্রেম দুষ্প্রবৃত্তির পরিপন্থী, সম্বন্ধজ্ঞান ও তাহার প্রতি অনুরক্তি ও আসক্তি-সকাশে সংসৃতি বিচার ও পাশ্চাত্য প্রেমের স্বরূপ ও উহার যে প্রেমত্ব, তাহার আভাস দিয়া সবিস্তারে জানিতে চাহেন।

অধ্যাপক মহোদয়। "জগতে প্রচলিত 'প্রেম' বা 'ভালবাসা' শব্দ সাধারণতঃই আমাদের, দেশকালপাত্র ভেদে-মানুষের তাৎকালিক উপকার প্রকৃত 'প্রেম'-শব্দকে করে আত্মধর্ম ও দেহ-মনোধর্ম এক নহে, স্বজনের সেবা আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার সেবাই দেহ-ধর্ম্ম, নিজের সুখ সুবিধান-মূলে 'ভগবৎসেবা'-স্বরূপে প্রচলিত, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে, ভগবদ্-ভোগের উপর প্রভুত্ব করা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ-বিশেষই নহে; শ্রীভগবান্ ত্রাতা, আর সকলেই তাঁর ভৃত্য; আধ্যক্ষিক বিচারমূলে ভগবান্‌কে ভোগ করিবার লোভ প্রেমোপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সুতরাং তাঁহাতে শরণাগত হইলেই আমাদের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় তাঁহার প্রেমময় স্বরূপোপলব্ধির সম্ভাবনা"—প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করেন।

পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহোদয়কে পুনরায় বিনীতভাবে বলেন, "আপনি একটি বিষয় নিকট বলিতেছেন, এইরূপ সরলভাবায় বিষয়গুলি বর্ণন করুন।" তদুত্তরে অধ্যাপক মহোদয় "নিজের চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না, শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানা গেলেও শ্রীভগবদ্গীতায় আত্মসমর্পিত-মূলা পরোপকারতত্ত্বে শাস্ত্র-প্রবক্তা-গৃহীত শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ চেতন-বান্ আত্মা প্রবং করেন, আত্মা নিত্য মনের" ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন।

পাশ্চাত্য পুনরায় প্রশ্ন করেন,—"গুরু কাহাকে বলেন?" অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে প্রভু-রূপে কি প্রকারে সেবা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা-প্রদানার্থে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। প্রভু-ভগবান্ ও গুরু-ভগবানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিত্য। ভগবান্ শক্তিমন্ত, ভগবানের সেবা শক্তির কার্য্য। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বস্তু। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ (Angels) শ্রীভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব; অধিমূর্খজীব ভগবানের তটস্থাশক্তির অণু বিভিন্নাংশ। তাঁহারা স্বরূপে ভগবৎপার্ষদগণের সেবা করিতেও পারেন, আবার নিজে প্রভু সাজিবার ভ্রান্তি-বশে সেবা না করিতেও পারেন। কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণ কখনও প্রভু হইতে চাহেন না। ভগবৎ-সেবকগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। ভগবৎপার্ষদগণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করিয়াই শ্রীভগবদ্বিগ্রহে ভৌমোপাধ্যক্ষ-প্রভৃতি অবতরণ করেন। যাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎসেবা-সংবেত, তাঁহারাও ভগবানের প্রতিনিধি—আমাদের গুরুবর্গ। একমাত্র গুরুসেবা-দ্বারাই আমরা ভগবান্ ও যাবতীয় জীবকুলের প্রকৃত সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। একমাত্র এই পন্থাবলম্বনেই আমরা প্রভু-ভগবানের সেবক হইতে পারি।"

পাশ্চাত্য প্রশ্ন করেন,—"ভগবান্ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করিলে তিনি আমাদের সুখ দুঃখ কি প্রকারে অনুভব করিবেন আর আমরাই বা কি প্রকারে তাঁহার সম্পর্কে যাইব?" তদুত্তরে অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"প্রাপঞ্চিক শরীর গ্রহণ না করিয়াও শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে অবাঙ্মনসগোচর ও কল্পিতরূপ সম্পূর্ণ অবিকৃত-ভাবে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতরণলীলা প্রকট করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ে আসক্ত হইতে হয় না, ইহাই শ্রীভগবানের এক অচিন্ত্যা মহাশক্তি। তাঁহার সেবোন্মুখ হইলেই তিনি তাঁহার নিত্যধাম পার্ষদগণের সেবা আমাদিগকে প্রদান করেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অবতার-কালে পাঞ্চভৌতিকরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বাবস্থাই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। ভগবৎসেবা-বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মূলীভূত কারণ। "প্রভু সাজিবার বাসনাই আমরা যাবতীয় অনর্থের মূল ও নিত্যসেবাভিমান প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমাদের স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনের অন্তরায় ঘটে; ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যে সেবোন্মুখ হইলেই আমরা স্বরূপোপলব্ধি-দ্বারা অভিজ্ঞ হইতে

হয় না, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কৃপাশক্তি-প্রভাবে সর্ব্বত্রই মঙ্গলময়রূপে দর্শন হয়, আমরা তাঁহার সেবাধিকার-প্রার্থী হই।"

পাশ্চাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"খৃষ্টের হস্তে যখন যৌশু-সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, তখন কি তাঁহার পুনরুত্থান হয় নাই বা তিনি কোন উত্তর করেন নাই?"

অধ্যাপক মহোদয় "আমাদের আত্মার একটী ছবি-ঘরের আলোচনা করিতেছি" বলিয়া "নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ঠাকুর হরিদাসের বিশ্বের ইন্দ্রিয়-প্রাধান্যের ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তৎকালীন মুসলমান-বিচারকের অবিচার-মূলে বাইশবাজারে বেত্রাঘাতের আজ্ঞা-প্রদান, আততায়ীর সেই আদেশ পরিপালন, অতিরিক্ত প্রহার সত্ত্বেও ঠাকুরের অন্তর্জ্ঞানবলে অবিরাম হরিনাম-গ্রহণ-দর্শনে আততায়ীর ঠাকুরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনে অভিলাষ হইবায় আপত্তি জানান, ঠাকুরের মৃত্যুর কাল অতিক্রান্ত, আমীর ঠাকুরকে গঙ্গাতীরে আনাইয়া দেওয়ার আদেশ, ঠাকুরের কৃপাবায়ু বীরে উহাঁর পুনরায় নামগ্রহণ-প্রার্থনা ও শতমুদ্রা ঠাকুরের চরণে অপরাধী মুসলমানগণের ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা" ইত্যাদি বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক বলেন—"ভগবৎপার্ষদগণ আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক কোন প্রকার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেন না, তাঁহাদের চিন্ময়বপু অনন্তের যে ক্ষেত্রস্থিতি লীলাবিলাস, তাহা কেবল আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন-শিক্ষা-প্রদানের জন্য।"

পাশ্চাত্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—"খৃষ্টদেহকে ক্রুশেই বধিয়া যীশুর কি লাভ হইয়াছে?"

অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"ভগবান্‌কে অনুমান বুদ্ধি করা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ধারণা। শক্তি ও শক্তিমান্ বিগ্রহের মধ্যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ নিজজনকে জানাইবার নিমিত্ত শিক্ষকের লীলাবিলাস করিলেও তিনি শক্তিমাত্রই তত্ত্ব নহেন, নিত্যশক্তিমদ্‌বিগ্রহ তত্ত্ব বটু, তাঁহার সর্ব্বশক্তির নিত্য সেবা। ভগবানের স্বরূপে কোন প্রকার ক্লেশ বা ক্লেশের সম্ভাবনা আরোপ করা নিতান্ত মূঢ়তা ও বাতুলতার পরিচয়" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত গিরিজাবাবু ও অধ্যাপক মহোদয়ের বিচার-পূর্ণ ভগবৎপ্রসঙ্গ-প্রবণে পাশ্চাত্যগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় এই সকল প্রসঙ্গ আলোচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ফলতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-প্রবণেও তাঁহারা আনন্দিত হন

কাশী-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শনে

বিভিন্ন দর্শকের অভিমত

The arrangement and the lucid explanation so kindly arranged to be given is very much instructive. I thank Mr. Atul Chandra Banerjee very much. The Exhibition itself is a novel idea.

Sd. B. G. Govila
Retired Director of Industries
Gowalior

[প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ও কাহিনী-ব্যাখ্যা-দ্বারা শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব।

(স্বাঃ) বি, জি, গোভিলা
৩০।১।৩৩ গোয়ালিয়রের অবসর-প্রাপ্ত
"ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্"

২

The Exhibition has been arranged with great artistic taste and has made a great impression on me. The management will satisfy the craving of visitors, if they could arrange to

issue any illustrated guide, connections up the various tableaux represented.

Sd. P. Nagalnigam
Advocate, Colombo,
Ceylon.

30-12-33.

প্রদর্শনীটি কলাবিদ্যার সুনিপুণতায় সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হইয়াছে। ইহা আমার উপর এক মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহার কৃষ্ণ চিত্র-সম্বলিত প্রদর্শনী-পরিচয় প্রকাশ করিলে দর্শকবৃন্দের অভিলাষ পূর্ণ হইত।

(স্বাঃ) পি, নগলনিগম
এডভোকেট, কলম্বো (সিংহল)

The exhibits depict graphically some of the truths of the Hindu ideas. These are instructive both to the learned and to the ordinary person. I was quite struck at the enthusiasm with which Sj. Atulchandra Banerjee, Hon. Secretary explained the meaning of the different representations. The arrangements are excellent. Ladies have special enclosures and guides. The educational effect of such endeavoures is enormous. Let us hope that such Exhibitions be held frequently and in different places for the benefit of us all.

Sd. C. C. Mittra
Senior Professor of Philosophy
Hindu College, Delhi

প্রদর্শিত-বস্তুগুলি হিন্দুধর্মের কতিপয় গভীর সত্য চিত্রাকারে প্রকাশ করিতেছে। শিক্ষিত বা সাধারণ—উভয় শ্রেণীর জনগণের পক্ষেই এই সকল অভিনব শিক্ষাপ্রদ। অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ উৎসাহভরে প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিষয়বস্তু আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছি। বন্দোবস্ত অতি উত্তম; মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বেষ্টনী ও প্রদর্শক আছে। এই প্রকার প্রচেষ্টার শিক্ষা-সংক্রান্ত ফল অতি মহৎ। আমাদের আশা—সর্বসাধারণের উপকারের নিমিত্ত এই প্রকার প্রদর্শনী বিভিন্ন স্থানে মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হউক।

(স্বাঃ) সি, সি, মিত্র
দিল্লী-হিন্দুকলেজের দর্শনশাস্ত্রের
৩১।১২।৩৩ প্রবীণ অধ্যাপক

We were very much delighted to see the Exhibition and its arrangement. It is a very good method of religious propaganda and wish success.

Sd. N. Nuzanandan
D. G. Desai

31. 12. 33.

আমরা প্রদর্শনী ও উহার বন্দোবস্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ধর্ম প্রচারের ইহা একটি অতি উত্তম পন্থা। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

(স্বাঃ) এন্ সুজনন্দন
ডি, জি, দেশাই

I enjoyed very much my visit to the Theistic Exhibition, and admire very much the dainty with which the dolls have been directed.

Sd. R. Brincluhol
American Tourist

আমি পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং মূর্তিসমূহ যে প্রকার পারিপাট্য-সহকারে সাজান' হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

(স্বাঃ) আর্ ব্রিন্‌ক্‌হল
আমেরিকার পরিব্রাজক

The organisers of this beautiful Exhibition really deserve the credit for having taken enormous pains to depict the various phases of Hindu Dharmic life. This propaganda work is bound to succeed as the scenes arranged clearly bring home at a glance all that would take

অন্তরুটং ততঃ প্রাপ্য মুর্ধাভক্ত প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্দৃষ্টি সত্যং ভবীমি তে ॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিম্।
অন্তরুটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে ॥
ইত্যুক্ত্বা বর্ষতোঽস্যাগ্রে গয়ার পীঠাকৃতং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় তুষ্টো গিরিবরো ময়া ॥
গোবর্দ্ধনস্ত ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো হরিঃ।
তুষ্টিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রদুষ্টিনিবারণাৎ ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো দেবা নাত্রাধীর্বসতোব ন সংশয়ঃ ॥"

মানসীগঙ্গার দক্ষিণতীরে হরিদেবের মন্দির অবস্থিত। উক্ত মন্দিরের বামকোণে ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ডটি এখন সম্পূর্ণ শুষ্ক। শ্রীভক্তিরত্নাকরের উক্তি হইতে জানা যায়, এই ব্রহ্মকুণ্ড শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়-প্রবণকালে জলপূর্ণ ছিল। মহাপ্রভু এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে 'পাতযাত্রা' করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং হরিদেবের মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৮-২১)। এইস্থানে বর্ত্তমানে সামান্য একটু শৈবালপূর্ণজল এবং গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের বড় বড় শিলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও গিরিরাজের অঙ্গসমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে। গিরিরাজের মধ্যাহ্নাদ্যন-কালে পরিক্রমার যাত্রি-সঙ্ঘকে ব্রহ্মকুণ্ডে নামিতে দেওয়া হয় নাই। সকলেই দূর হইতে সে-স্থানের রজঃ মস্তকে গ্রহণ ও সে-স্থানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছেন। এখানে কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা-গ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থানের বিবরণ সমূহ পঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে মানসীদেবীর প্রাচীন মূর্ত্তি; কেহ কেহ তুলক্রমে ইঁহাকে 'মনসাদেবী' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-কুণ্ডের সংলগ্নই মানসীগঙ্গা, কেবল মধ্যে একটি পথ-মাত্র ব্যবধান। উত্তরে মানসীগঙ্গা, দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ড।

(ক্রমশঃ)

অক্সফোর্ডমিশনের পাদ্রীদ্বয়ের
শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-শ্রবণ

গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯০০) বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ অক্সফোর্ড মিশনের রেভারেণ্ড জিরাল্ড ডব্লিউ হকার ও রেভারেণ্ড হ্যারল্ড আর ম্যাক্বেথ (Rev. Gerald W, Hawker ও Alan R. Macbeth, Brotherhood of the Epiphany) নামক দুইজন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীমঠের প্রচারবিষয় জানিতে চাহেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বাস্তব-সত্যবাণীর কথা কীর্ত্তন-মুখে প্রেমময় শ্রীভগবানের সেবা-মাধুর্য্যের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে আগন্তুকদ্বয় প্রশ্ন করেন —"জগতে এক ই ভগবানের সন্তানের মধ্যে কাহাকেও সুখ ও কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহাতে তাঁহার প্রেমময়ত্বের পরিবর্ত্তে বৈষম্যদর্শনেরই পরিচয় পাওয়া যায় না কি?"

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ তদুত্তরে—"জীবগণ নিজ নিজ আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-মূলক ভোগ ও ত্যাগ-বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবানকে তাহাদের বহির্ম্মুখিনী চিত্তবৃত্তি-অনুসারে সমদর্শী বা বিষমদর্শী বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের সে সকল কথার কোন বাস্তব সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ ভগবান্ সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহার করুণা সর্ব্বত্র সমভাবেই বিতরিত হইতেছে। ভক্তগণ সুখ-দুঃখ—উভয়াবস্থাতেই শ্রীভগবানের করুণা লক্ষ্য করেন; কিন্তু অভক্ত মুক্তি-মুক্তি-পিপাসুগণই স্ব স্ব রুচির অনুকূলে তাঁহাতে কখনও বৈষম্য, কখনও বা দয়া দর্শন করেন। আমাদের কোন্‌টি মঙ্গল বা কোন্‌টি অমঙ্গলের কথা, তাহার বিচারক আমরা হইতে গেলেই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সকল অবস্থাই ভগবৎকৃপা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমাদের ঐরূপ মনোধর্ম্মোত্থ বিচারমূলক সাম্য বা বৈষম্য বিচার অন্তর্হিত হইয়া আমরা জীবমাত্রেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা-দ্বারা নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারি।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া আগন্তুক পাদ্রীদ্বয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ

সম্প্রদায় এবং-এ ভক্তিসম্প্রদায়ের ভক্তিপন্থী মহোদয়ের নিকট এ বিষয়ে আরও অধিক প্রশ্ন জানিতে অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক মহোদয় "ভগবৎপ্রেম-শব্দের অর্থ বিচার-মূলক 'প্রেম' ও 'কাম' শব্দের পার্থক্য, জীবাত্মার স্বরূপ ও তাহার নিত্যবৃত্তি, জড় দেহ-মন হইতে চেতন আত্মার বৈশিষ্ট্য, আত্মার সম্পূর্ণভাবে ভগবৎপারতন্ত্র্য, স্ব স্ব প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব বিচার প্রেম-মুক্তির পরিপন্থী, সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও মায়েশ্বর-কর্তৃত্ব" প্রভৃতি বিচার করিলে পাশ্চাত্য প্রেমের স্বরূপ ও উহা যে প্রেমময়, তাহার প্রমাণ আরও বিশদভাবে জানিতে চাহেন।

অধ্যাপক মহোদয় "জগতে প্রচলিত 'প্রেম' বা 'লোভ' শব্দ মাংসর্য্যেই নামান্তর, দেহাত্মবুদ্ধি লইয়া অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের তাৎকালিক উপকার প্রকৃত 'প্রেম'-শব্দকে লক্ষ্য করে না; আত্মধর্ম ও দেহ-মনোধর্ম এক নহে, দেহমনের সেবা আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার সেবাই দেহ-কর্তব্য, নিজের সুখ সুবিধান-মূলে 'ভগবৎসেবা'-নামে যাহা জগতে প্রচলিত, তাহা ভক্তিকি নহে; ভগবদ্-ভোগ্য বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; শ্রীভগবান্ জ্ঞাতা, আর সকলেই তাঁহার জ্ঞেয়; আত্মিক বিচারমূলে ভগবান্‌কে জ্ঞেয় করিয়া প্রকৃত প্রেমোপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সম্বন্ধ-তত্ত্বে তাঁহাতে শরণাপন্ন হইলেই আমাদের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় তাঁহার প্রেমময় স্বরূপোপলব্ধির সম্ভাবনা" প্রভৃতি বিচার উত্থাপন করেন।

পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহোদয়কে পুনরায় বিনীতভাবে বলেন, "আপনি একটি শিষ্য নিকট বলিতেছেন, এইরূপ সরলভাবে বিষয়গুলি বর্ণন করুন।" তদুত্তরে অধ্যাপক মহোদয় "নিজের চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না, শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানা গেলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-মূলে শরণাগত হইয়া শাস্ত্র গুরু-পরম্পরাগত শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না, শ্রীগুরুপাদপদ্মই চেতন-রূপে আত্মা প্রদান করেন, আত্মা শিক্ষা করেন" ইত্যাদি কীর্তন করেন।

পাশ্চাত্য পুনরায় প্রশ্ন করেন,—"গুরু কাহাকে বলেন?" অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"স্বয়ং ভগবান্‌ই তাঁহাকে প্রভু-রূপে কি প্রকারে সেবা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা-প্রদানার্থ গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। প্রভু-ভগবান্ ও গুরু-ভগবানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিত্য। ভগবান্ শক্তি-মান্, ভগবানের সেবা শক্তির কার্য্য। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বস্তু। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ (Angels) শ্রীভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিময়; অবিদ্যাবশতঃ ভগবানের তটস্থাশক্তির অণু বিভিন্নাংশ। তাঁহারা স্বরূপে ভগবৎ পার্ষদগণের সেবা করিতেও পারেন, আবার নিজে প্রভু হইবার দুষ্কৃতি-বলে সেবা না করিতেও পারেন। কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণ কখনও প্রভু হইতে চাহেন না। ভগবৎ-সেবকগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। ভগবৎপার্ষদগণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করিয়াই শ্রীভগবদিচ্ছায় জীবোদ্ধারার্থ প্রকটে অবতরণ করেন। যাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎসেবা-পরায়ণ, তাঁহারাও ভগবানের প্রতিনিধি—আমাদের গুরুবর্গ। একমাত্র গুরুসেবা-দ্বারাই আমরা ভগবান্ ও যাবতীয় জীবকুলের প্রকৃত সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। একমাত্র এই পন্থাবলম্বনেই আমরা প্রভু-ভগবানের সেবক হইতে পারি।"

পাশ্চাত্য প্রশ্ন করেন,—"ভগবান্ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করিলে তিনি আমাদের সুখ-দুঃখ কি প্রকারে অনুভব করিবেন আর আমরাই বা কি প্রকারে তাঁহার সংস্পর্শে যাইব?" তদুত্তরে অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"প্রাকৃতিক শরীর গ্রহণ না করিয়াও শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে স্বধাম ও স্বপরিকরসহ সম্পূর্ণ অধিকৃত-ভাবে আত্মবিগ্রহে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতরণশীল-প্রকট করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ে আবদ্ধ হইতে হয় না, ইহাই শ্রীভগবানের এক অচিন্ত্য মহাশক্তি। তাঁহার সেবোন্মুখ হইলেই তিনি তাঁহার দর্শন লাভ করিবার যোগ্যতা আমাদিগকে প্রদান করেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অবতার-কালে লৌকিক দৃষ্টিতে পাঞ্চভৌতিকরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। ভগবৎসেবা-বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মূলীভূত কারণ; 'প্রভু' সাজিবার দুরভিসন্ধি-দোষেই আমরা মায়াধীশী-কর্তৃত্বে মুগ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমাদের স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনের অন্তরায় ঘটে, ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যে সেবোন্মুখ হইলেই আর দুঃখ-মোহাদি-দ্বারা অভিভূত হইতে

হয় না, বিস্তৃতির ভগবানের কৃপা-কি-প্রভাবে সর্ব্বত্রই ভক্তমণ্ডলে বর্দ্ধন হয়, আমরা তাঁহার সেবাধিকার প্রার্থী হই।"

পাশ্চাত্যরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"যীশুর রক্ত যখন লোহ-পেরেকাঘাতে বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন কি তাঁহার রক্তপাত হয় নাই বা তিনি ক্লেশ অনুভব করেন নাই?"

অধ্যাপক মহোদয় "আমাদের আত্মের একটি ছুরীঘারা এই বিষ টির আলোচনা করিতেছি" বলিয়া "নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ঠাকুর হরিদাসের বিশ্বয় হরিনাম-প্রচার-হেতু ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তৎকালীন মুসলমান-বিচারকের অবিচার-মূলে বাইশবাজারে বেত্রাঘাতের আজ্ঞা-প্রদান, ঘাতকগণের সেই আদেশ পরিপালন, অতিরিক্ত প্রহারে সজ্ঞেষ ঠাকুরের জ্ঞানবদনে অবিশ্রান্ত হরিনাম-গ্রহণ দর্শনে ঘাতকগণের ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইবার আবেদন-জ্ঞাপন, ঠাকুরের মুক্তির জন্য অভিনয়, কাজীর ঠাকুরকে গৃহমধ্যে ডাকাইয়া লইয়া যাওয়ার আদেশ, ঠাকুরের কুশিয়ার ভীতে উহা পুনরায় নামকরণ-প্রসঙ্গে বিদ্বিষ্ট হইয়া ঠাকুরের চরণে অপরাধী মুসলমানগণের ঠাকুরের সান্নিধ্যে প্রণত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা" ইত্যাদি বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক বলেন—"ভগবৎপার্ষদগণ আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের শরীর ধারণ পূর্ব্বক কোন প্রকার দুঃখই ভোগ করেন না, তাঁহাদের চিন্ময়বপু কলেবরে যে ক্লেশপ্রতীতি লীলাবিশেষ, তাহা কেবল আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন-শিক্ষা-প্রদানের জন্য।"

পাশ্চাত্যরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—"খৃষ্টধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবার বাধা কি?"

অধ্যাপক মহোদয় বলেন—"ভগবান্‌কে মনুষ্য বুদ্ধি করা সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। শক্তি ও শক্তিমদ্ বিগ্রহের মধ্যে নিত্য ভেদাভেদ বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ নিজজন আলাইবার বিভিন্ন শিক্ষকের লীলাভিনয় করিলেও তিনি শক্তিস্বতীত তত্ত্ব নহেন, নিত্যশক্তিমদ্‌বিগ্রহ ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশক্তির নিত্য সেবা। ভগবানের স্বরূপে কোন প্রকার ক্লেশ বা ক্লেশকর সম্ভাবনা আরোপ করা নিতান্ত মূঢ়তা ও বাস্তবসত্যের পরিচয়" ইত্যাদি।

শ্রীযুত গিরিজাবাবু ও অধ্যাপক মহোদয়ের বিচার-পূর্ণ ভগবৎপ্রসঙ্গ-প্রবণে পাশ্চাত্যরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় এই সকল প্রসঙ্গ আলোচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ঘৃতাদি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-প্রবণেও তাঁহারা আনন্দিত হন

কাশী-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শনে

বিভিন্ন দর্শকের অভিমত

The arrangement and the lucid explanation so kindly arranged to be given is very much instructive. I thank Mr. Atul Chandra Banerjee very much. The Exhibition itself is a novel idea.

Sd. B. G. Govila
Retired Director of Industries
Gowalior

'প্রদর্শনীর যথোচিত ও সরল-ব্যাখ্যা-দ্বারা শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব।

(স্বাঃ) বি, জি, গোভিল
৩০।১২।৩৬ গোয়ালিয়রের অবসর-প্রাপ্ত
'ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ'

৪

The Exhibition has been arranged with great artistic taste and has made a great impression on me. The management will satisfy the craving of visitors, if they could arrange to

issue any illustrated guide, connections up the various tableaus represented.

Sd. P. Nagalingam
Advocate, Colombo,
Ceylon.

প্রদর্শনীটি কলাবিদ্যার সুনিপুণতার সহিত সজ্জিত হইয়াছে। ইহা আমার উপর এক মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহাসকল চিত্র-সহিত প্রদর্শনী-পরিচয় প্রকাশ করিলে দর্শকবৃন্দের অভিলাষ পূর্ণ হইত।

(স্বাঃ) সি, মগলিঙ্গম
এডভোকেট, কলম্বো (সিংহল)

৩

The exhibits depict graphically some of the intrinsic truths of the Hindu ideas. These are very instructive both to the learned and to the ordinary person. I was quite struck at the enthusiasm with which Sj. Atulchandra Banerjee, Hon. Secretary explained the meaning of the different representations. The arrangements are excellent. Ladies have special enclosures and guides. The educational effect of such endeavoures is enormous. Let us hope that such Exhibitions be held frequently and in different places for the benefit of us all.

Sd. C. C. Mittra
Senior Professor of Philosophy
Hindu College, Delhi

প্রদর্শিত-চিত্রগুলি হিন্দুধর্মের কতিপয় গভীর সত্য চিত্রাকারে প্রকাশ করিতেছে। শিক্ষিত বা সাধারণ—উভয় শ্রেণীর জনগণের পক্ষেই এই সকল অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ উৎসাহভরে প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছি। বন্দোবস্ত অতি উত্তম। মহিলাগণের জন্য বিশেষ বেষ্টনী ও প্রদর্শক আছে। এই প্রকার প্রচেষ্টার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ফল অতি মহৎ। আমাদের আশা—সর্ব্বসাধারণের উপকারের নিমিত্ত এই প্রকার প্রদর্শনী বিভিন্ন স্থানে মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(স্বাঃ) সি, সি, মিত্র
দিল্লী-হিন্দুকলেজের দর্শনশাস্ত্রের
৩১।১২।৩৩ প্রবীণ অধ্যাপক

৪

We were very much delighted to see the Exhibition and its arrangement. It is a very good method of religious propaganda and wish success.

Sd. N. Nutanandan
31. 12. 33. D. G. Desai

আমরা প্রদর্শনী ও উহার বন্দোবস্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ধর্ম্ম প্রচারের ইহা একটি অতি উত্তম পন্থা; আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

(স্বাঃ) এন্ নূতনানন্দন
৩১।১২।৩৩ ডি, জি, দেশাই

৫

I enjoyed very much my visit to the Theistic Exhibition, and admire very much the dainty with which the dolls have been directed.

Sd. R. Brincluhol
American Tourist

আমি পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং মূর্ত্তিসমূহ যে প্রকার পারিপাট্য-সহকারে সাজান' হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

(স্বাঃ) আর্ ব্রিন্ক্হল
আমেরিকার পরিব্রাজক

৬

The organisers of this beautiful Exhibition really deserve the credit for having taken enormous pains to depict the various phases of Hindu Dharmic life. This propaganda work is bound to succeed as the scenes arranged clearly bring house at a glance all that would take

years for one to study Mahabharat and Ramayan.

We wish the Exhibition all the success that it aspires for.

Dr. Bhagawan Sahai.
Shyam Sunder Lal,
Govt. Advocate. Benares State.

বিশ্বধর্মজীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থ এই মনোরম প্রদর্শনীর পরিচালকবৃন্দ যে প্রকার কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। এই প্রকার প্রচার-প্রচেষ্টার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু যে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতে একজন লোকের বহুবর্ষের প্রয়োজন হয়, তাহা এই সুসজ্জিত চিত্রাবলীর দর্শনদ্বারাই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রদর্শনীটির উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হউক।

(স্বাঃ) ডাঃ ভগবান্ সহায়
শ্যামসুন্দর লাল
গভর্ণমেণ্ট অ্যাড্‌ভোকেট,
বেনারস্ ষ্টেট

The tableaus are arranged in a very simple way so as to enable the illiterate to understand the teachings of Sree Chaitanya. I was personally conducted round the various tableaus by Mr. A. C. Banerjee who explained everything in a simple manner, to allow me to grasp a subject that I know nothing about.

Sd. J. E. Sweeney
British Military Hospital
Benares Cantt.

প্রদর্শনীর চিত্রগুলি এমন সুন্দর সরলভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া নিরক্ষর ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি আমাকে প্রত্যেকটি দৃশ্য দেখাইয়া বুঝিবার জন্য সরলভাবে আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাতে কোন বিষয়-সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞান ছিল না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

(স্বাঃ) জে, ই, সুইনে
ব্রিটিশ-মিলিটারী হাসপাতাল
বেনারস্ ক্যাণ্টনমেণ্ট

We came to see the Exhibition to-day. The organisers really deserve the credit for having taken much pains to depict various phases of Hindu Dharmic life. We wish Exhibition all success.

Sd. B. Mangal Persad Singh,
Zemindar.
Radha Krishna Das,
Banker and Private Secy.
to Maharani Sahib of
Ajodhya.

আমরা আজ প্রদর্শনীটি দেখিতে আসিয়াছি। বিশ্বধর্মজীবনের বিভিন্নবিষয়সমূহ প্রদর্শনার্থ প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। প্রদর্শনীটি সাফল্যমণ্ডিত হউক।

(স্বাঃ) বি, মঙ্গল প্রসাদ সিং, জমিদার
রাধাকৃষ্ণ দাস,
ব্যাঙ্কার ও অযোধ্যার মহারাণী
সাহেবার প্রাইভেট সেক্রেটারী

বার্লিনের ডাঃ ওয়েগার্টের পত্র

[শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থমহারাজের বার্লিনে দ্বিতীয়বার বক্তৃতা-কালে Dr. Martin Weigert Ph. D., LL. D. Regierungsrat (Govt. Councillor of Administration & Social Politics) মহোদয় বার্লিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাবলী জার্মাণে বহুলভাবে প্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিলে তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।]

Berlin N. W. 40,
Beethovenstr. 3. II.
27-12-33

Dear Swami B. H. Bon,

With sincere thanks I received the two publications, which you kindly sent me. I shall be delighted to study them and am sure that they will give me a genuine conception of your Profound Doctrine.

I fear that it will not be easy for me to understand all the sublime ideas and fine conclusions, because I have forgotten many words and expressions of the English language. But I hope that a good Dictionary and friends will help me to find the right translation. Therefore you must let me have a longer time for the study. After having finished it, I shall write to you and be very thankful if you will be so kind as to explain me the doubtful questions.

Since more than twenty years I endeavoured to learn the profound Indian Religions and Philosophical doctrines, and shall be happy—when you will return to Germany—to become one of the most interested disciples of your Mission and to learn from you with an open mind.

I shall be delighted to hear about the progress of your work.

With best wishes and greetings
Yours Sincerely
Sd/ Dr M. Weigert.

(মর্ম্মানুবাদ)

প্রিয় স্বামী বি, এইচ, বন,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট যে দুইখানি গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। আমি উহা আনন্দের সহিত পাঠ করিব। আমার বিশ্বাস, উহা পাঠে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের প্রচারিত সুগভীর দর্শন সম্বন্ধে একটি বাস্তব অনুভূতি লাভ করিব। তবে আমার আশঙ্কা যে, আমি ইংরাজীভাষার অনেক শব্দ ও তাহার প্রকৃত ভাব ভুলিয়া গিয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে উহার সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ উপলব্ধি করা বড় সহজ হইবে না। তবে আমি আশা করি, একখানি ভাল অভিধান ও আমার বন্ধুগণ যাহাতে আমি প্রকৃত অনুবাদটি বুঝিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। সুতরাং উহা অধ্যয়ন করিয়া শেষ করার জন্য আমাকে একটু বেশী সময় দিতে হইবে। গ্রন্থদ্বয় পড়া শেষ হইলে আমি আপনাকে জানাইব, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার যে সমস্ত সন্দেহের উত্তর দান, তাহা যদি নিরসন করেন, তাহা হইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব।

বিগত বিংশতিবর্ষ যাবৎ আমি সুদীর্ঘকাল ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনি যখন পুনরায় জার্ম্মাণীতে আসিবেন, তখন আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাদের মঠের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সত্যানুসন্ধিৎসু সেবকগণের অন্যতম হইয়া আপনার নিকট সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া উপদেশ শ্রবণ করিব।

আপনার প্রচার-কার্য্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহা জানাইলে বড়ই আনন্দ লাভ করিব। আমার শুভ ইচ্ছা এবং অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী
(স্বাঃ) ডাঃ এম, ওয়েগার্ট

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

৪২নং কলিঙ্গপুরা, কলিকাতা

সন ১৩৪০ সাল, ১লা মাঘ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে জানুয়ারী, ৫ই মাঘ শুক্রবার হইতে ২১শে জানুয়ারী ৭ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে (৪২নং কলিঙ্গপুরা-স্থিত অমৃত-ভবনে) বার্ষিক মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিম্নে উৎসব-তালিকা লিখিত হইল :—

৫ই মাঘ শুক্রবার—মধ্যাহ্নে বক্তৃতা ও প্রসাদ-সম্মান।

৬ই " শনিবার—বেলা ৩টায় বক্তৃতা; বিষয়—সরস্বতী-পূজা

৭ই " রবিবার—" " " বিষয়—"প্রেম"

বক্তৃতার পরে মহাজন-পদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম. এ, ভক্তিসুধাকর,

ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য

বৈষয়িকরোগে উপরিউক্ত তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর

লণ্ডন-যাত্রা

গত ২৪শে পৌষ (১৩৪০), ৮ই জানুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য শিরে ধারণ করিয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রাত্রি ৮টা-৩৫মিঃ এর সময় ই-আই-আর যোগে মেলে বোম্বে যাত্রা করেন। বোম্বে গৌড়ীয়মঠে একদিন থাকিয়া ১১ই জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় "ভিক্টোরিয়া" অর্ণবপোতে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা হইতে যাত্রা-কালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে মঠসেবকগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সেই অভিনন্দনটি পাঠ করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মিকা-গিরিধারীর প্রণাম-কালে মহা-মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিত্রাণভূষণ প্রভু-প্রমুখ মঠ-সেবকগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ প্রভু শ্রীপাদ ভক্তি-জ্যোতিঃ-প্রভুকে প্রসাদী মাল্য-চন্দনে ভূষিত করেন। অতঃ-পর ভক্তিজ্যোতিঃপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে তাঁহার গলদেশে প্রসাদী মালা অর্পণ ও কর্ণে ভক্তিবিরুদ্ধবিনাশন শ্রীনৃসিংহ-বীজ প্রদান-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন। ভক্তিজ্যোতিঃপ্রভু পুনরায় সাষ্টাঙ্গ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া মঠসেবকগণের সমবেতকণ্ঠে নির্গত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শুভযাত্রা করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব-ভক্তিবান্ধব প্রমুখ মঠ-সেবকগণ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর সহিত হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে ট্রেণে উঠাইয়া দেন।

ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডনযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যে অভিনন্দনটি প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়ের লণ্ডন-গমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভো,

নবধা ভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপের যে-দ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, যে দ্বীপে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী "স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ" বিদ্যমান থাকিয়া অপ্রাকৃত-গোপী-কৈঙ্কর্য্যে কৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জগতে ঘোষণা করিতেছেন, আপনি সেই পূততম স্থান শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে আবির্ভূত হইয়া শৈশব-কালেই ঠাকুরের পদরজঃ লাভ করিয়াছেন।

অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগদ্বাসীর নিত্যকল্যাণার্থ যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে রাখিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আপনি বাল্যকালেই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠবাসী হইয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের ভাজন হইয়াছেন।

গৌরবাণী-প্রচারই সেই বিগ্রহের প্রাণ; আর গ্রন্থদ্বারা প্রচার কীর্ত্তনের একটি প্রধান অঙ্গ। আপনি এই প্রধান অঙ্গের সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-রূপে "ভক্তিজ্যোতিঃ"-আভরণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শুধু এই ভূষণে ভূষিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অপরাপর প্রচারকগণের সহিত সম্মিলিত-কণ্ঠে প্রচারের ফলে "ভক্তিজ্যোতিঃ"র জ্যোতিঃ যাহাতে পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে প্রকাশিত হয়, তৎপ্রদর্শনকল্পে আপনাকে আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রদান করিতেছেন—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

আপনার যাত্রা সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হউক। আমরা যেন আপনার ন্যায় একনিষ্ঠ হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম সেবা করিতে পারি। আপনি পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় এতদ্দেশে শুভবিজয় করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
৮ই মাঘ, ৪৫৭;
২৪শে পৌষ, ১৩৪০.
January 8, 1934

আপনার গুণমুগ্ধ—
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে জেপুরের মহারাজ

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ ঘটিকার সময় জেপুরের ধর্ম্মপ্রাণ মহামান্য মহারাজ বাহাদুর (Maharaja of Jeypur) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মঠসেবকগণের মুখে হরি-কীর্ত্তন-শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজের সৌজন্য ও স্বাভাবিক দৈন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি পদব্রজে মাত্র একটি সাধারণ পাই ও চাদর গায়ে শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। মঠসেবকগণ তাঁহার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উপ-

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে জেপুরের মহারাজ ও মঠসেবকগণ

বেশনার্থ একখানি সুসজ্জিত কেদারা প্রদান করিলে মহারাজ উহাতে না বসিয়া দৈন্যভরে নিম্নে বসিয়া পড়েন এবং বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিকাশ মহোদয়কে উহাতে বসিতে অনুরোধ করেন। মহারাজের দৈন্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মঠসেবকেরা সকলেই নিম্নাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হরিকথা আলোচনা করিতে থাকেন। মহারাজ যে সময় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে যান, সে সময় ভোগ-রাত্রিকের সময় হওয়ায় শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মুখে সুমধুর আরাত্রিক কীর্ত্তন শ্রবণে তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করেন। অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেখানে শ্রীমঠের মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, মহারাজ সেই স্থান দর্শন করিতে চাহিলে ভক্তগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান দর্শন করান, তদ্দর্শনে মহারাজ অত্যন্ত সুখলাভ করেন। মহারাজ এই শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের কার্য্য ভূমি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবে শুনিয়া মহারাজ বড়ই প্রীত হন এবং বলেন—'যাঁহার কার্য্য, তিনিই তাহা করাইয়া লইবেন।' শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীমান্ বিধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী মহারাজের মাদ্রাজস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত অনেক কৃষ্ণকথা আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসাবাদী শ্রীপাদদ্বয় মহারাজের য়ুরোপে প্রচারের কথা উঠিলে মহারাজ খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন—'যদি মহাপ্রভুর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।' মহারাজ জিজ্ঞাসাবাদী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার বোম্বে, করাচী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের সংবাদ-শ্রবণে প্রীত হন। মহারাজের মাদ্রাজে একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। মাদ্রাজে আসিয়া তিনি সেই প্রাসাদেই অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বাস্তব-সত্যবাণী-প্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, উদারতা, সৌজন্য ও মহাত্মভবতার বিশেষ প্রশংসাই ও আদর্শ-স্থানীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'সরস্বতী জয়শ্রী'

"সরস্বতী-জয়শ্রী" এই ক্ষণেরেণে মুদ্রিত হইতেছেন। ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অনেক কথাই থাকিবে। মুদ্রণ-কার্য্য অতি সুন্দর হইতেছে। প্রহণ মাসে কলেকগুলি গ্রন্থ হইবে। গ্রন্থগুলিও বেশ সুন্দর আর্টপেপারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি

ময়মনসিংহ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয় গত ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৪ শ্রীগৌড়ীয়মঠে তারযোগে জানাইয়াছেন—ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল শ্রেণীরই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বিশেষ আগ্রহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। সন্ধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

মঠের ব্রহ্মচারিগণ, কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য স্বেচ্ছা-সেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেবা-কার্য্য করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ এবং উপাসক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পাঠ, বক্তৃতা ও হরিকথা ময়মনসিংহের সজ্জন-সাধারণের বিশেষ অনুভূতির বিষয় হইয়াছে। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমে শ্রীপাদ পুরীমহারাজ

গত ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় পুরী রামকৃষ্ণ-হলে লালা বাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় একটি পারমার্থিক সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরীমহারাজ ও দার্শনিকপণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন প্রভৃতি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া" সম্বন্ধেবাক্তি পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত কতিপয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত বহু শিক্ষিতব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পট্টনায়ক সাবডেপুটি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বে রিটায়ার্ড রেজিষ্ট্রার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট বিহার উড়িষ্যা, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মিত্র লালাবাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায় জোকার, শ্রীযুক্ত উদয়নাথ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস।

পরলোকগত লালা রামচন্দ্র স্বরূপ. মীরাট

সার্জ্জন কেনারেল কর্ণেল ডি, পি, মোহল এক্-আর-সি-এস্-ই, আই-এম-এস্ মহোদয়ের শ্বশুরঠাকুর, মীরাটের একজন বিশেষ সম্মানিত ও ধনাঢ্যবণিক অধিবাসী শ্রীযুক্ত লালা রামচন্দ্র স্বরূপ পাথরওয়ালা মহোদয় গত ১১ই অক্টোবর, ১৯০৩ বুধবার পরলোকগমন করিয়াছেন। যে সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ঘে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ মীরাটে শুভবিজয় করেন, সে সময় এই মহামতি সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং মীরাটের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করেন। ইনি একসময় স্বমুখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, এইবার যে সময় শ্রীল প্রভুপাদ মীরাটে শুভাগমন করিবেন, সেই সময় আমি শ্রীল গুরুমহারাজকে হস্তী-অশ্ব-পদাতিক-বিবিধ বাদ্যভাণ্ড-পুষ্প-মাল্য-পতাকাদি-দ্বারা সুশোভিত এক বিরাট্ শোভাযাত্রা লইয়া এমন ভাবে অভ্যর্থনা করিব, যাহা কখনও ইতঃপূর্ব্বে মীরাটবাসী কেহই দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজের প্রতি এই লালাজীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি স্বামীজীর মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারবিষয়-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা মীরাটের প্রচারকার্য্যে তাঁহার ন্যায় একজন সত্যানুরাগী সজ্জনের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। আমরা আশা করি, তাঁহার পরিবারবর্গও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আত্মার শ্রীতিবিধানে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিশ্ব-বৈষ্ণবসমীপেষু বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নবদিবসব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তগণের যথোচিত সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীশ্যামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম-এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম. এ), শ্রীগিরিজা বিদ্যারত্ন (এম-এ, বি-এল) এবং শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, গোপডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, রেপাড়া)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, নাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সদর নবদ্বীপ, গঙ্গাধরীয় কোল ও চর, ভেবরির কোল, কোল আবাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইচপুর, চম্পাহাটি বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার (একাদশী)।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, সমরপুর, ইন্দ্রাকপুর, গজের ডাঙ্গা)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৫ মাধব, ৪৪৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাব্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষে হরিসঙ্কীর্তন, নামসংকীর্তন, মনোহরসাহী কীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭-৩০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাধারাপুষ্ট কৃষ্ণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিবারে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ১৭ই মাঘ, ২-শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।**

নিবেদক—

ভক্তিভূষণ
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী
সহকারী সভাপতি,
কার্য্যকরী-সমিতি।

রাজর্ষি কুমার রায়বাহাদুর,
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
এম-এ, প্রাক্
সাধারণসমিতি-সম্পাদক

ই. বি. আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ডাঃ ০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪,	১৭—৫৭,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ ৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—১২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ ৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪	১—১৪
গাড়ী বদল	ডাঃ ৬—৫৫,	১০—১৫,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ ৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ ৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৮,	২৩—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই. আই. আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ তালিকা

হাওড়া	ছাঃ ৬—৫৩	৯৭—৫৬	১১—৩৬	১৮—৩৬	
খাণ্ডেল	ছাঃ ৮—১০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৩০	
নবদ্বীপ	পৌঃ ১০ ২২	১৩—৫৪	২০—৪৬	২১—৩৭	

সকল নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

গৌড়—উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রবাসী ইউরোপি পরমহংস আচার্য্য শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, জিঃ—নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৪০; ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৪শ সংখ্যা

সরস্বতী-জয়শ্রী

পরবিদ্যাস্বরূপিণী বিবদ্রূঢ়িময়া অতিমর্ত্যা গৌরশক্তিই—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম: তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের রূপ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ছায়ারূপিণী সরস্বতীর সহিত বৈশিষ্ট্য-নিরূপণের জন্য শুদ্ধা সরস্বতী একপক্ষ-ব্যবধানে প্রাকৃত পুরুষোত্তম-বাদের ভূমিকা শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর জয়শোভা-শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন-দ্বারা যে পূজা বিহিতা হয়, তাহাই ব্যাসের কৃতা। ব্যাস নারায়ণ-নরোত্তম-নরঋষি ও পরবিদ্যারূপিণী সরস্বতীর বন্দনা করিয়াই তাঁহার 'জয়'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর জয়শোভা-কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রকৃত 'ব্যাসপূজা' অনুষ্ঠিত হয়—ব্যাসের মনোঽভীষ্টের পূর্ত্তি হয়। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর জয়গান-কীর্ত্তনই ব্যাসপূজার উপচার ও উপায়ন।

'শ্রী'-অর্থে সরস্বতী, শোভা, লক্ষ্মী, রূপ, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, বিভূতি প্রভৃতি। যে শুদ্ধা সরস্বতী বা বাণী দ্বারা সংসার জয় হয়, তাহারই শোভা বা কীর্ত্তিপূর্ণ গ্রন্থ—'সরস্বতী-জয়শ্রী'। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীরূপেরই জয় গান করেন, তাই তিনি রূপানুগবর। সর্ব্ব সেবা-শোভার আকর-স্বরূপা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী

বার্ষভানবীর জয়গান শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণীতেই জগতে প্রকাশিত হন। বার্ষভানবীর পদনখের জয়শোভা সেবামূর্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেই দর্শন হয়, এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন-'জয়শ্রী' বলিয়া রূপানুগ ভাগবতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এজন্যই লীলাশুক কর্ণামৃতের মঙ্গলাচরণে গুরুপাদপদ্মের প্রণাম করিতে গিয়া জয়শ্রীর জয়গান করিয়াছেন :—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরূংশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদ-কল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু
লীলাস্বয়ংবরসং লভতে জয়শ্রী।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যখন জীবের 'চেতোদর্পণ' পরিমার্জ্জিত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবেন, সংশোজ্জ্বল চেতোদর্পণে যখন শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা প্রতিফলিত হইবে, তখনই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপায় পরিস্নাবধূজীবন, আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন, প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন-প্রয়াস ও সর্ব্বাত্মস্নপন-বিধানকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের জয়শোভাস্বরূপা জয়শ্রীর সেবাপরাকাষ্ঠা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীচৈতন্য সরস্বতী-পূজাই আমাদিগকে জয়শ্রীর পাদপদ্ম দর্শন করাইতে পারে, এজন্য বৈয়াসকি-সম্প্রদায় প্রাকৃত শিশুগণের ন্যায় সরস্বতীর ছায়া-মূর্ত্তিতে বিমোহিত না হইয়া শ্রীপঞ্চমীতে গৌর নারায়ণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর আরাধনা এবং কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আরাধনা করিবেন।

এই পূজার আগমনে গীতি আচার্য্যপাদপদ্মানুরাগিজনগণের হৃদয়-প্রাঙ্গণকে চন্দনমালা, মঙ্গলঘট, অভিষেকবারি ও বিচিত্র কুসুমাঞ্জলি-চয়নের উদ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলুক। আমরা সতীর্থ ভ্রাতৃগণকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আবির্ভাব-তিথি-পূজার দিন অতি-সন্নিকট; উপায়ন-সংগ্রহে আমরা সকলেই যেন সম্মিলিত হইতে পারি।

"শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী" 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' ও 'অষ্টোত্তরশতবৈভব' নামক অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীআচার্য্য-প্রকটতিথির বিশেষ উৎসব-কালে প্রকাশিত হইবেন, আশা করা যাইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ

গত ১লা মাঘ (১৩৪০), ১৪ই জানুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বিশ্বরূপময়ত্রয়ীরূপী স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পরম মহারাজ বীরবিক্রম-কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর নিজ পাত্র-মিত্রবর্গ-সহ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজের সমভিব্যাহারে মান্যবর রাজা সোমরঞ্জন বাহাদুর; মেজর কুমার ডি, এন্ দেববর্ম্ম বাহাদুর, মহারাজ কুমার বৃজ্জ-কিশোর দেববর্ম্ম আই,সি,এস; ক্যাপ্টেন কুমার বি, এন দেববর্ম্ম বাহাদুর, আসিষ্টেণ্ট রাজা স্পেশাল অফিসার বাহাদুর; ক্যাপ্টেন কুমার পি, কে দেববর্ম্ম বাহাদুর; সুবাদার কে, সি দেববর্ম্ম বাহাদুর; বাবু বিজেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি পারিষদবর্গ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতি মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদয়িত গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সাধারণ

সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় এবং সভার অন্যান্য সম্পাদকগণ পঞ্চশ্রীক মহারাজ বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভ্যন্তরে সাদরে আনয়ন করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সাধারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমপূজ্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বৈষ্ণব-মহারাজ পঞ্চশ্রীক মাণিক্য বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্য-মন্দিরের সভামণ্ডপে সভাপতির মঞ্চে অভ্যর্থনা করিলে মহারাজ বাহাদুর সিংহাসনে উপবেশন করেন। প্রভুপাদও মহারাজের পার্শ্বস্থিত আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভামণ্ডপীয় হর্ষসূচক মহাধ্বনির মধ্যে সভামঞ্চে বিরাজিত হইলে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও মহামহোপদেশক শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয় যথাক্রমে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যিকায় বিভূষিত করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে সময়োচিত উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণের পক্ষ হইতে সুবর্ণনবদ্বীপাধিপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণ-বেদান্ত-বহুদর্শনতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন।

বিষমসমরবিজয়ি-পঞ্চশ্রী-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-
শ্রীমদ্বীরবিক্রমকিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদুরমহামহোদয়ায়
প্রদত্তমভিনন্দনপত্রমিদম্

হে বিশ্বশ্রুতকীর্ত্তিচন্দ্রকুলজশ্রেষ্ঠ প্রতাপাতুল
স্বাধীন-ত্রিপুরানরেশ্বরবর শ্রীমন্ সভাবন্দ্য।
শ্রীগৌড়ীয়গণে সদা প্রণয়িনং লব্ধ্বা ভবন্তং বয়-
মানন্দৈরভিনন্দ্যামানমনসা বন্দামহে স্বাগতম্ ॥১॥
বিশ্বৈশ্বর্য্যকুলশ্রিয়ামপি ভবন্ সমাগ্ ভবান্ ভাজনং
প্রায়েণেহ সদর্থনাশনকৃতাং যদ্ বৈষ্ণবপ্রীতিমান্।
নেদং চিত্রচরিত্রমত্র ভবতঃ পূর্ব্বানুকার্য্যাগ্রহাৎ
কাচো নৈব মহামণেঃ খনিষু যদ্ গাথা জগদ্বিশ্রুতা ॥২॥
জ্যেষ্ঠস্তে প্রপিতামহঃ সুগুণভাগীশানচন্দ্রাভিধো
নিত্যানন্দকৃপাশ্রয়েণ নৃপতিঃ শ্রীমানভূদ্ বৈষ্ণবঃ।
রাজ্যে বৈষ্ণববৃন্দরক্ষণহরিপ্রীতিক্রিয়াসাধনা-
ত্তস্মাদেব ভবৎকুলস্য প্রথিতির্জাতা মহাহলৌকিকী ॥৩॥
তদ্ভ্রাতা প্রপিতামহস্তব বরঃ শ্রীবীরচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাদিবৈষ্ণবমহাগ্রন্থান্ প্রকাশ্যাগ্রহাৎ।
দত্ত্বা সদ্ম ইহ প্রচারমনঘং ভক্তেঃ কথামুত্তমাং
শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণীপরিষদশ্চাসীৎ পতিঃ সদ্গুণঃ ॥৪॥
তৎপুত্রশ্চ পিতামহস্তব সতাং রাধাকিশোরঃ প্রভুঃ
শ্রীমান্ ধামপ্রচারিণীপরিষদঃ স্বামিত্বমন্বগ্রহীৎ।
শ্রীমায়াপুরবন্দিরে সুললিতং সংস্থাপ্য সদ্বিগ্রহং
রাধামাধবয়োশ্চ সেবনকৃতে বৃত্তিং যথাং সম্মুদা ॥৫॥
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরকস্তব পিতাঽপ্যস্যাঃ সভায়াঃ পতি
র্নানাসদ্গুণরাজিমণ্ডিতমহাকীর্ত্তিঃ সদাসীৎ প্রিয়ঃ।
তেষামেব সুনন্দনং গুণগণৈরানন্দনং সংসদঃ
সভ্যাস্ত্বামভিনন্দয়ন্তি হৃদয়ানন্দেন সংবর্দ্ধিতাঃ ॥৬॥
বঙ্গশ্রেষ্ঠনরাধিপত্যপদবীং লব্ধ্বা প্রসাদোত্তমং
সম্প্রাপ্তো বয়সা নবোঽপি কৃপয়া সম্বর্দ্ধিতঃ শ্রীগিরা।
তস্মাৎ সদ্বিনয়ান্বিতস্য ভবতঃ সঙ্গঃ সতাং বাঞ্ছিতঃ
সদ্রাজাশ্রয়তো যতঃ প্রবলতাং ধত্তে সুধর্ম্মঃ সদা ॥৭॥
সর্ব্বৈঃ কাম্যসুখৈঃ সমাপ্তমনসঃ প্রার্থ্যং ন চাস্তি ক্ষিতৌ
তস্মাৎ কেবলমেব শান্তিসুপদং নিত্যং বিচিন্ত্যান্তরে;
দীর্ঘায়ুর্হরিসজ্জনাশ্রয়যুতং সংকাঙ্ক্ষতে সর্ব্বথা
কল্যাণং কুরুতাং স্বয়ং স ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রস্তু তে ॥৮॥

১৮৪৪ শকাব্দীয়-মাঘমাসস্য প্রথমদিবসে
কলিকাতা - শ্রীগৌড়ীয়মঠতঃ.

বিনীত—
শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণীসভা-সভাবৃন্দেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সাধারণ-সভার সম্পাদক ত্রিপুরেশ্বর কুমার বাহাদুর রাজর্ষি আশুতোষের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্-এ, প্রাক্ত, বেদান্তভূষণ মহাশয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় রচিত একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন এবং অভিনন্দন পত্রখানি একটি সুন্দর কারুকার্য-মণ্ডিত রৌপ্যাধারে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক-কিশোর দেবশর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর মহোদয়কে উপহার প্রদান করা হয়।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক-সূত্রে ইংরাজী ভাষায় [illegible] অভ্যর্থনা-সূচক এবং ত্রিপুরার বৈষ্ণবরাজবংশের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য নানা-প্রকার সাধুচেষ্টার কথা কীর্ত্তন করিয়া একটি সুদীর্ঘ মনোরম অভিভাষণ প্রদান করেন।

গৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ত্রিপুরার বৈষ্ণব-রাজবংশের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীবিগ্রহ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে বিভিন্ন ভাবে আনুকূল্যের কথা বর্ণন করিয়া মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন।

"বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদেবের বিধবাপত্নীবিজয়ী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বংশগত শক্তিমন্ত্রের উপাসক হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রীতি-বিশিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দবংশকে গুরু-পদে বরণ করেন। তাঁহারই স্বনামধন্য মহামান্য ভ্রাতৃদেব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহ। তাঁহার রাজত্বকালে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ত্রিপুরারাজ্যে হরি-কথা-প্রসারার্থে শুভবিজয় করেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া যেমনই আনন্দিত হন এবং সেই সময় মহারাজের রচিত পদাবলী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার প্রকাশার্থ প্রদান করেন। মহা-রাজের উক্ত কবিতাবলী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণীর ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যায় (১৩০২ বঙ্গাব্দ, মাঘ) প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজ সাধারণে বিতরণ এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য নানা-ভাবে সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা প্রচার করিয়াছেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ পুনঃ সং-স্থাপনের আনুকূল্য করিয়া গৌরজন্মস্থলীর সেবার অগ্রণী এবং মেরুদণ্ডস্বরূপে বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজের মহামান্য পিতৃদেব মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ প্রভুপাদের প্রচারে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজও বৈষ্ণব-রাজবংশের সুযোগ্য উত্তরাধি-কারিসূত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ত্রিপুরার এই বৈষ্ণব-রাজবংশের আদর্শ দর্শন করিলে মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি স্বাধীন বৈষ্ণব-মহারাজগণের স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হয়। মহারাজ পৃথুর সম্বন্ধে—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥" (ভাঃ ৪।২১।১৭)

—এই ভাগবতীয় বাণী আমরা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজবংশেও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। এই রাজবংশ যে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের সম্মান দানেন—ইহা ভারতের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আদর্শ।

বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অধিকতর-ভাবে আকৃষ্ট হইবারই আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত এবং শ্রীর গৌরবে বিভূষিত হইয়াও বর্ত্তমান মহারাজের ও মহারাজের স্বনামধন্য পূর্ব্বপুরুষগণের সেবা-চেষ্টা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা জগতের নিকট একটি প্রধান শিক্ষা।

কলিকাতা-মহানগরীতে সনাতনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সুবৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই প্রতিষ্ঠানে মহারাজের শুভাগমন পারমার্থিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই মঠেরই আকর-মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ত্তা আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীবিষ্ণু-ক্ষিতি-রাজসভার বর্ত্তমান সভারাজ শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের আদেশ বহন করিয়া—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী সার্থকতা-মণ্ডিত করিতেছেন। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরনাম ও গৌরধাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি ত্রিপুরার রাজবংশের নামও মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার বা শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর সেবকত্বে অভিষেক সেবকাগণের পক্ষেও স্পৃহণীয়। "মহাপ্রভুর সেবক" পদবীতে অভিষিক্ত হইলে মন্বন্তরাদির পদও অতিতুচ্ছ বোধ হয়।

বর্ত্তমানে মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বৈষ্ণবরাজবংশের বৈষ্ণবী কীর্ত্তি-সংরক্ষণে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ। পরন্তু আমাদের বিনীত নিবেদন—শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজ সুযোগ্য ভাগবত-ভক্তরাজের উপদেশ ও নিয়ামকত্বে প্রকাশিত হইলেই তদ্দ্বারা ভুবনমঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে। আশা করি, শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর এই বিচার মাননীয় মহারাজের দ্বারাও অভ্যর্থিত হইবে।

উপসংহারে আমরা মহারাজকে পুনরায় অভিনন্দিত করিয়া জানাইতেছি যে,—শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র আরও বিপুলভাবে প্রচারিত ও বিঘোষিত হয়, যাহাতে এই সংঘর্ষের যুগে সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত প্রেমের রাষ্ট্রতন্ত্র এবং এক অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের স্বরাট্ তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য বৈষ্ণব-মহারাজের সহযোগ একান্ত আবশ্যক। মহারাজ সেই সহযোগিতায় প্রতিশ্রুত আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

অধিবেশনের সভাপতি-সূত্রে পক্ষশ্রীক মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন—

মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ

President-Acharyya and Member of the Sree Viswa Vaishnav Raj-sabha, Members of the Navadwip Dham Pracharini Sava and gentlemen,

I cordially thank you all for the very warm reception you have given me this evening, and for the addresses with sentiments of good wishes and kind congratulations. It has given me the greatest pleasure to visit your illustrious institution and to have the opportunity of meeting your revered and worthy President and other members.

It would be superfluous for me to refer to the wellknown and manifold activities of Sree Gaudiya Math with its numerous branches in India in propagating the glorious Precepts of Lord Sree Gauranga. I was specially interested to hear of the valuable work now being carried on in Europe, and of the recognition it is receiving from the highest quarters. I feel that there is a special need for such work at the present moment both in India and abroad, and I have no doubt that with the blessings of the Lord, the laudable efforts of Sree Gaudiya Math will continue to bear fruit, and be for the real and permanent benefit of humanity.

Gentlemen, you have made many kind references to the religious zeal of my most revered forefathers for which I heartily thank you. It may interest you to know that steps are being taken to revive the memory of my illustrious great-grand-father, Maharaja Birchandra Manikya Bahadur, by the republication of the sacred SreeSreemad Bhagabat which will always

remain a monument to his versatile genious in Vaishnav Philosophy and literature.

In conclusion, allow me, gentlemen, to thank you all again for your kind reception and to wish you all sucess in your noble mission.

Dated, Calcutta,
the 1st Magh, 1343 T. B.

[বঙ্গানুবাদ]

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবর্য, সভ্যবৃন্দ, নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য অত্রত্য মহোদয়গণ আপনারা আমাকে যে সাদর সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দনসমূহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনাদের অভিনন্দনাবলী আমার প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রীতি-ভাবোদ্দীপক মণ্ডিত হইয়াছে। আপনাদের এই সমাদৃত প্রতিষ্ঠান দর্শন এবং এই প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যবর্য্য আপনাদের প্রপূজ্য ও সুযোগ্য পাত্ররাজ প্রভুপাদ এবং সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি আজ আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায়িত উপদেশ-প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাঁহার বিভিন্ন শাখা-মঠের সহিত যে-সকল সৎপ্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মাত্র। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যুগোপযোগী পরমপ্রয়োজনীয় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্তপদবী হইতে যে সকল সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন লাভ করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ-অনুভব করিয়াছি। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ এবং বাহিরে—উভয়তঃই এইরূপ প্রচারের যে বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে, তাহা আমি অনুভব করিতেছি এবং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী ফলপ্রসূ হইবে এবং তদ্দ্বারা মানব-জাতির প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উপকার সাধিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রপূজ্য পূর্ব্বপুরুষ-গণের, সনাতনধর্ম্মপ্রচারে উদ্যমের যে সকল কথা কৃপা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বোধ হয় আপনারা শুনিয়া প্রীত হইবেন যে, আমার স্বনামধন্য পিতামহ মহারাজ বীরেন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য পরম পবিত্র গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃ প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। ইহা আমার প্রপিতামহের বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্যে বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজিত থাকিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, উপসংহারে আমি, আপনারা আমার প্রতি যে সকল অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আপনা-দিগের এই মহৎকার্য্যে সর্ব্বপ্রকার কৃতকার্য্যতা ইচ্ছা করিতেছি।—কলিকাতা, ১ মাঘ, ১৩৪০ ; ১৩৪৩ টি, ই।

অতঃপর মহামান্য মহারাজ বাহাদুর আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক-সূত্রে রাজর্ষি কুমার সরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ, বেদান্তভূষণ মহোদয় মহারাজ বাহাদুরের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার-কার্য্যে নানা প্রকারে আনুকূল্য ও সহানুভূতি দর্শন এবং শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দির দর্শনে স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সভার সভ্যগণকে উৎসাহিত করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়া সপার্ষদ মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্ম-বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক একটি পদ কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনির সহিত স্বাধীনত্রিপুরাধিপতির জয়-বিঘোষণ-মুখে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ মহারাজকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ-শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া যান। মহারাজ সস্ত্রীক শ্রীমন্দিরে উঠিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ ভক্তি ও ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীমঠ হইতে বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর তাঁহার পাত্র-মিত্র-সমভি-ব্যাহারে পূজাবৃদ্ধিতে আনন্দ-সহকারে কিঞ্চিৎ ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করেন এবং শ্রীতি প্রফুল্লমুখভরণে কথোপকথন-মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সন্তোষ

তথা বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। প্রায় ৭-৫০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণোচ্চারিত হরিধ্বনির মধ্যে মহারাজ বাহাদুর বিদায় গ্রহণ করেন। যাইবার সময় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সকলকেই প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন।

সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কবিরাজশিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি ও তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র শ্রীমান্ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ এম-এ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত; শ্রীযুক্ত কে, এন, বসু; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত এস্, এন, মুখার্জী; শ্রীযুক্ত বি, এন, মুখার্জী; ক্যাপ্টেন জে, এম, ব্যানার্জী, বালিঘাটির জমিদারগণ প্রমুখ সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহামহোৎসব

অদ্য ৬ মাঘ (১৩৩০), ২০ জানুয়ারী (১৯২৪) শনিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী উৎসব; আগামী ৮মাঘ, ২২ জানুয়ারী (১৯২৪) সোমবার মহাবিষুব অবতারশিরোমণি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব; ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী (১৯২৪) বুধবার শ্রীরঘুনাথাচার্য্যের তিরোভাব; ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার ভৈমী একাদশী; ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী (১৯২৪) শ্রীশ্রীবরাহদ্বাদশী এবং ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী রবিবার গৌরাব্দোদয়দিবসে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজ-সভার আকর ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি যাবতীয় শাখা-মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ ও কীর্ত্তন-বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হইবে। সজ্জনগণ ঐ সকল বিশেষ দিবসে বিশেষভাবে যোগদান করিয়া শ্রীমঠসেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

'বোম্বে ক্রনিকল্'-পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

গত ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৩ তারিখের "বোম্বে ক্রনিকল্" নামক বোম্বের প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলোক-চিত্র-সহ "Gaudiya Math, its origin and recent activities" অর্থাৎ "শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও তাঁহার আদিপরিচয় এবং বর্ত্তমান কার্য্যাবলী" শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ একস্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে "শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার আদি পরিচয়, সভার পঞ্চরাত্র-পারম্পর্য্য, উক্ত সভা-কর্ত্তৃক পরিচালিত আকরমঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তাঁহার ভারত ও ভারতের বহির্দ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শাখামঠসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী, শ্রীধাম মায়াপুরে 'সর্ব্ববিদ্যাপীঠ' নামক সংস্কৃত ও 'ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে সৎশিক্ষাপ্রদান এবং গভর্ণমেণ্ট বৃত্তিপরীক্ষা-ব্যতীত শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে 'ভক্তিশাস্ত্রী', 'আচার্য্য' ও 'সার্ব্বভৌম' পদবীধারণ-প্রবর্ত্তন-দ্বারা সকলকে পরবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান, নৈমিষারণ্যে 'ভাগবতপাঠশালা' সংস্থাপন, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ প্রচারকগণকে দেশ-বিদেশে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, শ্রীধাম-সেবায় ঔজ্জ্বল্যবিধান, বেদ-বেদান্ত-গীতা-ভাগবতাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য সকল দেশের সকল লোকের বোধোপযোগী করিবার জন্য বিভিন্নভাষায় গ্রন্থ-সঙ্কলন ও সাময়িক পত্র-প্রচার, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজী ভাষায় মাসিক 'হারমনিষ্ট', বঙ্গভাষায় দৈনিক 'নদীয়াপ্রকাশ' ও সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', যুক্তপ্রদেশ হইতে হিন্দীভাষায় পাক্ষিক 'ভাগবত' পত্র, উড়িষ্যাদেশ হইতে উৎকল ভাষায় পাক্ষিক 'পরমার্থী', আসাম হইতে আসামী ভাষায় মাসিক 'কীর্ত্তন' — এই ছয় খানি পারমার্থিক পত্র পরিচালন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে তত্রত্য সর্ব্বপ্রধান মনীষিবর্গের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার, লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বন মহারাজের লর্ড রেডিং মহো-

—নিজের স্বরূপতঃ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে গুরু-হরির ইচ্ছানুবর্ত্তন। তাহা না করিয়া লৌকিক আনুষঙ্গিকের আনুগত্য করিতে গিয়া দীক্ষার কোন কোন অঙ্গকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করিবার ছলানুসন্ধান শাস্ত্রসঙ্গতির অভাবই জ্ঞাপন করে। আচার্য্যদেব দীক্ষাদানকালে শাস্ত্রসম্মতির বিধানানুসারে দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করেন; উপনয়ন-সংস্কার তাহাদের অন্যতম। যিনি বা যাঁহারা শিষ্যকে স্বার্থানুসন্ধান-মূলে বর্ণবিধ সংস্কারে সংস্কৃত না করিয়াই দীক্ষা (!) প্রদান করেন, অথবা মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা-দর্শনে ঈর্ষা-মূলে তদনুকরণে দশসংস্কারোপি প্রদান করিয়া লোক-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য নহেন এবং সেই অনুষ্ঠানকে কখনই প্রকৃত 'দীক্ষা' বলা যাইতে পারে না। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধি-বাতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি-যজন-যাজন উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিগর্হিত বাক্য বলেন এবং যে ব্যক্তি তাহা অন্যায় পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই নরকগামী হন।" ইত্যাদি।

করাচীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ করাচীর বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ গত ৪ই পৌষ (১৩৭০), ২০শে ডিসেম্বর (১৯৬৩) তারিখে গান্ধীবাগানের নিকট শ্রীযুক্ত বাবু জি, সি, রায়মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীমহারাজের মুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ করাচীপ্রবাসী বাঙ্গালী ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক সমবেত হন এবং সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। ৬ই পৌষ স্বামীজীমহারাজদ্বয়ের বাসায় বহু ভদ্রলোক আগমন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজ তাঁহাদের নিকট প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর ৭ই পৌষ শুক্রবার শ্রীপাদ নেমি মহারাজ তাঁহাদের বাস-স্থানে ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

৯ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ করাচী-ব্রাহ্মসমাজে 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসমাজে বহু সিন্ধি বালক-বালিকা বঙ্গভাষায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন করে। তাহারা বঙ্গভাষা অতি সুকরুণরূপে উচ্চারণ করিতে পারে। সেখানে অধিকাংশ লোকই আপনাদিগকে মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

করাচী হইতে গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ করাচীর থিওসফিক্যাল-হলে বিশিষ্ট জনমণ্ডলী-মণ্ডিত একটি সুবৃহতী সভায় "Development of Theism" (আস্তিক্যবাদের ক্রমোন্নতি) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৬৩) ধানাপুর-সনাতনধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভার সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচরণ থানাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ পাটনা-সিটি-স্কুলমিলের মোটর-যোগে সভায় যোগদান করেন এবং সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদেওজী চোখানি মহোদয়ের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতা-শ্রবণে প্রীতি লাভ করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর স্বামীজী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারি বাবুর আহ্বানে তদীয় ধানাপুরস্থ বাসভবনে ছায়াচিত্র-যোগে গুরুপাদপদ্ম ও সদ্গুরু-সম্বন্ধীয় বিচারাদি কীর্ত্তন করেন।

গত ২৭শে জানুয়ারী স্বামীজী পাটনা মিঠাপুর নিবাসী রায়বাহাদুর বংশীধর পাঁড়ে ডি এস্‌পি আই বি মহোদয়ের বাসভবনে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৬৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ডাঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী (বি-এস্-সি, এম্-বি, এম্-আর-সি-পি, এডিন্‌বার্গ, ডিমন্‌ষ্ট্রেটার, মেডিক্যাল কলেজ) মহোদয়ের ১নং বক্সিরাপুকুর, শ্যামবাজারস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন।

মর্ম্মানুবাদ।

গত ১১ই ফাল্গুনী (১৩৩৩) রাত্রে বারাণসীর মহামান্য মহারাজ কাপ্তেন আদিত্যনারায়ণ সিংহ কে, সি, এস্, আই বাহাদুর তাঁহার এ-ডি-সি মাননীয় কর্ণেল বিজয়-প্রসাদ সিংহ মহোদয়ের সহিত কাশী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক পরিচালিত কাশী-মিছিরপোখরাস্থ সংবিধা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করেন। মহারাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্র-সাহায্যে প্রদর্শিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় শিক্ষার দৃশ্যসমূহ-দর্শনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। প্রদর্শনীটি আগামী ২২শে ফাল্গুনী (১৩৩৪) পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে।

ভূকম্পন

পূর্ব্ব বঙ্গে মাঘের প্রথম দিবসে (১৩৩০), ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৪) সোমবার প্রকৃতিদেবী মাত্র কএক মিনিটের জন্য তাঁহার যে রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিজ্ঞানবাদী জগৎ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। যান্ত্রিক সভ্যতা, বিজ্ঞানের গবেষণাগার, রাজনীতিক মনীষি-গণের নানাপ্রকার পরিকল্পনা দুর্য্যোধনের দূতপ্রকৃতি লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত বাদ-বিসম্বাদ ও আস্ফালনের ছবি-প্রতি-চ্ছবি, রঙ্গালয়ের আমোদ-প্রমোদ, চলচ্চিত্রাগারের নানা-প্রকার রসযোজনা নিমেষের মধ্যেই অসার ও অসার-ক্ষেত্র করিয়া দিতে যে প্রকৃতির ইঙ্গিত সমর্থ হইয়াছিল, সেই বহিরঙ্গা শক্তির নায়ক কে?—এই প্রশ্ন ক্ষণকালের জন্যও অনেকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। প্রকৃতির সেই মুহূর্ত্ত-কালব্যাপী রুদ্ররূপের সহিত বাস্তিক কৌশল বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—যেন কি, বৈজ্ঞানিকগণ এই ভূকম্পনের কতকগুলি কারণ আঁধারে হাতড়াইবার ন্যায় নির্দ্দেশ করিলেও মূলকারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। পারমার্থিক বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বমূলকারণরূপে ইহাকে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার দণ্ডলাভের যোগ্য কারাগারের অন্যতম তাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্য ত্রিতাপের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য বৃথাই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রাকৃত সংখ্যাতীত ভূতীয়ের বাস্তব স্বরূপের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যে সকল নাস্তিকসম্প্রদায় ধন-মদে, বিদ্যা-মদে, রূপ-রস-মদে মত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিকে 'ফল্গু' দেখাইতে বলিয়াছেন, যাঁহারা উচ্চ অট্টালিকার শিখরে আরোহণ করিয়া ভগবৎসেবকগণের মঠ-মন্দিরাদির অপ্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করিতেছেন, যাঁহারা আগন্তুক সর্ব্বপ্রকার রক্ষা-কবচ আহরণ করিয়া জীবনবীমা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ আকাশ-পাতাল-আলোড়নময়ী চেষ্টার মূল্য কত নগণ্য, তাহা সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তির নিমেষমাত্র ইঙ্গিত সেদিন দেখাইয়াছিল। কিন্তু এ অনুভূতি কতক্ষণ? বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা মনের দাগের ন্যায় অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সাহেবের নাপুলের ন্যায় পুনরায় বহির্ম্মুখতা আবার ওটাইয়া বসে। যাহা হউক, ভগবদ্ভক্তগণ সম্পদে বিপদে একমাত্র 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোক গান করিয়াই কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিয়োগ করেন। ভগবদ্ভক্ত নিজের জন্য ভাবেন না বলিয়াই ভগবান্ ভক্তের জন্য ভাবেন। হিরণ্য-কশিপু সর্ব্বপ্রকারে তাহার জীবন বীমা করিয়া রাখিলেও তাহার অপ্রত্যাশিতভাবেই নাশের জীবন বিনষ্ট হয়; আর প্রহ্লাদ অনলশয্যায় পর্ব্বত হইতে পতিত, হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত, এমন কি বিষপ্রয়োগে যমদ্বারে নীত হইবার শত-সহস্র লৌকিক চেষ্টা সত্ত্বেও একমাত্র ভগবৎকৃপা-বলে অত্যাশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হইয়া থাকেন। কত ভূকম্পনে উক্ত-বিহারে একটি খড়-প্রলয় হইয়া গিয়াছে। মজঃফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, চম্পারণ, পাটনা, দারবঙ্গ, কাশী, দার্জ্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রকৃতিদেবী যে তাণ্ডবলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। কত কত রাজপ্রাসাদ—উচ্চশিরঃ সৌধের গর্ব্বোন্নত মস্তক যেন রুদ্রলীলাময়ী প্রকৃতিদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যাঁহারা উহাদিগকে সেইরূপ গর্ব্বশিখরে আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও সঙ্গে করিয়া চিরতরে ভূপতিত হইয়াছে। জীবিতকালের আশ্রয়স্থলসমূহ মরণের চির-সমাধিরূপে পরিণত হইয়াছে।

পাটনায় ও কাশীতে এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থি

প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। উক্ত-বিহারের নানাস্থানে অবস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বহু ভক্ত ও প্রচারকেন্দ্র-সমূহও বিশেষভাবে আছেন। আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে ভগবদ্বিদ্বেষের সর্ব্বত্রই ভক্তগণ এবং প্রচারকেন্দ্রসমূহ এই ভূকম্পনে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। মুঙ্গেরে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের এবং প্রভুপাদের একজন নিকট ও পরমোৎসাহী সেবক বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট-অডিটর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় সপরিবারে মুঙ্গেরে সাক্ষাৎভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। আচার্য্যপাদপদ্ম-সতীর্থগণ সকলেই সেই ভগবৎসেবকের জন্য পড়িয়াছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] কলেজের অধ্যাপক সান্যাল মহাশয়ের অধ্যাপক সান্যালও মধুসূদন বাবুর জন্য [illegible] ছিলেন। মুঙ্গেরের টেলিগ্রাফের তার [illegible] বিশ্রির হওয়ায় মধুসূদন বাবু ভাগলপুর হইতে [illegible] টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

Gaudiya, Calcutta.

16-1-34

15th at 2-30 p. m. violent earth quake Munghyr. All houses at chawk destroyed. Rajasahib's palace. Rai Bahadur Dilip Narayan's house, Rajniti Babu's house also levelled down to the ground. Loss of life countless at Saribazar. Almost all house except mine destroyed. Many inmates killed, **Myself with family providentially saved.**

পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহের পারিপার্শ্বিক সমস্ত গৃহ ও স্থানগুলি ভূমিসাৎ ও বিনষ্ট হইলেও অত্যাশ্চর্য্যভাবে প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীচৈতন্য-মঠ ও আচার্য্যের সেবক ভগবদ্ভক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনই ক্ষতি হয় নাই। তাঁহারা সকলে ভগবৎসেবাকার্য্যে এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে রত ছিলেন। কেবল সাময়িক ভয়ে ভীত হইয়া "বিপদে মধুসূদন" স্মরণের যৌক্তিকতা আচার্য্য-সেবক মধুসূদন দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ তিনি এ সকল কথা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনরত ছিলেন। তাই "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—এই শাস্ত্রীয় বাণী তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আমরা আমাদের অন্যান্য সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন মঠাশ্রিত হইতেও প্রভুপাদের কৃপায় অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাঁহাদের নিরাপদ্ বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছি। ভগবৎ-সেবকগণ জয়যুক্ত হউন কেন না, তাঁহারা আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পূরণে নিযুক্ত, তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণের সম্পত্তি। কৃষ্ণ তাঁহাদের দেহ-দ্বারা জগতের অনেক নিত্য মঙ্গলের কার্য্য বিধান করেন। যেরূপ সমস্ত বাটীকা জলপ্লাবিত হইলেও একমাত্র ভগবদ্ গৃহ জলপ্লাবিত হয় না, তদ্রূপ শ্রীমধুসূদন প্রভুর শ্রীগুরু-কৃপায় নিরাপদ্ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও আমাদের সেই প্রতিরই উদয় হইতেছে। ভগবান্ নিজ-ভক্তকে রক্ষা করেন।

শ্রীব্যাসপূজা।

আগামী ২১ মাঘ (১৩৪০), ৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীআচার্য্য-প্রকটতিথি। এ বৎসর আচার্য্যের ত্রিংশ-পূর্ত্তি-তিথি বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান এবং পূর্ব্ব সাধক আচার্য্যগণের সহিত শ্রীল আচার্য্যের পারমার্থিক যোগসূত্র এবং প্রচারের ভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনার্থ একটি মৌলিক ও অভিনব ধর্ম্মসভা উদ্যোচনের সঙ্কল্প হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আচার্য্যের একটি সুবৃহৎ জীবনচরিত "সরস্বতী-রশ্মি" নামে জগতে প্রকাশিত করিবারও চেষ্টা হইতেছে। যেরূপ বিপুলভাবে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইবার পরিকল্পনা ও সঙ্কল্প আছে, তাহাতে এত সঙ্কীর্ণ সময়ে শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ অবগত আছেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটতিথিতে অনুষ্ঠানের উপকরণ-সমূহ এখনও সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ ভক্তিবিলাসী বিশ্বম্ভরদেব প্রভু উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে অর্থাৎ ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে সতীর্থগণকে কেবলমাত্র আচার্য্যাবির্ভাব-তিথি-পালন-ব্রত আচরণ করিয়া বিশেষ উৎসব ও তদুপলক্ষে প্রদর্শনী-উদ্ঘাটন, আচার্য্য-চরিত্র প্রচার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীর সম্পাদন-উৎসব পরে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে সম্পাদন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব **মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী রবিবারদিন আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অভিনন্দনাদি পাঠ হইবে। সতীর্থগণ তিথিপূজা উপলক্ষে ঐদিন যোগদান করিবেন। বিশেষ উৎসবের তারিখ পরে জানান' হইবে।**

সরস্বতী-জয়শ্রী

"সরস্বতী-জয়শ্রী"র জন্য যাঁহারা উদ্গ্রীব আছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা জানাইতেছি যে, আচার্য্যের জীবন-চরিতের গ্রন্থ-কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রন্থ ব্যাস-পূজার সেই বিশেষ উৎসবের সময়েই প্রকাশিত হইবেন।

'সরস্বতী-জয়শ্রী' খুব নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মুদ্রিত হইতেছেন। কাজেই যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখন হইতেই তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর প্রভুর নিকট আবেদন করিবেন। তপস্যবিজ্ঞায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিলে ইহা পারমার্থিক সাহিত্যের একটি অমূল্য ও অভিনব সম্পদ্ হইবে। গ্রন্থে বহু চিত্র, মানচিত্র, প্রাচীন-লিপি এবং জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য মহাপুরুষগণের আলেখ্য সংযোজিত হইবে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ ও বহুমূল্য কাগজে রয়্যাল অক্টেভো সাইজে মুদ্রিত হইতেছেন।

কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে
বিরাট্ সভা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

বেনারস্, ১৯।১।৩৪

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর পবিত্র স্মৃতির উদ্দীপক কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২০।১।৩৪ শনিবার এবং ২১।১।৩৪ রবিবারে মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে অতি সুন্দর-ভাবে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ক্রমান্বয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং রায়বাহাদুর ঘনশ্যাম দাস (সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বেনারস্) মহোদয়-দ্বয়ের সভাপতিত্বে বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় দুইটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে। প্রায় দুই হাজার লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে।

[বক্তৃতার বিষয়—প্রথম দিবস 'শ্রীসরস্বতী পূজা' এবং দ্বিতীয় দিবস—'প্রেম'। বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়; সময়—অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকা; স্থান—৪২নং কবিরপুর, অয়োধ্যাভবন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন হইবে। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এই বক্তৃতার বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।]

(পরবর্ত্তী তার)

বেনারস্, ২০।১।৩৪

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ২০।১।৩৪ তারিখের বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছে। সমবেত শ্রোতৃবর্গও বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন বিশেষতঃ অদ্যকার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ মহোদয়কর্ত্তৃক অতীব শ্রদ্ধা-সহকারে প্রদত্ত অভিভাষণটি সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভা-মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর সুসজ্জিত আসনোপরি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোককে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

স্বধামে শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস

(১৩৪০), ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪) বুধবার বিরক্ত-বৈষ্ণব শ্রীমদ্ বাসুদেব রামানুজ দাস বহুদোষ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবাস লাভ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত এই মহাত্মার সাক্ষাৎ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে দেখিয়া আরাধ্যার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে ইঁহার জন্মস্থান ছিল। ইনি পশ্চিম-দেশীয় রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিরক্ত ইনিও রামানুজ দাসের সহিত সমাধিমঠে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বে শ্রীহনুমান্‌জীর নিকট নিজস্থান করেন। এই মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দেবের দক্ষিণ দরজার সম্মুখে মহা প্রভুর মন্দিরের নিকট একটি ছোট নৃসিংহমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহার জনৈক লিখিত শিষ্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথার চমৎকারিতা বুঝিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হন। ইনি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সত্য সত্য আচারবান্ আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্, প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণব উক্ত সম্প্রদায়ে আর রহিলেন কিনা জানি না তাঁহার মিষ্ট মধুর ব্যবহার অনেক সময়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব

আগামী ১৪ মাঘ (১৩৪০), ২৮ জানুয়ারী (রবিবার) হইতে
দিবসত্রয় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রী নিত্যা-
নন্দপ্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবেন।
সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

আগামী ২১ মাঘ (১৩৪০), ৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা
শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-প্রকটতিথি-
পূজা-উপলক্ষে অভিনন্দনাদি পাঠ, কীর্ত্তন
ও বক্তৃতাদি-মুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত
হইবে। সতীর্থ ও সত্যানুরাগী-
সজ্জনগণের যোগদান
প্রার্থনীয়।

[বিশেষ-উৎসবের তারিখ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে]

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৪০; ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৫শ সংখ্যা

৭ বর্ষার্দ্ধ-শেষে

"গৌড়ীয়" পত্র দ্বাদশবর্ষের অর্দ্ধভাগ সমাপ্ত করিলেন। প্রায় এক যুগ কাল "গৌড়ীয়" শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী ও কৃপা কীর্ত্তন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়গণের সেবা ও গৌড়দেশবাসীর নিকট গৌরজনের অভিন্নত্ব উপদেশাবলী বিতরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্বাদশবর্ষে "গৌড়ীয়ে"র অভীষ্টদেবের বাণী ভারত অতিক্রম করিয়া আধুনিক যান্ত্রিকসভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র, জড়-সর্ব্বস্ববাদের প্রধান-ক্ষেত্র ইংলণ্ডে এবং আর্ম্মাণীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা কোনদিন শ্রীচৈতন্যদেবের বা শ্রীচৈতন্যবাণীর নাম-গন্ধ পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপায় শ্রীচৈতন্য-কথা শ্রবণ এবং শুদ্ধসরস্বতী-জীবন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবার অবসর পাইয়াছেন।

দ্বাদশবর্ষার্দ্ধ-শেষে "গৌড়ীয়" আর একটি মহান আনন্দের সন্দেশ লইয়া গৌড়দেশবাসীর দ্বারে সমুপস্থিত। যে আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব বর্ত্তমান যুগে এই অচৈতন্যসর্ব্বস্ব জগতে শ্রীচৈতন্যের অপ্রাকৃত বৈদান্তিক বাণীর প্রচার করিয়াছেন, সেই অভিন্নত্ব আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে আচার্য্যের বিশ্বপাবন জীবন-কাহিনী "সরস্বতী-জয়শ্রী" নামে বহির্ম্মুখ লোক-লোচনের অজ্ঞান-শলাকা এবং উন্মুখ লোক-লোচনের রোচনীরূপে অচিরেই প্রকটিত হইবেন।

আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি যে আগামী ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মাঘী-কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে আনুষ্ঠানিক উপচারে অনুষ্ঠিত হইবার এবং তদুপলক্ষে পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রচার-প্রণালী ও অস্মদীয় আচার্য্যের জীবন-চরিত্র ও

প্রচার-প্রদর্শনীর যে যোজনা গুম্ফিত ও প্রকাশিত হইবার কথা আছে, তাহা বিভুনিন পরে নির্দ্দিষ্টদিবসে বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত ও প্রদর্শিত হইবে। এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী ও গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিল না। সহৃদয় ব্যক্তিগণ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্য-প্রচারে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ তথা সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন-সমাজ উক্ত বিপুল উৎসব ও প্রদর্শনীর জন্য নানাবিধ উপকরণ-সংগ্রহে বিশেষ সচেষ্ট থাকুন, যাহাতে আচার্য্যের অবদান-উৎসবের দ্বারা অনেক বিভু অভিনব ও অভিনন্দ্য মৌলিক শিক্ষাপ্রদ বিষয় জগতে বিতরিত হইতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বাদশবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি প্রাচ্যদেশের ন্যায় পাশ্চাত্যদেশেও অনুষ্ঠিত হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই পুণ্য-তিথি-পূজা পালিত হইবে।

আধুনিক জড়সর্ব্বস্ববাদী কর্ম্মিসম্প্রদায়ের যে বহির্মুখিনী ধারণার উদ্ভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণের ধনি ভগবৎসেবা ও বিশ্বপাবন ভাগবত-উৎসবাদিকেও আক্ষেপ্রিয়-তর্পণের বিষয়, শ্রাদ্ধ বা অন্ত্যেষ্টিসংকার পূজোৎসব প্রভৃতি ব্যাপার-বিশেষের গাঁটে ধারণা করা হয়, এজন্য অনেকে দুঃস্থ, পীড়িত, দৈব-দুর্ব্বিপাকে নানা ক্লেশে পতিত মানব-জাতির তাৎকালিক ও ঐহিক উপকারের পক্ষপাতী হইয়া তথাকথিত ধর্ম্মোৎসবাদিতে অর্থব্যয়ের সঙ্কোচ বা নিবারণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু জড়-সর্ব্বস্ববাদী ব্যক্তিগণের জানা নাই যে, অন্তাভিলাষময় উৎসব—যাহার একমাত্র প্রয়োজন ও সার্থকতা ভোগে; ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহার সহিত একান্ত ভগবৎ সেবাময় উৎসবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান আছে। অন্তাভিলাষময় উৎসবগুলি 'ধর্ম্মোৎসব' নামে দুনিয়ার বাজারে প্রচলিত এবং প্রবর্ত্তিত হইলেও সেইগুলি নিবারণ করিয়া দুঃস্থ, পীড়িত, আর্ত্ত বা সঙ্কটে পতিত ব্যক্তিগণের ত্রাণের জন্য সাহায্যের উদারতা প্রদর্শনের অধিকতর যোগ্যতা ও সমীচীনতা থাকিতে পারে; কিন্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণ-উৎসব, অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণের ভগবৎকথা-প্রচারাত্মক বিশ্বমঙ্গল উৎসবসমূহ সমগ্র মানব-জাতির এবং প্রাণিজাতির যাবতীয় সঙ্কট ও তাপের মূলোৎপাটনকারী ও আপদ্ধারী বলিয়া তাঁহার সেই উৎসবের সেবাই পরাধিতার চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ, উপায় ও উপেয়। মানব-জাতিকে ইহা বুঝাইবার জন্যই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-পাদপদ্মের হরি-কীর্ত্তনোৎসব।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৯শে জানুয়ারী হইতে মাঘ শুক্লবার হইতে ২১শে জানুয়ারী এই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত এই মাঘ শুক্রবার দিবস প্রায় পঞ্চ-সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্রতা-পূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। মঠগৃহটি বর্ত্তমানে ৪২নং ফরিদপুরা অন্তর্গত-ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। ঐ স্থানের সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান থাকায় তথায় এক এক বারে সহস্র কাঙ্গালী বসিয়া ভোজন করিয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত এবং আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে কাশী-দশাশ্বমেধঘাটে প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবোপলক্ষে মঠ-সেবকগণের সেবাচেষ্টা, বিশেষতঃ সৌন্দর্য্যকামকোটি-দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

গত ৯ই মাঘ শনিবার মঠগৃহের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি সভা-মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। তাহা বিচিত্র মনোহর-বস্ত্রাদি এবং আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত হওয়ায় সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নাভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শক-মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পদ্মনাভপুর মহাসংকোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় পণ্ডিত শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজির উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী

প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ "শ্রীসরস্বতী-পূজা" সম্বন্ধে সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবার পর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্র ও যুক্তিতর্কে একটি বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

সভাপতির অভিভাষণ

ভক্তের ভগবদ্ভোধকগণ! আজ এই শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে আপনারা আমাকে সভাপতির আসন প্রদান ক'রে এই যে সুন্দর চিন্তাকর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণ করবার সুযোগ প্রদান ক'রেছেন, আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি। সরস্বতী-পূজা-বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী মহাশয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ যে সকল কথা ব'ল্লেন, তা' শুনে আমার বড়ই আনন্দ হ'চ্ছে। অনেকদিন হ'তেই আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত থাক্লেও বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম না। গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে অনেকের নিকট হ'তে ভাল এবং কাহারও কাহারও নিকট হ'তে মন্দকথাও শুনেছিলাম। তা'তে আমার একটি শ্লোক মনে হয়,—

"নলিনীং তাদৃশো মূঢ়াঃ অন্যে বাপি বিপশ্চিতঃ।
দূষয়ন্তি যথাঃ কীটাঃ পিবন্তি মধুপা মধু॥"

সূর্য্যোদয়ে শরতের পদ্ম তলাশয়ে নির্ম্মলরূপে প্রস্ফুটিত হ'লে অনেক কীট-পতঙ্গাদি তৎপ্রতি আসেই হয়; তন্মধ্যে কতিপয় কীট পদ্মের সুন্দর দলগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলে; কিন্তু মধুপগণ পরমানন্দে সেই পদ্মমধ্যস্থিত মধু পান করে। তেমনি শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ অতি প্রাচীন কাল হ'তেই ভগবদ্ভক্তি-প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন। এই সনাতন-গৌড়ীয়মঠের স্থাপয়িতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গেও আমার বহুবার আলাপ হ'য়েছে। তা'তে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে জগতে উপস্থিত অন্য সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের যে সকল প্রতিষ্ঠান হ'চ্ছে, তা'দের মধ্যে যে স্থানে ভগবানের নাম অনবরত কীর্ত্তিত হয়, যদ্দ্বারা আত্যন্তিক ক্লেশ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সেই কীর্ত্তন-প্রচার-কেন্দ্র শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠই অগ্রগণ্য।

অনেকে ব'ল্‌তে পারেন, সনাতন-গৌড়ীয়মঠে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা আছে; কিন্তু আমি যত উদারতার সহিত ব'ল্‌তে পারি, সাম্প্রদায়িকতা যাতীত ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না। সাম্প্রদায়িকতাই ধর্ম্মোৎকর্ষের পথ, তবে কলহ চাই, পরমেশ্বরের স্থান জানতে হ'লে সাম্প্রদায়িক গুরু-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রতে হবে।

'সদ্গুরু সমবর্শন' সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রৌতী মহারাজ যে অর্থ ক'রেছেন, তা' বড় সুন্দর। সদ্ম সৎ বর্ত্তমান ইতি সদ্ম। 'দা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, তাঁহার সহিত সংযুক্ত যিনি, তিনিই সদ্ম অর্থাৎ সকল জীবের অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণই হ'লেন সদ্ম। যিনি সেই গ্রামসুন্দর দর্শন ক'রতে পারেন, তিনিই সদ্মদর্শী পণ্ডিত।

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
দেখিবারে পায়, যা'র শুদ্ধ নির্ম্মল॥"

সকলেরই সেই সদ্মদর্শন যা'তে পরিপুষ্ট হয়, তা'র জন্য যাঁ'রা চেষ্টা ক'রছেন, তাঁ'দের মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা কিছুই দেখ্‌তে পাই না। প্রত্যেকের পক্ষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধানগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। আত্মোন্নতির চেষ্টা ক'রতে হ'লে কতকগুলি বিধির মধ্য দিয়ে সাধন-রাজ্যে অগ্রসর হ'তে হয়। তা'তে কেউ বাধা প্রদান ক'রলে ধর্ম্ম-বিপ্লব হয়।

বারাণসী বিশ্বনাথের জ্ঞানের রাজধানী। শুষ্কজ্ঞানের চর্চ্চায় এখান নিতান্ত অমুখরে হ'য়ে গিয়েছে। তা'তে ভক্তি-সুধাধারা প্রবাহিত করবার জন্য সনাতন-গৌড়ীয়মঠের যে চেষ্টা, তাহা সফল হউক। সনাতন-গৌড়ীয়মঠ শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদবিগ্রহ-শ্রীবিগ্রহের যে মনোহর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, তা' দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি। শ্রীচৈতন্যদেব একদিন প্রেমামৃত-বন্যায় জগৎ ভাসিয়েছিলেন—

"শ্রীচৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে ভরে তা'র নাহিক নিস্তার॥"

জ্ঞানের গৌরবে, পাণ্ডিত্যের উন্নয়ে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, ভোগায়তনের প্রাবল্যে মানুষ মানুষকে মানিয়ে রেখে, তা'র সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট অহমিকার চরিতার্থ ক'রবার জন্য বিশ্ব ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে—পাগল হ'য়েছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বকে গ্রাস ক'রেছে।

সকল জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ
কল্যাণ, তাহা অধিকার করার মত।
অন্ধকারে বিহ্বল হ'য়ে নিজ
উদ্ধারের পথ দেখ্‌তে না, যদি জ্ঞানবাদীও সেই অন-
ধিকারেই হাতড়ে হ'বে থাকেন, যদি শ্রীকৃষ্ণের আদপূত
ইন্দ্রিয়াদির পরশে বিদূরিত হ'য়ে ধন্য হ'তে না পারেন,
তবে মানুষ-জন্মলাভ নিরর্থক।

ভগবান বেদব্যাস শ্রীভাগবতে ব'লেছেন—

"স্বষ্ট্বা পূর্ব্বাদি বিধিভাঞ্জলয়োঽনুকূল্যা
বৃত্তায় নঃ সুরগণানুভব স্বলোকম্।
ত্বৈস্বৈরভূদ্বিতনয়ঃ পুরুষঃ পুরাণো
বন্ধায়লোকবিহিতো মুদবাস দেবঃ।" (ভাঃ ১১।৩।১৮)

এই শ্লোকে মানবীয় পুরুষের জন্মলাভের সার্থকতা
দিয়েছেন যাঁর প্রভায় প্রভাকর
পাচ, যাঁর ভয়ে ভয়ে হাসির এতটুকুতে পূর্ণচন্দ্রের
জ্যোৎস্না-পরিমা পরাজিত, সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্ম সকলের
আগোদের সৃষ্টির পূর্ব্বে একলা ছিলেন। যে সাধনা-মহিমা
দের আহ্বান ক'রতে না পারেন, তা' অসম্ভোষ হ'বে
কিরূপে? তাই নিজকে 'বহু' করবার ইচ্ছা হ'ল—'বহোঃ
স্যাং বিজায়েয়' হ'চ্ছে—অদ্বিতীয় হ'তে অনন্তকোটি
অদ্বিতীয়ত্বের চাহিদা, মানুষ, পশু, পক্ষী, জলজাদিরহিত
জীবের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু তা'তেও ভগবান সন্তুষ্ট না হ'য়ে
পুরুষের সৃষ্টি ক'রলেন, তাহা কিরূপ সেইটি বুঝাবার জন্য
বেদব্যাস একটি বিশেষণ দিলেন—'ব্রহ্মাবলো'কবিদাম'।
যে অতীত ব্রহ্মের অবলোকন সম্ভবপর, যদি কোন সময়
চিত্তের চিন্ত-দর্পণে কাম-কোধাদি মলিনতা বিদূরিত হ'য়ে
সচ্চিদানন্দঘন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধার চিত্তহারী প্রতি-
ফলিত হন, তা' হ'লে মানুষ মরণের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে
অমৃত-ধামে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। ধন অর্জ্জন ক'রে
বিলাস-বাসনা চরিতার্থতার জন্য মানুষের জন্ম-গ্রহণের
উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য-দেহ লাভ ক'রে সাধনার প্রভাবে হৃদয়-
দর্পণের মলিনতা দূর ক'রে আত্মারাম প্রাণারামের চরণ-
প্রান্তে মিলিত হ'তে পারলেই মানব-জন্মের সার্থকতা।

যিনি সেই আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁর সাধুতার
প্রশংসা করি। কলিকালের একমাত্র সার ধর্ম্ম—"নাম-
সংকীর্ত্তন," সেই নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রচারক যাঁরা, আমি
তাঁদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। আজ-কাল ভোজনের
দিনে বিশুদ্ধ ভাবে ভগবানের সেবা করা একপ্রকার
অসম্ভব হ'য়েছে। এসময়ে তাঁর নাম-কীর্ত্তন ছাড়া অন্য
সাধন নাই। তাঁহার মত ডাকতে ডাকতেই শ্রীহরির কৃপা-
প্রাপ্ত হ'য়ে আমরা এই সংসার কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে
পারি; এছাড়া আর অন্য উপায় কিছুই নাই।

আজ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ এই কীর্ত্তন-প্রচার-ধর্ম্মে
ব্রতী হ'য়ে আত্মোৎসর্গ ক'রে দেশে দেশে, নগরে নগরে,
গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-
ধ্বনিতে মুখরিত ক'রবার যত্ন ক'রছেন। সনাতন-গৌড়ীয়-
মঠের এই চেষ্টা সফল হউক,—ইহাই আমার আন্তরিক
প্রার্থনা। আজ বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠই সফলার্থ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ২৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে আগামী ২১ মাঘ (১৩৪০), ৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে অভিনন্দন পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কএকটি অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ ঐ দিবস কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। মহোৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিবস ধার্য্য হইলে পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। আমাদের সতীর্থ ও সত্যানুরাগি বন্ধুবর্গ ইতাবসরে শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-সংগ্রহে অধিক সময় লাভ করিতে পারিবেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৪০; ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৬শ সংখ্যা

বর্ষের উত্তরার্দ্ধ-প্রবেশ

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক, গৌড়ীয়পত্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপানুগবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীযুক্তা ষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিবেলাকে বন্দনা করিয়া "গৌড়ীয়" আজ দ্বাদশবর্ষের উত্তরার্দ্ধে প্রবেশ করিলেন। এই বর্ষের উত্তরার্দ্ধ-প্রবেশের মঙ্গলাচরণ ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তির জয়গান।

যিনি সকল কামের অধিষ্ঠাতা, সেই অপ্রাকৃত কামদেবের নিরঙ্কুশ কামনার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই শ্রীচৈতন্যবাণীর ষষ্টিবর্ষব্যাপী কীর্ত্তন-ঝঙ্কার। তাই কামদেবের কামনার হৃদ্যোৎসবের জন্য যে ভূমি, প্রজা, বিদ্যা, কল্যাণ ও জয়—তাহাই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পূজার অঞ্জলি।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন আচার্য্যের আবির্ভাবে এবং আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবোৎসব একযোগসূত্রে গ্রথিত। এবৎসর অনিবার্য্য কারণবশতঃ ব্যাসপূজার সাধারণ মহামহোৎসবের দিন পরিবর্ত্তিত হইলেও ভক্তগণের সেবাবৃত্তির মধ্যে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি রচিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আমরা প্রতীচ্যদেশ হইতে বিমানযোগে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানা যায়,

আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি লণ্ডনমহানগরীতে য়ুরোপের আভিজাত্যসম্প্রদায় এবং শিক্ষিত জনসাধারণের দ্বারা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

"সরস্বতী-জয়শ্রী" ক্রমশঃই বহু বৈভবে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয়ে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রায় পঁচিশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবেন ; কিন্তু জয়শ্রীর 'শ্রী' ও 'বৈভব'এর বিস্তার ক্রমশঃ এত বিস্তৃত হইতেছে যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর অভিলাষানুসারে এই গ্রন্থকলেবর অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াই প্রকাশিত হইবে

আগামী কল্য শুক্ল ও সজ্জনগণের চিরবাঞ্ছিত, পরমার্চ্চনীয় আচার্য্যাবির্ভাব-বাসর। এই দিন প্রাচী ও প্রতীচীর শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্রসমূহ যুক্তকরে, সম্মিলিতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পূজামন্ত্র উদ্গান করিবেন। গৌর-কৃষ্ণের উদার ও মধুর গাথা-কীর্ত্তনই ঐ পূজার শ্রুতিমন্ত্র। তাই আমরাও বর্ষ-উত্তরার্দ্ধ-প্রবেশের মঙ্গলাচরণ-রূপে উপসংহারে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-পূজার শ্রুতিমন্ত্র উদ্গান করিবার অধিকার যাচ্ঞা করিয়া বলিতেছি—

"ওঁ পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ওঁ।"

—(প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ৩ বর্গ, ১২ মণ্ডল, ৩য় সূক্ত, ১০মী ঋক্)।

—পতিতপাবনী, জয়-প্রদায়িনী, ভক্তিফলবিধায়িনী দেবী চৈতন্য-সরস্বতী (কৃষ্ণজ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ (আরব্ধ সেবার কার্য্যটিকে) জয়ের সহিত সম্পাদন করিয়া দিউন্। আমাদের সেবানুষ্ঠান আমাদিগকে যেন জয়যুক্ত করে—পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা—কৃষ্ণসেবায় নবনবায়মান লালসা প্রদান করে। "সরস্বতী-জয়শ্রী"র জয়গোষায় যেন আমরা আমাদের সেবোন্মুখতাকে সুদীক্ষিত করিতে পারি।

"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে তত্রত্য মঠসেবকগণ-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা উপলক্ষে লণ্ডন, পার্কলেনস্থ এস্‌ট্রেনের হাউসে দি মোষ্ট অনারেবল্ মার্কুইস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত কল্য ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) শুক্রবার একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার প্রারম্ভে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' হইতে "কবে হবে বল সে দিন আমার"—এই শ্রীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তিত হয়, তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। স্বামী-জীর বক্তৃতার পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্ মহোদয় একটি

মাদ্রিলীর্ষ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি দি মোষ্ট অনারেবল্ দি মার্কুইস্ অব্ জেট্‌লাণ্ড মহোদয় একটি বক্তৃতা প্রদান করিলে মিঃ এফ্ এইচ ব্রাউন দি-আই-ই মহোদয় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয়কে সম্বর্দ্ধনা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীনবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সংস্কৃত 'গুর্ব্বষ্টক' স্তুতিটি উপসংহার-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কার্য্য-বিবরণীটি নিম্নে যথাযথ প্রকাশিত হইল :—

ON THE OCCASION
of
THE SIXTIETH BIRTHDAY
ANNIVERSARY
of
THE PRESIDENT OF THE
GAUDIYA MISSION, INDIA
at
The Grosvenor House, Park Lane,
London.
on
February 2. 1934.

—o—

Under the Chairmanship of
THE MOST HONORABLE
THE MARQUESS OF ZETLAND.
G.C.S.I., G.C.I.E.

—o—

LONDON :
3 Gloucester House, Cornwall Gardens, S. W. 7.

PROGRAMME

1. OPENING PRAYER
(In Indian Musical Note)

—o—

2. SPEECH
By Tridandi Swami B. H. Bon. Preacher-in-charge
of the Mission in the West.

—o—

3. SPEECH
By Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan. G. C. I. E.,
K. C. S. I., I. O. M.

—o—

4. SPEECH
By the Most Honourable the Marquess of Zetland.
G. C. S. I., G. C. I. E.

—o—

5. THANKS
To be Proposed by Mr. F. H. Brown, C. I. E.

—o—

CONCLUDING PRAYER
(In Sanscrit)

OPENING PRAYER

(Indian musical note)

When will that day be mine.....
When, my offence ceasing,
The relish for the Pure Name
Will be communicated to me by the mercy
of the Name.

Deeming myself more lowly than the blade of
grass,
Summoning in my heart the quality of patience,
Offering honour to all, desiring none for myself,
I shall taste the essence of the mellowness of the
Name.

Wealth, following, the beautiful maid of poesy,
I shall not ask from Thee for making me happy.
May Thou, O Gour-Hari, give me at every birth
Causeless devotion to Thy Feet.

In articulating the Name of Sree Krishna,
The hairs of my body will be startled, my voice
grow thick,
Pallor and shivering will manifest themselves,
And tears constantly overflow my eyes.

Oh, When at Nabadwipa, by the bank of the Stream,
Guilelessly calling upon the Name of Gour-Hari,
I shall roam about, running, dancing, singing,
Giving up all thought, like one mad ?

Oh, When will my Master out of Pity,
Free me from the temptations of the world,
Afford me the shade of His own Feet,
And give me access to the Mart of the Name ?

Oh, When will kindness for all souls manifest itself !
And, forgetting his own pleasure, with a lowly heart,
By the method of humble persuasion, this servant
Will set out to preach the Divine Command ?

CONCLUDING OBEISANCE TO THE DIVINE MASTER

Translation : (in sanscrit)

I offer my humble greetings to the beautiful Lotus Feet of the Divine Master (Guru), Ocean of well-being, manifesting Himself in the likeness of thick clouds laden with pity, pouring the shower of blessing for the deliverance of all persons scorched by the forest-fire of the worldly sojourn.

I offer my humble greetings to the beautiful Lotus Feet of the Divine Master, Whose Transcendental Form is decked with horripilation, shivering and profuse tears by the impulse of the mellow mood of His mind distracted by the performance of the chant, dance, song and music promulgated by the Supreme Lord.

I offer my humble greetings to the beautiful Lotus Feet of the Divine Master, Who is occupied with the eternal worship of the Spiritual Symbolic Form, the centre of all spiritual Principles, by the methods of dressing and decorating Him and cleansing His Shrine and employing the devotees in His worship.

I offer my humble greetings to the Lotus Feet of the Divine Master, is declared to be Hari by all the Scriptures and who is certainly held as by all pure souls, but yet who is verily the Beloved of the Lord.

I offer my humble greetings to the Lotus Feet of the Divine Master, by Whose favour one may receive the favour of Godhead, without Whose Mercy there is no help anywhere. I greet His Lotus Feet by hymn and meditation, morning, noon and evening.

—:•:—

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের জার্ম্মাণ-ভাষায় প্রকৃত

শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দন

Aller Ruhm meinem gottlichen Meister.

ZUMSECHZIGSTEN GEBUSTAG VON

Paramahaasa-Sreemad-Bhakti-Siddhanta-Saraswati-Gosvami.

Mein lieber Meister !

Heute habe ich Ihren Fussen nichts anzubieten. Sie wissen. dass ich in meinem religiosen Leben sehr armselig bin. Mag die Trane dieses schmerzlichen Herzens Ihre Lotus-Fusse waschen !

Ich kann Ihnen mit meiner Tatigkeit nur gefallen, wenn es Ihnen gebeliebt, sie als bescheidene Diente dieses unwurdigen Dieners anzunehmen.

Ich bete. dass ich die machtige Anziehung der Gottes-verehrer von Ihnen und von Krishna empfinden moge. Mag Ihre Liebe fur alle Seelen uber alles triumphieren !

Hierduch bitte ich, mein kleines Wissen der Deutschen Sprache in Ihrem Dienste anzuwenden.

Ihr Sie liebender,
BON

Vierter Februar, 1934.
London, England.

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রতিধ্বনি

জার্ম্মাণির কনিগ্‌স্‌বার্গ সহরের ৪০ মাইল দূরে Wandlachken নামক স্থানে Count ও Countess Klinchowstroem লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ বন মহারাজের মুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভুবন-মঙ্গল অবদানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। কাউন্টেস্ মহোদয়া একজন বিদুষী মহিলা, সংস্কৃতভাষায় তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় একখানি বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন-যাপনের জন্য বিশেষ ইচ্ছা ও আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা নিম্নে কনিগ্‌স্‌বার্গ ও বার্লিনের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দুইখানি পত্র প্রকাশ করিলাম।

কনিগ্‌সবার্গের প্রফেসর এইচ, ভি, গ্লাসেন্যাপের পত্র *

Konigsberg i Pr.
Munz Str. 4
Germany,
January 4, 1934.

From

Prof. Dr. Helmuth Von. Glasenapp,
M. A. Ph. D.

To

Swami B. H. Bon, London.

Dear Swamiji,

Many thanks for your kind letters and the books you have sent. They are of the greatest use for my studies on Bhakti-Marga and I read them with great interest. The dingrams you have drawn (about the Avataras of Vishnu and the conceptions of Bhakti) are very good. I should be very thankful if you could also send me the diagram of the conception of the Shaktis of Vishnu.

We would be very happy to see you again in Germany. I may advise you that you may come to Germany for lectures during the warm season. People who take interest in Indian Philosophy are not great in number There is also the difficulty of language which has to be eliminated. Perhaps you may be able to learn German already while doing your work in London, so that you are able to read a prepared lecture in German when you come the next time.

The best propaganda that you can make for Indian thought in this country is certainly a literary one. I should think that you may publish an English pamphlet, written specially for the European mind (which differs so much from the Indian) and that this pamphlet may be later on translated into Germany. This booklet must be very easy to understand, and it should clearly state the Views of Chaitanya and tell His saintly life.

With kind regards for the New Year,

Yours very sincerely,

Sd/- H. V. Glasenapp.

[বর্ণানুবাদ]

কনিগ্‌সবার্গ, জার্মানী
জানুয়ারী ৪, ১৯৩৪

প্রিয় স্বামীজী,

আপনার লিখিত অনুগ্রহলিপি ও প্রেরিত গ্রন্থগুলির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভক্তিমার্গের আলোচনা-বিষয়ে সেগুলি আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত আমি সেগুলি অধ্যয়ন করিয়াছি। বিষ্ণুর অবতারাবলী এবং ভক্তির উত্তরোত্তর অবস্থা-সম্বন্ধে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে গুলি বড়ই মনোরম। আপনি যদি বিষ্ণুশক্তিসমূহের প্রতীতি-বিষয়ক চিত্রাবলী পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

আপনাকে আমরা পুনরায় জার্মানীতে দেখিতে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব। আপনি বক্তৃতা প্রদানের জন্য গ্রীষ্মকালে আসিলেই ভাল হয়। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী ব্যক্তির সংখ্যা এখানে বেশী নয়। উহাতে যে

---

* প্রফেসর গ্লাসেনাপ পত্রব্যবহারের সর্বপ্রথম লিখিত বাক্তি-প্রবর অন্যতম। ইনি ভারতীয় হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-সমূহ বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সিকট ইনি সুপরিচিত। প্রভাতি বিষয় শ্রবণ করিয়া ইনি অত্যন্ত প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। গত ডিসেম্বরের শেষভাগে জার্মানীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্তা প্রচার করিয়া কালে ইনি প্রচুর উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমানবর্ষের ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়-পত্রে "জার্মানীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য" প্রবন্ধে ইহার সম্যানুসন্ধিৎসা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষা-কাঠিন্য আছে, তাহা দূর করা আবশ্যক। আমার মনে হয়, আপনি আপনার লণ্ডনে ভাষা-জ্ঞানে ভাষাগুলি ভাষা শিখিয়া লইতে পারেন। তাহা হইলে আপনি পুনরায় যখন এখানে আসিবেন, তখন ভাষণ-ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা দিতে সমর্থ হইবেন।

এই প্রদেশে প্রাচ্য চিন্তা-স্রোতের সম্যক্ প্রচার করিবার বাসনা করিলে তাহা সাহিত্যের সাহায্যেই করিতে হইবে। আমার মনে হয়, আপনি ইউরোপীয়দিগের বুঝিবার উপযোগী করিয়া একখানা ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন এবং পরে সেখানি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে। পুস্তকখানি যাহাতে সহজ-বোধ্য হয় এবং উহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র চরিত ও তাঁহার শিক্ষাগুলি সুষ্ঠুভাবে ধ্বনিত থাকে, তাহা করা আবশ্যক।

আপনি আমার নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার

(স্বাঃ) এইচ্, ডি, লণ্ডেনবার্গ

বার্লিনের ফ্রাউ আর্ণষ্ট্ স্থলত্তের পত্র

Berlin—Wilmersdorf
Laubenheimer Str. 12 III r.
January, 12, 1934.

Dear Swami Bon,

I shall never forget what you have done for the development of my spiritual life. It is since the year 1922 that my life was engaged in the search for a deeper conception of Religion, Truth and Godhead—than the religion of my confession. I have never been interested in worldly learnings. Studying all books on Religion and religious matters, the comparative History of Religion,- making the acquaintance of the devotees of the different religions—I longed for that religious devotee whose life is entirely given in the service of Godhead—wishing nothing else but to hear something positive about the True-Religion and the way thither.

By chance—as worldly people would say, while you are holding that it was Providential wish—we met each other in Berlin. From the very first moment when I behold you at the station I had the distinct feeling that your life must be given in the service of the Eternal Beauty.

Now I have done according to your wishes—I have read your two books (Sree Krishna Chaitanya and Life & Precepts) without any prejudice. In the beginning it was something difficult to understand the unaccustomed terminology. Doubts and questions arisen while I was reading the first part of the books, disappeard when read the following chapters. I cannot but say that I was induced to agree with the point of view set forth in the books—notwithstanding some difficulties remained—seemingly due to the fact that mind sometimes endeavours to understand what is not its sphere.

Now I am wishing to maintain the principle of the service of Godhead in practice by every

---

[illegible] Herrn Ernst Schulz [illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible]

act of life. But—to tell the truth—I don't know the way. May Godhead, the Grace of the Almighty, bring me in Personal contact with the Guru and give me the possibility of living among spiritual people.

Please tell me what shall I do? I am now reading all books available to me which are giving the history of your movement. Reading the 'Gita' in a German Translation, my Sanskrit knowledge is not sufficient for reading the Text. I hope to do according to your wishing. Do there exist some Prayer-Books in English, lists of the Names of Godhead?

• • •

The members of the local Buddhist Mission are not interested in the so-called Bhakti-Marga. It is a difficult task to make them gradually acquainted with your Religion because they are clinging to Atheism and Anatma conception.

• • • •

Whenever you wish I am ready to give you all I possess but I am but a poor scholar and perhaps it will not be sufficient for you.

But whatever may be your plans don't leave Europe without having come some days to Berlin. I am very strongly wishing you to be here that I may be able to sit at your feet and listen to your teachings.

Expressing my perfect submission to the true devotee of Godhead,

Yours Sincerely,

Sd/—Earnst Schulz

[মর্ম্মানুবাদ]

বার্লিন, উইলমার্সডর্ফ,

জানুয়ারী, ২২, ১৯৩০

প্রিয় স্বামী মহারাজ,

আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে আমার অবলম্বিত ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রকৃত ধর্ম্ম, যাহা এক ভগবদ্বিষয়ের গভীর অনুসন্ধানে আমি আমার জীবনকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে আমি কখনও উৎসাহান্বিত হই নাই। আমি ধর্ম্মবিষয়ক বহু গ্রন্থ ও ধর্ম্মের তুলনামূলক ইতিহাস আলোচনা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের গুরুর সঙ্গ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্দেবায় নিয়োজিতাত্মা ভক্তসঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষাই আমার বলবতী হইয়াছিল। প্রকৃতধর্ম্মের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে শ্রবণ এবং তাহা লাভের উপায় ব্যতীত আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

জগতের লোকের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'হৈতবাদে', পরন্তু আপনার কথানুযায়ে বলিব—'ভগবদ্বিশ্বাসেই' বার্লিনে আমাদের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে আমি আপনাকে (বার্লিন) টেপনে প্রথম দর্শন করিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই আমার স্পষ্টই অনুভূতি হইল যে, আপনার জীবন ভিন্নস্তরের সেবায় নিযুক্ত।

আপনার আদেশানুযায়ী আমি নিরপেক্ষভাবে আপনার প্রদত্ত "Sree Krishna Chaitanya" এবং "Life and Precepts" নামক গ্রন্থ দুইখানি অধ্যয়ন করিয়াছি। অনেকগুলি পরিভাষা স্বয়ংবেদ্য করা প্রথমে কিছু আয়াসসাধ্য হইয়াছিল। গ্রন্থদ্বয়ের প্রথম অংশ অধ্যয়ন-কালে যে সমস্ত সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হইতেছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি পাঠে সেগুলি তিরোহিত হইতে লাগিল। আমি ইহা স্বীকার না করিয়া পারি না যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমি একমত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু কোন কোন স্থলে আমার যে কিছু কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ ইহাই মনে হয় যে, মন অনেক সময় তাহার সীমার বাহিরের বস্তু বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহাতেই অসুবিধা ঘটে।

বর্ত্তমানে আমি জীবনের প্রতিকার্য্য ভগবৎসেবানুকূলে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের অনুগ্রহে আমি যেন শীঘ্রই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারি এবং ভক্তসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত হই।

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। আপনাদের প্রচারের ইতিহাস জ্ঞাপক যে সকল পুস্তক আমি পাইয়াছি, সেগুলি এখন অধ্যয়ন করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে আমার অনুদিত গীতা পাঠ করিয়াছেন। আমার সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব কম বলিয়া গীতার মূল শ্লোক অধ্যয়ন করিতে পারিতেছি না। আমি আপনার উপদেশমত চলিতে ইচ্ছা করি। ইংরাজী ভাষায় লিখিত কোন প্রার্থনা-পুস্তক এবং শুদ্ধভক্তিমার্গীয় কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

* * *

স্থানীয় খৃষ্টমিশনের সভ্যগণ ভক্তিমার্গের বিশেষ অনুরাগী নহেন। আপনার প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ পরিচিত করান' একটি দুরূহ ব্যাপার। কারণ তাঁহারা নাস্তিক্যধর্ম্মে ও অনাত্মপ্রতীতিতে দৃঢ়-সংবদ্ধ।

* * *

আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, আপনার ইচ্ছামাত্রই আমি তাহা আপনাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি একজন সামান্য শিক্ষার্থী মাত্র; হয়তো আপনার পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইবে না।

প্রচারোদ্দেশ্যে আপনার অন্যত্র যাইবার বাসনা থাকিলে বালিনে কিছু দিন না থাকিয়া আপনি কিছুতেই ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আপনার পাদমূলে বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, সেজন্য আপনাকে এখানে আসিবার জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শুদ্ধভক্তসমীপে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার অকৃত্রিম

(স্বাঃ) আর্ণষ্ট্ হুল্‌ৎ

—:o:—

কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা

বিষয়—"শ্রীসরস্বতী-পূজা"

স্থান—কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণ,

সময়—২৩।১।৩৪ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা।

"নিত্যং ধরণ্যাং নরদেবযুক্তৈ-
রারাধ্যতে যস্ত পদারবিন্দম্।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-
তস্মৈ প্রবন্ধে চরণারবিন্দম্॥"

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সজ্জনমণ্ডলি,

আজ সরস্বতী পূজা। আমাদের বক্তৃতার বিষয়ও সরস্বতী পূজা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকলেই সরস্বতী পূজার আবাহন করিয়াছেন। ভারতের সারস্বত পীঠ বা বিদ্যাপীঠ শ্রীধামনবদ্বীপ ধামে এই সরস্বতী পূজার দিনে আমরা সেই সরস্বতীর বরপুত্র প্রবীণ, বিজ্ঞ, বদান্যবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে সভাপতিরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তবে আমাদের সরস্বতী-পূজার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা তাৎকালিক মাত্র নহে, পরন্তু নিত্য। আমরা এই সনাতনধর্ম্ম-পীঠে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আনুগত্যে নিত্যই শ্রীসরস্বতী ও সরস্বতীপতি নারায়ণের পূজা করিয়া থাকি। সর্ব্বসাধারণের মাননীয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় আমাদের অনুরোধে এই সভায় সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র-বিধানানুসারে সরস্বতীর গুণগানের পূর্ব্বে প্রথমেই ভগবদ্ভক্ত জনগণকে বারবার প্রণতি প্রদান করিতেছি। কেননা, দেবীভক্তোপাসনায় দেবীর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

পণ্ডিতপ্রবর সভাপতি মহাশয়,

আপনি এই বৃদ্ধবয়সে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ সনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আপনি

অনুকূল হইয়াছেন। সেজন্য আপনি ধন্যাতিধন্য।
ভক্তবৃন্দের চরণে,

আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যজ্ঞে যোগদান পূর্ব্বক আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহান্বিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে। ও হরিঃ ও

বেদব্যাসী বা বাগ্‌দেবী সরস্বতী সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রে সেই হরিগুণ গান করেন। হরির উপাসনায় তিনিই মুখ্য পাণ্ডিকা, ঋষিমণ্ডল তাঁহার সেবার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা সকলে আজ ভক্তভক্তের সাহচর্য্যে সেবার কার্য্য করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগীতির অনুকীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

দেহপ্যন্তরেবতাভক্তা যজ্ঞে ব্রহ্মত্বাদিনঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

সুরাসুর-ভেদে শাস্ত্রে বৈধ ও অবৈধ, বিহিত ও অবিহিত, অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা পূজার কথা আমরা শুনিয়াছি। অজ্ঞতা-নিবন্ধন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিলেও জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা বৈধপন্থা অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রাকৃত জগতে, কলিকালে আমাদের মধ্যে অবিদ্যা-গ্রস্ত বা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। রোগী যেরূপ কুপথ্য জানিয়াও, সেইরূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত আমরা বৈধপন্থা বা শ্রেয়ঃপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ বা প্রেয়ঃপন্থাকেই বরণ করিয়া গণতন্ত্রিকার অনুগমন করিয়া থাকি। কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। "জ্ঞানমূর্দ্ধ্বং ক্রমঃ শাস্ত্রাণি।" শাস্ত্রে শ্রেয়ঃপন্থাকেই আমাদের নিত্য মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন।

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃখলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" সেই নিঃশ্রেয়স বা নিত্যমঙ্গল কি? ধর্ম্মলাভ, না অর্থলাভ, না কামলাভ, না মোক্ষলাভ?

ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম আমাদের নিত্য মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। কারণ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি সুখ-ভোগের আশা থাকিলেও তাহা নিত্য নহে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" সেজন্য পরমার্থের অনুষ্ঠান আবশ্যক। সেই পরমার্থ কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

'অধোক্ষজ' অর্থে অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

তিনি গীতার উপসংহারে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থই কি আমাদের নিত্য প্রয়োজন? 'অর্থ' অর্থে প্রয়োজন। অর্থ বা প্রয়োজন আমাদের নানাবিধ হইলেও সাধারণ বিচারে আমাদের অর্থ মানে 'টাকা'—যাহা দ্বারা নানাবস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা অনর্থপাতী। সেজন্য সুধীগণ ভক্তিকেই পরমার্থ (পরম+অর্থ) বলিয়া থাকেন। ভক্তিসূত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"অথাতো ভক্তির্ভগবত্যাখ্যিকা
সৈষা গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদি।

তারপর কাম কি আমাদের নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে পারে? না, "ন বিষয়া কৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ ক্বাপি এষাভিধত্তে"। তাহাতে তৃপ্তি কই? তবে পরম-কাম বা মদনমোহনের সন্ধান পাইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

মোক্ষ কি? বিষ্ণু-লাভ; তাহা ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া বা তাঁহাকে তাঁহার অসমোর্দ্ধ সিংহাসন হইতে নামাইয়া নিজে বসিয়া যাওয়া নহে। তাঁহার পাদপদ্মসেবা লাভ। অজ্ঞান সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন।

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কামবাঞ্ছা আদি এইসব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যারা হইতে ফলভক্তি হয় অন্তর্ধান।"

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তির উপাসনা করিতে গিয়া শক্তিমানকে না ভুলিয়া যাই। ম্যাজিষ্ট্রেটকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ মনে না করি বা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে "বাহাদুর হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ না করি।

অজ্ঞতিমিরান্ধতায় পরিচালিত হইয়া অধিকাংশ লোকেই সরস্বতীর ছায়াকে কায়া মনে করিয়া মায়ার পশ্চাৎ ধাবিত হন। মায়া-মরীচিকায় জল নাই।

"ঋচ বিদ্ যত মায়াব বৈষ্ণব তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥"

সেইজন্য বিজ্ঞানচিদ্বিলাসা সরস্বতীর অন্তরঙ্গ স্বরূপের ভজনের আবশ্যকতা আছে। "বাগীশা যস্য বদনে"। নৃসিংহ মহারাজের বদনে বাগীশা বা সরস্বতী।

"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"

তিনি তাঁহাকে বা বেদবাণীকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নারায়ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা যেরূপ প্রবাহিতা, সেইরূপ তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া ক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসাদি গুরুপরম্পরা

আমাদের-পাশ্চাত্য সাধুগণের বা বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রবাহিতা। তিনি কর্ণের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয় শোধিত করিয়া সাধুগণের মুখারবিন্দ দিয়া নিঃসৃতা হন। গোমুখী হইতে যেরূপ গঙ্গা প্রবাহিতা, 'শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুত' হইয়া সেইরূপ সরস্বতী প্রবাহিতা। গঙ্গা যে যে স্থান দিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থানের মাটি মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সাধুসম্প্রদায়বিশেষে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে পবিত্র করেন।

তিনিই শব্দব্রহ্ম ওঁকার, তিনিই গায়ত্রী, তিনিই বেদ, তিনিই বেদান্ত, তিনিই গীতা, তিনিই ভাগবত, তিনিই তন্ত্র, তিনিই মন্ত্র, স্বরূপকাশে তিনিই সেই মূলমন্ত্রীয় যন্ত্র। পরমপদ বিষ্ণুর তিনিই নাম, তিনিই ধাম ও তিনিই কাম।

"যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

মূলপুরুষ অচ্যুতের পূজাদ্বারাই বৈধভাবে সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। তাহাতেই সরস্বতী বা বেদবাণীর পরমা তুষ্টি।

বেদান্তের প্রথমসূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে শেষসূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে বিষ্ণুপূজা করার ন্যায় বাগ্‌দেবী বাস্তব সত্য বা পরমপদেই উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া তাঁহার যোগাযোগ করিলেই তাঁহার উৎকৃষ্ট পূজা হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের পরম মঙ্গলের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

আমরা এই মহামন্ত্রের দ্বারা ভক্ত-সরস্বতী-পূজা সমাপন করিয়া সরস্বতীপতি গৌরনারায়ণের কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ভক্তের সুখ ও দুঃখ

প্রাকৃত সুকৃতি যা ভুক্তি-ফলে কর্ম্মফলবাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে; আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অজ্ঞের উদ্বিগ্নচিত্তে আস্ফালন করিতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে পড়িয়া ঐ প্রকারে আত্মশক্তি বিসর্জ্জন দেন না। তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া "যদ্ যদ্ হ্যস্যাৎ তত্তদ্ ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মাহরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভক্ত গাহেন—

" এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এভব-সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বহুদুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥"

কৃষ্ণও সমদিতাত্মা তাঁহাকে আত্মসম করিয়া লন—তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভক্তের হৃদয় জগতের কোন অবস্থাতেই মুহ্যমান হয় না। "কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, তিনি পেজোময়, যথাই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, শ্রীতচিত্তে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই আমার কৃত্য"—এই বিচারে ভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই পরমানন্দময় থাকে, জগতের কোন ছোট বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের ভাবনাবর্ত্ত—সুখ-দুঃখ রূপ ব্যবহার অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর, ইন্দ্রিয়তর্পণবাহার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাহার লেশমাত্র যাঁহার নাই, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র বরণ্য-বরেণ্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে, আমরা শ্রীভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-রূপ আর অশান্তিকে 'শান্তি' বলিয়া বরণ করিব না।

সুখ-দুঃখের বিচার-ভার নিজে লইতে গেলেই "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—বিচার-উদ্ভাবন-রূপ ভগবৎকৃপা-আসন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমরা যাহাকে 'দুঃখ' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে যাই, ভক্ত তাহাকেই 'ভগবৎকৃপা' বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন, তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর, আর আমরা আমাদের পরিকল্পিত সুখের জন্যে ঘুরিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে থাকি।

শ্রীকুন্তী দেবী কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"

—ভাঃ ১।৮।২৫

[হে জগদ্গুরো কৃষ্ণ, যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের তাদৃশ সংসারাসক্তি-নিবারক তোমার দর্শন-লাভ ঘটে, আমাদের সেই সমস্ত বিপদ্ পুনর্ব্বার বিচিত্র অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয়।]

অর্থাৎ শ্রীকুন্তীদেবী যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, তাহাকেই বিপদ্ বলিতেছেন আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন বর্ত্তমান, তাহা শত-সহস্র বিঘ্ন-সঙ্কুল হইলেও পরম সম্পদ্ বলিয়া বরণের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা-প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন; কিন্তু ভক্তের বিচার—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ-ভাবকেই 'গুরুতর দুঃখ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমার যে সুখ কৃষ্ণসেবা-সুখকে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রতিও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, ভক্ত তাহাকে কখনও 'সুখ' বলেন না।

" নিজ-প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১)

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক সুখকে ভক্তগণ 'দুঃখ' বলিয়াই জ্ঞান করেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক দুঃখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় 'সুখ'। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থগন্ধ-হীন হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগবুদ্ধি-সুখে আমরা সুখ বা দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা; "যদহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" বিচার-মূলক কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির

গৌরাঙ্গ ধাঁহার হইয়াছে, তিনি সম্পদে-বিপদে—জীবনে-মরণে সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র এই স্থানেরই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন—

" মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নবকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
বাঁধ মন গেলা তুয়া শ-পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট-জন্ম হউ, যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী সহিত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুঁহু সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুঁহু আমার পরাণ॥"

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৬ মাঘ (১৩৪০) ২০ জানুয়ারী শনিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-বাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বতনাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ উক্ত সভায় শ্রীসরস্বতীপূজা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। "পরা ও অপরা—দুই প্রকার বিদ্যা; যদ্দ্বারা ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরা এবং যদ্দ্বারা ভগবদ্বিমুখতা লাভ হয়, তাহাই অপরা বিদ্যা; সংকীর্ত্তনই পরবিদ্যার জীবন; অপরবিদ্যার কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্ধানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতর বিষয়সমূহের ভোগবাহুল্যই প্রথা; প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠা-লীলা-বর্ণন-মুখে অপ্রাকৃতসরস্বতী ও তাঁহার ছায়া-রূপিণী প্রাকৃতসরস্বতীর আনুগত্য-ফলে জীবের সুবিধা ও অসুবিধা; শ্রীগৌর-নারায়ণের ভুক্তি সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে অর্পিল নাম-গ্রহণ-সেবাবর্ম্ম প্রদর্শন; কাম ও প্রেম—বিদ্ধভক্তি ও অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য" প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু বিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে যথারীতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহুলোককে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতনাট্য-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবতামৃত আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী (১৯২৪) রবিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রাতঃ হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয় এবং সন্ধ্যায় সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ওঙ্কারাদি ও নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-সূচক পদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিমাহাত্ম্য, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, আবির্ভাবলীলা, পরিব্রাজকলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুসহ শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে মিলন-লীলা ও নাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারলীলা, পতিতোদ্ধার-লীলা, সেবক-বাৎসল্য, পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণ—দুইকার্য্য, নিত্যানন্দ-সেবা

ব্যতীত গৌরকৃপা-প্রাপ্তির অনন্তাধনা প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণন করেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগ-রাত্রিকের পর ও রাত্রিতে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শিকারপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

(তারের সংবাদ) শিকারপুর, ২৪-১-৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ শ্রীধর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারি সহ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে পিয়ারী সঙ্গতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীদ্বয় এখানে এক-সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন এবং তাঁহাদের অবস্থিতি-কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য-কর্ত্তৃক আচরিত ও প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচুর পরম উপাদেয় শিক্ষাবলী সম্বন্ধে কতিপয় বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

(পরবর্ত্তি সংবাদ)

নিজস্ব সংবাদদাতার ২৭।১।৩৪ তারিখের পত্রে প্রকাশ —স্বামীজীদ্বয় বর্ত্তমানে শিকারপুরে শেঠ খুবচাঁদ করোচাঁদ মহোদয়ের গার্ডেন হাউসে অবস্থান করিতেছেন। ২৭।১।৩৪ তারিখে 'পিয়ারী সঙ্গত' হইতে তাঁহারা উপরিউক্ত স্থানে আসিয়াছেন। ঐ স্থানে থাকিয়া এখন কএকদিন প্রচারকার্য্য করিবেন। ২৭।১।৩৪ তারিখে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে শ্রীপাদভক্তিহৃদয় শ্রীধর মহারাজের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছে; সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজের হিন্দী-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইবে। অতঃপর প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি হইতে থাকিবে। স্থানীয় আমলা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী স্বামীজীদ্বয়ের প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

লণ্ডন-যাত্রা-পথে মহাসমুদ্র-বক্ষে শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু

শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ ব্রহ্মচারিপ্রভু গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৩৪) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রাত্রি ৮-৩৫ মিঃ এর ই-আই-আর যোগে মেলে বোম্বে যাত্রা করেন। বোম্বে গৌড়ীয়মঠে একদিন অপেক্ষা করিয়া ১১ই জানুয়ারী ১২টার সময় ভিক্টোরিয়া জাহাজে লণ্ডন-যাত্রা করেন। তাঁহার ১৪-১-৩৪ তারিখের পত্রে প্রকাশ,— বোম্বে হইতে ৪০।৫০ মাইল আসার পর হইতে সমুদ্র একটু ক্ষুব্ধ ছিল। তাহাতে তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইয়াছিল। ১২।১।৩৪ বেলা ৪টার পর হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়া যায় এবং তাঁহার শরীরও সুস্থ হয়। ১৩।১।৩৪ তারিখ পর্য্যন্ত সমুদ্র বেশ শান্তই ছিল। এই দিবস সন্ধ্যা ৭টার পূর্ব্বে জাহাজের মধ্যে যদিদাই ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু তাঁহার পত্র-লেখা শেষ করেন; কারণ ৭টার সময় জাহাজের মধ্যে ডাক বন্ধ হইয়া যায়। ঐদিবস অর্থাৎ ১৩।১।৩৪ রাত্রি ১১টার সময় এডেন পৌঁছিবার কথা। ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে এবং তাঁহার সতীর্থ বান্ধববর্গকে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক নানা-প্রকার দৈন্যোক্তি-মুখে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভূকম্পন

শ্রীভগবৎপাদপদ্মই ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা

গত ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ তারিখের ভূকম্পনের ফলে মুঙ্গের ও মজঃফরপুরের তদানীন্তন পরিস্থিতি-শ্রবণে মুঙ্গের-প্রবাসী বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ এবং মজঃফরপুর-প্রবাসী এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী বি-এস্-সি মহোদয়দ্বয়ের সংবাদ আনিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ও তদনুগ মঠবাসিগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্ত। শ্রীভগবদনুগ্রহে উঁহাদের কুশল-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২৫শ সংখ্যা-গৌড়ীয়ে 'ভূকম্পন' প্রবন্ধে আমরা শ্রীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তার-যোগে প্রেরিত কুশল-সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বাবুর পত্রের মর্ম্ম এই যে—"তিনি তাঁহার পরি-

যাবতীয় সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় নিরাপদে আছেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, বহু লোকেরই যে ধনে-প্রাণে সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই—সে দৃশ্যের বিভীষিকা বর্ণনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া নহে, তাঁহাদের প্রতি শ্রীগুরু-কৃষ্ণের অহৈতুকী করুণা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের যে ঘরটিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যটি পূজিত হইতেছিল, সে ঘরটির বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, অন্যান্য ঘরগুলিরও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।" হৃষীকেশ বাবু সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহার অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ রক্ষিবেন্ডাতি বিশ্বাসঃ" রূপ শরণাগতি ছাড়িয়া আমরা যতই নিজে-নিজেই রক্ষা-কর্ত্তা সাজিতে চাই, কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া পড়ি, ততই মায়াদেবী আমাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। তাই ভক্তকবি তুলসী-দাস গাহিয়াছিলেন—

"যে যাকে শরণ নিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট বলে নহলী চলে রবি যায় পশ্চিমমাঝ॥"

সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে আত্ম-নির্ভরতার বুদ্ধি হইলেই আমাদের মঙ্গল, নিজে 'ভোক্তা', 'কর্ত্তা' বা 'প্রভু' সাজিতে গেলেই মৈথী মায়ার কঠোর দণ্ডবিধানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই—জন্মে জন্মে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। আবার ত্রিতাপ-দুঃখীকরণই অবশ্য ভক্তির সাক্ষাৎ ফল নহে; অনর্থমুক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই জীবের ঐপ্রকার ভবদুঃখ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণপ্রেমাই ভক্তির সাক্ষাৎ ফল। যিনি প্রপন্ন হইয়া একবারও নিষ্কপটে "কৃষ্ণ, আমি তোমার" বলিয়া প্রপত্তি যাচ্ঞা করিতে পারেন, কৃষ্ণপাদপদ্ম তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করেন। কৃষ্ণ বলেন—'ভক্তরক্ষাই আমার একমাত্র ব্রত'। ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজেই তাঁহার ভক্তের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন—"যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্" তাঁহারই শ্রীমুখ-বাক্য। কৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রে সুরক্ষিত—"গোবিন্দ-ভৃত্য-ভক্ত" হইয়া কৃষ্ণভক্তেরা সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করেন। আগন্তুক সুখ-দুঃখাদ্যনুভূতির তুলনায় ভক্ত তাঁহার কৃষ্ণ-কৃপাকে তুলিত করেন না—"কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক"—ইহাই ভক্তের বাক্য। সুখের সময় ভগবান্‌কে খুব প্রশংসা আর দুঃখের সময় তাঁহাকে কেবল গুৎসনা—ইহা অত্যন্ত নাস্তিকবুদ্ধির পরিচয়। আমরা হৃষীকেশবাবুর আনন্দ-জ্ঞাপনের তাৎপর্য্যকে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীভগবৎপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার। সম্পদে বিপদে তাঁহাতে শরণাপত্তিই একমাত্র বিচার হউক।

"দি সিন্ধ্ অব্জারভার"

করাচীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "The Sind Observer" পত্রের গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৩৪) সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় স্তম্ভে "Fifty Branches in India—Chaitanya Math—What this Mission does" শীর্ষক একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার প্রথম স্তম্ভের মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের চারুদর্শনজ্ঞাপক আলোকচিত্র আছে ও তন্নিম্নে "Shriman Saraswati Goswami, organiser in-chief of Sree Chaitanya Math"—এইরূপ লিখিত আছে। প্রবন্ধে "শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-রায়-সভার আবহমানক শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখামঠসমূহ এবং মঠাচার্য্যের পরিচয়; মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী; শ্রীধাম মায়াপুরের "পরবিদ্যাপীঠ" ও "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্" এবং বৈদিকসাহিত্যে "ভাগবত-পাঠশালা"-স্থাপন; ছয়খানি সাময়িক পত্র-প্রচার; 'ভক্তিশাস্ত্রী', 'আচার্য্য' ও 'সার্ব্বভৌম' পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন-দ্বারা পারিব্রাজ্য-শিক্ষণে উৎসাহ-প্রদান; শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক দুইজন ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বাণী-প্রচারার্থ য়ুরোপে গমন; লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা; জার্ম্মাণীতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার-প্রসার; শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্তি মহারাজ ও শ্রীবন মহারাজের বর্ত্তমানে করাচীতে প্রচার এবং অতঃপর হায়দ্রাবাদ ও বিজয়পুর প্রভৃতি সিন্ধুপ্রদেশে প্রধান প্রধান নগরে প্রচারেচ্ছা" প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৪০; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৭শ সংখ্যা

সাময়িকী

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীব্যাস-পূজা-উৎসব এই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইল। এ বৎসর আচার্য্যের ষষ্টি-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পালন-উৎসব কেবল-মাত্র ভারতের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহে আবদ্ধ থাকে নাই। গৌড়োদয়ের পুরুষোত্তমে যাঁহার প্রচার-বাণীর অচলাতন শ্রীচৈতন্যমঠরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, নীলাচলের সিন্ধুতটে যে শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-লীলা আবিষ্কৃতা হইয়াছেন, ব্রজবন যাঁহার বাণীতে মুখরিত হইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছেন, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিযুগলের নাথ্যাহ্নিক-লীলার পরমচমৎকারিতা যাঁহার প্রণাঢ়ন বিচার-বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথিকে প্রাচী ও প্রতীচীর সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে বন্দনা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-প্রবেশে আচার্য্যের যে ষষ্টি-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা 'রয়টার' পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং তার ও বেতার-বার্ত্তায় তাহা সভ্যসমাজের সকল প্রধান কেন্দ্রকেই মুখরিত করিয়াছে। অতিমর্ত্য মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভক্তদেশ ও জাতি ধন্য হইয়াছেন—বিজ্ঞানের অবদান-সমূহ সার্থক হইয়াছে, লৌকিক বীরপূজা বা অলৌকিক নায়ক-পূজা হইতে অতিমর্ত্য আচার্য্য-বর্য্যের পূজার বৈশিষ্ট্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাঁহাদের ভক্তিমুখী সুকৃতি পরমফল আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে লণ্ডনে যে বিরাট্ সভা আহূত হইয়াছিল এবং যথাসাধ্য মার্কুইস্ অব্ ক্লেট্‌ল্যাণ্ড ঐ বিদ্বৎসভার সভাপতি-সূত্রে যে অভিভাষণ

প্রদান করিয়াছেন, তাহা 'গৌড়ীয়' ভেষজরূপে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে,—বঙ্গভঙ্গবাদের বিষময় কবল হইতে উহার পাত্র করিয়া অপ্রাকৃত বাস্তব প্রেমময় ব্রজরাট্-তত্ত্ব—যাহা শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে প্রচার করিতেছেন, তাঁহার সন্তানের জন্য পাশ্চাত্য-জগতের সভ্যতাভিমানী ন্যূনাধিক আচার্যকুলায় পিপাসাতুর হইয়াছেন। আচার্যবর্য্যের বাণী, সেই ব্রজরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা-সৌভাগ্যে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করুক।

কার্যালয়েরই জনৈক সত্যানুসন্ধিৎসুর যে পত্রখানি গৌড়ীয়ের ২৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, আচার্যবর্য্যের অভিন্নকর্ত্তা বাণীর বিজলী-সঞ্চার সাত-সমুদ্র তের-নদীর পরপারেও কোন কোন সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়াছে।

আগামী ২রা ফাল্গুন বুধবার বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব। সেদিন সূর্য্যোপরাগ এবং পূর্ণদিবস শিবরাত্রির উপবাস। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ সম্বর্ষণ-সেবক বৈষ্ণবরাজ শিব, গোপালনী শক্তি গোপীশ্বর সদাশিব এবং সূর্য্যোপরাগের তাৎপর্য্য যেরূপভাবে উপলব্ধি করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিরহ-উৎসব অধিকতর পরিপুষ্ট হয়। তাঁহারা বিপ্রলম্ভের সেবক, সম্ভোগের দাস নহেন। সম্ভোগের দাস হইলে শিবরাত্রিব্রত ও সূর্য্যগ্রহণ-প্রবৃত্তিতে কর্ম্ম-ফল-ভোগের স্পৃহা উদিত হয়। তাই তাঁহারা বৃন্দাবনাধিপতি গোপীশ্বরের পূজা ও জগদ্গুরুকের সূর্য্যোপরাগের তাৎপর্য্য রূপানুগবর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-প্রভুর বিরহোৎসবেই অনুষ্ঠান করিবেন।

আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব এবং ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রার দিন—শ্রীমায়াপুরচন্দ্র নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশচীনন্দনের আবির্ভাব-বাসর। ঐ দিবস হইতে তিন দিন শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ইহারই মধ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে এবং গৌর-জন্মোৎসবের দিন ভক্তিশাস্ত্রী, সম্বন্ধাভিধেয়াচার্য্য ও সার্ব্বভৌম-পরীক্ষা প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

গৃহ-পরিক্রমা ও গ্রাম্য কীর্ত্তনোৎসবের অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যদেশ, নিত্যগৃহ ও নিত্য চেতনময় কীর্ত্তনোৎসবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই এই কলিকোলাহল-মত্ত জগতে—অবাস্তব বস্তুতন্ত্র-সঙ্কল্প-যুগে আচার্য্যের তিনটি মহা অবদানরূপে শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণকামসেবায় বিভিন্নমুখী চেষ্টাসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই যোগদান করিয়া পরম সৌভাগ্য অর্জ্জন এবং নিত্যমঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কৃষ্ণ-বিমুখ-চেষ্টা-সমূহ ভোগ্য-বিষয়-চেষ্টা ও অন্যাভিলাষ হইতে কিরূপ পৃথক্, তাহা সাধুসঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমা এবং হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। নিজে নিজে জন্মজন্মান্তর নানা-প্রকার সাধন ও সিদ্ধির স্বপ্ন মুক্ত না থাকিয়া অপ্রাকৃত গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীধামসেবা, শ্রীনামসেবা ও শ্রীকৃষ্ণকামসেবা করুন—মানবজীবন সার্থক হইবে—অমৃতময় হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অপার করুণায় গত ২১ মাঘ (১৩৪০), ৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর নির্দ্দেশমতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ মঠসেবকগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তর্পণান্তে, গুরুপাদপদ্ম ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তিত হইবার পর "চলিল অরুণ পূরব ভাগে, বিজয়ই গোরা অমনি জাগে," "জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে," "নিতাইপদকমল," "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল

ভক্তি-পন্থ," "আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি' হইনু পরম-সুখী," "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন," "(তুই) মন তুমি কিসের বৈষ্ণব! প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে তব হরিনাম কেবল কৈতব," "কিজানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত," "গুরু-ভক্তচরণেরু ভজন-অনুকূল," "প্রণমে পড়িয়া অবনী হইয়া হইনু শরণাগত," "(কবে) গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিনোদানন্দধ্বনির বিপুল-জয়ধ্বনি-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিনোদানন্দবিগ্রহকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া পরে শ্রীনারায়ণ-নাট্যমন্দিরে গুরুপরম্পরা পূর্ব্বক যথাক্রমে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চায় সচন্দন-পদ্মপুষ্প-দ্বারা শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করেন। অতঃপর মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিকপ্রভু-প্রমুখ মঠসেবকগণের বিশেষ ইচ্ছায় সেবকগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসাসন অঙ্গীকার করিলে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ শ্রীশ্রীল ব্যাসগুরু পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও দণ্ডবৎ প্রণতি করেন। তৎপর আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপাদ নিখিলকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকরপ্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্গুরুশরণ ভক্তিবান্ধব প্রভু, দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয়, কাঁদির রাজপরিবারের শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সিংহ বি-এ মহোদয়, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভু, উপদেশক শ্রীমৎসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্.বি এবং শ্রীমঠের ও বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত অন্যান্য সেবকগণ ক্রমান্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও দণ্ডবন্নতি-বিধান করেন। মহিলা-ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে আচার্য্যত্রিক প্রভুর হস্তে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিলে তিনি তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানকালে মঠসেবকগণ "নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে" ও "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী" প্রভৃতি স্তুতি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান সমাপ্ত হইলে প্রায় ১২॥ টার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার নিজ-কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার পরেও অনেকক্ষণ মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনামব্রহ্ম কীর্ত্তিত হইলে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইতে বেলা প্রায় ২টা বাজিয়াছিল। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীনারায়ণ-নাট্যমন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারি-প্রভু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা হইতে "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সত্য, বলো ভুক্তি মুক্তি আদি তুচ্ছ হেয় জ্ঞান" পদটি কীর্ত্তন করিলে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য ও তাঁহার আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। রাত্রিতেও পুরুষ ও মহিলা সহ ভক্তকে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

[শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল ; শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ শ্রীগৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস দাসাধিকারী প্রভু এবং রাত্রি প্রায় পৌনে নয়টার সময় ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ ও ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক (মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ), আচার্য্য শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ও

শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ মজুমদার বি এ মহোদয়গণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও দণ্ডবৎপ্রণতি করেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত দুর্গা-মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ও এই সময়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজার সৌভাগ্য বরণ করেন।

শ্রীসারস্বত-নাট্য-মন্দিরে বিবিধ পত্রপুষ্প-মাল্য-পতাকা-বস্ত্রাভরণাদি-দ্বারা সুশোভিত একটি কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি উচ্চ বেদিতে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহ ও অপর উচ্চ বেদীতে শ্রীব্যাসাসন রচনা করা হইয়াছিল। শ্রীপরমগুরু, পরাৎপরগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা ও পুষ্পমাল্যাদি-বিভূষণে বিভূষিত করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদনেত্র জিউ শ্রীবিগ্রহের চামর-সেবা অতীব চিত্তাকর্ষিণী হইয়াছিল। শ্রীমঠের তোরণ-দ্বারে মাঙ্গলিক বাদ্য বাদিত হইতেছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন-সহ শ্রীমঠের সর্ব্বত্র মুখরিত হইয়াছিল—শ্রীগুরুদেবের কৃপাদৃষ্টি-প্রভাবে ভাগ্যবান্ ভক্ত-বৃন্দ সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসপূজার পাদপদ্মে ভক্তবৃন্দের পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-কালে একটি আলোকচিত্র তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমানে তিথিপূজা-মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অভিনন্দন-পাঠাদি-মুখে সাধারণ-মহোৎসব আগামী কোন নির্দ্ধারিত দিবসে সম্পন্ন হইবার কথা হইয়াছে। উক্ত সাধারণ উৎসবের তারিখ পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। আচার্য্য-জীবনচরিত শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী গ্রন্থ ঐসময়েই প্রকাশিত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গ্রন্থরাজের কলেবর বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকায় গত ৬।২।৩৪ তারিখে তিথি-পূজা-দিবসে উঁহার প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। মুদ্রণকার্য্য অতিদ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। অষ্টোত্তরশত শ্রী ও বৈভব এবং বহু চিত্র ও মানচিত্রে সুশোভিত হইয়া গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গোভী মহারাজের বক্তৃতা

(স্থান—শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দির ; সময়—৬।২।৩৪ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা)

মঙ্গলাচরণ

ওঁঅজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়
হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ-গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥
তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

উপক্রম

দুর্গমে পথি মেঽস্কৃত স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সদ্যঃ সম্বলয়ন্নম্॥

আজকের এই মহাতিথিতে যে অভিমর্ত্য তত্ত্ব কীর্ত্তন ক'রতে দাঁড়িয়েছি, সেটি অতি দুর্গম ; আবার তাতে আমি অন্ধ ব্যক্তি, প্রতি পদে পদস্খলন হ'চ্ছে। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি যেমন কোন একটা অবলম্বন প্রাপ্ত হ'লে অনায়াসে চ'লতে পারে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ আমি সাধুগণের কৃপাষষ্টির কাঙাল, তাঁরা কৃপা ক'রে আমাকে অগ্রসর হবার অবলম্বন প্রদান করুন।

পূজা কাহাকে বলে ?

আজ আমাদের গুরুপূজা। এ পূজা সাময়িক প্রথা-মাত্র নয়; শুধু ফুলচন্দন দিয়ে পূজা হয় না অথবা দেবতাকে দূরে রেখে—আকাশে রেখে নীচে থেকে ফুল ছুড়ে দিয়ে পূজা করার কোন মূল্য নাই। "ইদ্ধো ধৃষ্টি গোবিন্দায় নমঃ" ব'ললে পূজা হ'ল না। (একব্যক্তি নিজ সেবার জন্য পৈ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, পথে একটা দমকা বাতাস এসে তা'র হাতের পৈগুলি উড়িয়ে নিয়ে চ'লল, তখন সে দেখ্‌লে যে ওগুলি যখন আমার কাজে লাগ্‌ল না, তখন এই সুযোগে যদি গোবিন্দকে অর্পণ ক'রে দিই, তবে কিঞ্চিৎ পুণ্য অর্জ্জন ক'রতে পারি।) কিন্তু বাস্তব বিচারে ওটা গোবিন্দের সেবা হ'ল না। নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা মাত্র। কতকগুলি বিধির বশ্য দিয়ে না গেলে পূজা হয় না। যার পূজা ক'রতে ব'সেছি, তিনি কে, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, কেনই বা আমি তাঁর পূজা ক'রব, সেটি না জান্‌লে পূজা হয় না। সত্য সত্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে পূজা করা দরকার।

শ্রীগুরুতত্ত্ব

সকল পূজার আগে গুরু-পূজা ক'রতে হয়। সেই জন্য গুরুতত্ত্বটি জানা দরকার।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই গুরুপ্রণাম-মন্ত্রে গুরুতত্ত্ব বর্ণনা ক'রেছেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপে সমস্তশাস্ত্রেই কথিত হ'য়ে থাকেন এবং সাধুগণও তাঁকে তদ্রূপভাবেই দর্শন করেন; কিন্তু তিনি বিষয়-বিগ্রহরূপে আসেন না, তিনি ভগবানের প্রিয়তম ব'লে তাঁকে ভগবদ্ভক্তির বলা হয়। যথা—"গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" (—ভক্তিসন্দর্ভ ২১৮)—[শাস্ত্রে যে যে স্থানে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভক্তভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন।]

মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ব্যাসপূজার কারণ

সাধারণতঃ শ্রীব্যাসপূজা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় হ'য়ে থাকে; কিন্তু আমাদের শ্রীগুরুদেব মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন ব'লে আমরা অভিন্ন এই তিথিতেই শ্রীব্যাস-পূজা ক'রে থাকি।

ব্যাসপূজা নিত্য

ব্যাসপূজা বা গুরুপূজা কেবল আজকার জন্য বা এক-দিনের জন্য নয়। তা' নিত্যকালীন। আমাদের নিত্য গুরু-পূজা ক'রতে হবে। তবে আজকের এই বিশেষ তিথিতে এই অনুষ্ঠানের কারণ এই যে, আমরা সারা বছর ধ'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কি সেবা ক'রলাম, তা'রই হিসাব-নিকাশের সময় আজ।

শ্রীসরস্বতীপূজা

আমাদের শ্রীগুরুদেবের একটি নাম শ্রীচৈতন্যসরস্বতী। আমরা গত শুক্লা পঞ্চমীতে অনেকেই সরস্বতী-পূজা ক'রেছি, কিন্তু সেটি অন্য প্রকারের। সরস্বতী—বাগধিষ্ঠাত্রী, তিনি আমাদের কৃপা না ক'রলে আমাদের জিহ্বাতে বাক্য সরে না। আমাদিগকে মূক হ'য়ে যেতে হয়। কিন্তু তিনি আমাদের দুই রূপে কৃপা করেন। একটি তাঁর কপটকৃপা, অপরটি অকৃত্রিম কৃপা। যেখানে তাঁ'র কপটকৃপা হয়, সেটি তাঁর আবরণ বা ছায়ার কার্য্য; তাঁ'কে 'ওষ্ঠ্য সরস্বতী' বলে। তিনি আমাদের জিহ্বায় ব'সে আমাদিগকে অসৎকথা ও অসদ্যুক্তি কীর্ত্তন করান—'অহং মম' বুদ্ধির উপর ক'রিয়ে অভক্তভোগে নিযুক্ত রাখেন। যেমন একদিন তিনি কৈকেয়ীর জিহ্বায় ব'সে তাঁকে দিয়ে দশরথের নিকট রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিয়েছিলেন। তদ্দ্বারা কৈকেয়ীদেবী পূর্ণব্রহ্মের সেবায় বঞ্চিত হ'য়েছিলেন। যাঁরা শ্রীহরিসেবা-বিমুখ, তাঁরাই এই ওষ্ঠ্যসরস্বতীর স্তাবক বা পূজক। তাঁরা এঁর নিকট হ'তে ধন জন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রার্থনা করেন এবং

"রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।"

প্রভৃতি ব'লে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের আকাঙ্ক্ষাই ক'রে থাকেন। এটি মায়ের পূজা নয়। এতে মায়ের সন্তোষ হয় না। আমাদের দুর্বুদ্ধি দেখে মা ও আমাদিগকে ঐ সব দিয়ে পালিয়ে যান এটা হ'চ্ছে চুষীকাঠী। আপনারা দেখে থাকবেন, মা অনেক সময়ে ছেলের মুখে একটা চুষী দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছেলে সেই চুষীটা পেয়েই মনে করে যে, সব পেয়েছি; কিন্তু চুষতে চুষতে যখন আর তাতে স্বাদ পায় না, তখন ফেলে ওঠে,

মাও তাড়াতাড়ি এসে তত্ত্ব নেন করেন। আমরাও এইরকম মায়ের কাছে ওপ-ধন-জন-তপ চুরী পেয়েই সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু যখন আর তাল লাগে না, যখন সংসার-ভোগটা ঠিক হ'য়ে ওঠে, তখন আমরাও কেঁদে উঠে ব'লতে থাকি,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
ন তা তেষাং যদি ন করুণা ন ত্বয়া মোচিতাস্মিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

আমাদের সেই নিষ্কপট ক্রন্দন শুনে মা আমাদের ভক্তি-তরঙ্গায়িত দান ক'রে পুষ্ট করেন, ইহাই গুরুসরস্বতীর কৃপা। তিনিই চৈতন্যবাণি বা চৈতন্যসরস্বতী।

সরস্বতী নিত্য-প্রকটিতা

তিনি যে আজই জগতে প্রকটিত হ'য়েছেন তাই নয়, তিনি চিরকাল জগতে প্রকটিত আছেন। যাঁদের দেখ্‌বার শক্তি থাকে, তাঁরাই দর্শন ক'রে থাকেন; এটি তাঁরই কৃপা-সাপেক্ষ। তাঁর কৃপা ব্যতীত বুঝ্‌বার সাধ্য নাই। আমরা জড় জগতের লোককেই বুঝতে পারি না, ভক্তা সরস্বতীর প্রকৃতিকেই বুঝ্‌তে পারি না আর বৈষ্ণবকে চিন্‌ব কিরূপে? "বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি,"—যাঁরা সত্য সত্য বৈষ্ণব চেনেন, এটি তাঁদেরই বাক্য।

গুরু সরস্বতীর কার্য্য

গুরু সরস্বতীর কার্য্য হচ্ছে সরস্বতীপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিয়োগ করা। আমাদের গুরুদেব—গুরু-সরস্বতী। তাই আমরা কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে সেই গুরুসরস্বতীর পূজা করি।

বৈষ্ণবের জন্মলীলা

আমরা কর্ম্মফল-বাধ্য জীব। আমাদিগকে মায়া জোর ক'রে বিভিন্ন যোনিতে নিক্ষেপ করেন। তা'তে আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা চলে না। স্ব-স্ব-কর্ম্মফল-অনুসারে আমাদের বাধ্য হ'য়ে চ'লতে হয়। কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্মলীলা তাদৃশ নয়। তাঁরা স্বেচ্ছায় জগতে আবির্ভূত হন। ভগবান্ কখনও মাতাপিতার দ্বারে জগতে নিজকে প্রকাশিত করেন, কখনও বা তাদৃশলীলা না দেখিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। যেমন মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ প্রভৃতি অবতারগণ পিতামাতা ব্যতীতই আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্র জনক-জননীর দ্বারে নিজেদের প্রকট ক'রেছেন, এটির কারণ যে কি, তা' আমাদের অগম্য। লীলারস আস্বাদনার্থে তাঁরা এরূপ কার্য্য ক'রে থাকেন। বৈষ্ণবেরও জন্ম-লীলা এই প্রকার; তাই শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ব'লেছেন—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই"

সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও একদিন ভগবানের লীলা মাপ্‌তে গিয়ে ভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। আর ব'লতে বাধ্য হ'য়েছিলেন—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

ভাঃ ১০।১৪।৩৮

তা'হ'লে কে তাঁ'কে জান্‌তে পারে? এটিও তিনি ব'লেছেন—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

—শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজতত্ত্ব আমাদের জানালে, তাঁর পাদ-পদ্মের বিন্দুমাত্র কৃপাপ্রাপ্ত হইলে আমরা তাঁর পাদপদ্মের মহিমা জান্‌তে সমর্থ হই। তদ্ব্যতীত চিরকাল চিন্তা ক'রে, বিচার ক'রে নিগমবেদের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না।

গুরু-পরম্পরার আরম্ভ

তাই ভগবান্ একদিন নিজ-তত্ত্ব ব্রহ্মাকে জানিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা সেই তত্ত্ব নিজশিষ্য নারদকে বলেন। নারদের নিকট বেদব্যাস উহা প্রাপ্ত হন। এইরূপে গুরুপরম্পরায় এই তত্ত্ব জগতে প্রচলিত হ'য়ে থাকে।

সেই আম্নায়-বাণী যাঁরা বহন করেন, তাঁরা মনুষ্য ন'ন, তাঁ'দের মনুষ্য বুদ্ধি ক'রলে তাঁদের চরণে অপরাধী হ'তে হ'বে। ভগবান্ স্বয়ং ব'লেছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

আমাদের গুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা আমি অধিক আর কি ব'লব, আমি এইটুকু মাত্র ব'লতে পারি—তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত বাক্য উচ্চারণ ক'রে ব'লতে পারি—

"বৈরাগ্যাযুক্তভক্তিরসং প্রভবৈ-
রস্যন্নিমাত্মনভীক্ষ্ণমনন্যমিত্রম্।
কৃপাযুদিঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

আমার প্রভু সনাতন অর্থাৎ নিত্য অথবা তিনি শ্রীসনাতনাদির তত্ত্ব। আমি বিষয়বিষ্ঠাভোজনে প্রমত্ত ছিলাম, ভক্তিরসের আস্বাদ পা'বার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না; কিন্তু তিনি পরদুঃখ-দুঃখী ব'লে, দয়ার সাগর ব'লে কৃপা পূর্ব্বক অনভীপ্সু আমাকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে অতি যত্নসহকারে বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরস পান করিয়েছেন এবং অন্য সকলকেই আকর্ষণ ক'রে ভক্তিরসামৃত পান করাবার ব্রত ক'রেছেন, সেই প্রভুর পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়।

তাঁর দয়ার কথা একমুখে ব'লে শেষ ক'রতে পারি না। তিনি বিবিক্তানন্দী ন'ন, নির্জ্জনে ভজন ক'রে গোপনে এ জগৎ থেকে প্রস্থান কর্‌বার জন্য তিনি এ জগতে আসেন নাই; কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মত তিনি ব'লে থাকেন—

"প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥"

(ভাঃ ৭।৯।৪৪)

নিজমুক্তিকামী মুনিগণ প্রায়ই নির্জ্জনে ভজন ক'রে থাকেন; কিন্তু পরার্থপর ন'ন। কিরূপে কৃপণগণ (যাঁরা ভগবান্‌কে না জেনে মুক্তি লাভ করেন) এ সংসার হ'তে মুক্তিলাভ ক'রবে, এ জন্য তাঁদের চিন্তা নাই। কিন্তু প্রহ্লাদের ন্যায় পরার্থ-নিষ্ঠ দয়ালু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণের বাস্তব-মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি ক'রে থাকেন। শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরও একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ব'লেছিলেন,—

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি বিষয়-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু মুঞি পাঙ নরকযোগ॥

এই দুরন্ত কলিকালে ভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকাকীর্ণ, এই ভীষণ দুঃসময়ে—হরি-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি কীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ প্লাবিত ক'রে নিত্যানন্দ প্রদান করার যত্ন ক'রছেন; তিনি বলেন—

"(রাধা) কৃষ্ণ বল　　সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।"

এমন দাতা কি কা'রও আছে? জগৎগুরু সকলকে আহ্বান ক'রছেন,—তোমরা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের ভরণ-পোষণ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়ে যাব, তোমরা কেবল আমার নিকট থেকে কৃষ্ণভজন কর। জগতের তথাকথিত গুরুগণ এর বিপরীত কার্য্য করেন। তাঁরা বলেন যে, "তোমরা নিশ্চিন্তে বিষয় ভোগ কর, আমার ন্যায় গুরুর (?) আশ্রয় যখন ক'রেছ, তখন আর তোমাদের চিন্তা কি? তোমরা যা' ইচ্ছে ক'রতে পার, আমি তোমাদের উদ্ধার ক'রে দিব।" এটা কিন্তু আচার্য্যের কার্য্য নয়, তিনি নিজে যথা-শাস্ত্র আচরণ করেন এবং শিষ্যকেও সেইপ্রকার আচরণ ক'রতে আবেশ করেন, বর করেন, তাঁকেও নিজের তুল্য ক'রতে চান, আচার্য্য ক'রে তোলেন।

তাঁর ভজন-শিক্ষার কৌশল, প্রচার-কৌশল অতীব চমৎকার, সম্পূর্ণ অভিনব, ইন্দ্রিয়ারামী আমরা ইন্দ্রিয়-সুখে প্রমত্ত ব'লে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা দিয়ে ভজন-রাজ্যের কথা জানিয়ে বিষয় ভোগ করেন। আমরা যাহাতে প্রতিষ্ঠা, বিলেটার প্রভৃতি দেখ্‌তে ইচ্ছুক, সুতরাং তিনি পারমার্থিক প্রদর্শনী, ন্যাশনাল গঠন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট ক'রে থাকেন—রসনায় বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান ক'রে জিহ্বা-বেগ জয় করিয়ে নেন। ভজন-পথ কঠোর ব'লে আমাদের ভুল-বৈরাগ্যের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" আজ সত্য হ'য়েছে—আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হ'য়েছে—আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশবাসী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম শুন্‌ছেন, তাঁর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'য়ে ধন্য হ'চ্ছেন।

এহেন পরম দয়াল মহা-মহাবদান্য পতিতপাবন প্রভুর পূজা কি দিয়ে ক'রব? আজ আমরা তাঁর পূজার জন্য কি উপাদান এনেছি? জগতের বস্তু দিয়ে তাঁর তৃপ্তি বিধান ক'রতে পারি না। দুটো ফুল দিয়ে তাঁর তর্পণ করা ব্যবহারিক প্রথা মাত্র। তাঁকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে—নিজ-কায়মনোবাক্য তাঁর সেবার্থ নিযুক্ত ক'রতে হ'বে, নচেৎ আমাদের সেবা তাঁর শ্রীচরণ-প্রান্তে পৌঁছাবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"কৃষ্ণ-কথা তব মনুষ্যজী মাং নমস্কুরু"

আমাদের 'চিত্ত ভগবচ্চরণে সমর্পণ ক'রে ভগবদ্ভক্ত হ'তে হবে। যদি বিষয়ে চিত্ত থাকে, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি থাকে, তাহি রোগ আনা চিত্ত বা বৃথা-সর্ব্বস্ব সম্যক্‌প্রকারে গুরুপাদপদ্মে দিতে পারি, তবে শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের অভিনয় ক'রলেও তাঁর চরণ-প্রান্ত হ'তে বহু দূরে অবস্থান ক'রব।

উপসংহার

সুতরাং আজ গুরু-পূজার দিনে আমরা কতটুকু তাঁর চরণপ্রান্তে পৌঁছবার যোগ্যতা পেয়েছি, তাহাই হিসাব-নিকাশের দিন। আমি নিজের বিষয় ব'লতে পারি যে, আমি যদিও তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রবার অভিনয় ক'রেছি, কিন্তু আমি তাঁকে দিতে কিছুই পারি নাই, কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসায়—দাস্য-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় প্রমত্ত র'য়েছি। তাই সমবেত বৈষ্ণবগণের নিকট গলদশ্রীকৃত-বাসে প্রার্থনা করি—আপনারা আমার প্রভুর সেবক, তাঁর অঙ্গ, পার্ষদ; সুতরাং আপনারা আমাকে কৃপা ক'রে বল দান করুন, কিরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে সেবাধিকার পেতে পারব, তা'র যোগ্যতা প্রদান ক'রে—গুরু-চরণে নিয়ত থাকবার শক্তি দান ক'রে আমাকে কৃতাভিনয়—কৃতকৃতার্থ করুন।

যাহা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

(রয়টারের তার)

[গত ২ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) তারিখে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজামহোৎসবের সংবাদ 'রয়টার' সাহায্যে সর্ব্বত্র জানাইয়াছেন। আমরা ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ৪.২.৩৪সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ৫.২.৩৪ তারিখের "ডেলি হেরাল্ড" ও ৭.২.৩৪ তারিখের "অমৃতবাজারপত্রিকা" পত্রদ্বয়েও ঐ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। Broad-casted হইয়া বেতারবার্ত্তাযোগেও উক্ত সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।]

[দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ রবিবার]

The Gaudiya Math, Calcutta

MISSION IN LONDON

London, Feb. 3. The sixtieth anniversery of the birth of the President of the Gaudiya Math, Calcutta, was celebrated at a reception at Grosvenor House, given by Swami Bhaktihridoy Bon and members of his Mission in London.

The Marquess of Zetland, offering the Mission his best wishes, commented on the fact that India had always been the home of spiritual movements and expressed the opinion that in times like the present, when the minds of men were distracted by a multiplicity of material considerations, it was a matter for congratulation that, whether from India or any other country, there should still be this great spiritual force.

The Maharaja of Burdwan hoped that the advent of the Mission would result in continued goodwill and good fellowship between India and Britain of which there was a very great need at present. —Reuter

(মর্ম্মানুবাদ)

গত ২ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ গ্রসভেনর হাউসে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণকর্ত্তৃক আহূত একটি অভ্যর্থনা-সভায় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ষষ্টিতম আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মাননীয় মার্কুইস্ অব্ জেট্‌লাণ্ড মহোদয় গৌড়ীয়মঠের

(উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর) প্রতি তাঁহার সর্ব্বোত্তম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন—ভারত সর্ব্বকালেই পরমার্থালোচনার ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার মতে, বিশেষতঃ এখনকার মত এমন এক সময়ে—যে সময়ে নানাপ্রকার পার্থিব বিচার প্রবল হইয়া মানব-চিত্তকে বিপথগামী করিয়া ফেলিতেছে, সেই সময় ভারতবর্ষ হইতেই হউক কিম্বা অন্যান্য যে কোন স্থান হইতেই হউক, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ন্যায় এইরূপ সময়োচিত পরমার্থ-প্রচার-শক্তির আবির্ভাব অভিনন্দনের বিষয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর বলিয়াছেন—তিনি আশা করেন—ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেনের মধ্যে বর্ত্তমানে যে নিরন্তর সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবির্ভাবে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

পরিক্রমা-পঞ্জী

আগামী ৬ ফাল্গুন (১৩৪০), ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব। শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজা।

৭ ফাল্গুন (১৩৪০), ১৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার শুভারম্ভ এবং নয় দিবস কাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপপরিক্রমা :—

৭ ফাল্গুন,	১৯ ফেব্রুয়ারী,	সোমবার—অন্তর্দ্বীপ
৮		মঙ্গলবার—সীমন্তদ্বীপ
৯		বুধবার—গোদ্রুমদ্বীপ
		বৃহস্পতিবার—মধ্যদ্বীপ
		শুক্রবার—কোলদ্বীপ
		শনিবার—ঋতুদ্বীপ
		রবিবার (একাদশী)—জহ্নুদ্বীপ
		সোমবার (গোবিন্দ-দ্বাদশী)—মোদদ্রুমদ্বীপ
১৪ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার (শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব ও শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা)		—রুদ্রদ্বীপ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

১৬ ফাল্গুন (১৩৪০), ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) বুধবার—শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে মহোৎসব ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের মঙ্গল-অধিবাস-কীর্ত্তন।

১৭ ফাল্গুন (১৩৪০), ১ মার্চ্চ (১৯৩৪) বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা—গৌরাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব।

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন

পরিক্রমাকারিগণসমূহ শ্রীধামমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভাবসরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যভুক্ত সভ্যানুরাগী সজ্জন-মাত্রকেই শ্রীগৌরধামে উক্ত মাসার্দ্ধব্যাপী মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাস্থল-সমূহ দর্শন এবং তদীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীধামে আহ্বান

বিশেষরূপে নিখিল তাঁহার স্বজনগণে যথাক্রমে সমাগত মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্"

(ভাঃ ১১।২।৩০)

অর্থাৎ এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধমাত্রকালও সৎসঙ্গ লাভ

কথা যায়, তাহা হইলে তাঁহা
প্রভু হইয়া থাকে।

কোন্ দুরন্তে আমাদিগকে এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর আতিশয্যে প্রমত্ত থাকিয়া আমরা যতই না কেন এই ধরাকে 'সত্য' বলিয়া মনে করি, ঐরূপ প্রমত্ততার মূল্য কতটুকু, তাহা ত্রিতাপে তাপিত জীব পদক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না—ইহাই ভবরোগগ্রস্ত জীবের রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। দম্প্রতি ত্রিতাপের অন্যতম আধিদৈবিকতাপের একটি সামান্য তাপ ভূমিকম্পরূপে গন্ধোত্তরীর কৃষ্ণবিমুখ জগৎকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় এখনও জগজ্জীবের স্মৃতিপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করে নাই। ঐরূপ শতসহস্র তাপে প্রতিনিয়ত জীবগণ যে প্রকারে সন্তপ্ত হইতেছে, জগতের কোন্ কর্ম্মিসম্প্রদায় সেই তাপ-ক্লিষ্ট জীবের কতটুকু তাপনিবারণে সমর্থ হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইবেন, তাহা প্রত্যেকেরই অনুধাবনের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ তাপের মূলীভূত কারণই যে কৃষ্ণবিমুখতা, যাহার কথা শাস্ত্র ও সাধু-গুরু-মুখে শ্রীভগবান্ নিজেই ঘোষণা করিতেছেন, তাহার প্রতিই আমরা অত্যন্ত বিমুখ। শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবাই আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। ইহাই জীবের ভবরোগোপশমনের একমাত্র মহৌষধি। ঐ সেবার আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া হৃদয় শান্ত হয়, সেবায় সাক্ষাৎ ফলে—কৃষ্ণকাম-সেবায় উত্তরোত্তর প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জীবগণকে এই নিত্যশান্তি—পরম মঙ্গল প্রদানের জন্যই শ্রীভগবানের নিজজনগণ শ্রীভগবল্লীলাস্থলী শ্রীধাম-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন করিয়া শুষ্কতর্কপন্থারাহিত্যে অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্ম-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তিকথা-শ্রবণের পরমসুযোগ প্রদান করিতেছেন। 'ভবসুখে' আমরা, এই 'ভব' ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত প্রায় আমাদিগকে পরমৌদার্য্যলোলোক শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল পদচ্ছায়া প্রদান করিয়া বাস্তব-শান্তির আস্বাদন উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরনিজ-জন পরমদয়ালু কৃপাসিন্ধু গুরুদেব আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া 'মাধবেন্দ্র'; তাঁহার নিজজন শ্রীল প্রভুপাদও সেই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য গৌরহরিকে বিতরণ করিয়া 'মহামহাবদান্য'-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌর-গুণগানে মুখরিত হইতেছে; কাননে, কান্তারে, ভূধরে, প্রান্তরে, নদ-নদী-সমুদ্র-মহাসমুদ্রকে, সমুদ্রের পরপারে, দেশে-দেশে—গ্রামে-গ্রামে—গৃহে-গৃহে শ্রীগৌরনাম, গৌর-ধাম ও গৌর-মনোহভীষ্ট প্রচারিত হইতেছে। জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল বুঝিতেছেন—

"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম-প্রবর্ত্তন।"
"সেইত সুমেধা আর কুবিদ্যা জন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ও সেই সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ জন রে, শ্রদ্ধাবান্ জন রে—
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥
অপরাধ ছাড়ি' ভাই লহ কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—ধন-প্রাণ॥"
"অসাধু-সঙ্গেতে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু 'নাম' কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদাই নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গৌরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গৌরা বই সাধুগুরু আছে কেবা আন্॥
গৌরজন সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরে কৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

আজ জগদ্গুরু গৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেব জগতের সকলকেই নবধা ভক্তির পীঠস্থানরূপ অষ্টদলপদ্ম নবদ্বীপের

মধ্য করিবার স্বরূপ আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌর-প্রকটভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন। ভাগ্যবান জীবের সেবোন্মুখ কর্ণই সেই বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবে, ভাগ্যহীন জনগণের কর্ণ জগতের বিষয়-কোলাহলে প্রমত্ত থাকায় সেই শ্রীচৈতন্যবাণীসেবার মঙ্গলোদ্দেশ্য বুঝিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহারা একটু প্রণিধান করুন—আত্মমঙ্গলের সন্ধান পাইবেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমাদের সর্ব্বশুভোদয় করিয়া শ্রীফাল্গুনপূর্ণিমায় গৌর-শশীর আবির্ভাব; শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরলীলানুবাদগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানেই সেই গৌরাবির্ভাব-তিথির সম্যক্ আরাধনা হইয়া থাকে। নতুবা লোকব্যবহারানুবাদী আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণমূলা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-মাত্রই সার হয়। গৌর-নিজজনের পাদ-পদ্মপরাগরেণুতে সর্ব্বাঙ্গ-স্নপন-বিধানেই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণেই সর্ব্ব-অমঙ্গলময় অবিদ্যা-অনাদিমায়ার প্রগাঢ় অন্ধকার—শোক-মোহ-ভয়-তাপ-ঘনঘটা জীব-হৃদয়াকাশ হইতে চিরতরে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্হিত হইয়া তাহা পরমস্নিগ্ধ প্রেমকৈরবচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত হইবে। জগতের সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক এবং অন্যান্য আলোক ব্যক্তিদের অন্ধকারমাত্র দূর করিতে পারে; কিন্তু যুগপৎ সূর্য্য-চন্দ্রতুল্য উদিত গৌর-নিত্যানন্দের শুভোদয়ে জীবের হৃদয়গুহার সমস্ত অন্ধকার নিমেষের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যায়—হৃদয় সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়।

সাধুমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত-পানেই জীবের গুরুপাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের স্পৃহা বলবতী হয়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে ভগবদ্ভজনই আমাদের একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের সকলকেই সংকীর্ত্তনের মূল আকর-ভূমিতে সংকীর্ত্তনের বিষয়-বৈজয়ন্তীতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এমন সুযোগ জীবনে বহুবার হয় না, একবার হারাইলে আর একবার কবে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা না থাকায়

"তূর্ণং যতেত ন পতেদয়মুত্তমা যাবন্নিঃশ্রেয়সায়"

—এই ব্যাসগুরুবাক্যই শিরোধার্য্য করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ জীবের কর্ত্তব্য।

সুতরাং শ্রীধামের নামসংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে সজ্জন-সাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে দর্শনীয়

১। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা—মহাপ্রভুর বাড়ীতে—

(ক) নিম্বরুক্ষ-তলে শ্রীমন্দিরে শিশু-নিমাই শয়ন করিয়া আছেন, নিকটেই শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট আছেন।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস—এই পঞ্চতত্ত্ব।

(গ) শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভর ও শ্রীরাধামাধব।

(ঘ) শ্রীগৌরনারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

(ঙ) শ্রীগৌর-গদাধর।

(চ) শ্রীক্ষেত্রপাল শিব।

২। শ্রীনৃসিংহমন্দিরে—

(ক) শ্রীনৃসিংহদেব, বামে শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

(খ) শ্রীগৌর-গদাধর।

৩। শ্রীবাস-অঙ্গনে (খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায়)—

(ক) শ্রীপঞ্চতত্ত্ব; সাতপ্রহরিয়াভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু।

(খ) শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(গ) শ্রীগৌরনিতাই ।

(ঘ) ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন ।

৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে (শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর টোলবাড়ীতে)—

(ক) শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ।

৫। শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্থান—চন্দ্রশেখর-ভবনে)

(ক) উনত্রিংশচূড়াযুক্ত অতি সুন্দর মন্দির ।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদপ্রাণজিউ ।

(গ) ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি ।

(ঘ) রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীবিষ্ণুস্বামী ।

(ঙ) সনকসম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীনিম্বার্ক ।

(চ) শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীরামানুজ ।

(ছ) শ্রীরাধাকুণ্ড ।

(জ) পরমহংস বাবাজী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির ।

(ঝ) শ্রীগরুড়স্তম্ভ ও তুলসীমঞ্চ ।

(ঞ) শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ।

৬। ভক্ত-কাজীর সমাধি—তদুপরি ৪০০ বৎসরের গোলোক-চাঁপাফুলের গাছ ।

৭। বল্লালডিবি ।

৮। বল্লালদীঘি ।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

ইংলণ্ডের থিওসফিক্যাল সোসাইটীর উদ্যোগে 'লণ্ডন, ৬৮ নং সাউথহ্যাম্পটন রোডে ডব্লিউ টু'-স্থিত 'ব্লাভেট্স্কী লজ' এ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের "Spirit and Matter" (অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-তত্ত্ব)-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে ।

আমরা বাঙ্গালাদেশের লোক বলিয়া অভিমান করি, অথচ এই বঙ্গদেশেই আমাদের মত মনুষ্যের বেশে আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে কি মহাবস্তুর সন্ধান দিতে আসিয়াছিলেন, আপামরে কি মহানিধি বিতরণ করিয়া প্রভু-আমাদের 'মহাবদান্য', তাঁহার আচারে এবং প্রচারে অন্যান্য অবতারাবলী হইতে এমন কি এক বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, যাহার জন্য মহাজনগণ তাঁহাকে 'যুগজন-বিশ্বজন-প্রয়োজনাবতারী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, তাহার সন্ধান লইবার জন্য আজ কয়জনের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—সত্য সত্য বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসা কয়জনের হইতেছে ? দুরভিসন্ধিমূলে কতকগুলি শাস্ত্র-জ্ঞানহীন মহামূর্খ কামলম্পটের কদাচারকে 'বৈষ্ণবাচার' বিচারপূর্ব্বক স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য-বোধে বঞ্চিত হইয়া অনেককেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সমালোচক হইতে দেখা যায় ! এইশ্রেণীর লোকই ফেনেডি-প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশবাসীকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া তাহাদের অনুগত গণতন্ত্রনিষ্ঠার মহারৌরব-প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়াছে । শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক আজ পাশ্চাত্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বাস্তবসত্যের সন্ধান প্রদান করিতেছেন । "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই মহাবাক্যের সার্থকতা আজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অকৃত্রিম সেবকগণের সেবাচেষ্টায়ই সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইতেছে । "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" আজ সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হইতেছে, ইহা আমাদের একটি পরম আনন্দের ও গৌরবের বিষয় ।

ভূমিকম্প

গত ১৪ জানুয়ারী (১৯৩৪) ভূকম্পনের সময় আমরা মুঙ্গের, মজঃফরপুর ও পূর্ণিয়া-প্রবাসী তিনটি ভক্তপরিবারের কুশল সংবাদ প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। শ্রীভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের সকলেরই সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২৪শ ও ২৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে যথাক্রমে মুঙ্গের-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বসুমন চাটার্জ্জী বি-এ ও মজঃফরপুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয়দ্বয়ের কুশল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণিয়ার অন্তর্গত বাখনাহা ষ্টেসন (পোঃ করবেলগঞ্জ) হইতে শ্রীযুক্ত শার্ঙ্গধরারি দাসাধিকারী মহোদয় গত ৯।১।৩৪ তারিখের পত্রে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ জানাইয়াছেন—

"গত ১৪।১।৩৪ বেলা ২-১০ মিঃএর সময় ভূকম্পন আরম্ভ হইয়া প্রায় ৩ মিনিট স্থায়ী ছিল। ঐ সময়ে আমি ষ্টেসনের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছিলাম, এমন সময় দার্জ্জিলিং মেল through pass করিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ শ্রবণে মনে হইল, এখন ত' ট্রেণ আসিবার সময় নয়, অথচ হঠাৎ কোথা হইতে ট্রেণ আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভূমি ও ষ্টেসন ঘর ভীষণভাবে কাঁপিতে আরম্ভ করিল আমি উচ্চৈঃস্বরে জয়রাম করিতে করিতে বাহিরে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—সমস্ত রেল লাইন দোদুল্যমান, জমিগুলি চড় চড় করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। শ্রীশ্রীল গুরুপাদ ও বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম—কৃষ্ণবিমুখ জীবনের এই প্রকারেই বুঝি অবসান হয়। কিছু পরেই বাসার দিকে গেলাম, দেখিলাম আমার বাসার সকলেই নিরাপদে গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন। যখন সকলেই বাসার ভিতরে ছিলেন, তখন দেওয়াল হইতে চুণ বালি পড়িতেছিল, প্রাচীর ভীষণ ভাবে দুলিতেছিল। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কৃপা—উহারা গৃহের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীর ঘরগুলি প্রভৃতি সশব্দে বাটীর ভিতর দিকে পড়িয়া গেল, বাহির দিকে পড়িলে কাহারও প্রাণ বাঁচিত না। একটি ৮।৯ বৎসরের কন্যার মস্তকে সামান্য একটু ইষ্টকাঘাত লাগিয়াছিল, তাহা ছাড়া

হইয়াছে। আর একটি শ্রীভগবানের অপার করুণার পরিচয়, আমার মধ্যম ভ্রাতার একটি মাতৃহীনা শিশু কন্যা ঘরের ভিতরে ঘুমাইতেছিল, পরে দেখা গেল, একটি বাক্স উল্টাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার কোন আঘাত লাগে নাই। ষ্টেসনের বিশাল ছাদ সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। যে স্থানে বসিয়া কার্য্য করিতাম, সেস্থানের ছাদ খসিয়া পড়িয়াছে দেখিলাম। ঘটনাক্রমে আমি কএকদিন হইতে ঐ স্থান হইতে সরিয়া অন্যস্থানে বসিয়া কাজ করিতেছিলাম। ঐ স্থানে থাকিলে কি হইত কৃষ্ণই জানেন। নেপাল পাহাড় (হিমালয়) এখান হইতে ৪০ মাইলের মধ্যে, বেশ দেখা যায়; মনে হয় কম্পনটি ঐ দিক হইতেই প্রথম আসে। এখানকার অনেক স্থানে কর্দ্দমাক্ত জল ও পঙ্কের পঙ্কময় জল বাহির হইয়াছে। এক একটি ফাটল ৫।৬ মাইল লম্বা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে উহা গভীরতায় ১১।১২ হাত পর্য্যন্ত, এখনও ষ্টেসন বেশ দেখা যায়। কম্পনের সময় একমিনিটের মধ্যেই অনেক ইন্দারা ও নদীতে জল-প্লাবন দেখা গেলেও পরে জলাভাব হইতে দেখা গিয়াছে।

করবেলগঞ্জ একটি বড় ব্যবসাস্থল। প্রায় ২০।২৫০ শত মাড়োয়ারীর পাকা দালান সবই ভূমিসাৎ হইয়াছে, টিনের ঘরগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ণিয়া হইতে মোগবাণী ও পূর্ণিয়া হইতে নূরলীগঞ্জ লাইনের, বিশেষতঃ করবেলগঞ্জ ও বাখনাহা ষ্টেসনের মধ্যে লাইনগুলির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তায় ২।৩টি মানুষ অদৃশ্য হইয়া যায়, এরূপ গভীর হইয়াছে।

ভূমিকম্পের পর হইতে জনসাধারণের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক নাস্তিকও আস্তিকত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর প্রতি এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধা ও শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীমান্ প্রেমলাল মিত্র আমার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীতহইয়া পণ্ডিত শ্রীদামোদর ঠাকুর মহাশয়কে ঐসকল কথা লিখিয়া লইবার জন্য বলেন। মৈথিল পণ্ডিত শ্রীদামোদর ঠাকুর প্রত্যেক সপ্তাহেই

আবেগভরে বলেন—'শ্রীগৌড়ীয়মঠের সিদ্ধান্ত অপূর্ব—অপূর্বই বটে। আমি আমার গুরু বা পরমগুরুর নিকট হইতেও ঐরূপ সংশিক্ষার শ্রবণ করি নাই। আমি ঐমঠের চরণে বহুত বিক্রয় করিলাম ইত্যাদি।" পণ্ডিত শ্রীমোহন ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য গুণে একান্ত আকৃষ্ট।

এদিকে লোক 'গৌরনিতাই' নাম লইয়া বাজনা কীর্ত্তন করে, তবে তাহা অনেক স্থলে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়া যায়। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় পাইলে উঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে। পণ্ডিত শ্রীমোহন ঠাকুরের ইচ্ছা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এদিকে আসিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করেন।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

(তারের সংবাদ)

ঢাকাস্থ—ঢাকা হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৪।২।০৪ সোমবার তারযোগে জানাইয়াছেন—গত ৩।২।০৪ রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীআচার্যদেবের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু সভানুরাগী সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এলাহাবাদে—প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ বাসবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ৪।২।০৪ সোমবার তারযোগে জানাইয়াছেন, শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শাস্ত্রসম্মানুমোদিত শ্রীব্যাসপূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীত হন। উপস্থিত প্রায় একশত ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। অনেকা ভক্তিমতী মহিলা উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

পরমার্থ প্রচারে ত্রিপুরার মহারাজের দান

আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, স্বাধীন ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজ পরমশ্রী শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমার্থপ্রচার-সৌকর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেবানুকূল্য-স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান মহারাজের সৌজন্য ও বৈষ্ণবোচিত বৈভব দেখিয়া (১৫।১।০৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শন করিয়াছি। মহামান্য মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় রাজ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচার-কেন্দ্র-সংস্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, ত্রিপুরার মহারাজগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বংশানুক্রমে শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের সেবার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ও সেবানুকূল্যের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। মহারাজের রাজ্যেও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহসেবার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মচারী রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডনে উপস্থিতি

শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ (3, Gloucester House, Cornwall Gardens, S. W. 7.) হইতে ২৬-১-০৪ তারিখের পত্রে প্রকাশ—২৩।১।০৪ বেলা ৪।১৫ মিঃএর সময় ভক্তিজ্যোতিঃ

প্রভু গতবের কিংস্রোরিয়া ষ্টেসনে উপনীত হন। তথায় শ্রীযুত বন মহারাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযোগে পত্তন-মঠে লইয়া যান। মঠ ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে।

পত্তনের সকল লোকই খুব ব্যস্ত; কেহই আলস্য-পরায়ণ নহেন। রাস্তা দিয়া চলিবার সময় বা ট্রেণে যাইবার সময় কেহ কাহারও সহিত কোন বাজে গল্প বা অনর্থক কথা-বার্ত্তা বলেন না; বিনা পরিচয়ে একের অন্যের সহিত কথাবার্ত্তা বলা সে দেশের রীতি-বিরুদ্ধ। ঐরূপ ব্যস্ততা ও বাক্‌সংযমাদি যদি পরমার্থকে উদ্দেশ করিত, তাহা হইলে উহা কতই না প্রশংসার বিষয় হইত।

পাটনা-গৌড়ীয় মঠ

গত ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী (১৯০৪) রবিবার পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তন-মুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমৎ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী উঃকীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর বহুলোককে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহোদয় বহন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে নানা প্রকারে পাটনা-গৌড়ীয়মঠের সেবানুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইতেছেন।

কলিকাতা-শ্যামবাজার-নিবাসী পাটনা-সিটি হোটেলের প্রোপ্রাইটার বাবু ত্রিলোক নাথ ঘোষ মহাশয় পাটনা-গৌড়ীয়মঠের জন্য একটি 'সাইনবোর্ড' দিয়া ভক্তানুকূল সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দত্তাচার্য্য বি-এ, বি-টি মহোদয় ও তাঁহার ভক্তিমতী মাতাঠাকুরাণীও পাটনা-গৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের বাটীতে প্রায়ই গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া পাটনাবাসী বহু লোকের সৌভাগ্যলাভের সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

গত ২৮।১।০৪ তারিখে ছায়া-চিত্র-যোগে টীকারীর মহারাজ বাহাদুরের জামিনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথবাবুর ভবনে বহু শ্রদ্ধালু শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হওয়ায় শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছেন এবং আরও শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বাবু বিশেষ আনন্দ-সহকারে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া নিজ মোটরযান-যোগে স্বামীজীকে ও মঠস্থ ভক্ত-বৃন্দকে শ্রীমঠে পৌঁছাইয়া দেন।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে উঃকীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় শ্রীজীবন কৃষ্ণ দাসাধিকারীর দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রাকৃতসহজীয়া ব্যাখ্যান ও স্বামীজীর বিশিষ্ট প্রায় একঘণ্টা ভগবদ্গীতা ও ভাগবত-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় বিহারী শ্রোতৃবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন-মুখে প্রচার হওয়ায় স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতেছে।

চন্দ্রগ্রহণ

গত ৩০ জানুয়ারী (১৯০৪) মঙ্গলবার পূর্ণিমা ও চন্দ্র-গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহু ব্যক্তিসমাগম হইয়াছিল। রাত্রি ৯-৫৪ মিঃ স্পর্শের সময় হইতে রাত্রি ১১-১৮ মিঃ মোক্ষকালের পরও প্রায় ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত দলে দলে কীর্ত্তন-সম্প্রদায় আসিয়া শ্রীসারস্বত-নাটমন্দিরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সম্মুখে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-রাত্রিক-কীর্ত্তনের পর হইতে মঠসেবকগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, অতঃপর দৈনন্দিন নিয়ম-সেবানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, পাঠের পরে বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইয়াছিল। ভাগবত-পাঠের সময়ে শ্রীভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সমুদ্র-মন্থনোত্থ অমৃতকলস লইয়া বিবদমান দেবাসুরদ্বয়ে অমৃত-বণ্টন লীলায় শ্রীভগবানের কৌশলে বেদপক্ষকে অমৃত-বিতরণ-লীলা-কীর্ত্তন-মুখে প্রহ্লাদ মহারাজের দৈত্য-বালকগণের নিকট অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজন-উপদেশ প্রদান-লীলা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে অসুর অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিমুখ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃত-পানাধিকারী দৈবপক্ষ—কৃষ্ণসেবোন্মুখগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণকথামৃত পানের চিন্ময়-বিশিষ্ট হইয়া অসুর রাহু-প্রমুখ কৃষ্ণাভক্তগণের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হেতমপুরের কুমার বাহাদুর

গত ২৩। ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪-৩৯ মিনিটের সময় হেতমপুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীযুক্ত কুমারীশ চট্টরাজ প্রমুখ অনুচরবর্গসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত; তিনি কৃষ্ণনগররাজ-জামাতা।

কুমার বাহাদুর অনুচরবর্গসহ প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহাচার, প্রচার-বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্যে প্রচার প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ও শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ বিগ্রহ বৃন্দমোহন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং সসম্মানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। নিজ জমিদারীতে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে তজ্জন্য কুমার বাহাদুর চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি অনুচরবর্গও নিরপেক্ষ সত্য-প্রচারে পরমানন্দিত। অনুগত জনগণকে আমরা অভিনন্দিত

ভাটারায় প্রচার

গত ২২শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী শনিবার বিকাল ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটারা গ্রামে বালিয়াটি জমিদার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সাহা চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

উক্ত সভার সভ্যগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত অনাবিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ঐ সভায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্র

"হিতেচ্ছু"

করাচী হইতে প্রকাশিত গুজরাতী সাময়িক পত্র "হিতেচ্ছু"র ১২ জানুয়ারী (১৯৩৬ সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজদ্বয়ের কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ করাচীর নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত "হিতেচ্ছু"র ২৩।১।৩৬ সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও প্রচার-কার্য্য-সমূহ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

"সংসার-সমাচার"

করাচীর "সংসার-সমাচার" নামক উর্দ্দু সাময়িক পত্রের ২৩।১।৩৬ সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চারুবাবু-কালেক্ট ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের আলোকচিত্র-সহ করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের হিন্দী পাক্ষিক "সংকীর্ত্তন"

গত ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৬, মাঘ ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৬৩ পৃষ্ঠায় নিবন্ধাদ্রি-বাসগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হিন্দী পাক্ষিক "ভাগবত" পত্র হইতে লণ্ডনে কোন ব্যক্তির শ্রীহরিনামগ্রহণ-প্রসঙ্গটির কিয়দংশ "লণ্ডন মেঁ হরিনামকা প্রচার" নাম দিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে

পঞ্চরাত্র-পরীক্ষার ফল

গত (৪৪৩-৪৪৭ গৌরাব্দে) শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে যে 'পঞ্চরাত্র'-পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গত ১১শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত যদুবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী সপ্তদাহবৈতবাচার্য্য মহোপদেশক এম্-এ, বি-এল।

২। শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সপ্তদাহ-বৈতবাচার্য্য মহামহোপদেশক এম্-এ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০; ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৮শ সংখ্যা

মানবের পরমধর্ম্ম *

(১)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমরা মানব বলিয়া অভিমান করি, তাই মানবের সহিত আমাদের সহানুভূতি স্বাভাবিক। সমষ্টিগত সমাজের ব্যষ্টি-মানবরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। তাই ব্যষ্টি-মানবের ভাবনা-ভাবনা, অন্তরের ধ্যান, বাহিরের অনুষ্ঠান, উত্থান-পতন সমষ্টি-মানবকে স্পর্শ করে। বলিতে কি, সমষ্টি-মানব ব্যষ্টি-মানবেরই বিশ্বরূপ।

'দেকেলে'-বাবুর রসায়ন-মন্দিরে "মনোরমতাং" বলিয়াই আমরা মানবের সাধারণ বিশ্লেষ শেষ করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ মানব-বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য-ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে। আধ্যাত্মিক পরিপ্রশ্নের পুরাতনের প্রহেলিকার মধ্যে আজ অবাস্তব বস্তুতান্ত্রিক জগৎ মানব-তত্ত্বকে আবদ্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মানবকে তাহার বিশ্বরূপের মধ্য দিয়া দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাই তাঁহাদের কল্পিত যুগমানবকে লইয়া তাঁহারা তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই আজ মানবের কথা স্বালোচিত হইতেছে—মানব-ধর্ম্মের অমৃতকথা, মর্ম্মকথা বা মস্তকথা

* কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক-মহোৎসব-বাসরে গত ২৭শে শ্রাবণ (১৩৪০), ১২ই আগষ্ট (১৯৩৩) শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মহাপরিষদে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা।

—তত্ত্ব কি কবিদাহিত্যিকগণের সাহিত্য ও কবিত্বের ভাষা বিশ্ব-দরবারে প্রকাশিত হইতেছে। বেতার-জগৎ, বৈদ্যুতিক জগৎ, বাষ্পীয় জগৎ, শিল্প, বিজ্ঞান 'সাত-সমুদ্র তের-নদী'র পারের মানবধর্ম্মের বার্ত্তা বিশ্বের সমক্ষে ধরাইয়া দিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কোমতের Positivism বা Religion of Humanity (মানব-ভক্তির ধর্ম্ম) তদানীন্তন বিশ্ব-মনীষের হৃদয়ে যে স্পন্দনের আবির্ভাব করাইয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগেও আর একটি ভিন্নরূপে বা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে রহিয়াছে। কোমত যাহাকে 'Grand Etre' বা 'বিরাট্ সত্তা' বলিয়াছেন, Morley তাহার বিশ্লেষণে দেখাইয়াছেন, "Humanity past, present and to come conceived as a great being"—ইহাই হইল কোমতের মানব-ভক্তির বিরাট্ রূপ।

কোমতের সেই চিন্তাধারার মধ্যে যে-সকল মানসপন্থা নানা পরিভাষা বিকসিত করিয়াছে, তাহাতে আমরা "মহা-মানব," "বিশ্বমানব," "অতিমানব", "চিরমানব," "পূর্ণমানব" —কত কি মানবের রূপের হাটকে অতিরিক্তরূপে বঙ্গ-সাহিত্য-জননীর দ্বারে আজকাল দেখিতে পাইতেছি।

সেদিনকার Hibert বক্তৃতাগুলিতে Hibert Lecturer বলিয়াছেন—"I felt that I had found my religion at last the religion of man, in which the Infinite becomes defined in humanity and comes close to me so as to need my love & co-operation." (H. Lectures p.96)

কোমতের চিন্তাধারাতে আধুনিক অনেকেই বাউল সহজিয়া সাহিত্যিকগণের সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র পড়াইতে চাহেন, বাঙ্গালার বাউল সহজিয়াগণের সাহিত্যে এক সময়ে 'মানুষ' লইয়া খুব আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক বাগ্‌বিস্তার চলিয়াছিল।

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

কিংবা "মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে,
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন,
মানুষ জীবন,
মানুষ পরাণ-ধন॥"

—এই সকল ভঙ্গীর মৌলিকত্ব চণ্ডীদাসের নামে আরোপ করিয়া সুহৃদিয়া-সম্প্রদায় উহার সহজ সংক্রামক বীজ আধুনিক শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও সংক্রামিত করিয়া দিয়াছে। বাউলদিগের দেহতত্ত্বের "মনের মানুষ" আধুনিক শিক্ষিত সভ্য কবি সাহিত্যিক ধার্ম্মিক পূর্ণমানবের চিন্তা-ধারাকে ভাব ভাষা ও সুরযোজনার যাদুদ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে।

পূর্ণমানবের মুক্তি হয়ত' মিলিবে—"শুশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত বিশেষতঃ পাশ্চাত্যশিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিরক্ত বাউল সহজিয়াগণের সহিত 'সাত-সমুদ্র তের-নদী'র পারের ভাবী বা সমসাময়িক অন্তরের অন্তরতম আলাপে কি করিয়া সম্ভব হইবে? অতএব ব্যষ্টি-মানবের যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ, তাহাই মানবধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। এই ব্যষ্টি-মানবের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত চিন্তা-প্রবাহই যখন সমষ্টি-মানবের অন্তর ছাইয়া ফেলে, তখনই তাহাকে মহামানবের বা মহাজনের ধর্ম্ম বলা যাইবে।" এইজন্য যুক্তিবাদী বলেন,—"মহাজন-অর্থে আমরা কোন বিশিষ্ট ব্যষ্টি নায়ককে বুঝিব না; মহা-অর্থে আমরা সমষ্টি বুঝিব। সমষ্টি-জনের যা' ধর্ম্ম, বহুজনের অন্তরের যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্পন্দন, তাহাই মহাজনের ধর্ম্ম।"

এইরূপ 'মহাজন' বা 'মহামানব' শব্দের তাৎপর্য্যের কতটা সার্থকতা আছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আজ সহজিয়া-গণের পরিকল্পিত "মানব সত্য", বাউলের "মনের মানুষ", কোমতের "বিরাট্ সত্তা", প্রকৃত বিশ্বকবিগণের "মহা-মানব", "বিশ্বমানব" প্রভৃতি মানবের বিচিত্র রূপ-বিলাস পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া বিশ্ব-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আর বিশ্ব-মানব সেই নৃত্য-মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া মানবতার সর্ব্বত্রকে সেই মানব-মহোৎসবে ডালি দিতেছে। অনেকে আজকাল ঐহিকসর্ব্বস্ববাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কিন্তু এই ধ্বনিবিলাসীর মত কিছু সর্ব্বস্ববাদের মূলে মানব-সর্ব্বস্ববাদ। মানব-সর্ব্বস্ববাদের মূল-মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিয়াই আমরা প্রকৃতির পাঠাগারে জীবনভর প্রণয়রাতি অধ্যয়ন করিতেছি। বিশ্বরূপের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটের

ব্যাপকতার মধ্যে, অনন্তের অন্বয়ে মানব-মহোৎসবের ধন্য-ভাণ্ডার অন্বেষণ করিতেছি। "মানব সত্য" এই কথাটি আমাদের প্রাণের ধাপে ধাপে, ধাপে ধাপে মিলিয়া গিয়াছে। 'মানবই সত্য—সেই সত্য' এই কথাগুলি কখনও ভুলের মধ্য দিয়া, কখনও সুখের মোহন-বিভ্রম আমাদিগকে আত্মহারা করাইয়া—আমাদিগকে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন মানববাদী করিয়া তুলিতেছে।

মানব-বাদের বাস্তবই জড়বাদ। এই মানববাদ জড়বাদের জন্য বিশ্বের সমবায়-সংঘিতিতে যে বিপুল ও অক্ষয় জীবনবীমা করিয়া রাখিয়া যাইতেছে, তাহাতে জড়বাদের কোন দিনই দেউলিয়া হইবার ভয় নাই। মানববাদ Rationalityকে তাহার নিজস্ব অবদান বলিয়া গৌরব করিয়া যে Nationality বা জাতীয়তা-বাদের রাজকীয় ধনকোষ খুলিয়াছে, তাহা হইতে সকল মানবকেই ধার করিতে হইবে, তাই বর্ত্তমান যুগে মানববাদের ধনাগারের ধার করা ধনের কথাই বিশ্বকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই কথাটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর :—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা,　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১)

কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতের :—"ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণমানুষঃ" (ভাঃ ১১।২০), "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" কিংবা বিষ্ণু-পুরাণের "ব্রহ্মাবতীর্ণ কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি" কিংবা "স্বকং রূপং ধর্ম্মরামাদি ভূয়ঃ" (শ্রীঃ ১১।৫০) কিংবা "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ" (শ্রীঃ ১৪।২৭) অথবা উপনিষদের "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ", পুরাণের "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং বিভুজং শ্যামসুন্দরং" প্রভৃতি অনাদ্য বাণীর তাৎপর্য্য স্মরণ করাইবার পরিবেশে কোমতের আদর্শের সহিত আমাদের আত্মীয়তা বিস্তার করিয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীঃ Socialism ও Communismএর উদীয়মান প্রতিভা উনবিংশ শতাব্দীর Positivism কে ম্লান করিয়া ক্রোড়ীভূত করিয়াছে এবং নূতন রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। Positivism প্রচার করিয়াছিল—কেবল মানবজাতির বিরাট্‌পুরুষের সেবা আর Communism মানবের বিশ্বরূপের মধ্যে নিত্য শ্রমিক বিরাট্ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া মানবের সহানুভূতির কমনীয় ও নমনীয় বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "মানুষ সত্য" অপেক্ষা "মানব-সর্ব্বস্বতা বা ঐহিকসর্ব্বস্বতাই সত্য"—বর্ত্তমান তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক জগতের ইহাই মূলমন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যেও মানুষের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও মানুষ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং মানুষের দুঃখ-দৈন্য-মোচনের ছলে মানুষ-সর্ব্বস্ববাদে সাযুজ্য-সিদ্ধি লাভ করিতেছে।

রুশিয়ার Communistগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইয়া এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াও Communism কে ধর্ম্মের স্বাধীনতা-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছে। মানব-সাধারণের দুঃখ-দৈন্য মোচন করিবার আগ্রহ-প্রসূত 'বলশেভিকবাদ' ঈশ্বরদ্রোহী সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মনোভাবের সহিত আধুনিক কালে ভারতে প্রচারিত "নরনারায়ণ" (?), "নিত্য নারায়ণ" (?) বা "হরিজন" প্রভৃতি পদের সাধারণ রুচির কোন ধন-ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে কিনা, উত্তমর্ণই বা কে, অধমর্ণই বা কে, তাহা সুধীসমাজের বিচার্য্য বিষয়।

মানবসর্ব্বস্ববাদ 'মানুষ সত্যবাদ' রূপের ভাবনায় আপনাকে রঞ্জিত ও সুশোভিত করিয়া বিরাট্ মানবের মনকে মথিত করিয়াছে। তাই 'মানবের ধর্ম্ম' বলিতে আমরা মানবের দেহের ধর্ম্ম, মানবের মনের ধর্ম্ম, মানবের শারীরিক সুখ-দৈন্য-অভাবের ধর্ম্ম বা সূক্ষ্ম শারীরিকধর্ম্মকে অর্থাৎ এক কথায় মানবের সুবিধাবাদের ধর্ম্মই স্থির করিয়াছি।

মানবত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, বৃক্ষত্ব বা কৃমিত্ব প্রভৃতি জাতীয়ত্ব-হিসাবে পৃথক্ পৃথক্ গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে যে অদ্ভুত ব্যাপারটি সাধারণ আছে, তাহাতে আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন—মানুষ ও পশু-পক্ষীর সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনানি
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্"

—ঐ চারিটি ধর্ম্ম যেমন মানবের, তেমনই পশু-পক্ষীর।

তবে উত্তরোত্তর প্রাণ মানবের কাছে ঐ গুলি বৈজ্ঞানিকতার ক্লিষ্টতর দিয়া refined হওয়ায় সত্য জগতের সাথে পরিবেশনে সহায়ক হইয়া পড়িয়াছে। আহার-নিদ্রার জন্য-সম্বন্ধে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের মধ্যে নিধান রূপে প্রবেশ করিলে আত্মসুখ-চেষ্টার mother tincture বা মূল অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যায়। এই আত্মসুখ-চেষ্টা ইন্দ্রিয়-সুবিধাবাদে যখন মানবের বর্ণের বিভিন্ন পরিবারে diluted হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন আর ঐ মূলের চারিটি ধর্ম আত্ম-প্রকাশ করে। তখন ধর্মের অভিধান তাহাদের নামকরণ করে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপে আত্মসুখ-কামনা, অর্থে আত্মসুখ-কামনা, কামে আত্মসুখ কামনা, মোক্ষেও আত্মসুখ-কামনা আত্মসুখবাদের ইতরের আধুনিক সুবিধাবাদের বেশ-ভূষায় যতই ঢুকি পাক কেন না পরম ধনের কতটা অংশ আছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া পরমধন-বিজ্ঞান বলেন যে, উহাতে 'পরমে'র কোন পরিচয়ই নাই। এই জন্য ঐগুলি মানবের 'ধর্ম' হইতে পারে—কিন্তু মানবের 'পরম ধর্ম' নহে।

'মানবের ধর্ম' বলিতে সাধারণে কি বুঝেন? বর্ত্তমানে একটা প্রবল ও ব্যাপক জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে যে, মানবের রুচিই ধর্মের চুম্বক! চুম্বক যেরূপ লৌহকে আপনার কোলে টানিয়া লয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিও তেমনি তাহার অনুকূল বস্তুকে আপনার বহুধায় আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ রুচিই ধর্মের প্রাহক। মানবের ধর্ম বলিতে আমরা মানব-রুচির ধর্ম বলিতে পারি। মানবের রুচি সাধারণতঃ দুইটি বাতায়নের মধ্য দিয়া তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে—একটি সূক্ষ্ম মানসিক বাতায়ন আর একটি স্থূল শারীরিক বাতায়ন।

আমরা যে চারিটি জন্য ধর্ম এবং চারিটি মানব-মানসিক-ধর্মের নাম করিয়াছি, তাহা উভয়বিধ বাতায়নের রূপ-প্রতিভা। শরীরের রুচি সাধারণ জন্তু ও মানবের সাধারণ বলিয়া আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানবেরও শারীরিক রুচির ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইতর জন্তুর মানসিক রুচি হইতে মানব-মন অনেক মার্জ্জিত, বিকসিত ও বিচার-প্রবণ বলিয়া মানবের মানসিক রুচির ধর্ম মানবিকতার কল্পিত কল্যাণকুসুমে মণ্ডিত এবং মানব-জীবনের অনুশাসনে সংযত ও সংহত হইয়া উন্নত-স্তর আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাই আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন এই সাধারণ জন্তু ধর্মের বৈশিষ্ট্যগতিকে রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাচীন পরিষদ সংযত আহার, সংযত নিদ্রা, সংযত ভয় এবং সংযত ইন্দ্রিয়-সুখের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সংশোধিত নাম করণে ধর্ম অর্থ কাম বা ত্রিবর্গ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ হইবার কামনা, ধর্ম অর্থ কামকে সোপান করিয়া মোক্ষের চরম-ভূমিকায় আরূঢ় হইবার চেষ্টাই মানবের মানসিক রুচির ধর্ম্মের যাত্রীর লক্ষ্য-কেন্দ্রের বিষয় হইয়াছে। তাই চতুর্থ ইন্দ্রিয়-সুখটি নিরিন্দ্রিয়-সুখের কল্পলীলা আবিষ্কার করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ধর্ম অর্থ ও কামের পাথেয় আর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য মোক্ষকামনার পাথেয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পাথেয়ের লক্ষ্য—ষড়েন্দ্রিয়ের স্থূল-সুখ ভোগ, আর উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীর পাথেয়ের লক্ষ্য—নিরিন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ভোগ। উভয়বিধ যাত্রীরই গন্তব্য স্থান—সেই আত্ম-সুবিধাবাদ। সুতরাং ইহাদের "সকল ধর্মই সমান"—এই কথাটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে পরমধর্ম্মের কথার আলোচনা, তৎসঙ্গে সঙ্গেই 'পরম' শব্দটি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে "অবম" বা কনিষ্ঠের অস্তিত্ব প্রচার পূর্ব্বক নিজকে তাহা হইতে ব্যাবৃত্ত করে। 'অবম' না থাকিলে 'পরম' কথার কোন সার্থকতাই হয় না। "পরম ব্রহ্ম" যখনই আমরা বলি, তখনই অবমব্রহ্মের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে উপস্থিত হয়।

পরমের সমান বা পরম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই—ইহাই শ্রুতি বলিয়া থাকেন।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।" অবমের অনেক সমান ও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে। আলঙ্কারিকের পরিভাষায় বলিতে গেলে—পরম বিষয় বা পরম আশ্রয় একজন—একমেবা-দ্বিতীয়ং অসমোর্দ্ধ পরাৎপর তত্ত্ব, আর অবম-আশ্রয় অসংখ্য এবং তাহারা উচ্চাবচ-পর্য্যায়ে অবস্থিত।

পরম সম্বন্ধ বা পরমবিষয় নির্ণীত হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে—সেই পরমকে অনুভব করিবার উপায় কি? পরমের প্রাপ্তির উপায়ও পরম। অতএব দ্বিতীয় প্রশ্নের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'পরম অভিধেয়' নামে নামকরণ হয়। পরম

উপায়ের দ্বারাই পরম উপেয় লাভ হয়। পরম অভিধেয়ের প্রয়োজন ও পরম।

বেদান্তসূত্র আলোচনা করিলে আমরা তাহাতে চারিটি অধ্যায় দেখিতে পাই। প্রথম অধ্যায়ে—'সমন্বয়', দ্বিতীয়ে —'অবিরোধ'। সমন্বয়াধ্যায় অন্বয়ভাবে জিজ্ঞাসা করে, আর অবিরোধাধ্যায় ব্যতিরেকভাবে সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া অন্বয়ের বিরোধী বিচারসকলেই সুসমন্বিত করিয়া থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম—'সাধন' অধ্যায়। ইহাই অভিধেয়ের সন্ধেশ প্রদান করে। চতুর্থ—'ফলাধ্যায়'। ইহা প্রয়োজনের সন্ধান দেয়।

মানবের সাধারণ ধর্ম্ম যে সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহার মূলে সেই আত্মসুবিধাবাদের চুম্বকলৌহের নিশ্চিত ভৌমদণ্ডটি রহিয়াছে। ত্রৈমাসিক ত্রিশকোটি মানবের বিভিন্ন রুচির কামনার ইন্ধন-সরবরাহকারী তেত্রিশকোটি দেবতার কল্পনা হইয়াছে। ভাগবতের প্রবেশে বহুকোটি মানবের সুবিধা-বাদ-সরবরাহকারী দেবতাসমূহ ঠিক ভারতীয় মূর্ত্তিতে দেখা না দিলেও নানাপ্রকার ঐতিহ্যতা-সর্ব্বস্ব মতবাদের মন্দিরে নানা আকারে পূজিত হইতেছেন আবার তাহাতে তেত্রিশ-কোটি দেবতাকে বৈজ্ঞানিক সংকেতে সংক্ষিপ্ত করিয়া পঞ্চদেবতার সুবিধাবাদ-সরবরাহকারিণী পঞ্চদেবতা-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম বা পুণ্যের সুবিধাবাদ-সরবরাহ-কারকরূপে জড়জগতে যাঁহার জড়শক্তি উত্তাপরূপে নিত্য আমাদের অনুভূতির বিষয় হয়, যিনি জগতের কামধর্ম্ম সৃষ্টি করেন, সেই সূর্য্যদেবতা পঞ্চদেবতার প্রথমদেবতারূপে নৃত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত জড়-জগতের আবহার পূরণের প্রতীক, যাঁহাকে মাতৃমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া এবং জগতে তাঁহার শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিকে পঞ্চদেবতার দ্বিতীয় দেবতারূপে বরণ করা হইয়াছে। ধনবাদের মূলনীতি 'ধনবাদ'। এই ধনসুবিধাবাদকে কেন্দ্র করিয়াই নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। সুতরাং ধনসিদ্ধির জন্য গণদেবতার পূজা পঞ্চদেবতার অন্তর্ভুক্তরূপে গৃহীত। বপুবিজ্ঞান, কামবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের সুবিধাবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল—জগন্নাশ, সেই দিনকার ইউরোপীয় মহাসমর তাহার একটু ইঙ্গিত দিয়াছে। তাই চতুর্থদেবতারূপে রসলীলার প্রতীক কৃষ্ণদেবের আবাহন হইয়াছে। ধর্ম্ম-অর্থ-কামের পিপাসাকে মানব রসলীলার 'রহঃস্রোতে' কিংবা 'পতীরাহবহ্নে' আহুতি দিয়া চিরতরে জুড়াইবার যে আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ অধিকতর বিরাট সুবিধাবাদের কামনা করে, তাহাই ষোলের দেবতা কৃষ্ণের পরিকল্পনার মধ্যে দেখা যায়। আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মবাদকে বৈধিক খাতায় রেজিষ্টারী করাইবার জন্য কর্ম্মের অধীশ্বর বিষ্ণুর কল্পনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই বিষ্ণু হইতে যেসোক্ত বিষ্ণুর পরম পদ—যাহা সুরিগণের নিত্য ধ্যেয় বা যাহা বেদের ব্রাহ্মণ 'পরম দেবতা' বলিয়া কল্পিত, সেই বিষ্ণুর পরপদ সম্পূর্ণ পৃথক্। মানবের মনোধর্ম্ম পঞ্চদেবতার ধর্ম্মের সহিত সামুজ্য লাভ করিয়া বৈধিক দেবেশ সাগরিকা যে পঞ্চদেবতার পূজার আয়োজন করে, বিসর্জ্জনের বাসরে তাহার জগতের প্রচুর সুবিধাবাদের মূর্ত্তিটি পারমার্থিকগণের 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়'।

মানবরুচির ধর্ম্ম তাহার সুবিধাবাদের সরবরাহকারক উপাস্যনামধেয় যে মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহা আপাততঃ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ যে কোন মূর্ত্তি লইয়া পূজার বেদীতে বসুন না কেন, চরমে ক্লীবলিঙ্গেই সংস্থেবর্ত্তা হইয়া পড়ে। উপাসক কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও স্ত্রীলিঙ্গ আবার কখনও ক্লীবলিঙ্গের অভিনয়কারী হইয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ বিচার করিলে দেখা যায়, ক্লীব উপাস্য কল্পিত হইলে উপাসনাশব্দের আদৌ সার্থকতা থাকে না। কারণ, নিষ্ক্রিয় বস্তু কিরূপে পূজার সম্ভার গ্রহণ করিবেন? এজন্য ক্লীবকে কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া নিটিয়া সাময়িক পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয়। উপাসক ও উপাস্য উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে উভয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনেই সুখোৎপাদন ও ফলোৎপত্তি হয়। সাধারণ যুক্তিও ইহা সমর্থন করে এবং শাস্ত্রীয় বিচারে বেদান্তের উৎপত্তি-অসম্ভবাধিকরণ ইহাই প্রমাণিত করিয়া থাকে। যদিও কিছুদিন পূর্ব্বে Psycho-analytic treatmentএর আবিষ্কারক Dr. S. Fraud দেখাইয়াছে যে, Homo-Sexuality বা 'এক স্ত্রীর প্রতি আর এক স্ত্রীর আসক্তি' বলিয়া একটি ব্যাপারের নিদর্শন প্রাণি-জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে জানা যায় যে, Fraudএর pseudo homo-sexuality বা functional homo-sexuality—উভয় চিন্তাধারার

দুঃ একজনের প্রভুর বা স্বামীর ভোগের ভোগ্যা বা স্ত্রীর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাহিরের রূপ যাহাই থাকুক উভয়েই ভোগ্যা স্ত্রীত্বের বৃত্তি; কিংবা আচার্য্যদিগের ভাষায় বলিতে গেলে উভয়েই আশ্রয়ের তিরোধান—সেখানে সম্ভোগব্যাপার নাই। কিন্তু যাহা আশ্রয়ে উভয়স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে ভোক্তৃ ও ভোগ্যাভাবের তিরোধান আসিয়া পড়ে, তখনই বাস্তবতায় বা সহজাত সংসারে একজন পুরুষ, অপরজন স্ত্রী; একজন বিষয়, একজন আশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় য়ুরোপের (আমাদের পাশ্চাত্য) দার্শনিকগণের পুনর্জ্জন্মবাদের স্বীকারে অনিচ্ছার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে স্পষ্ট তাঁহার দেখনীতে ভগবানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক উপাসক ও উপাস্য উভয়ের স্ত্রীত্ববিচার-বোধ কখনও অ কাম্যাবে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। এজন্য কেহ কেহ উপাসককে স্ত্রীমূর্ত্তিতে বরণ করিয়া আপনাকে উপাসক পুরুষরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু উপাসক যেখানে পুরুষ আর উপাস্য যেখানে উপাসককে ধর্ম্ম অর্থ কাম বা মোক্ষ কামনার আবদার-পরিপূরণকারিণী বা সুবিধাবাদ-পরায়ণতাকারিণী স্ত্রী, সেখানে উপাসকের উপাস্যে ভোগ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রমাণ করে। হয় সেখানে ভবানীভর্ত্তৃত্ব, না হয় মাতৃত্বের আসন হইতে যাযাবর বা বিকল্পে মাতৃত্বভাব আসিয়া মানবধর্ম্মকে গ্রাস করে। এইজন্য উপাসকের নিত্যা মাতৃমূর্ত্তি বা প্রকৃতিমূর্ত্তি এবং উপাস্যের নিত্য-লীলা-পুরুষোত্তম-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া পরমধর্ম্মের শিক্ষা দান করেন। লীলাপুরুষোত্তম স্বরাট্ পরাৎপর তত্ত্বই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি বা শক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ আশ্রয়-জাতীয় সেবক-সম্প্রদায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

(সন—৪।২।৩৪ শ্রীব্যাসপূজা-বাসর)

[শ্রীমায়াপুর ধামের সপ্তাহব্যাপিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণসভা-গৃহে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতিরূপে শ্রীপাদ ভক্তি সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ মহারাজ ও গিরি মহারাজ তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। আমরা গত বর্ষ সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীগৌড়ীয় সংবাদের বক্তৃতা যাহা প্রকাশ করিয়াছি, নিম্নে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও গিরি মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল।]

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

(শ্রীশ্রীবলদেবের পূর্ব্বক স্বামীজী বলিতে থাকেন—)

"সমবেত সজ্জনবৃন্দ, আমি আপনাদিগকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আজ আমাদের শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা-বাসর। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমবন্দনময়ী বহির্দ্বার-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি আজ। শ্রীগুরু-পূজা—ভজনের মুখ্য অঙ্গ। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা এই ব্যাসপূজা-লীলার আদর্শ আবিষ্কার ক'রেছিলেন। আপনারা সকলেই আজ কত ভাল ভাল উপাদান নিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে এসেছেন, আমি কিন্তু কিছুই আনতে পারি নি। শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, তাঁকে কি দিয়ে পূজো ক'রবো? সুতরাং কেবলমাত্র তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃতা বাণী কীর্ত্তন ক'রেই আজ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজা ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছি। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-দ্বারাই তাঁর পূজা হয়, এই কীর্ত্তনরূপ পুষ্পাঞ্জলিই আমার একমাত্র সম্বল। যে অতিমর্ত্ত্য পুরুষের মহিমা স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন ক'রেও শেষ ক'রতে পারেন না, তাঁর মহিমা আমি কতটুকু ব'লতে পারি; কেবল আষাঢ়ের-দর্শনের ন্যায় সামান্য দিগ্‌দর্শনই ক'রবো মাত্র।

মহান্তঃ শ্রীগুরবঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীগুরুত্তমঃ। যাঁরা জড়ানন্দে অত্যন্ত মগ্ন, তাঁরা শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও ভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবানন্দের কোন সন্ধানই রাখ্‌তে পারেন না।

ভগবানের আবির্ভাব-তিথি যেমন আছে, তাঁর অতি-প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিও তেমনই আছে;

সুতরাং আমি এই পুরাতমা 'গোবিন্দ-লক্ষ্মী' তিলিকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি। জগৎ যখন অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মিছাভক্তি ভণ্ডভক্তি প্রভৃতি আবর্জ্জনা-দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন শ্রীচৈতন্যবাণী আবির্ভূত হ'য়ে সেই আবর্জ্জনা গুলিকে ধ্বংস করেন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি আজ আবির্ভূত হ'য়ে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ না জানাতেন, তা' হ'লে আজ শুদ্ধ-ভক্তির সন্ধান কি ক'রে পেতাম? জগৎ মিছাভক্তিকেই 'ভক্তি' ব'লে চালা'বার চেষ্টা ক'রত। অনেকে হয়ত' আচার করেন, কিন্তু প্রচার করেন না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যুগপৎ আচার-প্রচারলীলা-দ্বারা এক পরম-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ক'রেছেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ব'লেছিলেন—"আচার-প্রচার—নামের কর দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥" শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার ক'রে—কৃষ্ণানুসন্ধানলীলার আদর্শ প্রদর্শন ক'রে জগৎকে কৃষ্ণ-ভজন শিক্ষা দিয়েছেন—নিজনাম, নিজভজন-মুদ্রা জানিয়ে অচৈতন্য বিশ্বের চৈতন্য সম্পাদন ক'রেছেন—

"গৌরলীলার সার ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩৪

আর সেই শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় জন, যিনি আজ "চৈতন্য জানায়ে সব বিশ্ব কৈলা ধন্য', যিনি প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন, সেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা করবার উত্তম অবসর হ'য়েছে।

কেবল অর্জ্জনের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠমিশন নয়, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রচার-জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠমিশন; "যদপি অন্যা ভক্তিঃ বলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব"—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়ের বিচার। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আবির্ভাবে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। শ্রীরূপের "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং" বাণী আজ মূর্ত্ত হ'য়ে আমাদিগকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিচ্ছেন। গোবিন্দানন্দিনী শ্রীবার্ষভানবী দেবীর কৃপা যেমন শ্রীগোবিন্দ অনন্ত মুখে কীর্ত্তন ক'রেও অন্ত পান না—কৃপিলাভ ক'রতে পারেন না, ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের লীলাবিলাস-সেবার অতিঘনতা-হেতু শ্রীগোবিন্দের অতিবড় শ্রীবার্ষভানবী-হিতবাদের গুণও তেমনই কৃষ্ণ অনন্তবদনে কীর্ত্তন ক'রেও অন্ত পান না—তৃপ্ত হন না। আমি অতি ক্ষুদ্র 'গোষ্পাদুনী' হ'য়ে তাঁর গুণসিন্ধুর বিন্দু মাত্র স্পর্শ ক'রবার যোগ্যতা পেলেও আপনাকে ধন্য মনে ক'রবো।

আমার শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা। বৈকুণ্ঠশিল্প-প্রদর্শনী উদ্ঘোচন ক'রে তিনি জীবজগৎকে বৈকুণ্ঠোন্মুখ ক'রছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নতি জীবজগৎকে জড়জগতের ভোগে নিযুক্ত ক'রছে, শ্রীগুরুদেব সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে জীবভোগ্য বিচারের পরিবর্ত্তে ভগদ্ভোগ্য উপকরণ-বিচারে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত ক'রে তা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনের শিক্ষা প্রদান ক'রছেন।

'বিবিক্তানন্দী' রূপে নির্জ্জন-ভজন-লীলা অপেক্ষা 'গোষ্ঠানন্দী' রূপে ভজনলীলার আচার্য্যের পরদুঃখকাতরতা অধিক প্রস্ফুটিত—"কৃপাসুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।"

আসুর-বর্ণাশ্রমবিচারে বর্ত্তমান জগতের যে দুর্দ্দৈব—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা উপস্থিত হ'য়েছে, দৈববর্ণাশ্রমবিচার সংস্থাপন ক'রে শ্রীআচার্য্যদেব জগজ্জীবকে সেই দুর্দ্দৈবের—আসুরিক-ভাবের ধ্বংস ক'রতে পরিত্রাণ ক'রছেন। শ্রীভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" ও শ্রীগীতার "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" প্রভৃতি বাণীর প্রকৃত সার্থকতা আজ শ্রীআচার্য্যদেবের কৃপায় জগজ্জীবের বিচার্য্য বিষয় হ'চ্ছে—প্রাণিমাত্রেরই হরিভজনের অধিকার আছে বুঝে সকল লোকই হরিভজনের সাহস পাচ্ছে। অবশ্য হরিভজনের বিচার যার ভিতর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনাদি যে-সকল আনুষঙ্গিক কৃত্রিম বিচার বর্ত্তমানে প্রবল হ'চ্ছে, তা'র কোন মূল্য নেই, ওগুলি কেবল মানুষের অনধিকারই বাড়িয়ে তুল্‌বে মাত্র। আমাদের শ্রীআচার্য্যদেব ভগবদ্-ভজন-বিচার-মূলক দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপক।

লুপ্ততীর্থোদ্ধার—শ্রীআচার্য্যদেবের অন্যতমা কৃপা-চেষ্টা। শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপাদি ধামের প্রকৃত স্বরূপ না জেনে ব্যবসাদার লোকের ব্যবসার সুবিধানুযায়ী ও স্বভোগ্যভূমিকে ভগবল্লীলাস্থলী ব'লে ঘোষণা করবার দুষ্প্রবৃত্তিকে সমূলে ধ্বংস করা আচার্য্যের এযুগে একটি মহাদান। কোন

সম্ভবীবই যে... পরিমাপক পরিদর্শক হ'তে পারে না, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায়—কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণধাম-সেবায় সমর্পিতাত্মা নিষ্কপট সেবক-জনেই যে শ্রীনাম ও শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপ উদিত হ'য়ে থাকে, এই কথা প্রভুপাদ তাৎপর্য্যে জানিয়ে জগজ্জীবকে নামাপরাধ ও ধামাপরাধ হ'তে মুক্ত ক'রছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী জীবন্ত ভাগবত। দিব্যজ্ঞানের সাধারণ মাপকাঠি দ্বারা তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তাঁরই কৃপায় সেই দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে তাঁর মহিমা বুঝা যায়।

সূর্য্যের আলোক-দ্বারাই সূর্য্যকে দেখা যায়, রাত্রে লক্ষ লক্ষ আলো জেলেও সূর্য্য-দর্শন হয় না।

ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমির যাথার্থ্য-প্রকাশ, শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা এবং প্রত্যহ নবদ্বীপ-পরিক্রমা-দ্বারা জগজ্জীবকে গৃহ-পরিক্রমার স্তর হ'তে পরিব্রাজ, নগরসঙ্কীর্তন-প্রচার; মুদ্রাযন্ত্র-সাহায্যে হরিকীর্তন-প্রচার প্রভৃতি শ্রীআচার্য্যদেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য।

জগতে যেমন জাগতিক কথার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রভৃতি পত্র চলে, শ্রীল প্রভুপাদ তেমন ভগবৎকথার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ছয়খানি পত্র পরিচালন ক'রে জগজ্জীবকে কৃষ্ণ-ক'তে পরিত্রাণ করার চেষ্টা ক'রছেন।

শ্রীগুরুদেব—শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীরূপানুগ-বর। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের 'গৌড়ীয় ভাষ্য' রচনা ক'রে শ্রীচৈতন্যবাণীর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধাম্নব ধর্ম্ম—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচারার্থ শ্রীভাগবতের "নিগমকল্পতরু"-বিগ্রহ রচনা ক'রে কৃষ্ণবাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার ক'রছেন।

গৌর ও কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য না বুঝ্তে পেরে যাঁরা গৌরকে 'নাগর' সাজাবার চেষ্টায় আছেন, শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী তাঁদের সেই অসতী চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ক'রছেন। "রসরাজ" রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও "মহাভাব"-রূপা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী—এই দুই তত্ত্ব মিলিত হ'য়ে যে এক তত্ত্ব—"শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" মহাপ্রভু; একত্বে দুই, দুইত্বেই যে এক; তথাপি গৌর-লীলায় ও কৃষ্ণলীলায় যে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, প্রাকৃতসহ-জিয়া সম্প্রদায় একথা না বুঝ্তে পেরে 'গৌরাঙ্গনাগরী' বাদের এক অদ্ভুতবাদ প্রচার করেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ প্রভুপাদ তাঁদের সেই বিচারকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন ক'রেছেন। শ্রীগৌরানুগত্য ব্যতীত যে রাধাকৃষ্ণ-ভজন হয়

শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য অস্বীকার ক'রে শ্রীগৌর বা রাধাকৃষ্ণভজন-চেষ্টায় যে সন্দেহবাদ এসে পড়ে, উহা যে ভক্তিপ্রতিকূল বিচার, শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভভরে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার আনুগত্যেই যে ভজন-রহস্য-বিজ্ঞান, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীবগণই তা' বুঝ্তে পারেন।

শ্রীগৌরনাম, গৌরবিগ্রহ, গৌরস্বরূপ, গৌরধাম, গৌর-কাম বা গৌরমনোঽভীষ্ট-সেবার নিত্যত্ব ও বিচার-বৈশিষ্ট্য জানিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ আজ অচৈতন্যজগতের চৈতন্য সম্পাদন ক'রছেন। মাধুর্য্য-গোলোকাপেক্ষা ও ঔদার্য্য-গোলোকের উদারতার উৎকর্ষ জানিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরধামাশ্রয়েই কৃষ্ণধামসেবার বিচার অনুসরণ ক'রতে বলেন।

'সরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থে তাঁর অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিতের দিগ্‌দর্শন হ'চ্ছে। প্রভুপাদের জীবন বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বিশিষ্টে পরমপুরুষে রাগ বা আসক্তি না হ'লে ইতরবিষয়ে বৈরাগ্য হয় না। 'আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব'—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে উপদেশ। মানুষ কৃষ্ণবৈরাগ্য ক'রতে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখ হ'য়ে পড়ে। যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করার নামই যুক্তবৈরাগ্য। বৈরাগ্যের সিদ্ধান্ত না জেনে কাপড়ে চোপড়ে, খাওয়া দাওয়ায় বৈরাগ্য ক'রলে তাকে 'বৈরাগ্য' বলে না। বৈরাগ্যের নাম ক'রে যারা বাহ্যিকতায় রত হয়, তা'দের মুখ পর্য্যন্ত গৌরসুন্দর দর্শন করেন না। সুতরাং

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হ'তে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

শ্রীগুরুদেবের কাছে ভক্তিসিদ্ধান্ত শুন্তে শুন্তেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। কৃষ্ণে ভক্তি ক'রলেই সব কাজ করা হ'য়ে যায়, এইটিই বৈরাগ্যের প্রথম বীজ—শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই এই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত ও সুফল ফলভারাবনত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে মানস-দেহ-গেহ সর্ব্বতোভাবে সন্নিবদ্ধ হ'লেই বৈরাগ্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। শ্রীবার্ষভানবীর দাসত্ব হ'লেই প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়।

কর্ম্মী-জ্ঞানী-উপাস্যের বৈরাগ্য নিজ-ভোগে পর্য্যবসিত। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈরাগ্যের অন্য নাম বিপ্রলম্ভ—অন্যত্র কৃষ্ণদর্শন-লালসা, অথচ সেই দর্শনে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছা নাই—কৃষ্ণকে দৃশ্য-বিচারের মধ্যে টেনে এনে, নিজে দ্রষ্টা সেজে ব'সে কৃষ্ণকে সম্ভোগ ক'রবার লালসা নাই। "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"—বিপ্রলম্ভরসসহিত শ্রীগৌরসুন্দরের এই বিচারের আনুগত্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণের সেবা ক'রে তৃপ্ত হওয়া—সম্ভোগের বিচার; কিছুতেই তৃপ্তি হ'চ্ছে না, সেবার স্পৃহা নবনবায়মান ভাবে বলবতী হ'চ্ছে—এইটীই শ্রীল প্রভুপাদের রূপানুগ ভজন-বিচার। তাঁর আনন্দ-কেশাগ্র কৃষ্ণ-ভজনময়। তাঁর চরিতামৃত আলোচনা ক'রে তাঁর বিচারের অনুগত হ'লেই —তাঁর সেবাধিকার লাভ ক'রতে পার্লেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ হয়।

ভোগের অবসানে যেমন কিছুতেই ভোগের তৃপ্তি হয় না, আত্মার মুক্তভূমিকায় তেম্নি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবা ক'রেও কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। "যাবদ্ধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নবনবরসধাময়্যুদ্গতং তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।" —এই বিচারে নিরপেক্ষতার কথা মনে হ'লেও দুবার উদয় হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলেই এই বিচার দৃঢ় হয়। তখন "পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল দেখা-শুনা পেয়ে মনে, আমি ত' তোমার, তুমি হ' আমার, কি কাজ অপর ধনে"—এই কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীগুরুদেব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ; তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় না ক'রলে ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা যায় না, কৃষ্ণভজন হয় না। কৃষ্ণ তাঁর নিজ-ভজন জানাবার জন্যই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, সেই গুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি ক'রলে নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী।

"গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ"

—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এই শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন ক'রে সাধারণ মর্ত্যমানব-বিচারে কখনই ব্যাস-পূজার পুষ্পাঞ্জলি সংগ্রহ করা যায় না।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—এই শাস্ত্র-বাক্য শ্রীগুরুভক্তির কথা ব'লছেন, যাঁর গুরুভক্তি আছে, তিনিই শাস্ত্রের রহস্য উপলব্ধি ক'রতে পারেন। ভগবান্ নিজ-মুখে তাঁর ভক্ত উদ্ধবকে ব'লেছেন —"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্য-বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" অর্থাৎ "হে উদ্ধব, আমিই আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হই, আচার্য্যকে মর্ত্যবুদ্ধি ক'রলে তাঁকে হিংসা করা হয়।" সুতরাং আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ-প্রকাশ-বিগ্রহ-জ্ঞানে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হ'তে শ্রুত চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন-দ্বারাই আজ শ্রীব্যাসগুরুর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারি। প্রাকৃত হাত দিয়ে, প্রাকৃত ফুল-চন্দন-নৈবেদ্যাদি দিয়ে শ্রীগুরুপূজা হয় না। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত বস্তু আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ ক'রে তাঁর সেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্লেই সত্য সত্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়—শ্রীব্যাসপূজা সার্থক হয়। আমি আজ সকল গুরুসেবকগণের কাছে সকাতরে এই প্রার্থনা ক'রছি, তাঁরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি ঐ প্রকারে আমার সকল অভিমান শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে নিত্যকালের জন্য তাঁর সেবকানুসেবক হ'য়ে থাকতে পারি।

যাঁহাকৃপয়া গুরুশ্চ কৃপাসিন্ধুঃ এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

(শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের স্মরণ করন পূর্ব্বক শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বলিতে আরম্ভ করেন—)

সজ্জনমণ্ডলি, আজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের বহিরঙ্গ-মূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি গোবিন্দ-পঞ্চমী—শ্রীব্যাসপূজা-বাসর —পরম আনন্দের দিন। পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত বক্তাই উত্তম উত্তম পুষ্প দিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা ক'রেছেন, আমি

ক'রেছি ভেবে পুলকাশ্রু নিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অগ্রসর হ'চ্ছি ; তাতেই যাবতীয় পাপতা দূরে অর্জন হয় না, তাই জানিনা এ জীবের অন্তরে গৃহীত হ'বে কি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বাণীর কীর্তন ক'রতে যিনি মুখটু,—সেই শ্রোতী মহাশয়ের নিকট আপনারা শ্রৌতবাণী-শ্রবণে কৃতার্থ হ'য়েছেন। 'সাগর'—বহু রত্নরাজির আকর-স্বরূপ, তিনি আর কি ইনাম্য ভক্তি-সম্বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মদেবানকে আমন্ত্রণ হ'বে—উচ্চ সিংহাসনে উঠে আপনাদিগকে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধভাবের প্রতি-ছত্রে-ছত্রে যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্ন পরিবেশন ক'রেছেন, তাতেও মনে হয়, আপনারা আর অনেক কিছু মহামূল্য নিধি লাভ ক'রে বড় হ'তে পেরেছেন। কিন্তু আমি যে 'ভিখারি', আমি আপনাদিগকে আর কি দিব ?

তৃণাদপি নীচে"—একথা আপনারা বোধ হয় জানেন যদি তাঁর কৃপা পেলে পাষাণও দ্রব হয়, আমি সেই ভগবান্ ও তাঁর নিজজনগণের কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁদের কাছে তাঁদেরই মহিমা কীর্তন ক'রে আমার ভক্তিবিহীন হৃদয় কঠিন চিত্তকে যাতে একটু সরস ক'রতে পারি, তজ্জন্য আপনাদের কৃপা ভিক্ষা ক'রছি।

জগতে রাজা মহারাজা বা কর্মবীরগণের যে "Golden Jubilee" বা "Diamond Jubilee" প্রভৃতি উৎসব হ'য়ে থাকে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ষষ্টিপূর্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব সেরকমধরণের কোন জাগতিক ব্যাপার-বিশেষ নয় ; এ তিথির এক নাম "সুমেধা তিথি", এই তিথিতে সুমেধোত্তম বুদ্ধিমন্ত ধারা, তাঁরা 'সেই ত' সুমেধা আর কলি-হত জন। সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।"—"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"—এই বিচার গ্রহণ ক'রে শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য-দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রীভগবান্ বা তাঁর প্রিয়জনের আবির্ভাব-তিথির সঙ্গে সাধারণ মর্ত্যলোকের জন্মতিথির আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; তাঁদের আবির্ভাবোৎসবের সঙ্গে সাধারণ লোকের সোল্লেন বা ডায়মণ্ড জুবিলি প্রভৃতি উৎসবকে সমপর্য্যায়ে গণিত করা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও পাষণ্ডতার পরিচয়। কেননা শাস্ত্র বলেন—

"ভূমি পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তি যত্রৈষ্ণবসত্তমাস্তে যত্রোদয়ন্তে হরিবাসরেশাঃ॥"

শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে ব'লেছিলেন—প্রহ্লাদ, যদি তুমি মনে কর, হিরণ্যকশিপু আমার ঐশ্বরিক তেজ না জেনে আমাকে তাঁর ভ্রাতৃহন্তা জ্ঞানে দর্শন ক'রে ক্রুদ্ধ-চিত্তে নিজাভিলক্ষ্য পাপ-সঞ্চয়-ফলে মুক্তাবস্থায় আমার দর্শন ও স্পর্শনলাভেও পাপ থেকে মুক্ত হয় নি, তদুত্তরে আমি ব'লছি—তোমার ন্যায় কুলপাবন সাধু ভক্তের যে কুলে আবির্ভাব হ'য়েছে, তা'তে আর কোন অপবিত্রতা থাকতে পারে না, তার পূর্বতন একবিংশতি পুরুষের সঙ্গে তোমার পিতা পবিত্র হ'য়েছে। (ভাঃ ৭।৯।১৮) আচার্যের আগমনে পৃথিবী ধন্যা হন ; পাপী লোকের সংস্পর্শে তিনি যে পাপ-ভারাক্রান্তা হন, সেই পাপ-ভার হরণে, ভগবজ্জনপাদস্পর্শে তিনি উল্লসিতা হন। পৃথিবী পাপের ভার আর সহ্য ক'রতে না পেরে সেদিন একটু নামার ৩।৪ মিনিটের জন্য টলেছিলেন, তাতেই এক ঘণ্ড প্রলয় উপস্থিত হ'য়েছিল। গত মাঘের (১৩৪০) প্রথম দিবসের কথা বোধ হয় আপনারা এখনও ভুলে যান নি।

"গঙ্গা ও বাহেন হরিদাসের মজন"

গঙ্গায় সকলেই পাপ ধৌত ক'রতে আসে ; কিন্তু তিনিও আমার ভগবজ্জনপাদস্পর্শে আপনাকে কৃতার্থা মনে করেন। আচার্যের আগমনে স্থাবর জঙ্গম—নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—সকলেরই মঙ্গল হয়। সেই আচার্যপাদপদ্মের মাহাত্ম্য যাঁরা জানেন ব'লে মনে করেন, তাঁরা জানুন, কিন্তু আমি জানি তাঁর কৃপা ব্যতীত তাঁর কথা আর কেহই জানতে পারে না। ব্রহ্মা ভগবান্‌কে ব'লেছিলেন—

"প্রকাশিতে দেবপদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।২৯ ও ৩৮

যে তিথিতে আমরা আজ একত্র সম্মিলিত হ'য়েছি, সে তিথি সামান্য নয়। জগতে তথাকথিত বীরপুরুষাভিমানীরা যে রকম কীর্তি রেখে যান, কৃতপ্রিয়জনগণের কীর্তি সে রকম নয় ; তাঁদের 'কৃতজ্ঞতা' সর্বশ্রেষ্ঠ যশঃ বা প্রতিষ্ঠা। শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে মহাপ্রভু ব'লেছিলেন—

"কীর্তি মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥"

যারা বাইরে বীরত্বের বড়াই ক'রে বেড়ান, অথচ আত্মরিপু জয় ক'রতে পারেন না, যাঁদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল হ'য়ে বিষয়-ভোগের জন্য ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায়, যাঁরা নিজ মনকে বশীভূত ক'রতে পারেন না, তাঁ'দের আবার কিসের বীরত্ব-অভিমান? ওরকম বীরত্বের কোনই মূল্য নাই। যিনি রজোগুণ ও তমোগুণ বর্জ্জিত হ'য়ে নিরন্তর কৃষ্ণসেবৈক-নিষ্ঠ, তিনিই সত্য সত্য বীরপুরুষ। তিনি কোন প্রাকৃত বলের অপেক্ষা রাখেন না, সাক্ষাৎ বলদেবের চিন্বলে বলীয়ান্ হ'য়ে তিনি বিশ্ববিজয়ী, স্বয়ং অজিত ভগবান্‌কেও তিনি জয় ক'রে ফেলেন। তবে তিনি তাঁর সে বীরত্বের গর্ব্ব না ক'রে আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন দীন ব'লেই জানেন। সুতরাং সাধারণ বীর বা নায়কের জন্ম-তিথির সঙ্গে ভগবজ্জনের আবির্ভাব-তিথিকে এক ক'রে ফেলতে হবে না। গঙ্গাজলকে যেমন সামান্য জলজ্ঞানে ক'রলে অপরাধ হয়, কৃষ্ণের প্রিয়জনগণের আবির্ভাব-তিথিকে সেই রকম সাধারণ দেহাত্মবাদীর জন্মতিথির সঙ্গে সমান জ্ঞান ক'রলে অপরাধ হয়। সাধারণ লোকের জন্মতিথির সঙ্গে আজকাল অনেকেই একটা 'জয়ন্তী' শব্দ লাগিয়ে দেন; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ধার্ষ্টিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়, 'জয়ন্তী' শব্দ একমাত্র ভগবানেই ছাড়ি।

আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথির পূজা কি ভাবে ক'রতে হ'বে? শ্রীচৈতন্যাভিন্নবিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁর আদর্শ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে শ্রীগুরুপূজা কেমন ক'রে ক'রতে হয়, তা' শিখিয়েছেন। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।" নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে, জীবহৃদয়ের কালিমা দূর ক'রে জগৎকে প্রেমভক্তিধারায় প্লাবিত ক'রেছিলেন—জগতের যাবতীয় চিন্তাস্রোতকে আঘাত দিয়ে শুদ্ধভক্তির স্বারাজ্য-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ—গৌরশক্তি মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মও আজ জগতে সেইপ্রকার গৌরমনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে জগজ্জীবের নিত্যকল্যাণ বিধান ক'রছেন। মহাপ্রভু যখন আগমন করেন, তখন শুদ্ধভক্তির সন্ধান কেহ না রাখুক, অন্ততঃ লোকের মনে একটু আধটু ধর্ম্মভাবও ছিল—না থাকলেও লোক এখনকার মত এতটা অভক্তোগ-গর্ব্বিত ছিল না। এমন এক ভীষণ অভক্তসঙ্কটকালের মুখেই শ্রীল প্রভুপাদের আগমন শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ। কত বড় একটা Dynamic Force নিয়ে প্রভুপাদকে জগতের প্রচলিত চিন্তাস্রোতের গতি রুদ্ধ ক'রে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার ক'রতে পাঠাতে হ'য়েছে, তা' সারগ্রাহী সজ্জনেরাই বুঝতে পারেন। জগতের কেউ বা ভোগের পথে—অজ্ঞানের অনুসন্ধানে ধাবিত হ'চ্ছে, কেউ বা ত্যাগের পথে 'নেতি' 'নেতি' বিচারোন্মত্ত হ'য়ে ছুটছে; ত্যাগীরা ভোগীদের স্থূল ভোগের পরিণাম নশ্বর দেখে তা'র উপর ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে জগতের জড়বিলাসকে 'কিছু নয়' ব'লে উড়িয়ে দিতে গিয়ে একেবারে ভগবানের চিদ্বিলাসকেই উড়িয়ে দিতে ব'সেছে। দেহাত্ম-বোধ-প্রসূত লোকগুলির নামরূপগুণাদির বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হ'য়ে যায়, সুতরাং সেই দৃষ্টান্তে ভগবানের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যকেও আক্রমণ ক'রতে যাচ্ছে! শ্রীল প্রভুপাদ আজ এই ভোগ ও ত্যাগ-চিন্তাধারার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রে আজ জগৎকে ঐরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ চিন্বিলাসবিরোধী চিন্তাস্রোত হ'তে মুক্ত ক'রে নিত্যমঙ্গলের সন্ধান প্রদান ক'রছেন।

মহাপ্রভুর সময় দেখা যায়—

"স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ক্রিয়াজড়তয়া তপ্তাশ্চ তপ্তাপদাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং বহুশ্চ বহবশ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিভূর্ত্তি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাস্ত আসীদ্রসঃ॥"

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসময় ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানিসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর কোন 'রসই' জগতে দৃষ্ট হয় নাই।]

মহাপ্রভুর পর ষড়্গোস্বামী, তাঁহার ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণের শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের পর অনেকদিন ধ'রে একটা অন্ধকারময়

যুগ চ'লে গেছে। ভগবদ্ভক্তির কথা ক্রমে ক্রমে [illegible] হ'লে মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় তাঁরই কৃপাশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ আচার্যবর্য জগতে অবতীর্ণ হন। তারপর শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবে মহীয়ান আচার্যদেবই প্রবলবেগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। "বহিরঙ্গ-মহাপুরুষেরা অনেক সময় লোকচক্ষের অন্তরালে থাকেন ব'লে তাঁদের কৃপা লাভ করার সৌভাগ্য খুব লোকেরই হ'য়ে থাকে। কিন্তু প্রভুপাদ জগজ্জীবের অত্যন্ত কৃপাবশতঃ লোচনগোচরী হ'য়ে অযাচিতভাবে [illegible] দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্তন আরম্ভ

ভোগসর্ব্বস্ব যুগের এমন সৌভাগ্যবান্ যে কত লোকই আছেন, যাঁরা সাধু অন্বেষণের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে চান। তাই "সাধু পাওয়া বড় ভাগ্যের জানিয়া। সাধুগুরু রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।" সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন একদিন জগতে এই বঙ্গদেশে সাধু-গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে অযাচিতভাবে জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার ক'রেছিলেন, আজ শ্রীল প্রভুপাদও সেই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে জগজ্জীবকে শ্রীভগবৎ সেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রছেন। মহাপ্রভুর সময়ে ভারতের বাইরে প্রচারের কোন সুবিধা না থাকায় ভারতের বাইরের লোক অনেকেই তাঁর কথা জানবার সৌভাগ্য পায় নি, তাই শ্রীগৌর-করুণাশক্তি আচার্য্য আজ ভারতে ও ভারতের বাইরে সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর আচার-মুখে প্রচার আরম্ভ ক'রে "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই ভগবদ্বাণীর প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন ক'রছেন।

বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার কপটতাপূর্ণ মতবাদে জগৎ আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, সেই সব ছইমত নিরসন ক'রে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন কতবড় একটি মহীয়সী শক্তির কার্য্য। 'মারামারি' 'কাটাকাটি' ছাড়া যে বর্ত্তমান সভ্যতা আর কিছু জানে না, মানুষ মানুষকে কি ক'রে ঠকাবে, কেমন ক'রে একে অন্যের স্বার্থে আঘাত ক'রবে—এই হ'চ্ছে যে জগতের চিন্তাস্রোত, যে মতিকে প্রকৃত ধর্ম্মের কথা ধারণ ক'রবার সূচাগ্র পরিমিত স্থানও নেই, সেই সমস্ত মস্তিষ্কে প্রভুপাদ দিচ্ছেন শুদ্ধভক্তির চিন্তা। আচার্য্যের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে পড়ে। যে য়ুরোপ কতবারে অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন, সেই য়ুরোপের বহুলোক এখন প্রভুপাদের কথা মন দিয়ে শুনছেন। আমরা এতদিন অনেক আমাদের যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না হ'চ্ছে, তাঁরা যে সব প্রশ্ন ক'রছেন—বিষয়টি বুঝবার জন্য তাঁদের কেন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে; এটা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়। প্রভুপাদ তাঁদের কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগের কথা ব'লে বক্তৃতা ক'রতে বসেন নি; জাতিবর্ণের বা শুচ্যশুচির বিচার নিয়ে, আনন্দানাদির কথার বা 'নেতি নেতি' বিচার উত্থাপন ক'রে ভোগ-ত্যাগের কথার কা'রও কোন মঙ্গল হবে না। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।"—এই বিচারে কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়সংযমাদির চেষ্টা হিতে বিপরীত ফল প্রসব ক'রবে, "সর্বং বৃষ্টি নিবর্ত্ততে" বিচারই প্রকৃত মঙ্গলের বিচার। জড়জগতে নানাপ্রকার মোহিনী মূর্ত্তি এবং বিজ্ঞানের নবনবায়মান চমৎকারিতা পাশ্চাত্যদেশবাসীর এবং তদনুগ অনুচ্ছেদবাসী-দের চিত্ত যতই আকর্ষণ করুক না কেন, কিন্তু তাঁরা যদি একবার শ্রীমন্মারুত-কানদেব-মদনমোহনের সেবাসৌন্দর্য্যের এক কণিকাও উপলব্ধি ক'রতে পারেন, তা'হ'লে ঐ প্রকার অন্যান্য চেষ্টা খদ্যোতিকার মত অপ্রতিভ হ'য়ে যাবে। কর্ম্ম-বৈরাগ্যের বিচারে, "যেহেতু জগতের সৌন্দর্য্য আমাকে আকর্ষণ ক'রবে, সেহেতু আমি পাহাড়ের গহ্বরে ব'সে থাকবো, সৌন্দর্য্যের মত পাষাণ চাপার বিচার বরণ ক'রবো"—ঐসকল বিচার জীবকে অকল্যাণের রাস্তায়ই নিয়ে যায়। মহাপ্রভু যে প্রেমভক্তির কথা প্রচার ক'রেছেন, যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে—সমস্ত বিষয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ ক'রে সেই কথা শুনতে হবে। শ্রীনামই সাধন ও সাধ্য—এই বিচার প্রভুপাদ সর্ব্বত্র প্রচার ক'রছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সাধন ও সাধ্য এক নয়। ভগবানের সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি হ'লে জড় সৌন্দর্য্যের হেয়তা আপনা হ'তেই উপলব্ধির বিষয় হয়। শুকস্বারা বিষমঙ্গল ভগবানের পদনখ-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এজগতের—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন সৌন্দর্য্যেরই তুলনা ক'রতে পারেন নি। সেই সৌন্দর্য্যের ছটার কোটাংশের এক অংশের আভাসও যদি

কোন ভাগ্যবানের উপলব্ধির সৌভাগ্য হয়, তবেই তিনি ধন্য হ'য়ে যান। যম-নিয়মাদি-দ্বারা কাম-লোভাদি দমনের কৃত্রিম চেষ্টার পরিণতি সৌকরি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় প্রদর্শিত হ'য়েছে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার ক'রলেন—

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"
"আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

আচার্য্যের ঐ প্রচার-বৈশিষ্ট্য যাঁরা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন, তাঁরাই আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি পূজা ক'রে ধন্য হন।

শ্রীল প্রভুপাদ যুক্তিতর্কের বিচার প্রদর্শন ক'রে বলেন—আমরা ভগবান্‌কে দর্শন ক'রবো, এটা অন্য সম্প্রদায়ের কথা থাকতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের এক পরম উপাদেয় বিচার "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্"—শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হ'য়েছে; ইহাই গৌড়ীয়দর্শনের সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। আমার কোন সুবিধা ভগবানের নিকট পাব, এরকম কোন কথা ভক্তভক্তের নাই। ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, তিনি আমার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত হ'তে পারেন; আমি তাঁকে জোর ক'রে আমার দৃশ্য বা আমার স্পৃশ্য ক'রতে পারি না, তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁর ইচ্ছার পরতন্ত্র —এই রকম বিচারেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। "ভক্ত তাঁর অদর্শনে মর্ম্মাহত হ'য়ে যায়, তথাপি তাঁর সুখের ব্যাঘাত ক'রে তাঁকে দেখ্‌তে চায় না"—এটা কত বড় কথা, তা বুঝ্‌বার সৌভাগ্য যেদিন আমাদের হ'বে, সেদিনই সত্য সত্য গুরুদেবের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য বুঝ্‌তে পারবো—তাঁর পাদপদ্মে সত্য সত্য আত্মাহুতি দেওয়া হবে। অসম্ভব কথা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ঐরকম বৈরাগ্যের কথা আর কোথায়ও শুনা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভগবানের অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে মাধ্যাহ্নিক লীলার বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন দ্বারা জগতে যে ভজন-রহস্য ব্যক্ত ক'রেছেন, তা' জগতের পক্ষে একটি মহাদান। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু জগজ্জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে, তাদের সমস্ত পাপের বোঝা নিজে বহন ক'রে, কলুষীয় কাশা খেয়েও হরিনাম-প্রচারে বিরত হন নাই, আজ শ্রীল প্রভুপাদও গালির পর গালির বজ্র ব্যয় ক'রে আমাদের মত স্থূলবুদ্ধি পাপমতি জীবগণের শুধু পরকালের ভার নয়, এমন কি ঐহিক সমস্ত ভার গ্রহণ ক'রেও হরিভজনের সুযোগ দিয়েছেন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়ার ইতিহাস আর কোথায় আছে বা হ'বে তা' জানি না। জগাই মাধাইর মত সরলবুদ্ধি-সম্পন্ন বাকি শুধু একবার কাশার আঘাত ক'রেই ক্ষান্ত থাকতে পারে; কিন্তু আমরা ক্ষণে ক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কতশত অপরাধ ক'রছি। আবার আধুনিকযুগের কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিসকল কত প্রকারেই না ধর্ম্ম-প্রচারকে বিপর্য্যস্ত ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রছে; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর সংরম্ভময়ী কৃপা-বিতরণে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হ'য়েছেন কি? এই মহাবদান্যের অবতারে যদি আমরা নিত্যানন্দ-ভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-সেবায় বঞ্চিত হই,—তা' হ'লে আর আমাদের গতি কি হ'বে।

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌরয়সে মত্বং স্পর্শেঽপি মম নাভবৎ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ জগতের মঙ্গলের জন্য কত উপায়ই না উদ্ভাবন ক'রেছেন! স্থূলবুদ্ধি লোককে ভাগবতের শিক্ষা বুঝাবার জন্য Kinder garten System-এর অবতারণা ক'রে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন তাঁর জগজ্জীবের প্রতি করুণা-প্রকাশের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন।

স্থানে স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে—হরি-ভজনের সবরকমের সুবিধা ক'রে দিয়ে—দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কীর্ত্তনের ঝঙ্কার দূর ক'রে—গৃহ-পরিক্রমার পরিবর্ত্তে শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা ক'রে—সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি প্রচার ক'রে—নানা উপায়ে অহোরাত্র জগজ্জীবের মঙ্গল-চেষ্টার জন্য আর কারও হৃদয় এত ব্যাকুল দেখি নাই।

যে পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসিগণকে আমরা অত্যন্ত জড়মতি এবং ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন ব'লে জানি, তাঁরা আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-গ্রহণে যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তা' কি সত্য সত্যই আমাদের শিক্ষার বিষয় নয়? আমাদের অভিমান আছে, আমরা ভারতবাসী, দেবগণ-বাঞ্ছিত ভারতভূমিতে আমাদের জন্ম, যেখানে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে কতই না রুচির অবতার গ্রহণ ক'রে নিজে মানুষরূপে

করুণাতে নিত্য আছেন ; এমন কৃপাময় জনে জন্মগ্রহণ ক'রেও আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি এবং এরূপই দিনে শ্রীভগবানের প্রেরিত দূত রূপে তাঁহাদের "উদ্ভিন্নিত তাঁহাদের ছাপা বন্ধন্ বিমোচন" বাণীর কুসুমবর্ষণ হ'তেও পাছে নিজের অভিভূত আমাদিগকে করিয়া শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত করার চেষ্টা ক'রছেন বলি এতেও আমাদের চোখ না ফোটে, মাথার নেশা না ছোটে, তা'হ'লে আমাদের আর উপায় কি হ'বে !

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আমরা যে ভাবে ঋণী, তা' অন্ত কোন ভাবে আমরা শোধ ক'রতে পারবে না। আর এই বিষয়ে আমি কি দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজা ক'রবো তার এই বুঝি শেষ, যদি নিকপটে একবারও তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হ'য়ে তাঁর সেবা ক'রতে পারি, তা'হ'লেই জীবন সফল হ'বে।

আজ রাত্রিও অধিক হ'য়েছে এবং আপনারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের নিকট হ'তে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ ক'রেছেন। অনন্তদেব অনন্তকাল ধ'রে অনন্ত মুখে যে শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তন ক'রে শেষ ক'রতে পারেন না, সেই শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত যে ভক্তের বশ, তাঁর গুণকীর্ত্তন আমার মত অধমের দ্বারা হওয়া অসম্ভব ; তবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত বা পার্থিব পুষ্প-দ্বারাই পৃথিবীর পূজার মত আমার এই অঞ্জলি মাত্র।

"বৈরাগ্যাদুগ্, ভক্তিরসং প্রবক্তুমস্মাদৃশাধমজনেষু ভীপ্সুঃ।
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী পরম্বতীর্থং প্রভুপাদ আশ্রয়ামি"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থসম্বন্ধে
ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের অভিমত

দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ২৮ জানুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার]

Sree Krishna Chaitanya (Vol I) By Nishikanta Sanyal (Sree Gaudiya Math, Madras. 2/-)

Bhakti-vinode, wished to spread the eternal Religion taught practised by Sree Chaitanya to all countries outside Bengal through the medium of the English Language. Mr. Sanyal in this book makes a sincere effort to put into English information he has received from his Predecessors The book deals with the early part of the career of Sree Krishna Chaitanya whose deeds and teachings, according to the author,.....give us the complete view of the Absolute. The author has been thorough in his selection of materials for his work, and at pains to explore every source of relevant information. .....The life of Chaitanya is traced in great detail both as to actual incidents and spiritual development.

In the chapter dealing with the marriage of Chaitanya to Vishnupriya Devi the whole question of sexual relations is discussed from the Vaishnava point of view. .....Mr Sanyal has spared no pains to set out a complete exposition of Vaishnav ideals and teachings. The first volume shows great care in its compilation and is well indexed. There is also a useful glossary. To the mind accustomed to Western methods the exposition may at times be difficult, but on the whole Mr. Sanyal has set forth, in a scholarly and careful manner the matter which he wishes to put before his readers.

[মর্ম্মানুবাদ]

("শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," প্রথম খণ্ড, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।)

• • ৺ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে সনাতনধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ইংরাজীভাষার সাহায্যে বঙ্গের বাহিরে

সকলদেশেই প্রচারিত হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবিলনাথ রায়-এম্-এ মহাশয় এই গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্য যথাযথরূপে সন্নিবেশ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচার ও প্রচারে তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা-সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিবার জন্য আনুষঙ্গিকভাবে যে সকল উপাদান ও তথ্যা-দির প্রয়োজন, তাহা চয়ন করিতে যিনি গ্রন্থকার যেমনিষ্টই যান নাই এবং যে সকল আকর হইতে উহা সংগ্রহ করা যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়া কাজে লাগাইতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। • • • ইহাতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলার অপ্রাকৃত বিকাশ ও অন্যান্য ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। • • • যে অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বিষয়াশ্রয় (ভোক্তৃ-ভোগ্য)-তত্ত্ব বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের মত বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। • • • শ্রীযুক্ত সান্যাল্ মহাশয় বৈষ্ণবদিগের আদর্শ ও শিক্ষা কি, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে কোনই ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি বিশেষ যত্নের সহিত রচিত এবং একটি সুন্দর সূচী দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহের ব্যাখ্যাসহ একটি নির্ঘণ্ট ও পরিশিষ্ট দেওয়া হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মধ্যে মধ্যে কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে সান্যাল মহাশয় যে বিষয়টি তাঁহার পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও প্রচুর শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সিন্ধুদেশে শিকারপুরে

গত ৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪), ২০মাঘ (১৯৪০) শনিবার গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের অভ্যর্থনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় স্বামীজীর নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুযোগ প্রদানের জন্য সকলের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বালকগণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রদান-মুখে বলেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণ গোলকরতাল-যোগে আজ যে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিলেন, তাহা 'আমাদের ভাষা নয়, আমরা বুঝিতে পারি না' বলিয়া শ্রবণের অপ্রয়োজনীয়তা মনে করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; বাণী হইতে অভিন্ন শ্রীভগবন্নাম—প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম পার্শি, হিন্দি, উর্দু, বাঙ্গলা—যে কোন ভাষায়ই কীর্ত্তিত হউক না কেন, তাহা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। বস্তুশক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না।

মেদিনীপুর-সুন্দরপুরে

গত ২৩শে মাঘ শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ মেদিনীপুর জেলাস্থিত সুন্দরপুর গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবিনী কান্ত ভূঁইয়া ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভূঁইয়া মহাশয়দ্বয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত এক্সপোজিটর হইতে মিথি মহারাজের নবযোগেন্দ্রের প্রতি প্রশ্নসমূহের মধ্যে "ভগবানের ভজন না করিলে তাহার পরিণাম কি ?"—এই বিষয় সুন্দররূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দানুভব করেন। বাবিনী বাবু ও জ্ঞান বাবুর শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। উপস্থিত ব্যক্তি-

মূলের সহিত নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য:—শ্রীযুক্ত মণিমোহন কাব্য তীর্থ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ডু মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ কুণ্ডু মহাশয়, শ্রীযুক্ত বসুপতি বেড়া, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সংপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত প্রভৃতি। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপ্রাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পাঠান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয় সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ-প্রদানের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা

অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব—৮ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী, রবিবার

পরিক্রমা-আরম্ভ— ,, সোমবার

পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, গঙ্গানগর, তন্তুবায়পল্লী, বামনপুকুর, কাজির সমাধিপাট ও শ্রীধরের অঙ্গন পরিক্রমা হইবে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় 'আত্মনিবেদন' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইবে।

চয়ন

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ

[দি "ফরওয়ার্ড" ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪]

H. H. the Maharaja of Tripura.

To day at 6 P. M. His Highness the Maharajadhiraj Panchasri Srimad Bir Bikram Kisore Manikya Bahadur of Tripura will visit Sree Gaudiya Math. The members of Gaudiya Math have arranged to present an address to Maharaja Manikya Bahadur on this occasion.

[দি 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড', ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪]

Gaudiya Math

Visited by Maharaja of Tripura

His Highness the Maharaja Manikya Bahadur of Tripura and party visited the Gaudiya Math on January 15 at 6 P. M. and were received at the gate by Sreemad Kunjabehari Vidyabhusan, General Secretary to Sree Viswa Vaishnab Raj-Sabha, Addresses both in English and Sanskrit were presented to His Highness on behalf of the Sree Viswa Vaishnava Raj sabha and the Nabadwip Dham Pracharini Sabha to which the Maharaja made a suitable joint reply. After the partaking of Mahaprasad His Highness left the Math amidst cheers.

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৪৪০; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৯শ সংখ্যা

শ্রীফাল্গুন-পৌর্ণমাসী

"ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি গৌড়ীয়গণের এত আদরের কেন ?"—এই প্রশ্নটি যখন হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তাহার উত্তরের জন্য শ্রৌতবাণীর সহস্রমুখী প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত দৈহিক ও মানসিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তৌলদণ্ডে প্রত্যেক বস্তুর সার্থকতা পরিমাপ করেন এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞেয়-যজ্ঞোৎসবের 'অপূর্ব্ব' হইতে উদারতার নিকষ-পাথর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন,—"গৌড়ীয়ের আদরের, গৌড়ীয়ের আরাধনার, গৌড়ীয়ের অত্যধিক প্রীতির সামগ্রীতে সার্ব্বজনীন সার্থকতা কতটুকু আছে ? সাম্প্রদায়িক গণ্ডির আনন্দোৎসব সার্ব্বজনীন অভিনন্দন লাভ করিতে পারে না।"

আমাদের সমষ্টিগত চিন্তাধারা, বহির্ম্মুখতার স্বাভাবিক রুচি ও ধারণাকে অবাস্তব বস্তুতন্ত্রবাদে সযত্নে লালিত, পালিত ও পরিপুষ্ট করিয়া যে সার্ব্বজনীনতার মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে বহির্ম্মুখতার দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মিত হইলেও ভুবন-মঙ্গলের কোন বাস্তব উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই বিরাট্ বহির্ম্মুখতার বৌদ্ধস্তূপ

মানবজাতির স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসার দুর্বলতা ও সুকুমারী চেষ্টার স্কন্ধে চাপিয়া তাহাকে অকালে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিতেছে।

যাহা সকলের সর্ব্বপ্রকার যথেচ্ছাচারিতা বৈরিণী বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়মেধ-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইয়া দিতে পারে, তাহাই আধুনিক সার্ব্বজনীনতা! বহির্ম্মুখ সার্ব্বজনীনতা ও উন্মুখ-সার্ব্বজনীনতার তারতম্য বিচার করিবার সময় আমাদের নাই। সার্ব্বজনীনতার মধ্যে বহির্ম্মুখতার পরিমাণ ও সংখ্যা কতটা অধিক প্রবেশ করিয়া সার্ব্বজনীনতার প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বিচার করিবার মত সুমেধা ও সহিষ্ণুতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে আমরা বাঙ্গালার লোক অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যর্থনা কতটা হৈতুকী আর কতটাই বা অহৈতুকী, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। ঋতুরাজ নব-বসন্ত আমাদের কাম বর্দ্ধন করুক, বসন্তদূত কোকিলের কাকলি আমাদের কর্ণে স্বর্গীয় সুধা বর্ষণ করুক, বসন্তের প্রকৃতি লক্ষ্মী আমাদের প্রাকৃত সাহিত্যের নব উপহার সৃষ্টি করুক কিংবা ধন-ধান্যে বসুন্ধরাকে অধিকতর সুভোগ্যা করিয়া তুলুক—এইরূপ আশার স্বপ্ন দেখিয়া আমরা ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে অভ্যর্থনা করি; অথবা বালক-বালিকা—প্রেমিক-প্রেমিকা-গণের সামাজিক ফাগোৎসবের আগমনী বার্ত্তার পতাকা লক্ষ্য করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি; না হয়, খুব জোর এই তিথিটিকে কোন বীর বা নায়ক—যিনি আমাদের অবাস্তব বস্তুতন্ত্র-জগতের কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যবহারিক সুবিধাবাদের উপঢৌকন যোগাইয়াছেন, তাঁহারই জন্মতিথির স্মারকরূপে তাঁহার পূজা করিবার পরিবর্ত্তে আমাদেরই সুবিধাবাদের পূজা করিবার উদ্দীপক দিনবিশেষ মনে করি। কিন্তু শ্রীফাল্গুনী পৌর্ণমাসীর উচ্চ বৈশিষ্ট্য যে, তাহা অবাস্তব বস্তুতান্ত্রিকতা বা বিশ্বজনীন হিংসাময় সুবিধাবাদের সার্ব্বজনীন ভেন্ধীর প্রশ্রয় দেন না। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে সার্ব্বজনীন অচৈতন্যভাব বিদূরিত হইবার সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কৃত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমা শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম-নখশোভা প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাই বাঙ্গালার আদিকবি গাহিয়াছেন,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এতিথির করে আরাধনা।
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যদি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৩-৪৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই তিথির বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১৯)

ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী তিথি সাক্ষাৎ ভক্তি-স্বরূপিণী। ভক্তিতে জীবের ভোগের কথা নাই; অভক্তিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা তৎপ্রতিযোগী ভাবসমূহ আছে। অচৈতন্যজগতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অভিনিবেশ হইতেই জীবের হৃদয়ে ভোগ ও ত্যাগের স্পৃহা উদিত হয়। এই ভোগ-স্পৃহাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধির রূপ লইয়া উদিত হয়। শ্রীরূপের বাণীতে, শ্রীচৈতন্যের উপদেশে এই ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহাই পিশাচীদ্বয় এবং ভক্তির বিরুদ্ধ ব্যাপার ও প্রেমের পথের অর্গল। মানবজাতি যখন অপ্রাকৃত প্রেমের বার্ত্তা ভুলিয়া যায়, তখন ভক্তিস্বরূপিণী ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রকে জগতে প্রকাশ করেন। আবার বহির্ম্মুখতার বিক্ষেপ যখন প্রতি-মুহূর্ত্তে এই অপ্রাকৃত যোগমায়াধীশ পূর্ণচন্দ্রের শোভা-দর্শনে জীবকে বিভ্রান্ত করে, তখন প্রতিবর্ষে শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রার কথা জানাইয়া দিবার জন্য

শ্রীচৈতন্যের নিজ-জন শ্রীযোগমায়াপুরে ভক্তিস্বরূপিণী ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথির আরাধনার প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীনামরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যজনের কৃপায় আমাদের চেতনরাজ্যের সেবোন্মুখতার পীঠে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয়, শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ও শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের কথিত ও চির-প্রসিদ্ধ যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সে-দিন একজন প্রতিভ নামা সাহিত্যিক অন্য সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথি স্বকপোল-কল্পনা-বলে নির্ণয় করিয়াছেন! আমরা কিন্তু সর্ব্বমহাজন-বন্দিতা, সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণা, পরম পবিত্রা, ভক্তিস্বরূপিণী ফাল্গুনী পূর্ণিমাকেই নিত্য শ্রীগৌরজন্মতিথি বলিয়া আরাধনা করি।

শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া একটি বিশেষ রহস্য কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের লেখনী অনুসারে শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তির ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

"সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈহ্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এযুগে সবারে।
মুঞি, মুনি, সিদ্ধ যে নিমিত্ত কান্দা করে॥
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হ'বে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত্ত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন-জন মোরে কোথাও না পাঙ॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২০-১২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি নিগূঢ় সত্য কথা জানাইয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ"

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা,—আমাকে লোকে অনুসন্ধান করুক, কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান করে না। যাঁহারা ভগবদ্বস্তুকে নিজেদের উপমায় দর্শন করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের এই কথা শুনিয়া বলিবেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব আমাদেরই ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ও লোকপূজার প্রার্থী ছিলেন; কারণ, তিনি পৃথিবীর সকল দেশে গ্রামে তাঁহার নাম-বিস্তারের জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেও লোকে তাঁহার অনুসন্ধান করে না,—এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষাতেও প্রেমামরতরুরূপী শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ আর একটি প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই,—

"জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হঞা লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪০-৪১)

শ্রীগৌর-নাম-প্রচার, শ্রীগৌর-কীর্ত্তি-বিস্তারই,—শ্রীগৌরসুন্দরের কাম। তাঁহার কীর্ত্তি-বিস্তারের জন্য অখিল চেষ্টা করিলেই জীবের জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা দূরীভূত হইতে পারে। মদনমোহনের কাম পরিতৃপ্তি করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেই জীবের প্রাকৃত হৃদ্-রোগ নির্ম্মূল হয়। একমাত্র কৃষ্ণনাম-প্রচারের

জন্য অর্থ, ভূমি, সম্পদ্ প্রভৃতি আহরণে ও নিয়োগ করিলেই প্রাকৃত অনর্থপ্রসবিনী অর্থ-স্পৃহা বিদূরিত হয়। যাঁহারা স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে ক্ষুদ্রজীবের ঐ সকল পাপ-স্পৃহার সহিত সমান মনে করেন, তাঁহারা নপুংসক বা ক্লীব,—ইহাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস জানাইয়াছেন,—

"এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশ ধরে।
বলে,—'বলরাম-দাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?'
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক মুখে অন্ত অর্থ করিয়া বাখানে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৪৮-৪১)

শ্রীচৈতন্যের বাণী—এযুগে দৈত্য ও যবন, যাহারা ভগবান্‌কে কখনও মানে না, তাহারাও তাঁহার নামে ক্রন্দন করিবে। পৃথিবী পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ-গ্রামের সর্ব্বত্র তাঁহার নাম সঞ্চারিত হইবে। কেবল যাহারা প্রাকৃত বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যজনের চরণে অপরাধী, তাহারাই বঞ্চিত হইবে এবং শ্রীচৈতন্য-চরিত্রও মানিবে না।

আজ শ্রীচৈতন্যের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণে বর্ণে সার্থক হইতেছে। গত বৎসর এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময়ই গৌর-নিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পাশ্চাত্যপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য প্রচারকগণকে প্রেরণ করিবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করেন। যাঁহারা লৌকিক বিচারে 'বিধর্ম্মী'-নামে পরিচিত, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নামও কোন দিন শ্রবণ করেন নাই, পাশ্চাত্যদেশের সেইরূপ বহু বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, তপস্যা ও আভিজাত্য-গৌরবে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও শ্রীগৌর-সুন্দরের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতেছেন। কেন না, তাঁহারা বিদ্যা, ধন, কুলাদির মদে মত্ত হইয়া গৌরজনের চরণে অপরাধ করেন নাই। তাই তাঁহারা গৌর-বাণীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়াছেন।

আজ শ্রীগৌর-জনের কৃপায় য়ুরোপের প্রধান প্রধান স্থানে গৌর-নাম প্রচারিত হইতেছে। এবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথির আরাধনা কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকে নাই; যাহাকে আমরা অবাস্তব বস্তু-তান্ত্রিকবাদের মূল কেন্দ্র বা জন্মভূমি বলি, সেখানেও শ্রীচৈতন্য-প্রকট-পূর্ণিমা তাঁহার চেতনময়ী স্নিগ্ধোজ্জ্বল-প্রভা বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচী ও প্রতীচী যুক্তকরে আজ শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য গৌর-জনের নিকট সমিৎপাণি হইয়া আগমন করিয়াছেন। তাই আমরা আবার বলি,—

"সর্ব্বদদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥"

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, শ্রীব্রহ্মসূত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব

জগতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দুই প্রকার শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অধিকাংশ লোকই লৌকিক শ্রদ্ধার প্রবাহে ধাবমান। অনেক সময় এই লৌকিক শ্রদ্ধাকেই "শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা" বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। যাহা তথাকথিত স্মার্ত্তমত বলিয়া প্রচারিত, তাহাতে অনেক সময় যেরেলি প্রথা ও আচার-ব্যবহার অধিকতর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত শাস্ত্রের প্রমাণ ও প্রণালী-সমূহকে ধামা-চাপা দিয়া থাকে। সাধারণ অজ্ঞ-সম্প্রদায় দূরে থাকুক, তথাকথিত শিক্ষিত বা বিজ্ঞব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রের সন্ধান খুব কমই রাখেন।

অথচ অনেকেই বেদের দোহাই দিয়া যে কোন লৌকিক বিচার, আচার বা মতবাদকে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইতে ত্রুটি করেন না। এই শ্রেণীর লোক অনেক সময় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক বেদমূলক পুরাণশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অকাতে বেদের দোহাই দিয়া তাঁহাদের কল্পিত মতকেই বৈদিক ও প্রামাণিক মত বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। ইহার মূলে শাস্ত্রীয় বা বৈদিক শ্রদ্ধার আদৌ অস্তিত্ব না থাকিলেও লৌকিক গতানুগতিকতার গোড়ামীই বাগ্‌বৈখরীর বন্দযুদ্ধ আরম্ভ করে।

লৌকিক শ্রদ্ধা এই যে, "বেদ বা উপনিষদ্‌ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র প্রামাণিক বলিয়া সর্ব্বসম্মতি লাভ করেন নাই এবং ঐ সকল ন্যূনাধিক সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন।"

এইরূপ অনুমান যে একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। শ্রুতি বা উপনিষদের প্রামাণ্য অবিতীয় বটে, এবং বেদ বা শ্রুতি হইতে বিক্ষিপ্ত শাস্ত্রও অপ্রামাণিক ও অসৎসাম্প্রদায়িক, ইহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু শ্রুতি বা উপনিষদ্‌কে, কেবলমাত্র বহির্মুখরুচি-প্রসূত অতিনিরপেক্ষতার মতবাদে টানিয়াআনিয়া নির্ব্বিশেষভাবের সহিত সমাধিস্থ করিবার যে চিরাভ্যস্ত এবং বেদেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ বা স্বয়ং বেদস্বরূপ পুরাণেতিহাসসমূহকে 'অবেদ' বলিবার যে সঙ্কীর্ণতা, তাহা অসৎসাম্প্রদায়িকতার কক্ষা হইতে আপনাকে কি করিয়া মুক্ত করিবে, বুঝা যায় না। বিকৃত ও অসাধ্যত বহির্মুখমতবাদসমূহের চিত্তদর্পণ হইতে যে অনুমানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোন প্রকৃত স্থির-সিদ্ধান্ত রচিত হওয়া উচিত নহে। আর যদি আমরা সংখ্যাধিক্যের সম্পত্তি বা বিচারকেই 'সর্ব্বসম্মতি' মনে করি বা কোন দেশ বা জাতিবিশেষের লৌকিক শ্রদ্ধাকেই 'প্রকৃত বিশ্বাস' বা 'সত্য' বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে তাহাই বা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারে? বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় লৌকিকসমাজে ধার্ম্মিক ও দার্শনিক বলিয়া পরিচিত হইয়াও বেদকে অপ্রামাণিক মনে করেন—চার্ব্বাকাদির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিব্যক্তিগণ, পারসিকগণ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মযাজী ব্যক্তিগণের সংখ্যার যদি আদম-সুমারি করা যায়, তাহা হইলে যাঁহারা তথাকথিত হিন্দু বা যাঁহারা মুখে মাত্র বেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইতে পূর্ব্বোক্ত বেদ-অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। কাজেই সংখ্যাধিক্যের বিচারানুযায়ী সর্ব্বসম্মতির তৌলদণ্ডে বেদের প্রামাণিকতার পরিমাপ করা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশেষতঃ বেদ-অস্বীকারকারী ঐ সংখ্যাধিক্য তখন সমস্বরে বলিবে—"তোমাদের দেশ, তোমাদের জাতি বা তোমাদের লৌকিকবিশ্বাসানুযায়ী মত তোমাদেরই থাকুক, ঐ সাম্প্রদায়িক মতকে আমরা মানিয়া লইব কেন?" এইরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া যদি সাম্প্রদায়িকতার বিবাদ বিসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য নির্ণীত হয় না। কাজেই লৌকিক বিচারানুসারে আমরা যাহাকে বেদ বা উপনিষদের মত বলি কিংবা কোন দেশ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র বলি, সেই প্রকার সার্ব্বজনীন লৌকিক শ্রদ্ধাকে উহার বা নিরপেক্ষ শাস্ত্রবিশ্বাস বলিয়া মানিয়া লইলে অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন অতিগোঁড়ামীর কবলে কবলিত হইয়া বাষ্টি ও সমষ্টি-বঞ্চনায় রঞ্জিত হইতে হয়।

যখন শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ কিনা" এই বিষয় লইয়া বিচার হইয়াছিল, তখন শ্রীগোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌমকে একটি বিশেষ রহস্য-কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলিয়াছিলেন—

" তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

" ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

বস্তু-বিষয় হইতেই বস্তু-জ্ঞান হয়। বস্তু-বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। ভগবৎকৃপা ভগবদ্‌বিষয়ক বস্তু। কাজেই তাহা ভগবানের শ্রীচরণকল্পদ্রুমের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

অনেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারিত্ব শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা নির্ণয় করিবার পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য ইঁহারা নানাপ্রকার কুতর্কেরও আবাহন করিয়া প্রশ্ন করেন,—"মহাপ্রভুর নাম বেদে আছে কি? ভাগবতেই বা মহাপ্রভুর নাম কোথায়?'

কেহ কেহ বলে কৃষ্ণনাম দেখিতে পাই না। কেহ বা ঐতিহাসিকের নাম নাই বলিয়া অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বেদ বা ভাগবতকে অন্তরে স্বীকার করেন না, কেবল মৌখিক ও লৌকিক শ্রদ্ধার ছলনা লইয়া মর্ত্যের ক্ষণভঙ্গুর ধারণ করেন, তাঁহারাই ঐ সকল বন্ধ্যা বাগ্‌বিলাস লইয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বেদে শ্রুতিতে যে নাম আছে, যে বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে, ঐ সকল ব্যক্তি যদি শ্রৌতপন্থায় তাহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, বেদ, উপনিষদ্ সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত মহাজন একবাক্যে একমাত্র যাঁহার গুণগানের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানাইতে চাহিয়াছেন, তিনি সেই পরাৎপর পুরুষ স্বয়ং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বীয় বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই জন্য গীতায় এই গান শ্রুত হইয়া থাকে—

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"

(গীঃ ১৫।১৫)

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পরম সত্য, যাহা স্বয়ংই সকল প্রমাণের প্রমাণ, তাঁহাকে লৌকিক প্রমাণের অন্তর্গত করা যায় না। অপ্রাকৃত শব্দাবতার বা শ্রীনামব্রহ্ম স্বয়ংভগবান বলিয়া অপ্রাকৃত পণ্ডিতগণ একমাত্র সেই শব্দাবতারকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রমাণ স্বয়ং কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রমাণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ জীবের অকপট সেবোন্মুখতা ও একমাত্র ভগবৎকৃপা-দ্বারাই লোকের উপলব্ধির বিষয় হয়। সূর্য্যকে দর্শন করিতে হইলে অনাবৃত নির্ম্মলচক্ষু ও সূর্য্যরশ্মিই একমাত্র অবলম্বন। লৌকিক মনীষার দ্বারা যে লৌকিক প্রমাণের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি উদিত হয়, তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সেখানে দ্বিতীয় স্তরে ছলনা আবরণরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্' নিত্য শব্দাবতাররূপে শ্রীচৈতন্যরূপোল্লাসিত ব্যক্তিগণের নিকট অনাদি কাল হইতে অবতীর্ণ রহিয়াছেন। ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। কলিতে শ্রীচৈতন্যের অবতার যেরূপ হয়, তাঁহার শাস্ত্রও তদ্রূপ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের ইহাতে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। কেহ কেহ ছদ্মাবতার ও ছদ্মশাস্ত্রের প্রযোগ লইয়া নানাবিধ কল্পিত অবতার ও কল্পিতশাস্ত্র সৃষ্টি করে। কেহ কেহ বা এই দুর্যোগ্য শাস্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া ইহাকে তাচ্ছল্যের বিষয় করিয়া ফেলে এবং বাস্তবসত্যকে কল্পিত ও অপ্রামাণিক বলিয়া বগল বাজাইয়া থাকে।

ব্রহ্মার পুত্র পিপ্পলাদমুনি বহুশাস্ত্র আলোচনা এবং নানাপ্রকার তপস্যা ও উপাসনা করিবার পর ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া যখন একান্ত শ্রেয়ঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা পুত্রকে অধিকতর সেবোন্মুখ হইয়া স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আদেশ প্রদান করেন। পিপ্পলাদ ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুনরায় প্রবিপাদ, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত কলিযুগ-পাবন অদ্বিতীয় উপাস্য দেবতা ও তাঁহার প্রচারিত মন্ত্ররাজ অবগত হইবার জন্য যখন ব্রহ্মার নিকট আগমন করেন, তখনই ব্রহ্মা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যোপনিষদের মন্ত্র এই—"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু মহাত্মা গৌর-রক্ত-শ্যামল-শ্বেতবর্ণঃ চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্য-শক্তির্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ।

নমো বেদাত্মবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।

সর্ব্বচৈতন্যরূপায়—চৈতন্যায় নমো নমঃ॥

বেদাত্মবেদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ চৈতন্যাত্মানং বিশ্ববোনিং মহান্তম্।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

অয়ন্যজ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বদেবময় ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরসুন্দর পীত, রক্ত, শ্যামল, শ্বেত—এই চতুর্ব্বিধ বর্ণে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। "তত্রোরুকৃতবা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" (ভাঃ ১০।৮।১৩) শ্লোকে ইহাই উক্ত হইয়াছে। সেই স্বয়ংভগবান্ পূর্ব্বোক্তরূপ লোকে নিজভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তভক্ত-রূপ ধারণ করেন। তিনি ভক্তিবেদ্য। সেই বেদান্তবেদ্য পরাৎপর তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তিনি পুরাণপুরুষ, তিনিই বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাত্মা, বিশ্বের পরমাশ্রয়, তিনি কন্দর্প মহাপুরুষ, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পরপারে গমন করিয়া স্বরূপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই।

শ্রীচৈতন্যোপনিষদে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত 'গোর নাম

বহিরঙ্গ ভক্তগণ 'হরে-কৃষ্ণ-মহামন্ত্রে'রও উপদেশ দিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরাৎপরত্ব এবং মহামন্ত্রের কীর্ত্তনমুখে তাঁহার চরমসাধ্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব ও সজ্জন-বৃন্দের আগ্রহে শ্রীচৈতন্যোপনিষদের "শ্রীচৈতন্যচরণামৃতম্" নামক একটি সংস্কৃতভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুগত নবদ্বীপনিবাসী শ্রীমধুসূদন দাসমহাশয় 'অমৃতবিন্দু' নামক একটি বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ৪০০ চৈতন্যাব্দে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত আকারে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যোপনিষদের ভাষ্যব্যতীত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌সমূহেরও বিস্তৃত অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আত্মচরিতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যখন তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখনই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও উপনিষদ্ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের প্রভুপাদের জন্য কএকখানি উপনিষদের অন্বয়-মুখে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাহা সম্প্রতি ভক্তিভবনে আবদ্ধ থাকায় ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন না।

প্রত্যেক উপনিষদ্‌ই অন্বয়ে প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতের ইঙ্গিত-মুখে ভগবৎসেবার কথাই সূনামিক স্ফুট ও অস্ফুটস্বরে প্রাথমিক অধিকারিগণের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্র ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোক এবং বেদান্তের উপসংহার-সূত্র 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' ও তাহার ভাষ্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনং' প্রভৃতি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যোপনিষদের বাণীর সহিত একতাৎপর্য্যে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরে আমরা সেই 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের গৌরপর ব্যাখ্যাটি সজ্জনগণের জন্য নিম্নে আহরণ করিতেছি।

যাহা হইতে 'আদ্য' অর্থাৎ সর্ব্বাভিধেয়মূল সঙ্কীর্ত্তনাখ্য শুদ্ধভক্তজন উদ্ভূত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; 'অন্বয়' অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে শ্রীরাধাভাব-মহাভাব-পাবনা-সঙ্গের সম্যগ্‌ভাবে পরিজ্ঞাতা; এবং 'ইতর' অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-রসে যিনি স্বয়ং গৌররূপে নাম-প্রেম দান, জীবে দয়া, ভক্তমর্য্যাদারক্ষণ, কৃষ্ণান্বেষণরূপ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণভজন—এই অর্থ-সমূহে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞ; যিনি বাল্য-বয়সে চাপল্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্য-রসের অদ্বিতীয় আধাররূপে বিলাস করিয়াছিলেন, এবং বিদ্যা-বিলাসকালে স্বপাণ্ডিত্য-প্রতিভামহিম্নায় সর্ব্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, অথবা স্বীয় স্তম্ভোধপরিমণ্ডলতন্ত্র, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় এবং কবিচকোরনয়নের আভায় অসমোর্দ্ধরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন; যিনি আদি-ভক্ত-মহাকবি শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবতবর্ণন-দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যিনি গৌড়ীয় ভক্তের আদি মহাজন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমন্বিত অপ্রাকৃত কাণ্ডস্কন্ধাত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে আদিরসকবি শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল বা চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি বা শ্রীজয়দেবের হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-রসে নিমগ্ন করাইয়া 'শ্রীকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী'তে বা 'শ্রীগোবিন্দ'-গ্রন্থে লীলা বর্ণন করাইয়াছিলেন, অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষার আদিকবি শ্রীগুণরাজ খাঁ অর্থাৎ মালাধর বসুর হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া তাঁহা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের উক্তিহেতু তাঁহার বংশধর ও গ্রামবাসিগণের হৃদয়েও বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়-দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন; অথবা যিনি নামরসের আদিরসিক শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের হৃদয়ে সঙ্কল্পন্ন শ্রীনামের অনুষ্ঠান করাইয়া জগতে নাম-ভজন বিস্তার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলা-কালের আদি-মধুর-রসতত্ত্ব-কোবিদ পরমহংস বা বিবস্বদাশ্রমী, 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাটকের রচয়িতা শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ-মহাভাব প্রকটিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁহার দ্বারা কীর্ত্তনমুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিকবি

শ্রীল-স্বরূপ 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'রসামৃতসিন্ধু', 'ললিত' ও 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং রূপানুগ ভূনাথ-কৃষ্ণদাসপ্রমুখ অন্তরঙ্গভক্তগণের মধ্যে 'অন্তর' অর্থাৎ রাগানুগমার্গীয় স্তবন এবং 'ইতর' অর্থাৎ বৈধমার্গীয় ভজন বিস্তার করাইয়া আসিতেছেন; অথবা যিনি অল্পকটকালে গৌড়ীয় ভাষায় আদি তাত্ত্বিক গৌরচরিত-লেখক বাঙ্গালাভাষার মহাকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরজন-মাহাত্ম্য উদয় করাইয়া তৎকৃত মহাকাব্য "শ্রীচৈতন্যভাগবত"-গ্রন্থ-দ্বারা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন; যাহাতে নাস্তিক, কুতার্কিক অথবা পণ্ডুরাগণ, বঙ্গকবি-প্রমুখ সহজিয়া-বিরোধী রসাভাসদুষ্টহৃদয়কবিগণ, সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দাদির ন্যায় মায়াবাদী, অন্তর্দ্ধ-বৈধাভিমানিগণ রামচন্দ্রপুরী-প্রমুখ হরিভক্তবিদ্বেষিসন্ন্যাসিগণ, বল্লভ ভট্টাদির ন্যায় ভক্ত্যেকতৎপরতাবিরোধী পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণের অন্যাভিলাষী কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণক্রবগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট কপটত্যাগিগণ এবং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-জিষ্ণু পণ্ডিতম্মন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যাঁহাতে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিতত্ত্ব সত্য অর্থাৎ লীলাবিলাসহেতু যিনি এক বিভুতত্ত্ব হইয়া স্বয়ং অবতারী মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপ সেবক-প্রভু বিভু,—এই বিভুর ত্রিরূপ যাঁহাতে সত্য; অথবা যাঁহাতে উপনিষৎকথিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্ম অঙ্গকান্তিরূপে, যোগশাস্ত্রে কথিত আত্মা বা অন্তর্য্যামী অংশ-বৈভবরূপে এবং ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব, প্রকাশ বা রূপ ঈশাদ্বয়-প্রতীতি-ভেদে ভিন্ন প্রতিভাত হইয়াও অদ্বয়জ্ঞান; অথবা যাঁহাতে সম্বন্ধ-দেবতা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম, অভিধেয়-দেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'গৌর'-নাম এক ও সত্য, অথবা যাঁহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিন অভিধেয়মার্গ সত্য, অথবা ত্রিতাপতপ্তজীবের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আরোপ বা ভান যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহাতে অব্যবহিত সেবা নাম, মিশ্র ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ—নামত্রয়ে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধের সত্য হইলেও নামাপরাধকে 'নামাভাস' ও 'নাম,' এবং নামাভাসকে 'নাম'রূপে মিথ্যা-কল্পনা, অথবা যাঁহাতে অনাদ্যন্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগতৎপরবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও অবিমিশ্রা আত্মধর্ম্মকেবলভক্তি—এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুষ্কভক্তিকে 'বিদ্ধভক্তি' ও বিদ্ধভক্তিকে 'শুদ্ধভক্তি' বলিয়া আরোপ মিথ্যা হইলেও 'সত্য' বলিয়া জ্ঞান হয়; অথবা যাঁহাতে 'নামগ্রহ' বা সম্ভোগবাদ, পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবত-বিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার—এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ মিথ্যা; অথবা যাঁহার উপদেশে কৃত্রিম 'কৃপাদৃষ্টি' দৈন্য, কীর্ত্তনব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণাদি কৃত্রিম চেষ্টা ও ভিন্নদুরূহজ্ঞান মিথ্যা; অথবা যাঁহার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপক্লেশানুভূতি মিথ্যা, যাঁহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিশ্রভক্ত—এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা; যিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও মাথুরমণ্ডল—এই অপ্রাকৃত ব্রজদ্বৈতের ধামে লীলা করেন; যাঁহাতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতি-ভাবনারূপ মায়িক অনাত্ম চেষ্টা আদৌ নাই; সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

— ০ —

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ষষ্টিতম

আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে

লর্ড কেটী ল্যাণ্ডের পারমার্থিক ভারত সম্বন্ধে উক্তি

(লণ্ডন হইতে বিমানডাকে প্রেরিত সংবাদের অনুবাদ)

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিতম আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) তারিখে মনাষবর বারু ইস্ অব্ লেইথ্গো কি, সি, এস্, আই, কি, সি, আই, ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডনের প্রসূতেলর-হাউসে একটী বহতী অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাগৃহটী পাশ্চাত্যদেশের বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সুবৃহৎ কক্ষের উত্তরাংশের একপার্শ্বে আচার্য্যদেবের একটি সুবৃহৎ আলেখ্য অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া সকলের দর্শনোপযোগিরূপে একটি উচ্চাসনে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

1. Lady (James) Walker, 2. Mrs. Weir. 3. The Honourable Marry Pickford. M. P., 4. The Honourable Lady Jackson, 5. The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan. 6. Lady Scott Moncrieff, 7. Mr. R. A. Butler, 8. Sir Findlater Stewart, 9. Sir Bhupendra Nath Mitra, 10. Sir John Thompson, 11. Sir Albion BanerJi, 12. Sir Benjamin Robertson, 13. Sir Francis Younghusband, 14. Sir William Clash, 15-16. Sir Leonard and Lady Adami, 17-18. Sir John and Lady Maynard, 19-20. Sir James and Lady Mackenna, 21-22. Sir Edward and Lady Maclagan, 23-24. Sir Louis and Lady Dane, 25-26. Sir Harry and Lady Lindsay, 27-28. Sir Henry and Lady Lawrence, 29-30. Sir George and Lady Goxfrey, 31-32. Sir Denys and Lady Bray, 33-34. Sir Ganen and Lady Roy, 35-36. Sir Denison and Lady Ross, 37-38. Sir Philips and Lady Hartog, 39-40. Sir Duncan and Lady Macpherson. 41-42. Lieut. Colonel and Mrs. L. W. Johnson, 43. Lieut. Colonel W. G. Hamilton, 44, 45, 46. Colonel, Mrs. and Miss Hoyated, 47. Captain E. F. J. Payne, 48. Major G. C. Maitra, 49. Princess Sophia Duleep Singh, 50-51. Lady Abbas Ali Baig and friend, 52-53. Professor and Mrs. H. G. Rowbinson, 54, Dr. G. E, Neumann, 55-56. Dr. and Mrs. Dauny. 57. Dr. Rhys. Davids, 58. Dr. Betty Heimann, 59-60. Dr. and Mrs. D. N. Dutt, 61-62. Dr. and Mrs Bhattacharyya, 63-64. Dr. and Mrs. Quaritch Wales, 65-66. Mr. and Mrs. C. Grazelier, 67-68. Mr. and Mrs. R. K. Sorabji, 69-70. Mr. and Mrs. L. S. Bristowe, 71-72. Mr. and Mrs. R. M. Gray, 73-74. Mr. and Mrs. Sladen, 75-76. Mr. and Mrs. Inglis, 77-78. Mr. and Mrs. S. T. Shafford 79-80. Mr. and Mrs. L. B. Ploeman, 81-82. Mr. and Mrs. V. H. Booth, 83-84, Mr. and Mrs. J. H. Lindsay, 85-86. Mr. and Mrs. T. A. H. Way, 87-88. Mr. and Mrs. R. S. Nehra, 89-90. Mr. and Mrs. H. E. Holme, 91-92. Mr. and Mrs. G. Q. Khan, 93-94. Mr. and Mrs. G. B. D. Head. 95. Miss Corry. 96. Miss E L. Curteis. 97. Miss C. K Cumming. 98. Miss K. L. Speechley. 99. Miss. Sharples, 100. Miss Browning. 101, Miss A. M. Callow, 102. Miss Ruth Bradshaw, 103. Miss Sarah de Laredo, 104. Mrs. Jackson, 105. Mrs. H. Korbel, 106. Mrs. L. M. Mundley, 107. Mrs. Yahuda, 108. Mrs Cianchi, 109.. Mrs. M. Milward, 110. Mrs. E. A Bird, 111. Mrs. Starr, 112. Miss Leatherdale, 113. Mr. J. Vijayatunga, 114. Mr. Trench, 115, Mr. Joseph Nissim, 116. Mr. George Pilcher, 117. Mr. W. F. Grubb, 118. Mr. Florence Mc. Baron, 119. Mr. F. M. Lee, 120. Mr. Dewar, 121. Mr. F. J. P. Richter. 122. Mr. F. H. Brown. 123. Mr. H. G. King, 124. Mr, H. B. Edwards, 125. Mr. Joseph P. Belom,

126. Mr. Oldham. 127. Mr. C. R. Corbett, 128. Mr. Arnold Corbluth. 129. Mr. P. K. Dutt, 130. Mr. Das. 131. Mr. R. B. Brahmachari, 132. Swami B. P. Teertha, 133. Herr Walz, 134. Mr. W. D. Croft, 135-136. Mr. and Mrs. R. Dimsdale Stocker, 137-138. Mr. and Mrs. Stanley Rich, 139-140. Mr. and Mrs. M. C. B. Sayer, 141. Miss Ebam Bath, 142. Miss Lilian Martin, 143. Mrs. Langdor Thomas.

উৎসবের দ্বাবতীয় অনুষ্ঠানই অতীব কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। সমবেত সকলেই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবে বিভাবিত এবং আনন্দে উৎফুল্ল ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সভায় একটি বিশেষ গাম্ভীর্য্য সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই উৎসবে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং নবীন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ একটি পারমার্থিক ব্যাপার য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান সহর লণ্ডনের ইতিহাসে বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। সভার শেষে উপস্থিত প্রত্যেক বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ সসম্মানে আচার্য্যদেবের আদেশের নিকট উপস্থিত হইয়া যেরূপ আনন্দের সহিত তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং ভারতবাসীর পক্ষে তাহা প্রকৃতই একটি গৌরবের বিষয়। সর্ব্বোপরি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ এই সদনুষ্ঠানের বিশিষ্ট সভাপতি মার্কুইস্ অব্ ক্লেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস মহারাজের প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভক্তীর (পরমহংস মহারাজের) প্রতিনিধি-স্বরূপ নবীন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি যেরূপ হার্দ্দী সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতি, বর্ণ বা স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরূপ কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিচারের সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বাধা প্রদান করে নাই।

ভক্তসেবকগণ কর্ত্তৃক বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতবর্ষীয় কীর্ত্তনের সুরে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত-কীর্ত্তনমুখে সভার শুভারম্ভ হয়। পাশ্চাত্যদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ সমবেত সজ্জনগণকে সাধর সম্ভাষণে জ্ঞাপন পূর্ব্বক আচার্য্যবরের জীবনীর মধ্যে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য প্রতিভা ও অলৌকিক পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনমুখে জগজ্জীবের বাস্তব মঙ্গলবিধানকল্পে তাঁহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীর বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম মহোদয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে—গৌড়ীয়মঠ ভারতের সমুদয় সৎ-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ইঁহারা আজ যাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, তিনি ভারতের একজন সর্ব্বমান্য ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইঁহারই আচার্য্যমুখে পরিচালন-দক্ষতায় জগতের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতেছেন। মহারাজ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মতে, গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ যে প্রকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর প্রকৃত স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন, তদ্দ্বারা য়ুরোপের বর্ত্তমান সঙ্কটসময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-সম্পাদন বিষয়ে এই গৌড়ীয়মঠই পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্ব-প্রধান সহায়ক হইবেন।

অনন্তর সভাপতি লর্ড ক্লেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে মানবজাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠ যে সকল মহৎকার্য্য করিতেছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বহুল প্রশংসা করেন এবং বলিতে থাকেন—গৌড়ীয়মঠের জাতিবর্ণাদি-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রেরই প্রকৃত মঙ্গল-প্রার্থনা, ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্যা ও জ্ঞান-প্রসারে অদম্য-উৎসাহ, উন্নত আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন, বাস্তব সত্যানুশীলনে উৎসাহ প্রভৃতি সত্যসত্যই অভিনন্দনের বিষয়।

লর্ড মহোদয় আরও বলেন—ভারত চিরকালই পরমার্থালোচনার স্থান বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। গৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয়ে ইতিহাস আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে মাত্র। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তিনি ভারতে এক সুমহতী পারমার্থিক শক্তির বিকাশ করেন। ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ভুল বুঝিতে বা অগ্রাহ্য করিতে

থাকায় প্রায় অষ্টশতাব্দী পূর্বে গৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয় হয়। লর্ড কেটলাণ্ড বলেন, মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে প্রথম-সময়ে তিনি একবার গৌড়ীয়মঠের প্রধান প্রচারকেন্দ্র এবং বাদশজন-শিষ্যসহ উক্ত মহাচার্যের দর্শন লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে—যে সময়ে লোকের মন নানা অবাস্তব বিচারাভিমুখে পরিচালিত হইতেছে, সে সময় এই মঠের আদর্শ অনুসরণ করা জীবমাত্রেরই পরম মঙ্গলের বিষয়। ইঁহাদের আদর্শ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অদ্যাপি মানব-হৃদয়ে পারমার্থিক শক্তি কি এক অদ্ভুতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিতেছে। লর্ড মহোদয় মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পর গৌড়ীয়মঠের আচার্যবর্য্য ও পরিচালক পরমহংস মহাত্মাই বর্ত্তমানে পরমার্থ-জগতের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক; তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় নিজে আচরণ করিয়া ধর্ম্মের মৌলিকতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের সকলেরই ইহা একটি পরম গৌরবের বিষয় যে, আমরা আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে এই ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া পরমার্থ-জগতের একজন সর্ব্ব-প্রধান আচার্য্যের জীবনচরিত শ্রবণ ও আমাদের সম্মুখে তাঁহার পরম-পবিত্র আলেখ্যমূর্ত্তি দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতেছি। এই মহাপুরুষ প্রকৃতই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই প্রকৃত মঙ্গলবিধানের জন্য প্রচুর যত্ন করিতেছেন। লর্ড মহোদয় সভায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর এবং সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহৎ কার্য্যের জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত মঠের সেবকগণকে আরও অনুপ্রাণিত করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন ভারতে তাঁহাদের মঠের আচার্য্য সেই মহাপুরুষের নিকট তাঁহাদের (লর্ড কেটলাণ্ড প্রমুখ সজ্জনগণের) অন্তরের এই শুভেচ্ছার শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর লর্ড মহোদয় ইংলণ্ডবাসীর নিকট পরমার্থ-প্রচারকল্পে মহদুদ্দেশ্যে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের লণ্ডনে প্রতি-নিধি-প্রেরণ-জন্য পুনরায় তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পরে তাঁহাকে ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ-প্রদানকালে লণ্ডন-"টাইম্‌স্"—পত্রের মিঃ এফ্, এইচ্, ব্রাউন সি-আই-ই মহোদয় উল্লেখ করেন—এরূপ একটি মহতী সভার সভাপতিত্ব করিবার পক্ষে সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে লর্ড কেটলাণ্ডই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। যেহেতু তিনি যখন বঙ্গের গভর্ণর ছিলেন, সে সময় সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রবণ দেশের সংসর্গে থাকিয়া হিন্দুদর্শনশাস্ত্র বহুলভাবে আলোচনা করিয়া-ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রধান প্রধান মনীষিগণ ইতঃপূর্ব্বেই পরমহংস মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত স্বামী বন এবং অন্যান্য লণ্ডন-মঠ-সেবকগণের উদ্দেশ্যের অকৃত্রিমতা ও নির্ম্মলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

উপসংহারে লণ্ডনমঠসেবকগণকর্ত্তৃক আর একটি ভারতীয় সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই সম্ভ্রমভাবে ও আনন্দ সহকারে পরমহংসমহারাজের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৯), ৫ ফাল্গুন (১৩৪৫) শনিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ২-৩৮ মিঃ এর আলমোলাঘাট-প্যাসেঞ্জারে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়া রাত্রিতে শ্রীযোগপীঠে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে অবস্থান পূর্ব্বক রবিবার প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু ও শ্রীমৎ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রভু (মহারাজ) শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীধামপরিক্রমার অধিবাস

ভক্তবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া অদ্য উৎসাহে পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। আচার্য্যের আগমনে সকলেই যেন এক নবরসে রসীয়ান্ হইয়া নবনবায়মান উৎসাহে পরিক্রমার বিবিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা হইতেছে ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত, সকলেরই মন প্রসন্ন।

বৎসরান্তে ভক্তগণ গৌরদর্শনে আসিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভক্তগণের সহিত মিলন হইয়াছে, সকলেই পরস্পর কুশল-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণপ্রসঙ্গে কি আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, তাহা সেবানুকূল মনোবৃত্তি লইয়া যাঁহারা জীবনে একবারও দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা অভাব-অভিযোগ রোগ-শোক প্রকৃতি যে, শ্রীধামে ভক্তসঙ্গবাসে কৃষ্ণকথানন্দে অবস্থান-কালে কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, শ্রীধামের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই যেন কেমন এক অতিমর্ত্ত্য শান্তির সন্ধান প্রদান করে, তদ্বারা চিত্ত —কম-বেশ করিয়া তাহা উপলব্ধি-বাতীত তাহাদ্বারা ব্যক্ত করিবার ইহা কোন অতিরঞ্জিত কথা নহে।

অবশ্য ধামসেবা-বিমুখ অসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ভক্তি-প্রতীপ ব্যক্তিগণ শ্রীধামের কোন প্রভাবই লক্ষ্য করিতে পারেন না। শ্রীধামের কেত্রপাল নরাদের তাঁহাদিগকে চিন্তাপঙ্কল ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া "প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব,' রাখিব গড়ের পাশে" বিচার-অবলম্বনে শ্রীধাম-প্রবেশের কোন অধিকারই প্রদান করেন না। প্রৌঢ়া মায়া যোগমায়ার ছায়াশক্তি মহামায়া তাঁহাদিগকে বহুল পুরুষ শ্রীধামের চতুঃসীমানায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য না দিয়া দূরে রাখিয়া দেন। প্রৌঢ়মায়া-মুগ্ধ শিবের কৃপা ব্যতীত কাহার সাধ্য শ্রীধামে প্রবেশ করে? শ্রীধাম প্রাকৃত জল-কাদা-মাটি গাছপালা ভোগাসক্তিগণের ভোগাগার বাগানবাড়ী জড়রঙ্গরসালয় বা নাম-মন্ত্র-বিগ্রহ লইয়া ব্যবসায়ের হাট-বাজার বা বস্তুর-বিশেষ কোন স্থান নয়, জড়জগতের কোন স্থানের সহিত শ্রীধামকে তুলিত করা যায় না। গৃহমেধীর চিত্তবৃত্তি লইয়া 'শ্রীধামে বাস করিতেছি' বলিয়া মনে করিলেও ধাম-বাস হয় না। প্রাকৃত টাকা-পয়সা খরচ করিয়া শ্রীধামের জমি সংগ্রহ করিবার দাম্ভিকতা লইয়া বাস-বাসের নোটিশজারী করিলেই ধামবাস হইয়া গেল না, মহামায়া তাহাকে বেশ করিয়া গ্রামবাস করাইয়া গ্রাম্য-সুখেই মত্ত করিয়া রাখেন।

শ্রীধামের ভূমি চিন্তামণিময়, চিন্তামণিনিকর-গঠিত-গৃহ-সমূহে—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে সেস্থান পরিশোভিত, সেস্থানে কোটি কামধেনু পরিপালিত হইতেছে। সেখানকার জল—অমৃত, কথা-মাত্রই—গান, গমন-মাত্রই—নাট্য, প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রগত কোন প্রভাবই সেখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সে স্থানের জ্যোতিঃর নিকট সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ এবং অগ্নি-প্রভৃতির জ্যোতিঃ স্বতঃই পরাভূত, শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তিতে সেস্থান স্বতঃপ্রকাশময়; সেস্থানে প্রবেশাধিকার পাইলে—বাসের সৌভাগ্য হইলে আবার ফিরিয়া আসিয়া গ্রাম-বাসের—গ্রাম পরিক্রমা করিয়া বেড়াইবার আগ্রহ থাকে না। শ্রীমেধের সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সেখানে তাঁহাদের নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদগণ-সঙ্গে সর্ব্বদা নৃত্য-কীর্ত্তনবিলাসরসোন্মত্ত—নিত্যানন্দের লেশ-মাত্রও তথায় নাই, প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা সে রূপ দর্শন বা প্রাকৃত কর্ণদ্বারা সে গান শ্রবণের যোগ্যতা কাহারও নাই। গৌরনিজজন শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বলেই শ্রীধামের সেই চিদ্‌বিলাস-বৈভব অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

অনেকের ধারণা—"মহাবদান্য গৌরাবতারে আমরা যতই না কেন পরস্ব-পরদারাদি অপহরণ করি, নানা কুকার্য্যে রত থাকি, ধর্ম্মের ভাণ লইয়া লোকবঞ্চনা করি; আবার গৌরাচাঁদের পোষ্যপুত্র হইয়া ধামবাসে (?) সে সমুদয় অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব!" অত্যন্ত মায়া-পরাধী জড়ভোগাসক্ত মহামূর্খগণই ঐরূপ ধারণা পোষণ করিয়া শ্রীধামে জমি কিনিবার ও সেস্থানে তাহাদের ভোগসুখের সুবিধা হয়, সেস্থানকে "গৌরাঙ্গের লীলাস্থান" বলিয়া চালাইবার কুটবুদ্ধিমূলে প্রকৃত ধামবাসী ভজন-পরায়ণ শুদ্ধভক্তগণের ধামসেবায় নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন

করিবার বিচার-বিশিষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায় দোহাই দিয়া ঐ সকল ব্যক্তি অবলীলাক্রমে কপটতা-নাট্যপ্রমোদী হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং নিশ্চিন্তমনে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-সেবা-বিরোধকেই ভক্তির নামে চালাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু জগাই-মাধাইর বাহ্যে পাপাচারের অভিনয় থাকিলেও যে, অন্তরে কোন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী ভাব ছিল না, কোন কপটতা-মূলে তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধে প্রবৃত্ত হন নাই, নেশার ঝোঁকেই ঐরূপ করিয়াছিলেন, পরে অনুতপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ-কৃপা-ফলে গৌরকৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উহাদের বিচারের বিষয় হয় না। কপট ব্যক্তি কখনই গৌরনাম, গৌরধাম বা গৌরধাম-সেবাধিকার পাইতে পারে না, এজন্য শ্রীজগদানন্দ তাঁহার প্রেম-বিবর্ত্ত-গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

" 'গোরার আমি' 'গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে তবে ফলে॥
লোকদেখান' গোরাভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি॥
অন্তরপতন হ'বে তাই কৈলে কুটিনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি॥
গোরা ভজ, গোর ভজ, গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এজগতে গুরু কেহ নাই॥
যদি ভজিবে গোরা, সরল কর মন।
কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।"

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যখন আমাদের মনের কথা সবই জানেন, তখন তাঁহাকে ফাঁকি দিবার মূর্খতা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই তাহার পরিণাম বুঝিয়া লইবেন।

সম্বৎসরে রথযাত্রার সময় আসিতেছে আসিতেছে করিয়া মহাপ্রভুর তাপিত-প্রাণ নদীয়াবাসি-ভক্তগণ কোন-প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতেন, রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেই নীলাচলে গৌরদর্শনের জন্য পাগল হইয়া ছুটিতেন; সে কি আর্ত্তি, কি ব্যাকুলতা, কি উৎকণ্ঠা। "বহুদিন পরে আমাদের সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরপাদ-পদ্ম দর্শন করিব—তাঁহার শ্রীমুখের মধুর কীর্ত্তন শুনিব"—এই আশায় গৌরপ্রাণ ভক্তগণের হৃদয়ে কি আনন্দের উৎস ছুটিত, তাহা ভাব-বিভাবিত ভাগবতজনগণই উপলব্ধি করিয়া বৎসরান্তে গৌরধামে ছুটিবার বিচার অবলম্বন করেন—গৌরলীলাস্থলী দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া—গৌরভক্তসঙ্গে গৌরগুণগাথার অনুকীর্ত্তনের সৌভাগ্য বরণ করিয়া প্রাণ জুড়ান।

অদ্যাপি সেই জগন্নাথমিশ্রভবন, সেই শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈত-ভবন, আচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহ—সেই সপার্ষদ-গৌরহরির নর্ত্তন-কীর্ত্তন-বিলাস, সেই শ্রীধর-গৃহে খোড়মোচা লইয়া কাড়াকাড়ি, সেই জগাই-মাধাই-উদ্ধার—কাজি-উদ্ধারাদি লীলা, সেই নগর-ভ্রমণরঙ্গ—সেই নবদ্বিজাঙ্গনের গৃহে গৃহে গিয়া স্বতন্ত্রপরমঃ প্রধান—সেই গঙ্গাদাসপণ্ডিতের গৃহে বিদ্যা-বিলাসলীলা, মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে অধ্যাপন-লীলা, ভক্তগণ-সঙ্গে গঙ্গাস্নান-লীলা, বৈদিকবিপ্রকে কৃপা-লীলা, গৌরঘরকে অন্তর্গমন, ভক্ত মুরারি গুপ্ত-সঙ্গে যাদানুবাদ-রঙ্গ, শ্রীবাস-গৃহে সাতপ্রহরিয়া ভাব ও ভক্তগণকে বরদানলীলা প্রভৃতি—সেই সবই বর্ত্তমান, কিছুই অন্তর্হিত হয় নাই, শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-লাভের ভাগ্য পাইলেই তাঁহার কৃপালব্ধ দিব্যনেত্রে সেই সমস্ত লীলাই শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে দর্শনের বিষয় হয়। গৌরাঙ্গের সমস্ত লীলাই নিত্য, কেবল "অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ" কিম্বা "উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।"

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

জগদ্গুরু-নিত্যানন্দাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ জগৎকে সেই সৌভাগ্য বিতরণের জন্য জগজ্জীবকে গৌরধামে আহ্বান করিতেছেন। গৃহ-পরিক্রমা ছাড়াইয়া গৌরধাম-পরিক্রমা-মুখে ভুবনমঙ্গল-অবতার গৌর-গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য দিয়া জগদ্বাসীকে গৌরহরির মহাবদান্য লীলার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে যে যে স্থানে গৌরসুন্দর তাঁহার পার্ষদগণ-সঙ্গে যে যে লীলা-বিলাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তত্তল্লীলার উদ্দীপক ভাবসমূহ কীর্ত্তন করিয়া জীবগণের গৌরপাদাশ্রয়ের উদ্দীপনা হৃদয়ে জাগরূক করিতেছেন। মহাবদান্যগৌরনাম-বিতরণ-লীলায় আচার্য্যদেব যে মহামহাবদান্যলীলা প্রকট করিতেছেন, তাহার প্রতি কি আমরা এখনও বিমুখ

পারিবে? আমাদের জীবেশ্বরাভিমানী সঙ্কীর্ণ অভিমান কি আমাদিগকে চিরদিন বঞ্চিত করিয়া রাখিবে?

"সাধুসঙ্গসঙ্গে নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥"
"সাধুজন আর প্রেম-প্রচারণ।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

আচার্য্যের হুঙ্কারে আজ অদৈব-দস্যুদল ভীত হইয়া নিজ নিজ বিবরে আত্মগোপন করিতেছে; সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত প্রেমনাম-সংকীর্ত্তন-রোলে আজ সমগ্র বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিতেছে—অত্যন্ত কর্ণকোলাহলময় কত মহানগরী আজ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রোলাহলে মুখরিত হইতেছে—বহুকুলা পাষাণ-হৃদয়ও আজ ভক্তিরসে আপ্লুত সিক্ত হইতেছে—জগতের এই সৌভাগ্যসময়ে গৌড়ীয়গণের আজ পরম আনন্দ। কেবল নাস্তিক জনগণকে প্রেমধনলাভে নিরুৎসাহ ও বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের পরদুঃখকাতর হৃদয় বড়ই ব্যথিত। বাধার প্রত্যাঘাত হইয়াও তাঁহারা সেই সকল বিমুখ ব্যক্তিকে শ্রীধামে নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদের ন্যায় বিপন্নাবন বান্ধব—নিত্যমঙ্গল-প্রদাতা দুর্জ্জন আমাদের আর কে আছেন? সুতরাং "দূরং ব্রজেত ন পতেদসুমুক্ত যাবদ্বিঃশ্রেয়সায়"—এই বিচার অবলম্বনই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"গৌরজনসঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরেকৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

পরিক্রমা-আরম্ভ

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী (১৯০৪) সোমবার হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। এবৎসর প্রথম তিনটি অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা যাত্রিসংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হইয়াছে। পরিক্রমার পর পর দিবস ক্রমশঃই যাত্রি-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ ও ব্রহ্মচারি-গণের পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণে সহস্র সহস্র লোক উপকৃত হইতেছেন। দার্শনিক-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী কৃতির্ত্ন প্রভুর বক্তৃতা অতীব সুন্দর হইতেছে।

পরিক্রমার প্রথম দিবস

পরিক্রমার প্রথম দিবস (৭ ফাল্গুন, ১৩১০) প্রভুপাদ আমাদিগকে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মূলা অঙ্গ আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তির যজন-যাজনস্থল অন্তর্দ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর পরিক্রমা করাইয়া 'আত্মনিবেদন' শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ঔদার্য্যগোলোক গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্রে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না হইলে জীবের ভজন-সাধন সবই বৃথা হইয়া যায়। নিবেদিতাত্মা ব্যক্তিরই সাধন-ভজনের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং তাহা উপাস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আত্মনিবেদনের অভাবে ভক্তিরসে আপ্লুত সিক্ত হইতেছে—জগতের এই সৌভাগ্যসময়ে গৌড়ীয়গণের আজ পরম আনন্দ। কেবল নাস্তিক জনগণকে প্রেমধনলাভে নিরুৎসাহ ও বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের পরদুঃখকাতর হৃদয় বড়ই ব্যথিত। বাধার প্রত্যাঘাত হইয়াও তাঁহারা সেই সকল বিমুখ ব্যক্তিকে শ্রীধামে নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদের ন্যায় বিপন্নাবন বান্ধব—নিত্যমঙ্গল-প্রদাতা দুর্জ্জন আমাদের আর কে আছেন? সুতরাং "দূরং ব্রজেত ন পতেদসুমুক্ত যাবদ্বিঃশ্রেয়সায়"—এই বিচার অবলম্বনই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"গৌরজনসঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরেকৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস (৮ ফাল্গুন, ১৩১০) শ্রবণাখ্য ভক্তি-যজনের স্থল সীমন্ত দ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া গৌরকথা-শ্রবণ ব্যতীতরে জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না,—ইহাই প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বাক্য-শ্রবণে নিযুক্ত করিলে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তির সুবিধা হইয়া থাকে, মায়িকতা দূর হয়। নতুবা 'আমি প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারি, প্রাকৃত নাসিকা-দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ বা কৃষ্ণনির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারি, প্রাকৃত জিহ্বা-দ্বারা মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিতে পারি বা নামব্রহ্মের কীর্ত্তন করিতে পারি, প্রাকৃত ত্বক্ দ্বারা কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের অঙ্গস্পর্শ বা সেবা করিতে পারি,—এই সকল অভিমান প্রবল হইয়া কৃষ্ণানুশীলনে বাধা দেয়, কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন হয় না, আংশিক কীর্ত্তন-ফলে নিজ দেহ-মনের গর্ব্বপাশক্তিই বাড়িয়া উঠে। "প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থং অপেক্ষ্যম্"—বিচারাবলম্বনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপসন্ন হইয়া প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিমূলে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতে হইবে। প্রণতজনের নিকট কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন-মুখে কর্ণবেধ সংস্কার প্রদান করিয়া শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে ভজন-রাজ্যের কথা-শ্রবণে অধিকার প্রদান করেন। "নিজের ইচ্ছামত—নিজের যে কথাটা ভাল লাগে, সেইটি শুনিব"—এইরূপ বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের স্বতন্ত্রেচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার ইচ্ছামত হরিকথা-শ্রবণে মনোযোগ দিতে হইবে। তিনি আমাকে আমার অধিকারানুযায়ী ক্রমপন্থায় হরিকথা শ্রবণ করান। শিষ্যের সেবোন্মুখচিত্তবৃত্তি-অনুসারেই শ্রীগুরুমুখ-বাক্য উপলব্ধির যোগ্যতা হয়।

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীগুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই শ্রুত-বাক্যের কীর্ত্তন করিতে হইবে। আচার-মুখেই সেই কীর্ত্তন সম্ভব হয়। নতুবা কেবল শাস্ত্রবাক্য মুখস্থ করিয়া বক্তৃতা দিতে শিখিলেই 'কীর্ত্তন' হয় না। আচার-মুখেই প্রচারের সুষ্ঠুতা। কীর্ত্তন সর্ব্বাঙ্গে—সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে হইতে থাকিলে 'সংকীর্ত্তন' হয়। নতুবা জিহ্বা নাম উচ্চারণ করিবে, আর মন অন্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইলে 'সঙ্কীর্ত্তন' হইবে না। পাছে জীব সঙ্কীর্ত্তনের নামে এইরূপ কপটতা করিয়া বসে, এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"ইত্যাদি বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস (৯ ফাল্গুন, ১৩৪০) কীর্ত্তনাখ্য ভক্তাঙ্গযজনদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া আমাদিগকে সেই কীর্ত্তন-রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন।

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণের নৈরন্তর্য্য সাধিত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ জড়বিষয় ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত জড়বিষয়েই আসক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু ভগবানের কথা স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত তাঁহার পাদপদ্মেই আসক্ত হয়। কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিচ্যুতি-ক্রমেই জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া সর্ব্বমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

"অবিচ্যুতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ সং তনোতি"—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারের কথা আবার বেদান্তসূত্রও ঐরূপ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" কথাতেই তাঁহার উপসংহার করিয়াছেন। শব্দ-ব্রহ্মের অনুশীলন ও অনুধ্যান-ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। তাই পরিক্রমার চতুর্থ দিবস (১০ ফাল্গুন, ১৩৪০) স্মরণাখ্য মধ্যাহ্নীয় পরিক্রমা করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ শিক্ষা দিয়াছেন।

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস (১১ ফাল্গুন, ১৩৪০) পাদ-সেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনের স্থান কোলদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে পাদ-সেবনাখ্যা ভক্তির কথা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের অচ্চির-প্রকাশ-বিগ্রহ ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম-সেবনফলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবার অধিকার লাভ হয়; নতুবা 'গড়া ডিঙ্গাইয়া ধান খাইবার' ন্যায় গোখর-নীতি অবলম্বন করিলে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" রূপ দুর্গতিই লাভ হইয়া থাকে! ভক্তের চরণে অপরাধের ফল অতি ভীষণ। ভক্ত যদি অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে অপরাধীকে নিস্তার করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কুলিয়ার পণ্ডিত দেবানন্দাদির দৃষ্টান্ত এস্থলে শিক্ষার বিষয়।

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস

আজ (১২ ফাল্গুন, ১৩৪০) পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে ভজনমার্গে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনের স্থান ঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা-মুখে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের অর্চ্চন-রহস্য শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়তো শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে অর্চ্চকের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া উহাধিকার লাভ করে এবং ভজন-রহস্য উপলব্ধির যোগ্যতা হয়। অর্চ্চনমার্গ যদি ভজনমার্গের অনুগত না হয়, আবার ভজনমার্গ যদি অর্চ্চনমার্গকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥"—বিচারানুসারে তদ্রূপ বিচার-অবলম্বনকারীকে প্রকৃত ভজন-মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের উদ্দেশ্য—এক। ভাগবত এবং পঞ্চরাত্রের ভেদ-বিচারে ভজন-রহস্য অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত-বিচার না বুঝিয়া অধিকতর নিয়মাগ্রহ দেখাইতে গেলে অথবা একেবারে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া 'পঞ্চরাত্র কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া

প্রতি ক্ষেত্রেই গেলে উভয়তঃই 'বেচা-শ্রীধ উপস্থিত হইয়া উৎসব-দর্শন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পরিবিদ্যমান জনে স্বাধীনতা বজায়ে রাগমার্গে করান প্রবেশ।"— ইহাই মহাজন-বাক্য।

অতঃপর বক্তৃগণ, দাদা ও সখা ভক্তগণ-বন্দনের স্থল ৮৯ গীত, মোদদ্রুমদীপ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য প্রদান করেন।

শ্রীগৌরনিজজন গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাফলেই জীবের হৃদয়ে নামাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান গৌরসুন্দর দণ্ডায়মান উদিত হইয়া সর্ব্ব সুমঙ্গল বিস্তার করেন।

"সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য" ও "ভক্তিশাস্ত্রী"-পরীক্ষার ফল

৪৫৬-৪৫৭ গৌরাব্দে। শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে যে 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' ও ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীদেবের দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীধাম মায়াপুর

সাধারণ বিভাগ

শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ধানবাদ

শ্রীবাণীগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ—কলিকাতা

শ্রীঅনাদিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী

ভক্তিশাস্ত্রী

মধ্যম বিভাগ

শ্রীঋতুধন দাসাধিকারী কোলগর, ২৪ পরগণা

সাধারণ বিভাগ

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ, কলিকাতা

শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীজীবনরুদ্ধ দাসাধিকারী

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাসাধিকারী, চাঁপাহাটী

৫। শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী

৬। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, কটক

৭। শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী

৮। শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

আগামী ১৭ ফাল্গুন (১৩৪০), ১ মার্চ্চ (১৯৩৪) শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ৪৪৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ-প্রকটাব্দাভাসের সচিত্র বার্ষিক শ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাতে সাম্প্রতন্ত্রভিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে বিদ্ধাবিদ্ধাদি-বিচার-মূলে ব্রতোপবাসাদির যথাযথ শুদ্ধবিচার সন্নিবেশিত হইয়া থাকে সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমাত্রেরই—বিশেষতঃ গৌরগত-প্রাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উক্ত পঞ্জিকা-সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ অপ্রকাশিত থাকিবেন। অর্থাৎ ৩০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' আগামী ২৯ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ (১৯৩৪) প্রকাশিত হইবেন। গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৩৪০; ১০ই মার্চ, ১৯৩৪ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশদ্-বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৭-৪৪৮)

প্রথম অধিবেশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যালোচনা ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে থাকায় এবৎসরও পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় সভার তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। গত ১৭ ফাল্গুন, ১৩৪০ ১ মার্চ্চ, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানস্থল নাট্য-মন্দিরে সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

সভাস্থলটি নানাবর্ণের বস্ত্র ও পুষ্পমালা-পতাকাদি-দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত এবং সভাস্থলের উত্তরভাগে যথাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের আসন রক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে ৮।০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য-মঠের "ভক্তিবিজয়" ভবন হইতে অধিষ্ঠানস্থল-নাট্যমন্দিরে শুভবিজয় করেন। সভায় সকলেই উত্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-মুখে আচার্য্যের শুভাগমনকে অভি-নন্দিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করিবার পর সকলেই স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের

বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

দিনাজপুর ও দিঘাপতিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি কুমার রাজসাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্তন গোস্বামিপ্রবর ভুবনমঙ্গল মহোদয় প্রস্তাব করেন,—"শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি—শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া উক্ত পদ স্বীকার করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।" পূর্ত্তবিভাগের প্রবীণ কার্য্যাধ্যক্ষ সনাতনধর্ম্ম রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ মহোদয় সভার পক্ষ হইতে সহর্ষ-চিত্তে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির পদ সমলঙ্কৃত করিলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী "এ ঘোর সংসারে ডুবি মরমনা পাপ তাপের শেষ। সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে হরি তবে অন্ত হয় ক্লেশ।"—এই মহাজন-পদটি উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয়-সম্পাদক (বাগ্মিতোপাসক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়) সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-পত্রের ১১শ খণ্ড ৩৫শ সংখ্যা হইতে বিগত বর্ষের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করেন।

অতঃপর সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির জন্য বর্ত্তমান বর্ষের সভ্য-পদ-নির্ব্বাচন-কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "শ্রীধাম, ধাম-পরিক্রমা এবং সেই ধাম-প্রকাশক ও ধাম-পরিক্রমার প্রবর্ত্তক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য, পরিক্রমা-কারী ভক্তবৃন্দের সৌভাগ্য, ধামের শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের মাহাত্ম্য, ধাম-পরিক্রমা-মুখে শ্রীচৈতন্যনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য, নিত্যানন্দাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণনাম-ধাম-কাম-সেবা-মাহাত্ম্য ও শরণাপত্তি" প্রভৃতি সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রদান-মুখে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিবিধ সেবায় আত্মনিয়োগ-জন্য নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত নিবেদনাথ দাস গুপ্ত বি-এ মহোদয়কে সভ্যপদে বৃত হইবার প্রস্তাব করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় তাঁহার এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ গিরি মহারাজের প্রস্তাবে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের সমর্থনে বোম্বের শ্রীযুক্ত ধরমদাস শেঠ মহাশয়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাখাল-চন্দ্র বসু মহাশয়; আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়; শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী মহাশয় এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় দাসাধিকারী বি-এল মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডি।জ-পি-টি অফিস, নিউদিল্লী) মহোদয় সভাপদে বৃত হন।

সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু বিগত বর্ষে যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর পদবিদ্যাপীঠ হইতে পঞ্চরাত্র, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত পরীক্ষায় বিভিন্ন শাখায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা পাঠ করেন।

পঞ্চরাত্র-পরীক্ষার ফল—"গৌড়ীয়" ১২শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষার ফল—"গৌড়ীয়" ১২শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

পদবিদ্যাপীঠের ফল

হরিনামামৃত ব্যাকরণ—মধ্যপরীক্ষা

১। শ্রীকৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি-এস্ সি— দ্বিতীয় বিভাগ
২। শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী— ঐ

হরিনামামৃত ব্যাকরণ—আদ্য পরীক্ষা

১। শ্রীঅরবিন্দনাথ ব্রহ্মচারী—প্রথম বিভাগ
২। শ্রীদিনেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী—দ্বিতীয় বিভাগ
৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন ব্রহ্মচারী— ঐ

সারস্বত ব্যাকরণ—আদ্য পরীক্ষা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—প্রথম বিভাগ

সাংখ্য—মধ্যপরীক্ষা

১। পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ —দ্বিতীয় বিভাগ

কাব্য—আত্মপরীক্ষা

১। শ্রীকৃষ্ণমোহন দিক্ বি-এস্ সি—প্রথম বিভাগ

—

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের সদ্ভাব-প্রধান-কার্য্য খুব বিস্তৃত বলিয়া অদ্যে বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা হইতে যে সকল গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা ভক্তিসূচক পদবী ও নাম পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সভাপতি মালা-চন্দন-সহ গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন। নিম্নে সেই সকল ভক্তিসূচক উপাধি ও তৎপ্রাপকগণের নাম উদ্ধৃত হইল :—

১। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিষম সমরবিজয়ী পরমশ্রী শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর
—"ধর্ম্মধুরন্ধর"

২। এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল, এম্-এল্-বি (কলিকাতা) —"ন্যায়নিধি"

৩। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এম্-এ, বি-এল (ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া) —"ন্যায়সিন্ধু"

৪। রাজর্ষি রাও সাহেব শ্রীযুক্ত পরমিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাচ্য বেদান্তভূষণ —"ভুবনমঙ্গল"

৫। মহোপদেশক শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী —"মহামহোপদেশক"

৬। উপদেশক শ্রীযুক্ত হরিপ্রী ব্রহ্মচারী
—"মহোপদেশক"

৭। উপদেশক শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী—ঐ

৮। " " প্রণবানন্দ " —ঐ

৯। বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী
—"উপদেশক ভক্তিকুঞ্জর"

১০। কবিরত্ন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী
—"উপদেশক"

১১। ভক্তিবান্ধব শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী বি-এ, বি-এল —"উপদেশক"

১২। ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী
—"উপদেশক"

১৩। শ্রীযুক্ত অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী —"উপদেশক"

১৪। শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ (পুরী)
—"বিদ্যার্ণব"

১৫। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ (লণ্ডন)
—"প্রত্নবিদ্যাবিশারদ"

১৬। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী—"কাব্যকোবিদ"

১৭। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী বি-এ (চন্দ্রা)
—"ভক্তিবিলাস"

১৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী (পাটনা)
—"ভক্তিগৌরব"

১৯। শ্রীযুক্ত সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী (কটক)
—"ভক্তিবৈভব"

২০। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাসাধিকারী (গাওড়া)
—"ভক্তিপ্রসূন"

শ্রীযুক্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন দাসাধিকারী (কাশী)
—"ভক্তিভূষণ"

২২। শ্রীযুক্ত প্রসন্নার্ত্তিহর দাসাধিকারী (বালেশ্বর)
—"ভক্তিভূষণ"

শ্রীযুক্ত বরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্যমঠ)
—"সেবার্ণব"

২৪। শ্রীযুক্ত শুভবিলাস দাসাধিকারী—"ভক্তিমধুপ"

২৫। শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী
—"ভক্তিমৈরেয়"

২৬। শ্রীযুক্ত শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, (কাশী)
—"রাগভূষণ"

২৭। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী (পাটনা)
—"সেবা-সুহৃৎ"

২৮। শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী (কলিকাতা)
—"ভক্তিরসানন্দ"

২৯। শ্রীযুক্ত মনমথের দাসাধিকারী (বরাহনগর)
—"ভক্তিবিবুধ"

৩০। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (মুরলিপুকর, কলিকাতা)
—"ভক্তিবিশারদ"

৩১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (পোষ্টমাষ্টার, সম্বলপুর)
—"ভক্তিভূষণ"

৩২। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসাধিকারী (ঢাকা)
—"ভক্তিভূষণ"

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-কার্য্যে নানা প্রকারে সহায়তা বা সহানুভূতি-প্রদর্শনকারিগণের মধ্যে বিগতবর্ষে

যাঁহারা দেহরক্ষা করিয়াছেন, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের জন্য বিরহ প্রকাশ করা হয়।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ (১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবক শ্রীপাদ অকিঞ্চন দাসাধিকারী মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—এই মহাত্মা গৌড়ীয়মঠের একজন প্রাচীন ভক্ত ছিলেন। গত এই বৈশাখ (১৩৪০) এই মহাত্মা নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তা'র মধ্যে প্রবেশরে আত্মসমর্পণ।"—এই মহাজন-বাক্যটির তাৎপর্য্য এই মহাত্মার শেষ জীবনে বাস্তব-স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বয়সে প্রাচীন হইলেও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় ইঁহার নবীনের ন্যায় উৎসাহ ছিল। ইনি বৃদ্ধবয়সে ৭০।৭৫ মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া শ্রীমঠের মহোৎসবাদিতে যোগদান করিতেন। আজ ইঁহার গুণাবলী আমাদের হৃদয়ে "দুঃখ নহে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"—এই মহাজন-বাক্যটির তাৎপর্য্য জাগরূক করিয়া দিতেছে।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক (মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়) শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম ও সেবা-চেষ্টা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের পরলোকগমনে বিরহ প্রকাশ করেন :—

(২) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস এম-এ (ঢাকা)—ইনি ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। একবার কএক দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীধাম বা ধামের মহাপ্রভু-প্রচারিত বাস্তব সত্যের বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া-দলের কোন কথাই ইনি কর্ণপাত করিতেন না। 'গৌড়ীয়'-পাঠে ইঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। 'গৌড়ীয়' ১১শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যায় ইঁহার যে "গুরুতত্ত্ব কোথায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথার সহিত অন্যান্য কথার পার্থক্য প্রদর্শন-দ্বারা স্বীয় সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দাসাধিকারী (বরদভাঙ্গি, বগোহর)—শ্রীধাম ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় এই মহাত্মার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

(৪) ভক্ত শ্রীনেপাল (শ্রীচৈতন্য মঠ)—ইনি বয়সে বালক হইলেও সেবা-প্রাণতায় সকলের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

(৫) Lady Marshall Brookes, Sister of H.E. the Viceroy Lord Willingdon—এই বর্ষীয়সী মহিলা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ বন মহারাজের ভারতোর্লি গমন-কালে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং তথায় তাঁহার প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করেন। স্বামীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে ইনি বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

(৬) লালা রামচন্দ্র পরদল (রাইস্, মীরাট্, ইউ-পি)—ইনি সার্জ্জন জেনারেল্ ডক্টর গোখেলের খুল্লতাত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মীরাট্-বিজয়-কালে এই মহাত্মা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার প্রচার-কার্য্যে নানাবিধ সহায়তা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

(৭) বিরক্ত শ্রীযুক্ত বাসুদেব রামানুজ দাস (পুরী)—এই মহাত্মা রামানুজসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় ইঁহার শ্রীমদ্ভাগবতপাঠানুরাগ লক্ষ্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮) মিঃ পি, ডব্লিউ কমথ (Kamath), মাদ্রাজ—ইনি মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা করিয়াছেন।

(৯) বসন্ত কুমার তেওয়ারী (সৈয়দপুর, রংপুর)—ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা করেন।

(১০) রায় সাহেব লালা দ্বারকাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ (বিজনোর)—এই মহাত্মা হরিদ্বারে গায়সৈকতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্য একটি ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে ইঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল।

(১১) ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগ্য—ইনি শ্রীমায়াপুর-নিবাসী। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

অতঃপর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা-ক্রমে "শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য; গৌরপ্রিয়-

কার্য্যাধ্যক্ষগণের গুণানুবর্ণন-মুখে গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ভক্তিসূচক উপাধি ও নাম প্রদানের সহিত সাধারণলোকের উপাধি-বিতরণ ও গুণকীর্ত্তনাদির পার্থক্য ; শ্রীধাম ও গ্রাম, প্রেম ও কাম, জড়বিলাস-বিরাগ ও চিদ্‌বিলাস-বিরাগের পার্থক্য ; বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল বিষয় এবং তদিতর অন্যান্য সকল ধর্ম্মের প্রতিবিষয় ; শ্রীধামের চিদৈশ্বর্য্যের সহিত জড়ৈশ্বর্য্যের অসামঞ্জস্য ; কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি মানবীয় চেষ্টার কৃষ্ণার্থে পর্য্যবসানেই সার্থকত্ব, নতুবা সর্ব্বথা নিরর্থকত্ব ; 'সাম্প্রদায়িকতা' বা 'সার্ব্বজনীনতা,' 'সাপেক্ষতা' বা 'নিরপেক্ষতা' এবং 'সময়য়' প্রভৃতি শব্দের অন্ত সাধারণ রুচির সহিত বিষদ্-রুচিগত বিচার-বৈশিষ্ট্য ; রুক্মকায়-ধাম-নাম-সেবা-মাধুর্য্য" প্রভৃতি বর্ণনমূলে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয়দ্বয় যথাক্রমে নদীয়া-জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এম-এ, বি-এল ভাবসিন্ধু মহোদয় এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়াপ্রসাদ চন্দ মহোদয়কে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী মহোদয় বলেন—"আজ আমার উপর একটি বড় সুখকর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হ'য়েছে, সেটা আমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেওয়া। অবশ্য তিনি শুধু আমাদের কাছে নয়, গুণগ্রাহী সজ্জনমাত্রেরই নিকট ধন্যবাদার্হ। এই জেলার শাসন-ভার নিয়ে প্রজার ন্যায়-অন্যায় বিচার ক'রে একদিকে যেমন তিনি প্রজা পালন ক'রছেন, অপরদিকে আবার যা'তে তা'দের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি হয়, তা'রও আদর্শ-স্থাপন-কল্পে তিনি আজ ধর্ম্ম-সভায় যোগদান করবার বিচার বরণ ক'রেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তাঁরা বাইরের কোন ব্যাপারে যোগ দিতে পারেন না ; আর সাধারণ লোকের সঙ্গে সব সময়ে মেলা মেশা করাও তাঁদের পক্ষে সুবিধা-জনক নয়। লোকে সহজেই তাঁদের মত লোকের কাছে কিছু না কিছু সুবিধা-প্রার্থী হ'য়ে পড়ে। আজ তিনি এই ধর্ম্মসভায় যোগদান করায় শুধু যে তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের দিক্ আমাদিগকে দেখবার একটা সুযোগ দিয়েছেন, তা' নয়, ভাগবতিক পালক এবং পালের প্রকৃত সম্বন্ধ যেখানে, তা'রও কতকটা সন্ধান এঁর মধ্য দিয়ে পাওয়া যা'বে। আর সত্যভাবে বুঝতে গেলে তাঁর ভাগবতিক উচ্চপদবীর প্রকৃত সার্থকতা এখানেই নয় কি? ধন্য তিনি যে, শত কর্ম্ম-আপেক্ষিকীর মধ্যেও ভগবৎসেবার এই সুযোগটি গ্রহণ ক'রেছেন। আর আজ এখানে এই ভাবে উপস্থিতিতে তাঁর আন্তরিক দৃঢ় নিরপেক্ষতার যে পরিচয় পাচ্ছি, তা' বোধ হয় সকলে বুঝবেন না। শ্রীধামের প্রচার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-বাদীদের নানা মিথ্যারচিত কথা ও দ্বেষ অসূয়ার উদ্গার তাঁর কর্ণে গিয়েছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, নদে জেলার তথাকথিত সাধারণ লোক এই শুদ্ধভক্তির প্রচার-কেন্দ্র হ'তে আপনাদিগকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে চায় এবং তা'র মূলে অজ্ঞতা-মূলক অসূয়া ছাড়া কিছুই নাই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Nearer the Church further from God." নদে জেলা তা'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল হ'তে গেলেও আজ তা'র ন্যায়ধর্ম্মী পালক যে আদর্শ দেখালেন, আশা করি, শ্রীচৈতন্যপদধূলি-পূত এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ একদিন সে শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে ইনি যে ব্যক্তিগত ভাবে এই সদিচ্ছায় প্রণোদিত, তা' নয়, এঁদের পরিবারটি সব সময়েই ভগবৎসেবার আনুকূল্য ক'রতে প্রস্তুত। এঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু মহাশয় কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা-কালে নানাভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থাপনা-কার্য্যে সহায়তা করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ সাধারণ বিদ্যাবিপণি নয়, তাহা পরবিদ্যাস্রোত প্রবাহিত রাখবার প্রকৃষ্ট কেন্দ্র। ভাগবতিক বিদ্যা আজ যে ভণ্ডতাপে মানুষকে নানা নিকৃষ্ট নিগড়ে আবদ্ধ ক'রছে, তা' যেদিন বুঝতে পারব, সেদিন জগদ্‌গুরাবা প্রভুপাদের এই অপূর্ব্ব অবদানের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝবো। অনাদি বাবু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্য ক'রে যে শুভানুধ্যায়ী সুকৃতি সঞ্চয় ক'রেছেন, গৌরসুন্দরের কৃপায় একদিন তা'র ফল আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবো।

শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা আজ গৌরসুন্দরের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ "জ্ঞান-সিন্ধু" উপাধিতে ভূষিত ক'রে বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছেন। কৃতজ্ঞই তিনি এই গৌরাশীর্ব্বাদের একজন উপযুক্ত পাত্র।"

শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় বলেন—'এইবার এক

অত্যন্ত প্রীতিকর কার্য্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত হ'য়েছে। শেষ ব'লে এ কার্য্যটি উন নয়। ইতঃপূর্ব্বে যাঁরা শ্রীগৌর-প্রিয়াগুহান আগেই ক'রেছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ ক'রে গৌরাশীর্ব্বাদ অর্পণ ও ধন্যবাদ-প্রদান-কার্য্য হ'য়েছে। এখন যে কাজটি আমার উপর অর্পিত হ'য়েছে, সেটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এক মহোদয় ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয়াগুহান-কার্য্যে ব্রতী ও বহুপরিকর হ'য়েছেন। তাঁর বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। সেই মহোদয় ব্যক্তির নামোল্লেখ-মাত্রই শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে চিন্‌বেন। তিনি দেশস্থ শিক্ষিত জনগণীর তথা ভারতবাসীর কাছে সুপরিচিত তাঁর প্রত্নবিভাগে যে কাজের, তা' কা'রও অবিদিত নাই; সুতরাং তাঁর পরিচয় প্রদান ক'রতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষপদের মধ্যে উচ্চস্থান সমলঙ্কৃতকারী রায় শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Indo-Aryan Races সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছে। Archaeological Review পত্রে তাঁর গভীর গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ-সমূহ দেশের পাঠ ক'রবার সুযোগ হ'য়েছে, তাঁরা সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। শ্রীমহারাষ্ট্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী কংসকারা-গারের স্থান-নির্ণয়ের আগ্রহ চেষ্টা তাঁকে সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের ধন্যবাদার্হ ক'রেছে। তথা যে পাণ্ডারপুরের অন্তর্ঘটনে বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার প্রাচীনত্ব প্রমাণীকৃত হ'য়েছে, তা'তে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নবিভাগের উচ্চতন ভার-প্রাপ্ত Marshman সাহেব ব'লেছেন, তাঁর প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের উপযোগী একটা intuition—অন্তর্দৃষ্টি আছে, যা'র বলে তিনি যেন পূর্ব্ব হ'তেই একটি স্থানের ঐতিহ্য জান্‌তে পারেন। আজও আমরা তা'র নিদর্শন পেয়েছি। তাঁকে আমরা কিছু পূর্ব্বে এখান থেকে অদূরবর্ত্তী চাঁদকাজীর সমাধিস্থল ও ধ্বজাস্তম্ভ দেখ্‌তে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তিনি অনেক অভিনব বিচার-প্রণালীর কথা উল্লেখ করেন, ঐসকল বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে আলোচনা ক'রে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ ক'রবেন ব'লেছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হ'তে আমি রায় বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।"

বিদ্বান্‌বর প্রভুর বক্তৃতা শেষ হইতে হইতেই শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ উঠিয়া বলিলেন,—আজ এই গৌরধামে গৌরজন্মবাসরে রায়বাহাদুর শ্রীধাম প্রচারিণী সভায় যোগদান ক'রে আমাদিগকে যে প্রকার উৎসাহিত ক'রলেন, তা' না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লাম না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁর 'রমা-প্রসাদ' নামের তাৎপর্য্য সার্থক করুন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

অতঃপর বিদ্বান্‌বর প্রভু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি গ্রন্থ হইতে "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের অনুষ্ঠানাবলী

গৃহ-প্রবেশ

প্রাতে দৈনন্দিন শ্রীতাগুহারে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃ-কীর্ত্তনাদির পর ৮৯০ ঘটিকা হইতে প্রায় ১১৯০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীধামপ্রচারিণীসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সভা-ভঙ্গের পর শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিভূষণ মহোদয় তাঁহার গৃহ-প্রবেশের সর্ব্বোত্তম অবসর বলিয়া জানিয়াছিলেন। শ্রীধামে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম গৃহে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবোন্মুখতা-মূলে বাসই গার্হস্থ্যাশ্রম-স্বীকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য—আদর্শ গৃহস্থের কার্য্য। ভোগীর ভোগাগার এবং ভক্তের ভজনাগার বহির্দর্শনে এক হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা এক নহে। শ্রীধামে ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পদাঙ্কপূত গৃহে শ্রীগুরুপাদপদ্মপরাগরেণু মস্তকের ভূষণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-সঙ্কল্পে বাসই প্রত্যেক গৃহস্থের সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা-জ্ঞাপক। আমরা ভক্তি-ভূষণ মহোদয়ের ভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া পারি না।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিভূষণ মহোদয়ের গৃহ হইতে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভবিজয় করেন। এখানে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত কবির চন্দ্র দাস নামক একজন ভক্ত পূর্ব্ব-মন্দির-চত্বরের দক্ষিণাংশে পূর্ব্বদ্বারী প্রকোষ্ঠত্রয়-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কবির বাবুর আর্থিক অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল না হইলেও তাঁহার সরল সেবোন্মুখতায় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর হইয়াছে। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশালগ্রাম, মধ্যমন্দিরে সাত-সহচরিসহ ভাবে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভু, উত্তর প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা। শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে যথাবিধি অভিষেক, হোম প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিককালে শ্রীমন্দির-দ্বার উন্মোচন করিলে সমস্ত সমবেত ভক্ত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম দর্শন ও দণ্ডবৎ-নতি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভক্তগণের উচ্চ নৃত্যকীর্ত্তনে এবং মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজয়ধ্বনি-নিনিনরের তুমুলে গগন-পবন মুখরিত হইতে থাকে।

শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে শুভ-বিজয় করেন। এস্থানে পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রপাল শিবের যে মন্দির ছিল, তাহা জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি-শুশ্রূষাকর প্রভুর সেবা-চেষ্টায় জনৈক ভক্তের হৃদয়ে উক্ত মন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রেরণা উদিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নবনির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরে বিজয় করেন।

পরমগুরুদেবের সমাধি-মন্দির

আমাদের পরমগুরুদেব বিশ্ববরেণ্য অবধূতকুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি তাঁহারই প্রকটকালীন মনোঽভীষ্টানুসারে অকাবনীর ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে "বিষয়ীর ভোগ্য সম্পত্তি" বিচার হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত ও অসংস্পৃষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীসরস্বতী-দেবীর ক্রোড়ে এবং শ্রীগৌরকমলিনী শ্রীবাস-মাধাপুরে যুগপৎ সমাহিত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই অপ্রাকৃত সমাধি শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে ইতঃপূর্ব্বেই সংস্থাপিত হইয়াছেন, ইহা গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিত্য সেবক শ্রীনিত্যগৌরাঙ্গদাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সেই সমাধির উপর একটি সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্নকালে অপ্রাকৃত মাধ্যাহ্নিকলীলাক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডতটের নিত্য অন্তরঙ্গ মহাজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দিরের উদ্বোধন তাঁহারই দাসাভিমানী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই ঘটনাটি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্মরণীয় ঘটনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভক্তমণ্ডলী সমাধিমন্দির-প্রাঙ্গণে মৃদঙ্গ-করতালাদি সঙ্কীর্ত্তনের উপকরণের সহিত উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের অনুগমনে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রতি-দ্বারা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বন্দনা করেন। মহাবরোপ-দেষ্টক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় মূল গায়করূপে প্রভুপাদের আদেশে শ্রীশ্রীগৌরকিশোরাষ্টক কীর্ত্তন করেন এবং অপরিত ভক্ত তাঁহার দোহার রূপে গৌরকিশোর-গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করেন। তৎপরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত নিম্নলিখিত কএকটি পদ রাধাপ্রিয়জন শ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কল্পে গীত হইয়াছিল।

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেল।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আগুন-রহিত সুখ নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত কৃষ্ণ নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-ভঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।

বৈষ্ণবই বিদিত তব গোকুল-কাম।
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি'।
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আমার-বাণী।
যেন রাধা পরিচর্য্যা বাঞ্ছয়ে সদা।
বিনোদসেবক তাঁর সঙ্গমে চলন॥"

এই কীর্ত্তন-কালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য ভাবাবেশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য অনেক সেবোন্মুখ ব্যক্তির লাভ হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ অভিনব্য ভাব-বিহ্বল চিত্তে সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে গমন করিয়া স্বহস্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা সমাপন পূর্ব্বক সমাধি-মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তখন সমাধিমন্দিরস্থিত গৌরকিশোর প্রভুর আলেখ্য-অর্চ্চা দর্শনের দর্শকবৃন্দের লাভ হইয়াছিল। শ্রীসমাধিমন্দিরে প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল পরমহংসবাবাজী মহারাজের শ্বেতী অর্চ্চা অচিরেই সংস্থাপিত হইবেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন-মুখে সংকীর্ত্তন-সহ আরাত্রিকসেবা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সকলকে আদর শিক্ষাদান এবং শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদির দ্বারা ভগবদ্ভক্তির আনুষ্ঠানিক প্রকার ও অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য জানাইয়া গেলেন।

তৎপর সমাধি-মন্দির হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিকথা আরম্ভ করেন। তখায় মণীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ কএকজন সম্ভ্রান্ত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তিবিজয়-ভবনে
শ্রীলপ্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্ম এই—

"ভোগের কথা নিয়ে জগৎ ব্যস্ত, তা' আমাদের কথা নয়—এ কথা ব'লতে গিয়ে অনেক লোকের অসন্তোষভাজন হ'তে হয়। আমার দেশী জগৎ যে ত্যাগের প্রশংসা ক'রে থাকেন, সে ত্যাগের কথাও আমাদের ব'লবার বিষয় নয়। বাস্তবিক Centre Absolute Person-এর পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকে নানাদিকে ছুটাছুটি ক'রে আসল কথা থেকে দূরে যায়। শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা—সেবা ভগবানের সৌখ্য-বিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র ক'রলে আর পথভ্রষ্ট হ'তে হয় না—কুপথে পরিচালিত হ'তে হয় না। মহাপ্রভু তাঁর প্রাণবল্লভা স্ত্রীকে ঘরে রেখে—নিঃসহায়া ক'রে মনুষ্য-জগৎকে—চেতন জগৎকে কি ব'লতে ব'লেছিলেন,—এসব কথা বুঝ্‌বার লোক জগতে কোথায়? যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জ্জনা ক'রতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'তে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁরা উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন, তাঁরাই হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ক'রতে পারেন। নতুবা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—এই বাক্য অনুসারে মানুষ হরিকথা শুনবার বিচার ছেড়ে দেয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বিচার একদিকে, আর "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচার আর একদিকে; "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" বিচার একদিকে, আর "তরোরপি সহিষ্ণুনা" বিচার আর এক-দিকে। গরু-গাধা-ঘোড়া এমন কি তৃণ অপেক্ষাও ছোট হ'তে হ'বে, তৃণের ও বরং এজগতে একটা position আছে, আমার তা'ও থাকবে না। এজগতের কোন position এরই মূল্য নাই। মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা; কখনও ভোক্তা, কখনও ত্যাগী সাজে—এরকম দ্বন্দ্বধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে প'ড়ে তা'কে চিরকালই অস্থির থাকতে হয়। মহাপ্রভুর কথা শুন্‌বার বিচার হ'লে এসকল দ্বন্দ্বময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হ'বে, নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্য্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ ক'রতে হ'বে, তবেই জীবের মঙ্গল হ'বে। চৈতন্যবাণী না শুন্‌লে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না।

Individual—ব্যষ্টি মানব linear, Superficial ও cubical expansion বা তিন dimension এর কথা নিয়েই ব্যস্ত, তুরীয়—বাস্তব রাজ্যের কোন কথার খোঁজ

যাবে না। সীমাবিশিষ্ট বা কুণ্ঠাধর্ম্ম-বিশিষ্ট জগতের কথাই যেন আমরা চিরজীবন না কাটাই, বৈকুণ্ঠ-ভূমিকার কথার আলোচনা হওয়া দরকার। মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তা'দের সমস্ত সংকীর্ণতা—সমস্ত দুর্বুদ্ধি কেটে যাবে। আমরা কাঠ-বিড়ালীর সেতুবন্ধনের চেষ্টার মত শ্রীচৈতন্যদেবের কথা জগতে বিস্তার করবার জন্য যে একটু চেষ্টা ক'রছি, তা'তে উৎসাহ দেওয়া ত' দূরের কথা, বাধা দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁর কথার প্রচারে বাধা দিতে কেউই পারে না বা পারবেও না। অল্প লোকেরা একথা না বুঝে নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই বরণ ক'রে নেয়।

হরিকীর্ত্তনের বড় দুর্দ্দিন হ'য়েছে, তাঁর সুদিন হোক, জগতের অমঙ্গল কেটে যাক। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অভাব থেকেই জগতে নানা মতবাদ প্রবল হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা আলোচনা হ'লে অন্যান্য সব কথা থেমে যাবে; যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মনীষিগণের মধ্যে পরস্পরে যে বিবাদ-বিসম্বাদ হ'চ্ছে, তা' আর থাকবে না। জগতের এমন শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আসছে—জগদ্বাসী একদিন সকলে মিলে চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা ক'রবে। সে শুভ-দিনের বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতের আলোচনায় সকলের সব রকমের অসুবিধা দূরে গিয়ে প্রকৃত সুবিধা হ'বে; সকলের সব রকমের প্রশ্নের সুমীমাংসা হ'বে, কোন Secular কথা থাকবে না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা বলবার নেই। তবে অবৈধ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবিচারের পরিবর্ত্তে বৈধ বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক—ভগবদ্ভক্তিই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল বিষয় হোক—এটাই আমাদের ব'লবার বিষয়। কিন্তু দেশের লোক অবিবেচক, সামান্য সামান্য কথায় মত্ত, এসকল কথা ধ'রে নিতে পাচ্ছে না, তাই নানা মুনির নানা মত প্রবল হ'য়ে জগতের অশান্তি বৃদ্ধি ক'রছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনে ভারত যদি তাঁর প্রকৃত মঙ্গল বুঝে নিবার সৌভাগ্য পায়, তখন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোক বুঝে নিবে—"এ দেশের লোক কত ভাল, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ করে না—সকলেরই স্বার্থ-গতি এক।" সুতরাং দেশে দেশে অসদ্ভাব নিয়ে কলহ—মনোমালিন্য—দ্বেষ—হিংসা—মাৎসর্য্য—সব দূর হ'য়ে যাবে—এক শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হ'বে। প্রকৃত স্বার্থ বুঝবার গোলযোগেই জগতে যত মারামারি—যত কাটাকাটি—যত অশান্তির সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই প্রকৃত স্বার্থের সন্ধান দিয়েছেন, জগৎ কি তা'র অনুসন্ধান ক'রবে না?

জগতে 'অক্ষজ' বিষয়ের আলোচনা অনেক হ'য়ে থাকে, কিন্তু 'অধোক্ষজ' বিষয়ের আলোচনা হয় না,—এইটাই দুঃখের বিষয়। যে বস্তু মানবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয় নন—অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়বং জ্ঞানং যেন সঃ, তিনিই অধোক্ষজ। জীবের ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ জ্ঞান অধোক্ষজ বস্তুকে মেপে নিতে পারে না। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্—একই অন্বয়জ্ঞান তত্ত্ব, তবে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই অধোক্ষজ ভগবানের আংশিক পরিচয় মাত্র, সম্যক্ পরিচয় নন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বের অংশী শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অধোক্ষজ বস্তু।

বিষ্ণুভক্তির কথা আলোচনার অভাবে মানুষ 'বিষ্ণু' শব্দকে Secular মনে ক'রছে। বিষ্ণু-বস্তু ধর্ম্মি ক'রবো না—এটা anti-vedantic বিচার। বিষ্ণু matter এর কোন জিনিষ নন। হেগেল Transcendental এর কথা ব'লেছেন। অবিদ্বদ্রুচিতে গ্রীক্ ল্যাটিন প্রভৃতি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসাদী, সান্‌স্কৃতী ভাষাদ্বয়ে সকল বিচার—যা' একায়ন-বিচারের সঙ্গে বৈষম্য উপস্থাপিত ক'রছে, অধোক্ষজের আলোচনা হ'তে থাকলে সে সব মতবৈষম্য আর থাকবে না—সবই অধো-ক্ষজের অনুগত হ'য়ে যা'বে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—এই কয়টি কথাই ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী প্রভৃতির আলোচনার বিষয়, অধোক্ষজ বস্তুর আলোচনা হ'চ্ছে না। কেউ কৃষ্ণকে ইতিহাস-মূলক বস্তু মনে করেন, কেউ বা allegory ব'লে মনে করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-বস্তুটির সন্ধান কেউই পাচ্ছেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগত গোস্বামিগণ এই কৃষ্ণতত্ত্বের কথা ব'লেছেন; কিন্তু তাঁদের কথা শুনছে কে? সকলেই তাঁদের প্রদর্শিত পথার বিপরীত দিকে চ'লছে—সবই বিরোধী।

কতকগুলি অবিবেচক লোক মহাপ্রভুর কোন কথা না বুঝে আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান ক'রছে, সেই সব অবি-বেচক লোকের অনুগমনে জগতের যে কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে, তা' আর বলবার কথা নয়। কপটতা ক'রে গলায় মালা,

নামে ভিক্ষা দিয়ে তাঁরা যে কি ক'রছে—নিজেদের দিন নিজেরাই ঘুণাক্ষরে টের পাচ্ছে না। Altruism ব'লতে গিয়ে একজন লোক খুব উদারতা দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু মহাবদান্য পরমকারুণিকাবতার শ্রীভগবান গৌরসুন্দর যে altruism এর কথা ব'লেছেন, তা' বুঝবার জন্যে তা' কা'রও আগ্রহ দেখা যায় না! শ্রীচৈতন্যদেবের পরোপকারব্রত বুঝবার চেষ্টা হ'লে জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা—তর্ক বিতর্ক থেমে যাবে। জগৎ একবার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তাঁর কথা একটু স্থির ধীর হ'য়ে শুনুক—সকলেরই মঙ্গল হ'বে।"

শ্রীল প্রভুপাদের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। ভক্তগণ পরস্পরে বিচারপূর্ণ হইতেছেন করিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ৩৷৩০ ঘটিকার সময়েই আবার শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃদেব নাটমন্দিরে শ্রীনাম-প্রচারিণী সভার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। গৌরবিগ্রহবোধ্যাতুর্ভাবের শুভ-প্রকাশ-ঘোষণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই নিদ্দিষ্ট সময়েই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন। তাই গৌরভক্তগণের জয়কীর্ত্তন আরম্ভ করা হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সভা শুরু হয় এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মঠবাসি-ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের জয়লীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এদিকে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-মতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ কতকজন মিলিয়া একটি কীর্ত্তনসঙ্ঘ রচনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে গমন করেন; তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী "অন্ধের জন্ম-রহস্য, 'অন্ধ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অতীন্দ্রিয় চক্ষু যা'র বিষয় ঘুচিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥' ইত্যাদি শ্লোক-বিচার-মুখে গৌরাবির্ভাব-লীলার নিত্যত্ব, শ্রীধামের স্বরূপ-দর্শনকারীর যোগ্যতা, শ্রীভক্তপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ ব্যতীত গৌরাবির্ভাবলীলার তত্ত্বোদ্ঘাটন প্রভৃতি বহু গবেষণা সমন্বোপযোগী বিষয় কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর পুনরায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈত ভবন ও ভক্তিবিনোদ-ভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন এবং মন্দির-সম্মুখে অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-বিনিহরের জয়গানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে। অগণিত লোক-সংঘট্ট—অগণিত কণ্ঠে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি—শঙ্খ-ঘণ্টা-করতাল-মৃদঙ্গের মধুর ঐকতান—সে যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।

পরদিন (১৮ ফাল্গুন, ১৩৪০) প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনামপ্রচারিণী সভার তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। ধন্যবাদ-প্রদানাদি সভার আনুষ্ঠানিক কৃত্য সমাপ্ত হইবার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটি মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর কি এক অভিনব অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরে গমন করেন। অগণিত ভক্ত তাঁহার অনুগমন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার যোগায় করিতে থাকেন। প্রভুপাদ কীর্ত্তন-মুখে মন্দির পরিক্রমা করিয়া এবং দণ্ডবৎ প্রণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভক্তিবিনোদ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

অপরাহ্ণ (১ বিষ্ণু, ৪৪৮ ; ১৮ ফাল্গুন, ১৩৪০ ; ২ মার্চ্চ, ১৯৩৪ শুক্রবার) শ্রীচৈতন্যমঠে অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্ত ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত ডাক্‌এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন), শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারী মহোদয়ত্রয় একান্ত ভাবে কৃষ্ণভজনোদ্দেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গভট্ট গোস্বামী প্রভুর সংস্কারদীপিকা অনুসারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধ হইতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুনীতি পাঠ

করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যান্য শ্লোক ব্যাখ্যার সহিত "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥" (অর্থাৎ প্রাচীন মহাপুরুষের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠা-লক্ষণ এই সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া আমি মুকুন্দপাদ এই সংসার-সমুদ্রকে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবার দ্বারা অনায়াসে পার হইব।")—এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যা-মুখে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের তাৎপর্য কীর্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতে থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যায় ভক্তিবিজয়-ভবন হইতে যোগপীঠে শুভবিজয় করেন। বহু ভক্ত প্রভুপাদের অনুগমন করেন। এই দিবস আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। প্রভুপাদের অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে একটি সুবৃহৎ মন্দির ও নাটমন্দির হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপাশক্তির প্রেরণা-ক্রমে শ্রীযুক্ত সচীচরণ ভক্তি-বিজয় মহোদয়ের হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের সেই মনোহভীষ্টপূরণ সেবায় সঙ্কল্প আপনা হইতেই উদিত হয়। তিনি অতি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে গদগদীকৃতভাবে শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভীষ্ট-সেবায় স্বাবতীয় ব্যবস্থা-বহনের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার অনুমোদন অপেক্ষা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা পূর্বক তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তগণ সতমুখে ভক্তিবিজয় প্রভুর সৎ-সঙ্কল্পের জয়গান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে প্রকৃতভাবে যোগদানের ইহাই সার্থকতা। তিনজন ভাগ্যবান্ ভক্ত ইতঃপূর্বেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া একান্তভাবে হরিজনের আদর্শ প্রকট করিলেন; আর একজন ভক্তের হৃদয়ে মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-নির্মাণের সাধু সঙ্কল্প উদিত হইল। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "আমের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' জানি। তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি।"—এই বাণীর মর্ম যাঁহাদের গুরু-কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তাঁহারা পাদ্য বা আনুষঙ্গিক কৃপার পরিবর্তে ঐ প্রকার পূর্ণকৃপারই প্রার্থী হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় আত্ম-নিয়োগই গুরু-গৌরাঙ্গে প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। সুতরাং মৌখিক প্রীতি প্রদর্শনের কোন মূল্যই সজ্জন-সমাজ স্বীকার করেন না। "গুরুপ্রসাদং ভক্ত্যা সর্বদাভজেৎ"। সদা সাধুভক্তানামীশ্বরাণাং ভজেৎ"—বিচারানুসরণেই কৃষ্ণকৃপা লভ্য হয়। আমাদের জীবনের সেই দিনই সম্পূর্ণ হয়, যেদিন আমরা নিজের স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে (আংশিক নহে) শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বতন্ত্রেচ্ছায় সমর্পণ করিতে পারি।

আমরা গুরুসেবায় সর্বস্ব নিয়োগ না করিবার যে সমস্ত 'হেতু' প্রদর্শন করি, তাহা অত্যন্ত মায়ামোহের ফলে ভক্তিবিরোধিতা-জন্য অন্তরায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে না পারারও কোন 'হেতু' নাই, আবার করিয়াও তজ্জন্য কোন প্রশংসা নাই। আমার নিত্যকৃত্য যাহা—স্বরূপের স্বভাব যাহা, তাহাতে আবার প্রশংসার কি থাকিতে পারে? তবে "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তাঁর হয় বিধাতা-নির্দিত।" সুতরাং যিনি সেবা করেন, তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষী না হইলেও গুণগ্রাহী—সারগ্রাহী সজ্জনগণের স্বভাবই সেই গুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্যানুষ্ঠাতার গুণ কীর্তন করা। তাই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার গৌরপ্রিয়-কার্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণকীর্তন একটি প্রধান কার্য। সেবকের গুণকীর্তনে সেবার আনন্দ হয়, তাহাতেও সেবার কৃপা পাইবার যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তিবিজয় প্রভু ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নানা-বিধ সেবা করিয়াছেন, বর্তমানে তিনি যে মহতী সেবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন, তাহা সারগ্রাহী সজ্জন-সমাজে সহস্র কণ্ঠে সর্বক্ষণ প্রশংসনীয় হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ভক্তিবিজয় ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনের পর অপরাহ্ণ নাটমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামিগণসহ বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্তনের পর সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিবিধবিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন

হইলে শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ মার্চ, ১৯৩৪ রবিবার মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন।

গৃহপ্রবেশ

শ্রীল প্রভুপাদ সগণে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মোটরযান-যোগে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীধামস্থ নবনির্ম্মিত গৃহে শুভ পদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহপ্রবেশোপলক্ষে আনোৎসব-রূপ মনোহভীষ্ট পূরণ করেন। তৎপর ৯-২৫ (রেলওয়ে) মিনিটের ট্রেণে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া ১০-৩ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে উপনীত হন। এস্থানে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ও আরও কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট এবং তথা হইতে আসানসোল শ্রীল প্রভুপাদ শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মঠে লইয়া যান।

নববর্ষের পারমার্থিক সাহিত্য

ফাল্গুনী-পূর্ণিমার পর হইতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নববর্ষ আরম্ভ হয়; গত ফাল্গুনী-পূর্ণিমার অন্তে ৪৪৮ গৌরাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যবর্ষ, এই বর্ষের সকল সংখ্যাগুলিই বেদ-সংখ্যা অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংখ্যাই চার বা চতুরীয় অঙ্ক নির্দ্দেশ করিতেছে।

নববর্ষের দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

আমরা এই নববর্ষে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের নবম বর্ষের বিশেষ সংখ্যা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। কি প্রচ্ছদ-গৌরবে, কি মুদ্রাঙ্কন-সৌষ্ঠবে নববর্ষের ঐ সংখ্যা শুদ্ধ-গ্রাহী সজ্জনমাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। উক্ত বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদপটে শ্রীল প্রভুপাদের একটি নূতন আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং "শ্রীল প্রভুপাদের দান" শীর্ষক স্তম্ভস্থে প্রভুপাদের কৃপানুগ বিচার-বৈশিষ্ট্যের যে বিশেষত্ব প্রকার মূলসূত্র গুম্ফিত হইয়াছে, তাহা শ্রীরূপানুগভক্তি-সিদ্ধান্তের নবনীত-সার স্বরূপ।

প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীযোগপীঠের অতিসুন্দর আলেখ্যদ্বয় সংযুক্ত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বির্ভাব' শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে নদীয়া-প্রকাশের বিভিন্ন প্রকার অর্থ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি মনোহভীষ্টের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। ৪০৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার সম্পাদকত্বে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার একটি মনোহভীষ্টের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। * * * * জগন্নাথ মিশ্রের গৃহনির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য।"

গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট-পূরণকারি-গণের অগ্রণী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যেও আমরা বর্ত্তমানে ঠাকুরের এই মনোহভীষ্ট পূরণের জন্য আকাঙ্ক্ষার আভাস পাইতেছি। ইহা ভক্ত ও সজ্জন-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

সত্য সত্যই "সজ্জনতোষণী" সজ্জন-তোষণ ব্রত ও ঐকান্তিক মন্ত্র, "গৌড়ীয়ের" শুদ্ধ-গৌড়ীয়সিদ্ধান্তরাজি, "ভাগবতের" পারমহংসী বাণী, "পরমার্থীর" ঐকান্তিকতা, "কীর্ত্তনের" নির্ভীক-কণ্ঠের কাকলি একাধারে "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" গুরুগৌরাঙ্গভক্তির কুসুমরূপে নিত্য চয়ন করিয়া সুন্দর ডালি রচনা করিতেছেন।

একে ত' পারমার্থিক-পত্র প্রায়-সাহিত্য প্লাবিত যুগে গল্পলিকা-প্রবাহে ভাসমান গণরুচির নিকট বড়ই অপ্রীতিকর, তন্মধ্যে আবার প্রত্যহ একান্ত অনাড়ম্বর-রহিত পারমার্থিক সংবাদপত্র লোকরুচির নিকট যে কিরূপ বিরূপ-জনক, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। তথাপি একমাত্র গৌরশক্তির অতিমর্ত্য কৃপাপ্রভাবে অসম্ভব আজ সম্ভবে পরিণত, স্বপ্ন আজ

বাস্তবতায় প্রকাশিত। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক মহাযুগান্তর ও মহাচেতনবিপ্লব আনয়ন করিয়া সজ্জন-তোষণ করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশের বিশেষ সংখ্যায় হিন্দি, উর্দু, উৎকল, আসামী, ইংরাজী, মার্গাঠ, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ও অক্ষরে শ্রীমূপাদের ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসরের অঞ্জলিসমূহ প্রথিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম।

জানি না, এখন এই বিশেষ সংখ্যাটি বর্ত্তমানে সুলভ্য কি না, তবে আমরা বলিতে পারি যে, দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের এই বিশেষ সংখ্যা এবং নদীয়া-প্রকাশের দৈনিক পারমার্থিকবাণীসমূহ সকলেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮)

আমরা নববর্ষের সচিত্র বার্ষিক শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইলাম। ইহা শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বাহ্ণেই প্রকাশিত হইয়াছে—পরমার্থ-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই এই পারমার্থিক পঞ্জিকাটি সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেরূপ বহির্ম্মুখ সামাজিক জীবন ব্যবহারিক প্রচলিত পঞ্জিকা প্রভৃতির সাহায্যে নিয়মিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেবোন্মুখ সামাজিক-জীবনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে এইরূপ পারমার্থিক পঞ্জিকা প্রত্যেকেরই সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে কোন মতভেদই থাকিতে পারে না। পারমার্থিক পঞ্জিকা অবলম্বনে প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করিলে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই পরমার্থপর হয় এবং ক্রমে ক্রমে বহির্ম্মুখ ব্যবহারিকতার জাল হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণ ব্যবহারিক পঞ্জিকার উপদেষ্টা আর ভগবৎসেবাপর পারমার্থিক স্মার্ত্তগণ পারমার্থিক পঞ্জিকার উপদেশক।

বর্ষ-প্রারম্ভে নূতন পঞ্জিকার কথা শ্রবণ করা স্মার্ত্ত-বিধি। তাই আমরা পারমার্থিক শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার নববর্ষের কএকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিতেছি।

ব্যবহারিক স্মার্ত্তমতে এ বৎসরের অর্থাৎ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস মলমাস বলিয়া গণিত হইয়াছে। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; মলিম্লুচ, মলিন মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু এই অধিমাসকেই পরমার্থপর পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণের একত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই অধিমাসের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যেরূপ তিনি এই পৃথিবীতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, তদ্রূপ এই অধিমাস ও লোকে পুরুষোত্তম মাস বলিয়া বিখ্যাত হইবে। কৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এই অধিমাসও সেইরূপ সকল মাসের অধিপতি। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, কিন্তু এই মাসটি নিষ্কাম। যে সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে স্নান-দানাদি হইতে বঞ্চিত হয়, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি রহিত হয়, দেবতীর্থাদির প্রতি বিরাগ-বিশিষ্ট হয়, সেই সকল হতভাগ্য কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না।

কাজেই এ বৎসর ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ যাহাকে 'মলিন মাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই মহাপুণ্য বৈশাখ মাস পারমার্থিক পঞ্জিকা অনুসারে মহামঙ্গলপ্রদ 'পুরুষোত্তম মাস' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

এ বৎসর ৩০ ত্রিবিক্রম, ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন বুধবার শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান-যাত্রা ও পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব আরম্ভ; ১৬ বামন, ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই, শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর বিরহোৎসব। ১৪ বামন, ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই বুধবার শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট উৎসব। ২৬ শ্রীধর, ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ। ৮ হৃষীকেশ, ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। ২৮ হৃষীকেশ, ৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট উৎসব ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহামহোৎসব, ২৯ ভক্তিবিনোদাব্দ আরম্ভ। ২৪ পদ্মনাভ, ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর বুধবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবতিথি

হইতে ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ। ২৩ দামোদর, ১৭ মন্বেশ্বর শনিবার শ্রীউত্থান একাদশীর উপবাস ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথি। ২৮ মাধব, ৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) শনিবার শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীনামকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ। ৫ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসন্তী পূজা। ২১ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ। ৩০ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ (১৯৩৫) বুধবার শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব।

মুদ্রাক্ষর-প্রমাদ

বর্ত্তমান বর্ষের (৪৫৮ গৌরাব্দের) নবদ্বীপ-পত্রিকার মুদ্রাঙ্কর-প্রমাদ-দোষে ৩০ চৈত্র ও ৩০ বৈশাখ এবং ২৬ আষাঢ় এই বারত্রয় শ্রীলধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথির উল্লেখ হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাবতিথি একই দিবস। শ্রীরঘুনাথগোস্বামিবিরচিত উপদেশামৃত গ্রন্থের 'অনুভূতি'তে উল্লিখিত আছে—

"গুরাদৃং চিন্ত ধরি', পাইয়াছ গৌরহরি,
ভক্তিবিনোদ প্রভুবর।"

সুতরাং আগামী ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই তারিখেই শ্রীল ধরাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি হইবে। পাঠকগণ উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

এ বৎসর গৌরজন্মবাসরে ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পায় প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। প্রতি-নিরোধনি শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থরাজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহুস্থানে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান করেন। সম্বলপুর হইতে পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যোপনিষদের একখানি প্রাচীন হস্তলিপি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সর্ব্বপ্রথম লক্ষিত শিষ্য হইবার বহু পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের প্রার্থনায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যোপনিষদের একটি সংস্কৃত ভাষ্য রচনা করেন, ঐ ভাষ্যটির নাম "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃত।" ৮৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৯৯, ইংরাজী ১৮৮৯ সালে বা ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দে ঠাকুর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষ্য ও পণ্ডিত মধুসূদন দাসজীর 'অমৃতবিন্দু' নামক বঙ্গানুবাদের সহিত কলিকাতার ১৮২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ "শ্রীচৈতন্য" যন্ত্র হইতে শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঐ মুদ্রিত গ্রন্থটিও বিশেষ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবার ঢাকা-শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌরজন্মবাসরে উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অগ্রণী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমকৃপাপাত্র শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঐ নবসংস্করণের প্রকাশক। শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ গ্রন্থরাজ যাহাতে প্রাচী ও প্রতীচীতে যুগপৎ অভিনন্দিত হইয়া ভুবনমঙ্গল আনয়ন করেন, তজ্জন্য আমরা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের জনগণের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। উপনিষৎ সন্ন্যাসিগণেরই উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া বিদিত; কিন্তু প্রতিরাজ শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অনুগ্রহ হইয়া সকলেই পাঠে অধিকার লাভ এবং পরমহংস শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তখনই আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাণী অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই এবং উপলব্ধি করিতে পারি যে—

"যদ্যৈতৎ ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুতা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

নবপ্রকাশিত শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ গ্রন্থরাজটির মুদ্রণের যাবতীয় আনুকূল্য ঢাকা ইষ্টবিহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দেব ভক্তিযোগ মহাশয় বহন করিয়া অশেষ গুরুগৌরাঙ্গাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, আমরা তাঁহার এই আদর্শ-সেবাবৃত্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম

না। 'ভক্তমালী' কয়খানি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে সকল আলেখ্য প্রকাশিত হইবেন, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাহাও বিশেষ পারিপাট্যের সহিত তাঁহার প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার মুদ্রণ-যন্ত্র শতা শতাই ওরিয়েন্টাল-গণের বাঞ্ছিত বৃহৎ বৃহত্তে পরিণত হউক্, আমরা ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীচৈতন্যোপনিষদের মুদ্রণ-সৌষ্ঠব আচার্য্য এবং বৈষ্ণব-গণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজে উপনিষদের মন্ত্রসমূহ সম্পূর্ণ নূতন গ্রেট্ কম্পোজ্ড্ টাইপে এবং সংস্কৃত ভাষ্যটী নূতন ব্রল-পাইকার ও অনুবাদ ব্রেভিয়ার টাইপে (টাইপের নাম, বঙ্গাক্ষর) অতি সুন্দর পারিপাট্যের সহিত ছাপা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি প্রত্যেক গৃহে নিত্য-পাঠ্যগ্রন্থ বলিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। এই মূল্যবান্ গ্রন্থ বহুবৎসর পরে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইল। গ্রন্থপ্রাপ্তি শ্রীচৈতন্যমঠ, পোষ্ট শ্রীমায়াপুর (নদীয়া), শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয় মঠ, নবাবপুর ঢাকা প্রভৃতি ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীমায়াপুরে বর্ষ-মিলন

[বৈঃ নদীয়াপ্রকাশের ১৩৩৪ গৌরজন্মোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশিত গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত]

সেদিন "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" (এখনও অপ্রকাশিত) পাঠ করিতে করিতে তথায় একটি মূল্যবান্ শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সময়োচিত উপদেশরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯১৬ সালের ৩রা মার্চ্চ দূরদেশে অবস্থিত কোনও বৈষ্ণব-অপরাধ-যুক্ত ভক্তকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"বৎসরে মহাপ্রভুকে তাঁহার আবির্ভাব-স্থানে একবার আসিয়া দেখিবার চেষ্টা করা ভক্ত-মাত্রেরই উচিত, মহাপ্রভুর প্রকট-কালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।"

জীবদুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে আপ্তজন-মিলনের এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মিলনে হরিজনের অনেকপ্রকার সৌকর্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ দেহাবামতা হইতে উত্থিত দেহাবামতা বা ভোগ্য গৃহপ্রিয়তার জড়তা ভক্তিবর্দ্ধিনী ফাল্গুনপূর্ণিমার কীর্ত্তন-উৎসবের আগমনী গানের ঝঙ্কারে দূরে অপসারিত করিবার একটি বিশেষ সুযোগ ও প্রেরণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আচার্য্যের আহ্বানে কাহার হৃদয় কতটা সাড়া দিতে প্রস্তুত, ভক্তিসাক্ষীপরীক্ষার সহিত তাহারও একটি সৌকর্য্য-ভিত্তিক পরীক্ষা হয়। তৃতীয়তঃ প্রতিবৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার বিভিন্ন উপায়ন লইয়া শ্রীধামেশ্বর ও তাঁহার সেবক-বর্গের সেবার অভিগমনের একটি সুযোগ ও নিদর্শন পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ এই সময় শ্রীধামে ভক্ত, গৌড়ীয় ও গৌর-সুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম মূলসহ দর্শন এবং আচার্য্য ও আচার্য্যা-নুগ ভাগবতগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ সার্ব্বজনীনভাবে সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো নিভৃতৈঃ সহ।
তদ্বা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরজ্রি-সেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে"

(৪০, ৪১ শ্লোক)

—শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এই ভজনপ্রণালী অনুশীলনের একটি সর্ব্ব-সুযোগ-সন্নিবেশ ঘটিয়া থাকে। সমজাতীয় বাসনা অর্থাৎ সকলেরই একমাত্র কৃষ্ণসেবাভিলাষের জন্য অধিক চেষ্টার আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের আদর্শ-অনুসরণের একটি বিশেষ সুযোগ লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবাভিলাষ থাকিলেই হৃদয় শান্ত ও স্নিগ্ধ থাকে আর অন্যাভিলাষে মত্ত থাকিলে চিত্ত অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। সেবোন্মুখতার সহিত সাধুসঙ্গ করিলেই আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবাভিলাষী সাধুর সঙ্গ এবং আচার্য্যের প্রণতশ্রবণের জন্য চিত্তের প্রবল

আকাঙ্ক্ষা হয়, নতুবা শ্রীধামের প্রেমের আকর্ষণ এবং আবশ্যক বলে কাহারা লইয়া আসিবার চিত্তবৃত্তি এবং সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ অনুসন্ধানের পরিবর্তে গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যকথা ও নানাপ্রকার ছিদ্রানুসন্ধানের দুর্বুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে। এই সকল দুরূপ-দর্শনের ভাবমুখ রাখার চেষ্টা রাখিয়া শ্রীহরিকথামৃতিনী-প্লাবিত যোগমায়াপুরের প্রতিবেশে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সাধুগণের সহিত হরিকথা-প্রসঙ্গে মিলন করাইবার জন্যই আচার্যের পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে আহ্বান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে ভক্তগণের বর্ষমিলনের যে ছিল রত্নাকরতটস্থিত শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্র—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥
সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিলা নিজ স্থানে॥
(চৈঃ চঃ ম ১০।১৮৭-১৮৮)

এই নীলাচলে প্রভু-দর্শনে যাইবার জন্য বৈষ্ণবমণ্ডলীতে হুড়া পড়িয়া যাইত। প্রভুর সেবার জন্য কে কি লইবেন, তজ্জন্য সকলের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। স্ত্রীভক্তগণ প্রভুর নানাপ্রকার সেবোপকরণ—যাহা সারাবৎসর ধরিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিতে করিতে প্রভুর প্রতি অত্যাহিত ভক্তিবশে দ্রবিতে অশ্রুপূর্ণ বিভোর থাকিতেন, সেই সকল সযত্ন-সংগৃহীত উপঢৌকন লইয়া যাত্রা করিতেন। কেহ রথের ভোঁর লইয়া যাইতেন, কেহ ভক্তগণের ঘাটি-সমাধানের ভার লইতেন, কেহ কেহ সঙ্কীর্তনমণ্ডলীর নায়ক হইতেন, কেহ গায়ক, কেহ বা বাদক হইতেন; আবার নীলাচলস্থিত কোন কোন ভক্ত গৌড়ীয়ভক্তগণের বাসস্থান ও প্রসাদের ব্যবস্থা করিতেন। সকলেই সজাতীয়াশয়—সকলের উদ্দেশ্যই একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি ও সেবা। সেখানে কোন প্রকার অন্যাভিলাষ ছিল না; তাই সেই মিলন এত মধুর ও এত অনাবিল আনন্দের হইত।

মহাপ্রভুর প্রকট-কালীয় মিলন-মঙ্গলের পুনরুন্মেষন এবং সেইরূপ প্রসঙ্গ ও সেবা পুনরনুশীলনের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর তাঁহার আবির্ভাব-স্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম ও অর্চা মূর্তিতে নিত্য প্রকটলীলার বার্তা ঘোষণা এবং জন্মতিথি-বাসরে প্রতি-সেবোন্মুখ হৃদয়ে অচৈতন্যবাণী-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব ও বিশ্ব-বৈষ্ণব-সম্মিলন সংঘটন করাইতেছেন।

মহাপ্রভুর প্রকটকালে আমাদের প্রভুর প্রকট-লীলায় ক্ষেত্র নীলাচল বৈষ্ণব-সম্মেলনের কেন্দ্র ছিল, আর মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর তাঁহার নিজজনের কৃপায় তাঁহার প্রকটলীলাক্ষেত্র তাঁহারই জন্মদিনে বৈষ্ণবসম্মেলনের একটি বিশেষ কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব-মিলন জড়রসে লোলুপ ব্যক্তিগণের গ্রাম্য মেলা-মহোৎসবের ন্যায় কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নহে; শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণকীর্তনানুশীলনই ইহার প্রাণ। তাই এই মিলনের সার্থকতা আবৃত্তীয় ও অভিনব। ইহা ভূলোকে গোলোকের পারিপার্শ্বিকতার আবিষ্কার।

শ্রীধাম-মায়াপুরে এই বর্ষমিলনের সময় আর একটি কথা হৃদয়ে উদিত হইতেছে। আজ শুধু গৌড়োদয়ের পুরুষোত্তমে ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব ও সজ্জনমিলন নহে, আজ বিশ্ববৈষ্ণব-মিলন—বিশ্ব-সজ্জন-সম্মেলন—প্রাচী ও প্রতীচী-মিলন। শ্রীচৈতন্যবাণী, শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া-প্রকাশ, গুরু-গৌড়ীয় আজ বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুকে আকর্ষণ করিয়া এই যোগ-মায়াপুর-পীঠে মহামেলা সংঘটন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্য লাভ করিলে ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভুবনমঙ্গল সংকীর্তন-মহারাস।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীনবদ্বীপস্থ গৌরগদাধর-মঠ হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীযোগাদ্যম-মঠে উপস্থিত হন। এই স্থানে এই দিবস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ পরিক্রমায় অসংখ্য যাত্রিগণের সুমধুর সংকীর্তনের মধ্যে নবমন্দিরে বিজয় করেন। এই শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার চাকা-বাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহোদয় বহন করিয়া অর্থ-দ্বারা ভগবৎসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় সেবকসহ 'সুরধুনী' মোটরলরী-যোগে শ্রীযোগাদ্যমমঠে উপস্থিত হইয়া সেবকগণের সেবোৎসাহ অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ বন-বিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবার সময় ভক্তিপ্লাবনের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সেবাচ্ছলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বিধৌত করিয়াছেন। নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শুভবিজয় করেন, বহু দিন যাবৎ তাঁহার এই বাসনা ছিল। আজ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তাহা পূর্ণ হওয়ায় তিনি প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৪০; ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৪ | ৩১শ সংখ্যা

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব

[দৈঃ নদীয়াপ্রকাশ ১৩।৩৪ গৌরজন্মোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-সম্পাদক' কর্ত্তৃক লিখিত]

জীবের নবজন্ম

যেদিন ও যেক্ষণে জগৎ-তাপহারী কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরু-পাদপদ্ম জগজ্জনগণের হৃদয়ে উদিত হন, সেইদিনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের শুভদিন ও শুভক্ষণের মঙ্গল প্রভাত। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবই জীবের নবজন্ম বা দ্বিতীয় জন্ম হয়; তাহাই জীবের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভের দ্বার মনুষ্যজাতির বা জীবজগতের ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের দিন নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বের রহস্য

শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব জীবের নিকট পরা বিদ্যার মহিমা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পরা বিদ্যাই—শুদ্ধভক্তি শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনে পরাবিদ্যা বা ভক্তির বিমোদ হয়। যে-দিন জড়-অর্থকরী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনায় জন্য জগৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন, সেই দিন গৌরসুন্দরের শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীপঞ্চমীতে গৌরশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব অদ্বৈতত্ত্ব-সরস্বতীর

অবিধিপূর্ব্বক পূজার প্রণালীকে বিধিপূর্ব্বক পূজার প্রণালীতে দীক্ষিত করিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাই ঐকান্তিক ভগবৎসেবকগণ সেইদিন গৌরসুন্দরের চিন্ময়ত্বের আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপা

ইহারই একপঞ্চকাল পরে অর্থাৎ মাঘী-কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃষ্ণনামঙ্গল আবির্ভাব পুরুষোত্তমবাসের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দের অবতারণাই সরস্বতীর ব্রত। অচৈতন্য-সরস্বতী অচৈতন্য-শব্দ ও অচৈতন্য-সাহিত্যের দ্বারা অচৈতন্য জীবকে অধিকতর অচৈতন্য করিয়া দেয় এবং স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৪।১৩)—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" *

—এই উক্তি-অনুসারে শ্রীভগবানের সম্মুখে গমন করিতে লজ্জিতা হয়, আর শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যুক্তবৈরাগ্যবিদ্যা বা কৃষ্ণভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য জীবের দীক্ষিত চিন্ময় ব্রহ্ম সূত্রের "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্র-ভাষ্যে অলঙ্কৃত করেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা পরিপ্রশ্নের উত্তর অন্বয়ব্যতিরেক-ভাবে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে বা ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে পরিলক্ষিত হয়; তাহাই ব্রহ্মসূত্রের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই চরম সূত্রে পরিস্ফুট হইয়া শব্দ-ব্রহ্মের অবতারে আরাধনার মন্ত্র শিক্ষা দেন। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আবির্ভাব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবির্ভাব করাইয়া শব্দাবতারের আবির্ভাবে জিজ্ঞাসুর অনাবৃত্তি অর্থাৎ নিত্যদেবালাভের দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন। এই "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" মন্ত্রই পূর্ণবিকচিতরূপে শ্রীরূপানুগভজন-রহস্য—ইহাই রূপানুগগণের অষ্টকালীন ভজন—ইহাই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের মর্ম্ম—ইহাই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্যবাণী। এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্ত আবির্ভাবই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যুগপৎ গুরু, গৌড়ীয় ও গৌরাব্দের আবির্ভাব

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবই জীব-হৃদয়ে শ্রীগৌরাব্দের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবই গৌড়ীয়ের আবির্ভাব করাইতে পারেন। অতএব গুরুদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুরু, গৌড়ীয় ও গৌরাব্দের যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের ভবিষ্যবাণী

এ বৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্মের ষষ্টি-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি জগতে প্রকাশিত এবং এই বৎসরই শ্রীগৌরসুন্দরের বেদসংজ্ঞক ৪৪৮ পূর্ত্তি-প্রকট-বাসর বিশ্ব-মাঝারে উদিত হইয়াছেন। নবীনার চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরের নবীনা-নগরে কীর্ত্তনলীলামাধুরী বর্ণন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে (ম ২৩।৫০) বলিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
নব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে॥"

বেদ-শব্দের অর্থ

বেদ শব্দে ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশ করে। "চত্বারি বেদ-ব্রহ্ম ভ-বর্ণাব্ধি-হরিবাহবঃ" ইতি সংখ্যা-কোষঃ। মহাপ্রভুর বর্ত্তমান-কাল হইতে গণনা করিয়া ঠিক চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত গৌরাব্দে গৌড়জন উদ্ধারে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীমায়াপুরনবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইলে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ-প্রকট করেন। ৪০০ গৌরাব্দেই বিশেষভাবে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব-ব্রতের কথা বিশেষ-ভাবে জগতে প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণের নিকট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা বিশেষভাবে প্রচারিত ছিল না। ৪০০ গৌরাব্দেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, গৌরাঙ্গ ও শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-প্রকাশের সূত্রপাত ৪০০ গৌরাব্দ হইতেই আরম্ভ হয়।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য

শ্রীবরদাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে চারি শতাব্দী গণিত হইবার পর তাঁহার সহিত যখন ৪ সংখ্যা যুক্ত হইল, তখন অর্থাৎ ৪০৪ গৌরাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের সমস্ত স্থান দর্শন, যাবতীয় প্রমাণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক মহাজনগণের আদেশ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই

* আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি।
—চৈতন্যভাগবত (আঃ ৯ম অঃ)

ঘটনাতেও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের উক্তি সার্থকতা-বিমণ্ডিত হইয়াছে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আহ্বান

সমসাময়িক-কালে ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদকসূত্রে শ্রীনবদ্বীপের প্রকাশের জন্য একটি আন্তরিক আহ্বান "বিষ্ণুপ্রিয়া"-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর এই সময় আর একটি মনোহভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন—'বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ... জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ-নির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য! ... বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণে একটি স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার, শ্রীশচীমাতা প্রভৃতির সেবা প্রকাশ করা যাইতে পারে; সেই সেবার অধীনে জন্ম-স্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভরক্ষা, মাঘ-ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রিনিবাসের স্থান-নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।"

(—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা ৪০৫ চৈতন্যাব্দ, 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম'-শীর্ষক প্রবন্ধ।)

শ্রীযোগপীঠে আলোক-স্তম্ভ

গৌড়জন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-পূরণকারিগণের অগ্রণী আমাদের আচার্য্যবর্য্য নদীয়া-প্রকাশে বিভিন্ন সেবার ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদনের আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহারই সত্যসঙ্কল্পের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীজন্মস্থানে একটি বৃহৎ আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌরগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের কথা আমরা বর্ত্তমানে শুনিতে পাইতেছি। নদীয়াপ্রকাশের বিভিন্ন সেবার মধ্যে এই সেবাটিও সজ্জনগণের দ্বারা বিশেষভাবে বৃত হইবে, আশঙ্কা করা যায়।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপন

৪০৪ সংখ্যার সহিত ৩ অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮ হয়। ৪০৮ গৌরাব্দে সিদ্ধমহাজনগণ এবং বঙ্গ ও ভারতবর্ষের বহু বহু মনীষির দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হন। এই সময়ে ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌরমণ্ডলের সর্ব্বস্থান হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত, সাধু এবং দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র ধর্ম্মনার্থী শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ, অষ্টপ্রহরী সঙ্কীর্ত্তনের রোল, বৈষ্ণবগণের আনন্দনৃত্য প্রভৃতি গৌরাবির্ভাব-কালীয় স্মৃতির উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তগণ গৌরজন্মস্থলীতে গৌর-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন, এই ঘটনাতেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসাবতারের উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। ৪৪০ গৌরাব্দে "শ্রীনদীয়া-প্রকাশ" শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র পারমার্থিক জগতের নিকট এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী

৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত করিয়া সমগ্রবিশ্বে শ্রীধাম-খেতদ্বীপ মায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। ৪০০ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, ৪০৪ গৌরাব্দে 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপের মহিমা প্রকাশ

৪০৪+৪=৪০৮ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচী-গৃহে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শচীনন্দন প্রকাশিত হইয়া তাঁহার লীলাশক্তি-পরিণত শ্রীধামকে প্রচার করিয়াছিলেন; ৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর প্রকাশ ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাদির বিশেষ প্রচার করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীনবদ্বীপের পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে প্রচার

৪৪৪+৪=৪৪৮ গৌরাব্দে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে; পৃথিবীর সকল দেশ-গ্রামে নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরজন-গণের ভুবনমঙ্গলময় নাম সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় এবং সজ্জনগণের আস্থিতে আচার্য্যের দ্বিশতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথির আরতির উপায়ন "শ্রীসরস্বতী-জন্ম-শ্রী"র কার্য্য আরম্ভ হইয়া

৪৪৮ গৌরাব্দে প্রকাশ হইতেছে, এবং গৌরজন শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রচারিত অষ্টকালীয় 'শ্রীচৈতন্যোপনিষদেক্ত' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'নদীয়া-প্রকাশ' কাঁহারা ?

"নদীয়া-প্রকাশ" শব্দটির ব্যাস-বাক্য বিভিন্নভাবে পারমার্থিক পণ্ডিতগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। নদীয়াকে যিনি বা যাঁহারা প্রকাশ করেন, তিনি বা তাঁহারা নদীয়া-প্রকাশ গৌরজন শ্রীলপাদুগরব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর—ইঁহারা সকলেই নদীয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া "নদীয়াপ্রকাশ"।

'নদীয়া-প্রকাশ'—শ্রীগৌরসুন্দর

আবার নদীয়াতে অর্থাৎ নিজ নিত্যধাম বা স্বরূপ-বৈভবে যিনি লোকলোচনের নিকট নিজ প্রকাশলীলা আবিষ্কার করেন, তিনি নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীগৌরসুন্দর।

নদীয়ার প্রকাশ বা অধিবাসকেও নদীয়া প্রকাশ বলা যায়। "গৌড়োদয়ে পুষ্পবৈলে" শ্রীবাসাপুর-নবদ্বীপে অষ্টাহত পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণাকারে উদিত হইয়া যিনি স্বরূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে প্রকাশ এবং জগতের কৈতব-অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন, তিনিও 'নদীয়া-প্রকাশ' নামে খ্যাত।

নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু

যাঁহার গঙ্গাজল ও তুলসীপত্রে পূজা নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরহরিকে নদীয়ায় আবির্ভূত করাইয়া নদীয়ার মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু—'নদীয়া-প্রকাশ'; আবার তিনি 'নদীয়া-প্রকাশ' গৌরহরিকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশ।

নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

লোকলোচনের দৃষ্টির বহির্ভাগে অবস্থিত প্রাচীন নদীয়া শ্রীমায়াপুরকে যিনি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পরম-করুণ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদও 'নদীয়া-প্রকাশ' সংজ্ঞায় অভিহিত।

নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কুবিষয়ে মত্ত জীবের নয়ন দিব্যজ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলন করিয়া যেসোন্মুখ নির্ম্মলচক্ষু জীবের নিকট নদীয়ার অধিদেব ও স্বরূপ-বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও 'নদীয়া-প্রকাশ'। সেই গুরুদেবের বাণীই যখন আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া অপ্রাকৃত শব্দের অর্চ্চা-রূপে প্রত্যহ পারমার্থিক সন্দেশ-প্রসাদ বিতরণ করেন, তখন আমরা তাঁহাকে "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ"-রূপেও দেখিতে পাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সত্যবাণী প্রচার

প্রত্যহ পারমার্থিক-কথা-প্রচার-প্রেরণা একমাত্র গৌর-শক্তি ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। যেখানে জীবের বহির্ম্মুখতা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে আত্মমঙ্গলের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, সেইরূপ বিদ্রোহের বেগে প্রতিক্ষণ শ্রীচৈতন্যের বাণীর বিরুদ্ধ-চুম্বুকি ঘোষণা করা একমাত্র নদীয়া-প্রকাশেই সম্ভব—ইহার শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহির্ম্মুখতার বহুরূপী বিদ্রোহের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" অবাধগতিতে তাঁহার নিরপেক্ষ সত্যবাণী প্রত্যহ প্রচার করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশের প্রচ্ছদপট

কেহ বা তাঁহার প্রচ্ছদ-পট দেখিয়া তাঁহাকে গ্রাম্যবার্ত্তা-বহের তুল্য মনে করিতে পারেন; কেহ বা তাঁহার নির্ভীক সত্যপ্রচারে সাময়িকভাবে ব্যথিত হইতে পারেন এবং নদীয়া-প্রকাশের পরোপকার-চিকীর্ষাকে বুদ্ধিতে ভুল করিয়া—জগতের বহুরূপিণী পূতনার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিকে অধিকতর স্নেহশীলা মনে করিয়া—নদীয়া-প্রকাশের সর্ব্বোচ্চ পরবীথির দিকে থুৎকার নিক্ষেপের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া নিজের মুক্তাবই নিজে পুরস্কৃত হইবার ভাগ্য বরণ করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব-সত্য এই—"নদীয়া-প্রকাশ" জীবে পরম-দয়াময়, তিনি লোকরঞ্জক না হইলেও লোকের বাস্তব-উপকারক; সাধারণ লৌকিক বার্ত্তা-পূর্ণ প্রচ্ছদপটে সজ্জিত হইয়া তাঁহার সাধারণ সমাজে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য গ্রাম্য-বার্ত্তার

আলোচনা বা সমালোচনা নহে। তোষ্টিকে জিলেটিনের আবরণে আবৃত তিক্ত কুইনাইন সেবন করাইবার ন্যায় গ্রাম্যবার্ত্তালোলুপ ব্যক্তিগণকে হরিকথার নিকট আপাত-তিক্ত হরিকথামৃত-ঔষধ 'সেন কোয়াপ্যারেন' পান করাইবার উদ্দেশ্যেই "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ত্রৈতন বহিরঙ্গ পোষাক ধারণ করিয়া অন্তরঙ্গ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

উপসংহারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি

"সজ্জনতোষণী"র সজ্জন-তোষণত্রত ও ঐকতান যন্ত্র, "গৌড়ীয়ের" গুরু গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তরাজি, "ভাগবতে"র পারমহংস্যী বাণী, "পরমার্থী"র ঐকান্তিকতা, "কীর্ত্তনের" নির্ভীক কণ্ঠের ঝঙ্কার একাধারে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' গুরুগৌরাঙ্গভক্তির কুসুমরূপে নিয়া চয়ন করিয়া সুন্দর ডালি রচনা করিতেছিল। আজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-অভিষেক-পূজায় সেই উপহার লইয়া 'নদীয়া-প্রকাশ' নবম-নববর্ষে প্রবেশ করিতেছেন।

"নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

শ্রীল প্রভুপাদের চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া-গ্রামে শুভবিজয়

গত ২১ ফাল্গুন (১৩৩০), ৪ঠা মার্চ্চ (১৯২৪) সোমবার রাত্রি প্রায় ৯॥০ ঘটিকায় খুলনা মেলে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর জন্মভূমি যশোহর পুরুলিয়া গ্রামে যাত্রা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভবব্যুচ্ছিদ্ দাসাধিকারী ভক্তিশৌরভ বি-এল মহোদয়, মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমবিলাসকার, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীহরগোবিন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীঘনশ্যাম, শ্রীউদ্ধারণ, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভক্তিরত্ন, গৌড়ীয়-সম্পাদক প্রভৃতি অনেকেই প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যে সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বনগ্রাম ষ্টেশনে আসিয়া মিলিত হন। এখানে একটি ঘটনা ঘটে। শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণ রথন করিয়া রাণাঘাট হইতে বনগ্রামে যে গাড়ী আসিয়াছিল, তাহা ষ্টেশনের অনতিদূরে আটক হইয়া থাকে; অথচ সেই গাড়ীতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আসিয়াছিলেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের অন্যতম ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোপদেশক প্রভৃতি।

সঙ্ঘপতি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেদিন বনগ্রাম প্যাসেঞ্জারের খুলনা-মেল ধরাইয়া দিবার সম্ভাবনা ছিল না। খুলনা মেল বনগ্রাম প্যাসেঞ্জারের লোক না লইয়া ছাড়িয়া দিলে সেদিন শ্রীচৈতন্য-মঠের ভক্তগণকে দ্বিতীয় দিবসের খুলনা-মেলের জন্য বনগ্রাম ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হয়, অথচ এইরূপ কষ্টস্বীকার সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আচার্য্যত্রিক প্রভুর ভবনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইত না। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও প্রেরণায় শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বলিয়া বনগ্রাম-প্যাসেঞ্জারকে ষ্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করান এবং অল্পকাল মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আগত ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ইতঃপূর্ব্বেই পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তিনি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দৌলতপুর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দৌলতপুরের অনতিদূরে চণ্ডীমর্দ্দন নামক গ্রামের অধিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের পার-

সন্নাশ্রিত ভূতপূর্ব্ব কটক-প্রবাসী অবসর প্রাপ্ত সি-ভিল্‌সার্জ্জন ডি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পদ্মধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত পার্ষদপ্রবর অভিরামনাথ গোস্বামি সংকীর্ত্তন-দলবল-সহ চকদী নগর হইতে আসিয়া ষ্টেশন আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই দৌলতপুর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শেষরাত্রে ধুনুরা-রেল দৌলতপুরে উপস্থিত হইলে তিনি খোল, করতাল এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহিত মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। পরস্পর বাবু পরিবার-পরিজন-সহ শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা তুষ্টি করেন। দৌলতপুর ষ্টেশন হইতে ঈমার ঘাট পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া ঈমারে উঠাইয়া দেন। বেলা প্রায় পৌনে আটটার সময় ঈমার রঘুনাথপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে দূর হইতে রঘুনাথপুরের ঘাটে বিরাট্ জনতা এবং পতাকাদি উপকরণ-সহিত বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার জন্য সমবেত জনমণ্ডলী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপদেশক ভাগবতরত্ন প্রভু, শ্রীযুক্ত অধয়জ্ঞানানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, চাঁচুড়ী পুরুলিয়া এন-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় বাবতী সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী কাব্যকোবিদ, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে উপস্থিত দেখা করিতে পারা যায়। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বের কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার আগমন করেন। রঘুনাথপুর ঘাটের উপর একটি তোরণ, উহার ললাটে বৈজয়ন্তীবস্ত্রে অঙ্কিত "স্বাগতম্" উক্তি এবং আচার্য্য-অভ্যর্থনার জন্য বাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্যের সমাবেশ লক্ষিত হইয়াছিল। ঈমার ঘাটে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মানার্থ তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু ও পূর্ব্বোক্ত প্রধানশিক্ষক মহাশয় ঈমারের উপরে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন এবং পুরুলিয়াবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্প-মাল্যের দ্বারা বরণ ও অভ্যর্থনা করেন। সপার্ষদ প্রভুপাদ ঈমার হইতে অবতরণ করিলে ঘাটের উপরে শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী কারুকোবিদ একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত ও পুষ্পাদিদ্বারা সুশোভিত একটি শিবিকায় শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে পুরুলিয়া গ্রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উচ্চ জয়ধ্বনি করিতে করিতে আচার্য্যের অনুগমন করেন। প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর পুনরায় তোরণ-পতাকাদিশোভিত পথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুর জয়গান করিতে করিতে সেই পথের মধ্য দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে অগ্রসর হইতে থাকিলে চতুর্দ্দিকে মহা আনন্দ-কলরব উত্থিত হয়। পুরুলিয়া গ্রামের প্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহপ্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সুশোভিত সভা-মণ্ডপস্থ বেদির উপরে আনয়ন করেন। আচার্য্যপাদপদ্ম ব্যাসবেদি সমলঙ্কৃত করিলে চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। মহোপদেশক গ্রন্থবিভাগকার শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী গুরুগৌরাঙ্গ বন্দনা ও "গুরু-গুরুত চরণেষু ভজন অনুকূল" সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলে গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন ও পরে তাহা সভায় বিতরিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুরুলিয়া গ্রামে শুভাগমন-নন্দন

হে আচার্য্যবর্য্য !

আজ আমাদের বড়ই শুভ দিন। আমাদের এই হীনা নগণ্যা পল্লীতে সপার্ষদ আপনার শুভাগমন আমাদের কোন এক অজ্ঞাত সুকৃতির পরিচয় এবং আপনার অহৈতুকী কৃপার অভিব্যঞ্জক। আপনার শুভাগমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির সহিত বরণ করিতেছি। আপনার অভিমর্ত্ত্য চরিত্রের ও অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণের বার্ত্তা আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে।

দীন আমরা, আমাদের এমন কোন যোগ্য উপায়ন নাই—যদ্দ্বারা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের প্রতি আমাদের হার্দ্দী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তবে ভরসা এই যে, আপনার মহানুভবতার ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা আপনার রাতুল চরণ পূজা করিবার জন্য এই অঞ্জলি প্রদান করিতে সাহসী হইলেও হইতে পারি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আমরা ধন্যাতিধন্য হইব।

আপনার মহিমা অবর্ণনীয়। আপনার একান্ত আদর্শ-সেবকগণই সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়া অন্তরে অন্তরে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহারাই আপনার মহিমা-কীর্ত্তনের যোগ্য অধিকারী। কিন্তু আপনার দয়ার এমনই বৈশিষ্ট্য যে, আজ বহির্ম্মুখ জনগণ পর্য্যন্ত আপনার ভগবৎসেবা-সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সভয়ে আপনার জয়গীতি গান করতঃ অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভগবৎসেবা-বিমুখ দীন গ্রামবাসী আমরাও আপনার কিঞ্চিন্মহিমা কীর্ত্তন করিয়া হয়ত কোন দিন আপনার ও আপনার অভীষ্টদেব শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধা সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি।

আপনার বিশ্বে আবির্ভাব বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নামে, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকরণকারী প্রাকৃত অভিমানী ধার্ম্মিকব্রুবগণের যে সমস্ত ব্যভিচারের তাণ্ডবনৃত্য চতুর্দ্দিকে চলিতেছিল, সেই সকল অধর্ম্ম ও ব্যভিচার ভাগবতধর্ম্মের আচার-প্রচার-দ্বারা নিরসন—নিরাকরণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক জীবহৃদয়ে বিকীরণ করিবার জন্যই ধরাধামে আপনার আবির্ভাব বড়ই শুভকর হইয়াছে। সদাচারপরায়ণ শুদ্ধভক্তির প্রচারকবর্গকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণ্যে শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করিয়া, অতরঙ্গ বালিশ জনগণকে ছল-ধর্ম্মের কবল হইতে ত্রাণ করিয়া আপনি সত্যসত্যই জগদ্গুরুর কার্য্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন ব্যতীত এইরূপ গুরুভার কেহই ধারণ করিতে পারেন না। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াও বদ্ধ জীবকুলের শিক্ষাকল্পে আজীবন যেরূপ সাধন-ক্লেশ অভিনয় করিয়া আসিতেছেন, তাহা বড়ই হৃদয়াকর্ষক। আপনার আকুমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-লীলা, ভগবৎসেবাব্রত ও তপস্যা প্রভৃতি জাগতিক লোকের নিকট এক অত্যাশ্চর্য্য ও ধারণাতীত ব্যাপাররূপে দেদীপ্যমান। আপনার অতিমর্ত্য চরিত্র অনুসরণ করিবার চিন্তাতেও আমরা আমাদের একান্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনার অহৈতুকী দয়াই কলিহত জনের একমাত্র সম্বল।

আপনার প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাস্তবিকই সনাতন অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম। আমরা এতাবৎ কাল যে সকল তথাকথিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা যেন প্রাণহীন ও আত্মোদ্বোধনে শক্তি-শূন্য। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মার স্বরূপের কথা উদ্বোধন করিয়া দিয়া জীবকে গৌণভাবে কলিমল হইতে ত্রাণ করিবার জন্য ক্ষিপ্রা এবং মুখ্যভাবে ভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধা সেবায় অধিকার দিবার জন্য ব্যগ্রা। এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পত্তির কিরণ আপনি যে কত নব নব ভাবে বিকীরণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, সাময়িকী পত্রিকা-প্রকাশ, কীর্ত্তন-প্রচার, ধাম-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী উন্মোচন, স্বয়ং অতিমর্ত্য-ভাবাবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ সাধারণ্যে অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বহু উপায়ে জীব-হৃদয়ে ভক্তিবীজ আরোপণ করিবার জন্য আপনার সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা বাস্তবিকই জীবে অপার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এতৎপ্রসঙ্গে দীনহীন আমাদিগকে আপনার পাদপদ্ম-দর্শনের সুযোগ প্রদান করিবার প্রধান পুরোহিত ভবদীয় শ্রেষ্ঠ সেবক আমাদের শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণের নাম কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও সেবা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট আপনি আমাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে বলি কেন, জগৎসমক্ষে স্ব-স্বরূপ-সৌন্দর্য্য বিকসিত করিয়া দিয়াছেন।

পরিশেষে আপনার শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা এই যে, আপনার অশোক, অভয় পাদপদ্মে আমাদের দীন অঞ্জলি গৃহীত হইলে আমরা কৃত-কৃতার্থ হইব। আপনার পাদ-সরোজে মুহুর্মুহুঃ দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের ত্রিতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বারি সেচন করুন।

হরিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আপনার দীন সেবক—

চাঁচড়ী-পুরুলিয়া-গ্রামবাসিগণ

শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিকপ্রভুর সহিত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বৈষ্ণবের সেবা ক'রবার সম্পূর্ণ অযোগ্য আমি, তজ্জন্যই অসমর্থ হ'য়ে পড়েছি। অসমর্থ হ'লেও বৈষ্ণবের সেবাচেষ্টা-বিষয়ে আমার স্পৃহা আছে। অনেকে হয়ত আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন, আপনি অসমর্থ এবং অসুস্থ শরীরে, যে কার্য্যে আপনার যোগ্যতা নাই, সেই কার্য্যে অগ্রসর হন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর যা বৈষ্ণবিহৃৎস্বরূপ

ঠাকুর মহাশয়ের একটী সরল পদ্য-গীতি আপনারা শুনতে পাবেন,—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"

আমি অযোগ্য বটে; কিন্তু আমার যোগ্যতা হওয়া আবশ্যক; আর যোগ্যতা লাভের অন্য উপায়ও নাই, একমাত্র বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত। বিষ্ণুসেবা কি প্রকারে ক'র্‌তে হয়, তা' আমরা প্রথমেই জান্‌তে পারি না। তাবতম্য বিচার কর্‌তে গিয়ে বুঝি, যাঁ'রা বিষ্ণু-সেবা করেন, তাঁদের সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'রাই সব চেয়ে বড়। বিষ্ণুর কোন প্রকার সন্ধান ইহজগতে না পেলেও যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁদের সেবা ক'র্‌লে কি প্রকারে বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌তে হয় জান্‌তে পারি।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

ইহ জগতে থাকা-কালে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানমূল প্রবাহিত ক'রে ভগবানের সেবার কোন কথাই জান্‌বার সম্ভাবনা নাই। এরূপ অক্ষের দুর্জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি যত্ন করা অসম্ভব ব'লে নিরাশ হ'বারও কোন কারণ নাই। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। যাঁ'রা অধোক্ষজ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত, তাঁ'রাও নানাধিক অধোক্ষজ বস্তু। তাই তাঁদের নিকট অধোক্ষজের সেবা অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয় বা পরোক্ষ নহে, অধোক্ষজসেবা অধোক্ষজ ভগবৎসেবকগণের সেবা-প্রস্ফুটিত আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

অক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—ভোগপর, অপরোক্ষ বস্তুর সেবাপর মানব—ত্যাগপর, আর অধোক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—হরিসেবাপর। অধোক্ষজ সেব্যবস্তু অক্ষজ সেবকের গোচরীকৃত পদার্থ নহেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত সাধারণ কর্ণ-প্রবণ বা নির্ভেদ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধীন নহেন। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা ক'রে থাকেন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিবেক সাধারণ মানবের নাই। গুরুপাদপদ্মের ও গুরুপাদপদ্মাশ্রিত মানবের অনুকম্পায় যে সেবাবিবেক লাভ হয়, তা' সাধারণ মানবের গম্য নয়, অধোক্ষজ-সেবক সাধারণের ন্যায় প্রতিভাত হ'লেও সাধারণ মনুষ্য ন'ন। মনুষ্যজাতির পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাস বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে, নিত্য জীব সেরূপ পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাসের অন্তর্গত ন'ন। নিত্যজীব নিত্যবৈধধর্ম্ম আলোচনা ক'রে থাকেন। তাঁ'রা যে যুগেতেই থাকুন, স্থাবর-জঙ্গম যে কোন প্রাণী, যে কোন উদ্ভিদ্—যে আকারেই থাকুন, সকল অবস্থায় ভগবৎসেবাই তাঁদের অন্তর্নিহিত বৃত্তিরূপে অবস্থান করে। ভোগপরতা ও ত্যাগপরতা যে পরিমাণে অবসর লাভ করে, সেই পরিমাণে অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা কর্‌বার জন্য গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জীবের যত্ন হয়। এইরূপ সেবায় অধিক-চেষ্টা-বিশিষ্ট বৈষ্ণবই বাহ্যাকল্পতরু; সেই সকল বৈষ্ণবের সেবায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকাই সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য।

যে দিন আমরা ভোগপর বা ত্যাগপর হই, সে দিন যথেষ্ট লাভবান্ হ'লাম মনে ক'র্‌লেও আমাদের সেই লাভ অতি অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু বৈষ্ণব-সেবাই চিরস্থায়ী—নিত্যস্থায়ী।

বিষ্ণুসেবা বৈষ্ণবের সেবাধারাতে হয়। যদিও প্রাক্তন কর্ম্মবোধে দুষ্ট আমি, অকিঞ্চন ধর্ম্মে নিত্যযুক্ত না হওয়ায় ভোগীর'পে প'ড়্‌ছি, তথাপি একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাই আমাকে ভোগ ও ত্যাগ উভয়ের অপ্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ ঐ সকল যে আত্মধর্ম্ম নহে, মনোধর্ম্ম মাত্র—ইহা জানাইয়া দিতে পারে।

জগতে মনুষ্যজাতি মনোধর্ম্মে ব্যস্ত ও ব্যাকুল আছেন; কেননা তাঁতে তাৎকালিক কার্য্যসিদ্ধির লোভ ও উত্তেজনা র'য়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবের সে বুদ্ধি নাই, তিনি অধোক্ষজ-বস্তুর সেবক, সর্ব্বদাই পরমনিত্য বিচারে অধিষ্ঠিত।

আমার বেশী বলবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের সঙ্গে অনেক বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তাঁ'রাই অনেক কথা বল'বেন। চাঁচুড়ী পুকুলিয়া গ্রামের অধিবাসিগণ আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে যেরূপভাবে বহুমানন ক'রেছেন, তা'র যোগ্য আমি নই। আমি যদি বৈষ্ণবের কিছু সেবা কর্‌তে পারি, তা' হ'লেই যোগ্য হ'ব। আমার শরীর অসুস্থ ব'লে যথেষ্ট সেবা ক'র্‌তে পারব না। আমি প্রচুর পরিমাণে কৃতজ্ঞ রইলাম, বৈষ্ণবের সেবা কর্‌বার জন্য যে আপনারা যোগ অধিকার দিলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকলাম।

এই গ্রামে আমাদের অনেক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন ও আছেন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার এখানে এসেছিলাম, এক যুগ কেটেও দু'বৎসর অধিক হ'য়েছে। এই সময়ের মধ্যে দেখ্‌ছি আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে যারা

কর্‌বার লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছে। আমি ভাবিৎ বা ভাবিবিৎ কোনটিই নই—সকল বিষয়েই দীনহীন; কাজেই আমাকে এরূপ বহুমানন করা গ্রাম-বাসীরই যোগ্যতার পরিচায়ক, আমার তা'তে কোন যোগ্যতা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়া আবশ্যক। অনেক যত্ন কর্‌লাম তৃণাদপি সুনীচ হ'তে, কিন্তু ভাগ্যদোষে বিনতীচ কলই লাভ ক'র্‌ছি। সহিষ্ণুতা শিক্ষা ক'র্‌তেও আসিই হ'য়েছিলাম, তা'ও লাভ হ'লনা। তাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা, আমার ন্যায় দীনহীন ব্যক্তির প্রতি আপনারা নিত্যকাল দয়া বিতরণ করুন।"

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিবাদনের পর মহোপদেশক প্রবিদ্যালঙ্কার শ্রীমৎপ্রেমঘনানন্দ প্রভু একটি কীর্ত্তন গান করেন এবং তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। অপরাহ্ণ ৪৪ ঘটিকা হইতে পুনরায় সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রবিদ্যালঙ্কার প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন হইবার পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় দুইঘণ্টা কাল আচার্য্যত্রিক প্রভুর অভিলাষানুসারে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও মধুর ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণের সভায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের পাঠের পর "গৌড়ীয়"-সম্পাদক ওঁবৈষ্ণব-প্রবের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সভায় কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা

"আমি আজ বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হই নাই। পতিতপাবন গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেই দণ্ডায়মান হইয়াছি। আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীবিগ্রহসমক্ষের স্থানে অনুব্রজ্যা করিবার যে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি অধিকতর অমায়ায় বৈষ্ণবকৃপা যাচ্ঞা করিতে লালসান্বিত হইতেছি। আজ আমরা প্রাতঃকালে শুনিয়াছি যে, এইস্থানে চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তৎপাদপদ্মস্থ অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় আমার পারমার্থিক জন্ম হয় নাই, তবে সেই সময় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্নমূর্ত্তি মহামহোপদেশক পণ্ডিতকুলশিখামণি শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট শুনিয়াছি যে, এখন যাঁহার চরিতজনপর নবগৃহপ্রবেশোৎসব উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছি, সেখানে

শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর চাকুড়ী-পুকুরিয়ায় নব-নির্ম্মিত ভবনের সম্মুখের দৃশ্য

আজ একটি নব-নির্ম্মিত গৃহ দেখিতেছি, এইস্থানে সেই মহাপুরুষের একটি ক্ষীণ জীর্ণ তৃণকুটির ছিল। কিন্তু তৃণ-কুটীরবাসী হইয়াও তখনই তিনি তাঁহার সহজ সেবাতন্ময়তার সমাধিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ বাস্তবতায় পরিণত হইয়াছে। তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণ এইস্থানে আসিয়া ঐ তৃণকুটীরবাসীর হৃদয় অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন—"এই মহাপুরুষ কে?—যিনি নিজে সামান্য জীর্ণ ক্ষীণ তৃণ-কুটীরে থাকিয়া ভক্ত ও ভগবানের জন্য—শ্রীগুরুসেবার জন্য—শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য—ভক্ত-সঙ্ঘারামের জন্য কলিকাতা-রাজধানীর স্থানে স্থানে প্রাসাদবিহারী অভ্রভেদী শ্রীমন্দির-চূড়া নির্ম্মাণের বাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারেন, তিনি কে? এতবড় হৃদয় কাহার? অপস্বার্থপর গৃহব্রত আমরা ভোগপর গৃহদেব-হক্কোৎসবের জন্য ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতে পারি, তাহা তত আশ্চর্য্যকর ব্যাপার নহে, কিংবা নিজ তৃ-সম্পত্তি বা গৃহাদি বিস্তারের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে পারি, তাহাও তত বিস্ময়কর নহে, কিন্তু নিজে তৃণকুটীরে থাকিয়া শত অভাব অসুবিধা সাদরে বরণ করিয়া অভিনয় দেখাইয়াও অজাতিলাষহীন হরিকীর্ত্তনকারিগণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-নির্ম্মাণার্থ প্রাণপাত চেষ্টা করিবার হৃদয়বত্তা এই লোকে কাহার আছে? হরিকীর্ত্তনকারিগণের জন্য গৃহের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা বোধ হয় শতকরা প্রায় নব্বইজন জাগতিক লোকই বুঝিতে পারেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝেন, ভোগীর জন্যই ভোগের প্রাচুর্য্য অর্থাৎ রোগীর জন্যই যথেষ্ট কুপথ্যের প্রয়োজন, বিষয়-ভোগে ভরপুর ভোগীরই ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের যোগ্যতা আছে, আর ঐ সকল ভোগীর নিকট বাহাদুরী দেখাইবার জন্য যাঁহারা ত্যাগের ধর্ম্মধ্বজা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই বাস্তিক—ইহাই জাগতিক তথাকথিত সার্ব্বজনীন অভিমত। কিন্তু এই দুই প্রকার বহুল-প্রচারিত বস্তু-মূল ধারণার বিরুদ্ধে যাঁহার স্বাভাবিক ও সহজ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভ্রভেদী ভগবন্মন্দিরের বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই মহাপুরুষ কে?" তাই বলিতেছিলাম, কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

এই মহাত্মার পরিচয় কিছু জানি না—জানিবার যোগ্যতাও কিছুই অর্জ্জন করি নাই, তবে একমাত্র মূলধন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী। সেই বাণীর মধ্যেই শুনিয়াছি—"যিনি বহির্ম্মুখ-চিত্তাপর কলিকাতা রাজধানীর নাগরিকগণের পার্থিব ভোগত্যাগের অবতারণা চিত্তাননীকে শ্রীগাঙ্গর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবার উদ্দেশে প্রধাবিত করিবার জন্য শ্রীগৌরশিক্ষা-প্রবাহ প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছেন, যাঁহার অনুপম সেবা-প্রবৃত্তি নরলোকে দুর্লভ, ... তাঁহারই কৃপে বিলাসের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবক-সম্প্রদায় সহিত শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ কে, তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি, ইহা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তবে যাঁহার সেবা-প্রাণতা এইটুকু জানাইয়া দিয়াছে যে, যেখানে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মনোহভীষ্টের অনুসরণ, সেখানেই মূর্ত্তিমান শ্রীগৌড়ীয় মঠ; অনেকে জগতের নিকট সহজেই মহাভক্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, অনেকে নানাপ্রকার আনু-ষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের সর্ব্বজন-মনোমোহনকর প্রদর্শনী খুলিয়া এই দুনিয়ার গণবাদের হাটে একবাক্যে মহাধার্ম্মিক বলিয়া বিকাইতে পারেন, কিন্তু যাঁহার নিষ্কপট সহজ ও সরল সেবাবৃত্তি জানাইয়াছে যে, অকৃত্রিম হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত যাবতীয় ধার্ম্মিকতার ছল। ঘুরাচুরি ভণ্ডামী মাত্র, সেই অদ্বৈতব সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মেরুদণ্ড বা স্বয়ং সঙ্ঘ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তিনিই আচার্য্য-পাদপদ্মের প্রিয়তম স্নেহবিগ্রহ এবং তাঁহারই সলাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার কায়ব্যূহ।

জানি না, সেই মহাপুরুষই বা কে? তবে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়াছে—প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী ঘোষণা করিয়াছে যে, সেই সকল সেবা-ভণ্ড মনোমো-পদেশক ভাগবতত্বর আচার্য্যাত্মিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যা-ভূষণ প্রভুকে নিত্যসিদ্ধভাবে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের নিকট তিনি 'কুঞ্জদা' নামে পরিচিত। যিনি কুঞ্জ দান করেন, সেই অর্থে 'কুঞ্জদা'-পদ ব্যাখ্যা করিলে

ব্যাকরণের সূত্রগুলি পড়ে, কিন্তু ব্যাকরণের গতীকে কখন অতিক্রম করা উচিত আমরা জানিতে পারি. তিনি নিত্যকাল সরস্বতীর হরিকীর্তনকুঞ্জ (গ্রাম্যবার্ত্তা নহে) প্রকাশ করেন এবং সকলকে তাঁহাতে নানাভাবে আকর্ষণ করেন, তিনিই আমাদের পরিচিত 'কৃষ্ণদা'।

যাঁহাতে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথের প্রতিভা ও নবীনতার মূলতৎ সন্ধাবেশ, যাঁহাতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের মুক্তবৈরাগ্য, যাঁহাতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের বহির্মুখ-বঞ্চনা-চিত্ত, যাঁহাতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুপাদের সেবা-বিচক্ষণতা ও রক্ষণাবেক্ষণ এক মহাচৈতন্যবাণীর রশ্মিটি প্রকাশ করিয়াছে সেই কৃষ্ণই আমাদের আশ্রয়ের ঠাকুর

আধুনিক লোকে আমাদের কথা বুঝিবে কিনা জানি হেয়াম্বেষণকারী বলিয়া আমাদিগকে কটাক্ষ করিবে তাহাও জানি না, তবে প্রত্যক্ষ যাহা সাক্ষা দিয়াছে, এবং যে টুকু অনুভব করিতে পারিয়াছি, সেই টুকুই বলিতে বসা হইয়াছি

যাঁহার এমন একটা অমায়িক স্বভাব রহিয়াছে যে, যাঁহার চরণে যতই কেন না অপরাধ করি, তাঁহার মুখখানি দেখিলেই যেন সকল অপরাধ তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমাগুণের ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই মহাপুরুষের শ্রীল-জগতের লোকের নিকট নানাপ্রকার সমালোচনার কারণ হইবে কিনা, জানি না, কিন্তু সে কলঙ্ক ধরণেও যেন হৃদয়ে একটি অসীম সাহসিকতার উৎস উজ্জীবিত হইয়া থাকে।

পুরুলিয়াবাসিগণ! আপনাদের নিকট শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপরিচিত, কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ না করেন, তবে বলিতে বাধ্য হইব, তাঁহার প্রকৃত সুপরিচয় আরও গভীর- আরও সুগভীর। আপনাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না, বলিহারী যাই আপনাদের ভাগ্যের! আপনাদের এই পল্লীতে যে প্রচ্ছন্ন ভাগবতরত্নের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আজ মহাভাগবতশিরোমণি শুরুপাদপদ্মের সহিত কত কত ভাগবতকে কতবারই না এইস্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে! আজ আমরাও সেই সকল মহাভাগবতের চরণ ধূলিতে স্নান করিবার আকাঙ্ক্ষায় এই মহাতীর্থে সমবেত হইয়াছি।

আপনারা জানেন, শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণের, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণের আবির্ভাবভূমি বাহ্যদৃষ্টিতে বহু দূরস্থ, এমন কি নানাপ্রকার ভাগতিক অসুবিধায় আজন্মপ্রায় দূর হইলেও সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম তথায় আকৃষ্ট হইয়াছে। পালপাড়ার মহেশ পণ্ডিতের পাট, আঁটপুরে পরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট, খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট, শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকমুরারির পাট, মহেশপুরে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের পাট দুর্গম এবং ভাগতিক আধিব্যাধির দ্বারা সমাবৃত প্রতিভাত হইলেও সেই সকল স্থান মহাতীর্থরূপে পরিণত।

আজ যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদি-শিল্পী, সেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহাবদান্যোপদেষ্টক ভাগবতরত্ন আচার্য্যাত্রিক প্রভুর জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য কি একদিন জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স হইতেও ভক্তদেশের সজ্জনমণ্ডলী এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে না? "ওগো, ভাগবতরত্ন প্রভুর স্বগ্রামস্থ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ! আমাদিগকে সেই রত্নের জন্মস্থান দেখাইয়া দাও—আমাদিগকে সেইস্থানে লইয়া চল।" তাই বলিতেছিলাম, আপনারা পরম সৌভাগ্যবান্। এই গ্রামে ভাগবতরত্ন প্রভুর কৃপায় আরও কতিপয় ভক্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এই গ্রাম বৈষ্ণবের স্থান—ভক্তের স্থান। তাই এস্থানে আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুব্রজ্যা করিয়াছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

গৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ছায়াচিত্রযোগে গুরুপারম্পর্য্য কীর্ত্তন-মুখে বৈষ্ণবসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের বিষয় ও শিক্ষা বিশেষভাবে বর্ণন করেন, সকলেই তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনন্তর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পুরুলিয়ায় দ্বিতীয় দিবস

শ্রীপাদ অধয়জ্ঞানানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় উপলক্ষে মহোৎসব

২৩ ফাল্গুন, ১৩৪০ ; ৭ মার্চ্চ, ১৯৩৪ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ নগর-ভ্রমণ-ছলে গ্রামবাসীকে কৃপা করিবার

ওঁ আচার্য্যত্রিক প্রভুর ভবন হইতে বহির্গত হইয়া নগর করিতে করিতে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার অনুকম্পিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ অবধূতানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর কৃপায় অবধূতানানন্দ প্রভু ঐ দিবস তাঁহার গৃহে সপার্ষদ প্রভুপাদের পদরজঃ পাইবার আশায় পাইয়া ইতঃপূর্ব্বেই গৃহ-প্রাঙ্গণে বিচিত্র চন্দ্রাতপ-নিম্নে উচ্চ বেদীর উপর শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটি সুন্দর আসন রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে ভক্তগণের বসিবার আসন রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ-সহ শিবিকা-যোগে প্রভুপাদকে আনয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা প্রভুপাদকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া প্রভুর সেবক-বাৎসল্য-গ্রহণে সকলেই যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। অবধূতানানন্দ প্রভু সগোষ্ঠী মহানন্দে সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া গলদশ্রীকৃতবাসে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করিলে ভক্তগণ সকলেই আসন গ্রহণ করেন। অবধূতানানন্দ প্রভু বিবিধ উপায়ন-সহ আচার্য্য-পাদপদ্ম পূজা করেন। শঙ্খঘণ্টামৃদঙ্গকরতালাদি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনির সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। নারীগণ হুলুধ্বনিদ্বারা তাঁহাদের আন্তরিক উল্লাস ও প্রহ্লাদ্যাপন করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য-দর্শনে সকলেরই হৃদয়ে "যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"—এই মহাজনবাক্যটি জাগরূক হইয়া উঠিল।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে প্রথমে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ইংরাজীভাষায় শ্রীগুরুপাদপদ্মমহিমা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীপাদ জনার্দ্দনবাসুদেব পরবিদ্যাবূষণ প্রভু সংস্কৃত ভাষায় একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে "বহ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥" —শ্লোক-প্রতি এই নবোক্তি-বর্ষন-মুখে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সগোষ্ঠী অবধূতানানন্দের তথা পুরুলিয়া-গ্রামবাসীর সৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, হিন্দী ভাষায়, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় প্রভু বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদানের পর শ্রীল প্রভুপাদ 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্র-ব্যাখ্যা-মুখে শব্দব্রহ্মের সেবা বা নামভজনই যে বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। তৎপর অবধূতানানন্দ প্রভু বিবিধোপচারে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

এদিকে আচার্য্যত্রিক প্রভুর ভবন হইতে বহুভক্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর বিগ্রহ-বিগ্রহকে অবধূতানানন্দ প্রভুর ভবনে আনিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য-ত্রিক প্রভুর ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য অবধূতানানন্দ প্রভুর ভবনে একটি পৃথক্ কক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সিংহাসন ও পূজোপ-করণাদি-দ্বারা উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবধূতানানন্দ প্রভু পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহ ও তদনুগামী ভক্ত-বৃন্দের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও ভোগরাগাত্মিক কীর্ত্তন যথাবিধি হইবার পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে ভক্তগণ বিবিধ বিচিত্রতা-পূর্ণ প্রণাম সমাধান করেন। অবধূতানানন্দপ্রভুর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবায় আন্তরিক প্রযত্ন লক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ তাঁহার সেবা-চেষ্টার প্রশংসা করেন।

এই দিবস বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত সৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী ভক্তিনিধি প্রমুখ কএকজন ভক্ত আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

অপরাহ্ণে আচার্য্যত্রিক প্রভুর ভবনে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ৩॥ ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টা কাল শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মহারাজের পাঠ-শ্রবণে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অতীব প্রীত হন এবং পুনঃ

পুনঃ প্রবেশেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রতে থাকেন। স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার ব্যাখ্যা-কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানীয় পাঠের পর উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ওঙ্কারী কবিরত্ন প্রভু শ্রোতৃবৃন্দের নিকট মহামহোপদেষ্টক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলে অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরু-গৌর আচার্য্যাত্মিক প্রভুর আদর্শ গুরু সেবার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিকবৃন্দ তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে থাকেন—

শ্রীপাদ গিরিমহারাজের বক্তৃতা

আপনারা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর শ্রীমুখ থেকে অনেক সারগর্ভ কথা শুনেছেন। বিশেষতঃ কল্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর শ্রীমুখে যে বৈষ্ণব-মহিমা শ্রবণ করেছেন, তারপর আমার ব'লবার আর কিছুই নাই। হিন্দীতে একটি কথা আছে—'পহিলে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী।' সুতরাং একে তাঁ'দের দর্শন, তা'র উপর আবার তাঁদের অমৃতময়ী বাণী। পাষাণ আমি আমার তাদৃশ কোন যোগ্যতা না থাকলেও বৈষ্ণবের মহিমা কিছু কীর্ত্তন ক'রে আত্মশোধন ক'রবার ইচ্ছায় এই সভার দণ্ডায়মান হ'বার সাহস পেয়েছি।

আপনারা জানেন, যেস্থানে আমরা এসেছি, তা' সামান্য স্থান নয়। এস্থান এক বৈষ্ণব-প্রবরের প্রকটভূমি। ভগবানের আবির্ভাবের স্থানও যেমন পূজ্য, বৈষ্ণবের আবির্ভাব স্থানও ঠিক তেমনই পূজ্য। শাস্ত্রে আছে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ তস্য।
নৃত্যন্তি হর্ষে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ।

যে কুলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন সে কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, বৈষ্ণবের বসতিস্থল পৃথিবী বৈষ্ণবকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যা হন, পিতৃপুরুষগণও স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

যুগাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অজ্ঞজ্ঞানী কলিহত জীবের মঙ্গলোদ্দেশে প্রশ্নোত্থাপন ক'রে নিজেই আবার তা'র সমাধান ক'রেছেন—

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
'বৈষ্ণব' 'অম্বয়ে কেনে শোচ্য দেশেতে?
আপনে (মহাপ্রভু) রহিলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে?
যে-যে-দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-যেদেশে পাত্র নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
• • •
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্যনারায়ণ॥"

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ কথায় অথবা আমাদের সকলের সকল প্রশ্নের সমাধান র'য়েছে—সকল সন্দেহের মূলীভূত কারণ নিরস্ত হ'য়েছে। বৈষ্ণবগণ শোচ্যকুল শোচ্য দেশ পবিত্র করবার জন্য যে কোন কুলে, যে কোন দেশে ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হন। মহাপ্রভুর সময় যেমন তাঁর পার্ষদ ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরশক্তি জগদ্গুরু নিত্যানন্দাভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের সময়ও তাঁ'র নিজজনগণ দেশে দেশে আবির্ভূত হ'য়ে জগদ্গুরুর ক'রছেন। যাঁর আবির্ভাবে এস্থান ধন্য হ'য়েছে, তিনি আমাদের কুলগুরু—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের মূল স্তম্ভস্বরূপ এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক। আপনারা তাঁ'র গুণের কথা অনেক শুনেছেন, প্রত্যক্ষও দর্শন ক'রেছেন যে, যাঁর অমায়িক সেবায় শ্রীগুরুদেব তুষ্ট, যাঁর সেবায় আকৃষ্ট হ'য়ে আজ স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে এস্থানে এসে এস্থানকে কীর্ত্তন-ধন্য প্লাবিত ক'রছেন, তাঁর অসাধারণ মহিমা কীর্ত্তন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমরা বদ্ধাবস্থায় ভগবান্ ও ভক্তের মহিমা উপলব্ধি ক'রতে পারি না, তাই সাধুরা কৃপা ক'রে এসে

আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। স্বরূপে আমরা কোথায় ভগবানের সেবা ক'রবো, তা' না ক'রে মায়ার কিঙ্কর হ'য়ে বৃথা জীবন কাটাচ্ছি। এটা সাধুরা সহ্য ক'রতে পারেন না, সেই জন্যই তাঁদের প্রচার-কার্য্য। মহাপ্রভু এই জন্যেই জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে অযাচিতভাবে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ ক'রেছেন। এই হরিনাম প্রচার ক'রতে গিয়ে মহামূর্খ আমাদের মত লোকের দ্বারা তাঁ'দিগকে যে কত প্রকারে নির্য্যাতিত হ'তে হয়, তারও অনেক দৃষ্টান্ত আমরা তাঁ'র প্রচারলীলায় প্রত্যক্ষ করি। নতুবা তাঁর সন্ন্যাস-গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? স্বয়ং সম্রাটপতি হ'য়েও ভিক্ষুকের বেষ গ্রহণ করবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি ত' কোন জাগতিক জিনিষের ভিক্ষুক ন'ন। "রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল"—ইহাই বিশ্বের দ্বারে শ্রীগৌর-সুন্দরের একমাত্র ভিক্ষা। সকলের সেবা-বৃত্তি উন্মেষিত হোক্, সকলে হরিভজন করুক, নিত্য-মঙ্গলের—নিত্যশান্তির সন্ধান লাভ করুক,—এটিই তাঁর উদ্দেশ্য; শ্রীল প্রভুপাদ এযুগে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'রে অতি নগণ্য দেশের প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে হরিনাম বিতরণ ক'রছেন। মহাপ্রভুর "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই শ্রীমুখবাণী সার্থক হ'চ্ছে—সফল হ'চ্ছে, আজ সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হ'চ্ছে।

আমরা ভগবানের দাস—মায়ার নফর হ'য়ে আর কত-দিন কষ্ট পাবো! হিন্দীতে একটি দোহা আছে—

"কুম্ভকে সাগর উত্তারা, কোই কিয়া মিৎ।
কোই ওখাড়া গিরি ধরখর, কোই সিধারা নীৎ॥
ক্যা কহনা সীতানাথকো, মারনে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ধব হুঁ, বেদিয়া খিচে ডোরি॥"

কোন সময়ে এক বেদে একটা বানর-শাবক সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে নৃত্য দেখিয়ে ভ্রমণ ক'রছিল। তখন সেই কপি-শাবক এই কবিতাটি মনের দুঃখে বর্ণন ক'রে ব'লল—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ লম্ফ প্রদান ক'রে অবহেলে চপায় সাগর অতিক্রম ক'রেছেন, কোন কোন বানর সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন ক'রে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে গিয়েছেন, কেহ বা ভুজ-বলে বৃক্ষ ও গিরি উৎপাটন ক'রেছেন, কোন কোন কপি অসাধারণ নীতিবিশারদ হ'য়ে জগজ্জনকে নীতিশিক্ষা প্রদান ক'রেছেন; কিন্তু আমি সীতাপতি রঘুবরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি কি কিছু চুরি ক'রেছিলাম? নচেৎ যে বংশে ঐ সব মহাত্মগণের উদ্ভব হ'য়েছিল, আমি ত' সেই কুলেই জ'ন্মেছি, তবে কেন হীনজাতি বেদিয়া আমার গলদেশে দড়ি বেঁধে দ্বারে দ্বারে টেনে নিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে?
সীতা বলেন—

"যো দুঃখ্কে দেন এব সঃ"
"যজ্ঞানিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"

অর্থাৎ আমরা ভগবদ্ভোগ্য বিষয়কে ভোগ ক'রে চৌর্য্য-পরাধে অপরাধী হ'য়ে রয়েছি। তাই মায়া আমাদিগকে নানা-প্রকারের লাঞ্ছনা দিচ্ছে। বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে আমাদের জন্ম;—যেখানে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে বিভিন্ন অবতার গ্রহণ ক'রে জগজ্জীবকে নানাপ্রকার শিক্ষা প্রদান ক'রেছেন, যেখানে কত কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'য়েছে, সেই ভারতভূমির অধিবাসী হ'য়ে আমরা আর কতদিন মায়ার কবলে কবলিত থাকবো! উপনিষদ্ও তারস্বরে ব'লছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" অর্থাৎ মায়ানিদ্রা হ'তে উত্থিত হ'য়ে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় গ্রহণ করাই জীবমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই জন্যই সাধুদের চেষ্টা—আমরা যা'তে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হই, বিষয়গ্রস্ত হ'লেও যাতে স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে পারি। স্বরূপে আমরা সকলে ভগবানের নিত্য সেবক; কোথায় তাঁর সেবায় আকৃষ্ট হ'য়ে নিত্যকাল সেবাতে নিমজ্জিত থাকবো, সে ত' দূরের কথা, চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন বিমুগ্ধমোহিনী মায়া-দ্বারা মুগ্ধ হ'য়ে আমরা কখনও কামের দাস, কখনও ক্রোধের দাস এই ভাবে বড়রিপুর দাসত্বে নিযুক্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণে লাঞ্ছিত হ'চ্ছি। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব'লেছেন—

ভক্তিস্থিরা ভগবন্ যদি স্যাৎ-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মুক্তভক্তের সেবা করবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করে এবং মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। শুধু তাই নয়, যে সেবা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবান নিরপেক্ষ হ'য়েও ভক্তবৎসল, অজিত হ'য়েও ভক্তজিত, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হ'য়েও ভক্তের সেবায় আকৃষ্ট হ'য়ে যান, সেই সেবাই যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তা'তে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যে অপ্রাকৃত সেবামাধুর্য্যসাক্ষাৎ ভগবান্কেও আকর্ষণ ক'রতে পারে, সে গুরু যে কত সুমহান্, তাহার কি সীমা যে তা' বর্ণন ক'রতে পারে! বর্ত্তমান যুগের আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ যে, জগৎ জুড়ে এক নব্য কীর্ত্তন-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্বের ঘরে ঘরে পূজিত হ'চ্ছেন, তাঁ'র সেই পরম পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর স্মৃতিও ঘরে ঘরে যুগপৎ বিরাজ ক'রবে। সুতরাং আজ আমরা যে এহাদৃশ এক আদর্শ বৈষ্ণবের শ্রীপাটে আশ্রয় সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি, এখান হ'তে তাঁর আদর্শ সেবা-বৃত্তির কণিকা মাত্রও যদি ভিক্ষা পেতে পারি, ভিক্ষুক আমি, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আর তাঁ'র

অহৈতুকী কৃপায় আমার ব্যক্তিগতজীবনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবায় আরূঢ় হইবার যে কিছু সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি, তজ্জন্য তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ত্রিপাদ ভারিমহারাজের বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে এদিনের মত সভা ভঙ্গ হয়

পুরুলিয়ায় তৃতীয় দিবস

শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ২৪ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আচার্য্যাত্মিক প্রভু চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সজ্জন-সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদসেবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য চলিয়াছিল বলিয়া এই দিবস পাঠ আরম্ভ হইতে কিছু বিলম্ব হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টা পাঠের পর শ্রীল অর্চ্চন মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা কীর্ত্তন করেন।

প্রসাদ-বৈচিত্র্য

দিবসত্রয় ব্যাপিয়া আচার্য্যাত্মিক প্রভু যেরূপ বিবিধ বৈচিত্র্য-পূর্ণ প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। ঘৃতান্ন, মেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পুরী, বিবিধ ব্যঞ্জন, ক্ষীর, সর, নবনীত, দধি, দুগ্ধ, পরমান্ন ও বহু-প্রকারের মিষ্টান্নের যেরূপ প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল, আর কৃষ্ণদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপ পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আবার অনেক সময় অন্য সেবকের পরিবেশনে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিজেই যেরূপে পরিবেশন-কার্য্যে সহস্র-হস্ত হইয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কিরূপ কায়-মনো-বাক্য, প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য—সর্ব্বস্ব দিয়া করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য হয়। সকলেই একবাক্যে, শুধু মুখে স্বীকার করা নহে, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পুরুলিয়া-গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের দিবসত্রয় অবস্থান-কালে যে প্রকার কীর্ত্তন-প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল—যে প্রকার শুদ্ধ-বৈষ্ণবসেবার প্রাণময় আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল—যে প্রকার আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য—'জয়শ্রী'র একটি প্রধান বৈভব।

যাঁহারা এই উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সমুখে তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। প্রভুপাদের সেবক-বাৎসল্যের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন— তাঁহার পুরুলিয়া-বিজয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া কোন কোন শুদ্ধ পরমহংসের কথা বলিলে প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ কত স্নেহভরে বলিয়াছেন —"কৃষ্ণ বাবুর গৃহে গেলেই আমার অনুভব হবে।"

কৃষ্ণদা'র সৌভাগ্য-বলে আজ পুরুলিয়া-গ্রামের হাট ঘাট মাঠ বাট—সবই সৌভাগ্যবান্—ধন্য—ধন্যাতিধন্য। তৃতীয় দিবস পুরুলিয়ার হাটবার ছিল, প্রভুপাদ স্বেচ্ছায় পরমকরুণ হাট-দর্শন-ছলে বহু জীবের সৌভাগ্য অর্জ্জনের অবসর প্রদান করেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু প্রভুপাদের এই লীলা-দর্শনে অনেকবার পুরুলিয়াগ্রামকে মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া দণ্ডবদ্ভক্তি-জ্ঞাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুরুলিয়ায় চতুর্থ দিবস

(২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শুক্রবার)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন শুনিয়া গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন— "আমরা এমন আনন্দ জীবনে আর কখনও পাই নাই।" প্রায় ১১॥ ঘটিকার সময় প্রভুপাদ শিবিকা-যোগে রঘুনাথপুর (ষ্টীমারষ্টেশন) যাত্রা করেন। শুভাগণ ও গ্রামবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু বিবাহ-প্রস্তাবের সময় সদোক্তি কৃষ্ণদার সহিত পুরুলিয়া-গ্রামকে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম-পদাঙ্ক-পূত মহাপুণ্যতীর্থক্ষেত্র জ্ঞানে দণ্ডবৎ প্রণতি করেন। অনেক ভক্ত তৎকালে তাঁহার বিচার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথপুর ষ্টেশনে প্রায় ১॥ টার সময় ষ্টীমার আসে। প্রভুপাদ ষ্টীমারে আরোহণ করিবার সময় তাঁহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থ তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চিত্রাঙ্কট মুখরিত হইয়া উঠে। তটস্থ সকলেই প্রভুপাদপদ্মের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। ষ্টীমার খানি দর্শনের অন্তরাল না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই একদৃষ্টে প্রভুপাদের দিকে চাহিয়া থাকেন। প্রভুপাদও তাঁহাদের আত্মিদর্শনে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিতেছিলেন।

ষ্টীমার প্রায় ৪ঘটিকার সময় গৌরহাটপুর পৌঁছায়। প্রায় ৪॥ টায় কলিকাতার ট্রেণ পাওয়া যায়। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যাত্মিক প্রভুর ভবনে দিবসত্রয় শুভবিজয় উপলক্ষে উৎসবকালে পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু সজ্জন উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৪০; ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৩৪ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

চত্বারিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী

দ্বিতীয় অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ সংখ্যার পর)

[সময়—শ্রীগৌরজন্মবাসর, অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকা ;
স্থান—শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাটমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ]

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববৎ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজী "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই ধারে তৃণাপেক্ষা অতি হীন"—এই গীতটি কীর্ত্তন করিবার পর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা-ক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসরস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

মিঃ আওয়াল (যিনি চলিয়া যাইবার অল্পেণ ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী), শ্রীল প্রভুপাদের বোম্বাই-বিজয়-কালে মোটরযানাদি প্রদান করিয়া সেবা এবং হরিকথা-প্রচারে নানাভাবে সহায়তা) ; মিঃ কিষেণ চাঁদ চেলারাম, বোম্বাই (শ্রীল প্রভুপাদের বোম্বাইনগরে

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বিজয়-কালে তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত সমুদ্রোপকূলস্থ স্বীয় সুবৃহৎ প্রাসাদ প্রদান ও প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা); বোম্বের ভূতপূর্ব্ব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কল্যাণজি কারামসি ধামজি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীবেন (শ্রীপাদ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের লণ্ডনযাত্রা-কালে শীতবস্ত্রাদির আনুকূল্য বিধান); বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার ফ্রেডারিক হিউ সাইকস্ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুরোপে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে সহায়তা); মিঃ এফ্, টি, জিনওয়ালা—প্রেসিডেন্ট বোম্বে খিওসফিক্যাল সোসাইটি (বোম্বে নগরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের হরিকথা-প্রচারে সহায়তা); মিঃ ব্রীচ্—সেক্রেটারী, বোম্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটি (ঐ); শেঠ যদুমদাস ত্রিভুবন দাস, বোম্বে (জন্মৈশ্বর্য্যপ্রভ-শ্রী-সম্পন্ন হইয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসারার্থ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা); কেশব লাল ভোঁসলে (বোম্বাই নগরে প্রচারকার্য্যে সহায়তা); মিঃ বিশ্বেশ্বর এস্ মান্‌ডেকর কর্ণাটি ব্রাহ্মণ, বোম্বাই (ঐ) সিরিডসো রত্নমণ্ডী ভাচ্ছা, বোম্বাই (ঐ); মিঃ জন জামসেদজী কণ্ট্রাক্টর ওয়ালা, বোম্বাই (ঐ); প্রফেসার এ,এম্, মোদি এম-এ, এস্-টি-সি-ডি. বোম্বাই (ঐ); দ্বারকা দাস কল্যাণ দাস ও ভগবান্ দাস কল্যাণ দাস, বোম্বাই (ঐ); মিঃ এস্, জি, নায়কর্ণি, বোম্বাই (শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বিশেষভাবে আলোচনার জন্য মঠ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ এবং প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে আনুকূল্য); রাও বাহাদুর এস্ এস্ তালমাকি বি-এ, এল্-এল্-বি, রিটায়ার্ড ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট, বোম্বে (প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); মিঃ সদাশিব গুরুরাও দালভেশ্বর, বোম্বাই (ঐ); মেসার্স জি, মোহনদাস বাদবজাই কামাল্‌দী, বোম্বাই (ঐ); শ্রীযুক্ত কালী-চরণ দাস ঘুষেলার, বোম্বাই (বোম্বে গৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবা ও অন্যদেশে শ্রীভগবদ্বাণী প্রচারে নানাপ্রকারে সহায়তা); শ্রীযুক্ত বৃন্দিচাঁদ পোদ্দার, বোম্বাই (প্রচার-কার্য্যে সহায়তা), মিঃ বাবু রাও শেলভেকার, বোম্বাই (ঐ); মিঃ এস্, এল্, কন্‌ভিন্‌দে বি-এ. বোম্বাই (ঐ), মিঃ ডি, পি, ঘুরুইস্ বি-এ, বোম্বাই (ঐ); মিঃ কে, এস্ মোডাক্কল, বোম্বাই (ঐ),

মহারাজ শ্রীশ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মা বাহাদুর খাক, জেপুরের মহারাজ (মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার-বহনাঙ্গীকার এবং শ্রীমন্দিরের কার্য্যারম্ভ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসারে উৎসাহ); মিঃ পুন্না রেড্ডি আই-সি-এস্ দেওয়ান, জেপুর ষ্টেট (মাদ্রাজমঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তঃ), শেঠ যমুনাদাস, রুক্মনপুর (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা);

মহারাজ-রাজশ্রী এম্, মুথুস্বামী, প্রাডার, নক্কান, মাদ্রাজ (অবোবলম্বে পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য অঙ্গীকার) মিঃ টি, পনিরসু পিল্লে ধর্ম্মপ্রাণ, মাদ্রাজ ('শ্রীকৃষ্ণভবন' নির্ম্মাণ ও মাদ্রাজে প্রচারকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা), মহারাজ-রাজশ্রী টি, পি, রামস্বামী পিল্লে অবর্ষণ, মাদ্রাজ (মাদ্রাজগৌড়ীয়-মঠের শ্রীবিগ্রহের সম্বৎসরের ভোগের জন্য তণ্ডুল প্রদান ও প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা); দেওয়ান বাহাদুর রামলিঙ্গম্ আয়ার, রিটায়ার্ড চীফ ইঞ্জিনীয়ার, মাদ্রাজ (মাদ্রাজে প্রচার-কার্য্যের সহায়তা); মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর রিজ এয়েলেন্সী সার জর্জ্জ ফ্রেডারিক হ্যান্‌লি (মাদ্রাজে ও লণ্ডনে প্রচারকার্য্যে সহায়তা); চালাপল্লীর রাজা সাহেব (দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও ইংরাজী ভাষা-ভাষ্য-সহিত ব্রহ্মসংহিতা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন); মিঃ এ, আর, ভাট, মাদ্রাজ (প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); মিঃ রামানুজ চেট্টি, পেরেম্বেদুর (শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা ও প্রচারকার্য্যে সহায়তা);

মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস্, কালেক্টার, বেনারস্ (কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বৃক্ষ প্রদেশে প্রচার-কার্য্যে ও কাশী সাম্বৎসরিক প্রদর্শনী-সম্পর্কীয় বিবিধ সেবায় সহায়তা); মিঃ আর, এন, সেন এম্-এস্-সি (লীড্‌স্), এম্-এ, এফ্‌সি-এস্, প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর-কলেজ (কৃষ্ণনগরে প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); মিঃ যতীন্দ্র নাথ বসু এম্-এ, এম্-এস্-সি (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শুধু বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে নহে, ভারতের বাহিরেও যাবতে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকারে সহায়তা); শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মাইতি, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া (শ্রীপাদ নেমি মহারাজকে লইয়া গিয়া হরিকথা প্রচার-কার্য্যে সহায়তা), শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ দত্ত, সোকার, বাঁকুড়া (শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারে সহায়তা), শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, উকীল, বাঁকুড়া

(ঐ); শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, বাঁকুড়া (ঐ); শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সিংহ, নায়েব বাঁশী বাসমণি ষ্টেট্ শিবনাথ-পুর, ২৭ পরগণা (শ্রীগৌর সারস্বত মহারাজের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চাটার্জ্জি, বগলাচাট ২৪ পরগণা (হরিকথা-প্রচারে সাহায্য); শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্, ব্যবহারাজীব, রঙ্গপুর (শ্রীগৌর নেমি মহারাজের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা); শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মিত্র, ম্যানেজার, রঙ্গপুর (সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য); ডব্লু, বি, এন্, মিত্র, চাই কমিশনার (লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সিংহ এম্-এ, বি-এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ধানবাদ (প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত যতিনী মোহন ঘোষ, উকিলবাবু, ধানবাদ (ঐ); শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন সেন, ঢাকা (শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয় মঠের প্রচার কার্য্যে সহায়তা); ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত হরলাল চালনাস, চেয়ারম্যান, বম্বে মিউনিসিপালিটী (ঐ);

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়, কলিকাতা (শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় সমর্পিতপ্রাণ আদর্শ-সেবক ; শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের ভজন-মন্দির-নির্ম্মাণ, শ্রীযোগপীঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীর সুবৃহৎ মন্দির ও নাটমন্দির নির্ম্মাণ-সঙ্কল্প, শ্রীধামে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদান ; ইয়োরোপে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ আনুকূল্য-করণ, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীধাম-নবদ্বীপপরিক্রমা ও অন্যান্য উৎসবাদিতে প্রাণপণ সেবা, শ্রীল প্রভুপাদের তীর্থপর্য্যটনমঙ্গলে জীবোদ্ধার-লীলায় প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা ও তাঁহার নানা-প্রকারে সেবা, কুরু-ক্ষেত্র, শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও কাশীতে পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবিধ সেবা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চতুর্থসংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থার বহন প্রভৃতি নানা ভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ভক্তিকে বিজয় করিয়া ভক্তিবিজয় প্রভু তাঁহার "ভক্তিবিজয়"—এই গুরু-দত্ত গৌরাশীর্ব্বাদের উপযুক্ত পাত্ররূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন);

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, কলিকাতা (শ্রীগৌরবিনোদপ্রাণ ও শ্রীগৌরবিনোদানন্দভক্তির মূর্ত্তাশ্রয়-সেবায় বন্ধাদি প্রদান, লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের জন্য ভগবৎসেবোপকরণ প্রেরণ ও তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রবণ-কীর্ত্তনে উৎসাহ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী অতীব প্রশংসার্হ);

বালীগাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী (শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রদ্ধাবান্, মুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ আনুকূল্য প্রদান, বালিগাটি শ্রীসদাইগৌরাঙ্গ মঠের সেবা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা)।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, গভর্ণমেণ্ট অডিটার, বিহার ও উড়িষ্যা (শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ অকৃত্রিম সেবক, বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, মুঙ্গেরে হরিকথা-প্রচার এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যে নানা-প্রকারে সহায়তা)।

অষ্টোত্তর শতশ্রীযুক্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় শ্রৌতী মহারাজের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-নিষ্ঠা বর্ণন করিতে গিয়া বলেন—শ্রীপার্ব্বতী দেবীর "কাহার আরাধনা শ্রেষ্ঠ ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবরাজ দেবাদিদেব মহাদেব ব'লেছিলেন—সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তা' হ'তেও আবার তদীয় ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ ; কেননা অপরাজিত, অজিত, স্বাধীন ভগবান্‌ও যাঁ'র প্রেমে পরাজিত, জিত, পরাধীন হ'ন, সেই ভক্তের গুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভগবানে রতি কি প্রকারে হ'তে পারে ?

সর্ব্বস্ব দিয়ে সংসার করে, এরূপ লোকের অভাব নাই ; কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়ে গুরুসেবা করেন, ইহা শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ। আমরা চোখ দিয়ে রূপ দেখি, কিন্তু সে চোখ যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁ'র কোন সন্ধান রাখি না ! চক্ষু দান করেন যিনি, তাঁ'র প্রতি সেবা-বুদ্ধি থাকলেই মঙ্গল। শ্রীগুরুদেব কোন্ চক্ষু দান করেন ? শাস্ত্র বলেন—

"শ্রুতি-স্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

বিপ্রগণের শ্রুতি ও স্মৃতি—এই দু'টি চক্ষু। ইহার একটির আনুগত্য ছাড়লে 'কাণা' আর দু'টির আনুগত্য ছাড়লে একেবারে অন্ধ। আমরা শ্রুতি-স্মৃতির কোন সন্ধানই রাখি না, সুতরাং অন্ধ। শ্রীগুরুদেব আমাদিগের

নিকট সেই ত্রুটি-মুক্তির সন্ধান ক'রে জ্ঞান চক্ষু দান ক'রে থাকেন। ঈশ ঠাকুর মহাশয় গান ক'রেছেন—"চক্ষুদানে দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।" জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সেই জগতের স্রষ্টা ভগবানের সঙ্গেই বা আমার সম্বন্ধ কি, তিনি সেই সম্বন্ধ-জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যাঁরা সর্ব্বস্ব দিয়ে সেই গুরুদেবের সেবা করেন, তাঁদিগকে গুরুদেবই উত্তমরূপে জানেন। শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা ক'রে তাঁর সেবকের মহিমা জানান, তবেই আমরা জান্তে পারি।

শ্রীপাদ সেমি মহারাজ

ইনি প্রাচীন হ'লেও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবাণী প্রচারে ইহাঁর অসমা উৎসাহ। ইনি একজন উত্তম বক্তা। বোম্বে, মাদ্রাজ, শিকারপুর, দ্বারকা প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা প্রচার ক'রে বহুলোকের উপকার ক'রছেন। যাঁরা [illegible] ভগবানের সেবায় সম্পত্তি কোন ক্রমেই ভগবৎসেবায় লাগাতে চান না, ভগবৎসেবোপকরণ নিজেদের ভোগে লাগাতেই ব্যস্ত, তাঁরাও এঁর কথা শুনে ভগবৎসেবার বিচার-বিশিষ্ট হন। ভোগীর ভোগ-প্রবৃত্তির কতকগুলি অধিক সেবা-প্রবৃত্তি থাকলে তবে একজন ভোগীকে সেবার দিকে আকর্ষণ করা যায়। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও নবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠের নানাপ্রকার সেবা-দ্বারা ইনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ

ইনি শাস্ত্রবিচারে দক্ষ একজন সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একজন সুবক্তা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক সনাতনশিক্ষা-বিবৃত নীরস শুষ্ক মায়াবাদ-মতবাদ কষ্টবৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব-স্থান কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সনাতনী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-দ্বারা প্রেমবন্যা আনয়ন ক'রেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় কাশীতে শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম"-গ্রন্থ প্রচারার্থ যে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হ'য়েছিলেন, তা'তে শ্রৌতী মহারাজের সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়া। তাঁর হিন্দী 'ভাগবত' পত্রের প্রবন্ধ-লিখন ও 'প্রুফ্' সংশোধনাদি সেবাও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাকে ধন্যবাদ দিবার পাত্র আমরা নই, তাঁর কৃপারই প্রার্থী।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয়) শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা পূর্ব্বক বলেন—

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হ'তে আচার্য্য ও গুরুবর্গ আমার উপর মহাপ্রভু ও তাঁর মনোহভীষ্টপূরণকারী শ্রীগুরুদেবের যাঁরা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ, তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের গুণকীর্ত্তনের আদেশ প্রদান ক'রেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ

অবশ্য ভারতী মহারাজের নাম বল্‌বা-মাত্রই আপনারা তাঁকে সকলেই জানেন ও চেনেন। তাঁর অদ্ভুতপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অতুলনীয় বাক্তিত্ব—প্রভাব—হরিকীর্ত্তন প্রভৃতি গুণ তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গেই সুবিদিত। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীধাম-সেবার সৌষ্ঠব-বিধানে, গুরুপাদের মনোহভীষ্টপ্রচার-চেষ্টায় তিনি সর্ব্বক্ষণ উৎসাহময়। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি যে সময় ঢাকা-মাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবাদি উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান ক'রছিলেন, সে সময় কিছুদিন তাঁর সঙ্গে আমার থাকবার সুযোগ হ'য়েছিল। তা'তে আমি দেখেছি, ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে ভারতী মহারাজের নাম ও বাক্তিত্ব যেন একটি প্রবাদের মত প্রচারিত। তিনি আস্‌বেন শুন্‌লে তাঁরা একমাস আগে প্রস্তুত হ'তে থাকেন, আস্‌বেন না শুন্‌লে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁদের সেই বিমর্ষবদন দেখে দুঃখ হয়। তাঁর মনমনসিংহে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আদর্শ যাঁরা প্রত্যক্ষ ক'রেছেন, তাঁরাই জানেন—যাঁরা ভাগবতিক অভিমান-পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রে-ছিলেন, তাঁরা পর্য্যন্ত এসে তাঁর কাছে কিরূপ নতশির হ'য়েছেন, তাঁর মুখে ভাগবতকথা শুনে কত আনন্দ প্রকাশ ক'রেছেন, এমন কি অনেক বিপক্ষ লোকও (বিপক্ষতার কারণ আর কিছুই নয়—গৌড়ীয়মঠ কি ব'লছেন না জেনে) তাঁর কথা শুনে আচার্য্যের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। বিশেষতঃ এবার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আমি অনেক প্রকারে লাভবান। আপনারা জানেন—ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হ'তে 'সরস্বতী-জয়শ্রী' নামক বিরাট্ গ্রন্থের সেবা পরিচালিত হ'চ্ছে, তা'তে নানাভাবে নানা কাজ করার জিনিষ আছে। এতবড় একটি সেবায় অধিকন্তু আনুকূল্য ত' আছেই, তা'

ছাড়া উৎসাহ ব'লে কেউ কিনিষ আছে, সেটা সব চেয়ে বড় তথা। ভারতী মহারাজ ঢাকায় অবস্থানকালে আমাদের সেই উৎসাহকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে অহর্নিশ সেবা-কার্য্যে দিনে রাতে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে। ভারতী মহারাজ রাত্রিতে উঠেও আমাদের কখন কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, গুরুপাদপদ্মের কথা স্মরণ ক'রে দিয়েছেন— প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য দিয়ে নানা প্রকারে 'অহর্নিশ' সেবা-কার্য্যে সহায়তা ক'রেছেন। তাঁর হাতের লেখা যেন "মুক্তার পাতি", তাতে আবার তাঁর আর একটি প্রধান গুণ যে, তিনি খুব শীঘ্র শীঘ্র অনেক কাজ দিতে পারেন, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছে অনেক প্রকারে ঋণী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার দিক্ দিয়ে বিচার ক'রতে গেলে অনেক অপূর্ব্ব-গুণ-সমাবেশ তাঁতে পাওয়া যায়। ভারতী মহারাজের নাম ক'রলেই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা বা শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা সকলেই তাঁর সেবার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। তাঁরই তুলনা তাঁতে। তিনি অনন্যসদৃশ।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ

আর একজন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাগত-প্রাণ মহাত্মা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ। সাগর যে কতদূর গভীর—কত মহার্ঘ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পদের আকরস্থল, অভক্তিরাজ্যের লোক আমরা, তাঁর এক বিন্দুও স্পর্শ করবার যোগ্যতা বা শক্তি আমাদের নাই, তাঁর তটদেশেও আমরা উপস্থিত হ'তে পারি না। তাঁর সরলতা, অকৃত্রিমতা, স্বাভাবিক সেবানুরাগ, হরিসেবায় প্রগাঢ় অভিনিবেশ, শ্রীগুরু-সেবায় সহজ-সমাধি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি শত মুখে প্রশংসনীয়। তাঁর হরিকীর্ত্তনের সময় হয়ত শ্রোতা একে একে সব উঠে গিয়েছে, কেউ নেই; কিন্তু তিনি অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন ক'রছেন, কে শুনছে না শুনছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। গুরুদেবের আদেশ— হরিকীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য, সেই ব্রত পালন ক'রতে হ'বে, এটিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য; তা'তে লোকে কি মনে করে না করে, এদিকে তাঁর দৃষ্টি নাই। তবে যেখানে গুরুবৈষ্ণবের সেবা উল্লঙ্ঘিত হয় বা সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, সেখানে তিনি সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করেন। তাঁর দেহ মধুর চরিত্র, বাক্য সৌম্য মূর্ত্তি, বাইরের দিকে কোন জাঁকজমক নাই—পাণ্ডিত্যের ঘটা—বাগ্‌বৈখরীর ঘটা নাই, সরল সহজ কথা—তা'তে ত্রুটী বা ক্রম-বিচ্যুতি থাকলেও তা' এত অকৃত্রিম—এত সহজ এবং তা'তে এমন একটি মধুময়—প্রাণময় ভাব—ঐকান্তিকতা আছে যে, তা' সকলেরই চেতনকে স্পর্শ করে। শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠ-সেবক-গণ তাঁকে শ্রীভক্তিরসে 'ভাবসাগর' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। তাঁর দ্বিতীয় বা তাঁর তুলনা—তিনিই। আমরা তাঁর কৃপা-প্রার্থী।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ

একদিকে 'সাগর' যেমন অতি গভীর আর একদিকে 'গিরি' তেমনই অতি উন্নত। বামন—ক্ষুদ্র আমি, তাঁদের কা'কেও ধ'রতে পারি না। গিরি—উঁচু অথচ সরল, অভিমান নাই; কৃত্রিমতার অবগুণ্ঠনে বড় হ'ব, এ'ভাব তাঁর নাই। শ্রীগুরুদেবের বাণী শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হোক, এটি তাঁর বড় চেষ্টা। তিনি অনন্য উৎসাহে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার ক'রছেন। তাঁর পরিব্রাজক নাম সত্যসত্যই সার্থক হ'য়েছে। তিনি এই অল্প বয়সেই শুধু বঙ্গদেশ নহে, ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থান এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ ক'রে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রেছেন—অনেক উচ্চশিক্ষিতাভিমানীকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট ক'রেছেন। তাঁর শান্ত সৌম্য মধুর মূর্ত্তি দর্শন ক'রে, তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃতা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অমৃতময়ী— প্রাণময়ী—স্বরূপোদ্বোধনী বাণী শ্রবণ ক'রে অনেক নাস্তিকও আস্তিক হ'য়েছেন—ভগবৎসেবার বিচার বহন ক'রেছেন। তাঁর বৈরাগ্যও আদর্শস্থানীয়—যেখানে ভীষণ শীত, সেখানে আমরা অনেক সময় তাঁকে খালি গায়ে দেখেছি, উহা যে কেবল লোক-দেখান'র জন্য, তা' নয়, তিনি হরি-সেবায় এত সমস্ত যে, শারীরিক সৌখ্যাদির দিকে তাঁর আদৌ দৃক্‌পাত নাই। হরিকথা প্রচারের জন্য ভারতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা তথা সম্ভ্রান্ত প্রধান ইয়োরো-রাজপুরুষগণের সঙ্গে তাঁকে অনেক সময় দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে হয়, তা'র জন্য পোষাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর বা সুসজ্জিত হ'বার চেষ্টা তাঁতে কোন দিনই আমরা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু তাঁর মধুর ভাষা এবং প্রীতিময় ব্যবহার

সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ ক'রেছে। বিশেষতঃ এবার কিছুদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান ক'রে অত্যন্ত জড়চিন্তাপ্রবিষ্ট স্থান যে কলিকাতা, সেখানকারও বহুলোককে তিনি মঠে আকর্ষণ ক'রে হ'রে-সেবার সুকৃতি প্রদান ক'রেছেন। তাঁর গুরুপাদপদ্মের সেবানুরাগ দেখতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা আদর্শ গুরুসেবক। মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকে হরিকীর্ত্তনকারীর যে চারটি যোগ্যতার কথা ব'লেছেন, তাঁতে তা' লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর ভগবৎসেবাসৌকর্য্য-দ্বারা 'তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আকৃষ্ট ক'রেছেন, বৈষ্ণবগণও সকলেই তাঁর বশীভূত। তাঁর অন্তরঙ্গতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ ক'রতে পারলেও আমি ধন্য হ'তে পারি।

অনন্তর ত্রিদণ্ডি ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভা হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদকের শ্রীগৌড়ীয় পত্র, বিবিধ গৌড়ীয়-গৌরব গ্রন্থাবলী এবং আচার্য্য-জীবনচরিত 'সরস্বতীকরশ্রী' গ্রন্থরাজের সেবা প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক সৈন্যমুখে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়ের সম্পাদক-সভাপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন-মুখে বলেন—

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু

শ্রীগুরুদেব স্থূল শরীর দেখেই যে বেশী কৃপা করেন, তা' নয়, তাঁর কৃপা সেবানুকূল্য। যিনি যে পরিমাণে সেবোন্মুখ, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীগুরুকৃপা উপলব্ধি ক'রে আপনাকে 'গুরুদাসানুদাস' অভিমান করেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কথা আমি আর কি ব'লব, স্বয়ং গুরুদেবই তাঁর সেবা-বৃত্তির প্রশংসা ক'রে থাকেন। কি দর্শন, কি বক্তৃতা—সকল বিষয়েই তিনি প্রশংসার্হ। শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত ভক্তিসার গান করেন ব'লে তিনি 'ভক্তিসারঙ্গ'। 'গোস্বামী' শুধু বংশগত উপাধি নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন-হেতু তিনি বিজিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি—গোস্বামী। ভক্তি উপদেশই সকল উপদেশের সার; তিনি নিজে আচরণ ক'রে অন্যের আছে সেই ভক্তিসার গান করেন ব'লে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে 'মহাবদান্যোপদেশক'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান ক'রেছেন। শ্রীবলদেবের কর্ষণ-লীলায় তিনি এক-জন প্রধান আদর্শ-সেবক। তাঁর কর্ষণ-লীলা বড় নির্ম্মমতিক। মানুষকে আমরা বরং একটু ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু গোস্বামি-প্রভু তাঁর মৃত্যুসময়ের পর্য্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দিতে চান না, তাঁকে দিয়ে কিছু না কিছু সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন, বলেন—যদি তাঁর এখনও কিছু সুকৃতি হয়। তাঁর একটি বচন—"অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।" জীবের কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুকে ভোগ ক'রবার রাক্ষসী বুদ্ধিকে ধ্বংস ক'রে হরিকথামৃতের সুধা আস্বাদিয়ে দিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা তিনি শ্রীগুরুকৃপায় লাভ ক'রেছেন। যেমন বাংলা, তেমনই ইংরাজী ভাষায় তিনি এমন সুন্দর ভাবগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন যে, তা' শুনে অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয়ও অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও একটু দ্রবীভূত না হ'য়ে পারে না। শ্রীগুরুদেব তাঁকে এমনই এক মহীয়সী শক্তি দিয়েছেন যে, যা'তে তাঁর নিকট অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রে রাজঅট্টালিকা হ'তে পর্ণকুটীরবাসী ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে কেহই কিছু না কিছু হরি-সেবার বিচারবিশিষ্ট না হ'য়ে পারে না। তিনি আমাদের পূজনীয়—আদরণীয় এবং প্রিয়—পরম বান্ধব। আমি তাঁর কৃপা প্রার্থনা করি।

অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম প্রভুকে ধন্যবাদ প্রদানের ভার পাইয়া বৈষ্ণবভরে বলেন—

শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু

সজ্জনমণ্ডলি, সুধীগণ সকলেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকলেও সাধু আমাদিগকে স্মরণ-দক্ষ বৈষ্ণবগণের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করেন, তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, নির্ম্মলচিত্তে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বির্ভাব উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করি। শাস্ত্র গুরু-তত্ত্ব-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রেছেন, তাই এই সভায় গুরুমহিমা-কীর্ত্তন একটি প্রধান অঙ্গ-বিশেষ। মহাজনেরা ব'লেছেন—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা," "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন। ইহা বই ধর্ম্ম নাহি শুন সনাতন॥" আমার রোগ-শোক-মোহ-ভয়াপহৃত চিত্ত প্রসাদনের জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য দান ক'রে আমার প্রতি আজ পরম করুণা প্রকাশ ক'রেছেন।

কিন্তু আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! তিনি প্রভুপাদের প্রিয়তম, বিশুদ্ধ-সেবক এবং স্নেহবিগ্রহ, আর আমি অবিশ্বস্ত, আপনাকে 'গুরুদাস' অভিমান না ক'রতে পেরে বৈত্য-বিশেষ। তিনি আমার এই সেবা-বৈমুখ্য দূর ক'রে আমাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণ-কীর্ত্তনে সামর্থ্য দিউন, আমার জীবন ধন্য হউক, ইহাই আজ আমার একান্ত প্রার্থনা। তিনি অনন্ত গুণ বিশিষ্ট। তাঁর সুসূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সুদর্শন-সাহায্যে তিনি লোকের অন্তর্দর্শনে সমর্থ। প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতিগম্ভীর প্রভুপাদের চিত্ত বিলোড়ন ক'রতে বালক-স্বভাব পরমানন্দ অধিকারীও, প্রভুপাদ তাঁর নিকট গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রতে পারেন না। তিনি গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দের অনুগতো অভিমানী, শ্রীদামোদরের অনুগতো স্পষ্টবক্তা। মধুময় হরিসেবা-দ্বারা তাঁর জীবন মধুময়, তাঁর নয়ন মধুর। তিনি রন্ধন-কার্য্যে সুনিপুণ, স্থাপত্য-শিল্প-কলাবিদ্যায় কুশল, ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গত, কবিতা-রচনায় দক্ষ, শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অগ্রণী। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ—গরিষ্ঠ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রেষ্ঠ; আর আমি লঘিষ্ঠ, পথভ্রষ্ট, নষ্ট। সেজন্য আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রছি, তিনি পাপিষ্ঠ আমাকে 'উত্তিষ্ঠ' ব'লে তাঁর নিজরূপ নিজ-প্রকোষ্ঠে টেনে নিয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিশ্রম্ভ-সেবার অধিকার দিয়ে আমি কৃত-কৃতার্থ হ'ব।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ শ্রীধর মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলেন—

শ্রীপাদ বন মহারাজ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কালে দেখি, মহাপ্রভু স্বয়ং এবং প্রচারকগণ-দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র নাম-প্রেম প্রচার এবং জীবোদ্ধার-লীলা ক'রেছেন :—

"মধুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥"

শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদও আজ দেশে দেশে গৌরবাণী-প্রচারার্থ তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণকে প্রেরণ ক'রে এবং স্বয়ংও স্থানে স্থানে গমন ক'রে "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই গৌরবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন ক'রছেন।

"পশ্চিমের লোক সব বড় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥"

শ্রীগৌরাদেশে শ্রীরূপ-সনাতন যেমন তাৎকালিক কদাচার-প্রবণ পশ্চিম-ভারতে ভক্তি-সদাচার প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন, আজ গৌরজন রূপসনাতনাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও তেমন সেই গৌরাদেশে ভারতের পরপারে পাশ্চাত্য দেশে নিজজন পাঠিয়ে শ্রীরূপানুগ ভক্তিসদাচার প্রচার ক'রছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সেই ভার প্রাপ্ত হ'য়েছেন। বাগ্মিপ্রবর, সুপণ্ডিত শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের বাণী শ্রবণ ক'রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় আকৃষ্ট হ'য়েছেন, এমন কি যাঁ'দের বাড়ো আবহা পাশ্চিত, সেই সভাই সভ্যতা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রে আনন্দ প্রকাশ ক'রেছেন। তত্র ভাগ্যেন হোম, গর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডপ্রমুখ বহু মনীষী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। এবার লণ্ডনে ব্যাসপূজামহোৎসব উপলক্ষে গর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড প্রমুখ লণ্ডনের বহু মনীষী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন ক'রেছেন, তা'তে বন মহারাজের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবার আন্তরিকতা অকৃত্রিমতা একনিষ্ঠতার পরিচয় জলন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে— তাঁর ভক্তিময় জীবনটি তিনি দৈন্য-ভরে ঢেকে রাখ্‌তে চাইলেও তাঁর সেবা-চেষ্টা তা'তে সর্ব্বজন-সমক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। তিনি এই ধাম-প্রচারিণী সভার গত বর্ষের অধিবেশনে এখান হ'তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-আশীর্ব্বাদ নিয়ে এই অল্পসময়ের মধ্যে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধস্থানে বক্তৃতা প্রদান ক'রে এবং হরিকথা আলাপ ক'রে তত্রত্যদেশের সজ্জনমাত্রেরই চিত্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রেছেন। য়ুরোপের তথা ভারতের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-

সমূহে তাঁর প্রচার-বার্ত্তা বিঘোষিত হ'চ্ছে। এতদ্ব্যতীত এতদ্দেশেও কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট তিনি সুপরিচিত। যাঁরা শাস্ত্রের reference মানেন, 'শাস্ত্র ব'লছেন' ব'ল্লে যে কথাটা কিছু না কিছু শুনতে চান, তাঁদের কাছে প্রচার করা বরং সহজ; কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রকে একেবারেই আমাদের চোখে দেখেন না, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সঙ্গে ভয়ঙ্কর অনেকস্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে হরিভক্তির কথা প্রচার কত বড় একটি শক্তির কাজ, তা' বোধ হয় সকলে অনায়াসেই বুঝতে পারেন। "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন" শ্রীগুরুদেবের কৃপা-শক্তি লাভ ক'রে, তিনি আজ যেরূপ শুদ্ধগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার ক'রছেন, ইহা গৌরভক্তমাত্রেরই পরমানন্দের বিষয়। যাঁর শুদ্ধ-গৌরাঙ্গে অহৈতুকী ভক্তি আছে, তাঁতে যে সকলগুণই বর্ত্তমান থাকবে, এ আর অধিক কথা কি! বৈষ্ণব সকলগুণেই গুণী। আজ তিনি আমাদের নিকট হ'তে বহুদূরে থাকলেও তিনি যে মহৎকার্য্য ক'রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতি বিধান ক'রছেন, তা'তে আমরা সকলেই তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ; শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হ'তে তাঁকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ

এই শান্ত সৌম্য মধুরমূর্ত্তি প্রভুপাদের কথা আমি আর কি ব'লব, শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যাঁর অকৃত্রিম গুণা-বলীর প্রশংসা করেন, যাঁর ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে আকর্ষণ করে, তিনি যে কত মহৎ, তা' ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত এবং উত্তম বক্তা। ইনি মাদ্রাজ, বোম্বে, করাচী, শিকারপুর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে তত্তদ্দেশবাসী বহুব্যক্তির সুকৃতি সম্পাদন ক'রেছেন এবং ক'রছেন। ইনি প্রথমে শ্রীপাদ বন মহারাজের সঙ্গে থেকে অনেকদিন প্রচার-কার্য্য করেন। আমরা তাঁর গুণাকৃষ্ট—তাঁর কৃপা-প্রার্থী।

অতঃপর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ নিম্নলিখিত শ্রীগৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের বিভিন্ন সেবাচেষ্টা উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মিঃ কৃপালিনী ডেপুটিকমিশনার কর্ণাল (কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগকালে শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠে যে প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হইয়াছিল, তাহাতে নানাপ্রকার সেবা); Mr. Hume, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কর্ণাল (ঐ); Mr. Hogg O.B.E. Supdt Punjab Provincial Boy Scouts Association (ঐ); Sarder Sahib Hardayal Singh, Deputy President, Punjab Provincial Boy Scouts Association (ঐ) এবং ডাঃ রামারমণ সিংহ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা)।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু

উপসংহারে আমার দেবের স্নিগ্ধ ভক্ত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি মহোদয়ের গুণ-কীর্ত্তন-কালে স্বামীজী বলেন—ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"Fools rush in where angels fear to tread." যে বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞগণেও বুঝে উঠ্‌তে পারেন না, আমার ন্যায় অজ্ঞের কি সাধ্য যে, তাঁদের গুণ কীর্ত্তন করে! তথাপি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে তাঁর সেবকগণের মাহাত্ম্য তাঁর নিকট যা' শুনেছি, তা' যথামতি কীর্ত্তন ক'রে আত্মশোধন ক'রব। নিত্যানন্দ প্রভু কেবল নিজে গুরু-সেবা ক'রে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁর দেশবাসিগণও যা'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধন্য হন, তজ্জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে তাঁদের নিকট পাঠ, বক্তৃতাদি-দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার ক'রছেন। তাঁর সেবা-প্রাণতায় আকৃষ্ট হ'য়ে বহুলোক সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধন্য হ'চ্ছেন। যে সমস্ত জীবন্মুক্ত চয়ন ক'রে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা ক'রছেন, তা' যে কত সুন্দর—কত মধুর, তা' ভাষা-দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। কত সরল-হৃদয় ব্যক্তি, যাঁরা সদ্‌গুরুর—সৎসিদ্ধান্তের সন্ধান না পেয়ে অনিবেদিত অবস্থায় আত্মসোপন ক'রছেন, নিজে উত্তম প্রেমোবস্তুর সন্ধান লাভ ক'রে সেবাতীর্থ প্রভু তাঁদিগকে প্রেমের সন্ধান দিয়ে সত্য সত্যই পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন ক'রছেন। তাঁরই সেবোন্মাদে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় আসাম দেশে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারার্থ 'কীর্ত্তন' পত্রের আবির্ভাব।

" কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন-দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ক'রে যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে একমাত্র হরি-সংকীর্ত্তন-দ্বারাই তাহাই লাভ হ'য়ে থাকে। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥" তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" "যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তথা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" নামই সাধন ও সাধ্য, যা'তে আমাদের সেই নাম-সংকীর্ত্তন নিরপরাধে হয়, সেই জন্যই প্রভুপাদের কৃপায় তথায় 'কীর্ত্তন'-পর্ব্বের আবির্ভাব হ'য়েছে; কিন্তু "উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ" ন্যায়াবলম্বী অনেকেই এখনও কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য উপলব্ধি না ক'রতে পেরে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ-মতাবলম্বী হ'য়ে অনর্থ বরণ ক'রছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু যেরূপ অসমোর্দ্ধ উৎসাহে 'কীর্ত্তন'-প্রচারে ব্রতী হ'য়েছেন, তা'তে অচিরেই আমাদের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার হ'বে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাণী সার্থক হ'বে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তাঁর গুণের অভাব নাই। সেবাতীর্থপ্রভু অনেক গুণে গুণবান্ হ'য়ে সেই গুণ-সমূহ-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সম্পাদন ক'রছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরা ধন্য হ'ব।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে পঞ্চ-দিবস প্রাতঃ ৮ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ঘোষণা করিয়া সভা-ভঙ্গ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরাবির্ভাব-স্তুতি কীর্ত্তন আরম্ভ করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৪৮ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিষমসমরবিজয়ি-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-পরম শ্রী-মহারাজ-শ্রীমদ্বীরবিক্রম-
কিশোরদেববর্ম্মমাণিক্যবাহাদুর-মহামহোদয়ায় প্রদত্তম্।

শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ পতিরুত্তমঃ।
বঙ্গমুখ্যনরাধীশঃ শ্রীচন্দ্রবংশনন্দনঃ ॥
বৈষ্ণবনৃপতিশ্রেষ্ঠপূর্ব্ববংশ্যপদানুগঃ।
বয়সাতিনবীনোঽপি প্রবীণো জ্ঞানসম্পদা ॥
স্মিতসুবদনঃ শান্তঃ শ্রীমান্ সচ্চরিতাশ্রয়ঃ।
বিদ্যাবিনয়সম্বৃদ্ধঃ সদ্ব্যবহারকোবিদঃ ॥
প্রজানুরঞ্জকো রামঃ শিবিরাশ্রিতরক্ষকঃ।
রাজর্ষির্জনকঃ সাক্ষাৎ পুণ্যকীর্ত্তির্ভগীরথঃ ॥
দাতা কর্ণো-রঘুঃ শূরঃ সত্যধর্ম্মা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিষ্ণুভক্তিপরশ্চাপি পৃথুপ্রিয়ব্রতপ্রভঃ ॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্বং স্বাগতেন ভবান্ যতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎপ্রীতিমদর্শয়ং পরাম্ ॥
ভবতঃ পূর্ব্ববংশ্যাশ্চ পতয়োঽস্যাঃ সুসংসদঃ।
শ্রীমদ্বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিপ্রচারণপরায়ণাঃ ॥
তৎ কৃতজ্ঞত্বধর্ম্মেণ শ্রীগৌরপদপঙ্কজে।
ধর্ম্মং যশস্করং দীর্ঘমায়ুঃসংপ্রার্থ্য সর্ব্বতঃ ॥
গৌরাশীর্ব্বাদরূপেণ তুভ্যং সভ্যগণৈর্মুদা।
ধর্ম্মপুরেশ্বর-প্রখ্যমুপনাম সমর্পিতম্ ॥
ভবন্তমাশ্রিতা সুনেতৃবর্য্যং
শ্রীধামমাহাত্ম্যমনন্তরূপম্।
সন্তঃ পৃথিব্যামপি বিষ্ণুধর্ম্মং
নিরন্তরং সংসু প্রচারয়ন্তু ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কায়স্থবংশাকরমুদ্বাকর-
বসুন্ধরঃ সর্ব্বগুণাশ্রিতাত্মা।
বঙ্কীন্দ্রনাথঃ সুনয়প্রধীনঃ
শ্রীমানসৌ ধীরকুলাগ্রগণ্যঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠস্যাতিহিতার্থী সজ্জনপ্রিয়ঃ।
এম্-এ, সি-এল্ উপাধিশ্চ এম্-এল্-ডি-পদলাঞ্ছনঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তস্মিন্ সমর্পীতে।
জ্ঞায়মিতিরিতি-খ্যাতবসুধাধিভূষণং বুধা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনবীনাগভূতাগ-সুশাসকবরস্তু যঃ।
জ্ঞাননিষ্ঠৈকচিত্তঃ সদ্ধর্মভক্তিপ্রচারকঃ॥
প্রজাসুবৎসলঃ শ্রীমান্ সজ্জনপ্রীতিমান্ সদা।
স্বাধিকারোচিতে কৃত্যে জাগরূকঃ সুপণ্ডিতঃ॥
শ্রীযুতচরণাখ্যোঽসৌ বসুপনামভূষণঃ।
জ্ঞায়নিধুরিতিখ্যাতিপ্রবরেণাত্র পূজ্যতে॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সংকায়স্থকুলাম্বুধীন্দুসদৃশঃ শ্রীমান্ কুমারঃ সুধী
প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সুচরিতঃ শ্রীবৈষ্ণবপ্রীতিমান্।
শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রচারবিষয়ে সচ্চেষ্টয়া সর্ব্বতঃ
প্রাপ্তসাহেমুপাধ্যায় উমেশ সংজ্ঞিঃ প্রধীয়তে।
'ভুবনমঙ্গল'-প্রখ্যমুপনামাঙ্ক সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধামমায়াত্মা প্রকাশকৃতো
বিশুদ্ধসিদ্ধান্তগিরাং প্রচারে।
শুক্লানুগাঃ যত্নতঃ সদৈব
যত্র প্রচেষ্টাবিনচিত্তলগ্না॥
বাগ্মিপ্রধানঃ প্রবরো বুধানাং
যো ভক্তিসারস্বতপদ্ধতিশ্চ।
অপ্রাকৃতাখ্যো বিদবদ্বরেণ্যঃ
সাধুচিতাশেষগুণৈকধামঃ॥
রাজতাং শ্রীযুতে তস্মৈ দীয়মানোঽত্র সাদরম্।
উপাধিপ্রবরঃ সত্যি মহাসহোপদেশকঃ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাভিধে পরে।
বাণেষুবসুগুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুর্ব্বীষ্টপ্রচারেষু মহোৎসাহপরায়ণঃ
নিপুণস্ত্যপি সংশিক্ষাপ্রদর্শনীক্রিয়াসু যঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং সমর্পিতমতিঃ সদা।
মধুরস্বভাবঃ শ্রীমান্ ধরণীব ইতি শ্রুতঃ।
ব্রহ্মচারিবরায়াস্মৈ তস্মৈ সদ্ভ্যঃ প্রদীয়তে।
মহোপদেশকখ্যাতিস্তদ্গুণাকৃষ্টমানসৈঃ।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাভিধে পরে।
বাণেষুবসুগুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে কৃতী।
বৈষ্ণবশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যানিপুণো বাগ্মিতাযুতঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমদ্গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
সিদ্ধস্বরূপনামায়ং শ্রীমান্ সদ্গুণরাজিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদৈক্যৈর্মুদা বিরাজতে।
মহোপদেশকখ্যাতিপ্রবরেণাদ্য সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাভিধে পরে।
বাণেষুবসুগুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সঙ্কীর্ত্তনে কৃষ্ণকথোপদেশে
গৌড়ীয়পত্রস্য প্রকাশনে চ।
সদানুরক্তো গুরুভক্তিযুক্তঃ
শ্রীমান্ সুধীঃ সজ্জনিতঃ সদাত্মা।
ব্রহ্মচারিবরায়াস্মৈ প্রণবানন্দনামিনে।
মহোপদেশকখ্যাতির্দীয়তে সজ্জনৈর্মুদা।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাভিধে পরে।
বাণেষুবসুগুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রভোঃ প্রিয়ঃ শিষ্যগণাগ্রগণ্যো
বিশ্রম্ভসেবাধিকৃতঃ সুধীরঃ।
স্থাপত্যমূদ্গায়ণলাঞ্ছনৈশ্চ
স্বলঙ্কৃতঃ সজ্জনিতাভিধশ্চ।
তস্মিন্ শ্রীপরমানন্দব্রহ্মচারিমহোদয়ে।
সজ্জনোত্তমসংখ্যাতে বিদ্বদ্বরপদাশ্রয়ে।
'উপদেশক' ইত্যেতন্নামা সমং বুধৈঃ।
উপাধিরর্প্যতে 'ভক্তিসুন্দর' ইতি সম্মদা।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাভিধে পরে।
বাণেষুবসুগুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সঙ্ঘানুগ শ্রীগুরুগৌরসেবয়া-
সম্পাদকঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তঃ।
সভাপতিঃ সভাপৈকসারী
গুরুপ্রমোদঃ কৃতিরত্নবর্ষঃ।
শ্রীবিনোদবিহারাখ্যো ব্রহ্মচারিবরো মুদা।
উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্না বিমণ্ডিতঃ।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুসাকাঙ্ক্ষে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

ওঁ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগৌরসদ্ভক্তিবুধৈর্ভূরিবিমণ্ডিতঃ।
প্রাজ্ঞশ্চরিত্রঃ শ্রীমান্ নৃণাং সদ্বিনয়ালয়ঃ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্যবিহারাব্জমধুব্রতঃ।
প্রধানাধ্যাপকত্বেন বিদ্যাবধিপ্রদর্শকঃ।
সদ্ভক্তেষ্বাসিষু সদা সদাদর্শঃ সুহৃৎসদঃ।
পরমনিপুণশ্চাপি সদ্বিদ্যাধানকর্ম্মণি।
কিশোরীমোহনো ভক্তিবান্ধবঃ পরমঃ স্তুতৌ।
বি-এ, বি-এলুপাহ্বোঽহং সজ্জনপ্রীতিদায়কঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভোত্রত্ন বিভূষিতঃ।
উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্না সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুসাকাঙ্ক্ষে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

ওঁ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধামনিলয়ে শুদ্ধভক্তবর্গো সভাং নতে।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্যবিহারাব্জমধুব্রতে।
সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধান্তোপদেশাদিসুনিপুণে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদাখ্যেঽস্মিন্ ভক্তিগুণাকরে সতি।
উপদেশক ইত্যেব উপাধিরর্পিতো মুদা।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুসাকাঙ্ক্ষে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

ওঁ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সুসিদ্ধান্তাশ্রিতঃ কৃষ্ণকথোপদেশপাটবঃ।
শ্রীগুরুগৌরসেবায়াং সমর্পিতমতিঃ সদা।
বিশুদ্ধচরিতঃ শান্তঃ শ্রীবৈষ্ণবগণপ্রিয়ঃ।
শ্রীমদ্গদাইগৌরাঙ্গমঠদাসেবকঃ সুধীঃ।
শ্রীমদনাদিকুমারো ব্রহ্মচারী বিভূষিতঃ।
উপদেশক ইত্যেতদুপাধিনাম্ন সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুসাকাঙ্ক্ষে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুভক্তিসম্পন্নঃ সজ্জনানাং প্রিয়ঃ সদা।
সাধুশীলঃ সদাস্থা চ বি-এ ইত্যুপনামকঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমান্ পতিতপাবনো মুদা।
বিদ্যার্ণব ইতিখ্যাত্যা সদ্বিরুদ্ধ বিমণ্ডিতঃ।

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যঃ শ্রীমান্ সন্নিধানস্থ-দাসাধিকারিসংজ্ঞকঃ।
প্রাচ্যপাশ্চাত্যয়োঃ প্রত্নবিদ্যালোকনয়া কৃতী॥
সম্প্রাপ্তঃ পরমাং কীর্ত্তিং বিদ্বজ্জনসুসাধবঃ।
বৈষ্ণবোত্তমবর্য্যেন্দ্রাতুর্বাৎসল্যান্বিতঃ॥
শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়স্তৎসেবনে রতঃ।
সৎশিক্ষাধৈর্য্যসাধুর্য্যবিনয়াদিগুণালয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসভ্যৈরুক্ত প্রশস্যতে।
উপাধিঃ সাদরং তস্মৈ প্রত্নবিদ্যাবিশারদঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পারদ্যাধিকলাবিদ্যাসম্পন্না সেবতে সদা।
যঃ শ্রীমান্ শ্রীগুরুং ভক্ত্যা তদনুগাংশ্চ বৈষ্ণবান্॥
শ্রীপ্যারীমোহনব্রহ্মচারিবর্য্যায় ধীমতে।
কারুকোবিদ ইত্যেব উপাধির্দীয়তে মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রাচ্যৈঃপ্রতীচ্যৈর্বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতা বাচা শ্রীগুরুগৌরসেবনে।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে তথা॥
পরমোৎসাহসম্পন্নঃ সদ্গুণরাজিরাজিতঃ।
শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়ঃ সচ্চরিতঃ সুধীঃ॥
চট্টোপাধ্যায়বর্য্যঃ সদ্বিপ্রঃ শ্রীমধুসূদনঃ।
ভক্তিবিলাস ইত্যেতদুপাধিনা বিমণ্ডিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সেবকঃ পাটনীপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠস্য যঃ
প্রচারাদিষুকৃত্যেষু সদানুরহিতৎপরঃ॥
তত্রাগতৈঃসৎশিক্ষা প্রদর্শনীবিধেরপি।
সমৃদ্ধিবিধয়ে শ্রীমান্ মহোৎসাহমদর্শয়ৎ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ ভক্তিগৌরব ইত্যসৌ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে রায়বাহাদুর চন্দ

শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরের পূর্ব্বদিবস (১৯ ফাল্গুন, ১৩৫০) কলিকাতা হইতে শ্রীনামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাচ্য বেদান্তভূষণ মহোদয়, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রবীণতম সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ মহোদয়, কটক র‍্যাভেন্শা-কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পঞ্চতীর্থাচার্য্য মহোদয় ও শ্রীজগদ্বন্ধুসেবক ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয়ের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে সন্ধ্যার পরে আগমন করেন। রায়বাহাদুর চন্দ মহোদয় আসিয়াই তাঁহাদের নবদ্বীপবাসে আসিবার কালের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কুলিয়া-অধিবাসী কতিপয় ব্যক্তি কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ রায় প্রাচ্য মহোদয়ের উক্তির প্রতি অবৈধভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু পরে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-স্থানের সম্বন্ধে দু'একটি অকাট্য প্রমাণের কথা শুনিয়া এবং রায় বাহাদুরের তৎপ্রতি অনুমোদনের সাক্ষাৎ নিদর্শন পাইয়া নিরস্ত হন।

রাজর্ষিদেব রাজর্ষি প্রাচ্য মহোদয় এবং রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয় উভয়েই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীধাম মায়াপুরের সম্বন্ধে অনেক তথ্য এবং শ্রীচৈতন্যচরিত সম্বন্ধে প্রাচীন লেখকগণের নানাপ্রকার মূল্যবান্ তথ্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন প্রাতে রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয়, রাজর্ষি বেদান্তভূষণ মহাশয়, অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি ও শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত কাজির সমাধি, বল্লালঢিপি, বল্লালদীঘী, যোগপীঠ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে যান।

রায় বাহাদুর চন্দ মহোদয় পুনঃ পুনঃ বলেন যে, অন্য কোন প্রমাণেরই আবশ্যক নাই, একমাত্র ঠাকুর বৃন্দাবনের ন্যায় নবদ্বীপবাসী, নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ভৃত্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সুপ্রাচীন প্রামাণিক লেখক শ্রীধাম মায়াপুরের পক্ষে যে প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই অদ্যার আধুনিক গবেষণাকল্পিত মত নিরস্ত হইয়াছে ও হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে কাজীর বাড়ী গিয়াছিলেন। কাজীর বাড়ী যাইবার সময় তিনি গঙ্গা পার হন নাই। আর সেই কাজীর বাড়ী ও কাজীর সমাধি এবং কাজীর বংশধরগণ আজও অকাট্যভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। রায় বাহাদুর আরও বলিয়াছেন যে, ঠাকুর বৃন্দাবনের এই একটিমাত্র কথাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমান শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি convert করিয়াছেন। এই কথা তিনি বহু লোক-সমক্ষে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এমন কি, যখন নদীয়ার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তখনও তিনি তাঁহাদের নিকট এই কথা জানাইয়াছিলেন। কোন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিও তখন বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থানের সহিত কে অবৈধ তথাকথিত প্রতি-যোগিদলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেবল Pseudo Baishnavism বা Sexual Baishnavism এর সহিত Real Baishnavism এর একটা অভিসন্ধি-মূলক মৎসর-তার সংঘর্ষ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম্মব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ায়ই এইরূপ একটি অবৈধ প্রতিযোগিদলের সৃষ্টি হইয়াছে। রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয় আরও বলিলেন যে, যে বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়াছিল, তখন তিনি ওপারে কুলিয়া-নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের অনেক বয়োবৃদ্ধকে বলিতে শুনিয়াছেন যে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কুলিয়ার পরপারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করিলেন, ইহাই প্রকৃত জন্মস্থান বলিয়া তাঁহারাও বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। রায় বাহাদুর বলিলেন, সেই সময় তিনি ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনেন নাই।

পরলোকে ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী

বীডনষ্ট্রীটস্থ সুবিজ্ঞ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ প্রমথ নাথ নন্দী মহোদয় গত ১২ই মার্চ্চ, ১৯৪৪ সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় রাঁচি রমনা স্টেটে পূর্ণ ৫৫ বর্ষ বয়সে সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাঁচিতে তাঁহার একটি আত্মীয়ের অসুখের কথা শুনিয়া গত ৩রা ফাল্গুনী নিজে পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যান। তাঁহার চিকিৎসা-ফলে রোগী সুস্থ হন, নিজেও কিছুদিন তথায় থাকিয়া বেশ সুস্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু এ জগৎ হইতে প্রস্থানের সময় হইলে তাঁহাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে! শুনা যায়, এক গ্লাস জল চাহিয়া টেবিলে রাখিবার পর নিজে মুখে 'হরিবোল' উচ্চারণ করিয়াই তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। অন্তকালে শ্রীভগবন্নাম স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ বিশেষ সুকৃতির ফল। (গীতা ৮।৫-৬ দ্রষ্টব্য) শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য তদনুগ মঠবাসিগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা অনেক সময়েই পাইয়াছি, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভক্তিবিজয়ের সেবাবৈজয়ন্তী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন

শ্রীযুক্ত সচীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার লক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই অবিদিত নাই। গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তিবিজয় সত্য সত্যই ভক্তির বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সচীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া যৌবনের কিছুকাল পর্য্যন্ত সেই সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন; সচীচরণ তখনও জানিতে পারেন নাই, এ সংগ্রাম তাঁহাকে মাধবের সেবায় বীরত্ব সঞ্চয়ের জন্যই তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাঁহাকে কিরূপ-ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে! তখন তিনি কর্ম্মবীর-বার, কর্ম্মবীরের নিকট দারিদ্র্যের আস্ফালন রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীও সেই শুভমুহূর্ত্তে কর্ম্মবীরকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যখন গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাহস্তের প্রবলতর আকর্ষণ সচীচরণকে সেবাবীর হইবার সুযোগ দিল, তখন তিনি তাঁহার ভক্তিবিজয়-কেতন নানা সেবা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ-প্রকাশে, আচার্য্যের অনুগমনে গৌরপদাঙ্কিত স্থানসমূহ ভ্রমণে, গুরুপাদপদ্মের অবস্থানস্থলী ভক্তিবিজয়-ভবনের সুরম্য অট্টালিকা-নির্ম্মাণে, গুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়ায় এবং গৃহে গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রদানে, বিভিন্ন উৎসবের সেবানুষ্ঠানে তাঁহার 'ভক্তিবিজয়' নাম সার্থকতামণ্ডিত হইল। বর্ত্তমান বর্ষে আমরা তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-সেবাসম্ভারের আর একটি সম্ভেদ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলাম। বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের সুবৃহৎ সেবা-মন্দির ও নাট্যমন্দির-নির্ম্মাণের অভিলাষ করিতেছিলেন। গত ১৮ ফাল্গুন (১৩৪০), ২ মার্চ্চ (১৯৩৪) শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যাত্মিকপ্রভু-প্রমুখ সেবকগণের সহিত হরিকথা-প্রসঙ্গে পুনরায় ঐ সংকল্প প্রকাশ করেন। সেই সময় আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ ভূজবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর প্রস্তাবানুসারে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সচীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের হৃদয়ে অলৌকিকভাবে সেবোৎসাহ জাগিয়া উঠে। তিনি ঐ সুবৃহৎ শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হন। এই ঘটনাটি একদিকে যেমন সত্যসঙ্কল্প শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে, অপরদিকে আচার্য্যাত্মিক প্রভুর কৃপোল্লাসিত ভক্তিবিজয় মহাশয়েরও গুরুদাসপর সেবা-বহিমা প্রচার করিতেছে। গত ৪ঠা চৈত্র (১৩৪০), ১৮ই মার্চ্চ (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীযোগপীঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির

ভক্তিরসানন্দ শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাস অধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংস্থাপিত নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধির উপর যে সুরম্য মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বিশ্ববৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসে একটি নিত্যস্মরণীয় ব্যাপার। বিশ্ববৈষ্ণব অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধি-মন্দির দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য এই স্থানে অনন্তকাল সমবেত হইবেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট সেবা করিয়া ভক্তিরসানন্দ সার্থকনামা হইয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবন

শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। এই স্থান এতদিন লোকলোচনের নিকট লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে তথায় পূর্ব্বই শ্রীহট্টমণ্ডলবাসী শ্রীমুরারিগুপ্তের অভীষ্ট-দেবতা শ্রীশ্রীসীতারাম এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশিত হইবেন। পরমভাগবান্ শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহাশয় এই শ্রীমন্দিরের আনুকূল্য-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। গত ৪ঠা চৈত্র সংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রস্তাবিত মন্দিরের ও ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

ষষ্ঠীদেবী পদক

১৩৪৮ আষাঢ় (১৩৪১ ১৬ই জুলাই তারিখের মধ্যে "শ্রদ্ধা মহিমায় হরিদেব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। কেবলমাত্র মহিলাগণই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। উক্ত তারিখের মধ্যে "পদক শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবী পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া"—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তিনি 'ষষ্ঠীদেবী' পদক উপহার পাইবেন।

শ্রীভক্তিবিলাস-সমাধি-মন্দির

ঐ সভায় ভক্তিবিলাস ঠাকুর বহুকাল শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীবাস-অঙ্গনের দেবার্থে কেশ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনামভজনে রত ও নামবলে লাভ করিয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁহারই সমাধি-মন্দিরে শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র সমাধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটি সুন্দর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

লণ্ডনের প্রচার-সংবাদ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্টব্যক্তি

মিঃ এস্, এইচ্, ব্রাউন সি-আই-ই ও মিঃ এফ্, জে, সি, রিচ্‌টার এম্-এ মহোদয়দ্বয় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে যাইয়া মহাপ্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন।

ডাঃ ডি, এন্ দত্ত ডাঃ ভট্টাচার্য্য—উভয়েই কএকদিন পূর্ব্বে সস্ত্রীক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণান্তে উক্ত মঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

ইষ্টবোর্ণে শ্রীপাদ বন মহারাজ

লণ্ডনের 'এয়ার-মেল' সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯শে মার্চ্চ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ লণ্ডন হইতে ইষ্টবোর্ণে গিয়াছিলেন। তথায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তথায় যাহাতে স্থায়িভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। ইষ্টবোর্ণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, তথায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। পতাবিক পূর্ব্বে আই-সি-এস্ তথায় অবস্থান করিতেছেন।

অদ্বৈত-সমিতি

অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ্ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ যে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে অদ্বৈত-সমিতির কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিকী পুরস্কারবিতরণী সভা

গত ১৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কৃতী ছাত্রগণের পুরস্কার-প্রদানোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি সুধীসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় নদীয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স্ জজ মিঃ আবুল মুতালেব আহাম্মদ বি-এল, (ক্যাণ্ট), বি-সি-এস্ (অক্সন) বার-এ্যাট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাননীয় জজ বাহাদুর কিছুকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় জজ সাহেবের নিকট তত্ত্ববস্তু-নির্ণয়ে অক্ষজ-জ্ঞানের অসামর্থ্য ও অক্ষজ-জ্ঞানে তদ্বিষয়ক-চেষ্টায় বিপদ, ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভবপর,—প্রভৃতি বিষয়-সমূহ উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবানের হৃষীক-ধারণা যে নাস্তিকতারই অন্তর্গত তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সগুণ-উপাসনা-প্রণালী ও নির্গুণ-উপাসনা-প্রণালী এতদুভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই উভয়প্রকার উপাসনা-প্রণালী হইতে ভক্তিবৃত্তিতে-গুদ্ধ আত্মার ভজন-প্রণালীই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক একল-শ্রীবাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও রাধা-গোবিন্দের ভজনের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায়ই যে ভজনের চরম উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ভগবানের ভজন এবং যথাক্রমে একটি হইতে অপরটির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ও শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

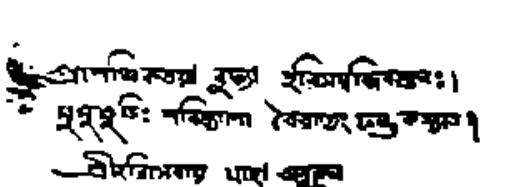

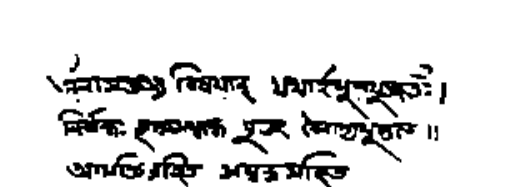

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৪৪০; ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৪ | ৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'সাময়িক প্রসঙ্গ' লেখা একটি চিরন্তনী সম্পাদকীয় রীতি। 'সাময়িক প্রসঙ্গ' কথাটি শুনিলে বা ঐ স্তম্ভ দেখিলেই আমরা মনে করি যে, উহা হইতে আমরা আধুনিক জগতের কোন্ জায়গায় নূতন সংবাদ আহরণ করিয়া আমাদের কৌতূহলের তাড়ণা পূর্ণ করিতে পারিব। কিন্তু 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রের স্তম্ভে সাময়িক প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কৌতূহল-বৃত্তি অনেক সময় পরিতৃপ্ত হয় না। ইহার কারণ, আমরা যে জিনিষের গ্রাহক, যে জিনিষের জন্য লোলুপ, সেই জিনিষ পাই না। গ্রাম্য বা ব্যবহারিক কথাই আমাদের প্রাণ—আমাদের কৌতূহলের বাস্তু। শুনিতে পাওয়া যায়, আধুনিক সভ্যজগতের কৃষক-সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহাউচ্চপদবীতে সমারূঢ় ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক সাময়িক প্রসঙ্গ পাঠের জন্য এতদূর কৌতূহলী যে, সেখানে মাধবেন্দ্রপুরী-সেবিগণের মত্ততাও পরাভূত।

সাময়িক প্রসঙ্গ দ্বিবিধ,—বহির্ম্মুখ বা ব্যবহারিক, আর হরিসেবোন্মুখ বা পারমার্থিক। 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক পত্র অখণ্ড সময়ের নিত্যসংবাদ-বৈচিত্র্য আহরণ করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গে অনিত্য বা গ্রাম্য সাময়িক প্রসঙ্গের বসন-ভূষণ দেখিবার আশা করিলে অনেক সময়েই নিরাশ

হইতে হয়। তবে কখনও কখনও ঐরূপ সত্রের ভিতরেও যে বহির্মুখ, ব্যবহারিক, এমন কি, ন্যূনাধিক গ্রাম্যসংবাদেরও আহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ সকল সংবাদে মানুষকে কচিবিশিষ্ট করিবার জন্য নহে; পরন্তু ঐ সকল সংবাদের অকিঞ্চিৎকরতা, অনিত্যতা ও অনুপাদেয়তা প্রদর্শন করিয়া ব্যতিরেকভাবে পারমার্থিক সাময়িক সংবাদের নিত্যতা ও উপাদেয়তা প্রতিপাদনের জন্য।

যাঁহাদের সময় নিরন্তর কৃষ্ণসেবানুশীলনে নিয়োজিত হইয়াছে, যাঁহারা 'অত্যর্থকালত্ব' কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, অখিল চেষ্টায় নিখিল কালে যাঁহারা হরি-সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই পারমার্থিক এবং তাঁহাদের অনুশীলনের বিষয়ই পরমার্থ। তাঁহাদের সময় পরমার্থেরই নামান্তর। পাশ্চাত্য নীতিতে "Time is money" অর্থাৎ সময়ই অর্থ, এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হরিসেবকগণের সময়ই পরমার্থ। কাজেই গৌড়ীয়ের 'সাময়িক প্রসঙ্গ' পারমার্থিক প্রসঙ্গেরই নামান্তর। বহির্মুখ অনর্থ-প্রসঙ্গ দ্বারা লোকের আপাত কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া তাহাদিগের হিংসা করা গৌড়ীয়ের ব্রত নহে। কেহ হয়ত' গৌড়ীয়ের স্তম্ভে ভূমিকম্পের সংবাদ, মিলিং কমিটির পরাজিতার সংবাদ, কিম্বা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সংবাদ সাময়িক প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত দেখিতে না পাইয়া তৎস্থানে শ্রীগৌরজন্মোৎসব, শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবার ঔজ্জ্বল্য, হরিসেবকগণের ত্রিদণ্ড-গ্রহণ, ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ, হরিকথা-প্রচারার্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকগণের গমন, বিভিন্ন প্রকার হরিসেবার বার্ত্তা প্রভৃতি সংবাদকে সাময়িক প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে এবং পারমার্থিক পত্রকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন; কেন না, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পারমার্থিক সংবাদপত্র জগতের বহুসংখ্যক ব্যক্তি, কিম্বা প্রায় সকলেরা সকলেই যাহাকে সময়োচিত সংবাদ মনে করেন, তাহাতে মত না হইয়া তাঁহাদের সেই চিরন্তনী বুলি হরিকথাই বলিয়া থাকেন। অনেকের মতে, হরিকথা বা হরিবিষয়ক সংবাদ State news বা 'পচা সংবাদ' আর জগতের বহির্মুখতার নূতন নূতন সংবাদগুলি 'তাজা সংবাদ' বলিয়া গৃহীত হয়।

জগতে অধিকাংশ লোক বা প্রায় সকল লোকই বহির্মুখতার বহমানন এবং গ্রাম্য সংবাদে কৌতূহলী বলিয়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে সেই সকল কথাগুলি 'উদার' ও 'সার্ব্বজনীন' আখ্যা লাভ করিয়াছে; কিন্তু এইরূপ বিচারে যে পক্ষপাতিত্ব ও অজ্ঞাতসারে আত্মহিংসাবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই—যাহারা একবার বহির্মুখতার গণগজ্জলিকার স্রোতে গা' ভাসাইয়া দিয়াছি, তাহারা—দেখিতে পাই না। তাই পরমার্থ ও পারমার্থিককে সঙ্কীর্ণ ও একঘেয়ে মনে করি, আর বহির্মুখতা ও বহির্মুখ সংখ্যাধিক্যকে 'উদার' এবং 'সার্ব্বজনীন' বিচার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ পারমার্থিক প্রসঙ্গে যে নবনবায়মানতা আছে—যে মহা চমৎকারিতা আছে, তাহার কোটি অংশের এক অংশও পার-মার্থিক সংবাদেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ গ্রাম্য সাময়িক সংবাদে নাই। তবে ঐগুলি আপাততঃ আমাদের বহির্মুখতার ইন্ধন যোগাইতে পারে বলিয়া আমরা ঐগুলিকেই সাদরে অভি-নন্দিত করি। আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোল দিতে পারে বলিয়া আমরা উহাকে উদার বলি, আর ঐকান্তিক পরমার্থ আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতার বৈরিণী-বৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিতে চাহে বলিয়া সকল বহির্মুখ মিলিয়া ঐকান্তিক পরমার্থকে "সঙ্কীর্ণ" নামে ঘোষণা করি। আমাদের সংখ্যা-ধিক্যের জোর ও গলার জোর বেশী বলিয়া আমাদেরই পক্ষ-পাতিত্বপূর্ণ দেওয়া নাম বহির্মুখতার বাজারে সহজে বিকাইয়া থাকে। সমগ্র জগতের এই বহির্মুখ বৃত্তির বিরুদ্ধে পারমার্থিক পত্র "গৌড়ীয়ে"র অভিযান। তাই গৌড়ীয়ের সাময়িকপ্রসঙ্গ—সকলই পারমার্থিক প্রসঙ্গ, অথবা অন্যূন ব্যতিরেকভাবে পরমার্থের অনুকূল প্রসঙ্গ।

আমলাযোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব

গতকল্য ১৬ই চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী কল্য ১৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত ১৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার (বেলা ১১টায়) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কএকজন ব্রহ্মচারিসহ উক্ত মহোৎসব সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশদ্ বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৮)

তৃতীয় অধিবেশন

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির

সময়—১৮ ফাল্গুন, ১৩৪০; ২ মার্চ্চ, ১৯৩৪, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা]

সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহণ করিলে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর সভার অবশিষ্ট কার্য্য আরম্ভ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ মহারাজ—ইনি কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক উড়িষ্যাদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। ইঁহার নিষ্কোঞ্চন কান্তি, বিনয়-নম্র বচন, বৈরাগ্য, হরিকীর্ত্তনে উৎসাহ, আত্মদৈন্য প্রকাশ-মুখে ভজনের অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার-সমৃদ্ধ জগন্মঙ্গল-কর প্রবন্ধাদি লিখিয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অতুলনীয়। ইঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে, ইঁহার আদর্শ-সেবা অনুসরণে বহুব্যক্তি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজনের বিচার বরণ করিয়াছেন।

মহামহোপদেশকপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ*—"একস্থানে কবিদলের মধ্যে পাল্লা চ'লছিল; একদল পূর্ব্ব পক্ষ ক'রল—রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ জান—কি? তা'তে উত্তরপক্ষ ব'লল—প্রশ্নই প্রশ্নের জবাব, যুদ্ধের কারণ—'জোরুকী'। সেই প্রকার আজ আমার উপর যাঁ'র গুণকীর্ত্তনের ভার ন্যস্ত হ'য়েছে, তাঁর পরিচয় স্বয়ং তিনিই। তাঁ'র হৃদয় হ'তে যে শব্দব্রহ্ম উত্থিত হ'য়ে জিহ্বায় এবং লেখনী-মুখে নৃত্য ক'রছে, তা'তেই তাঁ'র পরিচয় সর্ব্বজনসুবিদিত। তাঁ'র ভাষ সুন্দর, ভাষা সুন্দর, দর্শন সুন্দর, দেহ-সঞ্চালন সুন্দর, অঙ্গুলি-চালন সুন্দর—গমন, বচন, দর্শন, লিখন—সবই সুন্দর, তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাঁ'র চিন্ময় সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর নাম রেখেছেন—"সুন্দরানন্দ"। স্বয়ংরূপ শ্রীনদীয়াপ্রভু—সুন্দর, তাঁ'র নিত্যপার্ষদ 'শ্রীরূপ' সুন্দর, সেই শ্রীরূপের অনুগাভিমানী রূপানুগবর্য্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সুন্দর, সেই সুন্দরকে যিনি তাঁ'র সেবা-সৌন্দর্য্য-দ্বারা আনন্দ প্রদান করেন, তিনিই সুন্দরানন্দ। স্বয়ং-রূপের রূপ-বৈভব—শ্রীগৌড়ীয়, সেই গৌড়ীয়-সেবায় যাঁ'র আনন্দ, তিনিই—সুন্দরানন্দ। শ্রীচৈতন্যবাণির প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ-রূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক; যিনি সেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে শ্রীগুরুকৃপাবলে পারদর্শিতা লাভ ক'রে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসঙ্গতির সৌন্দর্য্য বিকীরণ-দ্বারা সমগ্র চেতন-জগৎকে উদ্ভাসিত ক'রে জগজ্জীবকে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়সেবায় উন্মুখ ক'রবার সেবা-ভার প্রাপ্ত হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনন্দ বিধান ক'রছেন এবং তজ্জন্য শ্রীগুরুদেব যাঁ'কে 'মহামহোপদেশক' খ্যাতি প্রদান ক'রেছেন, তিনিই—সুন্দরানন্দ। যিনি পরবিদ্যাবধূ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর জীবন-স্বরূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সংকীর্ত্তনের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ ক'রে পরবিদ্যাকে বিমোদন বা আনন্দ প্রদান করেন, তিনিই—সুন্দরানন্দ। স্বয়ংরূপানুগবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-প্রবর সুন্দরানন্দ প্রভুর উপর গৌড়ীয়ের সেবা-ভার দিয়া নিশ্চিন্ত, নিত্য নবনবায়মানভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন ক'রে তিনি গৌড়ীয়েশ্বর নিত্যানন্দাভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের আনন্দ বিধান ক'রছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তন-প্রচারারম্ভে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর আবির্ভাব না হ'লে আজ জগৎ অনেক অমূল্যনিধি হ'তে বঞ্চিত হ'ত। প্রভুপাদের

---

* পত্র ৩য় সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৪৯০ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক-মহোদয়কে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের যে অভিবাদন-প্রসূনের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছিল, এস্থানে পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহাই সবিস্তারে প্রকাশিত হইল।

তথা প্রবন্ধ ক'রে তাঁর মনোগত ভাব ঠিক যেমনটি, তেমনই ভাবে ভাষা-দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে সুন্দরানন্দ প্রভুর যোগ্যতা অদ্বিতীয়—অতুলনীয়। কি লেখায়, কি বক্তৃতায় তাঁর তুলনা তিনিই। জগতে সাহিত্যিক-নামধারী অনেক আছেন বটে, কিন্তু যেখানে চিন্তাধারা-বৈচিত্র্য নাই, জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-'সহিত' নৈষ্কর্ম্য যে সাহিত্যের লক্ষীভূত বিষয় হয় নাই, যে সাহিত্য হয় 'ভোগ,' না হয় 'ত্যাগ'-বিচার বরণ ক'রে, বরাটের সেবাকে 'রহিত' ক'রে দিয়ে সাহিত্যের বদলে 'বাহিত্য' ব'লে আত্মপরিচয় প্রদান ক'রছে, সেরূপ সাহিত্যের যে কোন মূল্য নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, তা তাঁর লেখনীতে —বক্তৃতায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীত। গত ১২ ও ১৯ শ্রাবণ (১৩৩৬) তারিখে আলবার্টহলে তাঁর 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বক্তৃতাদ্বয় (অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) যাঁরা পাঠ করেন নাই, তাঁরা এই সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী গৌড়ীয়-পাঠের সৌভাগ্যলাভ করেন নাই, ব'লতে বাধ্য হ'ব, তাঁরা প্রকৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-আস্বাদনে অত্যন্তই বঞ্চিত আছেন। আচার্য্যবর্গের কথাগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিবার ক্ষমতা তাঁর অলৌকিক। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি তিনি, তাই তিনি এত সুন্দর। তিনি কোন আপাতিক সৌন্দর্য্যের সেবা করবার পরিবর্ত্তে নিত্যজগতের নিত্য সৌন্দর্য্যের সেবা ক'রে শ্রীগৌর-নিত্যজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনন্দ বিধান করেন, এজন্যই তাঁর সৌন্দর্য্যের এত প্রশংসা। সুন্দরানন্দ প্রভুর আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সেবা—আচার্য্যের প্রকট-কালেই আচার্য্য-বর্ষের জীবনী "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশ। একাজটি যে কত বড় গুরুতর এবং কত বড় জগজ্জনমঙ্গলকর কার্য্য, তা' আমরা চিন্তায়ও আনতে পারি না। জগতের দেহ-মনোধর্ম্মী লোকের অনেক জীবনী বের হয়, কিন্তু তাঁদের আচরণের মধ্যে জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গলের কোন কথা থাকে না, তা' অনুসরণ ক'রতে গিয়ে অনেক লোকেরই অনেক অসুবিধা হ'য়ে যায়—অনেক কূলষোর বেড়ে পড়ে। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ প্রভৃতি দেহ-মনোধর্ম্মের এক একটি পন্থা নিয়ে এক একজন মনীষী হ'য়ে পড়েন, সে প্রকার জীবনের অনুসরণ ক'রে সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন মঙ্গল কি প্রকারে হ'তে পারে? আবার তথাকথিত 'ভক্ত' ব'লে পরিচয় দেওয়ারও লোকের অভাব নাই, কিন্তু তাঁদের আচার দূষিত থাকায়, বিচারও ন্যূনাধিক দুষ্ট হ'য়ে পড়ে, সুতরাং সেই সব দূষিত সঙ্গ ক'রে জীবকুলকে উদ্ধার করবার জন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। শাস্ত্রও বলেন—আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র মঙ্গলের হেতু ব'লে স্বয়ং ভগবান্ই যে সেবক-ভগবান্-শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হ'য়ে নিজে ভক্তি যাজন ক'রে অন্যের আদর্শস্থানীয় হন, সেই ভুবন-মঙ্গল ভগবদ্ভক্তিপ্রকাশাবতার আচার্য্যবর্য্যের জীবমঙ্গল-কর জীবনচরিত্র প্রকাশ-মুখে যিনি জগতের প্রত্যেক ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছেন, নিখিল জীব-হৃদয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিণত ক'রবার যাঁর ঐকান্তিকী ইচ্ছা, সেই আচার্য্যসেবক-বর্য্যের চরণপ্রান্তে আমি কোটি কোটি দণ্ডবৎ বিধান করি। তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকেও যে 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র কোন কোন সেবা-সৌভাগ্য লাভের অধিকার দিয়ে কৃতার্থ ক'রছেন, তজ্জন্য আমি তাঁর নিকট চিরঋণী। একদিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন গৌড়ীয়-পত্র, আর একদিকে সেই গৌড়ীয় যাঁর শ্রীমুখবাণী, তাঁর মঙ্গলময় জীবন-প্রকাশের ভার নিয়ে তিনি আজ জগদ্বরেণ্য, সুতরাং তাঁকে ধন্যবাদ দিবার অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরাই দিবেন, আমি কেবল তাঁর কৃপা প্রার্থনা ক'রে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রছি।

যাহাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ—বাগ্মি-প্রবর অরণ্য মহারাজের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে উৎসাহ আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয়ে লিপিবদ্ধ বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও কথামৃত নিজে আলোচনা করিয়া সেইগুলি পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে সর্ব্বত্র যথাযথ প্রচারার্থ যাঁহার যত্ন অতুলনীয় এবং তীব্র প্রশংসনীয়। খুলনা, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহুলোক মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক—শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, কৃষ্ণনগর-ভাগবত-প্রেসের কার্য্য তত্ত্বাবধান প্রভৃতি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবায় ইনি একজন আদর্শ-সেবক। ইহার সৌম্য মূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন এবং বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্‌গুণাবলী সকলেরই চিত্তাকর্ষক।

উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন—ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহরক্ষণ-কার্য্যে এবং শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুবর্ত্তী যাবতীয় মঠের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম-পরিক্রমা-পরিচালনা-কার্য্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহার দার্শনিক বিচার-পূর্ণ বক্তৃতা ও অতীব প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত ভবদ্বন্ধিদ্ দাসাধিকারী ভক্তিসৌরভ বি-এ, বি-এল্—ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ মুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাকার্য্যে দিবারাত্র সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহার শান্ত-সৌম্য-মধুরমূর্ত্তি এবং তদুচিত গুণাবলী সকলেরই প্রীতিবর্দ্ধক।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম (ডাক্তার, এল্-এম্-এফ্)—ইনি দেহরোগ এবং ভবরোগ—উভয়বিধ চিকিৎসায় সুনিপুণ। দৈনিক নবীনা প্রকাশের সেবার জন্য ইনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-ভক্তির বিচার-বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ যে-সকল বিচিত্র মধু-গন্ধযুক্ত কুসুম নিত্য চয়ন করিয়া নবনবায়মান উৎসাহের সহিত সুন্দর সুন্দর ডালি রচনা করিতেছেন, তাহাতে ইহার আন্তরিক সেবা-চেষ্টা স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবায় ইহার অদম্য উৎসাহ কেবল বন্ধুবান্ধবই নহে, আদর্শস্থানীয়।

শ্রীযুক্ত ভবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—ইনি শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের 'রহস্যদ্বার'-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠের "গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" নামক মুদ্রাযন্ত্রালয়ের ব্যবস্থাপন-সেবায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী (Overseer)—ইনি শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর বিবিধ সেবায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার শান্ত-শিষ্ট ব্যবহার, বিনয়-নম্র বচন এবং অদম্য সেবোৎসাহিতা ও সরলতাদি গুণ স্বতঃই প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিকুল—ইনি কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে থাকিয়া নবীনা-প্রকাশের সেবা করেন, তৎপর কৃষ্ণনগর ভাগবত-আশ্রমেও কিছুদিন সেবা-কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচার-সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবোৎসাহ প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত অমলগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্র—শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগার ও গৌড়ীয়-পত্রের বিভিন্ন সেবায় তথা পাঠ-কীর্ত্তনাদি-মুখে হরিকথা-প্রচারে ইঁহার উৎসাহ আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌড়ীয়পত্র প্রকাশ ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিবিধ সেবা-কার্য্যে ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। বয়স অল্প হইলেও সেবা-বুদ্ধিতে এবং বিবিধ বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণসম্ভারে এই ব্রহ্মচারীজী প্রবীণের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রনিবাস পর্য্যবেক্ষণ, শিক্ষকতা ও বিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পরিচালনা, তথা ছাত্রগণকে সংশিক্ষা-প্রদানাদি সেবা-কার্য্যে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি সুকণ্ঠ গায়ক ও পাঠক। প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ ও কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক গ্রন্থিগ্রন্থের অর্জ্জন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি সেবা-কার্য্যে ইনি প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার বিনয়-নম্র ব্যবহার ও সরলতাদি সদ্‌গুণ প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী—ইনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভগবানের সেবা-মন্দির ও সেবকগণের বসতিভবন-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে যথেষ্ট সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ—ইনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের মিলন-স্থল গোদাবরীতটবর্ত্তী কলমু-শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের কায়-মনোবাক্যে বিবিধ সেবা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়—ইনি 'সজ্জনতো-

ওয়ার্ক্স' প্রচারের জন্য 'ব্লক'-নির্ম্মাণ তথা বিবিধ সেবোপকরণ-সংগ্রহাদি সেবা-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রেবতী রমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়—শ্রীধামের স্থাপত্যকার্য্যে ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীবাদ-অঙ্গনের শ্রীমন্দির এবং সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইহার সেবা আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত সেবকী নন্দন ব্রহ্মচারী—ইনি শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন উৎসবে প্রাণপণ সেবা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণসেবায় একটি উপকরণও যাহাতে অথথা ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি ইঁহার সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

শ্রীযুক্ত নবীগোপাল দাসাধিকারী—ইনি কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট সেবা করিয়া অতিদূরে থাকিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিসান্নিধ্যে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী—ইনি প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের বিবিধ সেবা-কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন—ইনি কন্ধর-শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবা-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার—ইনি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবাদিতে সেবা-সেবকের কার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ নন্দী, শিলঙ—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় ইনি নানাভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সপত্নীক শ্রীগৌরধাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-সেবা সঙ্কল্প করিয়া ইনি শ্রীধামে একটি সুন্দর ভজন-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বয়সে প্রবীণ হইলেও সেবা-কার্য্যে ইঁহার নবীনের ন্যায় উৎসাহ। ইঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও সরলতাদি সদ্‌গুণ অতীব প্রণিধানার্হ।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ উকীল, ধানবাদ—ইঁহারা ধানবাদে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রসারার্থ বিশেষ যত্ন এবং নানাভাবে প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, ঝিকিমিকি—ইনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নানাভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া বন্ধুবান্ধার্হ হইয়াছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের নামোল্লেখ ও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যের কথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

মহারাজ-রাজশ্রী ওয়াই, জগন্নাথম্ বি-এ, সব্‌রেজিষ্ট্রার, ইলোর (অন্ধ্রদেশে প্রচার-কার্য্যে সহায়তা), সাম্‌সুল্-উলেমা কামালুদ্দিন আহাম্মদ এম্-এ, ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্স্, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের নানাভাবে সেবা এবং উহার আদর্শ শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তজ্জন্য উৎসাহ প্রদর্শন), অনারেব্‌ল স্যর বি, পি, সিংহ রায়, মিনিষ্টার লোকাল সেল্‌ফ্ গভর্ণমেণ্ট্ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানা-প্রকার সহায়তা); মিঃ এম্, এল, উকিল এম্-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, বোম্বে হাইকোর্ট (ঐ), শ্রীযুক্তা নিধুরাণী দেবী, কাশী (এই বর্ষীয়সী মহিলা এলাহাবাদের পরলোকগত জজ মনোমোহন সান্যাল মহোদয়ের ভগিনী ; ইনি কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের নানাভাবে সেবা করিয়া ধন্যবার্হ), কবিরাজ ভাষাদাস বাচস্পতি (স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশাদি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা); কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ (ঐ); ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্-ডি (ঐ); ডাঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ঐ); মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন (ঐ), কর্ণেল ডি, পি, গোয়েল এম্-আর-সি-ই-ই, আই-এম্-এস্, সার্জ্জন্ জেনারাল্ অব্ বেঙ্গল (ঐ); ডাঃ সুকুমার চক্রবর্ত্তী ডি, লিট্, বার-এ্যাট্-ল (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা), ডাঃ প্রফুল্ল কুমার নন্দ এম্-বি, অমবি (ঐ); মিঃ জি, সি, রায়, করাচী (ঐ)

ডাঃ কে, কে, সেন, নিউদিল্লী (ঐ), রায়সাহেব তারাপদ ধর, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হোমডিপার্টমেণ্ট, নিউদিল্লী (ঐ),

স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পরমশ্রীল মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মপুরন্দর (বৈষ্ণবরাজবংশ-কুলতিলক, বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-প্রচারে নানাভাবে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রদর্শন, গত ১লা মাঘ, ১৩৪০ সপার্ষদে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন, হরিকথা শ্রবণ এবং ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসারে আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ); রাণা বোষজঙ্গ বাহাদুর, মহারাজের সঙ্গী (ঐ); মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমান (লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা);

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ (কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); শেঠ খুবচাঁদ কর্ণেচাঁদ, শিকারপুর, সিন্ধুদেশ (শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীধর মহারাজের সিন্ধুদেশে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা-প্রচারে সহায়তা); শ্রীযুক্ত নলীগোপাল সরকার বি-এ, বি-টি, পাটনা (পাটনা সংশিক্ষাপ্রদর্শনী ও পাটনা-গৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবা-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র দাস, ম্যানেজার, পাহাড়ী এষ্টেট, চিকলিয়া (শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের সেবা-কার্য্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র শাসমল, কালিন্দী, মেদিনীপুর (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা) ; ডাঃ শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস এম্-এ, পিএইচ-ডি, বাঁকুড়া (ঐ), শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেক্টর অফ্ পুলিশ (ঐ); রায় এন, কে, বসু বাহাদুর এম্-ডি-ও, বাঁকুড়া (ঐ), অধ্যাপক শ্রীরামসহায় ঘোষ এম্-এ (ঐ), অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ব্যানার্জ্জি এম্-এ, বি-এল্ (ঐ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সাহা, ফরিদপুর (ঐ); শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রামাণিক, বেরা, পাবনা (ঐ); শ্রীযুক্ত কামাখ্যা দাস লাহিড়ী বেরা, পাবনা (ঐ); মিঃ এ, জি, কোয়াট বি-এ, বি-এল্‌সি, সেক্রেটারী সারস্বত-ব্রাহ্মণ-সমাজ (ঐ), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দর গোপালকৃষ্ণাচারি বৈষ্ণবেদান্তবিদ্যান (ঐ); কাপিকার টিকায়েৎ সাহেব (উৎকলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে সহায়তা); রায়সাহেব লক্ষ্মীধর মাহান্তি (ঐ), রায়বাহাদুর জিতারীচরণ পট্টনায়ক, সম্পাদক, 'উৎকল' পত্র (ঐ); শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস, ব্যাড্‌ভোকেট (ঐ);

[নিম্নলিখিত সজ্জনগণ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা, সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে তাঁহারা সকলকে বিশেষ ধন্যবাদাই। স্থানাভাব-নিবন্ধন তাঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় সেবা উল্লেখ করা অসম্ভব হওয়ায় নিম্নে তাঁহাদের নাম-মাত্র উল্লিখিত হইল:—]

Rev. Dr.T. D. Taylor M. A. D. D. Warden of the Guild ; Prof. Kenneth Jardine M. A. Asst. Secretary to Students Christian Movement ; Dr. D. Sanrat Director of the Institute of France ; Mrs. Hilda Korbel ; Lord Archbishop of York ; Mr. F. H. P. Ritchter, M. P., Secretary Indian Society ; Sir. Michael E. Sadler, Master and Pro-Vice-Chancellor of the University of Oxford, Late Chairman Calcutta University Commission ; Dr. B. H. Streeter M. A. D. D. the Provost (Principal) of the Queen's College ; Dr. F. R. Micklem, D. Litt. M. A. the Principal of Manafield College ; Dr. J. H. Weatherall, Principal Manchestor College ; Dr. B. J. Kidd D. D. Warden of the Keble College ; Dr. C. C. J. Webb M. A. D. Litt ; Dr. L. W. Grensted D. D. Prof. of Oriel College Oxford Uuiversity ; Dr. F. W. Thomas M. A. the Director of the Indian Institute, Oxford ; Mr. and Mrs. Belham ; Lord Lamington ; Viscount Goschen G. C. S. I., C. B. E. ; Mr. R. Dinsdale Stocker, President Congress of the International New Thonght Alliance. ; Rev. R. P. Dodd B. A. (Cantab) and Mrs. Dodd of Tarporly in Chestershire. ; Mr. Arnold Corbluth ; Mr. W. C. Croft, Private Secretary to Sir Samuel Hoare ; Rt. Rev. H. L. Paget ; Rt. Rev. Bishop of Bolton ; Marquess of Lothian ; Ex-Viceroy Lord Irwin and Lady Irwin ; Sir Stanley Jackson and Lady Jackson ; Hon'ble Marshal Brookes (Brother-in-law to His Excellency Lord Willingdon); Prof. L. D. Cross of Jesus College Oxford ; Rt. Rev. Lord Bishop of Manchester ; Sir Findlater Stewart, Permanent Under-Secretary of State for India ; Mr.

R. A. Butler Under-Secretary for India (লণ্ডনস্থ প্রচারকগণের Cambridge, Oxford ও London Universityতে ধর্ম্মকথা-প্রচারে সাহায্য); Lord Clwyd; Sir Denison Ross and Lady Ross, Edinburg (Oxford Universityতে বক্তৃতার ব্যবস্থা) ; Mr. F. H. Brown, Editor London Times (Caxton Hallএ বক্তৃতার ব্যবস্থা); Lt. Col. Sir Francis Younghusband K. C. S. I., K. C. I. E. (বক্তৃতার ব্যবস্থা) ; The Rt. Hon'ble Sir Samuel Hoare, Secretary of State for India and Lady Hoare (লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীপাদ বন মহারাজকে Economic Conference এর delegateগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন ও সাহায্য করেন) ; The Most Honourable Marquess of Zetland Ex-Governor of Bengal (ইনি লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা উৎসব উপলক্ষে আহূত বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত সজ্জন-সভায় আবেগময়ী ভাষায় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহিমা কীর্ত্তন করেন) ; Mr. R. S. Nehra ; Mr. H. S. L. Polak and Mrs. Polak ; Mr. Lee of Theosophical Society ; Dr. G. E. Newmann Asst. Secretary, Anglo German Academic Bureau (জার্ম্মাণীতে শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচারে সাহায্য) Archbishop of Canterbury and his Chaplain; Allen C. Don ; Lord Reading, Ex-Viceroy ; Mr. F. G. Pratt ; Rev. Dr. L. B. Cross M. A., D.D. of the Jesus College ; Rev. Michael Ledrus S. J. ; Dr. H. B. Glasenapp ; Miss. Kathleen Shaw ; Dr. John Murray M.A., D. Litt, Principal, University College, Exeter University ; Dr. John Omen, Principal West Minister College, Cambridge ; Baroness Von Putlitz ; Prof. Dr. Kruss ; Dr. Hano Hartmann ; Dr. Th. Wilhelm ; Dr. Theliks Hatz ; Dr. Harmanan ; Dr. Hansanstein ; Archbishop Rev. Muller ; Bishop Dr. Doering ; Hon'ble Captain H. R. Beli Hamilton Erden of Tarporly and his sister ; Dr. Von Ramberg ; President Von Hindenberg of Germany ; Dr. F. W. Dichenbuch ; Dr. Goepel ; Dr. Von Wedel ; Dr. D. N. Banerjee ; Dr. Fuz Meyer ; Dr. Hoffmann ; Prof. Dr. Noth ; Dr. (Miss) Herta Marguard ; Count Klinckow-Stroem ; Countess Klinckowstroem ; Prof. Dr. Krause ; Prof. Dr. Schacht ; Prof. Dr. Schultze ; Prof. Dr. Meger; Mrs. Schellwein ; Dr. Herrn Stadtrat Krieger ; Dr. Spira ; Countess Schlieben, President of the Red cross work; Fust (Prince) Otto Von Bismark ; Dr. Mrtin Weigert Ph. D. LL. D. ; John Hertel ; Dr. Henrick Luders ; Deputy Lord Mayor London ; Mr. Hugh Harper; Dr. G. P. Pherka ; Dr. K. P. Kamatkor ; Md. Eyamin Khan C. I. E., M. L. A ; Prof. Edwards Geoja ; Prof. Satan Page of London University ; Miss Gwyeth Foden ; H. E. Sir Malcolm Hailey, Governor of U. P. ; Mr. Ramsdondale Stocker, President Internation New Thought ; Miss Ruth Bradshaw ; Mr. and Mrs. Hunter ; Rev. Canon Cosgrave ; Mr. Lionel Aird B. A. ; Dr. Mrs. Rhys Davids M.A. D. Litt. ; Dr. Mart M.A. Ph. D. ; Dr. Page ; Miss. Sharples ; Mrs. Coorge ; Begum Shaw Nawaz ; The Hon'ble Justice Bristowe ; Viscount Goschen, Ex-Governor of Madras ; His Hishness Maharaja of Morvi ; Raja of Parlakemidi ; Lt. Col. Dr. Sir Hasan Suhrawardy ; Dr. Moonje ; Sir Akbar Hydari ; Sir Mriza Ismail Dewan Bahadur Mysore State ; Dr. L. Craumer Byng ; Rev. Father Wigram of the Anglo Catholic Church ; Dr. William Paton, General Secretary, International Missionary Council ; Dr. G. E. Newman Asst. Secy, Anglo German Academic Bureau ; Dr. O. O. Garthe ; Dr. Beresford James Kid, Warden of Keble College ; Dr. Frank Buchman, Leader of the Oxford Groupe ; Secretary of the German Academy ; Mr. R. K. Mehta of Burma ; Mr. B. C. Mukherjee, Bengal ; Mr. P. K. Mitra, Bengal ; Miss. Romane, Secretary Bahai movement ; Lady Willingdon ; Miss. Margaret Farguharson ; H. H. Agakhan ; Earl of Cromer.

নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকগণ তাঁহাদের সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবার সহায়তা করায় শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে :—

অমৃতবাজার পত্রিকা, লিবার্টি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, বোম্বে ক্রনিক্‌ল্, ন্যাশনাল হেরাল্ড, হিন্দু, অমৃতপত্রিকা, মাদ্রাজমেল, লণ্ডন-টাইম্‌স্, নিউ টাইম্‌স্, ক্রীশ্চেন্‌সার্ণাল, বিহার-হেরাল্ড, সার্চলাইট, সিন্ধ্ অবজারভার, হিতেচ্ছু, সংসার-সমাচার, আনন্দবাজার, বসুমতী, ব্যবস্থাপক, বেঙ্গলী, ডেইলি হেরাল্ড, ডেইলি মেল, স্পোর্ট এণ্ড জেনারেল, ডেইলি এক্সপ্রেস্, আর্য্য মণি নিউজ, ইষ্টার্ণপায়ার ইভিনিং নিউজ, ফ্রেক্ ডেইলি, টেলিগ্রাফ্, ইষ্টার্ণপায়ার হেরাল্ড, বেলফাষ্ট টেলিগ্রাফ্, ইভিনিং হেরাল্ড।

মিঃ কে, এন, নিয়োগী, রয়টার, কলিকাতা— ইনি রয়টারের প্রেরিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা ভারতের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবার সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণ-মনীষীর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণে আগ্রহ

ওঁ৺ শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট আর্ত্তিপূর্ণ পত্র

Berlin. March 2. 1934.

Sree Tridandi Swami Bon,

"Saint great of heart and kind are ye,
Father and mother un-to me,
So great the blessings you bestow,
How can I praise you, I am so low ?
For you have saved me,
You have showed to me, dull man,
the proper road.
My debt,"....., say,
Ah never can I pay."

This abhang by the Maratha saint Eknath may tell you better than my own words the thankfulness arisen when I had your last letter. I have but one wishing—to devote myself entirely to the service of Godhead and to live among spiritual people. I am sorry for the great distance from Berlin to India and even to London. I have been reading the books giving the history of Sree Chaitanya Movement.

Now I start with reading the Sree Bhagabat Purana. It is very difficult to understand these books unless to be helped by the Spiritual Teacher. Whosoever is, like me, versed in the comparative History of the Religion is always inclined to accept the teachings without realising the Eternal Truth expressed in the mundane vocabulary. Therefore I am eager to devoid this fault. But it is very difficult to practise the religion in one's own life among Atheists. You may rest assured that I am sorry for every minute I am compelled to do worldly works. I am so much longing for the realisation of Bhakti in my soul and for the union of the pure soul with goal of its loving Master and there passes not a minute unless I am mentally praying for the Grace of Godhead and of the Guru and the True Devotees.

Whosoever reads the books you have sent me will certainly recognise whenever his mind is open that Vaisnabas stand alone among the Religious people of the world and that their Religion is bound to react most powerful on the existing confession. Even in the so-called theological sphere as to dogmatics the Teachings of Sree Krishna Chaitanya is in the ascendant. The Cosmology, the Theology and spiritual Psychology are much more fit to satisfy the Jnana-interest of mankind than e. g. the Summa Theologica by St. Thomas, because they are in accordance with reality. It would be an interesting task for the author and the reader to explain this fact to the Christians.

But to tell the truth I am at this very moment interested in this matter only:—can the chanting of the Name as the form of worship, instituted for this Age, be performed without hearing the Name from the Lips of the True Devotee ? Or am I to pray to Godhead for His Grace that I may be enabled to hear the transcendental Sound from the lips of our Guru while I am here in Berlin ? Or is there any possibility to here by reading a letter ?

Do not misunderstand me; I wish not to wait a single day. You have showed me that there is a way towards the realisation of Godhead. I am praying you and the Guru for helping me to do the first step on this way. May God enable me to start and to do according to the longing of the soul.

Always looking forward to have a line from you and with the expression of my complete submission to the True Devotee, the Guru and the Grace of the Almighty.

Yours very sincerely

S/d Ernst Schulze

P. S.

My best thanks that have written about me to the Guru Maharaj.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীত্রিদণ্ডিস্বামী বন!

"আপনি একজন দয়ালু ও সহৃদয়তাপূর্ণ-বিশিষ্ট সাধু। আপনি আমার নিকট পিতা ও মাতা-স্বরূপ। আপনি আমাকে যেরূপ প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন, আমি ঘৃণ্য জীব, তাহার কি প্রশংসা করিতে পারি? আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনি মূল বুদ্ধিবিশিষ্ট আমাকে শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হায়! আপনার ঋণ আমি কি করিয়া পরিশোধ করিব।"

যখন আমি আপনার শেষ-পত্র পাইয়াছিলাম, তখন আমার হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা উদিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিজের ভাষা অপেক্ষা মারাঠা সাধু একনাথের কথিত উপরি-উক্ত কথাগুলি অধিকতর স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবে। শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বাস করা ব্যতীত আমার আর অন্য ইচ্ছা নাই। বালিন হইতে ভারতবর্ষ ও লণ্ডনের দূরত্বের জন্য আমি দুঃখিত। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক-সকল আমি পাঠ করিতেছি। এক্ষণে আমি শ্রীভাগবত-পুরাণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। পারমার্থিক গুরুর সাহায্য ব্যতীত ইহা বোধগম্য হওয়া বড়ই দুরূহ। আমার মত যাহারা ধর্ম্মজগতের তুলনামূলক ঐতিহ্য বিষয়ে পারদর্শী, তাহারা ব্যবহারিক ভাষায় প্রকাশিত নিত্যসত্য-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিয়াই ইহার শিক্ষা-গ্রহণে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়। অতএব আমি এবম্প্রকার দোষ পরিহার করিতে ব্যগ্র। কিন্তু নাস্তিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়া নিজের জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম আলোচনা করা বড়ই দুরূহ। আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, আমার জীবনের প্রত্যেক মিনিট যাহা জাগতিক কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে, তাহা আমার দুঃখের কারণ হইতেছে। আমার ভক্তি উপলব্ধি করিবার জন্য এবং শুদ্ধাত্মার সহিত তাহার প্রভুর মিলনের জন্য আমি এত উৎসুক হইয়াছি যে, ভগবৎকৃপা, গুরুকৃপা ও শুদ্ধ-ভক্তগণের কৃপার প্রার্থনা ব্যতীত আমার এক মুহূর্ত্তও ব্যয়িত হইতেছে না।

আপনি যে সমস্ত পুস্তক আমাকে পাঠাইয়াছেন, যিনি তাহা পাঠ করিবেন, নিষ্কপটভাবে পাঠ করিলে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, জগতের ধার্ম্মিক লোকগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণই প্রধান এবং তাঁহাদের ধর্ম্মই বর্ত্তমান বিশ্বাসের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া করিতে বাধ্য। এমন কি, তথাকথিত ধর্ম্মজগতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাই ঊর্দ্ধগামী। সেণ্ট টমাস্ কৃত "সাম্মা থিওলজিকা" অপেক্ষা পৃথিবীতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং পারমার্থিক-তত্ত্ব মানবগণের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করিতে অধিক সমর্থ। কারণ তাহারা বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট; গ্রন্থকার ও পাঠকগণের পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই ব্যাপারেই বর্ত্তমানে খুব আকৃষ্ট। বর্ত্তমান যুগে শ্রীনাম-সেবার জন্য যে শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কি সাধুমুখ হইতে শ্রবণ না করিয়াও কীর্ত্তন করিতে পারা যায়? অথবা আমাকে কি এই বার্লিনে বসিয়াই শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত নাম শ্রবণ করিবার জন্য ভগবানের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে? অথবা পত্রপাঠে কতদিন হইতে শ্রীনাম-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে?

আমার সম্বন্ধে স্বল্প ধারণা পোষণ করিবেন না, আমি আর একটি দিবসমাত্রও অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় আছে, ইহা আপনি আমাকে জানাইয়াছেন। প্রার্থনা করি, আপনি এবং শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রাথমিক চেষ্টার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন। আমার আকৃষ্টি অনুযায়ী কার্য্যারম্ভ ও অগ্রসর হইতে ভগবান্ আমাকে সাহায্য করুন। প্রকৃত সাধু, শ্রীগুরুদেব এবং ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রপত্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক আপনার নিকট হইতে উৎসাহ-নির্দ্দেশের জন্য সর্ব্বদাই উৎগ্রীব হইয়া রহিলাম।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত—

স্বাঃ—আল্‌ফ্রেড্ মুল্‌জ

পুঃ শ্চ—আপনি যে আমার সম্বন্ধে গুরু মহারাজকে লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবন-মঙ্গল জীবনচরিত "সরস্বতী-জয়শ্রী" মুদ্রিত হইতেছেন। ঐ গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা রয়েল ৮ পেজি সাইজে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-চরিতের উপকরণ ও ঘটনাবৈচিত্র্য এত অধিক যে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সকল লিপিবদ্ধ হইলেও ৫০০ পৃষ্ঠায় উহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্যোত্তম প্রভু ও বৈষ্ণবগণের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থ-কলেবর আরও অনেক বৃদ্ধি হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত আত্মজীবনচরিতের বিস্তৃত বিবরণ বাহীত 'গৌড়ীয়' প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বিবরণ আচার্য্য পণ্ডিত উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ, মহামহোপদেশক আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ আচার্য্যানুগ ব্যক্তিগণ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বহু পুরাতন পত্রাদি হইতে জীবনীর অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। "সরস্বতী-জয়শ্রী"র একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন প্রকার বিকৃত বা অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ নাই। প্রত্যেক ঘটনা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই অমূল্য চরিত-গ্রন্থে সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, তথা বিশ্ববৈষ্ণব-জগতের অকৃত্রিম ইতিহাস পাওয়া যাইবে। যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদ, শক্তিসঞ্চার, উৎসাহ ও যথাযোগ্য আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের সতীর্থগণের সকলকেই পুনরায় বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি, অর্থ—সমস্ত নিয়োগ করিয়া এই ভুবনমঙ্গল গ্রন্থরাজের সেবায় আমাদিগকে উৎসাহিত ও নিযুক্ত করুন। আর্থিক আনুকূল্য "শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যদি কোন ভক্ত বা সতীর্থ ভ্রাতার নিকট প্রভুপাদের কোন উপদেশপূর্ণ পত্র কিম্বা জীবন-চরিতে প্রকাশ-যোগ্য কোন বিশিষ্ট উপকরণ থাকে, তাহা হইলে তাহাও তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠে পাঠাইবেন। যে-সকল মহাত্মা ও সতীর্থ ভ্রাতা নানাভাবে "জয়শ্রীর" সেবা করিতেছেন, আমরা যথাকালে তাঁহাদের সেবার নিদর্শন-সহ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিব। এই গ্রন্থরাজ যতশীঘ্র সমাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা ইচ্ছান্বিত থাকিলেও ভগবদিচ্ছাই বলবতী; কারণ, জীবের সৌভাগ্য পরিপক্ক না হইলে জগতে সুদুর্লভ বস্তুর অবতরণ হয় না।

শ্রীধামে ভক্তগৃহস্থ-গণের ভবন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ অনেকেই গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ। উপদেশক শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগবাকর প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সীতা-পতি দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ স্বজনবর্গের হরি-সেবানুকূল জীবন-যাপনের জন্য শ্রীধামে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবৎসর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-বিলাস মহাশয়ের শ্রীধামস্থ ভক্তিবিলাস-ভবনে, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ভক্তিভূষণ-ভবনে ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নব-গৃহে প্রবেশানু-ষ্ঠান শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণের দ্বারা সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীধামের গৃহ-প্রবেশ ও গ্রামের গৃহ-প্রবেশে পার্থক্য আছে; একটিতে শ্রীধামের ও শ্রীধামেশ্বরের সেবার আনুকূল্যে জীবন-যাপন ও পরিবার-পরিজনগণকে সেই আদর্শে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আর একটিতে গ্রাম্য-সেবা ও গ্রাম্য সামাজিকতার অনুপ্রাণিত হইবার অভিসন্ধি অন্তর্নিহিত আছে। গ্রাম্যসেবায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু হরিসেবার আনুকূল্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংস্পর্শ রহিয়াছে। হরিসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের আদর্শ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতাকে সর্ব্বদা সম্মুখীন করিয়া শ্রীধামের সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীধামে গৃহ-প্রবেশ হইলেই সার্থকতা।

শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্রসমূহে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

আমরা আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের বিভিন্ন শাখামঠ হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-পূজার বিবিধ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এই বঙ্গ-তান্ত্রিক যুগেও ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি ভারতের বাহিরেও বহুস্থানে শ্রীগৌরাবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে শ্রৌত-হরিকথা-কীর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আধুনিক কালে প্রাকৃত সাংঘিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ন্যূনাধিক আমোদ-প্রমোদের জন্য অসদাচারি-তাড়াটিয়া-সম্প্রদায়ের দ্বারা মহাপ্রভুর উৎসবোপলক্ষের ছল করিয়া নানা-প্রকার রস-কীর্ত্তনাদির অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেরূপ কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ ঐ সকল শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রের উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় নাই। সকলেই শ্রীচৈতন্যজনের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির মনোহভীষ্ট-সেবা-প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া গৌরপ্রকট-তিথির পূজা করিয়াছেন। নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠেও বিশেষ সমারোহে শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ-দ্বয় কিছুকালাবধি সিন্ধু-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা যখন শিকারপুরে প্রচার করিতেছিলেন, তখন জনৈক হিন্দুস্থানী গৈরিকবেশ-পরিহিত উদাসি-সম্প্রদায়ের এক অন্ধ ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্যক্তি আপনাকে বেদান্তাচার্য্য স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ মণ্ডলেশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়কে রামানুজাচার্য্য ও তান্ত্রিক তথা গিরি, পুরী, ভীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি সন্ন্যাস-নামকে অবৈদিক বলিয়া স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং সনৎকুমার তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মূল পুরুষ এইরূপ বলিতে চাহেন। উক্ত ব্যক্তি আরও বলেন যে, শ্রীনাম ও ভক্তিই তাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয়, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদের বিশেষ সম্মানিত গ্রন্থ এবং সাযুজ্যমুক্তি কৈবল্যবাদই তাঁহাদের সাধনের চরম লক্ষ্য। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবতকে মধ্যস্থ করিয়া তাঁহার ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধমতবাদকে খণ্ডনকল্পে করিতে আরম্ভ করিলে তিনি নিজের ভ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া 'মৈঁ আতা হুঁ' বলিয়া সভাস্থল প্রস্থান করেন এবং তৎপরিকালে আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

বাসগ্রাম-বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপার্ষদে চাঁচড়ী-পুরুলিয়া-বিজয়ের তৃতীয়দিবসে

গত ২৪ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ৮ই মার্চ্চ তারিখে চাঁচড়ী-পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী যশোহর জেলার বাসগ্রাম-বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধ-চন্দ্র ঘোষ বি-এ মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ শ্রৌতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ভক্তবন্ধুমিশ্র বাস অধিকারী ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল মহোদয়-গণ বক্তৃতা-প্রদানার্থ পুরুলিয়া হইতে উক্ত হাইস্কুলে গমন করেন। স্বামীজীগণের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের বালকগণ বিদ্যালয়-গৃহের প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে প্রচারিত হইল এবং আবাল-বৃদ্ধ-যুবা-প্রৌঢ় প্রভৃতি ভদ্র-মহোদয়গণে বিদ্যালয়-গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীযুৎ শ্রৌতী মহারাজ সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে ও ছাত্রসমূহকে লক্ষ্য করিয়া 'শিক্ষা ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' বিষয়ে একটি সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতামুখে তিনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তুলনামূলক বিষয় প্রদর্শন পূর্ব্বক 'আমি কে?' প্রভৃতি সূত্র অবলম্বন করিয়া এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষামৃতই তাঁহার বক্তৃতার ভিত্তি। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা-প্রদানকল্পে শ্রীধাম মায়াপুরে ঈশোদ্যান ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট নামক যে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ও স্বামীজী উল্লেখ করেন।

অতঃপর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম-

ভাষী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, স্বামীজী মহারাজ যে সকল সূত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেই গুলি ভক্তমণ্ডলি বালকগণের সহজবোধ্য করিয়া আরও বিশদভাবে বর্ণনমুখে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি অর্থ-পরমার্থ, বিদ্যা-অবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

অবশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থল মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত "আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়" এই সূত্রাবলম্বনে "মানবজীবনের চরম কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ধর্মালোচনাই যে প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক চেতনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহার দ্বারাই যে, সকল মীমাংসা সাধিত হইবে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুগধর্ম প্রবর্ত্তন ও শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন। ইহা বর্ণনাকালে তিনি বহু তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমানে সমগ্র জগতে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহার মধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে হইলে স্বরাট্ ভগবানের সেবাদ্বারাই যে উহা সম্ভব, তাহা যুক্তিসহ বর্ণন করিয়াছেন। ভগবানের সেবাময় শিক্ষাদ্বারাই চরমকল্যাণ লাভ হইবে।

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

সমবেত সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় ঐ অমৃতময়ী হরিকথা শুনিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের প্রতি সকলেই সবিনয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

খুলনায় প্রচার

গত ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শুক্রবার সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের চাঁচুড়ী পুকুলিয়া হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীপাদ শ্রৌতীমহারাজ, সাগর মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকী-নন্দন, শ্রীহরিহর ও শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কএক-মূর্ত্তি খুলনা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ ট্রেণযোগে হইতে গৌরনগর ষ্টেশনে না নামিয়া খুলনায় গমন করেন। তথায় রাজাপুর নামক স্থানে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ দুইদিন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলি-বামন-সংবাদ পাঠ করেন। তৃতীয় দিবস ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১২ মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণে চন্দনীমহল-নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত ভক্ত শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ-সহ নৌকাযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যান। এখানে ঐ দিবস শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীনৃসিংহ-স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও গ্রামবাসী সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর পাঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরদিবস (মঙ্গলবার) ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপজী ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর বাগ্মিতায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।

সজ্জনী শশধর বাবুর বৈষ্ণব-সেবায় আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যম প্রকৃতই আদর্শ-স্থানীয়। ব্রাহ্মণকুলে বন্দ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্ত-সেবায় আত্মনিয়োগ দ্বারা শশধর বাবু সত্য সত্যই প্রকৃত ব্রাহ্মণতার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। "যদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—এই ভগবদ্বাণীর তাৎপর্য্য তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণব-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে তিনি পুনরায় সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী-সহ নৌকাযোগে মঠসেবকগণকে খুলনায় পৌঁছাইয়া দেন। তথা হইতে তাঁহারা ১২ টার ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যা প্রায় ৬।০ ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা

আগামী ১৯ চৈত্র (১৩৩০), ২ এপ্রিল (১৯২৩) সোমবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ছত্রভোগ গ্রামে শুভবিজয় করিয়া তথায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন স্থাপন করিবেন। এতদুপলক্ষে তথায় পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি-মুখে একটি বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সজ্জন-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিকী

পুরস্কারবিতরণী সভার বিবরণ

(স্থান— শ্রীধামমায়াপুর, অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির

সময়— ১৮ মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা)

[গত ৩২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে সভার সাধারণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সভাটির অন্তরঙ্গ—মূল উদ্দেশ্য পারমার্থিক হওয়ায় এবং আপাতিক বিদ্যালোচনার স্থান-হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি পারমার্থিক বৈশিষ্ট্য থাকায় উহার সম্পূর্ণ বিবরণটি পারমার্থিক পত্র গৌড়ীয়ের স্তম্ভে উল্লেখযোগ্য হইতে পারে মনে করিয়া আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নিম্নে সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।]

নবীয়ার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ মাননীয় আবুল মুজাফর আহমেদ বি-এল (ক্যাম্) বি-সি-এস্ (অক্সন্), বার-এ্যাট্-ল মহোদয় পুরস্কারবিতরণী সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার স্থান শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের সুপ্রশস্ত অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে নির্দ্দিষ্ট হয়।

সভামণ্ডপটি পুষ্পমাল্য-পতাকা-বস্ত্রাভরণাদিদ্বারা উত্তম-রূপে সজ্জিত হইয়াছিল, মণ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীর উপর বিদ্যালয়পরিচালক-সভার সভাপতি ও পুরস্কার-বিতরণী-সভার সভাপতির জন্য দুইটি সুন্দর আসন রচিত হইয়াছিল। মাননীয় জজ বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের কএক মিনিট পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত হন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় তাঁহাকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। তিনি আসন গ্রহণ করিবার পর ঠিক ৪ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইলে সভাস্থ সজ্জনগণ দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যবর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অল্পক্ষণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ের স্থানীয় সম্পাদক মহোদয় প্রণামান্তে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় একটি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে পুরস্কার-বিতরণীসভার সভাপতি মাননীয় জজ সাহেবকে প্রদত্ত ইংরাজী অভিভাষণটি পাঠ করেন।

অনন্তর সভাপতির ইচ্ছানুসারে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী আবৃত্তি ও সংস্কৃত ললিতভাষায় স্তোত্র গান করিবার পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদীমোহন ভক্তিশাস্ত্রব সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য বি-এ, বি-এল মহোদয় বিদ্যালয়ের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণের কৃতিত্বানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার-বিতরণ আরম্ভ করেন।

মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের সপ্তমবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষর সুন্দর দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে একটি রৌপ্যপদক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে যথাক্রমে 'অনাদিরঞ্জন' মেডেল ও 'বিনোদবিহারী' মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা-বোড়া-বাগানের শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহোদয় প্রকাশ করেন, যে ছাত্র প্রথম চারি শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইবে, তাহাকে তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে 'ভক্তিসুহৃৎ' মেডেল উপহার দিবেন। কৃষ্ণনগর বারের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহোদয় 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে বালক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছে, তাহাকে তাঁহার স্বরচিত দুইখানি পুস্তক এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে তাঁহার পুত্রের রচিত '৭ দিনে ম্যাট্রিক ইতিহাস পরীক্ষা' নামক একখানা পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে ছাত্রগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে কৃতিছাত্রগণকে ও এই সঙ্গে যোগ্যতানুসারে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ধর্ম্মশিক্ষা ও সাত্ত্বিক আহার-বিহারাদির বৈশিষ্ট্য-বর্ণন-মুখে বলেন—• • মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—বিমল ধর্ম্ম, আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, প্রাচ্য-প্রতীচ্য—চরাচরের বিশ্ববাসী সকলেরই একমাত্র ধর্ম্ম। যিনি সেই প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নহে, সুদূর লণ্ডন-বক্‌ষনগরেও মঠ-স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—উভয়বিধ শিক্ষা-সংযোগে এই বিমল প্রেমধর্ম্মের প্রচারোদ্দেশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়কে আমি আনন্দের সহিত অভিবাদন করিতেছি। • • আমার বাড়ী শান্তিপুরে। সেই স্থান হইতে গত ১৩০০ বঙ্গাব্দে আমরা সঙ্কীর্ত্তনদল-সহ কাশনা হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম এবং সেই বৎসর, যাঁহার নামে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মভিটায় সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। তখন নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ অধিবাসী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় এবং আরও অনেকে এই সেবা-কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন। কেহ কেহ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত করে, কিন্তু সেই বিতণ্ডার কোন মূল্য নাই। • • মহাপ্রভুর সময় নদীয়া নগরী বহু মাইল পরিধিবিশিষ্ট ছিল এবং ভারতের মধ্যে নবদ্বীপই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেই প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বিস্তারের যে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা বর্ত্তমানে প্রবল বিক্রমে চলিতেছে, তাহার মূলে আমরা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়কে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। • • শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের প্রচারের ফলে সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার নিকট মস্তক অবনত করিবে, ইহা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় (করতালি)।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে মাননীয় জজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর আসন গ্রহণ করিলে উকীল শ্রীযুক্ত নিবাই চাঁদ মৈত্র মহাশয় কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপর উকীল শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"পুরস্কারবিতরণী সভায় ছাত্রগণকে কিছু উপদেশ দেওয়া প্রথা রহিয়াছে, কিন্তু এখানে দেওয়াল গায়ে যে সকল শিক্ষা অঙ্কিত রহিয়াছে, ছাত্রগণ যদি তাহা পালন করে, তাহা হইলে যথেষ্ট, কারণ এই শিক্ষাই মহাপ্রভুর সর্ব্বশিক্ষা-সার শিক্ষা। মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে, ইহা বস্তুতঃপক্ষে সার্ব্বজনীন। • • বর্ত্তমানে যে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভারতবর্ষকে শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে, মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্ম্ম বিস্তারিত হইলে উহা সমূলে উৎপাটিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আমরা আশা করি, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুবিস্তৃত হইয়া ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তিস্থাপন করিবে। বিশ্ববাসী সকলে মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর নাম গান করুন, তাহা হইলে হৃদয় প্রসন্ন হইবে, গ্লানি বিদূরিত হইবে এবং হৃদয়ে পরমানন্দ প্রবিষ্ট হইবে (করতালি)। মহাপ্রভুর শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করায় আমরা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"

অতঃপর মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সবেগে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, তাঁহার মাতৃভাষা উর্দ্দু, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে; তাঁহার বলিবার চাকা, ওদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারিলেও তাহা সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে না, এজন্য সর্ব্বদেশেই নিজ নিজ মাতৃভাষার বহুমাননা লক্ষ্য করিয়াও তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইলেন।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম এইরূপ—"পূর্ব্বোক্ত বক্তৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা হিন্দু-মুসলমান বহুকাল একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। মাঝখানে এই যে, সাম্প্রদায়িকতা-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া

উঠিয়াছে, তাহা অতি শীঘ্রই নিষ্কাশিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবেই এই প্রকার বিদ্বেষের উদ্ভব হইয়া থাকে।

সভাপতি মহোদয় ডিষ্ট্রিক্ট সেসন্স্ জজরূপে যখন বর্দ্ধমানে ছিলেন, তখন কার্য্যোপলক্ষে একবার কাটোয়ায় আসেন, সেই সময় নবদ্বীপও একবার দর্শন করেন। তৎকালে মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেই ইচ্ছা-পূরণে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত অনুভব করেন। এস্থানে ধর্ম্মশিক্ষার যে পবিত্র আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে, তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। তাঁহাকে এস্থান দর্শনের সুযোগ দেওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ শ্রবণে সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন—বিদ্যালয় অট্টালিকাটিও যে প্রকার মনোরম ও সুদৃশ্যস্থানে উন্মুক্ত হাওয়ায় অবস্থিত, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি যে প্রকার যত্ন লওয়া হয়, বিশুদ্ধ পানীয় ও খাদ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের যে প্রকার সুনজর রহিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশিক্ষার যে চমৎকার আয়োজন, তাহা বাস্তবিকই আশাতীত সন্তোষজনক।

পরিশেষে 'ছাত্রগণ সকলেই বিমল প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতের আদর্শ হউক এবং কর্তৃপক্ষের সাধু উদ্দেশ্য সফল করুক'—এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহোদয় পুনরায় বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বক্তৃতার উপসংহার করেন।"

অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ হইতে মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান-মুখে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় একটি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুরের বিনয়-নম্র বচন ও সম্ভ্রান্ত বংশোচিত সৌজন্য এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন সত্য সত্যই ধন্যবাদার্হ। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার মধুর ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতক ব্যক্তির মাত্র নাম সংগৃহীত হইয়াছে :—

উকিল বেচারাম লাহিড়ী, উকীল যশোদাকুমার চাটার্জ্জি, গভর্ণমেণ্ট উকীল সুরেন্দ্রকুমার বসু, উকীল নিমাই চাঁদ মৈত্র, উকীল বিহেন্দ্রনাথ সরকার, কৃষ্ণনগরের সাব্‌জজ্ মৌলবী সৈয়দ রহমান সাহেব, উকীল মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উকীল ছেনচন্দ্র রায়চৌধুরী, উকীল হিমাংশুভূষণ সমাদ্দার, পুলিন বিহারী মিত্র, উকীল অনাথনাথ বাগ্‌চী, উকীল শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল অনিল কুমার বিশ্বাস, দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, উকিল রবেন্দ্র কুমার মিত্র, উকীল জগবন্ধু লাহা, বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল প্রকাশকুমার বানার্জ্জি, উকীল রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, উকীল অমলেন্দু ভূষণ মুখার্জ্জি, মাটিয়ারীর জমিদার রাধাগোবিন্দ সেন, কুমার-খালির জমিদার নন্দগোপাল কুণ্ডু, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ভূদেব শোভাকর, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান বাবু সদানন্দ ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার রায়, পুলিস হাসপাতালের ডাঃ হর্ষনাথ সেন, মোক্তার আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, মোক্তার হারাধন দত্ত, মোক্তার অতুকুল চন্দ্র বিশ্ব, নিজামদ্দিন মণ্ডল, চৌধুরীসাহেব দোকানদার মণ্ডল, বাবু অশ্বিনীকুমার বসু, নবদ্বীপ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেডক্লার্ক নলিনীকান্ত রায়, অশ্বিনীকুমার সরকার, নবদ্বীপের মুন্সী হেদায়ৎ বক্স, মহেশগঞ্জের মুন্সী নজীরউদ্দীন আহাম্মদ, জমিদার খন্দকার মহম্মদ হোসেন, উকীল প্রবলকুমার প্রামাণিক প্রভৃতি।

পরলোকে জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী

গত ১২ চৈত্র, ১৩৪০; ২৬ মার্চ্চ, ১৯৩৪ সোমবার হরিবাসর দিবস অপরাহ্ণ ৪-২০ মিনিটের সময় নদীয়াজেলার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস-ভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্র মহোদয় উক্ত ভবনে গমনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৪০; ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪ | ৩৪শ সংখ্যা

মানবের পরম ধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যার পর)

বিশ্বমানবের বিরাট্ দেহ কখনও হয়ত' আপনাকে নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ মনে করিয়া নিয়ামকের আদৌ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। উহাই পারমার্থিক (?) অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা হটের সেনিনবাদ। আবার যদিও কোন কোন সোস্যালিষ্টের ন্যায় প্রকৃতির তাড়নায় প্রতিপদে প্রতিহত ও বাধিত হইয়া গুপ্ত ও ব্যষ্টিগতভাবে কোন নিয়ামককে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তখনও সেই বিশ্ব-মানব বা ব্যষ্টিমানব এমন এক প্রতীককেই নিয়ামকরূপে বরণ করে, যাহা মানবের মনোধর্ম্মের রুচির অনুকূল ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনাকে নিয়মিত করিতে গিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কামের ত্রিবর্গ রচনা করে। আবার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে অবরুদ্ধ করিতে বাধিত হয়। নিয়ামকের নিরিন্দ্রিয়ভাব কল্পনা না করিলে পাছে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তাণ্ডবকে কোন পরিপূর্ণ চিদিন্দ্রিয়বান্ পুরুষ শোষেদ্যার মত ধরিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ত্রিবর্গের নিয়ামকের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরি-পোষকতা করিবার জন্য রচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অপবর্গের নিরিন্দ্রিয় নিয়ামকও প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রযোজকের আসনে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

বিশ্বমানব যে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সত্তরণ শিক্ষা

করিয়াছে, তাহাতে তুরীয়ের মান অর্থাৎ ধৈর্য্য, প্রশ্ন ও বেগ এই ত্রিবিধ বাস্তবতা ব্যতীত আর কোন বাস্তবতাই তাহার পরিকল্পনার আকারে আসন পায় না। ত্রিমিতির হাত হইতে তুরীয়ের যে একটা অনুমান হয়, তাহাতে তৎপ্রতিযোগী বা তথাধিক্য পরিকল্পনাই স্বাভাবিক। বিশ্বমানব অনুমান করেন, যখন বিশ্বজগতে ধৈর্য্য, প্রশ্ন ও বেগ বা দার্শনিকের পরিভাষায় দ্রব্য, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডল আছে, তখন বিশ্বাতীত বাস্তবতা এমন কিছু হইবে—যাহার ধৈর্য্য, প্রশ্ন ও বেগ নাই অর্থাৎ যাহা নিরিন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র। বিশ্বমানবের ধর্ম্ম-পরিকল্পনা এই পর্য্যন্তই আরোহণ করিতে পারে, ইহাই তাহার ধর্ম্মের ধারণার "মৌলীকল্প"। তাহার পরে আরোহণ করিতে গেলেই সে পতনের আশঙ্কা করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ অথবা চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ অপবর্গ মোক্ষ পর্য্যন্ত মানবধর্ম্মের ধ্বজ নির্দ্দেশ করিতে পারে; কিন্তু যখন পঞ্চম-মুরলীতান সেই তুরীয়ের সন্ধান ও নূতন আবিষ্কার করেন, তখনই মানবের ধর্ম্ম হইতে মানবের পরমধর্ম্মের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখনই মানুষ বলে—মানুষ মানুষের প্রাকৃত সাহচর্য্যকতা বা বাউলের বিকৃত রূপমুগ্ধতা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া "নিরঞ্জন তাহার স্বরূপ" পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। তখনই প্রাকৃত মানবের ধর্ম্ম হইতে অপ্রাকৃত মানবের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অবধারণ হয়।

হেগেলের প্রিয় শিষ্য ফায়ার ব্যাক্ (Fireback) বিশ্ব-মানবের অনুকূল মতের প্রতিনিধিরূপে বলিয়াছেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মই মানুষের রুচি অনুসারে সৃষ্ট। কাজেই আমরা দেখি, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এরূপ ভাবে Fireback এর তথা-কথিত দার্শনিক তত্ত্বে মর্ত্ত্যোচ্চ আসন পাইয়াছে মানুষ। তিনি আরও বলেন—দুনিয়ার মূলনীতিগুলি ঈশ্বরের আইন নহে, মনুষ্যের স্বাচ্ছন্দ্য। তাই তাঁহার মতে পুরাতন একত্বের ধর্ম্মমূলক দেববাদকে ছাটিয়া ফেলিয়া মানুষকে তাহার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই মানবের ধর্ম্ম হওয়া উচিত।

Fireback ধর্ম্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিবার সময় মানুষকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তার (?) উপর মানবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু Carl Marxএর (১৮১৮-৮৩) মতে ইহা ভুল। মানুষ সমাজবদ্ধ, এজন্য ধর্ম্মের প্রতি মানুষের টান স্বাভাবিক নহে। উহা পূর্ণমাত্রায় সামাজিক। তাই Carl Marx ঘোষণা করিলেন—Religion is the opium of the people. অর্থাৎ ধর্ম্ম মানুষের নিকট আফিংএর মত মাদক বস্তু। তাহা মানুষের স্বাধীন-চিন্ত-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সাম্যবাদের নায়কের এই বাণী আধুনিক কালের ভারতীয় মানবের চিন্তাস্রোতেও যে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদিও এক সময় Karenskiর (কেরেন্স্কির) গণ-বাদ ও Marx (মার্ক্স্) এর সাম্যবাদের মধ্যে Bloodless revolution এর ন্যায় একটা পুনরভিনয় হইয়াছিল, তথাপি উভয়ের নীতিই ভারতীয় পুরুষবাদ ও চিন্মাত্রবাদের ন্যায় অন্তিমে তত্ত্বতঃ সাম্যই লাভ করিয়াছে।

মানবের মনোধর্ম্মের কথার মতভেদ ও পরিবর্ত্তনশীলতা অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস উভয়েই প্রমাণ করে। মানবের বিভিন্ন রুচি, মানব-মনের চাঞ্চল্য-ধর্ম্ম, অপরার্দ্ধের নানা-প্রকার ঘাত প্রতিঘাত মানবধর্ম্মকে ঘোরতর পুতুলের ন্যায় সর্ব্বদাই অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। অধুনা প্রকাশিত মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা মানবধর্ম্মের ইতিহাসে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। Sir John Marshall প্রমুখ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন সিন্ধুদেশের পাষে মোহেন-জো-দারো নামক স্থানে বিস্তর খনন করিয়া মাটীর নীচ হইতে সভ্যতার যে নিদর্শন উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা গবেষণা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, মোহেন-জো-দারোর ধর্ম্ম আর্য্য-ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অনার্য্য-দের ছোঁয়াচ আর্য্যগণের দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণে লাগায় তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ এই মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, মোহেন-জো-দারোর ধর্ম্ম আর্য্য মানব-ধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ।

প্রাচী-প্রতীচীর এই সকল মতবাদ পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া মানব-ধর্ম্মের কথার যে সকল তাজা গড়া করিতেছে, তাহা হইতে আমাদের আলোচ্য মানবের পরমধর্ম্মের বাণী সম্পূর্ণ পৃথক্। এই জন্যই মানব-সাধারণের ধর্ম্মের কথা

না বলিয়া অভিধর্ম্মী মানবের পরম-ধর্ম্মই আমাদের আলোচনার বিষয়।

সাধারণ মানব মানবের পরমধর্ম্মের কথা প্রথম যুগে শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হয় না। কারণ প্রাণি-জগৎ আত্ত বা অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই তাহাদের উপাস্য দেবতারূপে বরণ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্মের হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে নানারূপ অনুশাসনের ব্যবস্থা আছে। যাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্পৃহা যতটা অধিক বা কম, তাহাদের অধিকারে তদনুরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা শাস্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শাস্ত্র মানবের বিমুখতা-রোগের নিদান-গ্রন্থ। আর আচার্য্য বা সদ্গুরু তাহার বৈদ্য। বিশ্ব-মানব রোগী; রোগী কখনও নিজ-রোগের চিকিৎসা নিজে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে তাহার নিজ-রোগ সারাইবার সাধ হয় বটে, কিন্তু নিজেই নিজের রোগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়া রোগ-বৃদ্ধির উপকরণগুলিকেই 'ঔষধ' এবং পুষ্টিত পথ্যের ব্যবস্থা-বিজ্ঞানকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া বরণ করে। এই জন্যই সদ্বৈদ্য বা অকৃত্রিম সদ্গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা। রোগী যদি নিদান-গ্রন্থ বা চিকিৎসা-পুস্তক দেখিয়া নিজেই নিজের রোগ সারাইতে পারিত, তাহা হইলে চিকিৎসক বা সদ্বৈদ্য-সম্প্রদায়কে ধরাধাম হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আবার রোগের ধর্ম্মবশতঃ রোগী সেইরূপ বৈদ্যেরই অনুসন্ধান করে, যিনি তাহার রোগ সারাইবার ছলনায় রোগ-বৃদ্ধির পুষ্টিত উপকরণগুলির উপরই ঔষধের লেবেল লাগাইয়া দিতে পারেন। যদিও রোগী রোগের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই করে এবং ব্যাধি-প্রশমক ঔষধের প্রার্থনাই করে, তথাপি রোগের এমনই স্বাভাবিক দুর্দ্দমনীয় লক্ষণ যে, কুপথ্য এবং রোগ-বৃদ্ধিকারক উপকরণগুলিতেই তাহার ঔষধ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। রোগ-জনিত কষ্ট নিজেকেই সহ্য করিতে হইবে, চিকিৎসককে তজ্জন্য কিছু ভোগ করিতে হইবে না,—ইহা জানিয়াও রোগের স্বাভাবিক লক্ষণ-বশতঃ যে-সকল উপকরণে তাহার ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, রোগী তাহাকেই ঔষধ ও পথ্য মনে করিয়া নিজের মনকে নিজেই ভোগা দিতে চাহে।

বিশ্ব-মানবের এই দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসার জন্য ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং বহু শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। ভগবানের নিঃশ্বসিত অপৌরুষের বাণী জগতে বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের যে পুরাণাদি শাস্ত্র-সঙ্কলন, তাহা শ্রুতিতে যে পুরাণাদির কথা শ্রুত হয়, সেই বেদ-পূর্ব্বযুগের পৌরাণিক আখ্যায়িকারই পরবর্ত্তী যুগোচিত প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং বহু বেদানুগ শাস্ত্রের বিস্তার করেন। তাঁহারই বৈভব বা বিস্তার-রূপে যে-সকল মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মূল ভাণ্ডারের কথাসমূহ সঙ্কলন করেন, তাঁহারাও অনেকে 'ব্যাস' নামে খ্যাত হন। কেবল অতীত কালে নহে, যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শ্রৌতবাণী অবলম্বন করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারাও বর্ত্তমানে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে বিভিন্ন ব্যাস নামে খ্যাত হইতেছেন ও হইবেন। সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের একমাত্র রাজকীয় টাঁকশাল হইতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাসমূহ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজকীয়—অর্থাৎ স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব বলিয়া কথিত বাণীর রাজকোষ হইতে মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া কল্পিত কৃত্রিম মুদ্রাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মেকী অশ্রৌত মুদ্রা সাধু-সমাজে গৃহীত হয় নাই; কেন না, সেই মুদ্রাদ্বারা মানবের পরমধর্ম্মের জীবন-স্বরূপ আদান-প্রদান সংগৃহীত হইতে পারে না।

বিভিন্ন ব্যাস মানবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই বিভিন্ন বৃত্তির অধিকারে উক্ত ত্রিবিধ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায় শ্রীনারদের উপদেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে আগত শ্রৌত সিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক অমল পারমহংসী-সংহিতা বা নির্গুণ পুরাণ রচনা করেন। তাহাই সাত্বত আচার্য্যগণের দ্বারা সসম্ভ্রমে বেদের ব্যাখ্যা, সমস্ত শ্রুতির সার মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ, সমস্ত পুরাণের সারভাগ এবং

গায়ত্রী ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য প্রমাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে *

তমঃ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, আবার সত্ত্ব হইতে গুণগতীত অতীত অমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব— যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ প্রকাশিত হন, তাহা শ্রেষ্ঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই নির্গুণের কথা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই স্বয়ং ব্যাসদেব কীর্তন করিয়াছেন। এজন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে মানবের পরমধর্মের কথা প্রাপ্ত হই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার জীবন ও বাণী সেই শ্রীমদ্ভাগবতেরই মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রকট করিয়া মানবের পরমধর্মের আচার-প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঈশ্বরের মূলবাণী অধিকারভেদে অনুসরণে পূরক ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; তাহাতে মানবের জাগতিক অধিকার হইতে ক্রমিকভাবে নির্গুণের দিকে অধিকারতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সাধারণ অধিকারে তাহা সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া বলা হয় নাই। আমাদের বহির্মুখ অধিকারে জীবনযাত্রার প্রতি পদ-বিক্ষেপকে নিয়মিত করিবার জন্য শ্রৌত-সূত্র, ধর্ম-সূত্র এবং গৃহ্য-সূত্রাদি রচিত হইয়াছে। শ্রৌত-সূত্রে যাগ-যজ্ঞাদি বিধি, ধর্ম-সূত্রে সামাজিক লৌকিকের আচরণ-সমূহ এবং গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থ-ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনের বিধি গ্রথিত হইয়াছে। আমরা তাহাতে মানবের সাধারণ ধর্মজীবন-যাপনের অর্থাৎ একার বহির্মুখতা হইতে কথঞ্চিৎ উন্মুখতার দিকে জাগরণ লাভ করিবার অনুশাসন-স্বরূপ ধর্মশাস্ত্র-সমূহের নাম শ্রবণ করি। কেহ কেহ বলেন, এই সকল ধর্মশাস্ত্র আদিম ধর্মসূত্রেরই পরবর্তী সংস্করণের নব সংস্করণ। এই সকল ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অগ্রণীরূপে মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার নাম শুনিতে পাওয়া যায় এবং বিংশতি ধর্মশাস্ত্র মানব-ধর্মের বিভিন্ন অধিকারের অনুশাসন প্রচার করেন।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতৌ দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

মনু, ২। অত্রি, ৩। বিষ্ণু, ৪। হারীত, ৫। যাজ্ঞবল্ক্য, ৬। উশনা, ৭। অঙ্গিরা, ৮। যম, ৯। আপস্তম্ব, ১০। সম্বর্ত, ১১। কাত্যায়ন, ১২। বৃহস্পতি, ১৩। পরাশর, ১৪। ব্যাস, ১৫। শঙ্খ, ১৬। লিখিত, ১৭। দক্ষ, ১৮। গৌতম, ১৯। শাতাতপ, ২০। বশিষ্ঠ—ইঁহারা ধর্মশাস্ত্রকার। ইঁহাদিগের মধ্যে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রধান এবং সম্বর্ত ও পরাশর প্রভৃতি গৌণ ধর্মশাস্ত্রকাররূপে গণ্য হন। বৃদ্ধ গৌতমের মতে এইরূপ ধর্মশাস্ত্রের সংখ্যা 'পঞ্চাশৎ', আবার কেহ কেহ বলেন 'শত'। প্রচলিত মনু এবং পরাশর প্রভৃতি ব্যতীত বৃদ্ধ মনু, বৃদ্ধপরাশর প্রভৃতির অস্তিত্বও কেহ কেহ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, এই সকল বৃদ্ধধর্মশাস্ত্র প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের আদিম ও আকর গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ বলিতে চাহেন, বৃদ্ধ অর্থে বিস্তৃত। এই মত গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ মনু, বৃদ্ধপরাশর প্রভৃতি আদিম ও পূর্ববর্তী না হইয়া পরবর্তী ধর্মশাস্ত্র হইয়া পড়ে।

মানব ধর্মশাস্ত্রপ্রমুখ ধর্মশাস্ত্রসমূহ মানবের যে ধর্মের কথা বলেন, কিংবা মহাভারতাদি শাস্ত্রে গৃধ্র-মূষিক-বিড়ালাদির উপাখ্যানের মধ্যে মানবধর্মের যে সকল নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় অথবা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং"—শরীর-রক্ষাই মানবের সর্বপ্রধান ধর্মসাধন প্রভৃতি যে সকল উক্তি প্রবাদের মত প্রচলিত দেখা যায়, অথবা বর্ণাশ্রমধর্মের যে সকল বিধি ধর্মশাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভারতাদি গ্রন্থে শ্রুত হয়, তাহা মানবের ধর্ম বটে; কিন্তু মানবের পরমধর্মের আনুকূল্য করিলেই তাহাদের সার্থকতা হইয়া থাকে। মানবের শরীর-রক্ষা সর্বপ্রধান ধর্ম বটে, কিন্তু শরীরচর্যা: যদি মানবের পরমধর্ম বিকাশ না করিয়া পশুধর্ম বা বিষুবতাই বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে সেরূপ ধর্মই অধর্মের সেতু হইয়া থাকে। নাস্তিক চার্বাক ব্রাহ্মণ এবং তদনুরূপ অসংখ্য মানবের হৃদয়েও ঐরূপ শাস্ত্রবাক্যের সন্ধান দেখা যায়। আবার শরীর রক্ষা করিয়া পরে পরমধর্মের যাজন করিব, সুতরাং আগে শরীরের দিকেই লক্ষ্য করা যাউক— বহির্মুখতার এরূপ রুচি ও যুক্তি লইয়া কেহ কেহ কার্যতঃ শরীরচর্যাকেই প্রচ্ছন্নভাবে মানবের পরমধর্মরূপে স্থাপন করিয়া থাকেন।

---

*"আর্ষোঽয়ং গ্রন্থসন্দর্ভঃ তাবত্তার্থবিনির্ণয়ঃ।
যাবত্ত্রী-ভাষ্যসূত্রাণাং বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"
"সুরাণামাঃ সাবরণঃ সাখ্যাত্মা যত্রভাষিতঃ।"

(শাস্ত্রে)

মানবের পরমধর্ম-যাজনে যাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারা কি রুগ্ন, কি দুস্থ, কি অভাব-গ্রস্ত, কি সম্পন্ন, কি নিঃস্ব সর্ব্বাবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বরং শারীরিক অসুস্থতা বা দুঃখ-বৈকল্যকে মানবের পরম-ধর্ম্মের অনুশীলনে অধিকতর আনুকূল্য অর্থাৎ দেহের অনিত্যতা-ধর্ম্ম-বোধ সুদৃঢ়ভাবে জাগরূক করিয়া নিত্য ও পরমধর্ম্ম-যাজনে অধিকতর প্রণোদিত করিয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮) বলেন—

তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

জীব স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার (ভগবানের) করুণার প্রতীক্ষায় কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া মানবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মবিধান বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার শেষ উদ্দেশ্য তত্তৎ কার্য্য মাত্র নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে মানবের ধর্ম্মবিহিত শরীর-চর্য্যার যে সকল বিধান আছে, বা সামাজিক সুশৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত অধিকার নিরূপণ পূর্ব্বক প্রত্যেক মানবের তত্তৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মের যে সকল ব্যবস্থা আছে, সে সকল মানবের ধর্ম্ম বটে; কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম;—"পরম ধর্ম্ম" নহে। ঐ সকল নৈমিত্তিক বা কনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহ পরমধর্ম্মের পূজা ও সাহায্য করিলেই উহারা "ধর্ম্ম" বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এইজন্য পারমার্থিক ধর্ম্মের প্রাথমিক পাঠ গীতার সর্ব্বশেষে সমস্ত বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবের পরমধর্ম্ম আশ্রয়ের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, পরমধর্ম্মের উদ্দেশে মানবের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযাজন বিহিত না হইলে ঐ সকল মানবধর্ম্মের কোনই মূল্য নাই,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"
(ভাঃ ১।২।৮)

অর্থাৎ মানবের ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরিকথায় রতি না জন্মে, তাহা হইলে উহা কেবল শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

ত্রিবর্গ ও অপবর্গ ভেদে মানবের ধর্ম্ম দুই প্রকার। একশ্রেণীর মানবের বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল পুনরায় ধর্ম্ম—এইরূপেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে। এই শ্রেণীর মানব দার্শনিকগণের ভাষায় কর্ম্মমীমাংসক নামে পরিচিত। যাঁহারা ত্রিবর্গকে মানবের পরমধর্ম্ম বলেন না, অপবর্গকেই মানবের পরমধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা আবার তিনটি বৈজ্ঞানিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। দার্শনিকের পরিভাষায় তাঁহারা জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তনামে পরিচিত। জ্ঞানী ও যোগীর মতে মানবের যে পরমধর্ম্ম অপবর্গ, তাহাকে মোক্ষ বলা হয়। ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ যাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের নিত্য-সেবায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা মানবের পরমধর্ম্মস্বরূপ অপবর্গকে প্রেমভক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, কেবল ত্রিবর্গ হইতে মুক্তিলাভই মানবের পরমধর্ম্ম হইতে পারে না। দুঃখাভাব মাত্র—বাস্তব সুখ-বৈচিত্র্য নহে। মুক্তিতে দুঃখ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিক ভাবে ত' আছেই, পরন্তু নিত্যসুখের আস্পদ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যে ভগবদ্বস্তু, তাঁহার সুখবৈচিত্র্যও তথায় বিদ্যমান। এইজন্য বৈষ্ণব-সুদার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ শাস্ত্রযুক্তি হইতে দেখাইয়াছেন, "ভক্তিই মুক্তির যথার্থ স্বরূপ"।* শ্রীমদ্ভাগবত

* "যথার্থবিধানবশপর্যন্ত ভবতি, যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বানুভাবরূপনাম্নো হরিভক্তেরনিরঙ্কুশে পরমানন্দে বাসুদেবৈকনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো ধামাগমিষ্যতিবিদ্যাগ্রন্থিভেদনদ্বারেণ যথা হি মহাপুরুষপুরুষ-প্রসঙ্গঃ।" (ভাঃ ৩।১৯।১৮-১৯) ইতি পঞ্চম স্কন্ধ-পদ্ধানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিঃ। তথা চ স্কন্দে বেদাগুরে—

"বিনশ্যতি হি ভক্তির্মে সৈব মুক্তির্ন সংশয়ঃ।
মুক্তা এব হি ভক্তন্তে তস্মাৎ বিদ্যো যতো হরেঃ॥" ইতি।

অপবর্গের স্বরূপ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ ১৯ অধ্যায়ে ১৮ ও ১৯ শ্লোকে এরূপ ব্যক্ত আছে,—"ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মের যেরূপ বিধান বা মোক্ষ-প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস-বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার অতিক্রম না

এবং সাধুর মুখারবিন্দ-বিচারে নিষ্কপটা হরিভক্তিই অপবর্গ; সেই অপবর্গের জন্য কখনও অর্থ হইতে পারে না। আবার অব্যভিচারী অর্থের ফল কাম বা বিষয়-ভোগ নহে। কামের ফলও ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে; কারণ যে কাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ করিতে পারে। নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি-লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও প্রয়োজন নহে। ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

(ভাঃ ১।২।৯-১০)

—বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম, তাহার ফল ঐহিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ, তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই। বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিন এই জীবন থাকে, ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদি-লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজনীয় নহে।

বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা হাটে বাজারে যাই; কিন্তু হাটে বাজারে যাওয়াই আমাদের শেষ ফল নহে। বস্তুসংগ্রহ হাটে যাইবার ফল বটে, কিন্তু তাহা শেষ ফল নহে। হাট হইতে কাঠ সংগ্রহ করি। কাঠ-সংগ্রহ ব্যাপারটি অন্য আর একটি ফলের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। কাঠ-সংগ্রহের ফল অন্ন-রন্ধন। কিন্তু তাহাই কি শেষ ফল? অন্ন-পাকের ফল বা উদ্দেশ্য আহার;—আহারকেও শেষ ফল বলা যাইতে পারে না। কেন আমরা আহার করি? আহারের ফল জীবনধারণ। জীবন-ধারণই কি শেষ ফল? যাহারা উত্তরোত্তর ফলের সংবাদ রাখে না, তাহারা মনে করিতে পারে, আহারের জন্যই জীবন-ধারণ এবং জীবনধারণই শেষ ফল। কিন্তু কেবল জীবন ধারণ করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হয় না। জীবনধারণের পরও আরও কিছু চায়। তাহা কি? কেহ বলিবেন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সুখভোগ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিটি কি অটুট ও অপ্রতিহতভাবে করা যায়? ঘড়ি ধরিয়া থাকিলে দেখা যায়, এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি শেষ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলি অবশ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তথাপি তৃপ্তি হয় না। এজন্য কেহ কেহ মানবের সত্তাযুক্তে বিকৃত করিয়া দেবতার সত্তাযুক্ত লাভের জন্য স্বর্গের কামনা করে। স্বর্গে কি চরম ফল লাভ হয়? স্বর্গের প্রমোদপ্রবাহও শুকাইয়া যায়। স্বর্গ-সুখের পৌরী-শঙ্কর হইতে জীবকে আবার মর্ত্ত্যের হাসাতলে ফেলিয়া দেয়। এজন্য আবার কেহ কেহ এক লাফ উঠিতে উঠিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য-সুখ কামনা করেন। ইহা যেন হতাশ ব্যক্তির আত্মহত্যার ন্যায় — ঘট্টাতঙ্কে ভূমিশয্যার ন্যায় — রোগ ও রোগীকে যুগপৎ এক আঘাতে শেষ করার ন্যায়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ যে আকারেই থাকুক, তাহা কখনই চরম ফল হইতে পারে না। সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টাই সকল-ফলের মুখ্য ফল। তাহাই সর্ব্বকারণ-কারণ ফল। সকল ফল চরমে যেখানেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য মানবের পরম চরম ধর্ম্ম কৃষ্ণ-প্রেমা—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। ●

করিয়া অথবা নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের ভগবানে অর্পণাদিক্রমে নরনারীর অপবর্গ লাভ ঘটে। যে কালে মহাপুরুষ বিষ্ণুর তন অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত প্রথই সঙ্গ হয়, তৎকালে মায়া গতিলাভের কারণরূপা জীবের অজ্ঞান-গ্রন্থির ছেদন দ্বারা অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গই বাসুদেবে অমল-নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ অহৈতুকভক্তিযোগস্বরূপ। বাসুদেব পরমকল্যাণ-সৌন্দর্য্যাদি ভগবান্, সর্ব্বভূত-চিত্তাকর্ষক, জীবাত্মার সেব্য প্রাকৃত রাগাদিরহিত; বাক্যদ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য অনন্ত, মহাপ্রলয়কালে তাঁহার ক্ষয় ও ভক্তের অনন্তির ঘটে না এবং প্রাকৃতত্বের ছায় তাঁহার জন্ম নাই ও তিনি পরমাত্মা এবং অন্তর্যামীরও পরমোৎকর্ষক। যিনি ভক্তের বিশেষ সম্বন্ধপ্রভাবে মায়া গতিলাভরূপ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তিযোগলক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিবেন।" এই পঞ্চম স্কন্ধোক্ত গদ্যানুসারে অপবর্গই ভক্তিরূপে কথিত হইয়াছে। আবার স্কন্দপুরাণ বেঙ্কটখণ্ডে—"হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি নিষ্কপটা সেবাই মুক্তিপদবাচ্য; যেহেতু যে হরে, যে বিষ্ণো, মুকুন্দই কেবল তোমার শব্দসমূহ।" তাহা হইলে উক্ত রীতি অনুসারে ভক্তি সম্বন্ধেই অপবর্গের স্বরূপ জানা যাইতেছে।

● যতো বর্ণ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে। তত্তাপ্যনুপমস্তদ্বিষ্ণোঃ কলং ভক্তিযোগঃ। (যথা ভাঃ ১০।৫৩।৩৫)—

"যাম-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥"

(—ভাঃ মঃ ৯৯ সংখ্যা)

শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমের বিধান আছে, তাহারও অনুমোদন ফল এই

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশদ্ বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৮)

তৃতীয় অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর)

অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গান করিয়া বৈষ্ণবমহিমা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে দৈন্যমুখে স্বীয় পারমার্থিক জীবন-প্রারম্ভে সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধান-লাভ ও গুরু-পাশ্রয়ের একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবধূতকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় যাবতীয় ব্যয়ভার-বহনের সৌভাগ্য-বরণকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ মহোদয়কে তাঁহার গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন—

শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী

গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা ভক্তের স্তব-কীর্ত্তন মহা-সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীগুরুদেব আজ আমাকে যাঁর কথা ব'লবার আদেশ ক'রেছেন, তাঁর কথা ব'লতে গিয়ে আমি যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হ'য়ে প'ড়ছি। শ্রীল প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে শুনেছি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ কোনদিনই বিষয়ীর অন্ন স্পর্শ করেন নাই, প্রাকৃত অর্থলোলুপ ব্যক্তির নিবেদিতান্নকে 'প্রসাদ' জ্ঞানে স্বীকার ক'রে ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে অনুমোদন ক'রবার পরিবর্ত্তে "শ্বপচ-গৃহেতে যাগিয়া খাইব, শিব সরস্বতী-জল"—এই বিচারই বহুলের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন; এক সময় কোন ধনাঢ্য জমিদার তাঁ'কে বহুমূল্যের একখানি শাল উপহার দেন, তিনি তা' অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেন; সেই বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংস বাবাজী মহারাজ আজ, যে নিত্যগৌরাঙ্গ প্রভুর সেবা গ্রহণ ক'রলেন, তিনি যে কত ভাগ্যবান্—কত ধন্যবাদার্হ, তা' ব্যক্ত ক'রবার ভাষা নাই। যে বাবাজী মহারাজের প্রকট বা অপ্রকট-লীলায় কোন সময়েই কোন কপট শঠ লম্পট বঞ্চক ধূর্ত্ত ব্যক্তি সেবা করবার ধার্ষ্টতা ক'রেও তাঁর সেবাধিকার লাভ ক'রতে পারে নাই, যে শ্রীল প্রভুপাদ কোন কপট ব্যক্তিকেই বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রতে দেন না, তিনি আজ যাঁর সেবা-প্রাণতায় আকৃষ্ট হ'য়ে স্বয়ংই তাঁর সেবার প্রশংসা ক'রেছেন, তাঁকে আর আমি কি ধন্যবাদ প্রদান ক'রব,

---

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন — ধর্ম্ম, তপ, উপস্থা, যোগ, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি যাবতীয় মঙ্গলজনক উপায়-যাহা ভগবদ্ভক্তিই সাধিত হয়—কৃষ্ণভক্তিই ঐ সকল অর্থের ফল।

স্মৃতে—"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং লৌক্যঃ সার্ব্বাস্ত যাঃ ক্রিয়াঃ। ফ্লেশ এব ফলং তাসাং যৈহিকীষ্বাত্তিকাদিষু।" ইতি।

যাহিকাদিনী কামিনী যেরূপ বহুপুরুষের মনোরঞ্জন করিতে গেলেও কোন পুরুষেরই মনোরঞ্জন পূরণ বা সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের যে সকল লৌক ও বৈদিক ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফল বৃথা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অন্য উক্ত হইয়াছে—

। সর্ব্বলোকোদ্ধারং জীবনং দলিলং শুভম্। তথা সর্ব্বসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে।"

(শ্রীনারদীয় শ্রীনবদ্বীপ ভঃ মঃ ১৬)

—অর্থাৎ জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ ভক্তিই সিদ্ধির প্রাণ বলিয়া কথিত।

আমি শুধু ইঁরে অনুগ্রহেরই প্রার্থী মাত্র। এবার যখন শ্রীধামে আসি, তখন দূর থেকে দেখে মনে হ'ল যেন ঠিক তিনখানি রথ দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তিবিজয় প্রকৃত প্রস্তাবে তড়িদালোকে সুশোভিত হ'য়ে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির ও বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির এই তিনটি যেন ঠিক নীলাচলে রথযাত্রাকালে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের মত দেখাচ্ছিল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তাঁর যেমন নবনাভিরাম রূপ, তেমনই তাঁর প্রাণাভিরাম সেবা। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভু তাঁর রূপের প্রশংসা ক'রে থাকেন; তিনি তাঁর যে সেবা-রূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে আকৃষ্ট ক'রেছেন, তাঁর সেই সেবা-রূপের এক কণা পেলেও আমি ধন্য হ'ব!

——

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতির মহোদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহোদয়ের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা-মুখে বলেন—

কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা ব'লে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আমার ভাঙ্গা গলা নেওয়া আমাকে সেই কীর্ত্তন-মুখে আত্মপোষণের বিচার বরণ ক'রবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী হ'য়ে গৃহস্থের গুণ কীর্ত্তন ক'রতে গেলে সাধারণের নিকট কেমন যেন একটা বিসদৃশ ব'লে মনে হ'তে পারে। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী পারমার্থিক ও ব্যবহারিক হিসাবে দুই প্রকার। যাঁরা শঙ্করের অনুসরণে "বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ", তাঁরা মনে ক'রবেন, "গুণের আলোচনা কেন? 'গুণ' 'গুণ' শুনতে শুনতে ত' কাণ ঝালাপালা; গুণ ত' ব্যবহারিক, এ ত' পারমার্থিক নয়?" তাঁ'দের কাছে নিবেদন—গুণের বিচারে একটি কথা মনে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দটি যে জিনিষকে লক্ষ্য করে, ব্রহ্মের যে অর্থ, তাহাই মধ্বাচার্য বলেন—'বিষ্ণু'। বস্তু—'বিষ্ণু', সেই বিষ্ণুর প্রকাশক 'বৈষ্ণব', এজন্য 'ব্রহ্ম' ব'লতেই 'বৈষ্ণব' বুঝায়। Substance আর Attribute; ব্রহ্মকে যদি Substance ব'লেই স্বীকার করা যায়, তা' হ'লেও Attributeকে বাদ দিয়ে Substanceএর ধারণা অসম্ভব। 'ব্রহ্ম' ব'লতে গুণ। 'নির্গুণ' ব'লতে সমস্ত গুণ-সমষ্টি—অসীম গুণ-সম্পন্ন। অথবা ব্রহ্ম তত্ত্বটি বস্তুর প্রকাশক। আমরা কোন বস্তুতত্ত্বের কথা আলোচনা ক'রতে পারি না তাকে বাদ দিয়ে। 'নির্গুণ' ব'ললে তা'ও একটি গুণ। নির্গুণ তত্ত্ব—বৈষ্ণব; তাঁদের কথা ব'লতে গেলে কোন প্রাকৃত গুণ তা'দিগকে স্পর্শ করে না। বৈষ্ণব (অপ্রাকৃত) গুণাতীত, গুণাতীতের সেই মূলপুরুষ গুরুদেবই —'ব্রহ্ম', বৈষ্ণবের মূলতত্ত্ব গুরুদেব। সেই গুরুদেবের আনুগত্যে যাঁরা, তাঁরাই ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গুরু-সেবকই প্রকৃত 'ব্রহ্মচারী'—'পারমার্থিক ব্রহ্মচারী'। আমার মত ব্যবহারিক ব্রহ্মচারী সেই পারমার্থিক ব্রহ্মচারিগণের কথা ব'লতে অসমর্থ, সুতরাং আমি আজ তাঁ'দিগকে ধন্যবাদ দিতে উঠি নাই, তাঁদের কৃপা-প্রার্থনাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল

পারমার্থিকগণের মধ্যে একজন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি। শ্রীধাম পরিক্রমার মধ্যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁর আচরণে আমরা দেখেছি, প্রাকৃত বিজ্ঞানের কোন মূল্যই দেওয়া যায় না যদি না তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগে। তিনি তাঁর Medical Science এর অভিজ্ঞতা হ'তে জানিয়েছেন —ভগবদ্ বহির্মুখতা বা ভববোগই সকল দেহ ও মনোরোগের মূলীভূত কারণ। যাঁরা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা-গত-প্রাণ ব্রহ্মচারী, তাঁরাই প্রকৃত রোগ-মুক্ত—স্বাস্থ্যবান্। হৃষিকেশের আত্মার স্বাস্থ্য, তা'তেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুস্থতা।

পারমার্থিক ব্রহ্মচারী ব'লতে গেলে বুঝায়, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু, সুখানন্দ প্রভু-প্রমুখ গুরু গৌরাঙ্গের সেবা-গত-প্রাণকেই বুঝায়। আমরা 'ব্রহ্মচারী' খেতাব মাত্র গ্রহণ ক'রেছি, পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর সদ্গুণের কণামাত্রও গ্রহণ ক'রতে পারি নাই। ডাক্তার নগেন বাবুর সেবা-প্রবৃত্তি দেখে, তিনি গৃহস্থ হ'লেও তাঁকে উক্ত গুণসম্পন্ন পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর মধ্যেই পরিগণিত ক'রবার ইচ্ছা হয়। তিনি আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছীতে ও দিল্লী 'ভাগবত' সত্রের সেবার আনুকূল্য ক'রে এবং একান্তচিত্ত নানাভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ক'রে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ক'রেছেন। আমি ডাক্তারবাবুর গুণ-কীর্ত্তনের দিগ্‌দর্শন মাত্র ক'রলাম, আপনারা তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে পারেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ নিম্নলিখিত কতিপয় গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ প্রদান-মুখে বলেন—

শ্রীধাম প্রচারিণীসভার শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন-স্থলে অনেকেই হয়ত' মনে করেন, এঁরা দল পরিপুষ্ট ক'রবার Policy adopt ক'রছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। শ্রীভগবান্ নিজলাভ-পূর্ণ, তাঁর ধন, জন, সম্ভার, সম্পদ্ প্রতিষ্ঠা—কিছুরই অভাব নাই। যাঁ'রা তাঁর সেবা করবার বিচার-বিশিষ্ট হন, তাঁদেরই লাভ, তাঁরাই ধন্য হন। ভগবানের সেবা ক'রে যে আমরা তাঁকে কৃতার্থ করি, তা' নয়; মিথ্যেই কৃত-কৃতার্থ হই। কেহ মানে, কেহ না মানে—সবই তাঁ'র ক্রীতানুভূত্য, তিনি স্থাবর জঙ্গম—চরাচরজগৎ—সকলেরই প্রভু, সুতরাং তাঁর কোন অভাব নাই। আমরা স্বরূপদর্শনের অভাবে নিজেদের অভাবগ্রস্ত ব'লে মনে করি, তাই সেই দর্শনে তাঁকেও তদ্রূপ দেখতে যাই। ভগবানের সেবা করেন যাঁরা, তাঁরা ধন্যবাদ পাবার জন্য তত উদ্‌গ্রীব না হ'লেও ভগবানের ক্রীতানুভূত্য সূত্রে আমাদের কৃত্য তাঁদের গুণ কীর্ত্তন করা; তাঁদের বিচারটি যতই সংসিদ্ধ হ'তে থাকবে, ততই জগৎ হ'তে নাস্তিকতা অপসারিত হ'বে—জগতের মঙ্গল হ'বে।

আমাদের সেবা-বুদ্ধি ক্ষীণগত হ'য়ে যাচ্ছিল দেখে, আমরা নিজ-নিজ সুবিধা নিয়ে সুবিধাবাদী হ'য়ে প'ড়ছিলাম দেখে, শ্রীভগবান্ আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে নিজে আচরণ ক'রে জগৎকে মঙ্গলের সন্ধান দিচ্ছেন। যাঁরা সেই আচার্য্যবর্য্যের অপার করুণার বিন্দুমাত্র পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন, তাঁরাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝে নিজের সঙ্গে সঙ্গে বহুজীবনকে মধুময় ক'রছেন। যে পাশ্চাত্যদেশে আমার নিত্যধর্ম্মের কোন কথা নাই, সেখানে নিজদূত পাঠিয়ে আমধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রছেন। পাশ্চাত্যদেশবাসী যদি কোনদিন নিরপেক্ষ হ'য়ে আচার্য্যবর্য্যের এই অহৈতুকী কৃপার কথা চিন্তা ক'রতে পারেন, তবেই ধন্য হ'বেন আচার্য্যদেবের অমৃতময়ী বাণী শুনবার ধৈর্য্য ধারণ না কর'তে পেরে অনেকেই এক বুঝ্‌তে আর বুঝে বসেন। কিন্তু আমরা যেন এ সুযোগ না হারাই নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর কথা প্রচার ক'রতে গিয়ে একবার কলসীর কাণা খেয়েছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গল ক'রতে গিয়ে অযুত আমাদের নিকট থেকে কত অবিচার পেয়েও আমাদের মঙ্গল চিন্তা ক'রছেন, তা' যেদিন বুঝ্‌তে পারবো, সেদিনই ধন্য হ'ব। তাঁর মনোহভীষ্ট-সেবায় সামান্য কাঠবিড়ালীর ধূলিকণা নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করবার মত বিন্দুমাত্র সেবা-বুদ্ধি পেলেও ধন্য হ'ব।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্যের সেবার জন্য যাঁরা আত্মসমর্পণ ক'রে কায়মনোবাক্যে সেবা ক'রছেন, তাঁদের ধন্যবাদ আমি আর কি দিতে পারি, আমি তাঁদের সেবাধর্ম্ম অনুসরণ ক'রে ধন্য হ'তে চাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ তীর্থ মহারাজ—ইনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারে সকলের অগ্রণী, আমার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসবার তিনিই আমার সর্ব্বপ্রথম সহায়ক, সুতরাং আমি তাঁর নিকট চিরঋণী। শুধু আমি নই, শত শত ব্যক্তি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে আত্মবিস্মৃত ভাব—তন্ময়তা, অতি নিকট সরলস্বভাব, শাস্ত্রসৌম্য মূর্ত্তি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময় উপদেশাবলী গ্রন্থাকারে প্রচারে উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী শতমুখে প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে গুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারের দুইজন দিক্‌পাল স্বরূপ। To clear the path for the Lord—এজন্য এঁদের অগ্রগমন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান ক'রে পাশ্চাত্যদেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ যুবা বহুব্যক্তিকে হরিনাম গ্রহণ করাচ্ছেন। তত্রত্য-বাসী অনেক সজ্জন স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ ক'রে আত্মমঙ্গল বরণ ক'রছেন।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক দাসাধিকারী এম্-এ প্রভুবিদ্যাবিশারদ—ইনি আমাদের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের স্নেহে লালিত পালিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান ক'রে ইনি অনেক শাস্ত্র আলোচনা ক'রেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ইনিও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ বন মহারাজের সেবায় নানাভাবে সহায়তা ক'রছেন এবং 'চৈতন্যরেট' ডিগ্রীর জন্য বর্ত্ম সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন। ইঁহার শ্রীহরি-

শুদ্ধবৈষ্ণব সেবায় অনুরাগ ও উৎসাহ এবং তদানুষঙ্গিক সরলতাদি সদ্‌গুণ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরগ্রীব ব্রহ্মচারী—ইঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, শ্রীগুরু-সেবায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হ'তে পরিচালিত কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও কাশী-পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ইঁহার আদর্শসেবা এবং হরিকীর্ত্তনে উৎসাহ সকলেরই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ—ইনি বৈদ্যুতিক যান পরিচালন পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত ও পাশ্চিপাত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা ক'রেছেন। কুরুক্ষেত্র, ঢাকা, কলিকাতা, পাটনা ও কাশী প্রভৃতি স্থানের পারমার্থিক প্রদর্শনীতেও ইঁহার সেবা অতুলনীয়। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচার-বিষয়ে নানাভাবে সেবা ক'রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ ক'রেছেন।

শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ—ইনি সম্প্রতি নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক নবদ্বীপ-প্রচার-কার্য্যে শ্রীপাদ বন মহারাজ ও তীর্থমহারাজের নানাভাবে সহায়তা ক'রছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় পত্র ও গৌড়ীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা-কার্য্যেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যথেষ্ট সন্তোষ উৎপাদন ক'রেছেন।

মহোপদেশক শ্রীমৎ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—এই ব্রহ্মচারীজী একজন উত্তম বক্তা। ইনি বঙ্গদেশের বহুস্থানে ও বঙ্গের বাহিরে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে "মহোপদেশক" এই গৌরাশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন। ইঁহার সরলতা, সেবা-কার্য্যে ক্ষিপ্রতা ও প্রফুল্লতাদি সদ্‌গুণ বিশেষ প্রশংসনীয়। ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনীতে, শ্রীব্যাস পরিক্রমা ও অন্যান্য উৎসব-কালে সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রসাদ-সম্মান ও বিশ্রাম-স্থান-নির্দ্দেশাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি সেবায়ও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ ক'রেছেন।

শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম—ইনি গৌড়ের নৈষ্ঠিকক্ষেত্রোদ্ভবরূপে ব্যাসাবতারে শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সেবানুকূল্য দান ক'রেএবং ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নানাভাবে সেবা ক'রে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন। ইঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ ও বৈষ্ণবোচিত গুণাবলী সকলেরই প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস—ইনি যদিও সেরূপ ধনী নন, তথাপি প্রাণের আস্থিতে শ্রীবাস অঙ্গনের নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ক'রে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের ভোগ-বিলাস-গৃহ নির্ম্মাণের বিচার অপেক্ষা সেই অর্থ-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা-মন্দির নির্ম্মাণ করার সুবিচার যে কত অধিক প্রার্থনীয়, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণন করা যায় না।

শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন কর, অমর্দি—ইনি মেদিনীপুর জেলার অমর্দিগ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখা প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক উদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর প্রচার-প্রসারে বহু ও নানাভাবে আনুকূল্য করায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি-ভাজন হ'য়েছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, মালপাড় (নবং) —ইনিও অমর্দি-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা ক'রে ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের ধন্যবাদ-প্রদান-কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

বৈরাগ্যাবুগ্ ভক্তিরসং প্রবক্তৈ-
রূপায়য়ন্যামনতীন্দ্রিয়ত্বম্।
কৃপাম্বুধীর্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

নিত্যবস্তু কৃষ্ণ—সনাতন বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, তাঁ'র দাসসকলও প্রভু। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন তাঁ'রাই প্রভু।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" সেই কৃষ্ণবস্তু উপদেশকসূত্রে নিজেই নিজের সেবা করেন। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রতীতিকে সেবোন্মুখ করবার যিনি যত্ন করেন, তিনিই গুরুর কার্য্য করেন। আমরা দম্ভ, অপণ্ডিত, বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট, প্রকৃতির দাস। 'আমি কর্ত্তা' বুদ্ধি হ'তেই

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা—এই তিনটে এসেছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতা শুনিয়েছেন, সেই গীতার মধ্যে এইটি নিষেধ ক'রেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

"আমিই নিরহঙ্কারী অন্যে দিবে মানে" বিচারটা যিনি পরিত্যাগ ক'রেছেন, তিনি ভক্তিপথ হ'তে বিচ্যুত। আত্মসিৎ মাত্রা কি জানেন। এখানে একটি শ্লোক দেখি—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"
"কেশাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥"

আমরা চিৎকণ জীব—অনেক, সনাতন বস্তু—এক। একটা চুলের প্রস্থ অংশকে শতভাগ ক'রে তা'রও যে শত ভাগ, সেইটে 'আমি'। সেই 'আমি'কে ভোগ দেবার জন্য অনেক জিনিষ এসেছে। যা'র যেরূপ ক্ষমতা, সেই অনুসারে সকলেই প্রভু হ'বার জন্য—নিগ্রহানুগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত। এই কার্য্য ক'রতে হ'লে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই তিনটির দরকার। কনক; কামিনী—ছোট কথা, প্রতিষ্ঠাশাটাই বড়। মনুষ্য-জীবনে এ'ছাড়া অন্য কার্য্য আর নাই। প্রতিষ্ঠাশা বড় দৌরাত্ম্যজনক।

সনাতন-গোস্বামীকে সনাতন-কৃষ্ণ গৌর-লীলায় যে উপদেশ দিয়েছেন, তা'তে আমরা দেখ্‌ছি যে, কৃষ্ণবিস্মৃতি-ফলেই আমাদের দুর্গতি হ'য়েছে।

শ্রীরূপ-গোস্বামী সাংসারিক পরিচয়ে সনাতনের অনুজ, কিন্তু তিনি সনাতনকে 'গুরু'রূপে জানেন। সেই রূপ-গোস্বামী হ'তে রূপানুগ-সম্প্রদায়। শ্রীল দাস-গোস্বামীও সনাতনের শিষ্য। তিনি যেরূপভাবে গুরুপূজা ক'রেছেন, সেটি বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে আছে—'বৈরাগ্যযুগ্' প্রভৃতি।

বিরাগের ভাব—বৈরাগ্য, ভক্তিরস—প্রভুত্বরস নহে। বৈরাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার আশা করেন না। যদি প্রত্যহ সকালে উঠে নিজেকে শত ঘাঁটা খাওয়া যায়, তা'হ'লে গুরুদ্রোহী হ'তে হয় না—প্রতিষ্ঠা আসে না। গুরু সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত, অন্তরঙ্গ-জনের নিকট অন্যরূপে। অন্তরঙ্গ-জনগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ পরিচিত, সেটি বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে গান হ'য়েছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ ও ঘনচিত্র। তা'র (শ্রীগুরু-দেবের) দাস ব্যতীত কৃষ্ণদাসের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা তাঁ'র দাস হন, তাঁ'রা প্রভু; আর বাদ বাকী—অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত। মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না। সংসারে এই কথাটা লিখে রাখ্‌বেন।

প্রতিষ্ঠা—গৌরবী-বিষ্ঠা, এটা ছাড়্‌লে মঙ্গল হ'বে। আমি ত্যাগ ক'রে বাহাদুরী নেব, এটাও প্রতিষ্ঠাশা। এজন্য বলি, এখানে যতগুলি কথা আছে, সব শেষ ক'রে নাও। গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলে সব সুবিধা হ'বে; তাঁ'র পুরুষ, ভৃত্যত্ব ও কলত্রত্বেই সব আছে। তাঁ'র কথা তিনি সনাতনের শিক্ষার অতি সহজ ভাষায় ব'লেছেন, আমি সেবাবিমুখ জীব—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ ক'রলেই মানুষ হ'তে পার্‌ব। প্রতিষ্ঠা এখানে পাওয়া যায় না, প্রতিষ্ঠাশার চেষ্টা খাওয়া মাত্র সার হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদ প্রকৃত প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার বৈরাগ্য হওয়া দরকার। তা'হ'লেই প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে পা'রব।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্চস্তরে পরমহংসধর্ম্ম, তা'কেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলে; সেখানে পরিপূর্ণ সেবাপ্রবৃত্তি, যেটি কেবল বাস্তবানবীতে আছে; আর আংশিক তিনি যাঁ'কে যতটুকু দি'য়েছেন, তাঁ'তে ততটুকু বর্ত্তমান। আমরা যদি অমানী মানদ হই, তা'হ'লেই সব সুবিধা হ'বে, নতেৎ সবই অসুবিধা-জনক হ'বে, আমরা ও স্বাধ্যহীন হ'য়ে যাব।

প্রশ্নঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিরস পান করা'বার জন্য প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন। তিনি অনভীপ্সু আমাকে বাসনার আশা—প্রতিষ্ঠার আশা করান না। আমরা বহু আরাধনার ফলে ডেকে ডেকে শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁ'কে পেয়েছি। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি বহুদিন প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পেয়েছিলাম। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ও বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, যিনি এই ছয় খানা গ্রন্থ না পড়েন, তাঁ'র কিছু মঙ্গল হ'বে না। ভক্তিবিনোদঠাকুরের গীতমালা-মধ্যে 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা' আছে, সেগুলি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন। তাঁ'র দাস যদি ইচ্ছা হয়, তবে মহাপ্রভুর বিচার মনে রা'খবেন।

[illegible]
[illegible]

বর্ত্তমান দেহে যে উচ্চ আসনে ব'সেছি, সেই আসনটী আমার নয়—সেটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমার মাথাটা—গুরু-পাদপদ্মের। সাধনযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। তাতে ভোগোন্মত্ত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। বহু সৌভাগ্য-ফলে শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের দর্শন পেয়েছিলাম।

আমি একদিন মায়াপুরে বিচার ক'রেছিলাম, এসব বর্ণনের কার্য্য ক'রব না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে গীতার সংসারের ন্যায় বহু মহান্ গুরুদেব আমার হ'য়েছেন। কেউ চ'লে গেছেন, কেউ আছেন। সকলেই আমার গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত। তিনি বিভিন্নসূত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ, শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট—আলাদা ন'ন—স্বতন্ত্র ন'ন।

এ' বিচার ছেড়ে দিলে হয়, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানে প্রমত্ত হ'লে ভোজন-পর্য্যন্ত হ'য়ে যাই। কিন্তু—

"নিস্রৈগুণ্যপথাদ্বিধন্ত কুরু নাদ্যি শ্রায়।"

ভোগ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা এসে যাবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতার পরিবারের মধ্যে আমাকে কিছু সেবাভার দিয়েছিলেন, কিন্তু ক'রতে পারি নাই, কিছু যত্ন ক'রেছি মাত্র। এখন আপনাদের কাছ-থেকে অবসর পা'বার সময় হ'য়েছে। হয়ত আর দেখা নাও হ'তে পারে। আপনারা আমার গুরুপাদপদ্মের কথা স্মরণ ক'রবেন। তাঁর বৈরাগ্য-কথা আলোচনা ক'রবেন। আপনাদের ধামপ্রচারিণী-সভার সভাপতির আসনে অনেক সময় ব'সে প'ড়ে থাকা মাত্র।

ত্যাগী ও ভোগী কর্ম্মকাণ্ডাদ্বিত অভক্ত। এদের অনুসরণ ক'রবেন না। ভক্ত-গুরুদর্শন হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত না হ'ন। যদি হ'ন, তবে জা'নব, আপনাদের সঙ্গ ক'রে বঞ্চিতই হ'য়েছি মাত্র।

আপনারা শ্রীগুরুপরম্পরাটি কীর্ত্তন করুন।

(অতঃপর শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী "কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ" শ্রীটিটি গান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।)

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন হইতে থাকিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আসন হইতে উত্থিত হইয়া এক অতিমর্ত্য ভাবাবেশে শ্রীল পরমহংসবাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরে গমন করেন এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিতে থাকেন। গুরুপাদ আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ মহোদয়ের অনুগতে। গুরুপরম্পরা গান করিতে করিতে প্রভুপাদের অনুগমন করেন। মন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া সভার কার্য্য সমাধা হয়

ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৯ চৈত্র, ১৩৪০ ; ২ এপ্রিল, ১৯৩৪ সোমবার বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত 'ছত্রভোগ' নামক স্থানে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ মজঃপুরে (২৭ আশ্বিন, ১৩৩৬ ; ১৩ অক্টোবর, ১৯২৯) ; কানাইনাটশালায় (২৯ আশ্বিন, ১৩৩৬ ; ১৫ অক্টোবর, ১৯২৯) ; যাজপুরে (৯ পৌষ, ১৩৩৭ ; ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০) ; কুর্ম্মক্ষেত্রে (১০ পৌষ, ১৩৩৭ ; ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩০) ; সিংহাচলে (১১ পৌষ, ১৩৩৭ ; ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩০) ; কন্যুরে (১৩ পৌষ, ১৩৩৭ ; ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০) এবং মঙ্গলগিরিতে (১৫ পৌষ, ১৩৩৭ ; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩০) শুভবিজয় করিয়া শুভস্থানে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইটিই অষ্টম পাদপীঠ। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ ; ২৪ মে, ১৯৩০ রবিবার শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে সর্ব্বপ্রথমে ঐ স্থানে বিজয় করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ- চিহ্ন-স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করেন। (গৌড়ীয় ৮ম বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, ৬৫৯ পৃষ্ঠাতে, "ছত্রভোগে প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শুকদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সেবোৎসাহে তথায় প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই সপ্তাহকাল শ্রীধাম মায়াপুরে

অবস্থান করিয়া ছত্রভোগ-বিজয়ের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ রবিবারে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। পরদিন সোমবার ভোর প্রায় ৫টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মঠের মোটরযানে ছত্রভোগ যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ভক্তিবিলাস, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী। কিছুক্ষণপরেই শ্রীপাদ মায়াপুর বাসে শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতিগণ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিতাই ও ভক্ত শ্রীবিজয় গোপাল প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ-মন্দিরা-সহযোগে সমস্ত পথ অবিশ্রান্তভাবে উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করেন।

বাসে ও মোটরযানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বিদ্যালয়সহ হইতে প্রাতঃ ৪ ৪১মিঃ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) এর ট্রেণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিস্বভাব, শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারীএবং ৮-১০মিঃ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) এর ট্রেণে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুবেশ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সজনিকান্ত হাজরা এবং শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ছত্রভোগ যাত্রা করেন।

পরবর্ত্তিট্রেণে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী প্রভৃতি আরও কএকজন ভক্ত গিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

এতদ্ব্যতীত উৎসবের বিবিধ সেবা-কার্য্যের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৩০ মার্চ্চ শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এবং ১৫এপ্রিল শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভিদানন্দ এবং শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ছত্রভোগে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীপাদপীঠ-মন্দির-প্রবেশের পথে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণঘট, পত্র, পুষ্পমালা-পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত তিনটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের যান ছত্রভোগ গ্রামে প্রবেশ করিলে তোপধ্বনি হইতে থাকে। ঢোল, সানাই, জগঝম্প, জয়ঢাক, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি বাদ্যের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া দিগ্-বিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বদিবসে আগত মঠের ব্রহ্মচারিবর্গ এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে মোটর হইতে নামাইয়া একখানি সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করান এবং সংকীর্ত্তন-বাহিনী-সহ কেহ ছত্র ধারণ, কেহ কেহ বা চামর ও তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে শ্রীপাদপীঠ-শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া আসেন। কৃষ্ণচন্দ্রপুরের শ্রীজয়ধ্বজ মণ্ডল, বড়াশির শ্রীশশীকান্ত নাথ, মথুরাপুরের শ্রীযোগেশচন্দ্র মণ্ডল এবং হরামর পাল স্ব স্ব কীর্ত্তন-দল লইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রপুরের শ্রীমণিমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅশ্বিনী বাদন এবং ঘরের চকের শ্রীনগেন্দ্রনাথ নস্কর প্রভৃতিও কীর্ত্তন-দল-সহ পরে আসিয়া যোগদান করেন। বড়িষর গ্রামের সানাইবাদক ও অন্যান্য বাদকদলও নানা তাবতজীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইতে থাকে;

মন্দির-প্রাঙ্গণে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপনিম্নে বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদন-মণ্ডিত উচ্চবেদীর উপর শ্রীল প্রভুপাদের উপবেশনের আসন এবং তৎপার্শ্বে একটি কক্ষে বিশ্রামের স্থান রচিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ আসিবেন শ্রবণ করিয়া চারিদিক্ হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল—উনুক প্রান্তরোপরি বিরাট্ মেলা বসিয়া গেল। মন্দিরটির পার্শ্বেই একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। উহার চারিদিকে নারিকেল বৃক্ষ। স্থানটির দৃশ্য স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক; তাহার উপর শ্রীমন্দির-শোভা এবং শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ, উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে, তাঁহার অভিমর্ত্ত্য

প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ভাগ্যবন্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে তৎকালে পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুবিরহ-স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ দর্শনার্থ লোকের হুড়াহুড়িও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিলে পর 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু' বলিয়া ভক্তগণ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদসমীপে আসিয়া মিলিত হন। ইঁহাদিগকেও গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত সংকীর্ত্তন-মুখে যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এমন কি, যাঁহারা ট্রেণে আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও মধুপুর ষ্টেসনে ঐরূপে বাদ্যাদির সহিত অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় অধিবাসিবর্গের সৌজন্য সর্ব্বমুখে প্রশংসনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। "গুরুবৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল"—এই গীতিটি কীর্ত্তিত হইবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'জগন্নাথ' তীর্থে বিজয়-লীলা ও তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সুরে পাঠ করেন। পাঠান্তে অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দির-দর্শনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের আবশ্যক উপকরণাদির সজ্জা করিবার উপদেশ করিয়া ভক্তগণকে তদ্রূপ সমাপন করিতে বলেন।

ভক্তগণ তীর্থোদকে স্নান করিয়া অবগাহন স্নান করিলেন। সকলের স্নানাহ্নিক সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ঐক্যতান-সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন অভিষেকান্তে চন্দন তুলসী-গন্ধপুষ্প-মাল্য দ্বারা অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর শ্রীল বাসুদেব প্রভু, আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ঐরূপ অর্চ্চন করিলেন। অর্চ্চনান্তে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

অনন্তর ছপ্পনভোগ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী-গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসকল তদ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করিবার জন্য মিলিত হন। গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে কাশীনগর হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক — একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে অর্পণ করেন এবং পরে তাহা সভায় বিতরিত হয়।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ একটি উপদেশপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে বিদ্যারত্ন প্রভু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। (শ্রীল প্রভুপাদ ও বিদ্যারত্ন প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।) বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে, কৃপাপেক্ষা অতি হীন"—এই গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু মঠবাসী ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে বসেন। উপস্থিত প্রায় সহস্র লোকের মধ্যে যেরূপ বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রসাদের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে সকলে একবাক্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পানীয়ের জন্য প্রচুর ডাবের ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে সকলেই প্রখর রৌদ্রতাপের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দূরবর্ত্তী বড়াল গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত অনাদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মাল্লা মহাশয়দ্বয় বিচক্রযানে (Bycycle) আরোহণ পূর্ব্বক প্রায় ৩০ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহরকালে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় জন্য দুইটি হরিদ্রাভ নারিকেল ফল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আসিয়া মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন মণ্ডল বি-এ, হেড্মাষ্টার কাশীনগর হাই ইংলিশ স্কুল; শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, মাধবপুর; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ হেড্পণ্ডিত, কাশীনগর হাইস্কুল; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্রপুর; শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, কাশীনগর; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্রপুর; শ্রীযুক্ত কবিবল্লভ চৌধুরী, জমিদার প্রভৃতি এবং কাশীনগর ও মধুপুর স্কুলের ছাত্রবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবা-চেষ্টা

সত্তরূপে প্রশংসনীয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তৎপ্রতি তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইতে সহস্র সহস্র লোক যেরূপ আগ্রহ সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন ও প্রণামাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই একটি দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়। সকলকে কৃষ্ণকথালাপে তুষ্ট করিয়া এবং শ্রীপাদপীঠ-সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদপীঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডার্পণে প্রায় ৪।০ ঘটিকার সময় মোটরযানারোহণে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে থাকেন। মন্দির হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়া মোটরে উঠিতে হয়; সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিবিধ বাদ্যভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন-দল-সহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনুব্রজ্যা করেন। এত অধিক লোকভিড় হইতে লাগিল যে, মোটর শীঘ্র না ছাড়িয়া কোন ক্রমেই পারা গেল না। "শ্রীধাম মায়াপুর" বাসও প্রভুপাদের মোটরের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। বাস ও মোটর ছাড়না হইবার পর শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীসরোজ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমরীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী প্রভৃতি সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীপাদপীঠ-মন্দির পরিক্রমা পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে এবং 'ছত্রভোগ' তীর্থস্থানকে দণ্ডবৎপ্রতি-নতি করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পদব্রজে নবদ্বীপধাম ষ্টেশনে গমন করেন। ভক্তগণ কীর্ত্তন-মুখে মন্দির-পরিক্রমার সময় একটি আলোকচিত্র লওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নামাশ্রিত শ্রীপশুপতি হালদার নামক জনৈক ভক্ত ষ্টেশন পর্য্যন্ত আগমন করেন। পরে কীর্ত্তনানন্দ প্রভু তাঁহাকে গৌড়ীয়মঠে লইয়া আসেন। মঠ দর্শন করিয়া তিনি পরদিবস ছত্রভোগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ষ্টেশনে আসিবার পথে ও ষ্টেশে বরাবর কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। নবদ্বীপধামে রাত্রি ৮-২ মিঃ এর সময় ট্রেণ পাওয়া গিয়াছিল, এটিই শেষ ট্রেণ। মঠে আসিতে রাত্রি ১০৪টা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের মোটর ও 'শ্রীধাম মায়াপুর' বাস সন্ধ্যা ৭।৩ ও ৮ টার সময় মঠে পৌঁছে।

শ্রীল প্রভুপাদের ছত্রভোগ-বিজয় এবং শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীগৌরপার্ষদপূত স্থানে শ্রীগুরুপাদাব্জ-বিজয়-মহামহোৎসবে যোগদান যে কি এক আনন্দময় ব্যাপার, তাহা ভাষা-দ্বারা বর্ণনীয় নহে।

শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে সেবা-প্রাণ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপ্রিয়নাথ দাসাধিকারী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযতীন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ছাটুই প্রমুখ ভক্তগণ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা অশেষ প্রকারে সেবা করিয়াছেন। ইহাদের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীমনজয় দাসাধিকারী, শ্রীহরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীজ্যোতিষ দাস, শ্রীপশুপতি দাস, শ্রীনিশিকান্ত দাস, শ্রীবটুনাথ দাস, শ্রীনির্ম্মল দাস, শ্রীভারত ও শ্রীমতী দাস প্রভৃতি ভক্তও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। গোপালনগর-নিবাসী শ্রীমণিমোহন হালদার ও মগরাহাট-নিবাসী শ্রীবিভূপদ হালদার প্রভৃতি এই উৎসবে অর্থাদি দ্বারা আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

ছত্রভোগ-শ্রীপাদপীঠমন্দিরের বহির্ভাগে মন্দির-গাত্রে যে দুইখানি প্রস্তরফলক সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে যথাক্রমে বঙ্গাক্ষরে ও ইংরাজী অক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রীচৈতন্যদেবের
এই ছত্রভোগে ১৪০২ শকে পদার্পণ।
৪৪৭ • শ্রীচৈতন্যাব্দে পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কর্ত্তৃক
এই পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত

SREE KRISHNA-CHAITANYA MAHAPRABHU
VISITED CHHATRABHOG IN 1511 A. D.
SREE CHAITANYA FOOT PRINTS INSTALLED
BY
PARAMAHANSA SREE SREEMAD BHAKTI
SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMIMAHARAJ
IN 1933. *

পরলোকগমন

গত ১৪ চৈত্র (১৩৩৯), ২৬শে মার্চ সোমবার রাত্রি ৯টার সময় মাউপাড়ি-নিবাসী পরম ভাগবত হরিদাস সাহা মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদপদ্মে ইঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ইনি শ্রীমায়াপুরস্থ মঠের সেবায় নানাভাবে উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ইঁহার সুযোগ্য তনয় শ্রীযুক্ত তোলানাথ সাহা মহোদয়েরও শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় যথেষ্ট উৎসাহ আছে। আমরা সপার্ষদ শ্রীগৌরনিত্যানন্দপাদপদ্মে এই শুদ্ধ পরিবারের নিত্য কল্যাণ কামনা করিতেছি।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের সি, ভরিষ্ট, ডি সার্কিলের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্টাণ্ট পরমভাগবত শঙ্করন গোস্বামী মহোদয় গত কার্ত্তিক মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

[৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত]

মধ্যমা-বিভাগ

১। শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীমতী অসীমা বসু, ৩। শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী, ৪। শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, ৫। শ্রীযুক্তা নীলিমা দেবী

সাধারণ-বিভাগ

১। শ্রীজয়গোপাল দাসাধিকারী, ২। শ্রীরাঘবানন্দ দাসাধিকারী, ৩। শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী, ৪। শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, ৫। শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, ৮। শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী

---

* গত বৎসর ঐশাব্দীয় প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া স্থির হওয়ায় তদনুসারে প্রত্যুরুদ্ধসময়ে ৪৪৭ গৌরাব্দ এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ উল্লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু অনিবার্য্য-কারণ-বশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বৎসরে শুভাগমন না হওয়ায় কার্য্য স্থগিত ছিল।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৪১; ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী

[১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ১৮১ জুন ১৯২৯। যে সময় পুরীতে সমুদ্রের উপকূলে "খোড়াকুড়ী" নামক সুবৃহৎ অট্টালিকায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্-এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়া প্রভুপাদকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিজ-পরিচয় প্রদান করিলেন। অধ্যাপক অধিকারী মহাশয়কে প্রভুপাদ সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অধ্যাপক অধিকারী মহাশয়ের যে সকল আলাপ হইয়াছিল, নিম্নে তাহা যথাসাধ্য যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল।

অধ্যাপক অধিকারী—কাশী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আপনি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বক্তৃতা প্রদান ক'রেছিলেন, সেই সময় আপনার সহিত প্রথম দেখা। দ্বিতীয়বার আপনার সঙ্গে ট্রেণে দেখা হ'য়েছিল, তখন আপনার সহিত অমূল্য বাবু ছিলেন। আপনারা কাশীতেও একটি শাখামঠ খুলেছেন, দেখেছি।

প্রভুপাদ—কিন্তু সে-স্থানে এখনও আমরা বিশেষভাবে প্রচার আরম্ভ করি নাই।

অধ্যাপক—বর্ত্তমান শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপযোগী ক'রে...

বাস্তবে এই সংশিত ও তর্কপ্রিয়যুগে কেউ সত্য কথা শুনতে চায় না। যদিও "নাহমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" তথাপি আধুনিক শিক্ষিত তার্কিক-সম্প্রদায়কে ঐ শাস্ত্রীয় কথা বুঝাতে হ'লে শিক্ষা দরকার। মহাপ্রভু ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন—সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ ক'রে ঐ সকল ছেড়ে দিয়ে শেষে হরিনামেরই মাহাত্ম্য প্রচার ক'রেছিলেন; কিন্তু তিনি যদি নৈয়ায়িক ও দার্শনিক না হ'তেন, তা'হলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় তার্কিক বা নবদ্বীপের অনেক তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক তাঁর কথা শুনতেন কি সন্দেহ। আমি যখন দিল্লী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম, তখন সেখানকার সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদিগকে সেকেলে ধরণের অন্ধপ্রথা শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদিগকে তর্ক-যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভর ক'রতে ব'লতেন। আমি সেই পণ্ডিত মহাশয়কে ব'লতাম,—আপনি এক period ধ'রে যে 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, আমরা বাকী ছয় period তা নষ্ট ক'রে দিই, ছেলেদিগকে যুক্তিতর্কবাদী হ'তে বলি। আপনি যে সকল কথা বলেন, তা'তে আপনারই বিশ্বাস নাই ব'লে মনে হয়, আপনি কি ক'রে অপরকে বিশ্বাস করা'বেন? (প্রভুপাদের প্রতি) আপনি দয়া ক'রে কাশীতে চলুন, সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করুন, তা'হ'লে যদি শিক্ষিত লোকের চোখ্ ফোটে।

প্রভুপাদ—আমি নিরক্ষর; এখন বয়স হ'য়েছে, আমাদের আর কোন কাজ করবার ক্ষমতা নাই।

অঃ—আপনি সাংখ্যের পুরুষ হউন না? আপনার সান্নিধ্যই ত' যথেষ্ট। আপনার সান্নিধ্যমাত্রে সব হ'বে। আপনি সেখানে ব'সে থাকলেই আপনার যে সকল শিক্ষিত শিষ্য হ'য়েছেন, তাঁরাই সব ক'রতে পারবেন। আমরাও বৈষ্ণব-গুরুবংশের। অনেক লোক আমার নিকট অনেক সময় শিষ্য হ'তে আসেন। আমি বলি,—"শিষ্য ত' লোকে দুইটি কারণে ক'রে থাকে,—এক ব্যবসার বা অর্থের জন্য আর এক পরমার্থ দানের জন্য। আমি ত' অর্থ অন্যভাবেই সংগ্রহ ক'রে থাকি, কাজেই অর্থের জন্য গুরুগিরি ব্যবসায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না, আর পরমার্থও ত' এমন কিছু পুঁজি করি নাই যে, তোমাদিগকে কিছু দান ক'রতে পারি, আমি নিজেই এ বিষয়ে অন্ধ।" অনেক লোকই লৌকিক স্বার্থের শিষ্য হ'তে আসেন। গুরুগিরি কার্য্য বড় কঠিন কার্য্য। আমার বাবা যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর নিকট ইহলোকে নানাপ্রকার লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য চেলা হ'তে আসত।

প্রভুপাদ—হাঁ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও খানিকটা এইরূপ ধরণের কথা ব'লতেন, কিন্তু পরমার্থ ত' সংগ্রহ ক'রতেই হ'বে। প্রকৃত গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হবে এবং সেইকথা কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে নিজেকেও শুদ্ধ হ'তে হ'বে। বৈষ্ণব ক'রে চিরকাল দলই থাকুন—এটা একটা আত্মবঞ্চনা। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে এসকল কথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

অঃ অধিকারী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-গ্রন্থ।

প্রভুপাদ—কেবল লীলাগ্রন্থ মাত্র নয়, এটি অত্যদ্ভুত মহা-দার্শনিক বিচার-গ্রন্থ। মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ব্যাখ্যা। কৃষ্ণের দ্বিতীয়-লীলাই—শ্রীচৈতন্যলীলা বা শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়লীলাই কৃষ্ণলীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের পথ অনুসরণ ক'রে কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ লিখেছেন। Deccan College এর প্রফেসার মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক সর্ব্বদর্শনের ভূমিকায় ব'লেছেন, রামানুজ এবং মধ্ব—প্রভৃতি তাকিক অর্থাৎ তাঁরা শ্রৌতপন্থী নন—তর্কপন্থী।

অঃ—তর্ক-পন্থী কি?

প্রভুপাদ—যাঁরা challenging mood নিয়ে Absolute Truth আক্রমণ ক'রতে যান। তর্ক-পথ হ'চ্ছে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এই বিচারের বিরুদ্ধ পন্থা। একটা হ'চ্ছে বাস্তব-সত্য-কীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের নিকট প্রণত হ'য়ে এবং তাঁর সম্মুখ হওয়ার চেষ্টা ক'রে—এরূপ বিচার, আর একটা হ'চ্ছে আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবলে অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্যকে 'বাজিয়ে নেব—মেপে নেব'—এরূপ বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে এই শ্রৌতপথ ও তর্ক-পথের কথা ব'লেছেন। অন্বয় ভাবে যেটা গৃহীত হ'চ্ছে, সেটা শ্রৌত-পথ, আর ব্যতিরেকভাবে যেটা গ্রহণ করা যায়, সেটাই তর্কপথ, পাঁচটি দর্শনই তর্ক-পথে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র বেদান্তদর্শন শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'রেছেন। আচার্য্য

শঙ্কর লোক-মোহনের জন্য শ্রৌত-পথের নাম ক'রে বেদান্ত-দর্শনে তর্ক-পথের পরিচালনা ক'রেছেন। তথা-কথিত শিক্ষিত লোকেরা ও 'বেদান্ত' ব'ল্‌তে যেন শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তর্ক-পথের মতবাদকেই মনে ক'রে থাকেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞান বর্দ্ধিত ক'রে তর্ক-পথ লাভ হয়। যে-স্থলে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান শ্রুতির বাহন, অর্থাৎ শ্রুতিকে approach কর্‌বার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান অনুসরণ করা হ'চ্ছে, সেটা একটা জিনিষ; আর শ্রুতিকে বিপর্য্যস্ত কর্‌বার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অসদ্ব্যবহার, সেটা আর একটা জিনিষ—তাহাই তর্ক-পন্থার সেনাদল। শ্রীবলদেবাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে তর্কপন্থী ব'লেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জানিয়েছেন যে, আমার নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য শ্রুতি-মন্ত্রের কতকটিকে 'মহাবাক্য' ব'ল্‌ব ও বাকীকে ইতরবাক্য ব'ল্‌ব; এরূপ ব'ল্‌বার আমার কি অধিকার আছে? শ্রুতির আপাত অদ্বৈতপর মন্ত্রগুলিকে গ্রহণ ক'র্‌ব ও দ্বৈতপর মন্ত্রগুলিকে পরিত্যাগ বা নিজের স্বকপোল-কল্পিত মতে ব্যাখ্যা ক'র্‌ব—এরূপ সঙ্কীর্ণতাকে শ্রুতি-বিরোধ বলা হ'য়েছে। যেরূপ গাভীর একদেশ রক্ষা ক'রে আর একদেশ কর্ত্তন ক'র্‌লে তা'তে গোমাতার প্রতি অসম্মানই প্রদর্শিত হয়, তদ্রূপ গো বা শ্রুতির যে মন্ত্রগুলি আপাত আমার উদ্দেশ্য দোহন করে, সেই অংশকে রক্ষা ক'রে অন্য অংশকে কর্ত্তন করা শ্রুতিকে ধ্বংস কর্‌বার চেষ্টা বই আর কি! এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু 'প্রণব'কে মহাবাক্য ব'লেছেন; প্রণব হ'তে গায়ত্রী, গায়ত্রী হ'তে বেদবিস্তার। প্রণব সমস্ত বেদের আদি, মধ্যে ও অন্তে ব্যাপ্ত। বেদ ভগবদ্বস্তু, তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর; কতকটা যে ইতর, তা' নয়। জগতের শ্রুতশব্দ কাণ ছাড়া আর চারটা ইন্দ্রিয় পরখ ক'রে নিচ্ছে, this will hold good in reference to the phenomenal world; Transcendental phenomenaর পক্ষে তাহা নহে।

অ—শ্রুতিকেও ত' verify ক'রে নিতে হবে তর্কের দ্বারা।

প্রভুপাদ—যাঁ'রা কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি লভ্য হয় মনে করেন, তাঁ'দেরই এই বিচার।

অ:—শঙ্কর ব'লেছেন—শ্রুতির অনুকূল স্মৃতি ও পুরাণই গ্রাহ্য।

প্রভুপাদ—আচার্য্য শঙ্কর একথা মুখে ব'লেছেন; কার্য্যে করেন নাই—অন্ততঃ কার্য্যে কর্‌বার জন্য তিনি ইহ জগতে প্রেরিত হন নাই।

অ:—শঙ্কর, মধ্ব, রামানুজ—যিনি যাহাই বলুন, সকলেই একদেশী, নিজের অনুকূল ক'রে কথা ব'লেছেন, তাঁ'রা পুরাণের কথাই অধিকাংশ ব'লেছেন। একমাত্র শ্রুতিকে মেনেছেন একজন—যাঁ'কে হেঁদোলোক জানে না—"ভাস্করাচার্য্য"।

প্রভুপাদ—ভাস্করাচার্য্যের পুঁথি কোন্ সময়ের, তা' কি জানেন?

অ:—শঙ্করের পরে, রামানুজের আগে।

প্রভুপাদ—তা' নয়, বেদান্ত-সংগ্রহ যে ভাস্করের মত বলেছেন, তা এ ভাস্কর নহে; এটা আধুনিক আরোপিত পুঁথি। আমার নিকট এ পুঁথি আছে।

অ:—এটা জালই হউক, আর ঠিকই হউক,—ইহাই বেদান্তের true interpretation.

প্রভুপাদ—ইহা আপনার taste অনুসারে হ'য়েছে ব'লে আপনি গ্রহণ ক'রেছেন। ইহা ডাক্তার থিবো ও গেটে'র মতবাদ মাত্র।

অ:—ডাঃ থিবো'র মত আমি জানি না।

প্রভুপাদ—গেটের গ্রন্থ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন।

অ:—না, আমি তাও সম্পূর্ণ দেখি নাই।

প্রভুপাদ—শঙ্করের মতই যে বেদান্তের অনুসরণীয় মত, ইহা তাঁ'রা ব'লেছেন। ভাস্কর-ভাষ্যে মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'য়েছে।

অ:—একমাত্র বিজ্ঞান-ভিক্ষু ভাস্কর-ভাষ্যের মত নিয়েছেন; তিনিও একজন ভক্ত।

প্রভুপাদ—তিনি কখনও ভক্ত নহেন।

অ:—Intelligence ছাড়া, বিচার ছাড়া, knowledge ছাড়া কি 'ভক্তি' হ'তে পারে?

প্রভুপাদ—But the knowledge should be Absolute. এক একজন এক একটা stand point ও angle নিয়ে শ্রুতির Interpretation regulate ক'রেছেন। যদি কা'রও কোন stand point না থাকে, তা'হ'লে তা'কে 'পাগল' বলা যাবে না কি?

অ:— Stand point কোথা থেকে আস্‌বে?

প্রভুপাদ—আমাদের থেকে একপ্রকার stand point আছে, আর একপ্রকার তর্ক-পথ থেকে আসে।

অঃ—বেদ ও শ্রুতি।

প্রভুপাদ—তাঁরা তর্ক-পথকেও 'শ্রুতি' ব'লেছেন; কিন্তু আমরা তাঁকে প্রজ্ঞয়-শ্রোত বা শ্রৌতক্রমমাত্র ব'লব। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত ঈশ্বরানুমান ও শ্রীধরের contention কোথায়? তাঁরা বলেন যে, শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আরোহবাদী; অবরোহবাদ মানেন না। যখন সাধু 'ঐ চোর ঐ চোর' ব'লে চোরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তখন চোরও পলা'বার ফন্দি নিয়ে সাধুকে 'ঐ চোর' দেখিয়ে দিচ্ছেন।

অঃ—হুঁ!

প্রভুপাদ—শ্রুতির মন্ত্রসমূহ সংস্কৃত বিদ্যমান মনে হয় যে তাঁর একটা System দেখা'বার জন্যে বাদরায়ণ-

আপনি যেরূপ দিল্লী-কলেজের পণ্ডিতের কথা ব'ল্লেন, সেরূপ বিচারের কথা আমরা ব'ল্‌ছি না, এটা হ'চ্ছে বহুজন, নিজের pedantic style দেখা'বার জন্য যৌগাদিক দেওয়ার ফল, তা'কে 'বিপ্রলিপ্সা' বলা হয়। 'বিপ্রলিপ্সাটা হ'চ্ছে বক্তৃতেচ্ছা, শব্দের দ্বারা, ভাবের দ্বারা, emotional temper দ্বারা, অত্যন্ত বিচার-ছলনা দ্বারা লোক ঠকান'। নিরপেক্ষতা হ'চ্ছে তুরীয় অবস্থার কথা, তা'দিগকে আমি কিনা তিন এর dimension এর অন্তর্গত ক'র্‌ছি! আমি হোটলায় যাই নাই, কিন্তু হোটলার আমার হাত পৌঁছাচ্ছে; সেখানকার জিনিষ খ'রে ফেলেছি, মনে ক'রছি! Present equipment সেখানকার জিনিষ মেপে নিতে পারে না, অথচ তা'র ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে যৌগাদিক দিই, তা'হ'লে বিপ্রলিপ্সা হ'ল। বৈকুণ্ঠ রাজ্য হ'তে যিনি না এসেছেন, তিনি যদি কথা বলেন, তা'হ'লে তা'তে ভ্রম প্রবেশ ক'র্‌বেই ক'র্‌বে। যেটাকে আমরা 'অভিজ্ঞতা' ব'লে মনে ক'রছি, সেটা আমাদের রুচির অনুকূল-মত মাত্র।

অঃ—যা'রা অন্যদিকে যা'চ্ছে, তা'দের ত' সেইরূপ উপায়ই natural হ'বে। আমি যেটা feel ক'র্‌ছি, সেটাই ব'লছি হ'চ্ছে আমার অধিকার ভুল ক'রেছে।

প্রভুপাদ—যা'র যে ভ্রান্তির ভুল ক'রেছে, এরূপ সংশয় আছে, তা'কে [illegible] বাস্তবসত্যের কিছি ক'র্‌বেন? আপনার defective organ দিয়ে যেটি বুঝ্‌ছেন, তা' কি প্রকারে ঠিক হ'চ্ছে? শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ; তাঁর গুরু গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার টীকাকার।

অঃ—শঙ্করাচার্য্যের গুরুর মত যে অনেক তফাৎ, তিনি ত' সাংখ্যবাদী ন'ন।

প্রভুপাদ—শঙ্করাচার্য্যের টীকা থেকে বেশ ক'রে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে, শঙ্করাচার্য্যের রচনায় প্রচ্ছন্নভাবে নিরীশ্বর সাংখ্যের আবাহন র'য়েছে।

অঃ—তা' হ'লে অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত ত' সত্যকথা কেউ ব'ল্‌তে পার্‌বে না।

প্রভুপাদ—ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট জীবের অনুভূতি হ'লে হ'বে না। বৈষ্ণবেরা যত কথা ব'ল্‌ছেন, তা' তাঁরা নিজেদের রুচি কল্পিত কথা ব'ল্‌ছেন না; তাঁরা সমস্তই গুরুপাদ-পদ্মকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু দশটা পাঁচটা নয়।

"যদ্রাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"

Absolute Truth requires no challenge from any body.

অঃ—সেই গুরুর ত' কোন সীমা হ'তে পারে না, সব ধর্ম্মেই সেই গুরু হ'তে পারে।

প্রভুপাদ—সব ধর্ম্মটর্ম্ম রেখে দিন। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয়, তেমনি ধর্ম্মও একটা; তা'র নাম—আত্মধর্ম্ম। আর আত্মধর্ম্ম না হ'লেই বাদ-বাকী সবই দেহ ও মনোধর্ম্ম। জগতে দেহ ও মনোধর্ম্মের নানামত ও নানা পথের কথা শুনতে পাওয়া যায়; কিন্তু আত্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সে সকল কথা নয়। আত্মধর্ম্ম অদ্বিতীয়, কিন্তু তা'তে বিচিত্রতার অভাব নেই, তা' একঘেয়ে ধর্ম্ম নয়, যাবতীয় জাগতিক আবরণ বা গতিরহিত বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বৃত্তি। সেই আত্মধর্ম্মের যেগুলি সোপান, সেই সকল ধর্ম্ম কেবল কথঞ্চিৎ অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু আত্মধর্ম্মের যেগুলি বিকৃত প্রতিবিম্ব, সেগুলি কোন রূপেই গৃহীত হ'তে পারে না, তা' কেবল হাজার হাজার পথ সৃষ্টি ক'রে 'যত মত, তত পথে'র প্রহেলিকা প্রদর্শন করে। conduit pipe দিয়ে বাস্তব-সত্যের স্রোত প্রবাহিত হ'য়ে আস্‌ছে।

অঃ—Christianরাও ব'লছে আমাদের conduit pipe আছে।

প্রভুপাদ—বেশ, সে pipe যদি বাস্তব সত্যের সঙ্গে লাগান' থাকে, তা'হ'লে তা'র মধ্যেও সত্য থাকতে পারে, কিন্তু যদি শতকরা শতভাগ সত্য সেই pipe দিয়ে না আসে, কোথাওও আবৃত বা সঙ্কুচিত হয়, তা' হ'লে হাজার হাজার দোকানদার তা'দের নিজের নিজের দোকানের জিনিষকে একমাত্র খাঁটি ব'লবেই সকলগুলিই একমাত্র খাঁটি হ'বে এবং সমন্বয়ের নামে সবই সমান ব'লতে হ'বে কিম্বা যখন সকলেই নিজের দোকানের জিনিষ একমাত্র ভাল ব'লছে, সুতরাং জগতে কোথাওও একমাত্র নিখুঁৎ ভাল বস্তু নাই, যা সকল দর্শনই সমান,—এরূপ ভ্রান্ত নাস্তিকতাপূর্ণ মত চালা'তে হ'লে, তা'রই বা কি যুক্তি আছে ?

অঃ—নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচির উপর লোকে ধর্ম বরণ ক'রবে।

প্রভুপাদ—ইহা নাস্তিকের কথা। বহির্মুখের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচি—সকলই বহিমুখী। যা'রা আগেই বাস্তবসত্যকে নির্বিশেষ ঠিক ক'রে নিয়েছে, তা'দের ঐরূপ কথা। কিন্তু যা'রা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, তাঁ'রা জানেন,—পরমেশ্বরের নির্বিশেষ ভাবটা একটা অসম্যক্ একদেশে ভাব। পরমেশ্বর চিদ্‌বিলাসী। মানুষ বা প্রাণী তা'র বহির্মুখতার শ্রদ্ধা, রুচি, ভক্তি নিয়ে কখনও সত্য বরণ ক'রতে পারে না। যখন বাস্তবসত্য কৃপা ক'রে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁ'কে জানিয়ে দেন। কোন্ বস্তু বরণীয়, তা' অকপট সেবোন্মুখকে চৈত্যগুরু কৃপা ক'রে জানিয়ে দেন।

অঃ—চৈত্যগুরু কে ?

প্রভুপাদ—যে ব্যষ্টি পরমেশ্বর Individual Godhead প্রত্যেক অণুচিৎএর ভিতরে আছেন—যাঁ'র কথা "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি-মন্ত্রে বলা হ'য়েছে।

অঃ—কঠের যে বাক্য ব'লেন, ইহা ত' Grace মাত্র।

প্রভুপাদ—এই মন্ত্র হ'তে আমি Personality of Godhead ব'লতে চাই। তাঁ'র initiative নেবার faculty আছে, ইহাই বলছি। ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা আছে, তিনি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি-পরিচালক পূর্ণ বিগ্রহ। Knowing, feeling ও willing আমাদের মধ্যে যা' আছে, তা' পূর্ণমাত্রায় তাঁ'তেই আছে। তিনি যে Fountain-head, ইহা ভুলে গেলেই কৃষ্ণমায়া আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে—আমাদের বিচারে ভুল করা'বে—আমাদিগকে, অসদ্‌বিবেককে বিবেক ব'লে ভ্রান্তি করা'বে। সমস্তই কৃষ্ণপাদপদ্মের—কৃষ্ণের সমস্ত শক্তিই তাঁ'তে আছে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে তাঁ'র প্রাকট্য, উদয় বা আবির্ভাব। তিনি ঐতিহাসিক জীব-বিশেষ বা তত্ত্ব-পদবাচ্য ন'ন। কৃষ্ণ যাঁ'কে দয়া ক'রবেন, তাঁ'রই হৃদয় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হ'বে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত সুদর্শন ও প্রকৃত সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি। রজস্তমোমিশ্র-সত্ত্ব-হৃদয়ের অনুভূতি কেবল 'ভাবনার পথ' মাত্র। এই ভাবনার পথ অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত হৃদয়ের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

অঃ—যাঁ'রা ভগবানের দেখা পান, তাঁ'রা কি প্রচার ক'রতে পারেন ?

প্রভুপাদ—তাঁ'রাই ত' মূল-প্রচারক হ'বেন, অন্যথা প্রচারক তাঁ'দেরই অনুগত হ'য়ে প্রচার ক'রতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্ত-মনাঃ হ'য়ে শ্রীভাগবত প্রচার ক'রেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রেছেন। বুদ্ধ হ'য়ে যাওয়ার নাম ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নহে। হরিকথা-কীর্ত্তনের এমনই গুণ যে, তাহা আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে। পরমমুক্ত পুরুষগণই হরিকথা প্রচার ক'রে বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁ'র পার্ষদগণ সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার ক'রেছিলেন। হাজার হাজার question আসবে, এক হরি-কথা ভাল ক'রে শুনলেই সব question গুলিরই উত্তর পাওয়া যা'বে, অধীর হ'লে হ'বে না।

অঃ—আপনার পূর্বের কথা বলুন।

প্রভুপাদ—পরমেশ্বর মায়া-দ্বারা আবৃত কোন বস্তু ন'ন। যেমন সদানন্দযোগীন্দ্র ব'লেছেন—"এতদুপহিতং চৈতন্যং... ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।"—অর্থাৎ এই সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা, সৎ, অসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎকারণ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নাম-দ্বারা অভিহিত হন।—(বেদান্তসার)

অঃ—মায়াবাদ-শিক্ষাদান হ'তে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি ?

প্রভুপাদ—বিশুদ্ধ আত্মধর্ম দিয়েই বাস্তব-সত্য প্রবাহিত হয়। যেমন শ্রুতি ব'লেছেন—(মুণ্ডক ১।১।১) ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। সেই বিশুদ্ধ আত্মার-পথের অনুসরণ ক'রতে হ'বে।

অঃ—Old Testamentএ Jacob এর কথায়ও এইরূপ আত্মেতর-পারম্পর্য্যে ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির কথা আছে।

প্রভুপাদ—আমরা বাস্তব সত্য অনুসন্ধান ক'রলে বাস্তব শ্রোতপথ পা'ব—পূর্ণ শ্রৌত-গুরুর আশ্রয় পা'ব। আর আমাদের যতটা অন্যাভিলাষ থাকবে, ততটা অন্যাভিলাষযুক্ত আশ্রয় পা'ব। লৌকিক পথ ও শ্রৌতপথ, চাতুর্-বর্ণ্য ও অচাতুর্-বর্ণ্য, আধিক-আম্নায় ও পারমার্থিক আম্নায়—পরস্পর পৃথক্। Mental speculationistদের কোন কথা গ্রহণ ক'রতে আমরা প্রস্তুত নই। আমরা অধিরোহবাদের কথা শুনতে চাই না, আমরা অবরোহ সিদ্ধান্তের কথা শুনতে চাই। সাক্ষাৎ সূর্য্য হ'তে অনাবৃতভাবে সূর্য্যরশ্মি আমাদের চক্ষে পতিত হ'চ্ছে; আমরা সেই রশ্মির সাহায্যে সূর্য্য ও তাহাতে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখ্‌ছি। Moist atmosphereএ সূর্য্য-রশ্মি আসলে refraction হ'য়ে যাচ্ছে —mutilated হ'য়ে আস্‌ছে; তর্ক-পথের কোন কথা যদি না থাকে, তবে শব্দব্রহ্ম directly কর্ণপটহে এসে উপস্থিত হ'ন। তাঁর যদি আবার corroboration চাই, তা'হ'লে সেই শব্দকে mundane horizonএর মধ্যে locate ক'রতে হয়।

অঃ—শব্দ শুনলাম, অর্থটির কি প্রকারে উপলব্ধি হ'বে ?

প্রভুপাদ—শব্দই অর্থ প্রকাশ ক'রবে, শব্দের দ্বিবিধ বৃত্তি—অন্তর্দৃষ্টি-বৃত্তি ও বিষদৃষ্টি-বৃত্তি; মহাপ্রভু যখন বিষদৃষ্টিবৃত্তি প্রকাশের অভিনয় ক'রছেন, তখন পড়ুয়াগণকে ব্যাকরণ পড়া'বার সময় সকলকেই কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা ক'রছেন—প্রাতিপদিক শব্দ, ধাতু, সূত্র,—সকলই কৃষ্ণ। আবার যখন নীলাচলের দিকে দৌড়াচ্ছেন, সাধারণ লোক যা'কে বন, জঙ্গল, পাহাড়, পঙ্ক প্রভৃতি দেখ্‌ছেন, মহাপ্রভুর সেখানে—

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।
দেহ নদী দেখে তাঁহা মানসে কালিন্দী।"

এখানে 'ভ্রম' ব'লতে মহাপ্রভুর কিছু ভুল হ'চ্ছে না, বস্তুতঃ লোকের যে বহির্মুখ সাধারণ-বিচার, তা'রই নিকট ভ্রম ব'লে প্রতিভাত হয়—এই কথা কবিরাজ গোস্বামী জানাচ্ছেন।

অঃ—বিষদৃষ্টি-বৃত্তি ত তাঁর কাছ থেকেই আসবে।

প্রভুপাদ—শব্দেতেই আছে।

অঃ—আমার capacity কোথা হ'তে হ'বে ?

প্রভুপাদ—শব্দব্রহ্ম হ'তেই হবে।

অঃ—আমারও ত' প্রস্তুত হ'তে হ'বে।

প্রভুপাদ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তেই কৃপালাভ হয় এবং প্রস্তুত হওয়া যায় (এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রী'সম্প্রদায়ের বরদনই ও হেরনই শাখার বিচার এবং বরবরমুনি কর্ত্তৃক উভয়ের তর্কসমাধানের প্রসঙ্গ বলিলেন)।

অঃ—শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—কেবল 'নাম' কর।

প্রভুপাদ—'নাম করা' মানে—to stretch hand and to approach.

অঃ—তা'হ'লে এই হ'চ্ছে—ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে তাঁকে ডাক্‌তে হ'বে, ডাক্‌তে ডাক্‌তে তিনি বিষদৃষ্টি জানিয়ে দিবেন।

প্রভুপাদ—তিনি অন্তরে চৈত্যগুরুরূপে, বাহিরেও মহান্তগুরু-স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। আমি নিষ্কপট হ'লে তিনিও আমাকে নিষ্কপট 'মহান্তগুরু' দেখিয়ে দিবেন। আমরা হাজার হাজার লোক দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি, কিন্তু মঞ্জুর করার মালিক তিনি। তিনি কেন মঞ্জুর ক'রবেন না ?—ইহা আমরা ব'লতে পারি না। তিনি ত' আমাদের বাগানের মালী ন'ন। আমরা সহিষ্ণু হ'য়ে অপেক্ষা ক'রব—অন্যাভিলাষ-শূন্য হ'য়ে তাঁতে সেবোন্মুখ হ'ব।

অঃ—অতি সুন্দর কথা।

প্রভুপাদ—(রায় সাহেব প্রাণকৃষ্ণ সেনের প্রতি, অধ্যাপক অধিকারীকে দেখাইয়া—) ইনি মহামনীষী, দর্শন-শাস্ত্রের অসামান্য অধ্যাপক, সংস্কৃতের ডি, লিট্‌; আর আমি মহামূর্খ।

অঃ—আর লজ্জা দিবেন না, আপনার কাছে আমরা

পাড়াতে পারি। আপনি যেই দার্শনিক পণ্ডিত, অথচ তৃণাদপি সুনীচ, মহাবৈষ্ণব। আপনার অদ্ভুতনীয় পাণ্ডিত্যে আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হ'য়েছি। ভক্তির সঙ্গে এরূপ পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন-সংযোগ আর কোথায়ও দেখি নাই, এখন তবে একটু ডাকুন, হরি দিন, আর তর্কের আবশ্যকতা নাই।

প্রভুপাদ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥—ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

"শরণাগতিই আমাদের লক্ষ্য।"—এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুকে একটি কীর্ত্তন করিতে বলিলে তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি-গ্রন্থ হইতে

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

—এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ছত্রভোগ গ্রামে শুভাগমনে

অভিনন্দন

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽহং রূপঞ্চ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্॥

হে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক আচার্য্যপ্রবর!

যে ছত্রভোগ গ্রামে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইবার পথে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই মহাতীর্থের সন্ধান অন্যের ত' দূরের কথা, ছত্রভোগ-গ্রামবাসী আমাদিগেরই অবিদিত ছিল। কিন্তু জানি না, আমাদিগের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতিবলে পরম করুণাময় আপনি, শ্রীচৈতন্য-সেবাস্মৃতি লোকলোচনে চির-প্রকট রাখিবার জন্য সপার্ষদে আজ এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-সংস্থাপনে আমাদিগকে ধন্যাতিধন্য করিলেন! আপনার শুভাগমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির সহিত বরণ করিতেছি। দীন আমরা, আমাদিগের এমন কোনও যোগ্য উপায়ন নাই, যদ্দ্বারা আপনার ন্যায় অতিমর্ত্য পুরুষের প্রতি আপত্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আপনি মহানুভব ও পরম উদার। আমরা আপনার রাতুল চরণে দীন হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

হে আচার্য্যবর্য্য! লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রচার, শাস্ত্রপ্রচার ও নাম-প্রেম প্রচার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং আরাধ্য দেব হইয়াও মহাবদান্য মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া বিশ্ববাসী জনগণকে আরাধকের ন্যায় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-সেবা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার অনুকরণকারী কপট ধার্ম্মিকগণ অনাচার ও ব্যভিচারকে আশ্রয় করিয়া জগতে ধর্ম্মগ্লানি আনয়ন করিয়াছিল। আপনি সেই মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত জীবধর্ম্মের পুনঃ

প্রচার করিবার জন্যই এই দুর্দ্দিনে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। আপনার শুভাবির্ভাব জগতের ভাগ্যে বড়ই শুভকর। আপনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন, তাহা আপনার ক্রিয়াকলাপেই অভিব্যক্ত হইতেছে।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন আপনি। আজ আপনি লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সেবা-প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, সাময়িকী পত্রিকা-প্রকাশ, কীর্ত্তন-প্রচার, ধাম-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-উন্মোচন এবং স্বয়ং অনুক্ষণ সকলের নিকট অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তনদ্বারা জীব-হৃদয়ে ভক্তিবীজ আরোপণ করিয়া বাস্তবিকই জীবে অপার দয়ার পরিচয় দিতেছেন। আপনার এই প্রচার আজ শুধু ভারতবর্ষে আবদ্ধ নহে, ভারতের বাহিরে সুদূর ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশেও সুবলল প্রচারিত হইতেছে।

আজ যাঁহাদের কৃপায় আমরা আপনার সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সুযোগ পাইলাম, আপনার অনুগত সেবক সেই শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণের নাম কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না।

পরিশেষে আপনার শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, আপনার অশোক অভয় পাদপদ্মে আমাদিগের ক্ষুদ্র অঞ্জলি গৃহীত হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। আপনার পদকমলে আমরা বারবার প্রণাম করিতেছি। আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করুন।

ছত্রভোগ
১৯ চৈত্র, ১৩৪০ ; গৌরাব্দ ৪৪৮

আপনার কৃপাপ্রার্থী
ছত্রভোগ-গ্রামবাসিগণ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

[স্থান—ছত্রভোগ, শ্রীগৌরপাদপীঠ-মন্দির-প্রাঙ্গণ
সময়—১২ চৈত্র, ১৩৪০ ; ২ এপ্রিল, ১৯৩৪]

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

সজ্জনমহোদয়গণ, এই গৌরপাদপূত মহাপুণ্যতীর্থ-স্থান ছত্রভোগ গ্রামে আমাদের উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন স্থাপন এবং স্থায়িভাবে তাঁ'র সেবা প্রচার। অনিত্য বস্তু-বিষয়ের সেবা অল্প সময়ের জন্য ; কেন না আমরাও চিরদিন থাকিব না, সেই বস্তুও চিরদিন থাকবে না। নিত্য-বস্তুর সেবা সে প্রকার নয়, যাঁ'রা নিত্যকাল থাকেন, তাঁ'রাই অথও নিত্যকালের জন্য সেই নিত্যবস্তুর সেবা করেন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থপাদ, যাঁ'কে 'ফলপাদ' বলা হয়, তা'তে আমরা এই সূত্রটি পাই—

"আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ"

উপদেশ হ'তে জানতে পারি, 'অসকৃৎ' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ—নিরন্তর শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-মননাদি-দ্বারা 'আবৃত্তি' অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন ক'রতে হ'বে।

এই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা-স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই কথা ব'লেছেন। কিন্তু কে কীর্ত্তন ক'রবে? মর্ত্ত্যজীব? মর্ত্ত্যজীব ত' সর্ব্বদা কীর্ত্তন ক'রতে

পারেন না। যিনি মরণ-ধর্ম্ম অতিক্রম ক'রে অমিয়র্ত্তা, তিনিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে সমর্থ। যাঁ'দের কর্ণ আছে, তাঁ'দিগকেই ব'লছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

অনেকে মনে করেন, "হাদুষ ত' এরূপ' বছরের বেশী বাঁচে না, কেন না—"শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"; আবার তা'ও অনেকস্থলে সম্ভব হয় না। তবে মহাপ্রভু "সর্ব্বদা" একথাটা ব'ললেন কেন?" মর্ত্যবুদ্ধি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম আবরণকে অতিক্রম ক'রতে না পেরে তা'তেই আত্মবুদ্ধি করে ব'লে তা'র বিচার এর চেয়ে আর বেশী উন্নত হ'তে পারে না; কর্ণবেধ-সংস্কারের অভাবে তা'র কর্ণ সেবোন্মুখ না হওয়ায় বক্তা ও শ্রোতার বিচার অর্থাৎ কে ব'লছেন, কে শুন্‌ছেন—এ সমস্ত কথা কিছুই ধ'রে উঠতে পারে না।

বক্তা—নিত্য, যাঁদের ব'লছেন, তাঁরা নিত্য, যা' ব'লছেন, তা'ও নিত্য। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত উপলব্ধি স্থায়ী হয় না, কালের অত্যল্পতের জন্য কালের মধ্যেই বিলীন হ'য়ে যায়—জানে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিত্য অবস্থানকারিগণের জন্যই ব'লছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

কোন্ অংশটি নিত্য? কা'কে লক্ষ্য ক'রে কীর্ত্তনের উপদেশ ক'রছেন? গীতা ব'লছেন—আত্মবস্তু নিত্য, "অন্তবন্ত নিত্যাঃ শরীরোক্তাঃ।" সেই নিত্য চেতন বস্তুকেই মহাপ্রভু নিত্য কীর্ত্তনের কথা ব'লছেন। অনাত্মপ্রতীতি-যুক্ত অভিমান অনিত্য। তাদৃশ অভিমানে কীর্ত্তনের নিত্যত্ব, বিচারের বিষয় হয় না। অভিমানযুক্ত ব্যক্তির তাদৃশ ব্যাধি থাকা কালেও হরিনাম সেবনীয়, বিগত-ব্যাধি হ'লেও সেবনীয়। হরিকীর্ত্তন নিত্যকালের জন্য। ইহা ওষ্ঠ বা জিহ্বা স্পন্দিত ক'রে ক্ষুদ্রকালের শব্দমাত্র বলা নয়; বিবিধবাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সুর-তাল-লয়-মান ঠিক রেখে তাৎকালিক কর্ণের নিকট যে হরিসঙ্কীর্ত্তন হয়, তা' হরির কীর্ত্তন নয়। নিত্য সনাতন জীবাত্মার সার্ব্বকালিক সেবোন্মুখকর্ণ দ্বারা বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণ ক'রে সেই শব্দব্রহ্মের সর্ব্বদা কীর্ত্তন হ'লেই মঙ্গল।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

নতুবা অবৈকুণ্ঠ নাম কর্ণে উপস্থিত হ'লে যে তাৎকালিক কীর্ত্তন হয়, তা'তে আত্মার সার্ব্বকালিক মঙ্গল নাই। বেদান্ত-দর্শন বলেন—আবৃত্তিরসকৃৎ, মহাপ্রভু তা'রই ব্যাখ্যা পরিস্ফুট ক'রে ব'লেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। কিন্তু এই উচ্চারণ ক'রবে কে? পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি বহু যোনি ভ্রমণ ক'রে এখন আমরা মানুষ হ'য়েছি, আবার মানুষ হ'য়েও অধিককাল সুখ ভোগ করা যায় না দেখে দেবতা হ'তে চাই। এই প্রকারে পুণ্য বা পাপ-ফলে সদ্গতি অসদ্গতি-ক্রমে আমরা যে সমস্ত অবস্থা লাভ ক'রছি, তা' সবই তাৎকালিক, নিত্য নয়। পুণ্যকর্ম্ম ক'রে স্বর্গাদি লোক লাভ ক'রবো, এরূপ বিচার-মূলে যে উপেয়-লাভের জন্য উপায় অবলম্বন, তা'র পর উপেয় লব্ধ হ'লে উপায় পরিত্যাগ, হরিকীর্ত্তন তাদৃশ তাৎকালিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নয়; হরিকীর্ত্তনই উপায়, হরিকীর্ত্তনই উপেয় এবং এই উপায় ও উপেয়—সাধন ও সাধ্যবস্তু নিত্য—সার্ব্বকালিক। যিনি এই প্রকার নিত্যমঙ্গলের কথা উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরই শ্রীপাদ-পদ্ম আজ এইস্থানে স্থাপিত হ'ল। সেই পাদপদ্ম সর্ব্বনমস্য, দেবতাগণেরও নমস্য। শ্রীমদ্ভাগবত এই ব'লে তাঁর বন্দনা করেন—

"যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

[ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্য স্তববচন-দ্বারা যাঁহার স্তুতি করেন, সামগানকারিগণ অঙ্গ, পদ-ক্রম এবং উপনিষৎসহ বেদসমূহ-দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন, যোগিগণ ধ্যান-নিশ্চল তদ্গতচিত্ত-দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত হইতে পারেন না, সেই শ্রীভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি।]

সুর-অসুর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী—সকলেরই মূল্যবস্তু যিনি, সামগান-নিরত পণ্ডিতগণের—সকল দেবতার—সর্ব্বভূতের উপাস্য,নমস্য ও প্রয়োজন যিনি, তাঁ'কে কোন প্রাকৃত ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না, তিনি মানবমেধার পরিমিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোন জ্ঞেয় বস্তু নন, তিনি বেদান্ত-বেদ্য পুরুষ—নিত্যকাল স্থায়ী চেতনের মূল্য বস্তু। সেই চেতনের অভাব-হেতু অজ্ঞান প্রবিষ্ট হওয়ায় যিনি অচৈতন্যজগৎকে চৈতন্য দেওয়ার জন্য—জীবমাত্রেরই বাস্তববস্তুর সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তা' সকলকে জানিয়ে দিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছেন,

সেই স্বতঃসিদ্ধ-বিজ্ঞান-প্রয়োজনাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবার একান্ত প্রয়োজন আছে। জাগতিক কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় তিনি ন'ন ব'লে তাঁর একনাম—অধোক্ষজ'—"অতঃকৃষ্ণ জীবানাং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ" তিনি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদির চিন্তনীয়, অধীন, তিনি পরমেশ্বর ন'ন। পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তু কখনও ভগবান্ হ'তে পারেন না। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করবার জন্য অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ জীবজ্ঞানের কুণ্ঠাবস্থায় তিনি লক্ষীভূত হন না। ইংরাজী ভাষায় হেগেল একটি শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন—Transcendental; সংস্কৃত ভাষায় 'অপ্রাকৃত' ব'লে একটি শব্দ আছে। সেই "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"

Mundane এবং Transcendentalএ যেমন ভেদ আছে, সেই ভেদ হ'তে আমরা লক্ষ্য করি—অতীন্দ্রিয় বস্তু কখনও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিচার-পদ্ধতির বস্তু হ'তে পারেন না।

সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু unchallengeable but approachable, তাঁর কাছে আমরা যেতে পারি, কিন্তু

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য।"

যে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ন'ন, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু; কুণ্ঠাতীত চেতনেরই বিষয়। চেতন কখনও অচেতনাবৃত হন না। সূর্য্যকে ছাতা আড়াল দিয়ে যদি মনে করি, সূর্য্যের খানিকটা অংশ আবৃত হ'য়ে গেল বা মেঘ দেখে যদি মনে করি, মেঘ সূর্য্যকে ঢেকে ফেল্‌লো, তা' হ'লে যেমন আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচয় প্রদত্ত হয়, সেই প্রকার স্বতঃপ্রকাশ চিন্ময় ভগবদ্বস্তু কখনও আবৃত হওয়ার যোগ্য ন'ন। ব্রাহ্মী, ধর্ম্মোষ্টি, সাত্বতী, পুরুষাসাদী প্রভৃতি যতপ্রকার প্রাকৃত শব্দ-দ্বারা 'ঈশ্বর' শব্দ বাচ্য হয়, তাহা বস্তু, বহির্জগতের ব্যাপারের সঙ্গে ন্যূনাধিক reciprocated; কিন্তু অদ্বয় বস্তু—বৈকুণ্ঠবস্তু তাদৃশ কোন প্রকার প্রাকৃত বিচার-দ্বারা আবদ্ধ নহেন। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই পূর্ণ শব্দব্রহ্মের আলোচনা হোক্, অপরবিদ্যা ছেড়ে দিয়ে পরবিদ্যার অনুশীলন হোক্। উপনিষদ্ সেই বিদ্যার কথাই ব'লেছেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক ১।১।৪-৫)।

অপরবস্তু—ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রাহ্য, পরবস্তু—অতীন্দ্রিয়; এই ব্যাপারটি যিনি সুবোধ্য ক'রে দিয়েছেন, যিনি পরবিদ্যা-বধূজীবন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, তাঁর কথাই আলোচনা হোক্। শুধু আজকের জন্য নয়, নিত্যকালের জন্য; শুধু ভারতের জন্য নয়, সকল দেশের জন্য; শুধু ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের নহে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পাত্রের জন্য—কাল-দেশ-পাত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র আলোচ্য বিষয় হউন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" শ্রীশ্রীনবদ্বীপপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী সার্থক হউক। সেই বস্তু একদিন এখান দিয়ে গিয়েছিলেন। কালের প্রভাবে সেকথায় আমরা আজ সকলেই বিস্মৃত হ'য়েছি। "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"—যাঁকে জান্‌লে সব জানা হ'য়ে যায়, তাঁকে জানা দরকার, তা' হ'লে সকলেরই মঙ্গল হ'বে। এখানে কোন দলাদলি, উচ্চাবচভাব বা relativity, anthropomorphism, zoomorphism, phytomorphism প্রভৃতি ধারণার কোন কথা নাই। বাস্তববস্তুর আলোচনা হ'লে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর হ'বে। সেই বস্তু এজগতে অবতীর্ণ হ'য়ে কি ভাবে ধর্ম্ম-প্রচার ক'রেছেন—আমাদের মঙ্গল-চেষ্টা ক'রেছেন, তা' জান্‌তে হ'বে—তাঁর কথা বিশেষ ক'রে আলোচনা আবশ্যক।

গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক প'ড়ে লোকের মনে হ'তে পারে,—"কৃষ্ণ স্বয়ং ব'লছেন, তিনি যুগাবতার, তাঁর কথা কেবল সেই যুগেরই উপযোগী তাৎকালিক মাত্র, সার্ব্বকালিক বা সার্ব্বজনীন কথা নয়। কৃষ্ণ ব'ললেন, অর্জ্জুন শুন্‌লেন, আমাদের তা'তে কি?" কৃষ্ণ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি", "যামেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং" প্রভৃতি কতভাবে assurance দিচ্ছেন, কত সুযোগ দিচ্ছেন, ব'লছেন, ওঁকে আশ্রয় ক'রলেই মঙ্গল হ'বে, নিজের দায়িত্বে সকলের মঙ্গল করবার ভার নিচ্ছেন; কিন্তু কই, সে কথা ত' কেউ বিশ্বাস ক'রছে না! তাই কেউ খুব্‌লো না দেখে

আজ ৪৭৮ বছর হ'য়ে গেল, সেই কৃষ্ণসখাই স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়েছিলেন সেবকের ভার নিয়ে—গুরুর কার্য্য নিয়ে। ব'ললেন, "আমি কৃষ্ণের সেবক মাত্র— গুরুমাত্র, যদি কেউ আমার কথা শুনতে চাও, শুনতে পার, সকলেরই মঙ্গল হ'বে।" স্বয়ং কৃষ্ণই সেবকের ভার অঙ্গীকার ক'রে— স্বয়ং কৃষ্ণই আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃষ্ণাবেশ ক'রে জগৎকে বুঝা'তে লাগ্‌লেন, কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরমোপাস্য বস্তু, তাঁর চরণাশ্রয় ক'রলেই—তাঁর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদির অনুশীলন ক'রলেই সকলের বাস্তব মঙ্গল লাভ হ'বে। 'কৃষ্ণ' শব্দটি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা, God, Theos প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যতটুকু বুঝায়, ততটুকু মাত্র নয়। তাঁর অনন্তবিলাস, তিনি অনন্তগুণমণ্ডিত। পূর্ণতার জ্ঞাপক ব্রহ্মাদি শব্দ দ্বারাও তাঁর পূর্ণতা সম্যক্ প্রকারে ব্যক্ত করা যায় না। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি তাঁর আংশিক ভাব-প্রকাশক মাত্র। প্রাকৃত জগতের কোন শব্দ তাঁকে ব্যক্ত ক'রতে পারে না। কেন না এখানকার সমস্ত শব্দ ও শব্দীর মধ্যে mental speculation, relativity থাকায় এখানকার বিচার নিয়ে সেখানে পৌঁছান' যায় না। Inductive processও empiricist হ'য়ে বহির্জ্জগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তা'তে পূর্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ' ব'লে একটি শব্দ ব্যবহার ক'রে আধ্যক্ষিকগণের দার্শনিকতাকে নিরাস ক'রেছেন। 'অক্ষজ' এবং 'অধোক্ষজ'—সমশ্রেণীতে গণ্য নহেন। শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব এই সব কথা ব'লেছেন। ভাগ্যবন্ত যাঁ'রা, তাঁ'রাই তাঁ'র কথা শুনতে পেয়ে আত্ম-মঙ্গল বরণ ক'রছেন।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব যে জীবে দয়া, পরোপকার এবং নির্ব্বাসনীন প্রেমধর্ম্মের কথা ব'লেছেন, সাধারণ altruist-গণ তা' ব'লে উঠ্‌তে পারছেন না, তাই সংকীর্ণতাকেই— অসৎসাম্প্রদায়িকতাকেই উদারতা ব'লে মনে ক'চ্ছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর আলোচনা হ'লে এ সকল অজ্ঞতা আর থাকবে না।

Absolute infinitessimal জীব কখনও Absolute Integral নয়। মানুষ কর্ত্তা বা ভোক্তা সাজ্‌তে গিয়ে কখনও নিজেকে ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করে, কখনও বা Anthropomorphism বা Apotheosis প্রভৃতি মত-বাদের উপাসক হ'য়ে ভগবৎসেবার বিচার ছেড়ে দেয়। পণ্ডিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খাঁজর ক'রে রেখেছে। পূর্ণবস্তুর আলোচনার অভাবে তা'র সঙ্কীর্ণতা যাচ্ছে না। আপনারা সকলেই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের সেবা করুন, তা' হ'লেই আর কোন অমঙ্গলকর অবিচার থাকবে না।

হরভোগ-গ্রামবাসিগণ, আমার মত দীন হীন ব্যক্তিকে আপনারা আজ যে প্রকারে সম্ভাষণ জানালেন, আমার এমন কোন ভাষা নাই বা যোগ্য ভাষা নাই যে তদ্দ্বারা তা'র প্রতি-সম্ভাষণ প্রদান করি। পণ্ডিত হ'লে হয় ত' তা'র প্রত্যুত্তরে কিছু ব'লতে পারতাম, কিন্তু আমার তাদৃশ পাণ্ডিত্য নাই। আপনাদের কোন প্রকারে সেবা ক'রতে পারি, এমন কোন যোগ্যতা আমার নাই। সুতরাং তাদৃশ অযোগ্যের প্রতি আপনাদেরই অযেই দয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। আমার পরিচয় আপনাদিগকে জানাচ্ছি—

"জগাই মাধাই হ'তে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হ'তে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয়ে, তা'র পাপ হয়।
মোর নাম যেই শুনে তা'র পুণ্য ক্ষয়॥"

সুতরাং আমার দ্বারা আপনাদের সময় নষ্ট বাতীত আর কিছুই হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্য বস্তু। তাঁর কথা সমগ্র পৃথিবীতে অন্য সব কথা: থেমে গিয়ে সব সময়ের জন্য আলোচনা হোক্। তা' হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে- সকলেরই অতিমানুষিক বুদ্ধি করতলগত হ'বে— অতিমর্ত্য বিষয়ের উপলব্ধি হ'বে—বাস্তব সত্যের সন্ধান পেয়ে মনে হ'বে—একমাত্র চৈতন্যের কথাই মঙ্গলজনক, আর সব কথাই অমঙ্গলের কারণ।

"বন্দে নিবাঢ় তৃণকা পদরোনিপত্তা
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

এস্থানে এসে যখনই শ্রীগৌরপাদপীঠের কথা হ'বে, তখনই আপনাদের স্মরণ হ'বে এমন একটা ভাগ্যহীন এক-সময়ে এস্থানে এসে আপনাদিগকে এই সব কথা ব'লেছিল। সকলেরই হৃদয়-ক্ষেত্রে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হউন, তাঁর কত সৌন্দর্য্য তা' বর্ণন-সৌভাগ্য লাভ ক'রে সকলেই ধন্য হউন, আমার ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম

[শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্য বলিলে বিদ্যারত্ন প্রভু স্বীয় দৈন্য-জ্ঞাপন-মুখে বলেন—]

আজ এই সভায় শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত দু'একটী কথা বল্‌বার জন্য আদিষ্ট হ'য়েছি। যখন আদেশ পেয়েছি, তখন যোগ্যতাও বোধ হয় কিছু পেতে পারি। মূকও বাচাল হ'তে পারে যাঁ'র কৃপায় তিনি আজ সম্মুখে থাকায় আমার কোন যোগ্যতা না থাক্‌লেও ভয় নাই।

আজকের এ ব্যাপারটী সকলেরই উপলব্ধির বিষয় হওয়া আবশ্যক। এ স্থানের মাহাত্ম্য স্মরণ ক'রে মঙ্গল অর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। ব্রজভোগ-তীর্থবাসি, আপনারা ব্রজভোগবাসী। একদিন এই স্থানে এসে শ্রীগৌরসুন্দর গ্রাম-বাসীর আতিথ্য স্বীকার ক'রে অনেককেই সৌভাগ্য-বৃক্ত ক'রেছিলেন। তাঁ'দেরই বংশাবতংস হ'য়ে আজ আপনাদেরও সৌভাগ্য দর্শন করুন। আপনারা আমার ন্যায় ব্যক্তির বিশেষভাবে নমস্কারের পাত্র। আজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হ'য়ে আপনাদের যে সৌভাগ্য-দর্শনের সুযোগ প্রদান ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি নিজেকে কৃতার্থিবোধ—কৃতকৃতার্থ ব'লে মান ক'রছি। গৌরজন-সঙ্গে গৌরপদাঙ্কপূত স্থান দর্শন এবং সেই স্থানের ধূলি মস্তকে ধারণ করবার শুভাবসর জীবনে বড়ই দুর্লভ। "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়িজনের সঙ্গে॥" —ইহাই মানবজীবনের একমাত্র বরণীয়।

এই কার্য্যের মূলে যিনি অগ্রণী, সেই হরিপদ বাবু আজ আমাদিগকে কতবড় সুযোগ দিলেন! প্রণয়িজন-সঙ্গে গৌরপদাঙ্কপূত স্থান-দর্শনের সুযোগ সকলের ভাগ্যে হয় না। আজ আমাদের বহুভাগ্যফলে সেই সুযোগ উপস্থিত।

এই স্থান দিয়ে গৌরসুন্দর গিয়েছেন, সুতরাং এস্থান একটি সামান্য ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক স্থান মাত্র নয়, ইহা পরমপবিত্র তীর্থস্থান—মহা পীঠস্থান। তা'রই পরিচয় যা'তে জগদ্বাসী সকলে জান্‌তে পারে, তজ্জন্য গৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এস্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ক'রলেন।

আমরা অনেকেই জাগতিক উৎসব ও সভা-সমিতিতে যোগদান ক'রে থাকি, তা'র সঙ্গে আজকের এ উৎসবের তুলনা হয় না। এস্থানের ধূলায় নিত্য গড়াগড়ি দিতে পার্‌লেই মঙ্গল। নচেৎ যারা বিয়েটারে যোগদান করায় মত্ত থানিকটা আমোদ আহ্লাদ ক'রে যে যা'র ঘরে গেলেন, তা'তে কিছুই লাভ হ'ল না। এসব ব্যাপার সেবার, ভোগের নয়। আজ এখানে যে কিছু অনুষ্ঠান হ'ল, তা' দেখেও যদি আমরা ভোগের বিচার নিয়ে ঘরে ফিরি, তা' হ'লে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে আছে? সে অপরাধে যেন আমরা অপরাধী না হই।

গ্রামবাসীরা আজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখালেন, তা'তে তাঁরা সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হ'লেন। যাঁরা এই উৎসবের উদ্যোক্তা, তাঁ'রা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হ'তে আমরা এই উৎসবে অনুকূলভাবে যোগদানকারী সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।

আজ আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত "যে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চ"—এই শ্রুতি-প্রতিবচন হ'তে দুইটি বিদ্যার কথা জান্‌তে পেলাম। পরা ও অপরা—এই দুই প্রকার বিদ্যা। বিদ্যালাভের ফল যদি অক্ষর বস্তুকে জানা হয়, তা' হ'লেই মঙ্গল, নচেৎ অবিদ্যার কুহকে প'ড়ে নানা অনর্থ বরণ ক'রতে হয়। প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের অভিমান আমাদিগকে ভগবান্ ও ভাগবতের পাদপদ্ম-সেবা হ'তে বঞ্চিত ক'রে দেয়। তাই মহাজন বলেন—

"জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

জড়বিদ্যার অভিমান ছাড়্‌তে হ'বে; উহা কখনই শিক্ষার মুখ্য পরিচয় নহে। "বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ।" "পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি নাহি পায়ে। তা' যদি নহিল তবে

বিদ্যায় কি করে?" বিদ্যালাভের ফল যদি ভাগবতার্থদি না হয়, তা' হ'লে তা'র মূল্য অন্তকপর্দ্দকও দেওয়া যায় না। আর যদি সেই বিদ্যা-দ্বারা মহাভাগবতের সেবায় অধিকার লাভ হয়, তাঁর অনুগতে শ্রীমদ্ভাগবতের অধীতী হ'তে পারি, তা' হ'লেই সার্থক; নতুবা অবিদ্যার গর্ত্তে প'ড়ে কুত্রজীবন-যাপন নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। আজ এই গ্রামের কএকজন যে বিদ্যার পরিচয় দিলেন, Philosophy, Science প্রভৃতি প'ড়ে Ph-D, D-Sc., D. Litt. প্রভৃতি হ'য়েও সে বিদ্যা অর্জ্জিত হয় না। তাঁরা শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের পদাঙ্ক ধরে এসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক কোথায় দেখালেন। তাঁদের বিদ্যাই সার্থক—সম্যক্। যাঁরা A. B. C. D-ও পড়েন নাই—যাঁদের সামান্য বর্ণ-পরিচয়ও নাই, তাঁ'রাও ভগবান্ ও ভাগবতের সেবা বরণ ক'রে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রতে পারেন।

অন্তবিদ্যার মোহ ঘুচে গিয়ে আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপীঠের সেবা প্রতিষ্ঠিত হউক, তা'হ'লেই মহাপ্রভুর পূর্ণকৃপা লাভ হ'বে—জীবন সার্থক হ'বে। এস্থানে কএক শতাব্দী পূর্ব্বে এমন একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটেছিল, যা'র কথা আমরা সকলেই বিস্মৃত হ'য়েছিলাম, তা' সেই গৌরনিজজন ছাড়া আমাদিগকে আজ আর কে জানাতেন? এস্থানকে লোকে সামান্য একটা স্থান ব'লে মনে ক'রত, আজ সাকার শ্রীচৈতন্যবিগ্রহপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম এস্থানে শুভবিজয় ক'রে এস্থানকে মহা পুণ্য-তীর্থ ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ২য় অধ্যায় হ'তে এইস্থান এবং অম্বুলিঙ্গ-শিবের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যে গান করা হ'ল, তা' আপনারা সকলেই শুনেছেন। যেখানে স্বয়ং ভগবান্ সপার্ষদে বিজয় ক'রেছেন, কত নৃত্য-কীর্ত্তন ক'রেছেন, কত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছেন, সেখানের রজঃকণা ব্রহ্মাদি দেবতাও শিরে ধারণ ক'রে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন। যাঁর কৃপায় আমরা আমরা এস্থানে বহুদিন পরে সেই শ্রীগৌরপদচিহ্ন অর্চ্চাকারে পুনঃ-প্রকটিত দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ ক'রলাম, যিনি আজ প্রখর রৌদ্র-তাপ অগ্রাহ্য ক'রে, বাহন পরিত্যাগ করে আমাদিগকে শ্রীগৌরপাদপদ্ম-সেবায় উৎসাহিত—অনুপ্রাণিত—সংপ্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বার জন্য এস্থানে শুভাগমন ক'রেছেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবিধাতা হ'য়ে যা'তে নিত্যকাল আমরা শ্রীগৌরপাদ-পদ্ম-পূজায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পারি, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক। আমাদের অকাতিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অনাবৃত চেষ্টা ধেয়ে গিয়ে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদ-পদ্ম-সেবার্থ যা'তে অধিকারী হ'তে পারি, তাহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হউক, ইহাই প্রার্থনীয়।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশদ্ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী
(গৌরাব্দ ৪৪৮)
(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

দ্বিবসব্যাপী সভার অধিবেশনে বহু ভক্ত এবং সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত অগণিত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নে মাত্র কএকজনের নাম প্রদত্ত হইল—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, মঃ মঃ অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যানন্দের ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ বি-এল্সি, বি-টি; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদী মোহন ভক্তিবান্ধব সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এ, বি-এল হেড্ মাষ্টার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট; অবসর-প্রাপ্ত সাব্ ম্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ), শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিবেক (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব বৃধাশ্রমী), শ্রীপাদ উদ্ধবানন্দ দাসাধিকারী (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত ভবমর্দ্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিজয়, উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত মনোমন্থ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভক্তবিলাস দাসাধি-কারী, শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ (এলাহাবাদ), শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত বসুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, সম্পাদক দৈনিক নবীনা প্রকাশ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য, চট্টগ্রাম; ডাঃ শ্রীযুক্ত চর্ম্মাচরণ দাস এম্-এম্-এস্, চট্টগ্রাম; শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র, ঘোড়াবাগান; শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাসাধিকারী ভক্তিবিদ্বৎ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক ভক্তিসুরি ভক্তিশাস্ত্রী (গয়াবাস), শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ উকীল, (ঐ), শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাত্র (ঐ), শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তাদার খুলনা; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনীমহল খুলনা; শ্রীযুক্ত হরিদাস মৈত্র, রিলাসপুর, রংপুর; ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্স্, নবীনা, নবীনা-শুকশ্রেণি স্কুলের হেড্ মাষ্টার এম্-এ, বি-টি শ্রীযুক্ত রায় সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর O. B. E., Offg. Supdt. of Police; শ্রীযুক্ত হরিগোপাল মোহান্ত, ভূতপূর্ব্ব নবীনাকালেক্টরীর হেড্ ম্যানিষ্টাণ্ট; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় অধিকারী জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কুণ্ডু,বাগবেড়ে; শ্রীযুক্ত কালিদাস সিংহ, গ্রাম শিবপুর, পোঃ ত্রিবেণী; শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র সিংহ, এম্-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, পাটনা হাইকোর্ট, রায়বাহাদুর রাও সাহেব কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, গ্রাম ভুবনমঙ্গল; শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নবীনা ও তাঁহার সঙ্গী অনেক সত্যানুরাগী সজ্জন ব্যক্তি। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর; শ্রীযুক্ত নিবেদনাথ রায়গুপ্ত বি-এ, ভেলিবাগ মুন্সীগঞ্জ; শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ অধিকারী, খুলনা; শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস সেবাশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দয়াগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ, শ্রীযুক্ত কবিরচন্দ্র দাস, ঘাটাল; শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুশল, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীযুক্ত বাসিকানন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ভক্তিবভাব, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিমঙ্গল, শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ, শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, মাষ্টার অবনীকান্ত সান্যাল, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কামেশ্বর পাণ্ডা, গয়াধাম, গয়াবাস্ত পোঃ; শ্রীযুক্ত রঘুনাথ জানা, বরহমপুর; শ্রীযুক্ত বসুদেব সাহু বরহমপুর; শ্রীযুক্ত সোমনাথ পতপথী, বংশদুণ্ডী, পোঃ রসুলকণ্ডা, গয়াধাম; শ্রীযুক্ত পি, রাজগোপাল, রসুল-কণ্ডা, শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জানা, রিজার্ভ সাব্ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিস, মযূরভঞ্জ ষ্টেট, বারিপদা; শ্রীযুক্ত মহাবিহেশ্বর দাসাধিকারী, পুলিস সাব্ইন্‌স্পেক্টর, মযূরভঞ্জ ষ্টেট, শ্রীযুক্ত লালা মদন মোহন রায়, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিস, মযূরভঞ্জ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, মোক্তার, মযূরভঞ্জ; শ্রীযুক্ত ভাগবত প্রসাদ মহান্তি, পুলিস

সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত সুবর্ণন মিশ্র, ডিগবা, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত চক্রধর দাস হাতীকোট, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস ঐ ; শ্রীযুক্ত রঘুনাথ জানা বালাজী হাট, বরহামপুর গঞ্জ ; শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র শর্ম্মা বরহমপুর, গঞ্জাম ; শ্রীযুক্ত রসানন্দ ডোল হেড্‌ এষ্টিমেটর কাপ্তিপদা এম্‌-ই স্কুল, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কালিয়া, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, হেড্‌পণ্ডিত, কাপপুর ইউ. পি স্কুল, মধুরভক্ত ; শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, সেরেস্তাদার, বারিপদা প্রভৃতি ।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৪৮ গৌরাব্দ)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ সংখ্যার পর]

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গম্ভীরহৃদয়ঃ শ্রীমান্ নানাসদ্‌গুণভূষিতঃ ।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থং সদা যত্নপরায়ণঃ ॥
অর্থাদিদানতৈর্যঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবকঃ ।
দাসাধিকারিবর্য্যঃ শ্রীসুবর্ণনমনাতনঃ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তৈশ্চ প্রণীয়তে ।
উপনাম সতে ভক্তিবৈভব ইতি বিশ্রুতম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপত্বলোত্তমে ।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে ॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কায়েন মনসা বাচা গুরুগৌরাঙ্গসেবকঃ ।
অনপেক্ষস্থপত্নী চ তিতিক্ষুঃ সত্যতঃ সভাম্ ॥
দাসাধিকারি-সশ্রীক-শ্রীনিবাসঃ সদাশয়ঃ ।
ভক্তিপ্রসূন ইত্যেতন্নামা বিশ্রুতিমান্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপত্বলোত্তমে ।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে ॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীকাঞ্চীক্ষেত্রদর্শিকা প্রদর্শনীক্রিয়াবিধৌ ।
অর্থাদিদানতৈর্বিষ্ণুসেবাসক্তিমধর্মরং ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রীতিসাধনোৎসুকমানসঃ ।
নানাসদ্‌গুণসম্পন্নো যঃ শ্রীমান্ মঙ্গলাশ্রয়ঃ ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ শ্রীসচ্চন্দ্রায় যাচতে ।
উপাধিদীয়তে ভক্তিভূষণ ইতি সাদরম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপত্বলোত্তমে ।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে ॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধামসেবনে কৃত্যে সদাসূয়কচেতসে ।
প্রপন্নাভিধয়াখ্যায় দাসাধিকারিণে সতে ॥

প্রীত্যা প্রযীয়তে সদ্যঃ শ্রীমতে সৎপ্রিয়ায় চ।
উপনামবরঃ ভক্তিভূষণ ইতি সংস্কৃতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুতুল্যাব্দশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুবৈষ্ণবানাং পরিদেশানুগতঃ সদা।
কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাসক্তচিত্তঃ সজ্জিতাশ্রয়ঃ॥
শ্রীহরিপদাম্বোজাখ্য-ব্রহ্মচারী বিভূষিতঃ।
সেবার্ণব ইতিখ্যাতঃ সজ্জনৈরুক্ত সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুতুল্যাব্দশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনদীয়াপ্রকাশাখ্যপত্রিকাপ্রকাশনে।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্য-নিষ্কামস্থিরসেবনে॥
অনুরক্তমতিঃ সারব্যাখ্যাকীর্ত্তনপাটবঃ।
শ্রীধামসেবকঃ শ্রীমান্ গুরুভক্তিপরায়ণঃ॥
ভক্তবিলাসনামেহস্মৈ দাসাধিকারিণে সতে
উপাধিরীয়তে ভক্তিমযুখ ইতি সংস্কৃতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুতুল্যাব্দশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রিয়ঃ সতাং সদ্গুণরাজিযুক্তঃ সেবানুরাগী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
শ্রীমান্ কবির্নাটবিশারদো যঃ সঙ্গীতবিৎ সৎকুলসম্ভবশ্চ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ ভক্তিসৌরভনামিনে।
উপাধিরীয়তে ভক্তিমেরেয় ইতি সজ্জনৈঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুতুল্যাব্দশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

(ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২৪ চৈত্র, ১৩৪০ ; ৮ এপ্রিল, ১৯৩৪ রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভুর সংস্কার-দীপিকা-পদ্ধতি অনুসারে পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ। ইনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-দ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৩৪১; ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৪ | ৩৬শ সংখ্যা

প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণব

যুগে যুগেই ধর্ম্মের গ্লানি একটি চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্য। ইহা যে কেবল গীতার অন্যান্য বাণীর মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা নহে; সত্যাক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহও ইহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের, শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদেরই দোহাই দিয়া আপনাদিগকে তত্তৎ সম্প্রদায়ের এক একজন প্রধান পুরোহিত বা সত্তা বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল ব্যক্তির মতবাদ এবং আচার-প্রচারের বিপথগমনের কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় সেই সকল বিপথগামী ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ সুকৃতিফলে মঙ্গললাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলার পরে যখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকুলের প্রচারের যুগ আরম্ভ হইল, তখন যে-সকল আনুকরণিক অবতারবাদ ও নানাপ্রকার পাষণ্ড-মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, আচার্য্যগণ তাহা নিরাস করিলেন। ইহার প্রমাণ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত-প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত "গৌরগণ-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ, "ভক্তিরত্নাকরের" চতুর্থ তরঙ্গস্থ শ্রীনরহরি সরকার লিখিত পত্রাবলীতে এবং তাহারও পূর্ব্বে ঠাকুর বৃন্দাবনের "শ্রীচৈতন্য ভাগবতের" আদি সপ্ত অধ্যায়ে, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে ঐ সকল বাক্যের সহ ইতরজনে পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের এক মহা ঘোর অন্ধকার যুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে কত কিছুই যে অসিদ্ধান্ত ও অসদাচারের তাণ্ডব অবাধ স্বচ্ছন্দগতিতে পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা রাজা রাম-মোহন রায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তদানীন্তন নব্য শিক্ষার আবহাওয়ার কর্ণধার রাজা রাম-মোহন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের দোষাই-প্রদানকারী অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদর্শ দেখিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন,—উহাই মূল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আসল প্রতীক। তাই তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎসাদনকারীর নামে একজন প্রচণ্ড সমরুক হইয়া তাঁহার বিকৃত কল্পিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্তাকে চালিতে চাহিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সিংহ-হুঙ্কারে গাহিয়াছিলেন,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে,—এই ভেড়ার সঙ্গ নাহি করি॥

ইহারা তোতারামের এই বুলি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরেরই যারপর নাই ব্যাপক প্রতিধ্বনি। কারণ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়া-ছেন,—

উদ্ধারার্থং কিতিতিনিকরাং শ্রীল নারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽহং ব্রজনবনবো মূর্ত্তি চূড়াং বিধায়।
নত্বা তস্মাদ্বিরতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী দ্বিজি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাঃ প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ পূর্ব্ববাসকঃ।
রেবলোঽসৌ পরিত্যাজ্যশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিব্যাপ্তোঽপ্যাপ্তে পরিত্যাজ্যস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
ভেদাঃ সন্তো ন তস্যৈব সম্প্রদায়ো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাদ্বিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঙ্করত্বীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

(গৌরগণচন্দ্রিকা)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এই বাণী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর-বৃন্দাবনের ভাগবতীবাণীর প্রথম, কি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রতিধ্বনি বলা যাইবে, তাহা পারমার্থিক ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু এই সকল হুঙ্কার অনেকেরই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কোন কোন আধুনিক সাহিত্যিক এই হুঙ্কার সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের শাসনদণ্ডটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া যথার্থ আইন রাজা ও প্রজার গণের উপর চালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। "ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির তৃণাদপি সুনীচতার অভাব হইয়াছিল, তাঁহারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন",—ইহা তাঁহারা নিরপেক্ষতার চশমায় দেখিয়া লইয়াছেন! লৌকিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের এই ছোঁয়াচ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের গায়ে লাগিয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল সাহিত্যিক শ্রেণীর নিকট যে তৃণাদপি সুনীচতার অভাব ও পরচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, সেই অপরাধ বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃত-সাহসিক-সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর চালনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

প্রাকৃত-সাহসিক সম্প্রদায়ের মতে,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ গুরু-নিন্দক এবং বৈষ্ণব-নিন্দক। কিন্তু একটি অতীব আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যেগুলিকে তাঁহারা 'নিন্দা' বলেন, সেই নিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন যুক্তি তাঁহাদের নাই। যে নিন্দার প্রতিবাদ হয় না, তাহা নিন্দা—না সত্য? যদি সত্য হয়, তবে তাঁহাদের কথিত বা আরোপিত নিন্দা কল্পিত গুরু, বৈষ্ণব—নিশ্চয়ই অসত্য।

আধুনিক প্রাকৃতসাহসিক সম্প্রদায় যখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংখ্যা ব্যাপক করিবার জন্য জগতের যাবতীয় অবা-স্তিলাষকে বলে টানিয়া আনেন, তখন সেই অধিকতর পরিপুষ্ট বল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে গুরু ও বৈষ্ণব-নিন্দকমাত্র বলিয়া সেই বল না, 'নিন্দনিন্দক' আখ্যা দিয়া অভিনন্দিত [illegible] 'নিন্দনিন্দক' বলিতে যে বিষয়ের

নিমগ্ন,—সর্ব্বত্রই এই সত্য কথাটি তাঁহাদের মুখে বলাইয়া থাকেন।

বিশ্বজনই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অজ্ঞাই কর। প্রাকৃত-সহজিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতিবিম্ব অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি মুখ ভেঙ্চাইবার জন্য বৈষ্ণবের মূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত অবাধিনাথী ও কপট-সম্প্রদায়ের নিখিত কুম্ভ-পুত্তলিকা বা প্রেতপুরুষ। যেখানে যত প্রকার কপটতা থাকিতে পারে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আহরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়ার ভিন্নাভেষ মূর্ত্তি গঠিত এবং বাহ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের যৌথিক মুদ্রা ও আচারের ভুবনমোহন অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়াছে।

প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ প্রতীকের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা অনুকরণ করিবার যাবতীয় বৃত্তিগুলি খুব সতেজ। আনুষঙ্গিক বিষয়ে এরূপ দক্ষতা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না, জানা যায় নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলেন ও বলান এবং অকৃত্রিম শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবতার আখড়া হইতে নির্ব্বাসিত করেন। কেন না, শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুকরণ-বিদ্যার পারদর্শিতা আদৌ নাই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শুদ্ধবৈষ্ণবকে প্রতিষ্ঠাকামী এবং আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠাশাহীন বলিয়া থাকেন। কারণ, অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট হরিকীর্ত্তন করেন এবং তৎফলে চরিত্রশুদ্ধ বহির্ম্মুখ লোকের নিকট অধিকাংশস্থলেই বিচিত্র নিন্দার ডালি উপঢৌকন পাইয়া থাকেন। আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সত্যকথা কীর্ত্তন না করিয়া কখনও সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয়ের আড়ালে নারিকার আধারে মালাজপের প্রদর্শনী উদ্ঘোচন করেন, কখনও বা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনে গ্রাম্যচিন্তা করেন এবং তাহাতে কোন লোকেরই বিরাগভাজন হইতে না হওয়ায় প্রতিষ্ঠার ঝুড়ি অযাচিত-ভাবেই তাঁহাদের ভাগ্যে আসিয়া পড়ে বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সমকক্ষ মনে করিয়া "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাঞা" বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃ "ঘোষটার ভিতর খেম্টা নাচ"—এই মেয়েলি প্রবাদ কপটতার প্রতীক, প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার বিরাট মূর্ত্তি প্রাকৃত-সহজিয়াগণকেই বরণ করে। যাহারা 'প্রতিষ্ঠা চাহি না' বলেন, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, যে কিরূপ কপটতার মূর্ত্তিতে লোক-চোখান অগোচরতা বৈষ্ণবীর মত সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। তাঁহাদের মালা-তিলক, নিম্বল-নিষ্ঠা, ভাগবত-প্রবণের ছলনা, ভাবে ভগবল হওয়া, কথায় কথা, নির্জ্জন-ভজন, সংসার-বিরক্তির বাহ্যরূপ, ডিগ্নাইয়া চলার দর্প, মিহিসুরে কথা, মুচ্‌কি হাসি, সরু পক্ষীর ন্যায় কণ্ঠস্বরে অবস্থান, তৃণাদপি সুনীচতার নানাপ্রকার কলহৎ সকল গুলিই তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নিত প্রতিষ্ঠাশা-আগ্নেয়গিরির অস্ফুট, অবাক্, অদৃশ্য মূর্ত্তি।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কনক-কামিনীর প্রতি বড়ই লোক-দেখান নিস্পৃহতার ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। যাঁহারা হরিকীর্ত্তনকারী, তাঁহারা কনক গ্রহণ করেন বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার-দরবারে অভিযুক্ত। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিজেদের পাপ ও অপরাধগুলির সমর্থন করিবার যুক্তি নাই। তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র,—যখনই সত্যপথের পথিকগণ লোকহিতের জন্য প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কোন পদস্খলন দেখাইবেন, তখনই তাঁহারা জগতের অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া সত্যপথের পথিকগণের যে-সকল আচার বাহ্যদৃষ্টিতে বিষবীর ন্যায়, সেইগুলিকে বিষবীরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে প্রচার করিয়া নিজেদের পাপরাশিকে ধামা চাপা দিতে প্রস্তুত হইবেন। তাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভাগবত-পাঠক, প্রাকৃত-সহজিয়া মন্ত্রদাতার অভিনয়কারী, প্রাকৃত-সহজিয়া কীর্ত্তন-গায়ক, প্রাকৃত সহজিয়া বক্তা, প্রাকৃত-সহজিয়া দেবল যে-সকল অর্থ সংগ্রহ করে, তাহা শাস্ত্র-বিগর্হিত এবং অপরাধের আকর,—ইহা লোকহিতের জন্য জানাইলেও সত্যকথাকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণের সত্যকথাকীর্ত্তন বা হরিনাম-প্রচারের জন্য যে সকল উপকরণ অর্থাৎ মাধবের ভোগ্য যে সকল কনক, তাহা তাহাদেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের কনকের সহিত সমজাতীয়,—এইরূপ বলিবার এক কৌশল প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় অবলম্বনে বাহির করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যাহাদের রক্ত-মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া অস্থি-মজ্জার পর্য্যন্ত কপটতা ও অনুকরণ-বৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা নিজেদের যত কিছু যাবতীয় সমস্তই সত্য-প্রচারকগণের স্কন্ধে

নিরোধ করিতে প্রস্তুত হন। বলিতে কি, অদ্বৈতবাদীর বাণাই যেরূপ নির্বিশেষবাদ, বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণাইও তেমনি প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শেষোক্ত বাণাইটি অঙ্কুরাকারে ছোট হরিদাসের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পল্লবিত হয় নাই। তত্রাপত বৎসরের অনর্থ ও অপব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া ইহা নানাভাবে পরিপুষ্ট, পল্লবিত ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট হরিদাসের আকারে মহাপ্রভুর সেবার বাহ্য আকার দেখিতে পাওয়া

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলা প্রকাশ করিলেন, প্রাকৃতসহজিয়াগণের মাথায় তাহা প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিবেই বা কিরূপে? যাহারা স্বয়ং বে দোষেই দোষী, সংপ্রতি নিসর্গবশতঃই তাহারা অন্ধ হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র পরম মুক্ত মহাপুরুষগণের

হইতেই মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম

প্রাকৃতসহজিয়াগণের মহাপুরুষ-সংগ্রহ নাই। তাঁহারা পুঁথির শব্দ, বানান, অনুস্বার, বিসর্গ, আকার, ঈকার, পুঁথির মলাট, তাগজ, কালি লইয়া মারামারি করিতে করিতেই শব্দের বিকৃতি ও প্রকৃত তাৎপর্য্যকে আড়াল করিয়া ফেলেন। তাঁহাদিগের ধারণা,—সাক্ষাৎ মহাপ্রভু-ভক্তপরম্পরা ছাড়াও মহাজনের বাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আর তাঁহাদের ধারণা,—তাঁহাদের নির্ব্বাচিত, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের ইন্ধনযোগানদারগণই মহাজন! তাঁহারা মনে করেন,—সেরূপ জাতীয় লোক ও ঐ সকল লোকের সমসাময়িক গণতন্ত্রিকার অনুকূল মত লইয়াই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্থির হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন প্রাকৃতসহজিয়া বক্তা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—নেড়া, নেড়ী, বাউল, বাউর, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া-সম্প্রদায়ই বৈষ্ণবধর্ম্মের কঙ্কাল ও কীর্ত্তনকণ্ঠস্বরকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! বক্তার ঐরূপ উক্তি সেইরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের কঙ্কালের সম্বন্ধেই খাটে—যে বৈষ্ণবধর্ম্মকে মনীষী মৌলবী রাজা রামমোহন রায় 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া মনে করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে নেড়া, সহজিয়া বা কোন বাউল, বাউর বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য সজীব ও পূর্ণচেতনময়। তাহা যুগে যুগে লোকের অন্তর্নিহিত আবরণের নিকট আবৃত বোধ হইতে

কিন্তু যখন মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দিব্যজ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা লোকলোচনের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তখনই বৈষ্ণবধর্ম্মের চিরন্তন নির্ম্মল জ্যোতিঃ সেবোন্মুখতার আধারে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

একদল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সাহিত্যের আবর্জ্জনা নিরোধবের নামে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সাহিত্যে অনর্থরাশির দ্বিগুণ সংস্করণ পরিবেষিত করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তিগণের সাহিত্য-সম্ভার কোন পরম মুক্ত মহাজনের নিরাময়কণ্ঠে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় কেবল কুসিদ্ধান্ত সৃষ্টি করে। যাঁহারা সদ্গুরুপদাশ্রয় করিলেন না, যাঁহাদের আচার, অনুশীলন এবং প্রচার একতানে গ্রথিত নহে—যাঁহারা "সতাং সারং বৈষ্ণবোমতঃ" গানের আদর্শ—যাঁহারা কপট আকুপাকুভাবের কসরত দেখাইয়া লোকরঞ্জনকারী—যাঁহারা নির্ভীককণ্ঠে প্রকৃত সত্য কথা বলিতে পারেন না—নিজেদের গলদ ঢাকিবার জন্য যাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই "তুমতি চুপ্, হামতি চুপ্" নীতি অবলম্বন করেন, কেবল সময় সময় আড়ালে থাকিয়া কৌশলে যেখানে তাঁহারা লোকমত সংগ্রহ করিতে পারেন, সেখানেই লোকের রুচির পূজা এবং নিজের প্রতিষ্ঠাশার তর্পণ-বিধানের জন্য যে সকল মনোধর্ম্মের বাহাদুরী দেখান, তাহাতে প্রাণ নাই, চেতনতা নাই, সুসিদ্ধান্ত নাই, অহৈতুক লোকোপকারচিকীর্ষা নাই, কিংবা কোন মঙ্গলজনক আদর্শ নাই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করেন,—তাঁহারা লোকের চক্ষুর অন্তরালে যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে যত প্রকার দুরাচার, অনাচার, বিষয়াসক্তি, পাপ, অপরাধ, অনর্থ রাশি-রাশি সঞ্চিত থাকুক না, সভাসমিতিতে গিয়া বক্তৃতামুখে সাহিত্যেই এবং তাঁহাদের সমচরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত কোন না কোন অপস্বার্থের চুক্তি করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু লৌকিক 'বাহবা' কিনিয়া লইতে পারিলেই তাঁহাদের ঐরূপ কপটতা 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিকাইবে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরম মঙ্গলের কথাকে "গুরুনিন্দা ও নিজনিন্দা" বলিয়া পরিত্যাগ করেন, অথচ যাঁহারা নিখিলের

ভুবনমঙ্গল বৈষ্ণব, তাঁহাদিগের মঙ্গলময়ী চেষ্টার প্রতি নিন্দা ও তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ না করিয়া মুহূর্ত্তকালও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না।

বৈষ্ণবাপরাধ করিতে করিতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হৃদয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং কৃত্রিম ভাবপ্রবণতা অভ্যাস করিতে করিতে চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়াছে। হৃদয়ের কাঠিন্য ও কামুকতার তারল্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগকে এক অদ্ভুত জন্তুতে পরিণত করিয়াছে। ইঁহাদের হৃদয়, একদিকে অপরাধ-কঠিন, আর একদিকে কামুকতা ও ভাবুকতা-পিচ্ছিল। প্রকৃত মঙ্গলজনক কথায় ইঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর বাক্য ও ক্রিয়া-মুদ্রায় ইঁহাদের চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। অনভিজ্ঞ লোক ইঁহাদের এই কামবিহ্বলা অবস্থাকেই 'ভাব' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১৯শ অধ্যায়ে শ্রীকর্ণশিক্ষায় ভক্তির ন্যায় আকৃতি বা গৌণানুষ্ঠানরূপ যে-সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থা উপশাখার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। অল্প কথায় বলিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যাবতীয় কৃত্রিমতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

এই সকল ভাব-মুদ্রা একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা মডেল সৃষ্টি করিয়াছে। তাই অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত-সহজিয়ার সেই বিশিষ্ট ছাঁচ দেখিলেই 'ছছুন্দরী'র ন্যায় তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। প্রাকৃত-সহজিয়া হইতে হইলেই যেন স্বার্থে ভিজাইয়া চলা ধর্ম্মের সহিত নিদর্শনস্বরূপ সার্ব্বকালিক লাল-চারের সমন্বয় করিবার জন্য সর্ব্বদাই সঙ্গে একটি লাল বা অন্য কোন বর্ণের একতারি-বস্ত্র রাখিতে হইবে, বিশিষ্ট মালার ঝোলা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহা চাকিয়া রাখিয়া লোকের নিকট নিজেকে প্রতিষ্ঠাশাহীন নামভজনানন্দী বলিয়া অধিক প্রচার করিবার জন্য একটি সূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, কিম্বা অসূক্ষ্ম হাতের বোতাম-বিহীন বুকাপনী জামা, বৃন্দাবনী পাদুকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে, নাকির নীচে উদর ঝুলাইয়া বস্ত্র-পরিধান, কণ্ঠে লম্বমান মালা, হস্তে স্বর্ণ-তাবিজ, সঙ্গে একটি তানাক-সেবনের নল রাখিতে হইবে! অনেকে ঐ বেশগুলি বিশেষ করিয়া সজ্জিত আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, যেন এ সকল না হইলে প্রাকৃত-সহজিয়ার মডেল প্রস্তুত হয় না!

যাহা হউক, ইঁহাদের বাহ্য আকৃতি ও আদর্শ যাহাই থাকুক না কেন, ইঁহারা যদি নিষ্কপট হইয়া আত্মমঙ্গলবরণে ইচ্ছুক হইতেন—জগাই মাধাইর মত নিষ্কপটে "কার নামে কারে" বলিতে পারিতেন, তবে ইঁহাদের মঙ্গল হইত। কিন্তু জগাই মাধাইর পাপমাত্র ছিল কোন বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না। সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত (?) করিয়াও জগাই মাধাই মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন; কেননা, তাহাতে বিষ্ণু-অপরাধ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষ্ণব-অপরাধ হয় নাই। তাই আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, তিনি কি প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার সুবুদ্ধিযোগ দিবেন না? মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশনে জগাই মাধাইকে কৃপা করিয়াছিলেন, পতিতপাবন নিতাইচাঁদের আবেশনে মহাপ্রভু চট্টগ্রামের কবলে কবলিত কৃষ্ণদাস বিপ্রকেও উদ্ধারেই আবার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুস্থানীয় পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরোধেও কেন নিজ-ভক্ত ছোট হরিদাসকে সেই দেহে গ্রহণ করিবার আদর্শ দেখাইলেন না? ছোট হরিদাসের দ্বারা মহাপ্রভু যে লীলার আদর্শটি দেখাইলেন, তাহা কি প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের 'অকপট আদর্শ' বলিয়াই মহাপ্রভু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কপটতার প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র পতিতপাবনী ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া মরা ব্যতীত আর কিছু নাই, জানাইলেন? প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যদি নিষ্কপটে অনুতপ্ত হইয়া গৌরপাদপদ্ম-সেবিকা জাহ্নবী, কৃষ্ণপাদপদ্মসেবিকা যমুনা এবং গৌর ও কৃষ্ণের পাদপদ্মসিঞ্চিতা সরস্বতীর পতিতপাবন জল আশ্রয় করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা এই অপরাধময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবরে পুনরায় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

বর্ণাশ্রম

বর্তমান সময়ে কোথাও বা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কোথাও বা সামাজিক সুবিধাবাদের অভিসন্ধি লইয়া বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মনোদর্শনের আলোচনা ও আন্দোলন বঙ্গদেশ তথা ভারতের সর্বত্র, এমন কি পাশ্চাত্যপ্রদেশেও ন্যূনাধিক দৃষ্ট হইতেছে। এক সময়ে মৌলবী রাজা রামমোহন রায় যখন মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অনুগত সমাজকে হিন্দুধর্মের প্রতীক মনে করিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কারের নামে ইদানীন্তন কলঙ্কভঞ্জনসমাজের সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের মূল বঙ্গের তদানীন্তনে উদিত হইয়াছিল

রাজা রামমোহন আধ্যাত্মী ও সাহেবিয়ানার সমন্বয় ও ধর্মে গিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম ও সমাজের অনুকরণে নবীন ধর্ম ও সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন লোকের ধর্মোন্মাদের অনভিজ্ঞতার উপযুক্ত মূল্যপ্রদানকারী মনীষী ব্রাহ্মসমাজের অনুগত-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ যখন উপবীত ছিঁড়িয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাপুরুষতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতেছিলেন এবং নবীন সমাজ-সংস্কারকের নিকট হইতে 'বাহবা'র ডালি কুড়াইয়া লইতেছিলেন, তখন স্বনামধন্য মনীষী বিদ্বদ্বরেণ্য গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিও স্মার্তব্রাহ্মণ-সমাজের প্রদত্ত উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিবার নাস্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সেই যুগ বোধ হয় আজ প্রায় শত বর্ষের অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারই অবশেষ তরুণ সামাজিক যুগ সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে আর এক নবীন আকারে সাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে স্মার্ত-সমাজ তখন নব্য ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত নানাপ্রকার অভিসম্পাতের অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাও আজ অধিকতর জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালরূপে আধুনিক নবীন সমাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাজনৈতিক বহুরূপী সুবিধাবাদের অভিসন্ধিকে যাঁহারা প্রধান স্থান দিয়াছেন, তাঁহারা আজ কেহ বা অহিন্দুর প্রতিযোগী হইয়া হিন্দুসমিতি রচনা করিয়াছেন, কেহ বা অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আধ্যাত্মিক ঘাড়ধন্ধ প্রচার করিতেছেন এবং কোন না কোন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের অভিসন্ধি লইয়া সরকারের সাহায্যে মন্দির-প্রবেশ বিল, অস্পৃশ্যতা-বর্জন বিল, বিবাহবিচ্ছেদ বিল, বিধবা-বিবাহ বিল, গৌরীদানের প্রতিষেধী বিল-সমূহ পাশ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আবার ইঁহাদের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন আর এক সম্প্রদায়। তাঁহারা উপরি-উক্ত কার্যগুলিকে তাঁহাদের বনিয়াদি সুবিধাবাদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের বিরুদ্ধে কৃপাণধারী। ছান্দোগ্যশ্রুতি এই সকল কৃপাণধারীকে 'কৃপণ' বলিবেন, না 'ব্রাহ্মণ' বলিবেন, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই আধুনিক জগতে স্ব স্ব সুবিধাবাদের অভিসন্ধি লইয়া স্ব স্ব সমাজে বহুমানিত হইতেছেন।

ইঁহারা মনীষী, বিচক্ষণ, বলী; বহুলোক ইঁহাদের ভক্তগণ সৈন্য। আমরা ইঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করি। তবে যখন ইঁহারা ইঁহাদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সাম্প্রদায়িকতাতে আক্রমণ ও অভিসম্পাত করিতে প্রস্তুত হন, তখন আমাদের কথা বলিবার অবকাশ হইয়া পড়ে।

সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হই—যে যুগে, যে আকারেই উঁহারা অবতীর্ণ লাভ করুন না এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী প্রতীক ধরিয়া তুলুন না, ইঁহাদের সকলেরই আন্তরিক উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। কর্মজড়স্মার্ত-সমাজ হিন্দু-সভা বা ব্রাহ্ম-সমাজকে বর্ণাশ্রম-বিরোধী বলুন, আর শেষোক্ত পক্ষ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কর্মজড়স্মার্ত-সমাজের গলদের ঘাড়ী হাটে আনিয়া দিউন, উভয়েই ন্যূনাধিক জগৎ ভোগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। আবার বর্তমানে আর এক সম্প্রদায় সামাজিক সমন্বয়বাদিগণের দ্বিতীয় সংস্করণরূপে তথাকথিত পারমার্থিক সমন্বয়ের পতাকা তুলিয়া ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের বাহ্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা বাহ্যতঃ ভোগী-স্মার্ত-সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও আন্তরিক প্রচ্ছন্ন ভোগী বা প্রচ্ছন্ন স্মার্তবন্ধু। স্মার্ত-সমাজের সহিত ইঁহাদের ব্যবহারিক

বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্ত-সমাজের পক্ষোপাসনা ও চরম লক্ষ্য নির্বিশেষবাদে পৌঁছিয়া ইহাদের বিরোধ একাকার হইয়া পড়ে।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল তাবী যাবতীয় বিরোধের কণ্টকময় প্রতিষ্ঠা-পূজার লোকদিগকে প্রধাবিত হইতে বলেন নাই এবং এই সকল যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদলের বিরোধের সমাধান কোথায়, তাহাও অতি চিত্তবৈজ্ঞানিকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অচৈতন্যদেবগণ আপাতিক সুবিধাবাদকেই ভিত্তি করিয়া যে বর্ণাশ্রমের সুবর্ণ সৌধরূপ তাহার ঘর তত্ত্বজনবিরুদ্ধে নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা করেন, তাহা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম নহে। খোঁড়াদলই হউন, আর তথাকথিত উদারদলই হউন, উভয় সমাজের বর্ণাশ্রমের আন্দোলন ও বাগ্‌বিতণ্ডা কেবল পরাৎপর বস্তুকে দূরে নির্বাসিত করিয়া বহির্মুখ ভোগের বিবিধ উপায়-উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা বা স্পষ্ট চেষ্টা। বহুরূপিণী মায়া কিরূপে জীবকে কৃষ্ণবিস্মরণ করাইয়া দেয়, তাহারই সাক্ষাদ্রূপে ঐ সকল পরস্পর প্রতিযোগিদলের সংঘর্ষ ও আন্দোলন। বস্তুতঃ—

"চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

(চৈঃ চঃ ম ২১।১৬)

এই উক্তিটি যেন রূপ ধরিয়া আধুনিক নানাপ্রকার বহির্মুখ চেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণভজনের কথা কোথাও নাই, কেবল দেহ-ভজন, আত্মেন্দ্রিয়ভজন, মন-ভজন, গণভজন নানা আকারে প্রচারিত হইতেছে। গণকে 'নারায়ণ' না বলিলে, 'দেবতা' না বলিলে ভোগসিদ্ধি হয় না, তাই প্রায়ঃ নারায়ণের বেশভূষা, শিবির পুঞ্জ বিষয়বিষ্ঠাভোজী বাঘসের শরীরে লাগাইয়া ধর্মের দোকান খুলিয়াছি। পরমেশ্বরকে নিরিন্দ্রিয় না করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞোৎসব হয় না, তাই তাঁহাকে চরমে নিরাকার নির্বিশেষ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের নামে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া লইতেছি। বস্তুতঃ এই সকল বর্ণাশ্রমের কল্পিত পুতুলগুলির একটির দ্বারাও কৃষ্ণভজন হয় না, কৃষ্ণভজন বহু দূরে পড়িয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের পথানুসরণ করিলেই যথার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্মের যাবতীয় মীমাংসা পাওয়া যাইবে। নিখিল ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরায় রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু যে বর্ণাশ্রমের বিচার ও মূল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুসরণ করিলে বর্ণাশ্রমের সুষ্ঠুমীমাংসা লাভ হইবে—আধুনিক জগতের, অতীতকালের এবং নিখিল ভবিষ্যতের যাবতীয় মীমাংসা নিরাকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

(১)

শ্রীশ্রীগুরু-চৈতন্যৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, গামনপুকুর পোঃ
২০ ফাল্গুন (নদীয়া)
(৩রা মার্চ, ১৯১৬)

আপনার ১৩ই ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আপনি জন্মোৎসবে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলে শ্রীমহাপ্রভুই আপনাকে ফেরত যাইবার সময় স্থায়ী সেবক করিয়া দিবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রীমান্ ... কলিকাতায় আসিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছে। সম্ভবতঃ ... উৎসবকালে এখানে আসিবে বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।

নিত্যাশীর্বাদক
অকিঞ্চন শ্রীবিনোদপ্রসাদ
সিদ্ধান্ত সরস্বতী

কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত-পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।

আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
বামনপুকুর ডাকঘর
জেলা নদীয়া
১৬ বিষ্ণু, ৪২৯
১৭।৩।১৫

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি শ্রীহরিনাম নির্জ্জন সংখ্যা করিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরুমন্ত্র—৭ ৪। গুরুধ্যান—৪ । শিক্ষামন্ত্র—৪ ৭।

প্রকাশ্য ভাবে হরিমন্দির অঙ্কিত করিবার অসুবিধা ঘটিলে মনুষ্যেরা মনে মনে অঙ্কন করিয়া লইতে পারেন। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন।** "শ্রীহরিনাম-প্রভু" মুক্ত জীবের উপাস্য বস্তু। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গ-পূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান। পূজার নিয়ম ও বিধি পরে জানাইব। এখন কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে তদ্রূপভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে নিপুণতা হইবে। **পূজাধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্য-রূপে কৃষ্ণ-নাম-গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।** শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমি ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ
নদীয়া, ২রা চৈত্র *

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ—

মাতঃ আপনার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান্ * *'র জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। তাহার সংবাদ না পাইলেও আমি পরিষ্কার বুঝিতাম যে, তাহার শ্রীহরিনামে রুচি-প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। এ সকলই * *র ন্যায় মস্তিষ্কবিকৃতি-বিশিষ্ট লোকের সঙ্গ। নাম-ভজনের আদর্শ চরিত্র দেখিয়া তাহা সন্তুষ্ট হইবে এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে, তাহার না হইয়া শ্রীমান্ আজ চিত্ত-পীড়ায় কাতর, নাম-ভজনে উদাসীন। শ্রীমান্ * * তাহাকে সঙ্গে লইয়া যদি এ সময়ে শ্রীমায়াপুরে আসেন, তাহা হইলে * *র চিত্তবিকার উপশম হইবে বলিয়া মনে করি। শ্রীমান্ * *র মাতার শ্রী * *কে এ প্রদেশে পাঠাইবার নিতান্ত আপত্তি হইলে * *র সহিত * * ফিরিয়া যাইতেও পারেন অথবা আরও কিছুদিন এখানে বাস করিয়া চিত্ত-রোগ উপশম হইলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। আপনি শ্রীমান্ * * ও শ্রীমান্ * *কে ও শ্রীমান্ * * র মাতাকে এই বিষয় বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

আপনি প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধুলোকের সহিত হরি-কথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরপরাধে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। **সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ** করিলে কোন বিষয়ই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। **শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্;**

* সব পাওয়া যায় নাই।

পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলার সর্ব্বস্ব-সমর্পণেচ্ছা

The Eagles Eye,
43, East Dean Road,
Eastbourne, Susex
27 March, 1931.

To

His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj,
Calcutta.

Your Divine Grace,

Unspeakable are the words of gratitude I would express from my heart on having been privileged to find the servants of Your Divine Grace Swami B. H. Bon and Swami Tirtha the faithful bringers of the light to the west.

In grateful homage to Thy Divine Presence I beg humbly to offer myself in service to unite with them in their holy work. As an earnest and sincere seeker for true religion, I now ask to receive from Your Divine Grace the Name if you are pleased graciously to think I am worthy to receive it.

In love for my fellowmen I have for years wished to do dedicate not only myself in service to God, and help my brethren, but I have an eager desire to give my house and garden to be used now and then I shall have passed on, as a centre for the work of the highest and from my heart I feel that to receive the HOLY NAME, all effort for good will be enhanced, and blest to a degree transcending anything on this earth.

I therefore beg to dedicate my house, No. 43, East Dean Road, Eastbourne, Sussex unconditionally to the Mission of Your Divine Grace, and pray that you will kindly accept it.

May I add that my garden was planned and planted twenty years ago in the hope that one day the Holy Feet of the Master would walk upon the soil, and upon the beautiful downs surrounding the little home. A Marble Seat was prepared for His acceptance. All this I now offer to You, and to Your Mission hoping it may be accepted in the service of the Supreme Lord, myself, my home, my garden, and all my movable and immovable property.

In reverent oblation to His Most Holy and Sacred Name,

I am,

In humble devotion.

Sd/-Halen Kathlen Shacklock-Shaw.

মর্ম্মানুবাদ

"দি ঈগ্‌ল্‌স্ আই"
৪৩ নং ইষ্ট্‌ডীন্ রোড,
ইষ্ট্‌বোর্ণ্, সাসেক্স্,
২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩১

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজেষু—

প্রভুপাদ,

আপনার শিষ্য স্বামী বি, এইচ, বন ও স্বামী তীর্থ-মহারাজদ্বয় আপনার বিশুদ্ধসেবকরূপে পাশ্চাত্যদেশে পরমার্থের আলোক আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অধিকার পাইয়া হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ভবদীয় সমীপে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপনমুখে আমি তাঁহাদের সহিত পারমার্থিক সেবানুষ্ঠানে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য অতি বিনীতভাবে স্বেচ্ছায় আত্ম-নিয়োগের অভিপ্রায় করিতেছি। প্রভুপাদ যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি এক্ষণে বাস্তব সত্য বস্তুর নিকট অনুসন্ধিৎসু-

রূপে প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানব-ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমি আজ কতক বৎসর যাবৎ ভগবৎসেবায় কেবল নিজকেই উৎসর্গ ও আমার ভ্রাতৃবর্গের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হই নাই, পরন্তু আমার জীবদ্দশায় ও জীবিতোত্তর-কালে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাকার্য্যের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য আমার গৃহ ও উদ্যানাদিও দান করিতে আমার আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা হইতেছে এবং আমি অন্তঃকরণের সহিত অনুভব করি যে, অপ্রাকৃত শ্রীনাম পাইতে হইলে পরস্পর সদিচ্ছা-সাধনের সকল প্রচেষ্টা বর্জ্জিত এবং উহা যাবতীয় পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট দাক্ষিণ্য-মণ্ডিত হউক।

এতদ্দেশে আমি সাসেক্সের অন্তঃপাতী হাইবোর্ণস্থিত ৪৩ নং টাই্ ভীন্ রোডের আমার গৃহটি বিনা সর্ত্তে ও বিনা চুক্তিতে প্রভুপাদের সম্প্রদায়কে দান করিতেছি; এক্ষণে প্রভুপাদ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

এতৎসঙ্গে ইহাও নিবেদন করি যে, এই জমিতে এবং আমার ক্ষুদ্র ভবনটির চতুর্দ্দিকস্থিত সুদৃশ্য ময়দান-গুলিতে শ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি পড়িবে, এই আশায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার উদ্যানটি পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রভুপাদের উপবেশনার্থ মর্ম্মর প্রস্তরের একটি আসনও তৎকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐগুলি সমস্তই অর্থাৎ আমি স্বয়ং, আমার গৃহ, আমার উদ্যান এবং আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভুর সেবার নিমিত্ত যাহাতে গৃহীত হয়, এই আশায় আমি এই সমুদয়ই প্রভুপাদকে ও প্রভু দের সম্প্রদায়কে দান করিতে অভিপ্রায় করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের ও অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর প্রতি প্রণতিপুরঃসর নিবেদন ইতি। বিনীতা সেবিকা—

স্বাঃ—হ্যালেন ক্যাথলেন স্যাকভিল্ল

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের

হরিকথা-প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'দি ডেইলি স্কেচ্' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের মিঃ এলেন জে রেণ্ড্স্ মহোদয়ের নিকট (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের কোনও দিন) লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আনন্দের সহিত ঐ সকল সংবাদ তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কতকবৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে 'ভগবানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব' (Fatherhood and Motherhood of the Supreme Lord) নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অনারারি সেক্রেটারী Mrs. Arundale মহোদয়ার নিকট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পঞ্চবিধ রসে ভগবানের ভজন সম্বন্ধে মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই রসপঞ্চকের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত মহিলার এই সকল বিষয়ে বিশেষতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ভজন-সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা ছিল না। মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে তিনি ভজনের অভিনবত্ব ও পরতত্ত্ব চমৎকারিত্ব সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার কন্যাসহ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া আরও হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটি হিন্দু-দর্শনের অনুরাগিণী বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৫৮ গৌরাব্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ সংখ্যার পর)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগৌরসদ্ভক্তিসুকৃতিঃ সততং প্রিয়ঃ।
সঙ্গীতনিপুণো বক্তা মধুরবচনস্তথা।
ব্রহ্মচারী শিবানন্দঃ শ্রীমান্ সচ্চিবিকৃষিতঃ।
'রাগভূষণ' ইত্যেতদ্বপনামাস্তু সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুপাদপদ্মকিঙ্করৈকজনসেবনে রতঃ।
সেবোপকরণদ্রব্যসংরক্ষণাধিতৎপরঃ॥
শ্রীমজ্জীবনকৃষ্ণাখ্যো ধর্ম্মাধিকারি-সজ্জনঃ।
সেবাসুস্থৎ-ইতিখ্যাতো সচ্চিৎ বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে॥
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পরমহংসবর্য্যাবতংসস্য শ্রীমতঃ প্রভোঃ।
গৌরকিশোরদেবস্য পুণ্যং সমাধিমন্বিয়ম্॥
যেনাবির্ভাবিতং সম্যগর্থঞ্জুকূলাকারিণা।
তত্রৈবার্চ্চাপ্রকাশশ্চ বিহিতস্তস্য ভক্তিতঃ॥
শ্রীগুরুগৌরসদ্ভক্তিতৎপরায় কৃতাত্মনে।
শ্রীমতে নিত্যগৌরাঙ্গধামাধিকারিনামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসৎসংস্থাস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিঃ সাদরং ভক্তিরসানন্দ ইতি শ্রুতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধামনিলয়ঃ শ্রীমান্ বৈষ্ণবসেবনে রতঃ।
প্রিয়শ্চ বিষ্ণুভক্তানাং বিনয়াদিগুণালয়ঃ॥
অনন্তদেবসাজ্ঞোৎসং সজ্জনোৎস বিমণ্ডিতঃ।
ভক্তিবিবুধ ইত্যেতদুপাধিনা ভূষিতর্ষিঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সারল্যোদার্য্যসৌজন্য-সম্পত্তিগুণবিগ্রহঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠিতঃ সন্মতঃ সতাম্॥
কৃষ্ণাভিপ্রবরঃ শ্রীমান্ কায়স্থকুলভূষণঃ।
দনাচ্যবংশসম্ভূতঃ প্রশান্তচরিতঃ সুধীঃ॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্যাদিষ্টৈষিষগ্রণীঃ সুতঃ।
প্রচারাদ্যেষু কৃত্যেষু সদোৎসাহপ্রদায়কঃ॥
বন্ধুঃ সতীশচন্দ্রোঽয়ং মুরারিপুকুলাপণঃ।
ভক্তিবিশারদখ্যাত্যা সচ্চিৎ বিভূষিতে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥

বাণেষুবহ্নিভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমায়াপুরধামস্থ শ্রীচৈতন্যমঠস্য
গুরুগৌরাঙ্গসংসেবাকৃতোদ্যমকৃদ্ সুধীঃ।
নিষ্কপটমতিঃ শিষ্টচরিতঃ শুচিরুচয়ঃ।
শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রাখ্যো বহুশোমদাশ্রয়ঃ।
বিপ্র ইত্যেতদুপাধিনাদ্য সাদরম্
উপনামবরং ভক্তিভূষণ ইতি সংকৃতম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

প্রেম

[শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে
২১শে ফাল্গুনী (১৯৩৪)
তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী-মহারাজ-প্রদত্ত
বক্তৃতার মর্ম্ম]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, আজকের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে 'প্রেম'। 'প্রেম' শব্দটি আজকাল যেরূপভাবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে, তা'তে শব্দের অপব্যবহার মাত্র বলা যায়। এইরূপ আরও কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির অযথা ব্যবহার জগতে প্রচুর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যথা:—'নারায়ণ', 'ভগবান্', 'হরিজন' প্রভৃতি। এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বিচার না ক'রে আমরা গ্রাম্যবার্ত্তাচ্ছলে বা অন্যান্য স্থানে ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করি, কিন্তু তা'তে যে কি অপরাধ সঞ্চয় ক'রছি, সে দিকে কারও দৃষ্টি নাই।

সাধারণতঃ 'প্রেম' ব'ল্‌তে আমরা মনে করি 'ভালবাসা'। হিন্দুস্থানে ইহা অধিকাংশ স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশেও অল্প বিস্তর এইভাবে অর্থ হ'লেও অধিকাংশ স্থলে যুবক-যুবতীর ভালবাসাকেই প্রেম-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু সেটি প্রকৃত অর্থ নয়। প্রেম বস্তুটি নিত্য; সুতরাং অনিত্য বস্তুতে কিরূপে সম্ভব? আজ আমি যা'কে ভালবাস্‌ছি, কাল হয়ত সে আমার দুশ্মন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে উহার নিত্যতা থাক্‌তে না। কাজেই তা'কে 'কাম' শব্দে অভিহিত করা যাবে।

কামের উৎপত্তি কোথা হ'তে? গীতায় ভগবান্ ব'লছেন,—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ"। আমাদের ভালবাসার কারণ হ'চ্ছে—কাম। কামের তাড়নে ভালবাসি। যেখানে কামের পূরণে বাধা, সেখানেই ভালবাসার নিবৃত্তি। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না। কারণ তাহারও কারণ 'কাম'। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের স্বার্থ সেখানে বিজড়িত। একজন স্বার্থ-তাড়িত হ'য়েই অপরকে ভালবাসে। তাই শ্রুতিতে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"

পতির স্বপ্রয়োজনার্থে পতি স্ত্রীর প্রিয় হয় না, কিন্তু সেখানে স্ত্রীর নিজ কামবাঞ্ছা বর্ত্তমান। আমরা অনেক সময় বলি যে, পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামিসেবাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিজস্বার্থ লুক্কায়িত না থাকলে পতি-সেবা-নিষ্ঠতা সম্ভব হয় না। যদি তা হ'ত তবে পতি কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হ'লে স্ত্রীর সে সেবা-নিষ্ঠা থাকে না কেন? আবার কোন কোন স্থলে কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত পতির সেবা দেখা গেলেও তাহা হয়ত স্বর্গাধিকামনা-প্রসূত হ'তে পারে; সুতরাং সেখানেও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ পতিব্রতা ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না। স্বার্থ-বিজড়িত ভালবাসার পরিণাম ভয়াবহ, আমরা সেটি বুঝতে পারি না। ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তঃ কৃপণো মূঢ়ধীরয়ম্।
অজ্ঞতজ্ঞানহৃদয়ম্মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

যারা ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীব, তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাই তাদের ভগবদ্ভজনের কথা ব'লতে গেলে তারা জবাব দেয় যে, আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভার্য্যা, অনাথ শিশুসন্তানগণ, আমি যদি তাদের না দেখি, তবে তারা কিরূপে জীবনধারণ ক'রবে? এইরূপে গৃহাসক্ত সেই মূর্খ সংসারাসক্তিফলে মৃত্যুর পরে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে।

মানুষে মানুষে বা জীবে জীবে প্রেম হয় না, সেটি কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্ভব, এইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রেছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও প্রেমার সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে,—

"সম্যঙ্ মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেম' বলেন।

মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে প্রেম ও কামের এই পার্থক্য লোকে জানত না, কামকেই প্রেম ব'লে ভুল ক'রত। তিনিই আমাদের প্রেমের সন্ধান দিয়েছেন। এবিষয়ে শ্রীরাধিকাস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারসারস্য সীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

['প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন-মহামাধুরী-জলধে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধিকাদেবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্য-চন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।]

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত প্রেমিক—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি; দাস্য প্রেমিক—গোকুলস্থ রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, দ্বারকাপুরীর দারুকাদি, বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ, হনুমানাদি লীলাদাসগণ; সখ্যপ্রেমিক—শ্রীদামাদি গোপবালকগণ এবং ভীমার্জ্জুনাদি। বাৎসল্য প্রেমিক—মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনগণ; আর মধুর প্রেমিক ব্রজে গোপীগণ, পুরে মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি।

শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, তা'র চেয়ে

এবং সর্ব্বোপরি মধুর প্রেমের শ্রেষ্ঠতা। প্রাকৃত কবিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের যে লীলা-কথা লিখিয়া বা কল্পিত ক'রে বর্ণন ক'রে ভগবান্‌কে নৈতিক চরিত্রবান্ সাজাতে সেই মধুর লীলাই সম্ভোগকৃষ্ট; ওটি ওঁদের তুচ্ছ বুদ্ধিতে কোনদিনই প্রবেশ ক'রবে না। গোপীগণ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে, সেটি আমি আপনাদের নিকট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি। যেমন, প্রহ্লাদকে সাধারণ ভক্তের উদাহরণ ব'লে কিন্তু আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের নামক গ্রন্থে এইরূপ বিচার দেখিয়েছেন,—

নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরংব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্গৃহান্ অভিযান্তি, ন চ তত্র ব্রহ্ম মাতুলেয়াদি-বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো বৃহদেব তাতোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ।

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাধৃত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের স্বামিটীকা)

[শ্রীধরস্বামিপাদ ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন নাই, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন নাই। আর ভগবান্ প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদি রূপেও বর্ত্তমান থাকেন নাই, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের (নারদ) অপেক্ষা তোমরা (পাণ্ডবগণ) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায়।]

সদাতি সন্নিধত্তাং মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ॥

(লঃ ভাঃ উঃ খঃ কারিকা ১৮ সংখ্যা)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিক্য-বশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয়।

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।"

(ভাঃ ৩।৪।৩১)

আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন; যেহেতু ইনি গোবামী, বিষয়-দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।

এমন যে উদ্ধব, যিনি ভগবানের পরম প্রিয়তম, সর্ব্বদা সঙ্গী, এমন কি মহিষীগণসমীপে ভগবানের অবস্থিতিকালে ও যাঁর অবাধ গতি ছিল, সেই উদ্ধব একদিন ব্রজে গমন ক'রে ব্রজরামাগণের কৃষ্ণপ্রেমের চেষ্টা দেখে ব'লেছিলেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"

অহো! আমি যদি বৃন্দাবনে কুশ গুল্ম লতা বা ওষধি রূপে জন্মগ্রহণ ক'রতে পারতাম্, তবে ধন্য হ'তাম। কেন না, ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকাগণের চরণরেণু আমার অঙ্গে উড়ে এসে লাগতো। যে গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্য্যপথ ও স্বজনগণকে ত্যাগ ক'রে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজন ক'রেছেন, ভগবান্‌কে প্রেমডোরে বেঁধে ফেলেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলেন—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

—সেই গোপরামাগণই ধন্য। ভগবান্ তাঁদের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পেরে একদিন ব'লতে বাধ্য হ'য়েছিলেন,

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মলা, বহু জীবনেও আমি নিজ সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ক'রতে পা'রব না। যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন ক'রে আমাকে অন্বেষণ ক'রেছ। অতএব আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ ক'রতে অক্ষম, তোমরা নিজ-কার্য্য-দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

অতএব আমরা যদি সত্য সত্যই নিজ জীবনকে ধন্য ক'রতে চাই, অনিত্য জগতে নিত্য মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে কামের সেবা পরিত্যাগ ক'রে প্রেমের ভিখারী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রেমের উৎপত্তি কিরূপে হবে শুনুন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই 'প্রেমা' 'প্রয়োজন', সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

তা'হ'লে বুঝুন যে, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ ক'রতে হ'লে সাধুসঙ্গই মুখ্য প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সাধুসঙ্গেরই অভাব ঘ'টেছিল। সেই অভাব দূর করার জন্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের নিকট এক মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন, যিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য-প্রদেশে পর্য্যন্ত প্রেম-প্রচার-লীলা প্রকাশ ক'রছেন। আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশবাসিগণ প্রেমের সংবাদ-দাতা গৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা শুনে, ভগবৎপ্রেমের কথা শুনে প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে প'ড়ছেন। এমন প্রেমবন্যায় যদি আমরা ভাস্‌তে না পারি, হাতে মাথিক পেয়ে যদি সাগরে নিক্ষেপ ক'রে দিই, তবে আমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কে আছে? এ প্রেমের প্রাকৃত কোন মূল্য নাই, চাই কেবল শ্রদ্ধা। আমরা যদি সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ ক'রে শ্রদ্ধা-সহকারে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে, যাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার মস্তকোপরি বিরাজিত র'য়েছেন (শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শরণাগত হ'তে পারি, তবে আর আমাদের কোন অভাব, কোন দুঃখ, কোন পরিতাপ থাক্‌বে না। প্রেমধন লাভ ক'রে কৃতার্থিধন্য হ'তে পারব।

যাহাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

জার্ম্মাণ-মনীষীর মঠবাস এবং শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ে হরিনাম-গ্রহণ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ডিসেম্বর মাসে (গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) যখন লণ্ডন হইতে জার্ম্মাণীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন, তখন বার্লিনে তত্রত্য বৌদ্ধমিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ হার্‌ মার্ণ্‌ই সুল্‌জ্‌ মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই মহাত্মা স্বামীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে অতীব আকৃষ্ট হন এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য কৃতসংকল্প হন। নামে মাত্র বৌদ্ধমিশনের অধ্যক্ষ হইলেও কার্য্যতঃ বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে ইঁহার সেরূপ আস্থা বা রুচি ছিল না। ইনি একজন অবিবাহিত যুবক; জার্ম্মাণ, লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, পালি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সংস্কৃত ও বাংলাও কিছু কিছু জানেন। জার্ম্মাণের বিদ্বৎসমাজে ইনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত Sree Krishna-Chaitanya ও Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu"—এই দুখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বাস্তব সত্যের প্রতি ইনি বিশেষ অনুরাগী হন এবং অচিরেই সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণের বিচার-বিশিষ্ট হইয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানার্থ মঠের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীযুত বন মহারাজকে লণ্ডনে পত্র দেন। (তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্র যথাক্রমে গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ২৯শ ও ৩০শ সংখ্যায় সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।) স্বামীজী মিঃ সুল্‌জের আবেদন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জ্ঞাপন করেন এবং মঠের সম্মতি-সূচক উত্তর পাইয়া সুল্‌জ্‌ মহোদয়কে জানান। তদনুসারে মিঃ সুল্‌জ্‌ বার্লিন হইতে লণ্ডনে আসিয়া বর্ত্তমানে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীযুত তীর্থমহারাজ ও বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশে তিনি

এবং ভক্তিরস আস্বাদ করিতেছেন এবং তাঁহার তুলসী মালিকা ও তিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণপূর্বক ঐরূপ প্রভুপাদের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালিকায় নিম্নস্থকরাগ্রে স্পর্শ করিতেছে। পাঠকগণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির-নিমিত্ত শ্রীতুলসী-মালিকায় নামকীর্তনরত সেই মহাত্মার আলেখ্য এখানে প্রকাশিত হইল।

মিঃ হান্স আর্ণষ্ট হুল্ক্—বার্লিন (বর্ত্তমানে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠবাসী)

বাস্তবসত্যানুসন্ধান-রত সাধুগণ এবং মহাজনপাদপদ্মের বাণীতে যে, বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান কোনক্রমেই হইতে পারে না, নাস্তিক সমাজে বাস করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম আলোচনা যে অতীব দুরূহ—ইহা তিনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার শান্ত-সরল-বিনম্র-নম্র-প্রকৃতি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে আনুগত্যবুদ্ধি, সত্যানুসন্ধানে নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্গুণ সত্যসত্যই সর্ব্বাংশেরূপে প্রশংসাই এবং আদর্শস্থানীয়। পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসিগণ তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ধন্য হউন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামগানে পাশ্চাত্যদেশ মুখরিত হউক—"সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী সার্থক হউক—ইহাই আমাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পুরুষোত্তম-যাত্রা

গত কল্য ৭ বৈশাখ (ইং ২০।৪।৩০) শুক্রবার সন্ধ্যারতির পূর্বে এক্সপ্রেসে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভযাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪১; ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৪ | ৩৭শ সংখ্যা

৫

সন্তোষ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্‌গণ সকলেই একবাক্যে 'সন্তোষ' নামক বৃত্তিটিকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সন্তোষ—সুখের নিশ্চিন্তভূমি, সন্তোষ—ত্রিতাপতপ্ত মেদিনীতে মরুদ্যান-সদৃশ, সন্তোষ—ভোগাকাঙ্ক্ষার লেলিহান জিহ্বার শান্তিবারি, সন্তোষ—অতৃপ্তির মধ্যেও তৃপ্তির স্বপ্নরাজ্য; কাজেই এই জগতের নীতিবিদ্‌গণ সর্ব্বতোভাবে সন্তোষকে বহুমাননা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবির কাব্য ও স্বয়ং সন্তোষের প্রতি অনেক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

"তোমার যেরূপ অবস্থাই থাকুক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; কারণ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই।" এইরূপে কৃত্রিমভাবে সন্তুষ্ট থাকিবার অনেক উপদেশ দুনিয়ার নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কোন একজন মনীষী উক্তির (?) কথার মধ্যেও সেইরূপ সন্তোষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত দারিদ্র্যের জন্য পাদুকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পাদুকাহীন হইয়া সে মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছিল এবং অন্যান্য দুঃখাকুলচিত্তে কেহ না দেখিতে পায়,—এরূপভাবে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়াছিল। তথায় গিয়া দেখে যে, এক ব্যক্তি পদহীন; পদহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া পাদুকার জোগাড়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির হৃদয়ের মেঘ ঘুচিয়া গেল।

আর একজন পথিক শীতকালের ঘোর অন্ধকার

হরিতে একটি জলের মধ্যে পথ হারাইয়া শীতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিল এবং নিজের ক্লেশে মুহ্যমান হইয়া রোদন করিতেছিল; এমন সময় ঐ ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, আর একব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে—"হে পথিক, চুপ কর, রোদন করিও না, একবার আসিয়া আমার অবস্থা দেখ, তুমি শীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছ বলিয়া তুমি মৃত্তিকার উপর দাঁড়াইয়া আছ, আর আমি কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, দুই হাতে দুইটি গাছ ধরিয়াছি, গলাবধি জলে আমার সকল শরীর ডুবিয়া রহিয়াছে, কোনরূপে মাথাটি উঁচু করিয়া রাখিয়াছি; যে কূপের মধ্যে পতিত হও নাই, এইরূপ কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"

এইরূপ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবার জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদাহরণ, তাহা ভোগি-ভক্তের সমাজে সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে ভোগময় জাগতিক-নীতিবাক্যের অহৈতুকী ভক্তিনীতির কোন নিদর্শন নাই।

এইরূপে ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কৃত্রিমতার কারাগারে দ্বাস্থনা বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে উহা গোপনে গর্জ্জন করিতে থাকে এবং সময় পাইলেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে। অন্যান্য ভোগপ্রবণ সমাজে এইরূপ কৃত্রিম তুষ্টি বা সন্তোষের আবরণ থাকিলেও ইহা জীবের অনর্থের ও ক্লিষ্টতার নিদান চিকিৎসা করিতে পারে না।

ভক্তিরাজ্যে এইরূপ সন্তোষ বা তুষ্টির কোন মূল্য নাই। ভক্তি সর্ব্বদাই স্বাভাবিকতা ও অকপটতাকে বরণ করে। ভোগে অত্যন্ত অতৃপ্তি ব্যক্তিগণের জন্য যে সাময়িক যোগ্যতা, স্বতঃসিদ্ধভাবে ভোগে বিরক্ত এবং ত্যাগে উদাসীন ব্যক্তিগণের নিকট সেই যোগ্যতার মূল্য নাই। জগতের নীতি ও যে সন্তোষ, তাহা ভোগীকে কৃত্রিম ত্যাগ শিক্ষা দিবার একটি প্রস্তাব মাত্র। সেই প্রস্তাব কতদূর কার্য্যকরী, তদ্বিষয়েও বহু বিপরীত প্রমাণ ও সংশয় উপস্থিত হয়।

ভগবৎসেবা ভোগ বা ত্যাগজাতীয় বস্তু নহে বলিয়া সাধকের পক্ষে হরিসেবা-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত না থাকাই ভক্তির লক্ষণ। যে সাধক মনে করেন, আমি যেরূপভাবে ব্রহ্মব্রত বা ত্যাগব্রত জীবন যাপন করিয়া হরিসেবা করিতেছি, তাহাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, সেই সাধকের ভক্তিবৃত্তি শুষ্কভাব ধারণ করিয়াছে। হরিসেবা সর্ব্বদাই প্রগতিময়ী। হরিসেবকের জীবন এক ঘেয়ে নয়। যেখানে হরিসেবার অনুষ্ঠানের মধ্যে একঘেয়ে ভাব আসিয়া গিয়াছে, সেখানে জানিতে হইবে,—সাধক তাঁহার সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছেন না। অগ্রসর না হইলেই সেখান-কিতে যাইতে হইবে—"পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পতনের পিচ্ছিল-পথে পতিত হইতে হইবে।

কি সাধন, কি সিদ্ধি—উভয় অবস্থাই হরিসেবা প্রগতিশালিনী, সর্ব্বদাবর্দ্ধমান উৎকণ্ঠাময়ী, অতৃপ্ত আর্ত্তিময়ী। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সাধক অবস্থার জন্য "উপদেশামৃতে" যে "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ" শ্লোক উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেরূপ সাধককে প্রতিমুহূর্ত্তে হরিসেবার জন্য অতৃপ্ত হইয়া নব নব উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে, তদ্রূপ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অনর্থ-সম্ভোগের পরে যে উৎকণ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন এবং স্থায়িভাব প্রতি-লাভের পর যে বিপ্রলম্ভময় ভজনের কথা জানাইয়াছেন, তাহাতেও সর্ব্বত্রই অতৃপ্তির নিদর্শনই পাওয়া যায়। ভোগী বিষয়ী যেরূপ অতৃপ্ত হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিষয়ে বিষয়ী যিনি, তিনিও কৃষ্ণসেবায় যতই অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন, ততই প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত কৃষ্ণানুসন্ধান করেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা, বিপ্রলম্ভ-পরিপোষী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের গৌরকৃষ্ণ-ভজন সর্ব্বদাই অতৃপ্তির আদর্শ।

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—"কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ"॥
• • •
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
(চৈঃ চঃ অ ২০শ পঃ)

এইরূপ উৎকণ্ঠার পরাকাষ্ঠা সর্ব্বদাই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ-সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃষ্ট হয়।

আমাদের স্মরণ হয়, যে-দিন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রথম দর্শন পাইলাম, সেইদিন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শ্রীমুখে একটি বাণী শুনিয়াছিলাম, তিনি বলিতেছিলেন,—"আমরা

এই জগতে আর বেশীদিন থাকিব না, ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া গিয়াছে, এই মুহূর্ত্তেই এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতে পারে; সুতরাং সকলেরই হরিনাম গ্রহণ করিয়া মুক্তিস্নান করা উচিত।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী আমাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে নাই, করিলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত থাকিতে পারিতাম না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের পর অন্য দর্শন ও অন্য সঙ্গ আমাদের নিকট লোভনীয় হইত না. শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে নিরন্তর উৎকণ্ঠাময়ী ভজন-চেষ্টা-ব্যতীত অন্যত্র যে তৃপ্তি, তাহাই বহির্মুখিতা বা অভাভিনিবেশ। এইরূপ একঘেয়ে ভাবে জীবন কাটাইয়া দিব, যতটুকু পারি, ততটুকু হরিসেবার চেষ্টা দেখাইব,—এইরূপ বিচার-সমূহ সম্ভোগবাদে প্রমত্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ও পরামর্শ। এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া কেহ মৃদঙ্গতদর্শে নিপুণ হইয়া পড়েন, কেহ বা তালপত্রদর্শনে আত্মতোষের যত্ন করিয়া লন, কেহ বা প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়েন, কেহ বা পতনের বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হন। বস্তুতঃ প্রকৃত হরিসেবক হরিসেবা করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না, প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন হরিসেবা-প্রণালীর জন্য অকপট ও আন্তরিক আগ্রহবিশিষ্ট হইবেন। নবনবায়মান সেবার ঐকান্তিক উৎকণ্ঠাই ভজনোন্নতির লক্ষণ। "বাবরিশাহ প্রতিগ্রহণ" জাগতিক সম্ভোগলাভ করিয়া হরিসেবার গৌরবী প্রভার ন্যায় উৎকণ্ঠাময়ী বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য নিরন্তর বারণপূর্ব্বক অনুক্ষণ ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উৎকণ্ঠার অভিধিবাকে ক্রমশঃ সাধুসঙ্গের উন্নয়নের দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হরিসেবার অভিসার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে পারিব।

"শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল"

মহাকবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ঠাকুর লোচনদাস শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ইনি রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলে বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কোগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম—সদানন্দী। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের বহু স্থানে লোচনদাস আপনাকে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের গ্রন্থটী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিছু পূর্ব্বে রচিত। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতৃদেবী 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে আর একটি গ্রন্থ পূর্ব্বে রচিত হইবার কথাও শ্রীল বৃন্দাবনকে জানাইলে ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' প্রদান করেন।

'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র আকর—শ্রীমুরারিগুপ্তের 'চৈতন্য-চরিত'। লেখক স্বয়ংই লিখিয়াছেন,—

"আদ্য হইতে বাল্য-চরিত্র যেবা কৈল।
আদ্যোপান্ত যেইরূপে গ্রন্থে প্রকাশিল॥
রামাঞির পণ্ডিত সর্ব্ব পুরিলা তাঁহাতে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিলা প্রকাশে॥
শ্লোকবন্ধে ছিল পুঁথি 'গৌরাঙ্গ-চরিত'।
রামাঞির-সংবাদ—মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ-চরিত॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-লীলা—যাহা শ্রীমুরারিগুপ্ত যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকেই আকর-প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রচিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঁচালি-জাতীয় গ্রন্থ অর্থাৎ পাঁচ প্রকার গীতি-ছন্দে রচিত সাহিত্য। ওড়্রাজ যাঁর প্রাচীন পাঁচালি-সাহিত্য শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের গীতিসমূহ অদ্যাবধি রাঢ়দেশের নানাস্থানে কুমর বা রামায়ণ-গানের ন্যায় গীত হইয়া থাকে। তবে লোচনের পাঁচালি বলিয়া যে-সকল প্রাকৃত গীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ

করা উচিত। এগুলি অধিকাংশের পরবর্ত্তীকালে প্রাকৃত সহজিয়াগণের দ্বারা লোচনদাসের নামে কৃত্রিমভাবে রচিত হইয়াছে। গৌরনাগরীবাদের কতকগুলি পদ এইপ্রকারে পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে কতিপয় অতিরিক্তিযুক্ত বাকি প্রবেশ করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর "গৌরাঙ্গ-নাগর হেন তত্ত্ব নাহি বলে" প্রভৃতি বাক্যে গৌরনাগরীবাদ নিরাস করিয়াছেন দেখিয়া কতিপয় অতিরিক্তিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে গৌরনাগরীবাদের কতিপয় উক্তি প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের অন্যান্য অংশ দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, ইহা পরবর্ত্তীকালের কৃত্রিম চেষ্টা। বিশেষতঃ শ্রীলোচনদাস ঠাকুর যে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরকে তাঁহার গুরুপাদপদ্ম বলিয়া বরণ করিয়াছেন, সেই সরকার ঠাকুর তাঁহার 'ভক্তনামৃত' নামক গ্রন্থে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, গৌরনাগরীবাদের কোন প্রকার অসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করেন নাই।

পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশীয় কতিপয় লৌকিক সাহিত্যিক 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' নামে আর একখানি পুস্তক লিখিয়া উহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থ সম্বন্ধে 'প্রাচীন পুস্তক' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি কতকগুলি নৈব-সাহিত্যিক ও বিষয়জিৎ ভক্তের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হওয়ায় সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক তাহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের গ্রন্থ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই গ্রন্থ অস্বীকার করায় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সুখী হইতে পারেন নাই। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল-নামক আধুনিক কল্পিত পুঁথিখানার অনেক কিছু আবর্জ্জনা-দ্বারা তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। বস্তুতঃ জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের কোন উল্লেখই শ্রীনরহরি সরকারের রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে, কিম্বা পরবর্ত্তীকালের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। বিশেষতঃ উহার ভাষা দেখিলে ভাষাবিৎ সাহিত্যিক মাত্রই বুঝিতে পারেন যে, জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গল অতীব আধুনিক; এমন কি, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বংশীবিলাস প্রভৃতি পুস্তক যেরূপভাবে যে-সময় রচিত হইয়াছিল, তাহা ধীরভাবে প্রত্যক্ষদর্শিরূপে দেখিয়াছেন, সেরূপ ব্যক্তিও অদ্যাপি জগতে বিরাজমান আছেন। লোচনদাসের 'ভক্তমাল,' 'গোবিন্দদাসের কড়চা,' 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল', 'বংশী-শিক্ষা', 'বিবর্ত্তবিলাস', 'বাউলচন্দ্রিকা,' লাউড়িয়া কৃষ্ণ-দাসের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', ঠাকুর বৃন্দাবনের নামে আরোপিত 'নিত্যানন্দবংশ বিস্তার' প্রভৃতি পুস্তকগুলি এক একটি অতিসন্ধি লইয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-পাঠে মায়ামুগ্ধজীবের বদ্ধভাব অপসারিত হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হইবে বলিয়াই শ্রীচৈতন্য-চরিতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবই পরম মঙ্গলময়। কিন্তু ঐ তত্ত্ব-বিদ্বেষি-গ্রন্থকে ('জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল') অনভিজ্ঞতা-রচিত অশুদ্ধগ্রন্থ-বোধে আমরা উহাকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম দিলাম।"

'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' নিম্নলিখিত গ্রন্থের প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে আমরা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের স্থান-নির্দ্দেশ-সহ তাহার একটি তালিকা দিলাম।

চৈতন্যচরিত—ম ১০৮।৭ চৈতন্যচরিত মহাকাব্য—ম ১০২।৪০; নারদপঞ্চরাত্র—ম ২৮।১৭০; পদ্যাবলী—ম ২২। ১৪; ভগবদ্গীতা—সু ২৩।৪০৩; ২৪।৪১০, ৪২৩; ম ২৫।৩১; ভবিষ্যপুরাণ—সু ২৫।৪০২ ভাগবত— সু ১৪।১৮৪; ১৯।৩১৯, ৩২৭; ২০।৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৫১; ২১।৩৪১, ৩১২, ৩৪৩, ৩৪৯; ২২।৩৭, ৩৮২; ২৪।৪৪৩; ২৬।৪৫৭; আ ৫০।৩৭২; ম ১০৯।১৯; ১২৫।১০৬; মহাপ্রভু-বাণী—ম ১৬৪।৯৩; মহাভারত—সু ২৪।৪২৯; বায়ুপুরাণ—শে ১৭৯।১৩৭; বৃহন্নারদীয়পুরাণ—ম ৯৮।২৭; বৃহৎসহস্র-নামস্তোত্র—সু ২৩।৪০১; শান্তি-শতক—ম ১৬৮।৪২; শ্বেতাশ্বতর—ম ৯৪।১০৫; (অজ্ঞাত উল্লেখবিহীন) আ ৮৭।৫৪; ম ২৭।১৬৯; ১০২।৮; ১৪।১৩৬; ১৪৮।১৬৩, ১৭৪।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড —এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণের সহিত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে স্বীয় ইষ্টদেবরূপে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক মুরারিগুপ্ত-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিত' নামক সংস্কৃত মহাকাব্যকে স্বীয় পাঁচালিগ্রন্থের আকররূপে স্থাপন

করিয়াছেন। তৎপরে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে লোচনদাস ঠাকুর দামোদর-মুরারির কথা-প্রসঙ্গে বর্ণিত বৈষ্ণবী-তারতের আনন্দ-চেতন-সংবাদ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ বর্ণন করিয়াছেন এবং সূত্রখণ্ডের উপসংহারে কৃষ্ণই—গৌর স্বরূপে, বলরাম—নিত্যানন্দ-স্বরূপে, শিব—অদ্বৈতপ্রভু-স্বরূপে অবতীর্ণ,—ইহা জানাইয়া মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, রায় রামানন্দ প্রভৃতির স্বরূপ এবং নিত্যানন্দ ঠাকুর মহেরি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আদিখণ্ডে সাতটি অধ্যায়, মধ্যখণ্ডে ষোল অধ্যায় এবং শেষখণ্ডে তিন অধ্যায়। আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে—অগ্ন-লীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বাল্যলীলা, তৃতীয় অধ্যায়ে—পৌগণ্ড-লীলা, চতুর্থ অধ্যায়ে—কৈশোর-লীলা ও বিবাহ, পঞ্চম অধ্যায়ে—পূর্ব্ববঙ্গে বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অপ্রকটলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে—দ্বিতীয়বার বিবাহ বা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত পরিণয়, সপ্তম অধ্যায়ে—গয়াযাত্রা ও মন্ত্রদীক্ষার কথা বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর মহাপ্রেমপ্রকাশ-লীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণোপাসনা এবং শ্রীমূর্ত্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন, তৃতীয় অধ্যায়ে—অদ্বৈত-গৃহে ও শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা, চতুর্থ অধ্যায়ে—নিত্যানন্দের সহিত নন্দনাচার্য্যের গৃহে মিলন, পঞ্চম অধ্যায়ে—অদ্বৈত-হরিদাস-মিলন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে—জগাই-মাধাই-উদ্ধার, সপ্তম অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর ভগবদ্ভাবে বিবিধ লীলা, অষ্টম অধ্যায়ে—কুষ্ঠরোগীর পাপ-মোচন ও বলদেবাবেশ, নবম অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর বিবিধ আবেশে প্রেম-বিতরণ, দশম অধ্যায়ে—সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাগ, একাদশ অধ্যায়ে—শচীমাতার বিলাপ, দ্বাদশ অধ্যায়ে—বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—কেশবভারতীর নিকট মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন, পঞ্চদশ অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর নীলাচলে গমন এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জনলীলা, ষোড়শ অধ্যায়ে—সার্ব্বভৌম-সম্মেলন। শেষ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর মথুরামণ্ডলে গমন, তৃতীয় অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, গ্রন্থের সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার কিছু পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুবেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা লেখা হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরীতে আসিয়া জগন্নাথের কৃপালাভের জন্য দীর্ঘ দিন উপবাসী থাকিয়াও যখন শ্রীজগন্নাথের কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময় সমুদ্রতীরে দৈবযোগে ঐ ব্রাহ্মণের বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিভীষণ ঐ ব্রাহ্মণকে শ্রীজগন্নাথদেবের উপাসনা-বিষয়ে উপদেশ করিলে তিনি বিভীষণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ ব্রাহ্মণকে তত্ত্বোপদেশ করিয়া কৃপা করিলেন।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে যেরূপ কল্পনা করিয়া মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিষয় রচিত হইয়াছে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে সেইরূপ কোন কল্পিত ঘটনার গন্ধও নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-সকল লীলাকথা নাই,—এরূপ কয়েকটি বিষয়ও শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিলাপের বর্ণনা লোচনদাসের তুলিকায় অতীব করুণ হইয়া রহিয়াছে। 'নিমাই-সন্ন্যাস' প্রভৃতি যে-সকল যাত্রাভিনয় অভিনীত হয়, তাহা অনেকটা লোচনদাসের অঙ্কিত আদর্শেরই অনুকরণ।

লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণে বিঘ্ন-বিনাশন গণেশের সহিত হরগৌরীর বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ কোন রীতি দৃষ্ট হয় না। ইহা দেখিয়া শ্রীলোচনদাসকে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব না বলিবারও কোন কারণ নাই। কারণ বৈষ্ণবগণ যে বিঘ্ন-বিনাশন বেদগণেশ্বরের বন্দনা করেন, তাহা ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবেরই অনুগত গণ-দেবতা—যে গণদেবতা ত্রিজগতের বিঘ্ন-বিনাশের জন্য সর্ব্বদা কুঞ্জযুগলে নৃসিংহদেবের পদযুগল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীলোচনদাস বেদগণেশ্বর হরগৌরী প্রভৃতিকে 'বিষ্ণুভক্তিবরদাতা' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং সকল দেবতার দ্বারা 'ত্রিজগতের এককর্ত্তা' শ্রীবিষ্ণুর সেবা করাইবার অভিলাষ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু,

হইবে। কবিত্ব প্রভৃতি ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও লালিত্যপূর্ণ, পদগুলি সমস্তই কীর্ত্তন-আকারে কীর্ত্তিত হইত বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন রাগ ও রাগিণীর নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও এরূপ নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ রাগ-রাগিণীর নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পটমঞ্জরী রাগ, কেদার রাগ, বড়ারি রাগ, মাহাটি রাগ, ধানশী রাগ, শ্রীরাগ, ভাটিয়ারি রাগ, বিভাষ রাগ, গান্ধিড়া রাগ, বিভূড়া রাগ, মল্লার রাগ, বিরাগড়া রাগ, সুহই রাগ, কামোদ রাগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক বিবরণগুলি অনেকে ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; যেহেতু ইহার কতকাংশ বহুস্থলে সংগৃহীত। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা-সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই :—

কৃষ্ণপ্রেমনটার্থরত্নবিকয়ত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তনজাতিনিষ্ঠতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীচৈতন্যনিধিঃ পুনাতি ভবতাং চৈতন্যসঙ্ঘঃ প্রভুঃ॥

বটতলার মুদ্রিত সংস্করণ-ব্যতীত কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস্ হইতে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের একটি সংস্করণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বহরমপুর শ্রীরাধারমণ-যন্ত্র হইতে ইহার অপর একটি সংস্করণ বাঙ্গালা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী সংস্করণের স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত-জ্ঞানে পাদটীকায় মুদ্রিত হইয়াছে। আবার অনেক প্রক্ষিপ্তাংশকে গ্রন্থ-ভ্রমে মূল স্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে সূত্রখণ্ডে—১৪২৬, আদিখণ্ডে—২৩৬২, মধ্যখণ্ডে—৪৭২৬ এবং শেষখণ্ডে—১৫১৬ ছত্র মূল বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদকতায় চৈতন্যমঙ্গলের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সূত্রখণ্ডে—১৬২৮, আদিখণ্ডে—২৮৪৬, মধ্যখণ্ডে—৪৩৭২ এবং শেষখণ্ডে—১৪৯২ ছত্র মূল প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় যে তিনটি মূল গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলই আদি, তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাহা দ্বারা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'ই উক্তিষ্ট হইয়াছে, যথা—

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
• • •
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
(চৈঃ চঃ আ ৮ম পঃ)
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহ করিল রচন॥
(চৈঃ চঃ আ ১১শ পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে ঠাকুর লোচন-দাস বা তৎকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আদর গ্রন্থ—শ্রীমুরারিগুপ্তের 'শ্রীচৈতন্যচরিত' নামক সংস্কৃত কড়চা। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং শ্রীচৈতন্যদাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামক বঙ্গভাষায় কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বে লিখিত থাকিলেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ঐ সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন নাই। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা ও খ্যাতি প্রথম স্থান অধিকার করে নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতিদিন প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সভ্যগণের সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ শাস্ত্রসমন্বয়ানুমোদিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ-যুক্তি-মূলে সমাধান পূর্ব্বক যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন মাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

'ব্র্যাড্‌ফোর্ড ষ্টার'-পত্রে স্বামী বনের বক্তৃতা।

চতুর্দ্দিক্ হইতে বক্তৃতার আহ্বান

পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রসারার্থ 'The Gaudiya Mission Society' নামক সমিতির উদ্বোধন

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন

["ব্র্যাড্‌ফোর্ড ষ্টার" পত্রের ২১ এপ্রিল, ১৯৩৪ শনিবার-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Sree Gaudiya Math

London Branch Office Formed

London, April 17.

Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math delivered an interesting lecture at the Brampton Sanctuary on the 14th instant on the "Personality of Godhead". The Rt. Rev. Bishop James, M.A., D.D., presided over the meeting.

Swamiji is receiving invitations from many respectable Associations in London, Exeter, Germany and other places to deliver erudite and interesting lectures regarding the message of Gaudiya Math and the philosophy of Vaishnavism during this season.

A Society under the name and style of "The Gaudiya Mission Society" with its head office in London has been formed to propagate the aims of the Gaudiya Math in the West and to study the philosophy and teachings of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu. The most Hon'ble the Marquess of Zetland, G.C.S.I., G. C. I. E., has kindly consented to be the President.

The Rt. Hon'ble the Viscount Goschen, G.C.S.I., G.C.I.E., C.B.E.; The Rt. Hon. the Lord Lamington, G.C.M.G., G.C.I.E.; The Hon. Lady (Stanley) Jackson, K.I.H. and Lt. Col. Sir Francis Younghusband, K.C.S.I., K.C.I.E. have consented to be Vice-Presidents. The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan, G.C.I.E., K.C.S.I., has agreed to be the Chairman. The inaugural meeting of this society will be held on the April 24 in the Caxton Hall.

Unique Utterances

Many educated and leading citizens, Professors, scholars are taking much interest in Swamiji's unique utterances regarding the nature and potency of the Transcendental Name as propagated and demonstrated by Lord Sree Chaitanya Deva. Herr Earnst Schulze, a German young man of respectable family has joined the Mission and is residing in the London Gaudiya Math. Mrs. Halen Cathleen Shacklock Shaw a respectable lady from Eastbourne in Sussex (England) writes a letter dated 27th March 1934 to His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President Acharyya of the Gaudiya Math, which speaks of her sincere seeking for true religion and earnest desire to receive the Holy Name.

(সমাচার)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

লণ্ডন-শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন

লণ্ডন, ১৭ এপ্রিল

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক স্বামী বি, এইচ, বন মহারাজ গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৩ ব্রাম্পটন সাউথ্ওয়ার্কে "ভগবানের সবিশেষত্ব" সম্বন্ধে একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। মাননীয় বিশপ জেম্‌স্ এম্-এ, ডি-ডি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী এই সময় লণ্ডন, ব্রেড্‌ফোর্ড, ব্রাডেনী এবং অন্যান্য স্থান সমূহের বহু বিশিষ্ট সভা সমিতি হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী এবং বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা প্রচার-কল্পে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অধীনস্থ "গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী" নামক একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামান্য মাননীয় জষ্ট্‌স অফ্ পেটলাণ্ড মহোদয় উক্ত সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

মাননীয় জাষ্ট কাউন্ট্ গোসেন, কি-সি-এস্ আই, জি-সি-আই-ই, সি-বি-ই; মাননীয় লর্ড লামিংটন্, কে-সি-এস্-জি, জি-সি আই-ই; মাননীয় লেডী হ্যাব্‌লী ডাক্‌লস্ কে-আই-এইচ এবং লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল সার ক্রাব্‌সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, কে-সি-এস্-আই কে-সি-আই-ই, মহোদয় এবং অন্যেরাও উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানের মহাযাতায়াতের (কি-সি-আই-ই, কে-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এস্) যাহাতে উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যসাধনের পথ প্রশস্ত করিতে পারিতেছেন। আগামী ২৩শে এপ্রিল তারিখে ক্যাক্সটন্ হলে উক্ত সমিতির উদ্বোধন-সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বামীজীর অভিনব বাণী

বহুসংখ্যক শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিক, অধ্যাপক বিদ্যার্থী প্রভৃতি সকলেই স্বামিপাদ-বর্ণিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত এবং প্রদর্শিত অপ্রাকৃত নামের স্বভাব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় অভিনব বাণীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। রায় আশুতোষ মুখার্জ্জি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় জাপান যুবক মঠে যোগদান করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রাডফোর্ড ইউর্কশায়ার নামক স্থান হইতে—মিসেস্ হ্যালেন ক্যাথলীন ষ্টাব্‌লস্ স নাম্নী জনৈকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা গত ২৭ মার্চ্চ (১৯০৩) তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বাস্তব সত্যানুসন্ধানে অকপট অনুরাগ এবং শ্রীভগবানের পরম পবিত্র নাম-গ্রহণে ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার [illegible])

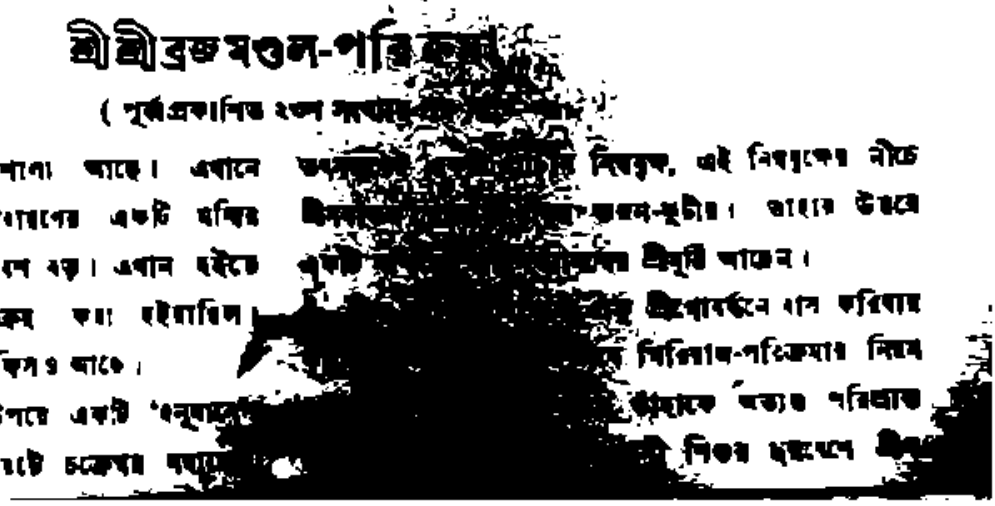

গোবর্দ্ধনে পাঁচ ছয়টি ধর্ম্মশালা আছে। এখানে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের লক্ষ্মীনারায়ণের একটি মন্দির আছে। গোবর্দ্ধনের বাজার বেশ বড়। এখান হইতে পরিক্রমার অনেক জিনিষপত্র ক্রয় করা হইয়াছিল। এখানে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসও আছে।

নৈর্ঋতকোণে গোবাটের উপরে একটী 'ধনুষাকার' মন্দির রহিয়াছে। গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহা[illegible] [illegible] [illegible] নিকট [illegible] নিবন্ধুক, এই নিবন্ধুকের নীচে [illegible]-মন্দির-মুটীয়। তাহার উত্তরে [illegible] শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

[illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করিবার [illegible] গিরিরাজ-পরিক্রমার নিয়ম [illegible] তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত [illegible] নিকট মন্ত্রগ্রহণে শ্রী[illegible]

সনাতনের নিকট আসিয়া নিজ উত্তরীয়-দ্বারা ঘষিতে লাগিলেন এবং গোবর্দ্ধনের উপরিভাগ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নাঙ্কিত শিলা আনয়ন করিয়া গোস্বামীকে বলিলেন, "আপনি এই গোবর্দ্ধনশিলা প্রত্যহ পরিক্রমা করিলেই আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে" ইহা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি সনাতন প্রভু ঐ শিলা পরিক্রমা করিতে করিতে তাহা প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত করিতেন। বর্ত্তমানে ঐ শিলা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন হয়,—কুসুম-সরোবর, তৎপশ্চিমে ইন্দ্রকুণ্ড, নারদকুণ্ড, রত্ন-সিংহাসন, গোপাল-পুকুর, বিল্বন-কুণ্ড, কিন্নরকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, গোবর্দ্ধন গ্রাম, ঋণ-মোচন ও পাপমোচন কুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজ বেদী, বলরামকুণ্ড, বলদেবজীর প্রাচীনতম, মুকুট-মন্দির, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, আনিয়োর গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রামস্থান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকটস্থান, অন্নকূট-পূজার স্থান, পঞ্চতীর্থ, শ্রীনৃসিংহদেব, অপ্সরাকুণ্ড, পুছরি, মাধব পণ্ডিতের ভজন, মুকুটচিহ্ন, মুকুটকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণস্থান, হরজীকুণ্ড, গোপালপুরা বা নামাজের মস্জিদপুরা, শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, বিল্বকুণ্ড, জ্ঞান অজ্ঞানকুণ্ড, মনু-মাবুজী, মানীরামের মন্দির, দানঘাটী, শ্যামাসলিলা, চক্রেশ্বর মহাদেব, সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দির, মুকুট চিহ্ন, শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীদেবীর মন্দির, শ্রীরত্নকুণ্ড, শ্রীমুখারবিন্দ।

নিম্নে উপরিউক্ত স্থানের মধ্যে কয়েকটীর বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইন্দ্রধ্বজ বেদি—ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এইস্থানে মহারাজ শ্রীনন্দ প্রতি বৎসর ইন্দ্র-দেবের পূজা করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রদেবতার বিদ্বেষবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত, ইহা জানাইলে গোবিন্দাভিষেকের পিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে থাকেন। শ্রীনন্দের ইন্দ্রপূজা সকল উপাসকের সেবা-পূজার প্রায় কোনও দিন ছিল না। সকল উপাসকগণ নিজ ফুল-লিঙ্গের বা ফুল লিঙ্গ-দেহসম্বন্ধিত আত্মীয় স্বজনের ফুল-লিঙ্গ-দেহ-গত দুঃখ-বাহুল্যের জন্যই ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণৈক-তাৎপর্য্য শ্রীনন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ গোধনগণের স্বাস্থ্যাদি সংপ্রয়োজনে যে ইন্দ্রের পূজা করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণৈকতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই ইন্দ্র-পূজাই পূর্ণ কৃষ্ণপূজা হইত। তথাপি তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোক পাছে সকল উপাসকের "অধিষ্ঠি-পুরুষ" পূজাকেই "ভগবানের পূজা" বলিয়া ভ্রান্ত হয় এবং অজ্ঞজ্ঞানে শ্রীনন্দের আদর্শের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার অবৈধ অনুকরণে সকাম উপাসনার প্রশ্রয় দেয়,—এই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের ইন্দ্র-পূজা বারণ করিয়া ইন্দ্র-পূজার সমস্ত উপকরণ-দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে বলিলেন—

ইন্দ্রধ্বজ-বেদি এই, এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সকলোকে যায়॥
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশীবনে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

ঋণমোচন ও পাপমোচন-কুণ্ড—ইন্দ্রধ্বজ বেদির উত্তর-পশ্চিমদিকে 'ঋণমোচন-কুণ্ড' এবং পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে 'পাপমোচনকুণ্ড' অবস্থিত।

এ ঋণমোচন, পাপমোচন আখ্যান।
ঋণ পাপ ঘুচে, কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান॥

(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড—চন্দ্র-সরোবরের নিকট বিরাজিত—

ঐ দেখ সঙ্কর্ষণকুণ্ড ভেলোদয়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয়॥

(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

পরাসৌলি গ্রাম—কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের বরসানা-পুর গ্রামেই পরাসৌলি গ্রাম অবস্থিত ছিল। বরসানা-পুর গ্রাম গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ১॥ মাইল দক্ষিণদিকে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকোণে) এবং 'যমুনাবু' গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিরাজিত। এই স্থানে শ্রীরাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত-সময়ে শ্রীরাসক্রীড়া করিয়াছিলেন।

এই পরাসৌলি গ্রামে দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস॥ (ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

পৈঠ গ্রাম—পরাৎসৌলি বা মহাবনপুরের দুই মাইল দক্ষিণে পৈঠ গ্রাম অবস্থিত। ইংরেজী মানচিত্রে এই গ্রামের নাম "Paintha" নামে লিখিত। রাসলীলার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিয়া এই বনে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গোপী-গণকে পরীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু তখন শ্রীমতী রাধারাণী উপস্থিত হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই বাহু দেহে প্রবিষ্ট হইল। সেই 'পৈঠ' অর্থাৎ 'প্রবেশ করে'—এই অর্থে স্থানের নাম পৈঠ গ্রাম হইয়াছে।

হেথা অন্তর্ধান কৃষ্ণ হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি' ফিরে গোপীগণে।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইলা।
তাঁর দুই ভুজ দেহে প্রবেশিলা॥

"তৃষ্ণঃ চতুর্ভুজং কাপি নবতঃ দর্শয়ন্তি
তদ্বাসনেশ্বরী প্রেক্ষ্য বিভুবঃ ক্রিয়তে হরিঃ।
তাসাংরত্নবিশেষ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণে
দৃষ্টঃ গোপবিভুঃ সমুদ্ধ,রিয়া যা স্বয়ং সম্বর্ধিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য যস্য মহিমা যস্য শ্রিয়া দুর্জ্জয়ঃ॥
সা সখ্যা প্রতিবিম্বনাদপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকা-প্রকরণ ৫-৬ শ্লোক)

দেহে পৈঠে বিভুর এ কৌতুক ব্যাপার।
এই হেতু 'পৈঠ' নাম লোকেতে প্রচার॥

(ভঃ রঃ ৯ম তরঙ্গ)

পৈঠ গ্রামের উত্তর-পশ্চিম-বিভাগে "নারায়ণ সরোবর," তাহার তীরে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি ও এঁঠা কদম্ব। কথিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যখন এই স্থানে সখাগণের নিকট গোবর্দ্ধন-ধারণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন, তখন সখাগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল অঙ্গের দ্বারা এরূপ গুরুতর ভারবহন-কার্য্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হওয়াই সমীচীন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তুতেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না দেখিয়া সখাগণ বলেন যে, যদি কৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষটিকে মূলোৎপাটিত করিতে পারেন, তাহা হইলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প অনুমোদন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে অবিলম্বে যে কদম্ব-বৃক্ষটিকে মূলোৎপাটিত করিয়া ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাই 'এঁঠা কদম্ব' নামে প্রচারিত।

গৌরী তীর্থ ইহা গৌরীকুণ্ড নামেও পরিচিত। আনিয়োর বা অরুট গ্রামের পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত। গৌরীপূজা হেতু শ্রীকৃষ্ণসহিত মিলনস্থানে, কুণ্ডের তীরে কদম্ব বা 'নীপ' বৃক্ষ বিরাজিত, এজন্য ইহাকে 'নীপকুণ্ড'ও বলিয়া থাকে।

গৌরীতীর্থে নীপবৃক্ষরাজ মনোহর।
নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর॥

বিবিধ-বিবরণ

সাধারণ পরিক্রমা ও বৃহত সম্প্রদায়ের পরিক্রমার অনেকে কুসুমসরোবর হইতে ব্রহ্মাকালে নিকটস্থ উদ্ধবকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি, নারদ কুণ্ড, গোপালপুকুর ইত্যাদি দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রায় বেড় মাইল ঘুরে গোবর্দ্ধনস্থিত মানসীগঙ্গা, চাকলেশ্বর শিব, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-স্থান, হরিজী, গোবর্দ্ধনের নুধাচরিত্র প্রভৃতি দর্শন করেন। তথা হইতে দুই মাইল ঘুরে চন্দ্রসরোবরতীরে তাঁবুতে রাত্রিযাপন অবস্থান করেন। এখানে নলকূপ ও সাধারণ কূপ আছে। যাত্রীরা ঐ জল পান করেন। ধর্ম্মশালা নাই। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বড় বৈঠক আছে। এখানে থাকিবার স্থান যথেষ্ট আছে।

গোবর্দ্ধনপরিক্রমার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ স্থানের বিবরণ তত্তৎস্থানের প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইবে।

রাত্রিশেষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে প্রথম দিবসের গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া কুসুমসরোবরের পথ দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেদিন গমনাগমন ১২।১৩ মাইল পথ ভ্রমণ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ গত ৭ বৈশাখ (ইং ২০।৪।২৪) শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরী-এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃ ৯ ঘটিকার মধ্যেই নির্বিঘ্নে শ্রীপুরুষোত্তমে শুভবিজয় করিয়াছেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ভক্তিবিজয় ও তাঁহার মধ্যম পুত্র, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্যামমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুপাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু পরিবার যাত্রা করিয়া ৯ বৈশাখ রবিবার প্রাতে পুরুষোত্তমে মধ্যহোলকাঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদ্মাবিকে উপনীত হন এবং তথায় হিসেচটুইর অবস্থান পূর্ব্বক গত ২০।৪।২৪ প্রাতঃ ৯ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ৯ বৈশাখ (১৩৩১) রবিবার (ইং ২৪।৪।২৪) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক "নববর্ষ ও মলমাস" সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতে অধিমাসকে মলমাস-বিচারে এবার বৈশাখ মাসে দ্বাবতীয় পুণ্যকৃত্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেখানে ঔপাধিক নৈমিত্তিক ধর্ম্মের ফল অনিত্য অর্থ এবং সেই অর্থের ফল অনিত্য কাম নির্দ্দিষ্ট, সেখানে অপস্বার্থ-বিচারমূলে ঐ সকল প্রাকৃত স্মার্ত্তবিধিই প্রবল হইয়া পড়ে; কিন্তু "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" —এই বিচারানুসারে অন্তরঙ্গ যেখানে কৃষ্ণভোগোপায়ে নিরাশ হইয়া পরমার্থ-চেষ্টায় নিদ্রাগত, সেখানে বহিরঙ্গ নিষ্কপটাধিক আত্মধর্ম্মের প্রয়োজন-মূলে কৃষ্ণপ্রীতিতন অর্থ এবং তদ্রূপ অর্থের প্রয়োজনমূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধানেই অধিগচ্ছেই। প্রাকৃত স্মার্ত্তশাস্ত্র যাহাকে 'মলিম্লুচ', 'মল-মাসা'দি জ্ঞানে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সম্বন্ধে নিষ্ফলা যান বিবেচনা করেন, দাবতত্ত্বতি সে স্থানে তাহাকে সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম মাসাখ্যা প্রদানপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের সেবায় পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিবার বিধান প্রদান করেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩১শ অধ্যায়ে এই অধিমাস-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহামঙ্গলপ্রদ অধিমাসে যাঁহারা দেব-তীর্থে গমন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, সাধুসঙ্গে ভাগবত-কথামৃত শ্রবণ, ভগবন্নাম-মন্ত্রজপাদি সৎকর্ম্ম হইতে বিরত হন, তাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলের পথকে চিরকণ্টকিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই পুরুষোত্তম মাসে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক সজ্জনগণ-সমীপে সর্ব্বত্র পুরুষোত্তম-লীলা-বিলাস কীর্ত্তন পূর্ব্বক পুরুষোত্তম-সেবারই নিখিল-কালধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীপাদ বনমহারাজের পরবর্ত্তী বক্তৃতা

আগামী ১২ জুন, ১৯২৪ অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় রাইট অনারেবল লর্ড হ্যালিফাক্স (আকটন) কে-জি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩২নং রাসেল স্কোয়ারে ছাত্র-সমিতির একটি সভা হইবে। স্বামীজী উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী

গত ২৪ এপ্রিল (১৯২৪) অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় ক্যাক্সটন্ হলে মাননীয় লর্ড রোট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর উদ্বোধন-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশন-সমিতির সভাপতি—লর্ড রোট্‌ল্যাণ্ড; সহকারী সভাপতি—ভাইকাউণ্ট গোসেন, লর্ড ল্যামিংটন, লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, এবং মাননীয় লেডি (ষ্টান্লি) জ্যাক্সন; চেয়ারম্যান—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; সদস্য—মিঃ এফ্, এইচ্, ব্রাউন সি-আই-ই, মিঃ এইচ্, এস্, এস্ সোনাক্; মিসেস্ ভি, এম্, বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ, অনারারী জয়েণ্ট্ সেক্রেটারী মিঃ এফ্, জে, পি, হিচ্‌টার এম্-এ ও মিঃ পি, কে, বসু এম্-এ (ক্যান্), এম্-এস্-সি (গ্লাস্গো), এ-আই-সি মহোদয়।

দিল্লী, শিমলা, ভোজরাজ্য ও কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

"গৌড়ীয়"-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনুভূত্ব ব্রহ্মচারী ভক্তিকোবিদ্ গোস্বামী মহারাজ [illegible] "ধীরে চেল, তারে বল কৃষ্ণ-উপদেশ" —এই আজ্ঞা-বাণী শিরোধারণ করিয়া দিল্লী, শিমলা ও কুরুক্ষেত্র এই তিনটি স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারার্থ গমন করেন। গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৪ তারিখে নিউ দিল্লীতে [illegible] মহারাজ জগদীশনাথ রায় মহোদয়ের [illegible] ও বাংলা ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা [illegible] মাননীয় মহারাজ বাহাদুর [illegible] দিল্লীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহোদয়ের নিকট [illegible] কথা শ্রবণ করিয়াছেন। গোস্বামী মহারাজ ইতিহাস-শ্রবণে মহারাজ বাহাদুর বিশেষ [illegible] প্রকাশ করেন এবং শ্রীমঠের একটি বিশিষ্ট সেবা তাঁর পক্ষে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবর্গের নিকট বিশেষ সুখবাহী হয়।

তারের সংবাদ

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু গত ২৫।৭।৩৪ শিমলা হইতে [illegible]—তাঁহার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। তথায় নির্ব্বিশেষ-মতে ঈশ্বরোপাসনার পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বিশেষ বিচার-মুখে ভগবদুপাসনার নিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। গোস্বামী প্রভু কুরুক্ষেত্র-শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠের সেবা-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং শিমলার প্রচার-কার্য্য সমাপন করিয়া ২৯।৭।৩৪ তারিখে দিল্লীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংসমঠে কূপ-প্রতিষ্ঠা

লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ মহাশয় জানাইতেছেন— লক্ষ্ণৌ (হাওর্ড মার্কেট)-প্রবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভক্তিমতী জননী নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীগৌর-বিনোদ-বিলাস-জিউর সেবার্থ একটি কূপ খনন করাইতেছেন। তিনি ঐ কূপের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী ও কূপ-খননাদি প্রাকৃত পূর্ত্তকর্ম্মাদি-জন্য পুণ্য-সঞ্চয়ের সহিত শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবৎ-ভাগবতসেবা-বিচারে অপ্রাকৃত পূর্ত্তকর্ম-জন্য সুকৃতি-অর্জ্জন এক নহে। পূর্ব্বোক্ত পুণ্য কর্ম্মিকে স্বর্গাদি-ফল-প্রাপক এবং শেষোক্ত পুণ্য অকর্ম্মকে ভগবদ্ধামে ভগবৎসেবাপ্রাপক—যেখান হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং যিনি কর্ম্মীর ভোগ-মোক্ষাদি-কামনামূলা সুকৃতি-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে ভক্তানুমুখী সুকৃতি-সঞ্চয়ের সমৃদ্ধি বরণ করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যবর্গের পক্ষ হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ।

শ্রেয়ঃ কথা

জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাস্ত্রতপস্বী ও মহাজনগণ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গস্পৃহাকেই মানব-জীবনের সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভক্তসঙ্গদোষবশতঃ আমাদের মন নানা কুবিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"বহ্বসেবাং বাঢ়মাহর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্ভক্তের সেবাকে সংসার-মুক্তির এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ নিরয়ের কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে আত্মবিনাশী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন—(গীঃ ১৬।২১), অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ঐ তিনটিই প্রবল হইয়া উঠে এবং তৎফলে জীবকে নিরয়গামী করায়। তাই উদ্ধারোপায় বলিতেছেন—

"এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"
—(গীঃ ১৬।২২)

উক্ত তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার 'শ্রেয়ঃ' আচরণ করিবে। তাহা হইলেই পরা গতি লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি সপ্তর্ষিগণ ঋষি একদিন শ্রীসূত-গোস্বামীর নিকট এই "শ্রেয়ঃ" জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীসূতের-উত্তর-দ্বারা আমাদিগকে সেই শ্রেয়ের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি-দ্বয়ের প্রভাবে আত্মা দেহ-মনোধর্মপ্রসূত কল্পিত শ্রেয়ের অনেক প্রকার-ভেদ সৃষ্টি করিয়াছি; 'শ্রেয়ঃ' সম্বন্ধে নানা-মুনির নানা মত হইয়াছে। তাই ঋষিগণ আমাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"তত্র ভবানমুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তনঃ সংসিতুমর্হসি।"

(ভাঃ ১।১।৯)

অর্থাৎ "হে অভিজ্ঞোত্তম, আপনি গুরুকৃপায় বেদ-বেদান্তেতিহাসপুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম অবগত হইয়াছেন। আপনার অধীত শাস্ত্রসমূহে মানবগণের সম্বন্ধে একান্ত কল্যাণজনক বলিয়া যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—নিঃশ্রেয়ঃ বা পরমমঙ্গল-তত্ত্ব আপনি আমাদিগের নিকট কৃপাপূর্বক কীর্তন করুন।" তখন শ্রীসূত তদুত্তরে বলিতেছেন—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।"

ভাঃ ১।২।৬

অর্থাৎ যাহা হইতে 'অধোক্ষজ' ভগবানে শ্রবণাদি-লক্ষণা কল্যাণিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তি-বলে অমর্ষ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিই জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ। অক্ষজবাদী আমরা, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অনেকে অনেক ভগবান্ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদের দেহ-মনের তর্পণ যিনি করিয়া উঠিতে পারেন, তিনিই আমাদের সেই কল্পিত ভগবান্। দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিয়া কিছু আত্ম-সন্তোষ লাভ হয়, অন্যের নিকট হইতে পূজা বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, সুতরাং দরিদ্রই আমার 'নারায়ণ,' ধনীর নিকট হইতে আমার কিছু স্বার্থ-সিদ্ধি হয়, সুতরাং সেই ধনীই আমার 'নারায়ণ', যে মূর্খ আমার পাণ্ডিত্যাভিমানের তাবক হইতে পারে, আমার পক্ষে সে-ই 'ভগবান্'. আমার কোন পণ্ডিতাভিমানী আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া উঠিতে পারিলে তিনিই আমার ভগবান্—এই প্রকারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পশু-পক্ষী-সরীসৃপ পর্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিলে তাহারা সকলেই আমার 'ভগবান্'! মানুষ পাছে এই প্রকারে তাহার স্বকপোল-কল্পিত—মনগড়া-বস্তুবিষয়বাদের উপাসক হইয়া স্ব স্ব রুচিপথকেই 'শ্রেয়ঃ' মনে করিয়া ভ্রান্ত না হয়—এজন্য পরমভাগবত শ্রীসূত আমাদের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের গরিমাকে অত্যন্ত হেয়—অপ্রয়োজনীয়—অমঙ্গলপ্রদ জানাইয়া "অধোক্ষজ" বলিয়া একটি শব্দ-দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে বিশিষ্ট করিলেন। ভগবানের এক নাম—অধোক্ষজ অর্থাৎ অধঃকৃতং তিরস্কৃতং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ—তিনিই অধোক্ষজ। আমাদের মনোধর্মের কারখানায় আমরা যে, একএকজন এক একটি ভগবান্‌কে গড়িয়া তুলি, তাহা এই 'অধোক্ষজ' শব্দব্রহ্মদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। অক্ষজে ভক্তি করিলে মঙ্গল হইবে না, অধোক্ষজে ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে— শ্রীসূত তাঁহাই শ্রেয়ের রহস্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

'ভক্তি'ই নিত্যচেতন আত্মার নিত্যধর্ম; আমাদের অক্ষ বা ইন্দ্রিয়জাত কোন অনিত্য ধারণায়ই এই 'ভক্তি'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া নিত্যানিত্যবিবেকোদয় না হইলে অনিত্য দেহ-মনোধর্মোত্থ যুক্তি বা যুক্তি-বিচারই বহুমানিত হইয়া জীবের সর্বনাশ সাধন করে। মন তাহার স্বকপোল-কল্পিত অনেক ধারণাকেই তাহার প্রসন্নতার উপায়-স্বরূপে স্থির করিয়া লয়, মনোধর্মী জগৎ আমরাও মনের সেই হুকুম তামিল করাকেই শান্তির পথ বলিয়া বরণ পূর্বক যখন জড়বিদ্যা-ধন-কুল-তপস্যা-রূপাদির মদে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠি, মত্তিষ্কস্থ হইয়া পড়ি, তখন গর্বহারী মধুসূদন আমাদিগকে সেই অতিমত্ততার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গেই প্রদর্শন করেন; আবার শোক মোহ-ভয়-তাপ-ক্লেশে হৃদয় অশান্তিময় হইয়া উঠে—দিবারাত্র হাহুতাশ করিয়া দিন কাটাইতে হয়। শান্তি ও অশান্তির দ্বন্দ্বময় জীবন এমনি করিয়া একদিন অন্তিমশয্যায় শয়ন পূর্বক চিরনিদ্রা বরণ করে। কিন্তু হায়! মরিলেই কি শান্তি? প্রাক্তন কর্মফল-বাধ্য জীব অনাদিকর্মস্রোতে বদ্ধ হইয়া দুস্তর সংসার-সমুদ্রে ভাসমান হয়, অশান্তির তরঙ্গ-হিল্লোলে উঠা-নামা করিতে

করিতে আমার তাহার দুঃখময় জীবনের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হয় এইপ্রকারে জীবনের পর জীবন—কত জীবন আমরা এই সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি! আমাদিগের এই দুঃখ দেখিয়াই পরদুঃখদুঃখী কৃপাসুধি মহাজনেরা কৃপা করিয়া শ্রেয়ঃপথের সন্ধান দিয়া বলিতেছেন—

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥"

অহৈতুক ভক্তিভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম। উহা কোনপ্রকার অভেদ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা দ্বারা বাধিত হইলেই উহার পরম বা ঐকান্তিকত্ব প্রতিহত হয়। এই জন্যই উহার 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' এই দুইটি বিশেষণ। অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানাদি-বিদ্ধা ভক্তি আত্মাকে সনাতনিক সন্তোষ প্রদান করিতে পারে না। আত্মা চাহেন—অন্য-নিরপেক্ষ শুদ্ধা স্বাভাবিকী ভক্তি; তাহাতেই তাঁহার সনাতন প্রসন্নতা। সেই ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণাত্মিকা।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

ঐ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণ ভক্তির প্রথমাবস্থা—সাধন নাম্নী, মধ্যমাবস্থা—ভাবনাম্নী এবং উত্তমাবস্থা বা পরিপক্কাবস্থা—প্রেমনাম্নী। শ্রীভগবানের ভক্তপ্রেমাধীনত্ব-হেতু ভক্তের কৃপা-ব্যতীত ভগবৎকৃপা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্র ভক্তসঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বহুজন্মের সুকৃতি-ফলে জীবের ভাগ্যে সেই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়।

"ভক্তির্ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

জীবদুঃখদুঃখী পরমকারুণিক শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য-প্রদানের জন্যই আজ শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভার্থে আকর্ষণ করিতেছেন। অত্যন্ত অভক্তিময়-কোলাহল-মত্ত স্থানকে হরি-কোলাহল-মুখরিত করিয়া কলিহত জীবদিগকে শাশ্বতী শান্তির অনুসন্ধান প্রদানের জন্য—শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণাদুকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণ করিয়া লইবার সৌভাগ্য-প্রদানের জন্যই মঙ্গলময় আচার্য্যবর্য্যের মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা। গৌর-কথা-শ্রবণে জীবের চিত্ত হইতে সম্ভোগ-পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়—গৌরগুণাক্ষিপ্ত-মতি হইয়া জীব গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-সেবার চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হন।

গৌড়োদয়াচলে যুগপৎ সূর্য্য-চন্দ্ররূপে উদিত গৌর-নিত্যানন্দের জীবহৃদয়াকাশে শুভোদয় না হইলে জীবের হৃদয়-গুহার অন্ধকার আর কে দূর করিবে? জীবের অধঃপতিত দুর্গত দুষ্কৃত জীবপ্রতি করুণা বিস্তার করিয়া বেদ-গোপ্য ব্রহ্মাদি-দেবতা দুর্ল্লভ প্রেমনিধি বিতরণ করিতে এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু আর কে আছেন? অযাচকে যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিবার এত উদারতা আর কাহার আছে? তাই সেই গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের হৃদয়কে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমার শুভ্র-জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত—চিরশান্ত—চিরস্নিগ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে নবদ্বীপভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রত্যক্ষ আহ্বান করিয়া থাকেন। মহাবদান্য গৌরজন ব্যতীত জীবের দুঃখে এত ব্যাকুলতা আর কাহার হইতে পারে? জীবের মঙ্গলের জন্য আর কাহার হৃদয় হইতে এমন সহস্রমুখী কৃপার উৎস প্রবাহিত হইয়া থাকে? গৌরধাম-পরিক্রমা, গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা এবং ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, স্থানে স্থানে মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের সুবিধা প্রদান, মহোৎসবাদির আয়োজন করিয়া লোককে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবা-দ্বারা প্রকৃতস্থের সুযোগ প্রদান, উপযুক্ত ভক্তগণকে দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে পাঠাইয়া হরিকথামৃত বিতরণ, ভাগবত-প্রবর্ত্তনী-দ্বারা ভাগবত-শিক্ষা প্রচার, সাময়িকপত্র-দ্বারা হরিকথা প্রচার, যে দেশ বা দেশবাসী বর্ণবিচারে অত্যন্ত অস্পৃশ্য অন্যত্র বলিয়া বিবেচিত, যাঁহাদের দ্বারা পর্য্যন্ত মাড়াইতে ও শাস্ত্রের নিষেধ, তাঁহাদের নিকট গিয়া হরিকথা-প্রচারের ব্যবস্থা, লুপ্ত-তীর্থ ও লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধার, শ্রীগৌরলীলাস্পৃষ্ট স্থানে শ্রীগৌর পার্ষদীষ্ঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত বিভিন্ন উপায়ে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার যত্ন করিতেছেন!

আচার্য্যের এই কৃপার কথা নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিয়া দেখিবার সৌভাগ্য—শুভাবদর বরণ করিলে জীবের সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যায়, জীব ভগবানের কৃপা পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন। জীব সাধুসঙ্গে হরিকথা-রঙ্গে নিখিল কাল-

আপনার সুবিচার বহন করিয়া নিজ জীবনের সহিত
বহু বহু জীবনকে ধন্য করিতে পারেন।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সংসার মিলিতে আর কোন বস্তু নাই।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই॥"

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
তাঁতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে
বিরাট্ সভা

আগামী ৬ই মে (২৩শে বৈশাখ) রবিবার

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের

সাধুবর নাটমন্দিরে এক

বিরাট্ সভার

সভাপতিত্বে

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ব্যারিষ্টার

এম, এ ; বি, এল ; এম, এল, সি, মহোদয়ের

সভাপতিত্বে

বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ

রায় কুমারপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

"শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ"

বিষয়ে বক্তৃতা-প্রদানমুখে

বাঙ্গালার 'Oxford' প্রাচীন নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব ও অবস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান তদানীন্তন নবদ্বীপ-মধ্যস্থ শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থিতি বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ গবেষণা-লব্ধ স্থির-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন এবং আলোকচিত্র-সাহায্যে অবস্থানাদি প্রদর্শন করিবেন। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও দেশনেতা উপস্থিত থাকিবেন।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৯বি, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা
১৯ই এপ্রিল, ১৯৩৪

বিপুলসম্মাননুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

আগামী ২৫শে বৈশাখ (১৩৪১), ৮ই মে (১৯৩৪), রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সদ্বংশপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর কলিকাতা (১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট) বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" বিষয়ে ছায়াচিত্র-সংযোগে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সজ্জনসম্মিত সুধী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু স্মৃতিনিধি এম্-এ, বি-এল, এম্-এস্-সি মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

মহাশয় সবান্ধবে শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইলে পরম আনন্দিত হইব।

বিনীত নিবেদক,—

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (অধ্যাপক,
কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশীতে—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৫শে চৈত্র তারিখে বেনারস ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভালধার মহাশয়ের নব-নির্ম্মিত ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

———

গত ২৬শে চৈত্র তারিখে মিলিত-পোখরা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এইচ্-এম্-বি, মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন শিক্ষা পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হয়।

দিল্লীতে—গত ১৩ই এপ্রিল দিল্লী নগরীর অন্তর্গত গড়নালা নামক স্থানে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব ও সৌনকাদি ঋষি-সমক্ষে ঋষির আত্মমঙ্গললাভের জন্য সূত গোস্বামীর নিকট পরিপ্রশ্ন এবং তদুত্তরে গোস্বামী মহারাজের যে উক্তি, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৪১; ৫ই মে ১৯৩৪ | ৩৮শ সংখ্যা

"কৃষ্ণকর্ণামৃত"

'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থ বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সমাদৃত হইলেও ইহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারেই স্থান দেওয়া যাইবে; কেন না, 'গৌড়ীয়ানাথ' শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে গৌড়দেশে এই গ্রন্থ আনয়ন করেন। দ্বিতীয়তঃ 'গৌড়ীয়ানাথ' গৌড়ীয়গণের মূল মহাজন শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত অহর্নিশ এই গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন,—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে, পরম আনন্দ॥ (চৈঃ চঃ অ ২।৭৭।

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করয়ে আনন্দ॥
(চৈঃ চঃ অ ১৪।৭)

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে॥
চৈঃ চঃ অ ২০।৩৭-৩৮

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবেণ্বার তীরে

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন। সেখানে তৎকালে যে 'ব্রাহ্মণ-সভা' বাস করিতেন, তাঁহাদের সকলেরই 'বৈষ্ণব-চরিত্র' তাঁহারা 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ঐ সকল বৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। তাই মহাপ্রভু বিশেষ আগ্রহ-সহকারে কর্ণামৃত পুঁথিটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীচৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে দুইটি অমূল্য উপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণবেণ্বা তীর হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং পয়স্বিনীর তীর হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা'। * কৃষ্ণবেণ্বার 'বেণ্বা' শব্দস্থানে কেহ "বীণা," কেহ কেহ "বেণি," কেহ বা "সিনা," কেহ বা "ভীমা" প্রভৃতি পাঠ নির্দ্দেশ করিয়াথাকেন। দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মাদ্রিগিরির মহাবেলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা নদীর ধারা উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর অন্যতম বলিবার আর একটি প্রধান কারণ, কৃষ্ণকর্ণামৃতে যে ভাজন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই সম্পূর্ণ অনুরূপ; ইহা আমরা এই গ্রন্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিব।

শ্রীবিল্বমঙ্গল লীলাশুকী এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়ের মতে অষ্টম শতাব্দীতে দ্রাবিড়-ঋষিরাজ মিশ্রবর শ্রীবিল্বমঙ্গলের অভ্যুদয়কাল। বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রাজবিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য বলিয়া বল্লভদিগ্বিজয়ে উল্লিখিত হইয়াছে; বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দেবমঙ্গল প্রভৃতি। বিল্বমঙ্গল সাতশত বৎসর অপ্রাকৃত দেহে বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি তরু দর্শন করেন এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারকামঠ-তালিকায় চিৎসুখাচার্য্য (কলাব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। বিল্ব-মঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন নাম শুনা যায়। তিনি লীলাশুক, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বিল্বমঙ্গলের-পূর্ব্ব-চরিত্র-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যে বেণ্বা নদীর তীরবাসী একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ভগবদনুশীলন-পর জীবন যাপন করিয়া দুর্দ্দৈব-বশতঃ ইন্দ্রিয়-তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পূর্ব্বদিকে চিন্তামণি নাম্নী এক সুন্দরী যুবতী বারবনিতা বাস করিত। বিল্বমঙ্গল তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন এবং আসক্তি এতদূর প্রবল হয় যে, এক বর্ষাকালের রাত্রিতে যখন আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ঘনঘন অশনি-সম্পাতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, তখনও বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া যে কোন উপায়ে তাহার গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দৈব-দুর্য্যোগ, নদী পার হইবার নৌকার অভাব প্রভৃতি কিছুই তাঁহার প্রবল আসক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বিল্বমঙ্গল নদীতে ভাসমান একটি বৃহদ্দেহ বরিয়া কোনরূপে নদী পার হইলেন। বেশ্যার গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দ্বার অর্গলরুদ্ধ। প্রাচীরের চতুর্দ্দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে বিল্বমঙ্গল বহু চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও এরূপ দুর্য্যোগে বেশ্যা কোন সাড়া দিল না। সেই সময় একটি বৃহৎ কৃষ্ণসর্প বর্ষা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অট্টালিকার গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া বারবনিতার গৃহের প্রাচীর-গাত্রে অবস্থান করিতেছিল। বিল্বমঙ্গল সর্পের অর্দ্ধ অঙ্গ বাহিরে দেখিতে পাইয়া উহারই পুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক একটি গহ্বর-প্রণালী মধ্যে পতিত হইলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইয়া বেশ্যা বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিল্বমঙ্গল এরূপ দুর্য্যোগের [illegible] করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

[illegible] বিল্বমঙ্গল চৈতন্য লাভ করিলে

---

* তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
স্নান করি' দেখি' তাঁহা দেবতা-মন্দিরে।
ব্রাহ্মণ-সমাজে সব—বৈষ্ণব-চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'।
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভু আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল।
'কর্ণামৃত'-সম বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে।
লীলাস্তব-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি।
'ব্রহ্মসংহিতা,' 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা।
মহা যত্ন করি' পুঁথি আইলা লঞা।

(চৈঃ চঃ ম ৯।৩৯-৪০।)

চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল "তুমি বহু শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিতশেখর হইয়াছ। আমি মহা পাপীয়সী, ইহা আমি অন্তরে জানি; আমি নানা কপট-ভাবে বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে পুরুষগণকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের ধন অপহরণ করি। তুমি আমার নশ্বর রক্তমাংসের প্রতি যেরূপ আসক্ত হইয়াছ, যদি নিত্য পরমপুরুষে এরূপ আসক্ত হইতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি আজই পরমানন্দের ভাণ্ডারী হইতে।

চিন্তামণির এই ভর্ৎসনাপূর্ণ উপদেশবাক্যে বিল্বমঙ্গলের নিজের প্রতি ধিক্কার ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। ভোগাসক্তির স্থানে তাঁহার হৃদয়ে ত্যাগের মহিমা অধিকার স্থাপন করিল। পরদিবসেই প্রত্যূষে চিন্তামণিকে দণ্ডবৎ করিয়া বিল্বমঙ্গল গুরুর সন্ধানে চলিলেন এবং 'সোমগিরি' নামক গুরুর পদাশ্রয় করিয়া বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করিতে থাকিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই সোম-গিরি মহাভাগবত বৈষ্ণবগুরু ছিলেন, তাঁহারই কৃপায় তিনি কৃষ্ণ-ভজনে দীক্ষিত হন। আবার কোন কোন মতে বিল্বমঙ্গল সোমগিরির বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রথম অদ্বৈত-মার্গ উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং পরে বৈষ্ণব-গুরুর কৃপায় অদ্বৈতপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগময় মধুর ভজনে রুচি-বিশিষ্ট হন। বিল্বমঙ্গলের সাময়িক দুর্দ্দৈব মহাভাগবতের কৃপায় বিদূরিত হইলে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ব্ব কবিত্ব-প্রতিভা ও ভগবৎসেবানুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বহুগ্রন্থ রচনা করিলেন। শ্রীগুরুদেব সেইজন্য তাঁহার নাম রাখিলেন, 'লীলাশুক'। বিল্বমঙ্গল জাগতিক আত্মীয়-কুটুম্বের উপদ্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের মঙ্গলাচরণেই বিল্বমঙ্গল ত্রিবিধ গুরুর প্রণাম করিয়াছেন—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লব শেখরেষু
লীলাস্বয়ংবরসখং লভতে জয়শ্রীঃ॥ (চৈঃ চঃ আ ১।৪৭)

আমার পথপরিদর্শক শ্রবণ-গুরু চিন্তামণি জয়যুক্ত হউন, মন্ত্রগুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হউন, চৈত্য-শিক্ষাগুরু ময়ূরপুচ্ছ-ধারী রাধা নাথ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম 'ব্রহ্মসংহিতা' ও কৃষ্ণকর্ণামৃত—এই গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বিবিধ শিক্ষা বিশেষভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা শ্রীবল্লভাচার্য্যের তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত-বিষয়িণী শিক্ষা ব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-প্রণালী-বিষয়িণী শিক্ষা 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থে দেখিতে পাই। আবার বিল্বমঙ্গলের যে জীবনচরিত্র, তাহার মধ্যেও জগতে জীবগতি বা ব্যবহারিক গতি হইতে একান্ত পারমার্থিক গতির প্রতি অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গল প্রথমে বিষয়ী বা ভোগী, পরে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ত্যাগী এবং অবশেষে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ভোগ হইতে জীবের ত্যাগের দিকে অভিযান হয়; আবার ভোগের ন্যায় ত্যাগেরও অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিলে জীব চেতনধর্ম্মের স্বাভাবিক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন; তাহাই ভগবদ্ভক্তি।

ভোগাসক্তির প্রতিক্রিয়াস্বরূপে বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে ত্যাগা-সক্তি অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাই তিনি প্রথমে অদ্বৈতমার্গকেই অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। অবশেষে পূর্ব্বসুকৃতিফলে বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-উপদেশে তিনি ভোগ-ময় জীবনের প্রাকৃত দর্শন ও ত্যাগময় জীবনের আধ্যাত্মিক দর্শন উভয় প্রকার চিন্তাস্রোতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অপ্রাকৃত দর্শনে প্রতিবিশিষ্ট হইলেন। তিনি তখন বৈষ্ণব-বিচারানুসারে ত্রিদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে মুকুন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাগবতী হইয়া কৃষ্ণ-রসে প্রবেশ করিলেন। অপ্রাকৃত-দর্শনে তিনটি অবস্থা,—সাধকাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। সাধকাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গই সাধন। সেই সাধনাবস্থা আবার বৈধ ও রাগানুগভেদে দ্বিবিধ। সঙ্গ ও পূর্ব্বসুকৃতি-জনিত সুকৃতিফলে বিল্বমঙ্গলের রাগানুগা ভক্তিতেই লোভ হইয়া-ছিল। অন্য গ্রন্থে তিনি নিজ সাধনের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে তাঁহার প্রেমাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের সকল শ্লোকেই রাগানুগ ভক্তের অন্তর্দশা ও বাহ্যদশার পরিচয় রহিয়াছে।

অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে যখন বিল্বমঙ্গল ত্যাগা-সক্তি বা অদ্বৈতমার্গের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণভজনের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাই তিনি একটি সুন্দর শ্লোকে বলিয়াছিলেন,—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্থানকনিঃশ্রেয়স-সদ্মবীথ্যঃ।
ছত্রেণ রেণোরপি রক্ষণেন পাদাম্বুজা গোপবধূবিটেন॥

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ যাঁহা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-নিঃশ্রেয়স-সদন হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপ-বধূলম্পট শঠ-কর্ত্তৃক ছত্রচ্ছায়ে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপসংহারের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে তিনি ভোগময় জীবনের কাম্য ধর্ম্মার্থকাম এবং ত্যাগময় জীবনের কাম্য মুক্তি অতি আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-আশ্রয়কারীরই লভ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার রচিত এই শ্লোকটি হইতেও জানা যায় যে, তিনি প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ দর্শনকেই পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত দর্শনের সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোকটি এই—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (পূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন (ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, কেন না) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফল-দ্বারা) আমাদের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপ ভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আবশ্যকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপসংহার-শ্লোকে শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীনাম-ভজনেরই জয়গান করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীকৃষ্ণনামী—অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনামই শ্রীকৃষ্ণরূপী, শ্রীকৃষ্ণগুণী, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণলীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্বাভাবিক অকৃত্রিম স্মরণ হয়। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের স্তব বা কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে অমৃতবর্ষণ অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে বলিয়াই গ্রন্থের নাম "কৃষ্ণ-কর্ণামৃত" হইয়াছে। অতএব বিল্বমঙ্গলের সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী কীর্ত্তনের প্রভাবেই কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ সম্ভব হয়। তাই লীলাশুক কর্ণামৃতের উপসংহারে গাহিতেছেন,—

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
প্রণত-মনোনয়নামৃতাবতার॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯।১০৮)

হে ত্রিভুবন-মঙ্গল কৃষ্ণনাম-দেব তুমি জয়যুক্ত হও। হে ত্রিভুবন-মঙ্গল কৃষ্ণনাম হইতে অভিন্ন কৃষ্ণরূপ-দেব তুমি জয়যুক্ত হও। হে ত্রিভুবন-মঙ্গল কৃষ্ণনাম-রূপোদ্ভূত কৃষ্ণের অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-দেব তুমি জয়যুক্ত হও। কৃষ্ণনাম হইতে রূপোদয়, রূপ হইতে গুণোদয় এবং তদ্বৎ নাম-রূপ-গুণ হইতে লীলা-চরিতোদয়,—ইহা বাক্ত করিতেছেন। হে প্রণত-মনো-নয়নামৃতাবতার-স্বরূপ কৃষ্ণদেব-চরিত, তুমি জয়যুক্ত হও।

মহাকবি স্বয়ংই কর্ণামৃতের উপসংহারে জানাইয়াছেন,—

ঈশানদেবচরণারুণয়েন নীবী-
দামোদর-স্থির-মনস্তমকোদ্ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পলতান্তরেঽপি॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ৯।১১০)

ঈশান দেবের চরণারুণ, নীবী দামোদরের স্থিরমন-স্তবক হইতে উদ্ভব যে লীলাশুক, হে কৃষ্ণদেব! তাহার দ্বারা রচিত তোমার কর্ণামৃত কল্পলতান্তরেও ভক্তহৃদয়ে বহমান হউক।

লীলাশুকের রচিত কর্ণামৃত কল্পলতান্তরেও ভক্তহৃদয় হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। কর্ণামৃতের স্তুতি অনর্থ-যুক্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের কণ্ঠহার এবং তাঁহাদের ভজনের নিত্যসম্বল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণীর দশমখণ্ডে বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালে শ্রীমচ্চৈতন্যদাস গোস্বামি-বিরচিত বালবোধিনীটীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত এই গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রন্থের যে একটি অমূল্য ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। এতদ্-

ব্যতীত তিনি কর্ণামৃত গ্রন্থের বহু শ্লোক শ্রীরূপানুগ-ভজন-কারী ব্যক্তিগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া তাঁহার 'ভজন-রহস্য' গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে এই গ্রন্থের যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে ও হইতেছে। কামক্রোধাদক্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র কাব্য-মাধুর্য্য ভোগ করিবার জন্য কৃষ্ণের কর্ণামৃতকে কামময় বহির্মুখ কর্ণরসায়ন করিবার চেষ্টায় অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ ভক্ষণ করিতেছে। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া কামোপভোগের দুর্জ্জনীয় পিপাসা তাহাদিগকে ঐরূপ বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত একান্ত নিষ্কিঞ্চন অনর্থযুক্ত ভক্তগণেরই ভজনের গ্রন্থ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

ভক্তি দুই প্রকার,—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তির বিষয় কিছুই এ গ্রন্থে নাই। কেবল রাগানুগা ভক্তির সাধন যেরূপে হয়, তাহাই এই গ্রন্থ অনুশীলন করিলে জানা যায়। রাগানুগা ভক্তি রসভেদে চারিপ্রকার,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই গ্রন্থে কেবল মধুর রসে রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ আছে। বিল্বমঙ্গল মধুর রসে প্রবেশ করিয়া সেই মধুররস-সাধনের প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করত দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে মধুর রসের চরমাশ্রয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; পরোত্তর শত শ্লোকে ব্রজস্থ সাধকের মাধুর্য্য ও চাপল এই দুইটি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট। তদনন্তর শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাধার আনুগত্য ব্যতীত ব্রজরস দুর্লভ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেব-ভাবের উপাসনা নাই, ইহা ২২, ২৯, ১০০, ১০৫ প্রভৃতি সংখ্যক শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, চরিতভজনই ভজনক্রম, তাহা ১০৮ শ্লোকে দেখুন। স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন, এ রসে প্রবেশ করিতে হইলে পুরুষাদি প্রাকৃত-দেহ-সত্ত্বে ব্রজে স্ত্রীভাবে জন্ম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক, তাহা স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিল্বমঙ্গলের অপ্রাকৃত স্ত্রীভাবে ব্রজে গোপীর আনুগত্যই ইহার একমাত্র উদাহরণ-স্থল। রূপদর্শন-লালসা, কৃষ্ণস্পর্শন-লালসাদি এই রসে অতিশয় প্রবলা। এমন কি দর্শনাভাবে কখন কখন দশমী দশার পর্য্যন্ত উদয় হয়। ক্বচিৎ ক্বচিৎ সম্ভোগ এবং সময়ে সময়ে বিপ্রলম্ভের উদয় হইয়া এই রসকে আস্বাদিত করায়। শ্রীরাধা এবং তৎসিদ্ধপ্রিয়তমাদিগের সহিত কৃষ্ণের যে-সকল রমণীয় লীলা, তাহা ভাবনামার্গে ১০৬ শ্লোক হইতে আস্বাদিত হইতে হইতে কৃপা-দর্শন লাভ হয়। এই সময়ে সাধক-দশা উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধ দশার উদয় হয়। এই প্রকার স্বরূপ-সিদ্ধির চরমে কৃষ্ণকৃপা আসিয়া বস্তুসিদ্ধি উদয় করায়। তখন বস্তুতঃ নিত্যসিদ্ধ ব্রজে নিত্যসিদ্ধ গোপীদিগের সহিত সালোক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়া মহাভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত হয়, তিনিই কেবল এই রস আস্বাদন করেন। স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের যে ভজন, তাহা ১১২ শ্লোকে অর্থাৎ চরম শ্লোকে প্রার্থিত হইয়াছে। এই ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন। ব্রজবাসিনীদিগের কৃষ্ণ-সেবার অনুকরণে যে লোভ, তাহা বহু বহু সুকৃতিপুঞ্জের ফলস্বরূপ কৃষ্ণকৃপা হইতে হয় (৬৭,৭৫, ৯৯, ৯৬)। সেই লোভের সহিত একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও সরলতা সংযুক্ত হইলেই নিশ্চয় অতি শীঘ্র ফলোদয় হয় (১২, ১১, ৯০, ৪২)। কোন ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও বৈকুণ্ঠ-বিভব প্রভৃতি তুচ্ছকারিণী ব্রজজনানুগমিনা প্রতির উদয় হয়, তিনি যেন আর কৃষ্ণকর্ণামৃতকে সঙ্গ-ছাড়া না করেন। শ্রীরূপের উপদেশ এই—

তত্রাপ্যন্তঃ-চারণাদি-স্ফুরীকৃত্যৈ-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুগাসিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥
(উপদেশামৃত ৮ম শ্লোক)

কথিত হয়, শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী তিন খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শ্রীব্রহ্মসংহিতার এক অধ্যায়ের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের যে খণ্ড বা অধ্যায়টি শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আনিয়াছিলেন, তাহাই বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এই অধ্যায়ত্রয়ই প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত অধ্যায়-ত্রয়ের 'সুবর্ণচয়ক' নামক একটি টীকাও আছে। এই টীকার প্রণেতা পাপনন্দন (?) সূরি, পিতার নাম তিরুমলয় ভট্ট। উক্ত টীকার অধ্যায়ের অন্তে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রীপরমাকাশ্রনাথপারায়ণপারাধীন-পেরুপতিতিরুকমলভট্টোপাধ্যায়পুত্রেণ কোমতমাগর্ভস্তুতি-

মুক্তাবলিং পাপসমূহমুদিরং বিরচিতাভ্যাং কর্ণামৃতব্যাখ্যাভ্যাং
সুবর্ণচষক-সমর্পণাভ্যাং কৃতীভোষাভ্যাং।"

'সুবর্ণচষক' অর্থে—স্বর্ণ-নির্ম্মিত পান-পাত্র অর্থাৎ কৃষ্ণকর্ণামৃত রূপ উৎকৃষ্ট পানীয় স্বর্ণ-পান-পাত্রে পান করিবার উপযোগী।

'সুবর্ণচষক' টীকা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটককার শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামীর অগ্রজ শ্রীমৎ চৈতন্যদাস গোস্বামী 'বালবোধিনী' নাম্নী একটি টীকা রচনা করিয়া-

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'শ্রীকৃষ্ণরসদা' নাম্নী একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে লুপ্ত। আমরা 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখিতে পাই,—

বৃন্দাবনে ভট্টের (শ্রীগোপাল) যে বিস্তার বিলাস।
গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ॥
করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনি।
বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি'॥

(১ম তরঙ্গে)

'অনুরাগবল্লী' নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকার সম্বন্ধে শ্রীগোপালভট্টের এইরূপ উক্তি আছে,—*

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥
যাহার বর্ণনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার।
রসপরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার॥
সে টীকায় মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক।
লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোকে॥
আপনা পাসরি রহে চকিত হইয়া।
পুলকাদি অঙ্গ বহে মুখ বুক বাঞা॥

তথাহি শ্লোকৌ—

চূড়া-চুম্বিত-চারু-চন্দ্রক-চমৎকার-ব্রজ-ভ্রাজিতং
দীব্যদ্বক্ত্র-মকরন্দ-পঙ্কজ-মুখং ভ্রূনৃত্যমিন্দীবরম্।
রত্নাবেণু-সুমূল-ঘোষ-বিলসদ্বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যোপরি টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ॥

আমি শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জবিহারিণী সুমনোহর শ্রীরাধিকা প্রিয় এক পরমজ্যোতিঃস্বরূপ বস্তুর সন্তোষ উৎপাদন করিতেছি। তাহা চূড়াদেশস্থিত সুন্দর শিখিপুচ্ছদ্বারা বিচিত্রিত, ভ্রূযুগলের নৃত্যযুক্ত এবং ইন্দীবরশ্যামল। তাঁহার বিলাসযুক্ত মুখকমল মকরন্দ পরিপূর্ণ এবং বিম্বফলতুল্য অধরৌষ্ঠ সমাসক্ত বেণুমূলের দীপ্তিদ্বারা বিলসিত রহিয়াছে। দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা-নাম্নী এই টীকা প্রণয়ন করিতেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের "সারঙ্গ-রঙ্গদা" নাম্নী একটি টীকা রচনা করিয়াছেন, ঐ টীকাটি একশত বারটি শ্লোকের উপর। কর্ণামৃতের ১১২টি শ্লোকই বঙ্গদেশে প্রচারিত। শ্রীযদুনন্দন দাস নামক একজন পদকর্ত্তা সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা অবলম্বনে ত্রিপদী ও পয়ারছন্দে একটি ভাষা রচনা করিয়াছেন। সেই ভাষা-ভাষ্যের প্রথমেই তিনি বিষমঙ্গলের পূর্ব্ব চরিত্রের আখ্যায়িকাটি প্রদান করিয়াছেন। এই যদুনন্দন দাসই "কর্ণানন্দ" গ্রন্থ-লেখক এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য বলিয়া কাহারও কাহারও মতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থানে কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকর্ণামৃত আ ১।৫৭; ম ২।৪৮, ৬১, ৬৪, ৭৪; ২১।১০৬; ২৩।২৯, ৩২; অ ১১।৫১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ পাওয়া যায় :—

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা॥
(চৈঃ চঃ ম ১।১২০)

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥ (চৈঃ চঃ ম ২।৭৭)

* এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বা অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে এখানে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীগোপাল ভট্ট টীকার উল্লেখ-প্রসঙ্গ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে "কৃষ্ণ-কর্ণামৃত"।
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল॥
কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যারা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি॥
'ব্রহ্মসংহিতা,' 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা।
মহা ঘর করি' পুঁথি আইলা লঞা॥
(চৈঃ চঃ ম ১৭।৩৫-৩৯)
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥
(চৈঃ চঃ অ ১৩।১৭)

প্রচার-বার্ত্তার বিবিধ প্রসঙ্গ

"গৌড়ীয়" প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইলেও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার-বার্ত্তা ও বহুমুখী পারমার্থিক প্রসঙ্গের সমস্ত সংবাদ "গৌড়ীয়ের" ক্ষুদ্র কলেবরে সময়মত প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিকথার মন্দাকিনী ধারা যেরূপ অবিশ্রান্ত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র দূরে থাকুক, "দৈনিক-প্রকাশের" ন্যায় দৈনিক সংবাদপত্রও সেই প্রবাহের সহিত সমগতি সংরক্ষণ করিতে অনেক সময়ই সমর্থ হন না। এই জন্যই প্রভুপাদ অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থিক সংবাদপত্রসমূহের প্রতি প্রহরে এক একটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে এই প্রবল প্রচার-গতির সহিত সংবাদপত্রসমূহ অন্ততঃ কিছুটা সমগতি সংরক্ষণ করিতে পারিত।

শ্রীল প্রভুপাদ অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সকল উপদেশ, সকল কথা সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে —যেরূপ মেধা বুদ্ধিরও আমাদের একান্ত অভাব; তাহার উপর আবার যতটুকু সংরক্ষিত হয়, তাহাই এত বিপুলাকার ধারণ করে যে, সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"পত্রের ক্ষুদ্রকলেবর তাহা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল ভ্রমণ-বিবরণ, হরিকথা, বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, বিভিন্ন প্রচার-বার্ত্তা গৌড়ীয়-ভাণ্ডারে বিপুলাকারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এখনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। যদিও "সরস্বতী-আরতি"র মধ্যে সেই সকল অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে, তথাপি তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হইলে পিপাসা মিটিবার নহে।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় প্রতিবৎসরের ন্যায় এক সপ্তাহ কাল গৌড়ীয় বন্ধ থাকায় উৎসবের পূর্ব্বের ও পরের প্রচারবার্ত্তা এত সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে এবং তদুপরি নূতন নূতন প্রচারবার্ত্তার বিপুলতরঙ্গ এরূপ প্রবলভাবে নিত্য আসিয়া পড়িতেছে যে, অনেক সময় পূর্ব্বের সংবাদগুলি রাখিয়াই কিছু কিছু নূতন সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অথচ পূর্ব্বের সংবাদসমূহ গৌড়ীয়ের স্তম্ভে প্রকাশিত না হইলে প্রচারের অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রদর্শনের পক্ষে ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এজন্য আমরা সঞ্চিত পুরাতন প্রচার-প্রসঙ্গসমূহ অতিসংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পারমার্থিক-প্রসঙ্গ জাগতিক-প্রসঙ্গের ন্যায় নহে, তাহা পচা অপাঠ্য সংবাদ নহে। পারমার্থিক প্রসঙ্গ নিত্য ও চিরদিনই সমাদরোচিত, ইহা আমরা সেদিনও "গৌড়ীয়ের" সাময়িক প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

জগতের লোক জাগতিক নানাপ্রকার বন্ধনের কার্য্যে, আত্মপাতকর বহির্মুখ সাংসারিক সুখকাষ্ঠে আত্মবলির দিনে নানাপ্রকার উৎসবাদি করিয়া জগতে বহুমানিত হন, আর হরিসেবকগণ মুকুন্দসেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে কামমনোবাক্যে দণ্ডিত করিবার উপদেশ লাভ করিয়া বিশ্বমঙ্গল-বিধানে বহির্গত হন; সুতরাং এই বহির্মুখ যুগে তাঁহাদের ভুবনমঙ্গলকর কার্য্যের সংবাদ কখনও সংকীর্ণ অপ্রয়োজনীয় সংবাদ নহে; পরন্তু তাহা বিশ্বমঙ্গল

[illegible]-সংবাদ। বহির্মুখ গণতন্ত্রিকার কৌতূহলের ইন্ধন-সরবরাহকারী বলিয়া সর্ব্বসাধারণস্বত্বিকল্পে অভিনন্দিত গ্রাম্য সাহিত্যিকের গ্রাম্যসাহিত্যপ্রকাশের সংবাদ আমরা সার্ব্বজনীন সংবাদ বলিয়া মুদ্রিত করিতে চাহিলেও বস্তুতঃ ঐসকল সার্ব্বজনীন সাময়িক পত্রের প্রচারকার্য্যে বীজাণুসমষ্টি বা ভীষণ শত্রু। পারমার্থিকতার

ভগবদ্বিদ্রোহমূলক যে-সকল প্রস্তর ধর্ম্মব্যক্তিতা বর্ধাকৃষ্টিত সমন্বয়বাদের প্রহেলিকা লইয়া সর্ব্বজনমনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাও সমাজধাতৃকার অন্তর্যামকারী কালাপাহাড় স্বরূপ। ইহা একদিন না একদিন সমাজ চুরমার করিয়া ফেলিতে পারিবে। ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পারমার্থিকের কথা "সাম্প্রদায়িকতা" বলিয়া অট্টহাস্যের বায়ুতে ন্যূনাধিক নিরাসিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আসামে—গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ১৯০৩) আসাম প্রদেশে কামরূপ জেলার অন্তর্গত টিহু নিক ষ্টেসনে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতিস্থলে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি মহোদয় 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার' সম্বন্ধে অসমীয়া ভাষায় একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। দুই-দিবসই সভায় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নবনারায়ণ দেব গোস্বামী বি-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সদানন্দ দেব-শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভবানীমোহন দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিনন্দি মণ্ডল দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম মহাজন দেব গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সভার কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রাজখোয়া, শ্রীযুক্ত মাধবীশ দাসাধিকারী ও শ্রীঅঙ্গন-চন্দ্র ভক্তের সেবা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বড়ফলে—অতঃপর মহারাজ খুলনাসহরে প্রচারের পর গত ৮ই জানুয়ারী ঐ জেলার বড়ফল গ্রামে বক্তৃতা এবং হায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা

বলাখাল ও হাজিগঞ্জে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১২ জানুয়ারী, ১৯০৪ ঢাকা হইতে রওনা হইয়া বলাখাল ও হাজিগঞ্জ অঞ্চলে কিছুকাল প্রচার করেন। বলাখাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাসাধিকারী বি-এ মহাশয়ের গৃহে একদিন হায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হয়। স্বামীজী তৎপর চাঁদপুর হইয়া ষ্টীমার-যোগে খুলনা-সহরে প্রচারার্থ গমন করেন।

ষোলঘরে—গত ৩০ পৌষ (ইং ১৪।১।০৪) রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ঢাকা-জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ষোলঘর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ পাল মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তদীয়ভবনে গমন পূর্ব্বক একসপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রবিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত পাঠ হইয়াছিল। পৌষ-সংক্রান্তিদিবস লৌকিক অনুষ্ঠানাদিতে নানাপ্রকার ভোগ-সুখে ব্যাপৃত হইবার পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তনমুখে স্বামীজী বলেন—জীবনের যে মুহূর্ত্তে সাধুসমাগমে হরিকথা শ্রবণের সুবিধা হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ভগবৎকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বময় বিচার-কলাবলম্বনে হরিকথা-শ্রবণে বিরতি কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। মায়ার সহিত বহির্মুখ আমাদের সংক্রমণ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উহার অন্ত হইতে হইবে না। যাহাতে ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়া মায়া হইতে উৎক্রান্তি-দশা লাভ হয়, তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষ্ণানুশীলনই আমাদের জীবনের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য; অন্যান্য যাবতীয় কর্ত্তব্য নৈমিত্তিক, সুতরাং তজ্জন্য ব্যস্ততা মঙ্গলাবহ নহে। মহারাজের সপ্তাহকাল পাঠের বিবরণ ত্রৈমাসিক নবীনপ্রকাশে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকায়—ঢাকা-জগন্নাথ-কলেজের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কটকবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] (এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ [illegible]) মহাশয়ের 'বাসা' ভবনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] M. A., B. E. D.; ডাক্তার

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট অফিসার), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু P. W. D. Accountant; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার নাথ, ঐ; শ্রীযুক্ত শশীশেখর রায় কন্ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর লৌকিক বিনয় প্রশংসার্হ।

সিন্ধুদেশে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ পাঁচজন ভক্ত-সহ গত ১০ মাঘ (ইং ২৪।১।৩৪) বুধবার লাহোর মেলে করাচী হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস জোর ৬টায় শিকারপুরে উপস্থিত হন। করাচীর সিন্ধি, পার্শী, গুজরাটী ও ইংরাজী সংবাদ-পত্রে স্বামীজীদ্বয়ের চিত্রসহ প্রচার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পত্রের সম্পাদকগণ শ্রীল প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীআদেশসহ নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কানাইলাল নামক এক ব্যক্তি মহারাজদ্বয়ের প্রচারে নানাপ্রকার সহায়তা করিয়াছেন

খুলনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ গত ১০ মাঘ (ইং ২৪।১।৩৪) বুধবার বড়দল বাজারে শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাসাধিকারী মহাশয়ের আবাসে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচার করেন। পরদিবস উক্ত বাজারে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসায়ও ছায়াচিত্রে হরিকথা হইয়াছিল। স্বামীজী ১২ মাঘ (ইং ২৭।১।৩৪) শুক্রবার উক্ত জেলার ঘুরুটী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দিল্লীতে—দিল্লী গৌড়ীয়মঠে গত ১২, ১৩ ও ১৪ মাঘ (১৩৩০) যথাক্রমে ভৈমী একাদশী, শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথি যথাবিধি পালিত হইয়াছেন।

মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক ভারতী (বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃৎ দুর্দ্দাশ্রমী মহারাজ) গত ১১ জানুয়ারী (১৯৩৪) হিন্দুকলেজের দর্শন-শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি, সি, মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সহিত 'বৈষ্ণব দর্শন' সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা আলাপ করেন ও রামকৃষ্ণ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে কলিহত মুমুক্ষুজীবের সাধুসঙ্গে হরিনামই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইয়া দেন। ২৬ জানুয়ারী (১৯৩৪) হিন্দুকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ, কে, মুখার্জী এম্-এ (অক্সফোর্ড), অধ্যাপক এ, ভট্টাচার্য্য এম্-এ, অধ্যাপক বি, এন্ গাঙ্গুলী এম্-এ প্রভৃতি মহাশয়গণের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৭ জানুয়ারী (১৯৩৪) বর্ত্তমান হাই-কমিশনার মিঃ বি, এন মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে মুক্তবৈরাগ্যের কথা আলোচনা করেন। ঐ দিবস ২৮ পরগণার সাব্‌জজ অফিসার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী এম্-এল্-এ মহাশয়ের সহিতও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্ঘবদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ করেন।

শিকারপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ গত ১৩ মাঘ, ১৩৪০ (ইং ২৭।১।৩৪) রবিবার সিন্ধুপ্রদেশস্থ শিকারপুরের "দেবীময়ী গার্লস্‌কুলে" শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য পাঠ করেন।

শিকারপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ গত ১৪ মাঘ (ইং ২৮।১।৩৪) রবিবার করাচী শিকারপুর একাডেমি হাইস্কুলে 'প্রার্থনা' সম্বন্ধে বেলা ৪ ঘটিকার সময় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রা সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮ মাঘ (ইং৩০।১।৩৪) মঙ্গলবার শ্রীপাদ গভস্তিনেমি মহারাজ কেসরামজুনানী হলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শিক্ষা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার অবসানে ব্রহ্মচারী সত্য-বিগ্রহের কীর্ত্তন হয়।

১৬ ও ১৭ মাঘ শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা-হাইস্কুল ও শিকারপুর কলেজে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কলেজের প্রিন্সিপাল স্বামীজীকে পুনরায় কলেজ হোষ্টেলে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাহাতে স্বীকৃত হন। সিন্ধুদেশবাসীর সাধুসেবায় বড় আছে। সাধুদের জন্য তাঁহারা বড় বড় ধর্ম্মশালা করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে সাধুরা যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা আছে।

মোটর-পথে কাশী হইতে কলিকাতায়—কাশী-সনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও সৎশিক্ষা-

প্রদর্শনীর কার্য্য-সমাপনান্তে কতিপয় প্রচারক হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'ফিয়েট' মোটর ও 'শ্রীরাম মায়াপুর' বাসযোগে গত ৩১ জানুয়ারী কাশী হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

খুলনায়—২২ মাঘ (ইং ৫।২।৩৪) সোমবার খুলনা জেলার অন্তর্গত রঘুনাথপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাস মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তথায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ অরুণ মহারাজ "শ্রীচৈতন্যের দয়া" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৩ মাঘ (ইং ৬।২।৩৪) মঙ্গলবার বেতুলীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন হালদার মহোদয়ের বাটীতে স্বামীজীর বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে—(গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪০৫ পৃষ্ঠায় ২৬ মাঘের প্রচার দ্রষ্টব্য)। ২৮ মাঘ, (ইং ১১।২।৩৪) ১০৪০ রবিবার মেদিনীপুর জেলার সুন্দরপুর নামকস্থানে ডাক্তারশ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যা মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ প্রৌঢ়ী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবহূতি সংবাদে জীবগতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৯ মাঘ ঐ বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান হইতে সঙ্কেতির-দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের কথা কীর্ত্তন করেন।

১লা ফাল্গুন, বুধবার 'বড় কলকাই' নামকস্থানে শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কালনায়—গত ৭ ফাল্গুন (ইং ১৯।২।৩৪) সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীধাম মায়াপুরের প্রাচীন ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিতপাকর মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ কালনায় প্রচারে গিয়াছিলেন।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি মহোদয় কএকজন মঠসেবক সহ কলিকাতা হইতে 'সুরধুনী' মোটরলরযোগে কালনায় আসিয়া শ্রীমৎপর্ব্বত মহারাজের সহিত মিলিত হন।

পাকুটিয়া গ্রামে—গত ১০ ফাল্গুন, ১৩৪০ (ইং ২২।২।৩৪) বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাকুটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদারবাবু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঢাকা জেলার বালিয়াটি-গদাই-গৌরাঙ্গমঠের রক্ষক ব্রহ্মচারী অমায়িকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় ভবনে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বড়সাহড়ায়—গত ১৪ ফাল্গুন (ইং ৮।২।৩৪) সোমবার কার্ত্তিক-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বড়সাহড়া গ্রামে "ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে এবং তৎপরদিবস "গীতার গান" সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় ৪০০ সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সাধারণ ব্যক্তি এবং মুসলমান প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত হইল। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের প্রতি-সূচক একটি অভি-নন্দন স্বামীজীকে প্রদান করেন।

বড়সাহড়া গ্রামনিবাসী প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ তীর্থ, হারাধন চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরত্ন, রজনী কান্ত মিশ্র, দুঃখীশ্যাম কোচ, তারকচাঁদ মাইতি, ভুবন চন্দ্র নায়ক, বড়েশ্বর রায়, পেলারাম রায়, জীবনরাম মণ্ডল, সেখ গোলাম মিয়া, সেখ ফৈজুদ্দিন মিয়া, মুকুন্দবিহারী মাইতি হেড্‌পণ্ডিত, সান-সাহড়া-নিবাসী প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মালপাড়বাসী টাকীর জমিদার বঙ্কিমচন্দ্র রায়, মালপাড়-নিবাসী তারিণী চরণ সামন্ত, ভূঃ-নিবাসী শ্রীপতিচরণ মেইকাপ্, সারদা প্রসাদ মেইকাপ্, আহড়াঙ্গা-নিবাসী জীবন চাঁদ মাইতি, এড়াইল নিবাসী অদ্বৈত চাঁদ ওঝাপ্রভৃতি বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভুবনমঙ্গলদানের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করেন।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

ভুবনেশ্বরে—গত ১৪ মাঘ (ইং ২৮।১।৩৪) রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ-

কাল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য পাঠ-কীর্ত্তন হইতে থাকে। বেলা ৪ ঘটিকার সময় সমবেত বাঙ্গালী ও উৎকল-বাসী সহ বাক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। চাকা কলাকোপা-নিবাসী শ্রীযুত কিশোরীমোহন রায় এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীধাম মায়াপুরে—গত ২১ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি গোবিন্দপঞ্চমী পালন করিয়াছেন। প্রাতে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বরূপিকারানন্দজী ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর মহাশয়ের মূল গায়কত্বে কীর্ত্তন ও তৎপর নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয়। বেলা ১টা হইতে ৩৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ বিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় 'আচার্য্যের কীবে দয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মাদ্রাজে—গত ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বিভূষিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হলে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজার আয়োজন হয়। বেলা ১০টা হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। ভোগারাত্রিকের পর আমন্ত্রিত বহু সজ্জনকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সজ্জন-গণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হলের অধিষ্ঠাতা ব্যাঙ্কার্স্তোকেট মিঃ টি, এস্, স্বামিনাথম্ আয়ার এম-এ, বি-এল; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বনাথম্ আয়ার, রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় পাই; চাকা-শক্তি-ঔষধালয়ের কবিরাজ ডাঃ কে, সি, ভট্টাচার্য্য কবিরঞ্জন; সেন্ট্রাল গভর্ণ-মেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, জি কৃষ্ণস্বামী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট টি, রাঙ্গা গোপালাচারী; সি-ভব্লিউ-ডি ইঞ্জিনীয়ার টি, পি, কৃষ্ণ আয়ার, ব্যাঙ্কার্স্তোকেট নরহরি নারায়ণ, ডাঃ মধুসূদন রাওজী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এবং দীনদরিদ্র প্রসাদ-সেবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনস্থলে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য বহন করেন।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে পুনরায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরমপূজ্য, গুরুবন্দনাদি কীর্ত্তিত হইবার পর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত কি, কি কৃষ্ণ আয়ার মহা-শয়ের চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক (যিনি সম্প্রতি বঙ্গভাষাভাষিগণকে কৃতিত্বপূর্ণ বাণী শ্রবণ করাইয়া সুখ্যাতিপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইতঃপূর্ব্বেই অতি অল্প বয়সে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যের বহু রাজা-মহারাজার নিকট হইতে বহু সুবর্ণপদক ও সম্মান লাভ করিয়াছেন) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বেলোয়ারযোগে সুললিতস্বরে কৃষ্ণমহিমা গান করেন। তৎপর শ্রীযুক্তা বিশালাক্ষী আয়ঃ বীণাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গান করেন। অতঃপর ইংরাজী, বাংলা, আসিয়ন, তেলেগু, মালায়ালাম, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রগাথাপূর্ণ অভিভাষণাদি পাঠ হয়। পাঠান্তে আনুষঙ্গিক দর্শন করিয়া সমবেত সজ্জনগণ বিচিত্র প্রসাদ-সম্ভার লাভ করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তি-বিকাশ প্রভৃতি উদ্যম ও মঠ-সেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

আসনাবোড়ায়—গত ২১ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) আসনাবোড়া প্রভুপাদাশ্রমে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, শ্রীযুক্ত যতিরাজ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দাসা-ধিকারী মহাশয়গণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইঁহাদের সহযোগে গত ১৩ ও ১৪ মাঘ তারিখে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসবও সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিকারপুরে—গত ২১ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-প্রধান-মুখে শ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

আসামে—আসাম প্রদেশের শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্রসমূহ গোয়ালপাড়া-প্রভুপাদাশ্রম ও সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ প্রমুখ ভক্তগণের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ময়মনসিংহে—শ্রীল ভক্তিগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-তিথি পালিত হইয়াছে। মহামন্দির ধ্বনি নিনাদিত সমবেত-স্বরে শ্রীগুরু-প্রণাম মন্ত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরম্পরায়, গুর্ব্বষ্টক, "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়ে তব এই দাসে কৃপালেশা অভিলাষ" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ডাক্তার ও বৃদ্ধ ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে আহূত হইয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের কথা আলোচিত হয়। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

অমর্দিতে—গত ২১ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) রবিবার শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে অমর্দি গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিয়ামকত্বে একটি মহোৎসব হইয়াছে। যথাবিধি কীর্ত্তন-মুখে আচার্য্যের আলেখ্যার্চ্চা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি অনুষ্ঠানান্তে সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পাঠ ও তাঁহার আচার্য্যোচিত কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ৯টার সময় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র, ডাক্তার রতনীকান্ত চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পট্টনায়ক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলালনাথে—আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত সুদর্শন পাণ্ডার উদ্যোগে গত ৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া-ছিল। পূজা, ভোগরাগাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পর নিকটস্থ ৪।৫ গ্রামের প্রায় তিন শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত নবম অধ্যায় পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। ব্রহ্মগিরি হাসপাতালের ডাক্তার বাবু, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, থানার সাব্ ইন্‌স্পেক্টর, অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং গ্রামবাসিগণ উৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

বালিয়াটিতে—বালিয়াটি হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ কুণ্ডারী বি-এ মহাশয় জানাইয়াছেন—গত ২১ মাঘ, ১৩৪০ রবিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীল গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মানবেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য শ্রীমূর্ত্তি একটি মনোহর পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা অতিসুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। যথাবিধি শ্রীব্যাসপূজা সমাপ-নান্তে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারী অনাদি কৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রীকে একটি উদ্বোধনসঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' কবিতা ও 'আচার্য্য-আরতি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী রবিবাসর বাংলা কবিতায় 'দীনের অর্ঘ্য' এবং আসামী ভাষার পদ্যে রচিত 'প্রস্তাবনি,' 'ভক্তার্ঘ্য' ও 'কীর্ত্তনাত্মিক' কবিতাত্রয় ও গদ্যে রচিত 'ভক্তার্ঘ্য' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মমাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর সমবেত বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেবকগণ ও জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী-মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

সরভোগে—আসাম প্রদেশের অন্তর্গত সরভোগ গৌড়ীয় মঠে গত ২১ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভক্ত শ্রীনিবিলানন্দ ব্রহ্মচারী-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ভক্ত শ্রীভক্তেশ্বর দাস শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। খোল, করতাল ও পাশ্চাত্য ঐকতান বাদ্য-বাদকসঙ্ঘ-সহ একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'কুসুমের ডালি' নামক শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশে রচিত অভিনন্দন পাঠ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়া দয়ার কথা কীর্ত্তন হয়। উৎসবে সমাগত বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভুবনেশ্বরে—শ্রীভুবনেশ্বর ভিত্তিগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যের বার্ষিক পুরী আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব ও তীর আবির্ভাব-তিথি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, পাঠ এবং উৎসবে সমবেত সজ্জন-গণকে মহা প্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীধামমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে—গত ২১ মাঘ (ইং ৪।

[illegible] দিবস শ্রীশ্রীআচার্য্য-প্রকট-

তিথি-পূজোপলক্ষে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের নবনির্মিত সেবক-ঘরের দ্বারোদ্ঘাটন মহোৎসব সাম্বতশাস্ত্র-বিধানানুসারে মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীমঠে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীমূর্তির নীরাজন, উষঃ-কীর্তন, অর্চন এবং যথাসময়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্চন ও পুষ্পাঞ্জলি-দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি ষোড়শোপচারাদি অনুষ্ঠান যথাবিধি হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মঠে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত সচন্দন-গন্ধপুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুশোভিত ও অর্চিত হইয়া বিরাজিত ছিলেন। যথাসময়ে গুরুপাদপদ্ম-বন্দনা, গুরু-ষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রকীর্তন-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় বঙ্গভাষায় লিখিত উদ্বোধন পাঠ করিবার পর শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপায়ন-প্রধান-মুখে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর অন্ধ্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে হ্যাড্‌কোর্টার শ্রীমদ্ আচার্য্যা ইউপ্রীভেঙ্কট সেবাপরাধম্ গদ্য তেলেগু-ভাষানুদিত উপায়ন পাঠ করেন। সাড়ে ৩য় ঘটিকা হইতে 'শ্রী'সম্প্রদায়-ভুক্ত আচার্য্য শ্রীমৎ সেবা-পরাধম্ গদ্য ও হ্যাড্‌কোর্টার সি এইচ গোপীনাথম্ গদ্য ক্রমান্বয়ে তেলেগুভাষায় দুইটি বক্তৃতা-দ্বারা ব্যাসপূজার নিত্যতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য, গৃহপ্রবেশ ও মঠপ্রবেশের পার্থক্য নিরূপণ ও অন্য ব্যক্তিগণের ভ্রান্ত-ধারণার সংশয়ছেদনমুখে সভার কার্য্য সমাধা করেন। ৭ম ঘটিকায় সন্ধ্যারাত্রিক ও ১০ম ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য—

আই, ডি, সাহনা পান্ডল্ রিটায়ার্ড ডেপুটি কালেক্টার; সি, গুরু মূর্ত্তি আইয়া পুলিশ সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর; হরি-পাদরায় শাস্ত্রী ডি, লি ও এডুকেশন অফিসার; সি বীররাজু গারলু বি-ই, এল্-টি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর; সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল; স্থানীয় হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার; হ্যাড্‌কোর্টার এম্, ডি, সুব্বারাও; হ্যাড্‌কোর্টার ডি সত্যনারায়ণ; হ্যাড্‌কোর্টার পলা সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি; হ্যাড্‌কোর্টার কে রামানুজাচারী; হ্যাড্‌কোর্টার সি, এইচ গোপীনাথম্, হ্যাড্‌কোর্টার ইউপ্রীভেঙ্কটাচারম্; হ্যাড্‌কোর্টার নাগেশ্বর রাও; সাব্ পোষ্টমাষ্টার; সাব্ইন্‌স্পেক্টার; সাব্-রেজিষ্ট্রার; ওয়াই এস্টেটের সাহসু জমিদার এবং এতদ্ব্যতীত হাইস্কুলের বহু শিক্ষক, লীডার ও লোকাল বোর্ডের ডাক্তার, হস্‌পিটালের ডাক্তার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। নাম্বা লি ভেঙ্কট স্বয়ম্বু ও নাডাপলি কৃষ্ণমূর্ত্তি পাত্র ব্রাহ্মণদ্বয়ের সপরিবারে আন্তরিক বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

পুরুষোত্তম-মঠে—পুরী হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম পুরীস্থিত পুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নতনু চরিত-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় সজ্জনমণ্ডিতা সভায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী মহোদয় পুরুষোত্তম মঠসেবকগণের পক্ষ হইতে উৎকলভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। পাঠের পর "নিতাইপদকমল" প্রভৃতি পদাবলী এবং মহা-মন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কটকে—কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে গত ২৩ মাঘ (ইং ৪।২।৩৪) শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভামণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া উচ্চাসনে স্থাপন করা হয়। নিখিলবিশ্বগুরু শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী মহারাজের নির্দ্দেশ-ক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ক্ষত্রিয়ন্ত্র মহোদয় একটি বক্তৃতা-প্রধান-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। অতঃপর স্বামীজী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং অন্যান্য মঠসেবকগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। অতঃপর অভিনন্দন পাঠাদি হয়। স্বামীজী তাঁহার স্বরচিত "শ্রীব্যাসপূজার তিনটি অর্থ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি 'গড়মাথী' সম্পাদক মহোদয় উৎকল ভাষায় অনূদিত করিয়া 'গড়মাথী' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। পঠিত অন্যান্য অভিনন্দন-পত্রের মধ্যে ব্রহ্মচারী ব্রতিশেখর ও যথানিধির উৎকল ভাষায় রচিত যথাক্রমে 'আবির্ভাবে' ও 'শ্রীব্যাস-পূজা' প্রবন্ধদ্বয়, শ্রীমনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর 'পূজা ফুল',

শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারীর 'শক্তিপ্রদীপ', শ্রীনবীনকৃষ্ণ রায়ের 'বিজ্ঞানেশ্বর', শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রেমপ্রসূন', শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপব্রহ্মচারীর বিজ্ঞানপ্রশ্ন, শ্রীউজ্জলচন্দ্রমানব কাব্যতীর্থের (বর্তমান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ) 'পুরাণী', শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়ের 'বিজ্ঞানেশ্বরী' ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভাগবতরত্ন মহাশয়ের 'আচার্য্য-আরতি' উল্লেখযোগ্য। অতঃপর পাঠ্যাংশ শ্রীমদ্ বিলাস বিগ্রহ করিয়াছেন, শ্রী পুরীমহারাজ ও শ্রীমদ্ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির মনোজ্ঞ 'শ্রীব্যাসপূজা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতাদে উপস্থিত প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সভায় উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ প্রসাদ মিত্র এম্-বি, ডি-টি-এম্; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এম্-এ, বি-ই ডি শিক্ষক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক; শ্রীযুক্ত নীরেন্দু মিত্র সাব্-এডিটর অমৃত বাজার পত্রিকা; ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মহাশয়; শ্রীযুক্ত রত্নাকর সংপতি, শিক্ষক; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস বি-এ, পি-ডব্লিউ-ডি একাউন্টান্ট, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রে নাথ বসু [illegible] শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বি-এ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সুরের নাথ এসিস্টেন্ট্, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র রায় বি-এল; শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ; শ্রীযুক্ত অভিরাম মহাপাত্র শিক্ষক; শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ ঘোষ ক্যাসিয়ার; ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল বর্দ্ধন; শ্রীযুক্ত বাসুদেব রথ ওভারসীয়ার; শ্রীযুক্ত নীলমণি মহাপাত্র—কন্ট্রাক্টার; শ্রীযুক্ত মদন মোহন মহারাণা জুয়েলার্স; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাত্র জুয়েলার্স প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

খুলনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নির্দ্দেশ-মতে গত ২১ মাঘ ও ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার অন্তর্গত মেদুলীগ্রাম নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মুখে যথাবিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা-পূজা, ভোগরাগ এবং প্রসাদ-বিতরণাদি-মূলক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটি সভা আহূত হয়। সর্ব্বপ্রথম বড়দল হইতে আগত শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাসাধিকারী মহোদয় মেদুলী বড়দলবাসী ভক্ত-বৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীল শ্রীগুরুপাদের উদ্দেশ্যে একটি অভি-নন্দন প্রদান করেন। অতঃপর অনেক ব্রহ্মচারী 'শ্রীব্যাস-পূজা' সম্বন্ধে সেদিবসোপযোগী বক্তৃতা করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি এবং তৎপর সমবেত সজ্জনগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সাহিত্য

আমরা সানন্দে জানিতে পারিলাম যে, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের ভক্ত-সেবা-সাধনায় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের কতকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত 'গুর্ব্বষ্টক', শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু কৃত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' ও 'শ্রীনামাষ্টক', শ্রীমদ্ভাগবতু-কৃত 'শ্রীশিক্ষাষ্টক', শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-কৃত 'শ্রীমনঃশিক্ষা', শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু কৃত 'শ্রীউপদেশামৃত', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃত 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা', শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'শ্রীনবদ্বীপ', ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর কৃত 'শ্রীগুরু-বন্দনা' ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটি ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি ইংরেজী উৎকৃষ্ট রচনা প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে সরল ইংরেজী ভাষায় "Career and Activities of Sree Krishna Chaitanya and His Teachings" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই সকল গ্রন্থ অবিলম্বেই লণ্ডনের মুদ্রাযন্ত্র-সমূহে মুদ্রিত হইয়া পাশ্চাত্য-দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ"

আগামী কল্য ২৩ বৈশাখ রবিবার-দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক

রমা প্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" বিষয়ে ছায়াচিত্র-সংযোগে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন, ইহা রাজর্ষি কুমার পরমবিদ্বান্ রায় যতীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবিকান্ত সান্যাল এম্-এ, মহাশয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র হইতে আমরা জানিতে পারিলাম। কলিকাতা-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ভারনিধি এম্-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন শুনিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। সভাপতি ও বক্তা উভয়েই সুযোগ্য ব্যক্তি এবং অনামধন্য সুধী ও সুমনীষী। আশা করি, তাঁহারা প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদাই সংরক্ষণ করিবেন। আমরা জন-সাধারণকে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সংবাদ-সংগ্রহ

"অমৃত বাজার পত্রিকা" ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪ বৃহস্পতিবার-সংখ্যায় "Location of Mahaprabhu's Birth-place" শীর্ষক একটি সংবাদে অনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহোদয়ের ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে যোগদানের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর-সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

"আনন্দবাজার" পত্রিকার ১২ বৈশাখ, ১৩১১ (ইং ২৬।৪।০৪) বৃহস্পতিবার-সংখ্যায় "শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের অবস্থিতি" শীর্ষক সংবাদেও উক্ত বক্তৃতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিতের পদ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাশয় বরণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিমল চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার, হরিসেবা প্রবৃত্তি ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন-সংযোগ ছাত্রগণের আদর্শরূপে গৃহীত হইলে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিতে পারিবে।

পরবিদ্যাপীঠ

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণ-সাঙ্খ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ও সর্ববিষয়ে সুনিপুণ পণ্ডিতের অধ্যাপনায় বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠেও কতিপয় বিশিষ্ট প্রাচীন সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থের অনুবাদাদি কার্য্য হইতেছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সূচীও দ্রুতবেগে মুদ্রিত হইতেছে। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের পূর্ব্বেই সমগ্র বিস্তৃত সূচীটি প্রকাশিত হইবে। সাধককণ্ঠমালার আর একটি নব সংস্করণ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে ছাপা হইতেছে।

ছায়াচিত্র

কলিকাতা-ধর্ম্মতলার সুপ্রসিদ্ধ ফ্রেন্ড-অব্-কানাইয়িং ওয়ার্কস্ কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কৌশলার্থ তাঁহার বহু ব্যয়ে ও অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ক চিত্রাদি সম্বলিত ছায়াচিত্র-যন্ত্রটি (Lantern) প্রদান করায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সদস্যগণের পক্ষ হইতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিয়ত-সুহৃৎ বান্ধবতা-সহকারে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার সত্যানুসন্ধান-স্পৃহা এবং সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

কাশীতে ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৮শে এপ্রিল, ১৯০৪ কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া উক্ত দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে 'বাধাবাদ-খণ্ডন ও শুদ্ধভক্তির অখণ্ডনীয় বিচার'-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাহাতে কর্ম্মকাণ্ড বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই কাশীতে আগমন করেন। এই

স্থানে একে অন্যের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। শুদ্ধভক্ত নিত্যশুদ্ধনামস্থ আশ্রয়ে শ্রৌতপথাবলম্বনে নিত্যভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আর স্মার্ত শ্রৌতপথে গমন না করিয়া স্বীয় আধ্যক্ষিকজ্ঞানে আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে সে সৌভাগ্যলাভ হয় না। যেহেতু মায়াবাদিগণ বলেন—জগৎ মিথ্যা, দেহধারী মাত্রেই (অনিত্য দেহধারী ত' বটেনই, নিত্য চিদানন্দময় দেহধারী হইলেও) মায়াবদ্ধ; সুতরাং মায়াবাদীর মায়াবাদ শুরুও অতএব সত্য-নিগমে তাঁহাদের কোন কথাই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামী ভক্তিরত্নের প্রচুর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

বরিশালে প্রচার

(তারের সংবাদ)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহোদয় গত ১৫ বৈশাখ, ১৩৪০ ইং ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৩) শনিবার বরিশাল হইতে তার-যোগে জানাইয়াছেন—"অদ্যতিরাত্রি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। গত-কল্য (ইং ২৭।৪।৩৩) অপরাহ্নে বরিশাল বি-এম কলেজে বক্তৃতা হইয়াছে, অদ্য সন্ধ্যায় টাউন হলে হইবার কথা।"

হরিসেবায় আনুকূল্য

যশোহর জেলার অন্তর্গত ইছনা গ্রাম-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আকুমার ব্রহ্মচারী। ইনি কৈশোরকাল হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া বারাণসী-ধামে বাস করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম লাভ করিয়াছেন। ইনি বৈষ্ণবসমাজে সজ্জনব্যক্তি বলিয়া কাশীতে সুপরিচিত। কিছুদিন হইল, ইনি উদরাময়রোগে শয্যাগত থাকায় শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর নিকট এক সপ্তাহকাল স্বীয় গৃহে অবস্থানকালে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন। পরে গত ২৯।৪।৩৩ তারিখে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন গোস্বামী মহোদয় ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ-ক্রমে "কস্মিন্নঃ পরিতোষ এষ ত্রিদশেষ্বা ব্যক্তিং যদুর্ত্তীনিনঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা করিলে এবং শ্রীল প্রভুপাদ ভজনবিজ্ঞ-জন-গণের জন্য শ্রীবাদাকুঞ্জে স্থান করিতেছেন অবগত হইয়া তিনি ঐ স্থানের জন্য এক সহস্র মুদ্রা শ্রীগুরুদেবের মনোহীষ্ট-পূরণে নিয়োজিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে অতি সত্বর এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা ভাগ্যবান্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারের প্রশংসা করি। সৌভাগ্যের উদয় হইলেই এইরূপ সুবর্ণসুযোগ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

আগামী কল্য ৬ই মে, ১৯৩৪ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটীকায়

"শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ" সম্বন্ধে

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের বক্তৃতা

সভাপতি—সর্ব্বজন-সমাদৃত **শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ বসু** বি,এল, বি,এল, এম, এল, সি।

সজ্জন-সাগ্রহনিমন্ত্রণে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪১; ১২ই মে, ১৯৩৪ | ৩৯শ সংখ্যা

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্ররূপে আমরা "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" শ্রবণ করিয়া থাকি। যাঁহারা বেদান্তদর্শন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন,—এই দর্শন চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে আবার চারিটি করিয়া পাদ রহিয়াছে। সমগ্র বেদান্তদর্শনের সূত্রসমূহ এই চারিটি অধ্যায়ে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনমূলক বিচারে গুম্ফিত। প্রথম দুই অধ্যায় যথাক্রমে সমন্বয় ও অবিরোধ অধ্যায় নামে খ্যাত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম—সাধনাধ্যায়, তাহাতে অভিধেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অভিধেয়ও অন্বয় ব্যতিরেক বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র "বিদ্যা"কে অভিধেয়-তত্ত্ব রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই বিদ্যা অন্বয়ভাবে পরা বিদ্যা এবং ব্যতিরেকভাবে—অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষর বা অচ্যুতবস্তু জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই পরা বিদ্যাটি কি, তদ্-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত উপস্থিত হইতে পারে জানিয়া স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীগীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতাদিতে 'পরা বিদ্যা' অর্থে—'ভক্তি' নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ধ্যায়নং ধর্ম্মাতীতি তস্মৈ ধ্যায়নং বলাতীতি শ্রুতেঃ"—ভাষ্যকার শ্রুতির মর্ম্ম হইতে জানাইতেছেন, ভগবান্ হরি বিদ্যার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া স্বভক্তকে আত্মদান করেন। কেবলা ভক্তিই—পরা বিদ্যা; কেন না,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।
(মাঠর শ্রুতির শাঙ্করভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতিবচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, নারদসূত্র প্রভৃতিতে ভক্তিই পরা বিদ্যা বলিয়া কথিত। সেই পরবিদ্যালাভের তরেই বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে 'ফলাধ্যায়' বলে। এই ফলাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম সূত্রই আমাদের প্রবন্ধের বিষয়।

পরবিদ্যাপতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের বিজয়-গান গাহিয়াছেন এবং সেই পরবিদ্যাবধূ-জীবনের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভিন্নত্ব কীর্ত্তনকেই সমস্ত সাধনের একমাত্র ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্বৎসমাজে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রচারিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ভাষ্যকার স্ব-স্ব মতের পুষ্টিসাধনকল্পে প্রবল প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছিলেন,—এরূপ ধারণা যে ব্যক্তির হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে, এই ধারণা একান্ত ভিত্তিহীনও নহে; কারণ আচার্য্য শঙ্করই স্বয়ং ঐ ধারণাকে পরিপুষ্ট করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি যে কার্য্য সাধনের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য সাধনকল্পে তাঁহাকে ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বকপোল-কল্পনাপ্রসূত ভাষ্যমেধে সূত্রের উদ্ভট প্রভা আবৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর হইতে এই সাক্রামক ব্যাধি পরবর্ত্তী বিদ্বৎসমাজেও ন্যূনাধিক নানা আকারে ব্যাপ্ত হইতেছিল; এমন কি ব্রহ্ম-সূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) প্রভৃতি সূত্রকে বিকৃত করিয়া কতিপয় অশিক্ষিত গ্রাম্যব্যবহার-নিপুণ ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে মৎস্যভোজন ও কিশোরী-ভজনের প্রমাণ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। যেখানে ব্রহ্মসূত্র লইয়া এই-রূপ স্বেচ্ছ কল্পনা ও তাণ্ডব হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সেখানে প্রকৃত সত্যের সুগোপ্য সম্পুটের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে নানাবিধ কপট যে স্বতঃই সজ্জিত থাকিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ অসত্যকে 'অসত্য' বলিয়া বুঝিতে, অন্ততঃ সন্দেহ করিতেও লোকের যতটা প্রবৃত্তি না হয়, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিকতর সন্দেহ-প্রবৃত্তি প্রকৃত সত্যের প্রতি হইয়া থাকে। বিদ্বদ্ভাতার নিদর্শনবশতঃই লোকে প্রকৃত সত্যকে 'অসত্য', প্রকৃত সাধুকে 'অসাধু' বলিয়া থাকে ও সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। কাজেই এক্ষেত্রে সত্যের সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করা বড়ই বিপজ্জনক।

সেই বিপদের বোঝা কিছু সময়ের জন্য দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সূত্রের যে ব্যাখ্যাটি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি, তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব এবং গুরুবাক্যকে শাস্ত্রবাক্যের সহিত ঐক্য করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। সেই চেষ্টার মধ্যে যেন শ্রীভগবানের উপদিষ্ট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সূত্রটির সেই হারাইয়া না ফেলি।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত", "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞা-সিতব্যঃ" প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আত্মবিষয়ক অনুশীলনাদি একবারই করিতে হইবে, না পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে? কোন কোন অনুষ্ঠান (প্রয়াজাদি) একবার পালন করিলেই শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ পালন করা অনর্থক, বরং পুনঃ পুনঃ পালন করিলে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনে দোষেরই সম্ভাবনা হয়। সেইরূপ একবার শ্রবণাদি করিলে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে না,—ইহাই কি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধাতে মুষলাবঘাতেই তণ্ডুল নিষ্পত্তি অর্থে অভিহিত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত হয়, সেই পর্য্যন্ত আঘাতই করিতে হইবে, তেমন যে পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃই শ্রবণ করিতে হইবে। শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে, প্রার্থী রাজার উপাসনা করিতেছে, বিরহিণী পতির ধ্যান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে উপাসনা, ধ্যান বা চিন্তা প্রভৃতি শব্দ এইরূপ তাৎপর্য্যেই অভিহিত হইয়া থাকে। যদি কেহ প্রোষিতভর্ত্তৃকাকে অনন্য উৎকণ্ঠার সহিত পতির চিন্তা করিতে দেখে, তাহা হইলেই

বলিয়া থাকে,—অমুকী পতি চিন্তা করিতেছে ; এই সকল কারণে বেদও "উপাসিত" প্রভৃতি শব্দে একবারমাত্র উপাসনার উপদেশ করেন নাই, অনুক্ষণ উপাসনার কথাই বলিয়াছেন।

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—যে শাস্ত্র, যে যুক্তি, কিম্বা যে উপদেশ একবার প্রয়োগে বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তাহা যে শতবার প্রয়োগে জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার কি মানে আছে? সূত্রকার পরবর্ত্তী ("লিঙ্গাচ্চ") সূত্রে তাহা বিশ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বারংবার উপদেশ করিয়াছিলেন, তবেই শ্বেতকেতু ফল লাভ করিতে পারেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইলে লোকে অনুবারে তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, বাক্যার্থ-বোধ পদার্থবোধ পূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থবিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান লাভ হয় না ; এই পদার্থবিজ্ঞানোৎপত্তির জন্যই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক।

আচার্য্য শঙ্কর সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় এবং স্বয়ং সূত্রের স্পষ্ট অর্থ হইতেও প্রতীত হয় যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলন অবিশ্রান্ত হইবে। 'অসকৃৎ' অর্থে একবারের অধিক হইয়াই যে নিবৃত্তি লাভ করিবে, তাহা কি বুঝা যায়? আচার্য্য শঙ্করের আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যও তাহা নহে ; তবে তাঁহার বহিরঙ্গ বিচার অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্বয়ং নিরন্তর আবৃত্তির কথা বলিলেও নৈয়ত্যের নিষ্ঠা নিত্যকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভক্তির অনুশীলন অবিরাম হইবে, বিরাম লাভ করিলেই অধঃপতন ; ইহাই শ্রীব্যাসদেব তাঁহার স্বরচিত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে জানাইয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো। (ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)

শ্রীগীতায়ও দেখিতে পাই,—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (গীঃ ৯।১৪)

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(গীঃ ১০।৯, ১০)

আচার্য্য শঙ্কর যে প্রোষিতনাথা বিরহিণীর উৎকণ্ঠাবতী আবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শিক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতিকে সম্মুখে পাইয়াও অর্থাৎ সম্ভোগের মধ্যেও বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগকে পরিপুষ্ট করে, আবার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের অধিকতর উদ্দীপনা করিয়া পতির স্মৃতিকে অবিপ্রান্ত করিয়া রাখে।

শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ বা শিক্ষাষ্টক "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের পল্লবিত, মঞ্জরিত ও পুষ্পিত ফলোদ্যান। ব্রহ্মসূত্রের কর্ম্মাধ্যায়ের প্রথম পাদে যে বীজটি উপ্ত হইয়াছে, অপ্রাকৃত মালাকার শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকেই তাঁহার শিক্ষাষ্টকের মধ্যে পুষ্পিত উদ্যানে প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের কর্ম্মাধ্যায়ের প্রথমপাদে যে কথায় গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়াছেন, কর্ম্মাধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৫ম বা সপ্তদশ সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যশিক্ষার সংকীর্ত্তনের ঘোষণা করিয়াছে।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই স্থানে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহা বাক্যটি "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই সূত্রেরই পুষ্পিত কল্যাণকল্পতরু। 'সদা' শব্দে—অসকৃৎ। হরিকীর্ত্তনের আবৃত্তি অসকৃৎ অর্থাৎ অবিশ্রান্ত হইবে। শ্রীগৌর-ভগবানের মুখোদ্গীর্ণ ঐ উপদেশের প্রথম পাদের "তৃণাদপি সুনীচেন" মহাবাক্যটি "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতিমন্ত্রেরই প্রকৃত তাৎপর্য্যদ্যোতক। যদিও "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তৃণাদপি সুনীচেন" বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে অতীব সুন্দর সমন্বয় শ্রীরূপানুগবর গৌরজনের কৃপায় দর্শন করিতে পারি। "তৃণাদপি সুনীচ" অর্থাৎ "অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই বিজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান বা

পরতত্ত্বজ্ঞান, তাহাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের পরিস্ফুট তাৎপর্য্য। আমি মায়াশক্তিজাত জড় বস্তু নহি বা জড়ের ভোক্তা নহি, আমি চেতন—আমি স্বরূপে পূর্ণচেতনেরই আলিঙ্গিত বস্তু—তৎকোড়ীভূত বস্তু। জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অভিমান—যাহা তৃণের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, আমি তাহাও নহি; তাহা হইতেও আমি কেশাগ্রের শত-সহস্রভাগস্বরূপ অণু-চেতনময় স্বরূপকে পৃথক্ করিয়া রাখিব। জড়ের সহিত সমন্বয় চেষ্টা যেন আমার না আসে। শ্রুতি ভূতশুদ্ধির যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্র শিখাইয়াছেন, তাহাই 'তৃণাবপি সুনীচ' মহাবাক্যে স্তুতিত হইয়া লাভ করিয়াছে। শিক্ষাশ্লোকের দ্বিতীয়পাদের "তরোরপি সহিষ্ণুনা" মহাবাক্যটি "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহা, এই শ্রুতিমন্ত্রেরই পরিবর্ত্তিতরূপ; যিনি পরব্রহ্মের বস্তু বা যিনি পরব্রহ্মজাতীয় বস্তু, তিনি পার্থিব কোন ক্ষুদ্র অবান্তর বস্তুতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না। জড়-বস্তু জড়ের দ্বারা ক্ষুব্ধ ও লুব্ধ হয়, তাই তাহাতে অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়ে, আর চেতনবস্তু জড় হইতে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল চেতনের নিকট অনন্ত চেতনের বার্ত্তা বিতরণ করে।

শিক্ষাশ্লোকের তৃতীয় পাদে "অমানিনা মানদেন" মহাবাক্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১), অর্থাৎ "এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই"—এই শ্রুতিমন্ত্রেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যিনি সমস্ত বস্তুতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান দর্শন করেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে জড়ভেদ দর্শন করেন না, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অমানী ও মানদানকারী হইতে পারেন।

শিক্ষাশ্লোকের চতুর্থ পাদের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্য ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের প্রথম হইতে শেষ সূত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে এবং "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ৩।৫।৩) প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেমভক্তি অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ—এই শ্রুতিমন্ত্রকে সূচিত করিয়াছে। হরি ও হরিকীর্ত্তন উভয়ই অভিন্ন, অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ। হরিকীর্ত্তনই বস্তুতঃ প্রকৃত প্রজ্ঞা; কেন না, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

কৃতবর্ণং ত্রিযাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যাঁহারা সংকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" শ্রুতি-প্রতিপাদ্য কৃষ্ণবর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রাজ্ঞ, সুবুদ্ধিমান্ বা সুমেধা। সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞ অসকৃৎ অর্থাৎ অবিরাম হইবে,—ইহাই শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥
(ভাঃ ২।২।৩৬)

শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবৎ প্রেম-লাভের উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন—হে রাজন্, (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই; সেই ভক্তিযোগ যাঁহা হইতে উদিত হয়) সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি দর্শন করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। তদনুসারে আমরা ফলাধ্যায়েরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারি। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্র লইয়া ফলাধ্যায়ের প্রবৃত্তি এবং "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" —এই সূত্র লইয়া অধ্যায়ের নিবৃত্তি অর্থাৎ যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার। প্রবৃত্তি বা উপক্রম-সূত্রে আবৃত্তিশব্দ এবং নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে 'অনাবৃত্তি-শব্দের প্রয়োগ আছে অর্থাৎ যিনি বিধির পরা বিদ্যার অসকৃৎ আবৃত্তি করিবেন, তাঁহারই অনাবৃত্তি সম্ভব,—অপরের নহে। আবৃত্তি সকৃৎ বা শুরু হইলে জগতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইবে, অনাবৃত্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। তাই নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে অনাবৃত্তির কথা বলিয়াও আপনার উপদেশকে অসকৃৎ আবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এইরূপ একাধিকবার বলিয়া-ছেন। শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি, শব্দকীর্ত্তনের আবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অনাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবলদেব একই তাৎপর্য্য স্ফূর্ত্তির ভিন্ন ভাষায় কীর্ত্তন করিলেও শ্রীবলদেবের বিচারে শ্রীনামানুশীলনের

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবৃত্তাধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র "লিঙ্গাচ্চ" (৪।১।২) সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেব নামাপরাধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও 'হরি' এই অক্ষর-দ্বয় সকৃৎ উচ্চারিত হইলেই বিমুক্তির কারণ হয়, তথাপি নামাপরাধ থাকিলে তাহা হয় না। যেমন পদ্ম-পুরাণে (উত্তরখণ্ড ৬৩ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই,

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

যিনি নিরপরাধে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তাঁহার কখনও বিপথগতি হয় না, তিনি বিমুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর। স্কান্দের প্রসিদ্ধ শ্লোকেও দেখি—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় বিতানফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি **সকৃদাত্তং** মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দ-স্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোন রূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।

কিন্তু শ্রীনামভজন-প্রণালীতে অপরাধ থাকিলে অসকৃৎ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রীনামাক্ষর উচ্চারণেও ফলোদয় হয় না; তাই "লিঙ্গাচ্চ" সূত্রের ভাষ্যে গোবিন্দভাষ্যকার পদ্মপুরাণের (স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়) নামাপরাধ-ভঞ্জন-শ্লোকের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি॥

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনামই প্রয়োজন-সাধক হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ-ফলে নামের কৃপা যে কৃষ্ণপ্রেমা, তাহা লাভ হইয়া থাকে।

বেদান্তভাষ্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এইরূপ বলিয়াছেন,—

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৮ম ২৬-৩০

ভাষ্যকারগণ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের একবার মাত্র অনুষ্ঠানেই যেরূপ স্বর্গাদি লাভ হয়, তদ্রূপ একবার মাত্র শ্রবণ-মননাদিতে আত্মদর্শন লাভ হয় কি? অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ-রূপ কর্ম্ম একবার মাত্রই অভিধেয় রূপে যাজন করিলে ফল লাভ হয়; আবার দেখা যায়—মন্ত্রাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলরহিত শ্রীনাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলেই প্রেম-ফল উদয় হইয়া থাকে। এই বিচারে কর্ম্ম এবং ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান-প্রণালীতে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ফলের প্রচুর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একটির ফল—কাম এবং কামের ফল—পুনরায় কাম, তৎফলে পুনঃ পুনঃ জগতে আবৃত্তি, যেমন গীতায় তাহারও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" আর একটির ফল—প্রেম, তাহার ফল উত্তরোত্তর প্রেম।

এই প্রেম-পরম্পরা অতি আনুষঙ্গিকভাবেই অনাবৃত্তি সাধন করে। সহজ নামাভাসেই অনাবৃত্তি হয়, অনর্থমুক্ত হইয়াও ভজনকারী উত্তরোত্তর শ্রীনামের অনন্ত আস্বাদেই পরম মুক্তাবস্থায় নিত্যকাল বরণ করেন। তাই শ্রীদশশিক্ষায় দেখিতে পাই—"তাহা বিস্তারিত হউক তাহে প্রেম ধন। যাহা পাঞা পেছে নিত্য প্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫৫) শ্রীল রূপের ভাষায়ও দেখিতে পাই—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।

(বিদগ্ধমাধব ২।১২)

কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য অতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণবুদ্বে প্রবেশ করে (অনুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আবার গাহিয়াছেন—

নামকৌমুদ্যমৃতজীবন-ধ্বস্তদুর্ম্মতিনিদ্রাস-সাধুবৃন্দপূর।
হে কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

হে কৃষ্ণনাম, তুমি নাম্নের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্যপ্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ কর।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রের ইহাই স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র যাহা বিধিরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে তাহা মুক্তকুলের প্রস্ফুটিত চেতন-বৃত্তির স্বতঃসিদ্ধ রুচির প্রস্রবণরূপে অনুরাগময়ী উপাসনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের কল্পপাদের এই প্রথম সূত্র অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন ও পাঠ করিয়াছেন। যোগ্যতা অনুসারে অনেকে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ ইহাকে কর্ম্মাঙ্গের অভ্যাসযোগমাত্র, কেহ বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানানুশীলনের সাধক বিচার করিয়া নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানোপলব্ধির পূর্ণ পর্য্যন্ত আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং চরমে আবৃত্তিকে শুষ্ক করিয়া দেন; কিন্তু কৃপাধারের এই সূত্রের যে তাৎপর্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর জানাইয়াছেন, তাহা আমরা একমাত্র রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাতেই জানিতে পারিয়াছি। "আবৃত্তি-রসকৃদুপদেশাৎ" এই সূত্র-দ্বারা শ্রীনামানুশীলনের নৈরন্তর্য্যই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই সূত্রেরই বিবৃতি করিয়াছেন,—

তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা হু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

রূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই "আবৃত্তি-রসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রের পরাকাষ্ঠার প্রগতি প্রদর্শন করিয়াছেন,—

প্রেমের কলিকা নাম, অমৃত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত; সব মরে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মনঃশিক্ষার ছলে উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য জানাইয়াছেন,—

কীর্ত্তন ছাড়িস, প্রতিষ্ঠা মাগিস,
কি কাজ চুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
রাধাদাস্যে রহি' ছাড়ি' ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব॥

যথানিত্যজন,　　তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব।
ব্রজবাসিগণ,　　প্রচারকগণ,
প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তাঁরা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র　　সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা রব।
শ্রীহরিদাস,　　কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনামরব॥
কীর্ত্তন-প্রভাবে,　　স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—এই ব্রহ্মসূত্রটি যে ব্যক্তি ধারণ করে নাই, সে ব্যক্তি শূদ্র বা শব অর্থাৎ মৃত। চেতন কখনও শব্দের আবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারে না; তাই শব্দব্রহ্মের কীর্ত্তনই চেতনতার অস্তিত্বের স্বাভাবিক লক্ষণ। ব্রজবাসিগণে এই কীর্ত্তন স্বাভাবিক, বিধিবাধ্য নহে; তাঁহারা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া নিরন্তর চৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণির আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রই কলিযুগের মহামন্ত্রে সম্প্রকাশিত।

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥"
"ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥
(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মহামহোপদেশক 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ধাত্রুকা-গ্রাম-নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত গণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—ঠাকুর-মন্দিরে শ্রীবালগোপাল (নাড়ু-গোপাল) শ্রীবিগ্রহের বামদিকে শ্রীমতী রাধারাণী বিরাজিতা থাকিয়া পূজিতা হইতেছেন। ইহাতে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, শ্রীবালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তির বামে শ্রীমতী রাধারাণী কিরূপে বিরাজিত থাকিতে পারেন। এই প্রকার শ্রীবিগ্রহযুগল আমি ত' আর কোথাও দেখি নাই। এরূপ সন্দিগ্ধ হইয়া আমি উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শ্রীবালগোপালের পার্শ্বে শ্রীরাধারাণীকে রাখিয়া পূজার বিধি তিনি কোথায় পাইলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমি কিছুকাল যাবৎ এই বিগ্রহযুগল অন্যস্থান হইতে এরূপ অবস্থায় আনিয়া পূজা করিতেছি, ভক্তের ইচ্ছাতেই বহুকাল যাবৎ এরূপভাবে এই বিগ্রহযুগল পূজিত হইয়া আসিতেছেন।" তাঁহার এই প্রকার উত্তরে আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীবালগোপালের পার্শ্বে শ্রীরাধারাণীকে বিরাজিতা রাখিয়া পূজা করিলে কি রসাভাস দোষ হয় না? এই প্রকার পূজা-প্রণালী কি কোন ভক্তের অভিপ্রেত হইতে পারে?

উত্তর

১। নাড়ুগোপাল বা বালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি বাৎসল্যরসের বিষয়। যাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীনন্দ-যশোদার অনুগতা অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার অধিকারী, তাঁহারাই শ্রীবালগোপালের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীকিশোর-গোপালই মধুর রসের বিষয় এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রাণবল্লভ। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়ীয়মণ্ডলে সুপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীবালগোপালের যে সকল শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন, তাহাতে কোথাও শ্রীনন্দযশোমতী সহ, কোথাও বা এককই নন্দযশোদার প্রাণধন শ্রীবালগোপাল বা শ্রীনাড়ুগোপাল শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে উডুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি মথিমর্দ্দনদণ্ডযুক্ত বালগোপাল মূর্ত্তি। কি নাড়ুগোপাল রূপ বালগোপাল মূর্ত্তি, কি মথিমর্দ্দনদণ্ডযুক্ত বালগোপাল-মূর্ত্তি—উভয়ই বাৎসল্যরস-বিগ্রহ শ্রীগোপালদেব উলঙ্গ শিশুরূপী

হইয়া বাৎসল্যরসের আশ্রয়গণের সেইরূপ আকর্ষণ করিতেছেন। কেহ বা হস্তে নাড়ু, কেহ বা নবনীত, কেহ বা পরিজাত প্রভৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল বস্তুই বাৎসল্যরসের আশ্রয়গণের সেবোপকরণ। কোথাও বা শ্রীবালগোপাল জানুচংক্রমণ (হামাগুড়ি) করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু গোষ্ঠীপ্রাণবল্লভ যে কিশোর-গোপাল-মূর্ত্তি, তিনি কোথাও হামাগুড়ি-প্রধানকারী শিশুর অবস্থা বা শিশুর ন্যায় উলঙ্গ অবস্থায় বিরাজিত হইয়া পূজিত হইতে দেখা যায় না, কারণ, তাহা অপ্রাসঙ্গিক ও রস-বিরুদ্ধ। কিশোরগোপাল—বংশীধারী; তিনি লঙ্গুক দধিমন্থনকারী নহেন। মধুর রসের বিষয় হইয়া তিনি বংশীদ্বারা পরোঢ়া ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করেন—তাঁহাদের সহিত বিহার করেন—গোপীশিরোমণি-শ্রীমতীর সহিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে অবস্থান করিয়া তাঁহার 'যুগল-রসরাজমূর্ত্তি' নাম সার্থক করেন। বামে শ্রীরাধিকাহীন যুগল-রসরাজমূর্ত্তি বংশীধারী শ্রীকিশোরগোপাল-মূর্ত্তি যেরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ, সেইরূপ বামে রাধিকা-সহিত জানুচংক্রমণকারী উলঙ্গ, লঙ্গুক বদ্‌ শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিও তত্ত্ব ও রস-বিরুদ্ধ। যাঁহারা রসতত্ত্ববিদ্, যাঁহারা শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি ও 'রসামৃতসিন্ধু' আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভক্তের অজ্ঞানেও কখনও রসবিরোধ হয় না। যেখানে রসবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভক্তি নাই, তিনি ভক্ত নহেন। মাদের ঘোরে মনোধর্ম্মকে—'ভক্তি,' যথেচ্ছাচারকে—'সেবা' বা 'উপাসনা-প্রণালী' বলিয়া চালাইলে তাহা উৎপাতেরই কারণ হয়। রসাভাস-দোষযুক্ত উপাসনা ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ সেবা-প্রণালী কখনও উপাসনা বা সেবা-প্রণালী হইতে পারে না।

কান্ত ও কান্তা যখন একান্তে বিহার করেন, তখন যেরূপ সেখানে বাৎসল্যরসের রসিক মাতা-পিতা প্রবিষ্ট হন না; আবার যখন বাৎসল্যরসে শিশু মাতার স্তন্য পান করে, বস্ত্রহীন হইয়া অবস্থান করে, জানুচংক্রমণ করে, মাতা-পিতার শাসন স্বীকার করে, তখনও সেখানে কান্তার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। মাতার সম্মুখে পুত্র কান্তাকে লইয়া বিহার করেন না, আবার যেখানে শিশুত্বভাব প্রধান, সেখানে কান্তার সহিত বিহারাদি ক্রীড়া নাই। 'এচড়ে পাকা'-প্রণালী গ্রহণ করিলেই শিশুর বামে জোর করিয়া কান্তাকে স্থাপন করা হয়। যেখানে শিশুত্বভাব প্রবল, সেখানে কান্তভাব প্রকাশিত থাকিতে পারে না। ইহা সাধারণ স্বাভাবিক বোধ প্রতিবিধিত রাজ্যেও দৃষ্ট হয়। যদিও অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সকল ভাবই নিত্য, তথাপি এক একটি রসবৈশিষ্ট্যের প্রকোষ্ঠ অপর রস-বৈশিষ্ট্যকে আক্রমণ করে না। যখন শ্রীযশোমতী বালগোপালকে স্তন্যপান করান, তখন সেই প্রকোষ্ঠে শ্রীমতী আসিয়া উপস্থিত হন না, আবার যখন নিধুবনে শ্রীমতীর সহিত গোপীগণ-পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরলীলা বিলাসাদি করেন, তখন সেই প্রকোষ্ঠে শ্রীযশোমতী বা বর্ষীয়সী ধাত্রীস্থানীয়া গোপীগণ উপস্থিত হন না। অতএব জানুচংক্রমণকারী শিশুরূপী নাদুগোপাল শ্রীমূর্ত্তির বামে কিশোরী শ্রীরাধারাণীর অবস্থান রসাভাসদুষ্ট ও তত্ত্ববিরুদ্ধ। তাহা কখনও কোনও ভক্তের দ্বারা কল্পিত হইতে পারে না।

স্বধামে ভক্ত শ্রীবাবুলাল

গত ১৮ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ১/৫/৩৪) মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম্নাশ্রিত ভক্ত শ্রীবাবুলাল বেলগাছিয়া হস্পিটালে দেহ রক্ষা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ হস্পিটাল হইতে ঐ ভক্তবরের দেহকে গন্ধপুষ্পমাল্য-চন্দন-তিলকাদি দ্বারা শোভিত করিয়া মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিমতলা-ঘাটে লইয়া যান এবং শাস্ত্রোক্ত-পদ্ধতি-বিধানে কীর্ত্তন-মুখে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপনান্তে রাত্রি প্রায় ১১ টার মধ্যেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্তবর বয়সে অল্প হইলেও সেবা-প্রাণতায় প্রবীণতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আহার বিহারাদি শারীরিক সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ নীরবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহ, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি, শান্ত-সৌম্য-সরল-বিনয়-নম্র-প্রকৃতি, শ্রীনামভজনে প্রগাঢ় নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাঁহার প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা যৈল সঙ্ঘ ভক্ত"—শ্রীস্বরূপপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী স্মরণ করিয়া ভক্তগণ অতিকষ্টে তাঁহার অভাব সহ্য করিতেছেন।

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ"*

গত ২০শে বৈশাখ (১৩৪১), ৩রা মে (১৯৩৪) রবিবার ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" সম্বন্ধে প্রবিত্ত-নামা প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি-এ মহাশয় একটি সন্দর্ভ পাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। রাওসাহেব রাজর্ষি কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাচ্য বেদাম্বুকূল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম্-আর-এ-এস্ মহাশয়ের আন্তরিক সমর্থনে এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কলিকাতার কলিসতান সলভন-মুহম্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু ডাক্তারিনি এম-এ, এবং এল-সি মহোদয়। সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সুধী ও বিদ্বান ব্যক্তি এবং স্থানীয় অনেক পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় চাল্লিশত বৎসর পূর্ব্বের নবদ্বীপ নির্ণয় করিতে গিয়া বর্ত্তমান সময় যাহা সকলের নিকট সুপরিচিত নবদ্বীপ, যাহা উনবিংশ শতাব্দীর নবদ্বীপ, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের স্থিতি সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা আলোচনা করিয়া অন্তীতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের অবস্থিতি নির্দ্ধারণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয় তাঁহার সন্দর্ভে প্রথমে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদের প্রথম ভাগে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার বিবরণ লেখক হাণ্টার সাহেবের বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন। হাণ্টারের সময় হইতে মহাপ্রভুর সময়ের ব্যবধান প্রায় চাল্লিশত বৎসর; সুতরাং চৈতন্যের অবস্থানের স্থিতি সম্বন্ধে হাণ্টারের লিখিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া আরও প্রাচীনতর প্রমাণ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেজেস্ (William Hedges) বাঙ্গালায় কোম্পানীর এজেণ্ট এবং গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৬৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে তিনি কাশিমবাজার হইতে জলপথে হুগলী যাওয়ার যে বিবরণ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে নবদ্বীপ অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। ট্রেণ্‌সাম্ মাষ্টার ১৬৭৯ সালে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কোম্পানীর কারবারের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী হইতে নৌকাযোগে কাশিম-বাজার গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নবদ্বীপ ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন কলেজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ট্রেণ্‌সাম্ মাষ্টার ও হেজেসের বিবরণ এবং ট্রেণ্‌সামের ডায়েরী প্রকাশক সার রিচার্ড্ কারনাক্ টেম্‌প্‌ল্ (Sir Richard Carnac Temple) এর টীকা টিপ্পনী হইতে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গঙ্গার একটি বাঁকের চোটায় নবদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র নগর অবস্থিত ছিল। হেজেসের সময়ের নবদ্বীপও একটি বাঁকের চোটায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু সে ছিল বাঁকের উত্তর পূর্ব্ব চোটায় জলঙ্গীর তীরে; গঙ্গার তীরে নহে। আর হেজেসের সময়ে ছিল একটি চরের উত্তর পশ্চিম চোটায় গঙ্গার তীরে। ট্রেণ্‌সাম্ মাষ্টারের আমলে পাটনা, রাজমহল, কাশিমবাজার, হুগলী হইতে বঙ্গোপসাগরে কোম্পানীর বড় বোম্বাই নৌকায় যাতায়াত ছিল বলিয়া যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য গঙ্গার চার্ট প্রস্তুত করা হইত। ঐ সকল চার্ট ও তৎকালে প্রচলিত ম্যাপ অবলম্বনে টেম্‌প্‌ল্ সাহেব একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্পাদিত ট্রেণ্‌সাম্-ডায়েরীর মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। এই ম্যাপে নবদ্বীপ জলঙ্গী এবং গঙ্গার সঙ্গমে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর সময়ের কোন পাশ্চাত্য প্রমাণ এখনও প্রকাশিত নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান নিরূপিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা সর্ব্বসম্মত। শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যচরিত শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন। ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং নিত্যানন্দের

* আমরা এখানে সভার বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিলাম। রায় বাহাদুরের সমগ্র বক্তৃতা যথাসময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এতদ্বিষয়ে আমাদের সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পরে প্রকাশ করিব। (গৌ: স:)

প্রকটকালে ঠাকুর বৃন্দাবন প্রায়বয়স্ক ছিলেন এবং চৈতন্যের সময়ে তিনি ভ্রমণও করিয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের সহিত ঠাকুর বৃন্দাবনের পরিচয় ছিল। গৌরগণোদ্দেশে ঠাকুর বৃন্দাবনকে বেদব্যাস বলা হইয়াছে, সুতরাং গৌরগণোদ্দেশ রচনার পূর্বেই শ্রীচৈতন্যভাগবত ভক্তসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়াছেন এবং ঠাকুর বৃন্দাবনকে বেদব্যাস বলিয়াছেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ হইতে গমন করেন এবং পরবৎসর রামকেলি যাইবার পথে নবদ্বীপস্থ গঙ্গার অপর (পশ্চিম) পারে শান্তিপুর গ্রামে কএকদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ হইতে গমনের পরে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পূর্বে কখনও যে নবদ্বীপ-অঞ্চলে গুরুতর নদীয়া ভাঙিয়াছিল, এরূপ কথা ঠাকুর বৃন্দাবন লেখেন নাই। সুতরাং চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল পর্য্যন্ত নিমাইর নবদ্বীপ অটুট ছিল এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে রায়বাহাদুর চারু মহাশয় বলিলেন যে, তিনি চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের সকল অংশের যৌক্তিক পাঠ উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের সহিত একখানি হস্তলিখিত চৈতন্যভাগবতের পাঠ মিলাইয়া লইয়াছেন। গৌড়ীয়-মঠের মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ঐ পুঁথির পাঠের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল মুদ্রিত পুস্তকের স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে। তিনি পুঁথির সেই বর্ণাশুদ্ধি দূর করিয়াই শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা উদ্ধার করিলেন।

চৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডে ২০ শ অধ্যায়ে বর্ণিত কাজীদলনের দিবস নগর-কীর্ত্তনের বিবরণে সেকালের বিস্তীর্ণ নবদ্বীপ নগরের একটি চিত্র পাওয়া যায়। ঐ বিবরণে দেখা যায়, নিমাই তাঁহার নিজ বাড়ী হইতে নগরকীর্ত্তন-যাত্রা করিয়াছিলেন এবং নিজের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া সঙ্কীর্ত্তনের পথ ঘুরিয়া মধ্যনগরে উপনীত হইয়াছিলেন। "আপনার ঘাট" হইতে মধ্যনগরে যাইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তনকারিগণকে আরও তিনটি ঘাট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। মধ্যনগর পৌঁছিয়া কীর্ত্তনকারিগণ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া মধ্যনগরের ভিতর দিয়া এবং নবদ্বীপের সীমান্তবর্ত্তী সিমুলিয়াগ্রামের ভিতর দিয়া কাজীর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপ যাবার এলাকার আধুনিক মানচিত্রে দেখা যাইবে, ১২৯ নং মৌজার নাম মধ্যনগর, এই মধ্যনগরের ঠিক উত্তর পূর্ব্ব দিকে বামনপুকুর নামক গ্রাম। এই বামনপুকুর গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত একটি মুসলমানের সমাধি শ্রীচৈতন্য-সময়ের কাজী চাঁদ কাজী বা কাজী নিয়াজুদ্দিনের সমাধি বলিয়া পূজিত, সুতরাং বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামকে চৈতন্যসময়ের সিমুলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বামন-পুকুর বা সিমুলিয়া ছিল শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের উত্তর সীমা। নিমাইর নগর-সঙ্কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন অন্যান্য যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে গাদিগাছা ও মাজিদা এখনও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, প্রভুর ঘাট হইতে মধ্যনগরের মধ্যে আরও তিনটি ঘাট,—যথা মাধাইঘাট, বারকোণাঘাট এবং নগরিয়া ঘাট অবস্থিত ছিল। বহু জনপূর্ণ নগরে এবং গ্রামে নদীর ঘাটগুলি কাছে কাছেই থাকে। সুতরাং মধ্যনগর হইতে চতুর্থঘাটের নিকট অবস্থিত মহাপ্রভুর বাড়ী অর্দ্ধমাইলেরই মধ্যে, কিন্তু মধ্যনগর হইতে বাবলাড়ী-যে ওরানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) চার মাইল পশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত। যদি বাবলাড়ী-যে ওরানগঞ্জকে (রামচন্দ্রপুরকে) মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, মহাপ্রভুর সময়ের জনপূর্ণ নবদ্বীপনগরে গঙ্গার ঘাট এক এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত বিচার সঙ্গত নহে। প্রভুর ঘাট এবং বাড়ী মধ্যনগরের নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহাই ঠিক; ইহা শুধু অনুমান নহে, চৈতন্যভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। নিমাই যখন অল্পবয়স্ক, তখন তিনি একঘাট হইতে অন্য-ঘাটে কখনও স্থলপথে, কখনও জলপথে দাঁতরাইয়া যাইতেন :—

পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতিঘাটে সন্তরণ অল্প নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই॥

প্রতিঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি'।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি'॥

যদি এক এক মাইল অন্তর এক একটী ঘাট থাকিত, তাহা হইলে মানবরূপী, বালকরূপী নিমাইর প্রতিঘাটে দুই এক দণ্ড ক্রীড়া করিয়া অন্য ঘাটে যাইতে হইলে শারীরিক-ভাবেও যেরূপ অসম্ভব, কাল-বিচারেও সেরূপ অসম্ভব হইত।

রেণেলের ম্যাপে জলঙ্গীর পশ্চিম-বাহিনী খাদের উত্তর-দিকে ওরাঙাডাঙ্গা গ্রাম চিহ্নিত হইয়াছে। এই ওরাঙাডাঙ্গাই বর্ত্তমানে কাকটাডাঙ্গা নামে পরিচিত। রেণেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ ওরাঙাডাঙ্গার বরাবর একটু পূর্ব্বদক্ষিণে প্রায় ১মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই ওরাঙাডাঙ্গা নাম হইতে বুঝা যায় যে, গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় নদী-তরাটে এই ডাঙ্গার বা ভূমির সৃষ্টি। সুতরাং রেণেলের সময়ে গঙ্গা অনেক পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া থাকিলেও এক সময়ে যে গঙ্গানগর হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইত, রেণেলের ম্যাপে ওরাঙাডাঙ্গা এবং নবদ্বীপ তাহা সপ্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তের আর এক প্রমাণ ট্রেণ্‌সাল সাহেবের ডায়েরীর সহিত প্রকাশিত ম্যাপ। এই ম্যাপে নবদ্বীপ গঙ্গা-জলঙ্গী-সঙ্গমে গঙ্গার পূর্ব্বতীরেই অবস্থিত। এই সকল ম্যাপের বিচারে বৃন্দাবনদাসের বিবরণ বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে, চৈতন্যের সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের উত্তর-প্রান্ত গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণপ্রান্ত মাজিদা পর্য্যন্ত দক্ষিণ-বাহিনী ছিলেন। এই উভয় সীমার মধ্যে গঙ্গাকে ঘুরাইয়া তাহার একটি জিহ্ব বাহির করিয়া বাবলাড়ী-বেওয়ানগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী উপদ্বীপের অনুমান অসম্ভব।

জলঙ্গীর অবস্থান সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীনিত্যানন্দ শচীমাতা ও নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্ত-গণকে সংবাদ দিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফুলিয়ায় যান। নবদ্বীপবাসী বহুলোক নিত্যানন্দের সঙ্গে যখন ফুলিয়ায় যান, তখন লোকসঙ্ঘট্টে যে নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণন রহিয়াছে, তাহা গঙ্গা নহে জলঙ্গী।

মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপকে পণ্ডিত করিয়াছে জলঙ্গী। বামনপুকুরের উত্তরে অবস্থিত বেলপুকুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া জলঙ্গীর পশ্চিম-মুখী খাত প্রায় ৬ মাইল আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল খাতে প্রবাহিত জলঙ্গী পলিমাটি আনিয়া ভরাডাঙ্গার সৃষ্টি করিয়া গঙ্গাকে প্রাচীন নবদ্বীপের অনেক পশ্চিমে বিদূরিত করিয়া দিয়াছে।

রায় বাহাদুর চন্দ্র মহাশয় তাঁহার সন্দর্ভ পাঠের সময় কএকখানা ছায়াচিত্রযোগে বিভিন্ন মানচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পরে সভাপতি-মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত ভক্তিকুমার ঘোষ বি-এ মহাশয় রায়বাহাদুর মহোদয়ের সন্দর্ভের বিভিন্ন স্থানের উক্তিসমূহ উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং আরও কতিপয় তথ্যের দ্বারা সমর্থিত করিয়া বলেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা পুনঃপ্রকাশিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ, তাহা রায়বাহাদুর চন্দ্র মহাশয়ের পাশ্চাত্য বিচার-প্রণালীতেও সপ্রমাণিত হইল।

নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

"অদ্যকার এই বিদ্বজ্জনসমিতির সভাপতি মহাশয় সর্ব্বজন-সম্মত সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বক্তপ্রবর রায় শ্রীযুক্ত মহা-প্রাণ চন্দ্র বাহাদুর যুক্তি-প্রমাণ-মূলে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি" সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ যে স্থির সিদ্ধান্তের কথা উপস্থাপিত করিলেন, তাহাতে বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত শ্রীমায়াপুর ও তৎসংলগ্ন ভূমি-খণ্ডই যে রায় বাহাদুরের কথিত "চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ," তদ্বিষয়ে কাহারও আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিল না। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, এই শ্রীমায়াপুরেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল কেন্দ্র শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপিত। যে স্থানকে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, গৌরনিত্য-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ নিরপেক্ষ মহাজনগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত দর্শন-বলে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ' বলিয়া লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে নিঃসন্দেহে খাঁটি বাস্তব সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না। আজ মাননীয় রায় বাহাদুর চন্দ্র মহোদয় যে পাশ্চাত্য বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই বাস্তবসত্যেই উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সত্যান্বিৎ সজ্জন মাত্রেরই ধন্য-বাদার্হ। এজন্য আমি আমার তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি, Sir John

Marshall তাঁহার যে archæological intuition এর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কত দূর সত্য।

রায়সাহেবের পাশ্চাত্য প্রণালী-অনুসারে বিচারে প্রাপ্ত মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ হইতে ১৯শ শতাব্দীতে হণ্টারের অঙ্গুলি-প্রদর্শিত পুরা ত্রিকের দূরের নবদ্বীপ; ১৮শ শতাব্দীতে রেণেলের রেভেনিউ ম্যাপ-প্রদর্শিত ভবানন্দ বা তাকইডাঙ্গার দক্ষিণের নবদ্বীপ; ১৭শ শতাব্দীতে ম্যার বিচার্ড টেম্পলের ম্যাপে প্রদর্শিত গঙ্গার পূর্ব্বপারের নবদ্বীপ এবং ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীল কবিকর্ণপুর লিখিত কুলিয়ার পূর্ব্বপারের নবদ্বীপ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-কথিত গঙ্গানগরের দক্ষিণস্থ মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি যে, একই স্থানকে নির্দ্দেশ করে, তাহা আজ স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত করিলেন।

বলিয়া বক্তা আলোকচিত্রে প্রদর্শিত ম্যাপগুলি দেখাইয়া একথা আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন।)

এখন অনেকের মনে একটা গোলমাল হইতে পারে যে, রায় বাহাদুরের প্রমাণিত "শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপের" দক্ষিণভাগে মাজিদার দক্ষিণে অলকানন্দা খাতের 'জলঙ্গী', সার বিচার্ড টেম্পলের ম্যাপের এই নবদ্বীপের ও বাগন-পুকুরের উত্তরে বেলপুকুরের দক্ষিণের 'জলঙ্গী' এবং বর্ত্তমান সময়ের 'জলঙ্গী' ও রেণেলের ম্যাপে প্রদর্শিত আবার ঐ বিভিন্ন জলঙ্গী—এ গুলির সামঞ্জস্য কি? জলঙ্গীর এই প্রধান তিনটি খাত অতি সুন্দরভাবে নবদ্বীপের স্থান সম্বন্ধে একটি মামলায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের রায়ে চীফ্ জষ্টিস্ পেথারাম্ ও জষ্টিস্ র‍্যাম্পেনী বুঝাইয়া দিয়াছেন। (এই বলিয়া বক্তা ঐ রায়ের স্থানটি পড়িয়া শুনাইলেন।)

এই জলঙ্গীর নাম খড়িয়া এবং খড়িয়ার তীরেই যে 'নবদ্বীপ,' তাহার শেষ গৌরব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও লক্ষিত হয়। বঙ্গের সুপ্রীমকোর্টের জজ ও এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা Sir William Jones (১৭৮৩ সাল) এই খড়িয়ার তীরস্থ নবদ্বীপবাসী রামলোচন কবিরাজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই খড়িয়াঘাটের পণ্ডিত কবিরাজদের কথা 'তীর্থমঙ্গলে' কৃষ্ণ-চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই স্থানে তীর্থ-ভ্রমণকালে লিখিয়া গিয়াছেন।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে নবদ্বীপ ও পশ্চিমতীরে কুলিয়া এবং কুলিয়ার পশ্চিমে বিদ্যানগর। (ইহা চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক, চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, উদ্ধারণতন্ত্র, ভক্তি-রত্নখণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করেন।)

(কুলিয়া ও কুলিয়া-পাহাড়পুর যে একই স্থান এবং কুলিয়া-পাহাড়পুরের দক্ষিণে সমুদ্রগড়, তাহাও ভক্তিরত্নাকর ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতির শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করেন।) নবদ্বীপের পশ্চিমপারে কুলিয়া-পাহাড়পুর, তাহার দক্ষিণে সমুদ্রগড় এবং কুলিয়ার পশ্চিমে বিদ্যানগর। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই কুলিয়া বা কুলিয়া-পাহাড়পুরই বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপ। কারণ বিদ্যানগর এখনও এই সহর নবদ্বীপের পশ্চিমে এবং সমুদ্রগড় ইহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

রায়সাহেব যে গঙ্গানগরের কথা বারবার বলিলেন, সেই স্থানটি বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুর; সে স্থানটিকে জনৈক বাবাজী 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহার যে কল্পনার ভিত্তি কতটুকু বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই কল্পনার প্রধান অবলম্বন জনৈক সাহেব লিখিত একটি প্রবন্ধে (Calcutta Review 1846 এ) প্রকাশিত। তাহাতে জনশ্রুতির মাত্র উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া উক্ত রিভিউএ ঐ লেখকের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, তাহা পড়িয়া লেখকের ঐতিহাসিক জ্ঞানের দৌড় দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না, উহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—"চৈতন্যদেব ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ৪৪ বৎসর বয়সে অদ্বৈতের প্ররোচনায় সন্ন্যাসী হন, বারাণসীতে এক সম্প্রদায় গঠন করেন এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন ইত্যাদি।" এইরূপ লেখকের প্রকাশিত জনশ্রুতির মূল্য কতটুকু তাহা সুধীমাত্রেরই বিচার্য্য। ঐ ঐতি-হাসিকের প্রমাণ ভিন্ন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে চৈতন্যদেবের জন্মস্থানের নিকট কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার অন্য কোনও প্রকার প্রমাণ নাই। এমন কি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে ৩০০ বৎসর পরে কোন প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহারও কোনই প্রমাণ বা সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অতএব যাঁহারা এই পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া

মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষই স্থাপন করিতে পারেন না, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ত দূরের কথা। অতএব যাঁহারা এই পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের দাঁড়াইবার কোন ভিত্তিই নাই। পূর্ব্বপক্ষই যখন স্থাপিত হইল না, তখন ত্রিকালদর্শী মহাজনগণ যাহাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ত থাকিলই না, পরন্তু তদনুসরণই বিচারপরায়ণ সজ্জনমাত্রের কর্ত্তব্য ও মঙ্গলের বিষয়। আজ তাই বাহাদুর নিরপেক্ষ-ভাবে সেই সত্যেই উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

তবুও ইহাতে যাঁহারা কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ আছে মনে করেন, তাঁহাদের জন্য আরও কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

১। দেশের ম্যাপ অনুসারে কাজিপুর ও কৃষ্ণনগরের অবস্থিতি বিবেচনা করিলে শ্রীমায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান সিদ্ধ হয়, রামচন্দ্রপুরে কোন প্রকারে হইতে পারে না।

২। কৃষ্ণনগরের Jurisdiction list-এ বামন-পুকুরের দক্ষিণ সীমায় "দ্বীপের মাঠ" নামক মৌজা বর্ত্তমান খড়িয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দেখা যায়। এই দ্বীপের মাঠই নবদ্বীপের মাঠ অর্থাৎ প্রাচীন সহরের অবস্থান ভূমিকা। এই দ্বীপের মাঠ শ্রীমায়াপুর ও তৎসংলগ্ন ভূভাগকে নির্দ্দেশ করে।

৩। রামচন্দ্রপুর নবদ্বীপ হইতে তাহার পশ্চিমে গঙ্গার অবস্থান, তাহার পশ্চিমে কুলিয়া-পাহাড়পুর এবং কুলিয়ার পশ্চিমে বিদ্যানগর—এগুলির কোন আনুমানিক অবস্থিতি কোনরূপ কষ্ট কল্পনাতেও আসিতে পারে না। অথচ শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি বিবেচনায় সবগুলই ঠিক মিলিয়া যায়।

৪। চৈতন্যভাগবতের বিবরণ অনুসারে বামনপুকুর গ্রামের কাজির বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া গাদিগাছা মাজিদা পর্য্যন্ত যে, গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ, একথা শ্রীমায়াপুর অবস্থান হইলে মিলিয়া যায়; রামচন্দ্রপুরকে অবস্থান করিলে আদৌ মিলে না।

৫। মহাপ্রভু ২৪ বর্ষ বয়সে তাঁহার পূর্ব্বের অনতিদূরে গঙ্গানগরে গঙ্গাবাস পল্লিতের টোলে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইতেন। শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে গঙ্গানগর অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু বাল্যলীলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর হইতে গঙ্গানগর প্রায় ৪ মাইল ব্যবধান। বালকের পক্ষে ঐরূপ দূরে বিদ্যালয়ে প্রত্যহ যাতায়াত অসম্ভব। আর রামচন্দ্রপুরকে প্রাচীন নবদ্বীপের কোন অংশে অবস্থিত বিবেচনা করিলেও এই ৪ মাইল ব্যবধানের মধ্যে যে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাক্ষেত্রে অন্য বিদ্যালয় ছিল না, সে কল্পনাও অসম্ভব।

৬। কাজিদলন দিবসে কাজী সাহেব মহাপ্রভুর কৃপা-ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রামা সম্বন্ধে "মামা" সম্বোধন স্থাপন করেন। শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে কাজির বাড়ী এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু রামচন্দ্রপুর হইতে ৪ মাইল দূরে এক গ্রাম বিবেচনা করিয়া গ্রামা সম্পর্কের উত্থাপন অসম্ভব।

৭। কাজিদলন-দিবসে মহাপ্রভু "সর্ব্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন" এই সংকল্প করিয়া নগর-কীর্ত্তনে যাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত এই নগর-কীর্ত্তন-যাত্রার উপলক্ষে নবদ্বীপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই মহাপ্রভুর নবদ্বীপ বিবেচনা করিতে হইবে। এই নবদ্বীপের অবস্থিতি রায় বাহাদুর যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোন অংশে রামচন্দ্রপুরের বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেরই অবস্থান নাই।

৮। কাজিদলন দিবসে নবদ্বীপ সহরের অন্তর্বর্ত্তী পল্লী-সমূহের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সময় পরস্পর স্থানগুলির যেরূপ সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বর্ত্তমান প্রচলিত স্থানগুলির সঙ্গে মিলাইয়া লইলে উত্তরভাগে গঙ্গানগর ও বামনপুকুর হইতে দক্ষিণে গাদিগাছা ও মাজিদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপ সহর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় এবং এই দূরত্বে লক্ষ লক্ষ লোকসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া মহাপ্রভুর সন্ধ্যার পর স্বভবন হইতে বহির্গত হইয়া একটি রাত্রের মধ্যে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। কিন্তু রামচন্দ্রপুর হইতে ঐ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হওয়া কল্পনা করিলে চৈতন্যভাগবতোক্ত স্থানগুলির সহিত ঐ ভ্রমণ-স্থানের কোন মিল হইতে পারে না। অধিকন্তু রামচন্দ্রপুর হইয়া কাজির বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে মাজিদা পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করিয়া

পুনরায় রামেশ্বরপুরে ফিরিয়া আসিতে হইলে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টা সময় লাগে এবং বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহস্র সহস্র লোক প্রথম তথা দূরের কথা, একাকী এক ব্যক্তির পক্ষে সেই রাত্রের মধ্যে ফিরিয়া আসা অসম্ভব।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ল্যাণ্ডস্কেপ এম-এ, এম-এল-সি মহোদয় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।—

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ,

"আজ আমরা প্রায় পাহাড়ের ব্রহ্মানন্দ চক্র মহাশয়ের মুখে যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা এবং তাঁর ব্যাখ্যা যতীন্দ্রবাবুর নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম, তাতে আমি ও আপনাদের পক্ষ হইতে তাঁদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। যাঁরা রামেশ্বরপুরের মত বিশেষজ্ঞ নন, সেইরূপ জনসাধারণের একটি চিরন্তন ধারণা যে, যেখানে দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ কিংবা অবতারপুরুষগণ বিচরণ করেছেন, যে স্থানে তাঁদের পদার্পণ হয়েছে, সেই স্থানের রেণুতে লুটোপুটি খেলে তাঁরা মহাপুরুষগণের অনুগ্রহ জীবনের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন এবং জীবনকে পূত ক'রে তাঁরা কৃতার্থ হ'তে পারেন। যেখানে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, বাল্য-লীলা, কৈশোরলীলা ও প্রথম যৌবন-লীলার অভিনয় হইয়াছিল, সেখান যদি আবিষ্কৃত হয়, তবে দেশবাসীর একটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ্ বেড়ে যায়। এবিষয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক চেষ্টা, পরিশ্রম এবং নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ক'রে সেই স্থান আবিষ্কার করেছেন। পরে অনেকে তাঁর পথ অনুসরণ ক'রে যে সকল গবেষণা ক'রেছেন, সে সমস্ত গবেষণা রায় যাহাদুর এবং যতীন্দ্রবাবু প্রাচীন মানচিত্র, প্রাচীন পুঁথি, হাইকোর্টের রায় ও সরকারী কাগজপত্র হ'তে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে কি জান লাভ ক'রতে পারা যায়, তাহা বিস্তারিত ক'রে ব'লেছেন।

আপনারা জানেন, কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় "চিত্রে নবদ্বীপ" নামে যে একটি সুন্দর গ্রন্থ বহু গবেষণা ক'রে সুললিত ভাষায় লিখেছেন এবং যাতে বহু চিত্র ও মানচিত্র সন্নিবিষ্ট ক'রেছেন, তাতে মহাপ্রভুর সময়ের যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। শুনেছি, তিনি শীঘ্রই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ক'রে আমাদিগকে যাইবার জন্য যাত্রায় উৎসাহী, তাহাদের অনেক ত্রুটি অধিকতর আলোকিত ক'রবেন, এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

গৌড়ীয়মঠের যে সকল সাধক আছেন, তাঁরাও বিশেষ চেষ্টা ক'রছেন, যাতে সাধারণের মধ্যে এই সত্যের প্রচার হয়, এই সত্য-সিদ্ধান্তে জনসাধারণের মত যাতে আরও সুদৃঢ় ও অকাট্য হয়।

মহাপ্রভুর জন্মস্থান, যেখানে তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রেছিলেন, যে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম প্রেম-ধর্ম্মের মূল, সেই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মের আবিষ্কার—মূলস্থান সম্বন্ধে যাতে লোকের চিত্ত সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্যই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চেষ্টা ক'রেছেন। আমরাও সকলকে এ বিষয়ে প্রণিধান ক'রতে বলি। জনসাধারণ নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, নানাস্থানের পূজা করেন, আমিও নানাস্থানে ভ্রমণ করি, কিন্তু যে স্থানে মহাপ্রভু পদার্পণ রেখে গেছেন, যে স্থানে তিনি তাঁর সমস্ত লীলা ক'রেছেন, সে-স্থানের পূজায় আমরা অতি সহজেই পূত হ'য়ে মঙ্গল লাভ ক'রতে পারি। গৌড়ীয়মঠের ন্যায় মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানের অর্থোপার্জ্জন করবার চেষ্টা নাই—গৌড়ীয়মঠ লোকদেখান' সাধুত্বের চেষ্টা না ক'রে যাতে যথার্থ সত্য সাধারণে বিস্তারিত হয়, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ভিতর দিয়েও যাতে সত্যেরই প্রকাশ হয়, তজ্জন্য আজ এই অধিবেশনের ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাই আজ আমরা সাধারণের পক্ষ থেকে বক্তা ও মঠকে সাধুবাদ প্রদান ক'রছি। তাঁদের এই মঙ্গলময় চেষ্টা সাধারণে প্রণিধান করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।"

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে সভাপতি, বক্তা ও উপস্থিত জনসাধারণকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে বলেন—

অদ্যকার সভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ল্যাণ্ডস্কেপ মহোদয়ই যোগ্যতম পাত্র। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-সূত্রে অদ্য যে বিষয় আলোচিত হইল, সেই প্রশ্নের সহিত এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে গবেষণা-রত হইয়াছিলেন। পরিষদ্ কোন মীমাংসায় উপনীত না হইলেও তিনি এই তথ্য-নিরূপণে যত্নবান ও চিন্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি বাবুলাড়ী চড়ায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থলী লইয়া

ও তথাকথিত প্রমাণ শুনিবার ও দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ সভাপতি সম্বন্ধে কাহারও কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। মঠের পক্ষ হইতে ও সভার পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আর ধন্যবাদ দিতেছি—অদ্যকার ঘনায়মান সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রবন্ধ-লেখক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহোদয়কে। তিনি এই প্রবীণ বয়সে যেরূপ সুযোচিত উদ্যম লইয়া অদ্যকার সভার আলোচিত বিষয়ের গভীর গবেষণা-মূলক সত্যোদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে তিনি সমগ্র গৌড়বাসিগণের, তথা, সমস্ত বঙ্গবাসীর সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র; শুধু তাহা কেন, আজ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা ভারতের বাহিরে সকল স্থানের লোকই গৌড়ীয়-মঠের শতশাখা-মঠ হইতে শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন; সুতরাং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক আবিষ্কৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীয় স্থান (শ্রীমায়াপুর) অভ্রান্ত বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াতিনি আজ সমগ্র বিশ্বের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রায় বাহাদুর যে সময়ে বল্লালঢিপি, রামনপুকুরের বিভিন্ন পল্লী, মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি ও গৃহ পরিদর্শন করেন এবং যখন তিনি বাহুলাড়া রামচন্দ্রপুরে যান, তখনও আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তাঁহার এই প্রবীণ বয়সে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ও সন্ধ্যার অন্ধকারে পথশ্রম সহ্য করিয়া সত্য-নির্ণয়ের জন্য অদম্য উৎসাহ ও শ্রম-স্বীকার আমাদিগকে লজ্জিত করিয়াছিল। তিনি নিজে স্থান না দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। আর প্রবন্ধে যেরূপ এতৎসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ, বিবরণী, মানচিত্র প্রভৃতির আলোচনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে, বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের স্থল নাই। রায়সাহেব ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্ত ভুবনমঙ্গল মহোদয় 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন, ইহা আমরা সভাপতি মহোদয়ের নিকট শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। মঠের বৈষ্ণবগণের ও সকলের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের চিরানুভূত শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছি। অদ্যকার মহতী সভার সাফল্যের জন্য সমবেত ভদ্রমণ্ডলীও আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, বহু মনীষী এ সভায় উপস্থিত। তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপধামের অবস্থিতি-বিচার-সভায় আসা দেখাইয়া, শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া আমাদের নিজজন হইয়াছেন। মঠের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকেও আমাদের পরমশ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভার অন্তে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয় বলেন—"সত্য সত্য ঐতিহাসিকের ন্যায় temper রক্ষা ক'রে বাস্তবিক ঐতিহাসিকের ন্যায় বিচার অবলম্বন ক'রে রায় বাহাদুর সত্যের নির্দ্দেশ ক'রেছেন।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত Advocate শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহোদয় বলেন—"শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতিবিষয়ে আমরা আজ firmly convinced হ'লাম যে, মায়াপুরই ঠিক স্থান।" কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ ডি, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ব্যাড্‌লোকেট, শ্রীযুক্ত মনিমোহন মুখোপাধ্যায় ব্যাড্‌লোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট, রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়, প্রাক্ত এম-এ, বি-এল ভুবনমঙ্গল, রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর; ভাগ্য কুলের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে, বাঙ্গবরত্নাদরের প্রো প্রাইটার শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস; শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, সোনারাজার; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র পাল, বিদ্যির-পুর, পল্লীপুকুর প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ২৪বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ৮।৫।৩৪) মঙ্গলবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহোদয় তাঁহার পরলোকগত মাতৃদেবীর কল্যাণার্থ একটি কীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চয়ন

(১)

[দি সিন্ধ্ হিন্দু, এডিশন ১, হায়দ্রাবাদ
১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শুক্রবার]

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রথম সংস্করণ সিন্ধ্ হিন্দু পত্রের ১৯।২।৩৬ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের আলেখ্য-সহ হায়দ্রাবাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের বামপার্শ্বে শ্রীধর মহারাজ ও দক্ষিণ পার্শ্বে নেমি মহারাজের আলেখ্য রহিয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক রাধাকাপ্রসাদ আর, বর্ম্মা। ইহারা হায়দ্রাবাদে হেরল্ড্ সিন্ধ্ হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত হয়। উহার আর একটি সংস্করণ ঐ একই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া করাচী-সিন্ধ্ হইতে প্রকাশিত হয়।

(২)

[দি ইণ্ডিয়ান নেশন, পাটনা, ৭ এপ্রিল, ১৯৩৬ শনিবার]

পাটনার 'দি ইণ্ডিয়ান নেশন' নামক ইংরাজী পত্রের ৭।৪।৩৬ সংখ্যায় হার্ ডাণ্ড্ই সুদূর মহোদয় বার্লিন হইতে ২৯। মার্চ্চ, ১৯৩৬ তারিখে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট যে পত্রখানি প্রেরণ করেন, তাহা—

"Gaudiya Math's Worldwide Preachings
A German Scholar's Letter
to 'Bon' Maharaj in London
Desire To Embrace Vaishnavism"

—এই প্রকার হেডিং এ সম্পূর্ণ এক স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। সুদূর মহোদয়ের ঐ পত্রখানি 'গৌড়ীয়' ১২শ খণ্ড ৩৫শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩)

[দি সিভার, ১৮ এপ্রিল, ১৯৩৬, বুধবার]

GAUDIYA MISSION SOCIETY

The Gaudiya Mission Society has been brought into existence, thanks largely to the energies of Swami B. H. Bon, for the purpose of making known and expounding the Philosophy and teachings of Sree Krishna Chaitanya according to the instructions of the President, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. One of the main purposes of Mission is to help the west to understand the religious outlook of India. The President of the New Society, which will be formally brought into existence at a public meeting to be held in London shortly, is the Marquis of Zetland. the Vicepresidents are Viscount Goschen, Lord Lamington, Lady (Stanley) Jackson and Sir Francis Younghusband, and the Chairman of the Council is the Maharja of Burdwan.

(৪)

[আনন্দবাজার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৩ সাল বৃহস্পতিবার]

লণ্ডনে গৌড়ীয় মিশন

লর্ড কেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে

উদ্বোধন-সভা

লণ্ডন, ২৮শে এপ্রিল

ক্যাক্সটন হলে লর্ড কেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় লণ্ডনের গৌড়ীয় মিশন সোসাইটির উদ্বোধন করা হইয়াছে।

—রয়টার

(৫)

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার]

গত ২৪।৪।৩৬ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় "Calcutta Gaudiya Math ; Activities in London" নাম দিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজের ব্রাণ্ড্‌টন্ ক্রাস্ চুয়ারীতে বক্তৃতা, দি গৌড়ীয় মিশন সোসাইটির উদ্বোধন, পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের বিজয়-ঘোষণা এবং সর্ব্বশেষে হ্যালেন ক্যাম্‌সেন ষ্ট্রীটস্থ ৯ মহোদয়ার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাঁহার সর্ব্বাত্ম-সমর্পণেচ্ছা-মূলক পত্রখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। (গৌড়ীয় ১২শ খণ্ড ৩৮ সংখ্যায় উক্ত পত্র এবং ৩৭ সংখ্যায় 'লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বার্ত্তা' শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় সংবাদ যথাযথরূপে সন্নিবদ্ধ দ্রষ্টব্য।)

(মর্ম্মানুবাদ)

গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী

লণ্ডনে 'গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি' নামক সমিতি সংস্থাপনের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের সেবাচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের উপদেশানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শনের প্রচার এবং প্রসার এই সমিতির উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যকে ভারতের ধর্ম্মমত বোধগম্য করিবার সদাশয়তাই মিশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শীঘ্রই লণ্ডনে এক সাধারণ সভায় সমিতির উদ্বোধনকার্য্য প্রচলিত রীত্যানুসারে সুসম্পন্ন হইবে। মাননীয় মার্কুইস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড এই নব সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং ভাইকাউণ্ট গোসেন, লর্ড লেমিংটন, লেডি ষ্টান্‌লি জ্যাক্‌সন্ ও সার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড্ ভাইস্-প্রেসিডেন্ট এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর সমিতির চেয়ারম্যান নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৪১; ১৯শে মে, ১৯৩৪ | ৪০শ সংখ্যা

উজ্জ্বলনীলমণি

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শক্তিসঞ্চারের দ্বারা প্রবর্ত্তন করিয়া দশদিন যাবৎ যে ভক্তিরসের লক্ষণ ও তত্ত্বসমূহ সূত্রাকারে বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু পরবর্ত্তিকালে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থদ্বয় জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। মধুররসই 'উজ্জ্বলরস' নামে খ্যাত। পারকীয় মধুর রসের যে সকল শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধ, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণিতে বিশেষভাবে নির্ণীত হইয়াছে। পারকীয় উজ্জ্বল বা মধুর রসের একমাত্র বিষয় অপ্রাকৃতনীলমণি শ্রীকৃষ্ণসুন্দর। সেই গোপীজনবল্লভকেই আশ্রয় করিয়া উজ্জ্বলরস প্রভৃতি হয়, এজন্য, গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, 'উজ্জ্বলনীলমণি'। শান্তদাস্যাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে মধুররস (উজ্জ্বলরস) অতিশয় রহস্যময় বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে ভক্তিরসরাজ উজ্জ্বলরসই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা শ্রীরূপপাদ নীলমণি গ্রন্থের আরম্ভেই (২য় শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতেঽধুনা মধুরঃ॥

অপ্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণি শিরোমণিত্ব লাভ করিয়াছেন। মহামুনি ভরতও রসসম্বন্ধে যে

সকল কথা জানেন না, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অপ্রাকৃত উজ্জ্বল-রস-বিগ্রহকে তাঁহা নীলমণিগ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উজ্জ্বলনীলমণি ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রাকৃত রসিকের প্রণীত গ্রন্থ নহে, ইহা সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণের নিজজন, কৃষ্ণের রসভাণ্ডারের মূল ভাণ্ডারীর সেবনী-প্রসূত বলিয়াই অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের সৌষ্ঠব-সীমা ও তাহার যাবতীয় বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রস্ফুটিত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রবেশ-পাত্রের প্রথম পাঠ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিবার পরে উজ্জ্বল-নীলমণি পাঠ করিতে হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও উজ্জ্বলনীলমণি রচনার পূর্ব্বে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করিয়াছেন রসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে সমাপ্ত হয়। উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল রূপপাদ স্বয়ংই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন,—

রামাব্ধিরন্ধ্রমিতে শাকে গোকুলমণ্ডিভূমেনাহম্।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুভিরঃ সুস্তরপেণ॥

১৪৫৩ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেই শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও তদনন্তর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক মহাপ্রভুর প্রকট কালেই রচিত হইয়াছিল, ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদ হইতেই জানিতে পারি। 'হংস দূত' ও 'উদ্ধব-সন্দেশ' এই দুইটি গ্রন্থ সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তি-লীলা প্রদর্শনের পূর্ব্বেই শ্রীল রূপের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। কেন না, এই দুই গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নমস্কার-সূচক কোন শ্লোক বা বাক্যের উল্লেখ নাই। উজ্জ্বলনীলমণিতে ঐ দুই গ্রন্থের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর 'লঘুতোষণী টীকার' (শ্রীভাগবতের টীকা) উপসংহারে শ্রীল রূপের লিখিত গ্রন্থ-গুলির একটি তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা এই—

তত্রোদ্ধবসন্দেশে কাব্যে শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশস্তথোদ্দামকরস্তথা॥
বৃত্তত্রয়াত্মিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তথা ললিতামাধবং নাটকবরম্।

তথা বিদগ্ধমাধবং নাটকবরম্।
দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা রসামৃতসিন্ধুঃ পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটক-চন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥

হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশলীলাঙ্কঃ, উৎকলিকা-বল্লীভব, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলি কৌমুদী, ভাণিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত—এই সকল গ্রন্থ শ্রীল সনাতনের অনুজ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীরূপের গ্রন্থের তালিকা এইরূপ দেখিতে পাই,—

রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন।
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহুস্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাঙ্কঃ আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন॥
লঘুভাগবতাম্বতাদি যে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন॥ (চৈঃ চঃ ম ১।৩৬-৪১)

ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর লঘুতোষণীর বিবরণ ব্যতীত শ্রীল শ্রীজীবের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের লিখিত শ্রীরূপের গ্রন্থের নিম্নলিখিত তালিকাটি দৃষ্ট হয়,—

"তত্রোদ্ধবসন্দেশে কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশস্তথোদ্দামকরস্তথা॥
বৃত্তত্রয়াত্মিকা খ্যাতা শ্রীগোপালবিরুদাবলী।
শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিকৃত্য স্তবমালা মনোহরা॥
বিদগ্ধমাধবং খ্যাতস্তথা ললিতমাধবং।
দানকেলীকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্॥
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রবরাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরা-মহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
লঘুভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥"

"শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলা-সহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥
কাব্যাংসম্ভূত আর উদ্ধব-সন্দেশ।
কৃষ্ণজন্ম তিথি-বিধি-বিধান অশেষ॥
গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎ-লঘুভেদ।
স্তবমালা বিদগ্ধমাধব রসময়॥
ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলা-কৌমুদী আনন্দ-মহোদধি॥
দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম॥
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ রসপুর।
গ্রন্থকাখ্যাতচন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর॥
মথুরা-মহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত।
নাটকচন্দ্রিকা লঘুভাগবতামৃত॥
বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল॥
অষ্টকাল লীলা তা'তে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন॥
সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ্ধ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনা মধ্যে না কৈল গণন॥
গোবিন্দবিরুদাবলী লক্ষণ তাহার।
দৌহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার॥"

(ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ)

ভক্তিরত্নাকরে যাহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'একাদশ শ্লোক' নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই একাদশ শ্লোকাত্মক 'উপদেশামৃত' গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থের কথা পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকরণে আবার বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকরণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) নায়ক-ভেদ প্রকরণ, (২) নায়কসহায় প্রকরণ, (৩) কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ, (৪) রাধা প্রকরণ, (৫) নায়িকাদি ভেদপ্রকরণ, (৬) যূথেশ্বরী-ভেদ প্রকরণ, (৭) দূতীভেদ প্রকরণ, (৮) সখী প্রকরণ, (৯) হরিবল্লভা প্রকরণ, (১০) উদ্দীপন প্রকরণ, (১১) অনুভাব প্রকরণ, (১২) উদ্ভাস্বর প্রকরণ, (১৩) সাত্ত্বিক প্রকরণ, (১৪) ব্যভিচারী প্রকরণ, (১৫) স্থায়িভাব প্রকরণ, (১৬) শৃঙ্গার-ভেদ প্রকরণ, (১৭) পূর্ব্বরাগ প্রকরণ, (১৮) মান প্রকরণ, (১৯) প্রেম-বৈচিত্ত্য প্রকরণ, (২০) প্রবাস প্রকরণ, (২১) সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি প্রকরণ, (২২) মুখ্য সম্ভোগ প্রকরণ, (২৩) গৌণ সম্ভোগ প্রকরণ।

উজ্জ্বল রস দুই প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের সাধারণ অর্থ বিরহ, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-প্রণালী অর্থাৎ রূপানুগ ভজন-প্রণালীতে বিপ্রলম্ভেরই সর্ব্বাধিক চমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্ত আদর্শ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে যে রস রূপোৎসব লাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীরূপপাদ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আলঙ্কারিক বিচার, বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উদাহরণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের সংজ্ঞা এবং তৎপরে তাহার এক একটি উদাহরণ এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যের উদাহরণ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নীলমণি গ্রন্থে সংগৃহীত ও গুম্ফিত হইয়াছে। উজ্জ্বলরস প্রধান যে কএকভাবে বিভক্ত, নিম্নে তাহার একটি চিত্র প্রদত্ত হইল।

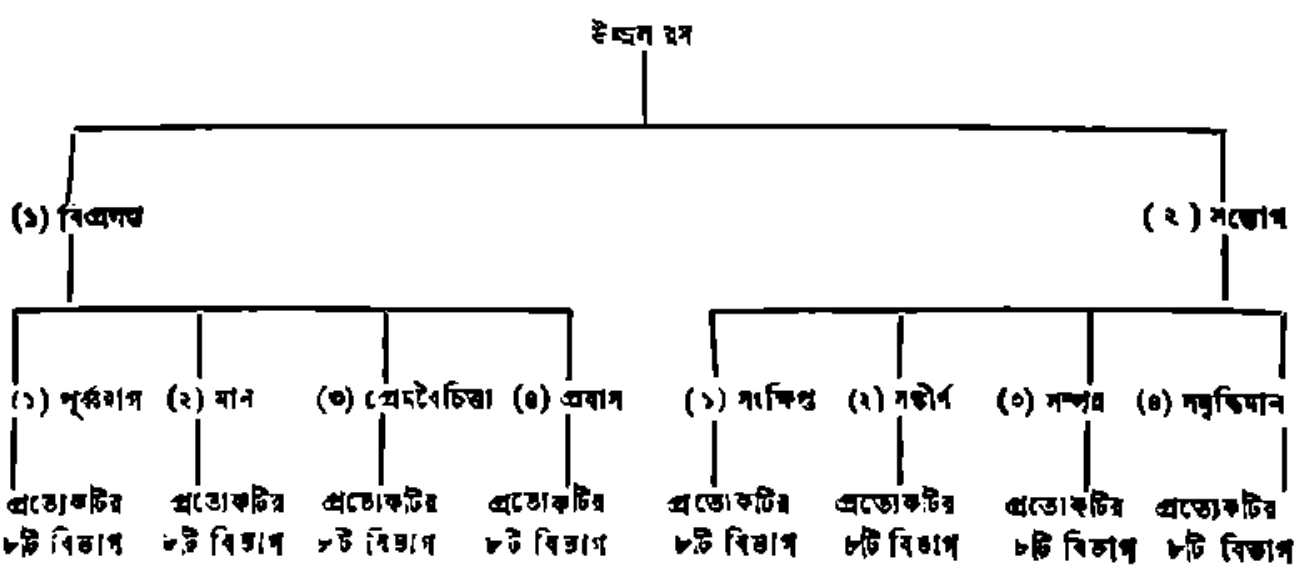

উজ্জ্বলরসে নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণই বিরাজমান বা নায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের রাম-নৃসিংহাদি অবতার বা নারায়ণ উজ্জ্বল রসের নায়ক হইতে পারেন না। নায়ক আবার ত্রিবিধ,—গোকুলে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণ

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকটি দুই প্রকার অর্থ-প্রকাশক,—

লক্ষ্মীকারুণ্যতঃ শৈলেনোজ্জীপয়ন্ সনাতনম্।
নিজরূপোৎসবদাতা সনাতনান্তঃ প্রভুর্জয়তি॥

—অর্থাৎ হরিনাম কীর্তনে যাঁহার নিষ্ঠা ঘনীভূত হইয়াছে, যিনি নিজ স্বরূপভাবের দ্বারা মাধুর্যরসের আনন্দের উদ্দীপনা দ্বারা যাঁহার অনুগত 'রূপ'নামক কোন ব্যক্তিকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সনাতন নামক প্রভু জয়যুক্ত হউন।

দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ রচনার পরে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ-রচনার কারণ বলিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কেবল পরম-শুদ্ধ ভক্তিরসরাজ উজ্জ্বল-রসই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে মধুররসের লক্ষণ, রসের সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ, শক্তি ও উপশক্তি-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং অপ্রাকৃত ঔপপত্য ভাবের সহিত প্রাকৃত ঔপপত্যভাবের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। পারকীয়া রতিই পরমা রতি; ইহা বলিতে গিয়া শ্রীল রূপপাদ আলঙ্কারিক ভরতমুনির মতও উদ্ধার করিয়াছেন,—

যত্র নার্য্যেতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ দ্বিগুণোচ্ছ্রিততা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥
নাটকমত্র যৎ প্রোক্তং তত্র প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাস্বাদার্থমবতারিণি॥

যে রতির সম্বন্ধে লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ বহুভাবে নিষেধ, যাহাতে নায়ক ও নায়িকার প্রচ্ছন্ন-কামুকতা এবং যে রতি [illegible] দ্বিগুণোচ্ছ্রিততাময়ী, তাহাকে মন্মথের পরমা রতি বলা [illegible]

[illegible] যেখানে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, যে [illegible] যাহাকে যেরূপে বর্ণিত হয়, তাহা প্রাকৃত [illegible] কিন্তু স্বয়ংই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক [illegible] যেখানে মধুররস আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতার। এই পারকীয়রস-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্বরস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর-রস কহি তা'র নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ॥

(চৈঃ চৈঃ আদি ৪র্থ)

আত্ম ও পর—এই দুইটি তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্মই—আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক্ সত্তা নাই। কিন্তু পরারামতা-ধর্মে রসবিচিত্রতা ও রসোৎকর্ষের জন্য বহুবিধ পৃথক্ সম্বন্ধের অবস্থান আছে। আত্মারামতা ও পরারামতা—উভয়ই নিত্য ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন 'আত্মারাম', অপরদিকে তেমনই 'পরারাম'। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় অচিন্ত্যশক্তি-যুক্ত লীলাপুরুষোত্তমের পক্ষেই স্বাভাবিক। কৃষ্ণলীলার একক্ষেত্রে আত্মারামতা, আবার তদ্বিপরীত ক্ষেত্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের নিরপেক্ষভাব ও শুষ্কতা, আবার পরকীয়ের দিকে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রসের অধিকতর প্রফুল্লতা। "রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ"(ভাঃ ১০।৩৩।১৬), "রেমে ন ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া" (ভাঃ ১০।৩৩।১৯), "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।২৫) প্রভৃতি ভাগবতীয় বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, 'আত্মারামতাই' কৃষ্ণের নিজধর্ম। কৃষ্ণ—অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া আত্মারাম কৃষ্ণকে ক্রীড়া করান। কৃষ্ণের এক পরা শক্তিই রসবিলাসের জন্য অনন্ত

[illegible]প্রকাশিত হয়। ঐ অনন্ত শক্তি পরা শক্তিরই [illegible]ম্বাহ বা বিস্তার। রাস-ক্রীড়াতে এক কৃষ্ণ বহুসংখ্যক গোপী-শক্তিও তদনুরূপরূপে প্রকাশিতা। সকলই কৃষ্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপী-সমূহকে পৃথক্ প্রকট করান, লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথগ্‌ভাবে সাজান এবং রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় মনোভিমান প্রদান করেন। এই অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির অচিন্ত্যব্যাপার ক্ষুদ্রজীব বা ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতার বুদ্ধির অগম্য।

কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি তথায় প্রবলা থাকায়, যাবতীয় পর্য্যন্ত তথায় রসের সুন্দর গতি অর্থাৎ সেই স্থানের মধুররস-সাধুগণও দাস্যের স্তরে স্থিত। আবার স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্লভতা ও চমৎকারিতা হয় না দেখিয়া তিনি আত্ম-শক্তিকে শতসহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া বিলাস করেন।

বিকৃত প্রতিফলনরূপ প্রাকৃত জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিজ্জগতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব নিত্যসিদ্ধ। প্রাকৃত জগতে বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে যে বিকৃত বহুবিষয় ও বহু বিকৃত আশ্রয়রূপ অভিমান উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোলুপবুদ্ধি প্রভৃতি অবস্থা ও দেবতার চিত্রই নিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে একমাত্র নিত্যসিদ্ধ বিষয়ের অনন্ত আশ্রয়স্বরূপ অভিমান নিত্যসিদ্ধ থাকায় তথায় আশ্রয়ের মধ্যে পরস্পর যে সকল প্রতিযোগিতাদি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ ও চিদ্বৈচিত্র্যের সহায় এবং চমৎকারিতার পুষ্টিকারী। কৃষ্ণে লোলুপবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাকে 'পারকীয়' অভিধান প্রদান করেন এবং যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা বস্তুতঃ 'অপারকীয়' শব্দবাচ্য, ব্যভিচারপূর্ণ, ঘৃণাস্পদ ও দণ্ডযোগ্য ব্যাপার। 'পর' শব্দে একমাত্র কৃষ্ণকে বুঝায়। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুই 'পারকীয়'। কৃষ্ণই একমাত্র যখন বিষয় এবং আর যাবতীয় সকলই আশ্রয়, তখন বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে জীব স্বরূপতঃ আশ্রয় হইয়া যে পুরুষ বা নিজকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহা তাহার অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিমুখতা-মাত্র। এত জগতে বিষয়ের বহুত্ব-ধারণা-প্রভাবে অপ্রাকৃত চিল্লিলাস-রাজ্যের অধিষ্ঠান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বহুবিষয়ের অন্যতম জ্ঞান অপরাধময়। আবার কৃষ্ণই যে মূলে একমাত্র নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ বা ব্যভিচারদুষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আবার কোন জীব [illegible] 'নায়ক' পদবী প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে বিষয়ের বহুত্ব [illegible] ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। গোলোকবিহারী [illegible] যখন স্বীয় পর রসকে প্রপঞ্চ মধ্যে গোকুলের সহিত [illegible] করিয়াছেন, তখন গোকুলললনাদিগের সম্বন্ধে [illegible] গত অকৃত-বিচার স্থান পাইতে পারে না। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে (কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৯) শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

" মায়াকল্পিত তাদৃক্ স্ত্রীভিরনেনানুমৃষ্টিতিঃ।

ন ত্বাত্ম ব্রজদেবীনাং ক্বচিত্তিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

—প্রকটলীলায় ব্রজগোপীদের পতাভিমানিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। গান্ধর্ব্ববিবাহাদিও মায়িক প্রথার মাত্র। মায়াকল্পিত বিবাহিত পতি-অভিমানি-গণের সহিত কৃষ্ণ-স্বরূপ-শক্তি ব্রজ-বনিতাগণের কখনই মিলন হয় নাই। বস্তুতঃ একমাত্র শক্তিমদ্বিগ্রহের স্বরূপগত শক্তি গোপীগণের অন্যত্র স্বরূপতঃ বিবাহ না থাকায়— তাঁহাদের উপপত্নীত্ব বা পরদারত্ব নাই।

তথাপি পরোঢ়াত্ব অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না হইলে অপূর্ব্ব রসোদয়ের প্রাকট্য কখনই স্বভাবতঃ হয় না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কথাটি অনুভব করিতে পারিবেন। অপরের পক্ষে আলোচনা-প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন।

চিচ্ছক্তি যোগমায়া গোলোকস্থ নিত্য-আকর-স্বরূপ পরোঢ়া-অভিমানকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বরূপশক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে আনয়ন করিয়া সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ-শক্তিগণের বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নশ্বর বিষয়-ভোক্তা পতির পরিবর্ত্তে, নিত্যপতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নিত্যানুরাগৈক-বিষয় বলেন। সর্ব্বত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সকলা স্বরূপ-শক্তিগণ যোগমায়া দ্বারা নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন; ইহাতে রসের উৎকর্ষ ও স্বেচ্ছাময় লীলা-পুরুষোত্তমের ইচ্ছা-শক্তির পরমোৎকর্ষই লক্ষিত হয়। এরূপ উৎকর্ষ

বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। অপ্রাকৃত বিষয়ে স্বয়ং-জ্ঞানাভাবে অসুর-ভাব-বিমূঢ়জনগণ ভদ্রজগতের বহু-বিষয়-সমাকুল অবরতামঃ ঔপপত্যের বোধগুলি কৃষ্ণলীলায় দর্শন করিয়া কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন মাত্র।

কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি গোপীগণ 'পর' অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের ভোক্তা হইতে পারে না। যোগমায়ার প্রভাবে অভিমন্যু প্রভৃতি মায়াকল্পিত অবতারগণ সেই সকল গোপীকে তাঁহাদের বিবাহিত পত্নী বলিয়া অভিমান করেন, অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণেতরতত্ত্বকে বঞ্চনা করাই ব্রজগোপীদের অপ্রাকৃত ভোগগত কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ-পতি-বঞ্চনা। সুতরাং স্ব স্ব পতি বঞ্চনা করিয়া একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য বিধান করাই পারকীয়ত্ব বা কৃষ্ণসম্বন্ধে নিত্যার্পণপতি।

অতএব গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের সম্বন্ধ। তথায় পারকীয়-রসে যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-রসে যে পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ, তাহাতে একরস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধারস্বরূপে নিত্যকাল গোলোকস্থ গোপিকে স্বয়ংরূপের নিত্য অবস্থিতি ও উপপতির সহ নিত্যরূপে যুগপৎ অবস্থিত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-মতে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ পারকীয়-তত্ত্বেই স্বীকৃত উহার ভিতরের স্বকীয় বিচার। কোন কোন ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পর ব্যভিচারী প্রাকৃত-সহজিয়া 'শ্রীল রূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য চিন্তবিলাস-গুরু শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী চরণের মতানুযায়ী পারকীয় রসের অনুমোদনকারী ছিলেন না' বলিয়া তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐসকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরব্যক্তি ভ্রম করেন, 'গৌড়ীয় ব্যভিচার-নিরসন-কল্পে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি তাঁহাদের ন্যায় ব্যভিচারপর রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।'

প্রকট-কালে স্বীয় অনুগতাভিমানিগণের মধ্যে কোন কোন অভক্তকে রূঢ়বিচার-দর্শনে স্বকীয় রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় রসের সৌষ্ঠব ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া বয়ঃ রূঢ়ভোগপর হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈকেবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু পারকীয় বিচার-সৌষ্ঠবের অনুকূলেই স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয়-রসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থলে অপ্রাকৃত পরকীয়বাদের গূঢ় প্রতীতির জন্য অপ্রাকৃত স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির 'লোচন-রোচনী' টীকার "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরেচ্ছয়া" প্রভৃতি বাক্যেই সেই কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পাছে অনধিকারিগণ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ় তত্ত্ব প্রাকৃত বুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া বিকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করে, সেই আশঙ্কায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

চয়ন

(১)

["সেবকবার্ত্ত" ১১ মে, ১৯২৪ শুক্রবার-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Sree Chaitanya's Birth-Place

Chanda's Lecture At Gaudiya Math

A public meeting held at the Calcutta Gaudiya Math on Sunday last Rai Bahadur Chanda Bahadur read a paper on 'Location of Chaitanya's Birth Place.

Rai Bahadur began by mentioning that some amount of controversy has been set on foot regarding the exact Birth-place of Sri Mahaprabhu and for the location of Nabadwip, during the time of Sri

Chaitanya Mahaprabhu. He was glad to see that such a large number of educated public of the country were interested as they should be, in this matter of great public importance. He admitted that though there were a good amount of literature on the point, some written by eminent persons well-informed of the Vaishnabic literature, he thought it wise to take recourse to other materials in an independent way applying the western method in which he claims to have gathered some experience during the last 30 years. So by tracing the available records of the western people beginning from the 19th Century, he attempted to go backwards as far as possible. The historical and geographical records left by Sir William Hunter seem to have concluded that the Bhagirathi of his (Hunter's) time cut the ancient sacred town into two, leaving most of its portions to the east of the river.

FIRST REVENUE SURVEY

The first revenue survey of this part of the country was held under the British by Major James Renell from 1764 for several years, whose survey-map has been published in an enlarged scale by Major F. C. Hirst in which Nebadwip was shown in Rennell's time at the confluence of Jalangi just within a mile to the south of 'Bharadanga' and about 3 miles to the east of Jannagar. The place Jannagar still existing as well as Bharadanga which is now commonly known as Bharuidanga.

From an old map of Sir Richard Temple included in the Diary of William Hedge who was the agent of the East India Company in 1684 the site of Nabadwip is shown in the east of the Bhagirathi. From the geographical descriptions of a drama named Chaitanya Chandroday written by Kabi Karnapur in 1572 we can know that the Bhagirathi at that time flowed near Nabadwip from North to South, Nabadwip lying on the eastern side and Kulia on the other Bank.

Brindabandas in his Chaitanya Bhagabat written some years after the disappearance of Sree Chaitanya (1534) gives us the copious descriptions of the geographical positions of Nabadwip of Sree Chaitanya's time as well as the relative positions of the neighbouring places. The tomb and remnants of the palace of 'Chand Kazi' (Moulana Serajuddin) Chaitanya's contemporary lying in Bamanpukur is admitted by all alike. From the rout through which Sree Chaitanya Mahaprabhu went around the then town of Nabadwip with a huge Sankirtan procession on the day of chastising Kazi who forbade holding Sankirtan, we find that Nabadwip at the time of Sree Chaitanya was not bifurcated by any river from Ganganagar and Simulia in the north to Gadigacha and Majidah in the south. The village Simulia was very near to the place of Kazi.

In the revenue survey map of Thana Krishnagar published in 1917 and in the Jurisdiction list of Krishnagar as surveyed in 1849-55 we find the village named Ganganagar (Mouza No. 129) just adjacent to the village named Bharadanga or Bharuidanga (Mouza No. 130). This map confirms and corroborates both the revenue map of Major Rennell and also the accounts of Chaitanya Bhagabat.

DESCRIPTION OF CHAITANYA-BHAGABAT

Now Nabadwip of Chaitanya's time must lie in the vicinity of Bharuidanga and Ganganagar and the village Bamanpukur. The river Kharia at present seems to have come little to the north of the place where it flowed during Chaitanya's time. The village Gadigacha and Majidah described in Chaitanya-Bhagabat are still intact lying to the east of the Bhagirathi and a little over 3 miles direct to the south from Ganganagar and Bharuidanga. From the descriptions of the Chaitanya Bhagabat it is found that Mahaprabhu's Sankirtan-procession leaving His House after dusk went direct north along the eastern bank of the Ganges up to Ganga- nagar (where it meets the village Tota) and then leaving the Ganges went northward and northeast.

So the course of the Ganges was towards the West and from this place up to Majidah the Ganges had a direct southward course flowing

just on the western side of Nabadwip of Mahaprabhu's time. From the descriptions of Chaitanya Bhagabat it is found to be a proved fact that Ganganagar lay on the 4th Ghat from Mahaprabhu's House. It is quite probable beyond any doubt that the bathing ghats of populous town like Nabadwip were very close and the Ghat (Prabhu's Ghat) near the House of Sree Chaitanya was cermainly within less than half a mile to the south of Ganganagar.

Now the attempt to drag the Birth-place of Sree Caitanya to any place in Hablary Dewanganj which is about 4 miles from Ganganagar and Bharuidanga and consequently diverting the course of the Bhagirathi to the west of it is against all probabilities and contrary to all the descriptions of the authorities quoted above. So this inference may be dismissed as idle.

(২)

["আনন্দবাজার পত্রিকা" ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪১ শুক্রবার ইং ১১ মে, ১২৩৪ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তৃতা

গত ৬ই মে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গৌড়ীয় মঠের মাটী-মন্দির হলে একটি সাধারণ সভায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও গবেষণালব্ধ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ বসু এম, এল, সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, চৈতন্য দেবের ঠিক জন্মস্থান ও তাঁহার সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি লইয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে কিছুকাল ধরিয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের স্থিতি সম্বন্ধে [illegible] ও অন্যান্য প্রমাণ আছে, তাহা আলোচনা করিয়া [illegible] অগ্রসর হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর [illegible] স্থিতিস্থান নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। [illegible] উইলিয়ম হাণ্টারের ঐতিহাসিক ও [illegible] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গার [illegible] প্রাচীন নবদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অধিকাংশ ভাগ নদীর পূর্ব্বপারে রাখিয়া গেছে।

১৭৬৩ সালে মেজর জেম্‌স্ রেনেল ব্রিটিশ কর্ত্তৃক সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া ৩।৪ বৎসর ধরিয়া দেশের এতদঞ্চলের জরিপ কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জরিপের ম্যাপগুলি পরবর্ত্তিকালে মেজর এফ্, সি, হার্ট কর্ত্তৃক বৃহদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ম্যাপ অনুসারে রেনেলের সময়ে নবদ্বীপ ওরাঙাডাঙার দক্ষিণে এক মাইলের মধ্যে এবং আমলবের পূর্ব্বে প্রায় তিন মাইলের মধ্যে জলঙ্গীর সমসত্ত্বলে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ আকইডাঙা নামে পরিচিত ওরাঙাডাঙা স্থানটি ও আমলর অদ্যাপি বর্ত্তমান।

১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট উইলিয়ম হেজের ডায়েরীভুক্ত পার রিচার্ড টেম্পলের প্রাচীন ম্যাপে নবদ্বীপকে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর লিখিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের ভৌগোলিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ভাগীরথী সে সময় নবদ্বীপের নিকট উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন এবং নবদ্বীপ পূর্ব্বপারে ও কুলিয়া অপর পারে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের কএক বৎসর পরেই লিখিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের বহু বর্ণনা হইতে নবদ্বীপের ও তৎসংলগ্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থিতি জানা যায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক টাঁদ কাজীর (মৌলানা সিরাজুদ্দিন) সমাধি বামনপুকুরে অবস্থিত, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কাঞ্চিদেশ-বিজয়ে শ্রীচৈতন্য দেব বিপুল সংকীর্ত্তন-বাহিনী-সহ যে পথে গমন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত গঙ্গাসঙ্গম ও সিমুলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মাজিদা, শান্তিপুর ও মাহিনা পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের সময়ে সরস্বতী কোন নদীর দ্বারা বিভক্ত হয় নাই। সিমুলিয়া গ্রাম কালির বাড়ীর অতি সন্নিকট। ১৯১৭ [illegible] এবং ১৮৪৯—৫৫ সালে [illegible] Jurisdiction list ও আমরা [illegible] ওরাঙাডাঙা বা আকইডাঙা, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা [illegible]। এখন দেখা গেল,

চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ জাহ্নবাডাঙ্গা, গঙ্গানগর এবং বামন-পুকুরের নিকটেই অবস্থিত।

চৈতন্যের সময়ে খড়িয়া নদী যে স্থানে প্রবাহিত ছিল, বর্ত্তমানে সেই স্থানের কিছু উত্তরে গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত গাদিগাছা এবং মাজিদা জাহ্নবীর পূর্ব্বপারে এবং গঙ্গানগর ও জাহ্নবাডাঙ্গার কিঞ্চিদধিক ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গৃহ হইতে সঙ্কীর্ত্তন লইয়া বহির্গত হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার দিয়া সোজা উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া গঙ্গানগর পর্য্যন্ত আসেন। তৎপরে তিনি গঙ্গা ছাড়িয়া উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব মুখে গমন করেন। সুতরাং গঙ্গার গতি এখানে বক্র হইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়াছে এবং এইখান হইতে মাজিদা পর্য্যন্ত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গঙ্গানগর মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে চতুর্থ ঘাটে অবস্থিত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবদ্বীপের ন্যায় জনাকীর্ণ সহরে স্নানের ঘাট-গুলি অতি নিকট নিকট ছিল এবং মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাট অবশ্যই গঙ্গানগরের দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইলেরও কমের মধ্যে অবস্থিত।

এখন গঙ্গানগর ও জাহ্নবাডাঙ্গা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত মাদুপাড়া বেতানগরে। যে স্থানে শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মস্থানকে টানিয়া লইবার চেষ্টা উপরিউক্ত প্রমাণ-সমূহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সুতরাং এই প্রকার অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এ বলেন যে, রায় বাহাদুর যে প্রকারে মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান এবং এই স্থানেই কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতৃগণের আকর মঠ শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীমায়াপুরের মহাপ্রভুর বাড়ী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক বর্ণিত কাজির বাড়ী ও গঙ্গা-নগরের সহিত ঠিক একই অবস্থানে অবস্থিত। ঘোষ মহাশয় ভৌগোলিক প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, খুলিয়াই বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ না হইয়া পারে না। গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রামাণিক রেকর্ড দ্বারা তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, রামচন্দ্রপুরকথন মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে না।

অবশেষে সভাপতি মহোদয় সকলের আলোচিত বিষয়-গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে নিরপেক্ষ ভাবে সে গুলি বিচার করিতে ও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের

বিরোভাব উৎসব

গত ২২জানুয়ারী হইতে ২৪ জানুয়ারী (১৯২৩) পর্য্যন্ত কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের বদরিকাশ্রম-প্রবেশ-উপলক্ষে বিবিধরূপ ধারা শ্রীমদ্ভাগবতের জীবনী ও সিদ্ধান্ত-আলোচনামুখে বক্তৃতা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২জানুয়ারী শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সভাপতিত্বে মঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের একটি আলেখ্য স্থাপিত এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কাশী উত্তরাধিমঠের সেবকগণ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে যোগদান ও বক্তৃতাদি প্রদান পূর্ব্বক যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়াছিলেন।

২৪জানুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ হইতে উত্তরাধিমঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে—গত ৮ মাঘ, ২০ জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীতিথিতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রকটোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। বেলা ৯-১৫ মিঃ

এই সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটি সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীযোগপীঠে উপনীত হন। বেলা প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠান্তে সংকীর্তন-যোগে ভোগ-রাগ এবং ভোগারাত্রিক কীর্তন হয়। তৎপর ১২-৫৫ মিনিট হইতে ২-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত শ্রীনাট্য-মন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীচৈতন্যমঠের ভূতপূর্ব সেবক ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়। দিবসে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি পাঠ হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর তর্জনীক, করতাল ও 'শুষ্কবংশ চয়ন-বেণু'—এই রীতিটি কীর্তন হইলে আচার্য্য শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রথমে তাঁহাদের চরিত্র বিষয়ে সংক্ষেপে মৌখিক কিছু বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ হইতে 'শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব' ও 'শ্রীসরস্বতীপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠের পর—ভক্তিবিবেক-কুসুমাবলি হইতে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব' কবিতাটি কীর্তন করা হয়। শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কীর্তন করেন। সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব কীর্তন-মুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮৷৷ টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা এবং বক্তৃতার আদি-অন্তে শ্রীসাধন দাসাধিকারীজীর কীর্তন হয়। উৎসবে সমবেত বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিলাসবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিকুল ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থার বহন করেন।

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে—গত ৮মাঘ, ২২ জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, নামাবলীকীর্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণ-মুখে শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহোদয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

বালিয়াটিতে—গত ৮মাঘ (১৩৪০), ২০জানুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার শ্রীপাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী অনাদি-কুমার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহুব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। বালিয়াটির প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায়চৌধুরী ভক্তিবিক্রম মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে—গত ১৪ মাঘ (ইং ২৮।১।৩৪ রবিবার শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবদিবস হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯ম অধ্যায় পাঠ এবং পাঠের পর নগরসঙ্কীর্তন হয়। বেলা ১১টার সময় ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে প্রায় সমস্তদিনই সমবেত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরূপ নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় বক্তৃতা করেন। জয়ন্তী একাদশী, বরাহদ্বাদশী এবং শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কীর্তন করা হয়। বক্তৃতার আদি-অন্তে শ্রীমদ্ভক্তিমধুর মহোদয় কীর্তন করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসও শ্রীনামসঙ্কীর্তন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্তন-মুখে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণভক্ত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগণাকর মহোদয় সমবেত ব্যক্তিগণকে অনেক হরিকথা শুনাইয়াছিলেন।

কাশীতে—শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীত্রয়োদশীদিবস

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী শিবানন্দ ও সর্ব্বেশ্বরানন্দ কীর্ত্তন করেন।

বালিয়াটীতে—গত ১৪ মাঘ (১৩৪০) রবিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঠসেবকগণ তৈথী একাদশী, বরাহ-দ্বাদশী ও নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী—এই দিবসত্রয় উপবাসব্রত পালন করিয়া নগরকীর্ত্তন-মহোৎসবানুষ্ঠান করিয়াছেন।

কটকে—গত ১৪ মাঘ (ইং ২৮।১।৩৪) রবিবার কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ দাসাধিকারীজীর কীর্ত্তনের পর ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত বিলাস বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

চাঁপাহাটীতে—শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা চাঁপাহাটি-শ্রীগৌরগদাধর মঠে গত ১৪ মাঘ (ইং ২৮।১।৩৪) রবিবার শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিতে মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত নৃসিংহ-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও মঠরক্ষক মহোদয় ক্রমান্বয়ে ১ঘণ্টা করিয়া নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাস্থিত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হংসেশ্বরক্ষেত্রে—শ্রীএকচাকানগরমঠে গত ১২ মাঘ তৈথী একাদশীর দিবস হইতে দিবসত্রয় পাঠকীর্ত্তন-মুখে তিথিত্রয়ের সম্মান করেন। শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাববাসর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় আদর্শ গৃহস্থবৈষ্ণব শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহোদয় ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

অমর্ষিতে—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে নিত্যানন্দ-মহিমা পাঠ করেন। পাঠের আন্তরে সংকীর্ত্তন হয়। সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বরাহদ্বাদশী

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে বরাহ-দ্বাদশী গত ২৩ মাঘ (ইং ২৭।১।৩৪) মাঘী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে দশাবতার স্তোত্রকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যাক্ষ নিধন পূর্ব্বক পৃথিবী-উদ্ধার-লীলা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুরারিগুপ্ত-গৃহে বরাহরূপ ধারণাদি-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীবরাহ-জয়ন্তী যথাবিধি পালিত হইয়াছে।

দৈনিক আত্ম পত্রিকা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ আত্ম পত্রিকা-ডেলির ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) সংখ্যায় শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দির ও জগন্মোহনের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহোৎসব

গত ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথি পাঠ, কীর্ত্তন ও অভিভাষণ প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠানের সহযোগে পালিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী দাসাধিকারানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর কীর্ত্তন করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম বক্তৃতা দেন এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সৌরদাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার পর শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর মহোদয়ও ঐ দিবস উপস্থিত ছিলেন।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

৭ ফাল্গুন (ইং ১৮।২।৩৪) রবিবার পরিক্রমার অধিবাস—সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়ের বক্তৃতা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অধিবাস-দিবস এবং তৎপূর্ব্বদিনে অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে হৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত হইলেও কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় নাই। 'শ্রীধামমায়াপুর' নাম শনিবারে কলিকাতা হইতে শ্রীধামে পৌঁছায়।

৭ ফাল্গুন (ইং ১৯।২।৩৪) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা**—প্রাতঃ ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন হয়। তৎপর পরিক্রমায় বাহির হইয়া বেলা ১টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী স্নান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮।। ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে ডাঃ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ বক্তৃতা করেন।

৮ ফাল্গুন (ইং ২০।২।৩৪) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা**—শ্রীপাদ সাগর মহারাজের নেতৃত্বে এই দিবসের পরিক্রমা পরিচালিত হয়। উপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীহংসিস্বরূপজী পাঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি শিক্ষক ভক্তিবান্ধব প্রভু বেলপুকুরে বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী কৃতিস্বরূপ প্রভু বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। পরিক্রমা প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া বেলা প্রায় ১২-৩৫ মিনিটের সময় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিস্বরূপ প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে "শ্রবণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ক্রমে পরিক্রমা-পরিচালন ও সমবেত সহস্র সহস্র যাত্রীকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যেও কৃতিস্বরূপ প্রভু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

৯ ফাল্গুন (ইং ২১।২।৩৪) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা**—শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞা-ক্রমে পরিক্রমা-বাহিনী-সহ প্রাতঃ ৭টায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বেলা ১-১৫ মিনিটের সময় শ্রীমানপুরুষবটুকে উপস্থিত হন। ফিরিবার সময় আকাশে মেঘ হইয়া যাত্রিগণকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রসাদ-সম্মানান্তে যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনসহ কীর্ত্তন-মুখে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীল পরমহংসঠাকুর মহারাজের শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-প্রাণ ভিউর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর অধিবাসভবন নাট্যমন্দিরে উপদেশক ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজ "মনুষ্য-জীবনের সফলতা-সম্পাদন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১০ ফাল্গুন (ইং ২২।২।৩৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ-পরিক্রমা**—পূর্ব্ব-দিবসের ন্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ পরিক্রমার যাত্রি-গণসহ প্রাতঃ ৬-৩০ মিনিটের সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যদ্বীপ-পরিক্রমান্তে শ্রীমানপুরুষবটুকে বেলা প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পরে সরোবরে যাত্রিগণ-সহ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনে যোগদান করেন। এই দিবসও আরাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

১১ ফাল্গুন (ইং ২৩।২।৩৪) **শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা**—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সুসজ্জিত শিবিকা-মধ্যস্থ শ্রীরাধামাধবের বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া উচ্চ নৃত্যকীর্ত্তন-সহ পরিক্রমায় বহির্গত হন। প্রাতঃ ৭।। টায় বহির্গত হইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে নবদ্বীপ-পারঘাটে উপস্থিত হন। মঠের 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চে ও অন্যান্য নৌকায় পার হইতে দেড় ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছিল। বেলা ১০ টার সময় যাত্রিগণ কোলদ্বীপের চড়ায় সমবেত হইয়া শ্রেণিবদ্ধ ভাবে ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে অগ্রসর হইতে থাকেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সর্ব্বপ্রথম অশ্বারোহিদ্বয়, তৎপর আশা-সোটাধারী সেবকগণ, তৎপর শিবিকা-মধ্যে শ্রীরাধা-মাধবের বিজয়-বিগ্রহ (চারিজন বাহক ও দুইজন চামর-ব্যজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন), তৎপর ত্রিদণ্ডিগণ, তৎপর খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-রামশিঙ্গা-বাদক ও সঙ্কীর্ত্তনকারি-গণ, সর্ব্বশেষে পাশ্চাত্য ঐকতান বাদকগণের দল

সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বর সুমধুরকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন; অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ঊর্দ্ধ-পন্থীর-স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। শোভাযাত্রা দর্শনার্থ চতুর্দ্দিক হইতে লোক লোকারণ্য হয়। গোড়ামাতলায় উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ভক্তিরত্নাকর হইতে কোলদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। কোলদ্বীপ-নামে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে পরিব্রাজ যাত্রিগণকে কিছু প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিক্রমাকারিগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্ব্বিঘ্নে চন্দ্রকদ্বীপ শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপনীত হন। নবদ্বীপ সুযোগ্য পুলিশ সাহেব যাহাতে কোন খল-স্বভাব ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য সৈন্য ও পুলিশের ব্যবস্থা করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

১২ ফাল্গুন (ইং ২৪।২।৩৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা**—এই দিবস যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের নেতৃত্বে চন্দ্রকদ্বীপ, সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীগৌরগদাধর মঠেই বিশ্রাম ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ঋতুদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণও এই দিবস মঠে প্রসাদ-সম্মানের সৌভাগ্য লাভ করেন। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় এই দিবসও অপরাহ্ণে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রভু বক্তৃতা করেন।

১৩ ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৩৪) রবিবার একাদশী **শ্রীজহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা**—পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগৌরগদাধর মঠ হইতে যাত্রা করিয়া জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীমোদরুদ্র মঠে উপস্থিত হন। এইস্থানে এই দিবস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস-সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ পরিক্রমার অসংখ্য যাত্রিগণের সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনির মধ্যে নবদ্বীপে বিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদও এই দিবস শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কতিপয় অন্তরঙ্গ সেবক সহ সুরধুনী মোটরলঞ্চ যোগে শ্রীমোদরুদ্র মঠে উপস্থিত হইয়া সেবকগণের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৪ ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৩৪) সোমবার **শ্রীমোদরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা**—অদ্য গোবিন্দ দ্বাদশী। পূর্ব্বাহ্ণে সংকীর্ত্তন-মুখে যথারীতি শ্রীমোদরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা হয়। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আহূতা সভায় শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৫ ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৩৪) মঙ্গলবার **শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা**—যাত্রিগণ গোবিন্দদ্বাদশীর পারণান্তে মধ্যাহ্নকালে ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মোদরুদ্রদ্বীপের কিয়দংশ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সভায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমা-পরিচালনে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিত্বের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর ও শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যাত্রিগণের যথাসময়ে প্রসাদ-প্রাপ্তির কোন অসুবিধা হয় নাই।

উক্ত ২৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পরিক্রমা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সন্ধ্যার পর শ্রীমঠের অতিথ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৩৪) বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-বাসর—মঙ্গলারাত্রিক হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সুললিতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও পাঠের পর কীর্ত্তন করেন। (শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অনুষ্ঠানসমূহ গত ১০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে দ্রষ্টব্য)।

গৌড়ীয়মঠে মিঃ ব্রীকিড

গত ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আমেরিকান কন্সিউলেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (ইহার নাম মিঃ ব্রীকিড্) মহোদয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ ও নাট্যমন্দির দর্শন এবং মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু এবং শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব প্রভু-প্রমুখ মঠকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-

নিম্ন প্রকাশ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কমিশনার সাহেব

কলিকাতা বিভাগের কমিশনার মিঃ টোয়াইনাম (Henry Joseph Twynam Esqr. C. I. E., I. C. S., Commissioner of the Presidency Division, Bengal) গত ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] পত্নী ও কন্যা প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। [illegible] ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবাশ্রমী প্রভু [illegible] বক্তৃতা-দ্বারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মিঃ টোয়াইনাম উহাতে নিজ অভিভাষণের [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন—

"আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অদ্যকার সন্ধ্যার স্মৃতি আমি, আমার পত্নী ও কন্যা অনেকদিন অন্তরে রাখিব। আপনাদের প্রচারের বিষয় আমি সংবাদপত্রে অনেক দেখিয়াছি। আপনাদের মিশন বিদেশে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। Oxford, Cambridge প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বিদ্বান্ স্থানে আপনাদের প্রচারকেরা যে সারগর্ভ বক্তৃতাদি দিয়াছেন, তাহা আমি অনেক পাঠ করিয়াছি। আপনারা আমার এবং আমার পত্নী ও কন্যার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটক ও অধ্যাপক জোহান্স্

গত ১৩ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ২৬।৪।৩৪) বৃহস্পতিবার কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক কর্ণার জোহান্স্ ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সেণ্ট্ পল মিশনের ধর্ম্ম-প্রচারক জেম্স্ জে, এস্ সডি (James J. Sa Sody, St. Paul Mission U. S. A.) মহোদয়দ্বয় 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' সম্বন্ধে তত্ত্ব জানিতে আসিয়াছিলেন। মঠের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শচীকুমার ধলাধিকারী বি-এল মহোদয় তাঁহাদের সহিত প্রায় দুইঘণ্টা কাল যাবৎ উক্ত বিষয়ের আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয় ছিল—"ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-তত্ত্ব, আধিকারিক দেবতা-তত্ত্ব, ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিতত্ত্ব, পৃষ্টধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের একাধিক গুরু-স্বীকারের তাৎপর্য্য, গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রান্তর-গ্রহণ, অন্যস্থানের ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব ও ভগবত্ত্ব—এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্ব, আত্মার নিত্যত্ব ও নিত্য ভগবদ্দাস্য" প্রভৃতি। তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জোহান্স্ ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রণালীও তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীধাম দর্শনে

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১২॥ টার সময় নদীয়া জেলার অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও-বি-ই মহোদয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আসেন। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক মহোদয়ের নিকট শ্রীধামের তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করিয়া বেলা ২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বৈষনসিংহ জেলার পাকুটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উক্তবিষয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীধামের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন ও হরিকথা শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বেলঘরিয়া—কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ গৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কন্টাই রোড্ ষ্টেশনের নিকট বেলঘরিয়া নামক স্থানে শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় লাল মাড়োয়ারীর ভবনে গত ৯ই বৈশাখ হইতে ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত হিন্দী ও বক্তৃতায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রায় ৫০০ শ্রোতা সমবেত হইতেন। সকলেই শ্রীমদ্ ভাগবতের

অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া এবং তোপাখানাকে 'আশ্রম' আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক অজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে ধূলি দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুকৌশলজাল-বিস্তারকারী কপট গুরুক্রবের (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে কপটতা ধরা পড়িয়া যাওয়ায়) শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামে অযথা নিন্দারোপ দ্বারা এই স্থানের অনেকের হৃদয়ে বিরুদ্ধ ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু স্বামীজীর প্রচারে তাহাদের কপটতা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া সত্য মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচারের প্রশংসা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন গত ১০ই বৈশাখ স্বামীজী মহারাজ উপরিউক্ত স্থানে "স্বধর্ম-জীবনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের দিবস বেলদা নিবাসী শ্রদ্ধালু ও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ স্বামিজীকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে তথায় গমন পূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত পান করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অভিনন্দনটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজের বেলদা আগমনোপলক্ষে অভিনন্দন

(আজি) নববর্ষ মাসে নব নব রসে
মাতোয়ারা সব নগরবাসী।
করি কৃপা দান, তুমি হে মহান্
ঘুচাও মোদের ভবের রাশি॥
আমরা ভোগান্ধ পাতকী নারকী
ভবৎ কৃপা কখনও পাব কি?
গুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা মিলে
(তাই) কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে সমীপে আসি।
দাবানল-দগ্ধ সংসার-দহনে
দগ্ধ মোরা সবে হই প্রতিক্ষণে,
কৃপা-বারি দানে করহ শীতল-
তপ্তহরি-নাম-বালুকারাশি।
শুদ্ধ সনাতন-গৌড়ীয়-কীর্ত্তন,
শ্রবণেতে চিত্ত দর্পণ-মার্জ্জন।
সে সৌভাগ্য দানে করিলে কৃতার্থ
বড় হইল বেলদা-বাসী॥

বেলদা-প্রচারের জন্য ভূসমুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, বেলদা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস মহাপাত্র, বেলদার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মহাপাত্র ও শ্রীযুক্ত অনন্তলাল মাড়োয়ারী বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা

গত ৭ মে, ১৯৩৪ সোমবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠস্থিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী প্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেব-মুনির ক্ষীরসমুদ্রতীরে উপস্থান ও শ্রীভগবানের আবির্ভাব-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরায় কংসবধাদি লীলার প্রত্যেকটি দৃশ্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণ-শ্লোক ব্যাখ্যা-সহ অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেমন দৃশ্যসমূহের মাধুর্য্য, তেমনই বক্তার ব্যাখ্যা-চাতুর্য্য। দৃশ্য-দর্শনে ও বক্তৃতাশ্রবণে সমবেত সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

স্বামীজী গত ৮ই মে রাত্রির ট্রেণে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। তথায় শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক স্বামীজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতাদি-দ্বারা অধুনা উৎসাহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী প্রচার করিতেছেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত মাঘ্যায়ী মাসে মেদিনীপুর বাধরাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে শ্রীযুক্ত আচার্য্যরাজ দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বাধরাবাদেই সম্পন্ন হয়।

গত ২৮ পৌষ (১০।১।৩৪) বুধবার চট্টগ্রাম, রাউজান থানার অন্তর্গত উত্তর গুজরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক সাত্বত স্মৃতিবিধান মতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠমুখে কর্ম্মবন্ধ-মার্গবাদের অসারিকতা উত্তম-

করে বিশ্লেষণ করেন। সকলেই নিষ্ঠাসহকারে পাঠ শ্রবণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাকিঙ্কর তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার উকিল, ডহিরার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য কবিরাজ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুবলপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সন্তাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিরত্ন, ভরতাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নীলকমল স্মৃতিতীর্থ, কতেরাবাদ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ, চরপাথা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিনাকুরী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামাচরণ চক্রবর্ত্তী, ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাগরবার পোষ্টঅফিসের অধীন সিঙ্গাভরগ্রামের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সামন্ত মহাশয় ও তাঁহার মাতা শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া গত ২রা মার্চ্চ শুক্রবার মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে স্বর্গীয় পরলোকগত পিতা শ্রীকান্তালীচরণ সামন্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি মহাশয় গত ১৮ ফাল্গুন (ইং ৮।৩।০৪) বুধবার মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজীর পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মাইতি মহাশয়ের শ্রাদ্ধ শ্রীধাম মায়াপুরে সম্পন্ন করিয়াছেন। পুলিনবিহারী মাইতি মহাশয় গত ১লা মার্চ্চ, ১৯০৪ তাঁহাদের ঘুণ্যাপুকুর ভবনে পরলোক-গমন করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নামাশ্রিত। কানাইবাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-প্রাপ্ত।

গত ৩রা চৈত্র, ১৩৪০ (ইং ১৭।৩।০৪) শনিবার রাত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, মহোদয়ের পিতৃদেব পণ্ডিত হরিনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার খুলনা-মৌতোগগ্রামস্থ ভবনে পরলোক গমন করেন।

গত ১০ চৈত্র, ১৩৪০ (ইং ২৪।৩।০৪) একাদশাহে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু-বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাগত-স্মৃতি-বিধানমতে তদীয় কৃতী বৈষ্ণব পুত্র তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রকৃত কল্যাণ কামনায় মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটি উৎসবের আয়োজন হয়।

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দ

গত ৭ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ২০।৪।৩৪) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। ২৪ বৈশাখ (ইং ৮।৫।৩৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ২৮ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ১১।৫।৩৪) মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং ৩০ বৈশাখ (ইং ১৩।৫।৩৪) মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী দেবকীনন্দন ও সৎসঙ্গানন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী যাত্রা করেন। কটক হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রভৃতি আরও অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পদাম্বুজে মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আপ্তিরস্যাঃ ভূয়সী হরিসম্বন্ধিভক্তয়ঃ।
মুখ্যাঃ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গো নামকীর্ত্তনমেব চ॥
—শ্রীরূপগোস্বামী পাদা প্রভুপাদ
'ভক্তি' বলিয়া গ্রন্থ করেন।

প্রয়োজনস্য বিজ্ঞানং সম্বন্ধাভিধয়োস্তথা।
নির্ণীতং তত্ত্বসন্দর্ভে ভক্তে বৈদান্তসূত্রতঃ॥
আনুকূল্যেন কৃষ্ণস্য
ক্রিয়মাণং ভজন বিদুঃ।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১; ২৬শে মে ১৯৩৪ | ৪১শ সংখ্যা

একান্তিতা

ভক্তিশাস্ত্রে আমরা একান্তিতার কথা শুনিতে পাই। কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি শাস্ত্রে একান্তিতার সেরূপ আদর নাই। কর্মজ্ঞানাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র সাধারণতঃ একান্তিতাকে কোন কোন স্থলে প্রয়োজনীয় বলিলেও তত্তৎ সাধন পরস্পর নানা কারণে সাপেক্ষ-ধর্মযুক্ত-নিবন্ধন কার্য্যক্ষেত্রে একান্তিতার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ যখন তাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়ের ধুয়া ধরিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম, নির্ভেদ-জ্ঞান, যোগ, ভক্তি (?)—সকলকেই একস্তরে স্থাপন পূর্ব্বক উহাদিগকে উপেয় হইতে পৃথক্ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের ঐকান্তিকতার মৌখিক প্রতিষ্ঠা প্রহসন অভিনয়ের ন্যায় হইয়া পড়ে। যাঁহাদের উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য পৃথক্, তাঁহারা বাস্তব ঐকান্তিক হইতে পারেন না। যে সাধ্য যে-কোন উপায়কে তাহার নিজের অনুকূল জ্ঞান করে, সেই সাধ্যের একান্তিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার সম্পূর্ণ মৌখিক ও নিরর্থক। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ বলেন,—অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি যা যে-কোন উপায়ের দ্বারাই ভগবদ্দর্শন হইতে পারে। পায়খানার দ্বার দিয়াও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করা যায় আবার মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়াও ঠাকুর-ঘরে যাওয়া যায়। ইঁহাদের কথা,—

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক স্থানে।
যে যেমন পাবে, ঐক্যে ইষ্টমন্ত্রে,
ডাকু সেথা আগুয়ান।"

* * *

"ঢেঁকি চড়ে যদি এই ভবনদী
পার হ'তে পার বঁধু,
লোকের কথায়, কিবা আসে যায়,
দিবে সুখে প্রেম-মধু।"

এখানে ইঁহাদের এই মতবাদের সমালোচনা করিবার কারণ, "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" প্রবন্ধে ঐ মতের চূড়ান্ত সমালোচনা হইয়াছে। ইঁহারা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধি করতলগত মনে করেন। তবে যখন যে-উপায়কে অবলম্বন করিবেন, তখন সেই উপায়টির প্রতিই নিষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত বলিয়া থাকেন। যখন ইঁহারা সম্বন্ধে স্থাপিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষরূপ উপায় হইতে কর্ম্ম, যোগ বা অন্যাভিলাষকে তাঁহাদের পছন্দমত বাছিয়া লইলেন, তখন তাঁহারা বলেন,—যিনি কর্ম্মরূপ উপায় বাছিয়া লইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেই ঐকান্তিক হউন; যিনি জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষ বাছিয়া লইয়াছেন, তিনি তাঁহার রুচিপর বস্তুতেই পরিনিষ্ঠিত থাকুন। উপায়-বিচারে তাঁহাদের যেরূপ মত, উপাস্য-বিচারেও তাঁহাদের সেইরূপই মত। তাঁহারা বলেন—সূর্য্য, শক্তি, গণপতি, রুদ্র, বিষ্ণু সকলেই সমস্তরে অবস্থিত। গ্রাহক যেরূপ দোকান হইতে পছন্দসই ভোগের জিনিষ ক্রয় করেন, তেমনই যাঁহার সূর্য্য পছন্দ, তিনি সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া লউন; যাঁহার শক্তি পছন্দ, তিনি শক্তিকে উপাস্য করিয়া লউন। রুচিই ইঁহাদের মতে উপাস্য ও উপাসনার প্রকার নির্ণয়ের মাপ-কাঠি। ইঁহাদের গুরুদেবও "একঘেয়ে" নহেন। যে গুরুদেব কেবল বিষ্ণুপাসনাই প্রদান করেন, তিনি ইঁহাদের মতে "একঘেয়ে", পাতিব্রত্য—একঘেয়ে। যে গুরু বিভিন্ন শিষ্যের বিভিন্ন রুচির আজ্ঞা সরবরাহকারী, তিনি ইঁহাদের মতে প্রকৃত উদার সদ্গুরু। অধিক কি, ইঁহারা যখন "ঢেঁকী চড়িয়াও" "প্রেম-মধু" আস্বাদন করিবার ছড়াগান রচনা করিয়া ভুবনমোহিনী মায়ার রাজ্যের জীবের করতালি কুড়াইতে পারেন এবং সিদ্ধি-প্রদাতা গণদেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ গণমতের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিতে পারেন, তখন আর কথা কি। কাহার রুচি? যোগীর রুচি, না ভক্তের রুচি, রক্তের রুচি, না মুক্তের রুচি, বিমুখের রুচি, না উন্মুখের রুচি, আর সেই রুচি-পরীক্ষার কষ্টিপাথরই বা কি, বা কে,—তাহার কোন কথা নাই; কেবল পাঁচমিশালে সকলপ্রকার মনের—গণমতের সন্তোষ-বিধানকেই কেন্দ্র করিয়া ইঁহারা সকল পথেই সিদ্ধির আকাশকুসুম ভাবনা করেন। ঢেঁকী চড়িয়া প্রেমমধু আস্বাদনের প্রতিজ্ঞা শুনিলে—কিম্বা "শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ত্রিভঙ্গ গাঁজা" কথা শুনিলে অনেক অন্যাভিলাষীকেও হাসে পাওয়া যায়। কাজেই সেখানে মন ভারী হয়—গণ-গন্তন্ত্রিকার কলরব দুনিয়ার দরবারের আসর গরম করিয়া রাখিলে একান্তিতার কীর্ত্তনকে 'কোল-ঠেসা' বা 'একঘ'রে' করা যায় এবং 'একঘেয়ে'ও বলা যায়!

এইরূপ যাঁহারা ঢেঁকীচড়া, গাঁজাভক্তির সহিত, বাস্তব ভগবানের ভজনকে সমশ্রেণীস্থ অর্থাৎ অন্তরে একই তাৎপর্য্যপর ভাবিয়া সমন্বয়বিশেষের জন্য ঢেঁকীতে ঐকান্তিকতা, গাঁজাতে ঐকান্তিকতা প্রভৃতির ন্যায় যে কোন কল্পিত উপায়ে ঐকান্তিক (?) হইবার উপদেশ দেন, তাঁহাদের একান্তিতার মৌখিকতা কি অন্তঃসারশূন্য কপটতা নহে?

ভগবদ্ভক্তিতে এইরূপ কপটতার কোন অস্তিত্বই নাই। এজন্যই ভাগবত-ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার কপটতার অস্তিত্ব-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আত্মধর্ম্ম। ইহা ভাগবতধর্ম্মের আত্মপ্রশংসা নয়; পরন্তু বাস্তব সত্য-কীর্ত্তন।

আমরা শাস্ত্রে একান্তিগণের এইরূপ লক্ষণ শুনিতে পাই,—

"একান্তেন হ্যয়ো বিষ্ণৌ যস্মাত্তেন পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তত্ত্বজ্ঞানবতশ্চেতসঃ॥"

(গারুড়ে)

—একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ "একান্তী"নামে কথিত। তাঁহারাই ভগবদ্গত-চিত্ত।

সেই একান্তিগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

(ভক্তি-সন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্যে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ব-বেদান্তপারগ যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তপারগ কোটিযাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 'একান্তী'ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারি প্রকার একান্তিতার কথা বলিয়াছেন,—

"বহুকনিষ্ঠতাকল্পা একান্তিতা চতুর্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যত্র কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি ভক্তিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি।"

অর্থাৎ একান্তিতা চতুর্বিধা,—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির প্রতি অন্যের নিরপেক্ষতা, (৩) বহুবিঘ্নদ্বারা আকুল হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

একান্তিতার **প্রথম লক্ষণ—ধর্ম্মে অনাদর** কিরূপ, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীউদ্ধব-গীতার বাক্য এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে অর্জ্জুন-গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

তত্র ধর্ম্মানাদরস্য শ্রীউদ্ধব-প্রশ্নোত্তর এব (ভাঃ ১১।১১।৩২)

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

ভগবদ্গীতায়াম্,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীউদ্ধবগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।"

শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোক-শিক্ষা-কল্পে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণাত্মক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোন প্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।"

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের (৪।২৯।৪৬) আর একটি বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

—"যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মরক্ষিতার ন্যায় সেবিত হইয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

একান্তিতার **দ্বিতীয় লক্ষণ—অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতার** প্রমাণ-প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য হইতে বলিতেছেন,—

শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—

"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥"

অতএব শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—

"অথ তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥"

"নিরপেক্ষ, মদ্গতমনাঃ, প্রশান্ত, সমদর্শী নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ। কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন,—"হে সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সর্ব্বদোষ বিদূরিত করেন; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জন সঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গনিরপেক্ষতা।"

একান্তিতার **তৃতীয় লক্ষণ—বিঘ্নাকুলতা-সত্ত্বেও হরিসেবায় চিত্তের রতিপরতা।** যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথকে নানাপ্রকার বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া গণমতের ধূত-বহনকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদী উদার-পন্থী হইয়া পড়েন। সব পথই সমান, ভক্তি ও অভক্তি সকলই সমান—ইহা বলিলে বহুলোকেরই মনোরঞ্জন হয়।

কাজেই বহু বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। অধিক কি, একান্তভাবে শ্রীগুরুদেবের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

"বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যাসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যতো ব্রহ্মনাত্মত্বা দমিয়াৎ পরম্॥"

(ভাঃ ১১।১৮।১৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস-কালে স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ দেবতাগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভগবল্লোকে গমন করিতেছে। আমরা যে যজ্ঞে বহু হবিঃ পাইয়া আমাদের নিকট "একঘরে" বা "একঘেরে" হইয়াও বস্তুতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ করিতেছে।

এই জন্যই শুষ্কভক্তিপথ কোটিকণ্টকাকীর্ণ। ইহাতে জগতের লোকের তাড়না-গঞ্জনা, দেবতাদিগের নানা-প্রকার অত্যাচার-অবিচার এবং প্রতি পদে পদে বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। এজন্য শুষ্কভক্তিপথের গ্রাহক খুবই কম। আবার যাঁহারা প্রথমতঃ গ্রাহক হইবার অভিনয় দেখান, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিঘ্ন দেখিয়া সরিয়া পড়েন—'পুনর্মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গণ-গুরুদিগের কৃচিত্রে ধর্ম্মে ও পথে না' জানাইয়া দেওয়াই বিঘ্ন হইতে উদ্ধারের আশু প্রতিকার বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকেই 'নিত্য কৃষ্ণকর্ত্তা' বলিয়া বরণ করেন, সেইরূপ শরণাগত মুহূর্ত্তেই অধিকারীই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সচেতন করিয়া দেয়। কামাতুর পুরুষ কামিনী-প্রাপ্তির সঙ্কেত যতটা অধিক বিঘ্নে আতুর হয়, অর্থাৎ-সিদ্ধির জন্য যে যতটাই অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসেবার যতটা অধিক বিঘ্ন দেখিতে পান, কৃষ্ণ-সেবার তত্তই অধিক নব-নবায়মান আর্ত্তি ও প্রদর্শন করেন। ইহা কেবল কথার কথা মাত্র নহে, [illegible] আমাদের আচার্য্যপাদপদ্মের আদর্শে ইহা [illegible] করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। আমরা [illegible], কর্ণবীর নেপোলিয়ানের সৈন্য তাহাদের অভিযানপথের সম্মুখে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া যখন তাহাদের গতি অবরুদ্ধ করিতে যাত্রা হইয়াছিল, তখন বীর নেপোলিয়ান সিংহহুঙ্কারে জানাইয়াছিলেন যে, সেখানে আল্পো আল্‌প্‌স্ নাই। বীরের অঙ্গুলি-হেলনে নেপোলিয়ানের সৈন্য বাস্তব পর্ব্বতকেও সমতল ভূমির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত অতিক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। ভাগতিক অনুকরণের উদাহরণে এইরূপ উত্তেজনাময় কর্ম্ম-বীরত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হরিসেবার পথে প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি বিঘ্নের হিমালয় যে আচার্য্যের হুঙ্কারের নিকট সমতল ভূমিতে পরিণত হয়, সেরূপ আচার্য্যের পাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে, এই শ্লাঘাটুকু আমরা করিতে পারি। একান্তিতার সমস্ত লক্ষণগুলি যাঁহাতে পূর্ণরূপ ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, আজ এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই পাদপদ্ম স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেইরূপ ভাগবতের লক্ষণ শাস্ত্রবাক্য হইতে জানাইয়াছেন,—

"আপদ্‌গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
সর্ব্বত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥"

আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

একান্তিতার চতুর্থ লক্ষণ—প্রেমৈকপরতা সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

(ভাঃ ৪।৪।৩)

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অনর্থার্জ্জার এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

প্রেমের তারতম্যানুসারে এই প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার,—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। (ভাঃ ১১।২।৪৫)
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—
অথানবদ্যেন ভবেন ভক্তিং কুর্ব্বীত যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।
হরিবোধেশ্বরোক্তে চ—
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।

—যিনি নিখিলবস্তুতে ভোগজড়াতীত অপ্রাকৃত ভূতগণের ভগবৎসেবোপযোগী সিদ্ধস্বরূপ দর্শন করেন এবং নিজ সিদ্ধস্বরূপের দ্বারা নিত্যসেবাপর ভূতসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ভাগবতোত্তম অর্থাৎ মহাভাগবতগণের বহির্ম্মুখ দৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন সর্ব্বত্রই সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত কৃষ্ণ-কার্য্য দর্শন।

যিনি পঞ্চভূতে নিজ অভীষ্টদেবের সেবাময় ভাব দর্শন করেন এবং তাঁহার অভীষ্ট বস্তুতেই ভূতগণ সেবকরূপে অবস্থিত, ইহা নিত্য ভাবনা করেন, সজ্জনগণের মতে তিনিই ভাগবত।

শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, যাহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ কোনপ্রকার ফলানুসন্ধান না করিয়া প্রেমের সহিত আমার প্রতি সুদৃঢ়া ভক্তি করেন, এবং আমার জন্য সমস্ত কর্ম্ম তথা স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই সাধু।

যাঁহার নাম অবশেও উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক অনায়াসে নাশ হয়, সেই ভগবান্ বাসুদেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ না করিয়া প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।

মধ্যমা ও কনিষ্ঠা প্রেমৈকপরতার লক্ষণ-নির্ণয়ে শ্রীল সনাতন প্রভু মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

যাঁহারা উক্তরূপ একান্তিতাকে আদর করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মুক্তি-পিপাসারূপ কপটতা-বর্জ্জিত হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের নিরপেক্ষতা-ধর্ম্ম উদিত হয় নাই। তাঁহাদের এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানে প্রেম নাই। যাঁহাদের বহু বিষয়ে প্রেম (?), তাঁহারাই একান্তিতা-ধর্ম্মের বিরোধী তথাকথিত সমন্বয়বাদী। হরিপ্রেমৈকপরতা অপেক্ষা লৌকৈকপরতাই তাঁহাদের অধিকতর উপাস্য। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের অনুকরণে লাম্পটিক সর্ব্বস্ব পরিত্যাগের অভিনয় করেন, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশেরও অভিনয় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল অভিনয় লোক-প্রীতি অর্জ্জনের জন্যই করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিকে যাঁহারা ঢেঁকী ভক্তির মেকীভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, যাঁহারা পরমেশ্বরকে ঘটী, বাটী, লাটি, পাটী জাতীয় ভোগের বস্তুর ন্যায় ভাবিতে পারেন এবং ভক্তিকে কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তি মনে করিতে পারেন, তাঁহারাই একান্তিতা ধর্ম্মের বিরোধী।

আবার কতকগুলি লোক একান্তিতা ধর্ম্মের বিকৃত অনুকরণ করিয়া অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ত (fanatic) হইয়া পড়িয়াছেন। কল্পিত মর্ত্ত্যজীবে পরমেশ্বরত্ব আরোপ বা পরমেশ্বরে জীব কল্পনা করিয়া কতকগুলি লোক একান্তিতা-ধর্ম্মের ব্যভিচার উৎপাদন করিয়াছেন। হরি-মায়া এই একান্তিতা-ধর্ম্মের সুগোপ্য সম্পুটকে কোটিকল্পকে আবৃত রাখিয়া একান্ত শরণাগতের নিজস্ব ধনকে সংরক্ষণ করিতেছেন।

উজ্জ্বলনীলমণি

(পূর্বপ্রকাশিতের ৪০শ সংখ্যার পর)

পতি ও উপপতি প্রত্যেকের দক্ষিণত্বের অনুকূল, ধৃষ্টত্ব, শঠ ও ধৃষ্ট—এই চারি প্রকার ভেদ। অনুকূল আবার চারি-প্রকার বিভক্ত,—ধীরোদাত্ত অনুকূল, ধীর-ললিত অনুকূল, ধীর-প্রশান্ত অনুকূল, ধীর-উদ্ধত অনুকূল। সুতরাং নায়ক চারি প্রকার,—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীর-প্রশান্ত। ইহারা প্রত্যেকেই পূর্বতন, পূর্বতর ও পূর্বতমভেদে তিন প্রকার। সুতরাং নায়ক আবার পতি-উপপতি-ভেদে ষোল প্রকার। এই ষোল প্রকার আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে ষোলকেই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই ষোলকেই প্রকার নায়কের গুণই অল্পাধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অপরাপর রসের নায়কের গুণ ত' তাঁহাতে আছেই।

সহায়ভেদ প্রকরণে নায়কগণের পাঁচ প্রকার সহায়ের নাম উক্ত হইয়াছে,—১। পীঠ, ২। বিট, ৩। বিদূষক, ৪। পীঠমর্দ ও ৫। প্রিয়নর্ম-সখা। প্রথমে ইঁহাদের প্রত্যেকের সংজ্ঞা, নাম ও ইঁহাদের আচরণের উদাহরণ-সমূহ বিস্তৃত-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সহায়ভেদ প্রকরণে দুই-প্রকার দূতীর কথা উক্ত হইয়াছে,—স্বয়ং দূতী ও আপ্তদূতী।

নায়িকা প্রকরণে দুই প্রকার আশ্রয়-আলম্বন কৃষ্ণ-কান্তার কথা উক্ত হইয়াছে,—(১) স্বকীয়া এবং (২) পরকীয়া। এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বকীয়া-বাদিগণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক বলিতেছেন,—"আর অধিক কি বলিব, মহামুনি স্বয়ং শুকদেব পর্যন্ত আপনার পারমহংসী সংহিতায় ব্রজরামাগণের পরকীয়ত্বের প্রাধান্য কীর্তন করিয়াছেন" (উজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণবল্লভা-প্রঃ ১০।১১)। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতরলোক তাহারই অনুসরণ করিবে। তাহা হইলে কৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, লোকে কি তাঁহার অনুকরণ করিবে? ইহার সমাধানে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

বর্ত্মৈতদ্বাং পরিস্কৃতির্ভবতু দুষ্কৃতং।
ইত্যেবং তত্ত্বিশারদাণাং তাৎপর্যতো বিনির্ণয়ঃ॥
রাধাদিবত্তিষ্ঠবাং ন কচিদ্ব্রজাবধাদিবৎ।
ইত্যেষ মুক্তিধর্মাদিপরাণাং নয় ঈর্যতে॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
(কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৩শ সংখ্যা)

যে সকল লোক মঙ্গল ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা শুকের ন্যায়ই ব্যবহার করিবেন, ভগবান্ কৃষ্ণের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না, সমস্ত তত্ত্বিশাস্ত্রের ইহাই নিশ্চিত তাৎপর্য। তবে যে, "ব্রহ্মচন্দ্রাদির ন্যায় আচরণ করা উচিত, রাবণাদির ন্যায় আচরণ করিবে না"—এই নীতি প্রকাশিত আছে, তাহা কেবল মুক্তিধর্মাদিপর কামুকগণের প্রতি প্রযোজ্য নীতি। যাহারা রাম-সাদৃশ্যরূপ নিশ্চিত মুক্তি কামনা করে, তাহারাই রামের ন্যায় আচরণ করিবার নীতি স্বীকার করে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মনীশ্বর ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে দূরে থাকুক, মনোদ্বারাও কৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিবে না। অজ্ঞ ব্যক্তি যদি মূঢ়তা বশতঃ নীলকণ্ঠ রুদ্রের গ্রহণীয় বিষ পান করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার বিনাশ যেরূপ নিশ্চিত, সেইরূপ জীবও ভগবানের লীলা অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

স্বকীয়া এবং পরকীয়ার মধ্যে কাত্যায়নীব্রতপরা যে সকল গোপকন্যার গান্ধর্ব-বিধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়, তাঁহারাই স্বকীয়া। ইহাতীত ব্রজাদি গোপকন্যা সকল পরকীয়া। শ্রীরাধাদি প্রৌঢ়া গোপীদকল পরকীয়া। ইহা ব্যতীত গোকুলে কতিপয় স্বকীয়াও পিত্রাদি গুরুজনের ভয়ে পরকীয়া হইয়াছিলেন। দ্বারকাপুরে রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ স্বকীয়া। স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রত্যেকেই আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা-ভেদে তিনিধা। মধ্যা আবার ধীর-মধ্যা, অধীরমধ্যা ও ধীরাধীর মধ্যা—এই তিন প্রকার। প্রগল্ভাও ধীরপ্রগল্ভা, অধীর-প্রগল্ভা ও ধীরাধীর-প্রগল্ভা-ভেদে [illegible] মুগ্ধার আর ভেদ নাই। ইহাদের [illegible] স্বকীয়া ভেদে চৌদ্দ প্রকার। কন্যা [illegible] নায়িকা সমস্ত প্রকার। [illegible] পরোঢ়া গোপীর সংজ্ঞা [illegible] গোস্বামী প্রভু সাধনপরা, [illegible] পরোঢ়া গোপীর

উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনপরা দুই প্রকার—বৈধিকী ও অবৈধিকী। বৈধিকী আবার মুনি ও উপনিষদ্ ভেদে দুই প্রকার। দণ্ডকারণ্যবাসী যে সকল মুনি পূর্ব্বে গোপালদেবের উপাসনা করিতেন, কিন্তু যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, রাম-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাঁহাদের রুক্মিণীরূপিণী এবং সীতা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাঁহাদের গোপী-বিগ্রহিণী রতির উদয় হইয়াছিল, তাঁহারাই অভীষ্টসিদ্ধি-লাভের জন্য ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যে সমস্ত উপনিষদ্ গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য দেখিয়া পূর্ব্বে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই গোপীতুল্য ভাগ্যলাভের জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রজে প্রেয়সীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

রাগা-প্রকরণে শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত এবং শ্রীমতীর প্রধান প্রধান গুণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

নায়িকাভেদ-প্রকরণে দুইয়ের মধ্যে বিভিন্নরূপের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং এতৎপ্রসঙ্গে প্রাকৃত পরোঢ়া-রমণীর হেয়ত্ব ও কৃষ্ণসেবাপরা অপ্রাকৃত পরোঢ়া-রমণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। গোপীগণের বিকৃতমুখরাগীর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে স্পৃহা নাই, তাহা উদাহরণ ও প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপপাদ জানাইয়াছেন যে, প্রাচীন আলঙ্কারিক-গণের মতে স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী এই তিন প্রকার নায়িকা-ভেদ। বৃন্দাবনে পরকীয়া ও ব্রজকান্তা স্বকীয়া। সাধারণী নায়িকার বহুনায়ক-নিষ্ঠ ভাবহেতু রসাভাস-প্রসঙ্গ দুই হয়। কিন্তু কুব্জা সাধারণী হইলেও তাঁহার এক নায়কের প্রতি প্রীতি-সঞ্চার হয় নাই। এজন্য কুব্জা সাধারণা হইয়াও পরকীয়াগণে গণিতা হইয়াছেন। প্রাকৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণা নায়িকাকে বেশ্যা কহে, সে কেবল ধনমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা রাখে।

নায়িকাভেদ-প্রকরণে নায়িকার পঞ্চদশ প্রকার ভেদ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল নায়িকা আবার অবস্থাভেদে আট প্রকার,—১। অভিসারিকা, ২। বাসক-সজ্জা, ৩। উৎকণ্ঠিতা, ৪। খণ্ডিতা, ৫। বিপ্রলব্ধা, ৬। কলহান্তরিতা, ৭। প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও ৮। স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা। ইঁহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নায়িকাভেদ-প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে নায়িকা একশত বিংশতিপ্রকার হইয়াছেন; পুনশ্চ ইঁহারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে তিনশত ষাট প্রকার।

যূথেশ্বরী ভেদ প্রকরণে যূথেশ্বরীগণের বিভাগ-বিচার-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বার প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে—

১। আত্যন্তিকাধিকা, ২। আত্যন্তিকলঘু, ৩। সমাধিগু, ৪। অধিকমধ্যা, ৫। সমমধ্যা, ৬। লঘুমধ্যা, ৭। অধিকপ্রখরা, ৮। সমপ্রখরা, ৯। লঘুপ্রখরা, ১০। অধিকমৃদ্বী, ১১। সমমৃদ্বী এবং ১২। লঘুমৃদ্বী।

দূতীপ্রকরণে স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী—এই দুই প্রকার দূতীর কথা বর্ণন করিয়া আপ্তদূতীর মধ্যে অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণী—এই ত্রিবিধ ভেদের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রজে ধাত্রী, বৃন্দা ও বংশী এই তিনটি শ্রীকৃষ্ণের দূতী।

সখীপ্রকরণে সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ সখী—এই পঞ্চবিধ সখীর কথা উক্ত হইয়াছে। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুলেখা—এই অষ্টসখী। সখীগণের মধ্যে কেহ সমস্নেহা ও কেহ অসমস্নেহা। উক্ত অষ্টসখী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতে সমস্নেহা হইলেও সময়ে সময়ে তাঁহাদের শ্রীরাধিকার প্রতিই পক্ষপাত দেখা যায়। সখীগণের বিভিন্নকার্য্য ও চেষ্টাও এই প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

হরিবল্লভা প্রকরণে ব্রজললনাগণের স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ—এই চারিপ্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্দীপন-প্রকরণে হরি ও হরিপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র ও ভূষণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রহিয়াছে। গুণ, নাম, বৃত্তা, বেণুবাদ্য, গোদোহন, বিক্রম, শীত, চরণ-চিহ্ন, অঙ্গগন্ধ, নির্ম্মাল্য, কৃষ্ণক্ষেত্র, ভক্ত প্রভৃতি উদ্দীপন। মানসিক, বাচিক ও কায়িক-ভেদে গুণ তিন প্রকার; কায়িকগুণের মধ্যে বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি। মধুররসে চারি প্রকার বয়স। বয়ঃসন্ধি, নব-বয়স, বাক্ত-বয়স ও পূর্ণবয়স। এই সকলের বিশেষ সংজ্ঞা এই প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুভাবপ্রকরণে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত,

বিস্রোক, ললিত ও বিকৃত—এই বিংশতিটি অনুভাবকে 'অনুভাব' বলা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের সংজ্ঞা ও উদাহরণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সাত্ত্বিক প্রকরণে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই সকল অষ্ট সাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তৎপরে ব্যভিচারিভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। নির্বেদ, বিষাদাদি যে তেত্রিশপ্রকার ভাব, তাহার মধ্যে উগ্রতা ও আলস্য-ব্যতীত সকলই ব্যভিচারী ভাব। এই বলে ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও ভাবশান্তি—এই চারিটি দশা উক্ত হইয়া থাকে।

ব্যভিচারী প্রকরণের পর স্থায়িভাব-প্রকরণ। জগতে অস্থায়িভাবের উদাহরণ আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-চেতন দ্বারা স্থায়িভাবের ভূমিকা। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী স্থায়িভাব রতির সহিত মিলিত হইলে অপ্রাকৃত-রসের উদয় হয়। উজ্জ্বলরসে মধুরা-রতিই স্থায়িভাব। অভিযোগ, বিঘ্ন, মন্যু, অভিমান, ঔদাসীন্যবিশেষ, ঔপম্য ও স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির উদয় হয়। ঐ সকল কারণ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থে ঐ সকল কারণের সংজ্ঞা, বিবৃতি ও উদাহরণসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। মধুররতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা-ভেদে ত্রিবিধা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং ব্রজদেবীগণে সমর্থা রতি। সামান্যভাবে নিজসুখ-তাৎপর্যময়ী রতিকেই 'সাধারণী রতি' বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজের সুখতাৎপর্য-বিশিষ্টা পরা-ভাবময়ী রতিকেই 'সমঞ্জসা রতি' বলে; আর কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী পরাধনা-ভাবময়ী রতিই 'সমর্থা রতি' নামে খ্যাত। বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলের ন্যায় সমর্থারতিই উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব এই আটটি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থে ঐ সকলের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা, বিবৃতি ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক একটি বিষয়ের আবার বহু বিভাগ হয়, যেমন প্রেম। প্রেমের মধ্যে শ্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ —তিন প্রকার ভেদ। স্নেহের মধ্যে যেমন গুড়স্নেহ, মধুস্নেহ। চন্দ্রাবলীর স্নেহ—গুড়স্নেহ এবং শ্রীরাধার স্নেহ—মধুস্নেহ। ভাবের পরকাষ্ঠা অর্থাৎ ভাব যতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারে, ততদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভাবের নামই 'মহাভাব'। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দুই প্রকার। যে-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখের পীড়া আশঙ্কা করিয়া নিমেষমাত্র কালও তাঁহার অদর্শন সহ্য হয় না, তাহার নাম 'রূঢ়-মহাভাব', আর যে অবস্থায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখের নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় এবং যে-অবস্থায় কৃষ্ণবর্শনাদি-জন্য সুখকে কোটি কোটি সর্প-বৃশ্চিকদংশনাদি-জন্য ক্লেশ হইতেও অত্যন্ত অধিক বোধ হয়, সেই অবস্থার নামই 'অধিরূঢ়-মহাভাব'। এই অধিরূঢ়-মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দুই প্রকার। যাহাতে সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব-সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সী-বর্গেরও কোভাতিশয় জন্মে, তাহারই নাম 'মোদন'। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকার মুখেই দেখা যায়, অন্য-কোন স্থানে দেখা যায় না। এই মোদনই আবার বিরহের অবস্থায় 'মাদন' হয়। মাদনের উদয়ে পট্টমহিষীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহে মূর্চ্ছা হয়। এই মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে প্রায়ই উদিত হইয়া থাকে। মাদনেরই বৃত্তিভেদ দিব্যোন্মাদ। এই অবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থাসমূহ দৃষ্ট হয়। দিব্যোন্মাদের অবস্থায় অনন্তভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই মাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ; ইহা কেবলমাত্র শ্রীমতীতেই উদিত হয়।

সাধারণী রতির প্রেমপর্যন্ত সীমা, সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্যন্ত সীমা, ব্রজসুন্দরীগণের রতি মহাভাব পর্যন্ত। তন্মধ্যে মাত্র শ্রীরাধার মাদন; ললিতা ও বিশাখাদেবীরও ঐরূপ।

নায়কভেদ-প্রকরণে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'বিপ্রলম্ভ' ও 'সম্ভোগ' ভেদে দুই প্রকার উজ্জ্বল-রসের কথা বলিয়া-ছেন। বিপ্রলম্ভ আবার পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে চারি প্রকার। পূর্বরাগের দশ দশা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানবতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধিতা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও সংজ্ঞালোপ। মান দুই প্রকার,—সহেতুক ও নির্হেতুক। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়াও অনু-রাগাধিক্য-বশতঃ তাঁহার বিরহবোধকে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' বলে। দূরে গমনের নাম 'প্রবাস'। প্রবাস আবার ভবিষ্য-নিষ্ঠ ও কিঞ্চিদ্‌ভূতনিষ্ঠ ভেদে দুই প্রকার। প্রতিদিন গোচারণার্থ বনে গমন কিঞ্চিদ্‌ভূত-প্রবাস ও মথুরাগমন

মধুর প্রবাসের উদাহরণ। মধুর প্রবাসে দশ দশা অত্যন্ত প্রবল হয়।

'সম্ভোগ' অর্থে মিলন। সম্ভোগ চারিপ্রকার,—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্।

নীলমণির উপসংহারে গ্রন্থকার মধুর নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরূপানুগজন নাম-সঙ্কীর্ত্তনময়। যাঁহাদের চিত্ত অপ্রাকৃত উজ্জ্বল-রসের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট, তাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই সাধ্য ও সাধনরূপে বরণ করেন, তাই উজ্জ্বল-নীলমণিকার উপসংহার-শ্লোকে বলিতেছেন,—

গোকুলানন্দ গোবিন্দ গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রকঃ
প্রাণেশ সুন্দরোত্তংস নাগরালীশিখামণে।
বৃন্দাবনবিধো গোষ্ঠযুবরাজ মনোহর
ইত্যাদ্যা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সী প্রণয়োক্তয়ঃ॥

হে গোকুলানন্দ! হে গোবিন্দ! হে গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্র! হে প্রাণেশ! হে সুন্দরোত্তংস! হে নাগরশিখামণে! হে বৃন্দাবনচন্দ্র! হে গোষ্ঠযুবরাজ! হে মনোহর! ইত্যাদি নাম উল্লেখ করিয়া ব্রজরামাগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয়োক্তি করিয়া থাকেন।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বিষয় বর্ণন করিবার পর গ্রন্থকার অপ্রাকৃত উজ্জ্বলরস আস্বাদনের অধিকারীর দুর্ল্লভত্ব ও এই রসের দুরবগাহত্বের কথা বলিয়াছেন।

অতলস্পর্শরসাদস্মাদস্মৈ দুর্ম্মিলায় তাম্।
স্পৃষ্টং নহি তটস্থেন রসাব্ধিমধুরো যথা॥

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার। প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা—প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য; অপার, কেননা, অপ্রাকৃত রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্বমধ্যে থাকিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্দক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদিও ভগবান্ স্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাঁহাদের পক্ষে প্রতীতি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় এই রসসমুদ্র দুর্ম্মিগাহ, কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়। অধিক কি, শুকদেব, নীলাম্বুজ বিষ্ণুস্বামী ও মদনেবাদি কেহই উজ্জ্বলরসের অন্ত পাইতে পারেন নাই।

উজ্জ্বলনীলমণির সর্ব্বশেষ শ্লোকটি এই,—

অমন্দোজ্জ্বলনীলমণিগঠনমহাঘোষ-সাগরপ্রভবঃ।
তদলং তব মকরকুণ্ডলপরিসর-সেবৌচিতীং দেব॥

এই শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিজ ভক্তই গোবিন্দদেবের শ্রবণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের উপসর্গ আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "হে দেব! এই দুরবগাহ গোকুল-সাগরোৎপন্ন এই উজ্জ্বলনীলমণি তোমার মকর-কুণ্ডলের পরিসরে সেবাযোগ্যতা লাভ করুক।"

রূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণির যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম,—'লোচন-রোচনী', এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকার নাম,—'আনন্দ-চন্দ্রিকা, এতদ্ব্যতীত শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ" নামক নীলমণিগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনে উদ্যুৎ, "উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ" তাঁহাদেরই ভজনপথের আলোক-স্বরূপ হইবে, ইহাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নীলমণি-কিরণের উপসংহারে জানাইয়াছেন,—

অনধীতব্যাকরণস্যাপি প্রবণো ভবেদ্যদি নরঃ স্যাৎ।
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণস্তদা লোকায় ভবতি॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থের আশ্রয়-ব্যতীত মধুর রসের কোন প্রকার ভজন-প্রণালীতেই অধিকার হয় না। শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ, গোস্বামিগণের যাবতীয় রসগ্রন্থ বা প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণের রসনীতি—কোনটিই শ্রীরসামৃতসিন্ধু ও নীলমণির আশ্রয় ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির বিষয় হয় না। তবে ইহা বলাই বাহুল্য যে, অনর্থযুক্ত অনধিকারী ব্যক্তি-গণের ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনার অধিকার নাই, তদ্দ্বারা তাহাদের পক্ষে বিষয়ই ফল লাভ হয়। বর্ত্তমানে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে এবং নব্য গ্রাম্য সাহিত্যিক-সমাজে অপক্ক অবস্থায় যে উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্রের আলোচনার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাহাদের বিশেষ অমঙ্গল ও হরিসেবা হইতে চিরতরে দূরে হইবার পুষ্পিত পথরূপেই কল্পিত হইয়া থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের মধুর রস-

বিচার-অধ্যায়সমূহ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ মল্লিক ও উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ-অবলম্বনে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অধ্যায় সকলের পাঠ্য নহে, ইহাও তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। অধিকার লাভ করিয়া সেই অধিকারের কার্য্য করিলেই সুফল লাভ হয়।

———

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ ও মহাজনের প্রমাণ বাক্য আহৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

উদ্ধব-সন্দেশ,—নায়িকাভেদ প্রঃ ১৮, ২৯; দূতীভেদ ৩৯; সখী প্রঃ ১৪, উদ্দীপন প্রঃ ৪৯, ৫১; ব্যভিচারী ৫, ১৩, ৭৯, ৫৯; স্থায়ী ভাব ৪৩; মান ৪৩; প্রবাস ৬১, মুখ্য সম্ভোগ ১৩; গৌণ সম্ভোগ ১৭।

উপনিষদ্,—কৃষ্ণবল্লভা ৩০।

কৃষ্ণকর্ণামৃত,—নায়কভেদ ১৭; গৌণসম্ভোগ ১৭।

ক্রমদীপিকা,—স্থায়ী ভাব ৫৮।

গীতগোবিন্দ,—নায়িকাভেদ ৫০, সখী প্রঃ ১৪, ৩৫, ৪৪; উদ্দীপন ৪৫; সাত্ত্বিক ১১, ২০; ব্যভিচারী ৮, ১৫, ৫৩, ৮১, ৯২; গৌণসম্ভোগ ২২।

গোবিন্দবিলাস,—স্থায়ী ভাব ১।

চন্দ্রোদয়ী,—অনুভাব প্রঃ ৬৭; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৯২।

জগন্নাথ-বল্লভ নাটক,—ব্যভিচারী ৫৮, পূর্ব্বরাগ ২৮।

দশরূপ,—নায়কভেদ ২৭।

দানকেলী কৌমুদী,—সখী প্রঃ ১৪; উদ্দীপন প্রঃ ১৫, ৩৭, ৪১; অনুভাব প্রঃ ৭০; সাত্ত্বিক প্রঃ ১; স্থায়ী ভাব ১, ৭৭, ১০৩, ১০৭, ১৫৮; গৌণসম্ভোগ ১১, ১৩, ১৬।

পদ্মপুরাণ,—কৃষ্ণবল্লভা ২৯; রাধা প্রঃ ৩; সংযোগ-বিয়োগ-বিধি ২।

পদ্যাবলী,—নায়কভেদ প্রঃ ১২, ২৯; সখী প্রঃ ১৩, ১৪, ৪১, ৪২; উদ্দীপন ২৯, ৫১; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৮৭; সাত্ত্বিক প্রঃ ২২; ব্যভিচারী প্রঃ ১৬, ৪২, ৬৭, ৭২; স্থায়ী ভাব ৮৫, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭; পূর্ব্বরাগ ৫; প্রবাস প্রঃ ৬৩, ৬৪; গৌণসম্ভোগ ১৬।

প্রাচীনবত,—নায়কভেদ প্রঃ ৮, ১০; অনুভাব প্রঃ ৪৯; মুগ্ধাভেদ প্রঃ ৪; মান ৩৪, ৪২।

বিদগ্ধমাধব,—রাধা প্রঃ ১১, ১৯, ২২; নায়িকাভেদ প্রঃ ১০; দূতীভেদ ৪; সখী প্রঃ ১২, ৪৩, ৪৫, ৫০; উদ্দীপন প্রঃ ১৬, ৪৫, ৪৬; অনুভাব প্রঃ ৬৫, ৬৬, ৭০; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৮১, ৮৬; সাত্ত্বিক প্রঃ ২৮; ব্যভিচারী ৫, ৭, ২১, ২৯, ৩১, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৬৫, ৬৮, ৮৩, ৮৯, ১০২; স্থায়ী ভাব প্রঃ ৩, ৪, ৯৯; পূর্ব্বরাগ ৬, ১০, ১৪, ১৮, ২০, ২১; মান ৩৭, ৪৯; প্রেমবৈচিত্ত্য ৫৯; গৌণসম্ভোগ ১৫, ১৭।

বিষমদল,—সাত্ত্বিক প্রঃ ব্যভিচারী মান ৩৭।

বিষ্ণুগুপ্ত,—কৃষ্ণবল্লভা ৯, ১৪, ১৬।

বিষ্ণুপুরাণ,—অনুভাব প্রঃ ৬৭; সাত্ত্বিক প্রঃ ৬; ব্যভিচারী ২৩; স্থায়ী ভাব ৭৪, ৮১।

ব্রহ্মসংহিতা,—কৃষ্ণবল্লভা ৩৪।

ভরতমুনি,—নায়কভেদ ১৪।

ভাগবত,—(১ম স্কন্ধ) পূর্ব্বরাগ ২৬; (১০ম স্কন্ধ) কৃষ্ণবল্লভা ৫, ১৪, ১৭, ১৮, ২০, ২৮; অনুভাব প্রঃ ৭০; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৮৬; সাত্ত্বিক প্রঃ ৯; ব্যভিচারী ৮, ১১, ২৪, ৪৩, ৪৪, ৭৫, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ৮৮; স্থায়ী ভাব প্রঃ ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪৩, ৭৭, ৭৯, ৮২, ১১৭, ১২০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৪৮; (১১শ স্কন্ধ) ১২১; মুখ্যসম্ভোগ ১৩।

মুক্তাচরিত,—অনুভাব প্রঃ ৭৯।

রসসুধাকর,—নায়িকাভেদ প্রঃ ১৬; উদ্দীপন ২৫, ৩৫, ৩৭, ৫৩, ৫৪; ব্যভিচারী ৪২।

রুক্মিণীস্বয়ংবর,—সাত্ত্বিক প্রঃ ১৩।

রুদ্র,—কৃষ্ণবল্লভা ৯।

ললিতমাধব,—সখীভেদ ১২; রাধা প্রঃ ৩৫; নায়িকাভেদ ৪; সখী প্রঃ ৪৩; হরিবল্লভা ২৯; উদ্দীপন ২৯, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১; অনুভাব প্রঃ ৬৬; সাত্ত্বিক প্রঃ ২৩; ব্যভিচারী ৮, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫৯, ৬৬, ৭৯, ৮০, ১০০; স্থায়ী ভাব ২৭, ১২৬, ১৩৯; প্রবাস ৬২, ৬৪, ৬৫; মুখ্যসম্ভোগ ১৭; গৌণসম্ভোগ ৫, ১৯।

শিববাক্য,—স্থায়ী ভাব ১২৪।

সপ্তশতীগ্রন্থ,—মুখ্যসম্ভোগ ৮।

হরিবংশ,—কৃষ্ণবল্লভা ৫; অনুভাব প্রঃ ৬৯; মান ৩৫।

হংসদূত,—দশী প্রঃ ৫৫ ; ব্যক্তিচারী ১৪, ৬২, ৮১, ১৪ ; স্থায়ী ভাব ৬ ; প্রবাস ৬৪, ৬৫ ; মুখ্যসম্ভোগ ১৩ ; গৌণসম্ভোগ ৪।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের অনেক বাক্য উদ্ধৃত দেখিতে পাই। যে যে স্থানে ঐ সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার উদ্দেশ লিখিত হইল,—

আঃ ৪।৭০, ১৭।১৩০ ; মঃ ৮।১১০, ১৬১, ১৯৫ ; ১৪। ১৬৩, ১৭৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৭ ; ২৩।৮২-৮৬ ; অঃ ১৪। ১৬, ৫০।

পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ গত ৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, ১৯০৪ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়া অনাদি-বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের করুণার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। পতিতপাবন আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গলার্থ নানা-স্থলে তীর্থ ও অতীর্থসমূহে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের পুরুষোত্তমে হরিকথা-কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ "গৌড়ীয়" ও "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে" সাধ্যমতে প্রকাশিত হইয়াছে। সপার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভুর পরমভূত, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এবং শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ গুরুবর্গের অন্যূনাধিক স্থানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিকুটী নির্ম্মাণ করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভগবদ্ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই "ভক্তিকুটী"র সম্মুখে প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত ঠাকুরের রচিত এই শ্লোক দুই ছত্র—

" গৌরপ্রেষ্ঠো হ্যবিলাসমূর্ত্তো
নিষিঞ্চনো ভক্তিবিনোদনামা।
যোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীরকোষ্ঠে
তস্মৈনিশং নামগুরু মুরারেঃ ॥"

'ভক্তিকুটী'র নিকটস্থ সমুদ্র-বেলাভূমিতে শ্রীল প্রভুপাদের আবাস-স্থান। ১৩ই যে পুরীর সংস্কৃত-কলেজের আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত আনন্দ মহাপাত্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করেন। অধ্যাপক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে 'শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন কিনা' জিজ্ঞাসা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টার অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, তর্কপন্থায় পাঁচ প্রকার দর্শনের অভ্যুদয় এবং শ্রৌতপথে বেদান্ত-দর্শনের আবির্ভাব। কিন্তু যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের অনুগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন তর্কপন্থায় বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রুতিমন্ত্রের কোনটিই ইতর বাক্য নহে ; কতকগুলিকে 'মহাবাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়া অন্যগুলিকে 'ইতর বাক্য' বলিলে তাহাতে শ্রুতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে অপূর্ণতা-দোষ আসিয়া পড়ে।

শ্রীশঙ্করপাদ আচার্য্য। তাঁহার শিষ্যাভিমান করিয়া এক সম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইনি ব্যাসদেবের অবতার আর বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণু, আচার্য্য মাত্র নহেন ; কিন্তু বৌদ্ধেরা যেরূপ বৈষ্ণব, সেরূপ বৈষ্ণব আমরা নহি। আচার্য্য ঠিক কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার কোন দোষ নাই। আচার্য্য স্বয়ং বৈষ্ণব, তিনি বিমুখ মোহনা করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যের শিষ্যাভিমান করিয়া ভারতী প্রভৃতির দেখকেরা যেরূপভাবে আচার্য্য-বাক্যকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মতবাদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে।

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত—সকলেই ন্যূনাধিক সাম্প্রদায়িক ; কিন্তু মহাপ্রভুই সমস্ত ধর্ম্মের চিরসমন্বয়কারী। তিনি বেদের সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের কোন কল্পিত বা নিজ মতবাদপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেন নাই। তিনি সূত্রকর্ত্তার রচিত অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেই সমস্ত চিরসমন্বয়কারী সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আধুনিক অসাম্প্রদায়িকত'-প্রচারকারি ব্যক্তিগণ আবাঙ্মিক।

———

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ণেল অলকট্, ম্যাডাম ব্লেভাট্স্কি প্রভৃতি প্রচারকগণের মতবাদ ও আধুনিক সিদ্ধির মনোধর্ম্মপর মতবাদের প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ঘরোয়াপরো, ছায়াপ্লা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু-সভ্যতার বিচার ও আধ্যক্ষিক বৈকল্পক্রব প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার সম্বন্ধে বহুকথা শ্রীল প্রভুপাদ আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিলেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ 'বিলাপ ও বিরাগ' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মাতা-পিতার চরণে অপরাধ করার ফলে তাঁহারা মাতৃ বা পিতৃরূপে আমাদের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছেন। বস্তুতঃ মাতাপিতার নাম করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সেবক-সেবিকার পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। বাল্যকালে অজ্ঞানাবস্থায় ইঁহাদিগের দ্বারা আমাদের অনেক নীচ সেবা করাইয়া লইতেছি। এজন্য নিত্য পুত্রত্ব একমাত্র পরাৎপর স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমেই সম্ভব। পাশ্চাত্যদেশে 'ভগবানের পিতৃত্ব' বিচার পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, 'পুত্রত্ব' বিচার ধারণা করিতে পারে না। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য পাশ্চাত্য দেশে আমাদের প্রতিভূ পাঠাইয়াছি। তথায় এখন জমি প্রস্তুত করা হইতেছে। এখনও শ্রীমূর্ত্তি প্রেরণ করি নাই। জানিনা, কবে মুক্ত হইবে।

———

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ সমুদ্রতটে বিচরণ করিতে করিতে ভক্তিকুটীর সম্মুখে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-সংলগ্ন বেলাভূমিতে শ্রীচৈতন্যমঠের একটি নবনির্ম্মীয়মাণ কুটীর পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন। ঐ কুটীরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত চত্বরস্থ, তথা হইতে অবিরাম ঈষান কর্ণরবে বীচি-বিক্ষোভিত সাগরের শোভা স্বতঃই নয়নপথ আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই চত্বরস্থাপ উপর উপবেশন করিয়া ভজনের অনুসরণ ও অনুকরণের কথা বলিলেন। অনুসরণ দ্বারাই আমাদের মঙ্গল হয়। অনুকরণ করিলে বস্তু লাভ হয় না।

———

সমুদ্রতট হইতে বাসস্থানে ফিরিয়া শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তগণকে উপদেশ-প্রদান-মুখে বলিলেন—"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সকলকে সংখ্যা হরিনাম করিবার জন্য compulsory ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদিগকে তিনি শিশুকাল হইতে হরিনাম করাইতেন। তিনি বলিতেন, যে ব্যক্তি অন্ততঃ প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম গ্রহণ না করে, তাহার হস্তে মহাপ্রভু কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি নিজে একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। এখানে যাঁহারা ছড়া গান করিতেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তিত হরিনাম-মহামন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন কল্পিত ছড়াকে আদৌ শুনিতে পারিতেন না।"

———

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথই মদনমোহন। তাই শ্রীজগন্নাথের বিজয়বিগ্রহ বা প্রতিনিধি-রূপে মদনমোহন চন্দনযাত্রা প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপারে সর্ব্বত্র বিজয় করিয়া থাকেন। আর শ্রীগদাধর গোস্বামী প্রভুর প্রাণধন 'শ্রীগোপীনাথ' টোটা-মঠে অধিষ্ঠিত আছেন। এখানে শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-দেবের অধিষ্ঠান আবশ্যক। শ্রীরূপানুগগণের দাস্যানুদাস সূত্রে সেই শ্রীগোবিন্দ দেবের সেবা আমাদের এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক।

———

নীলাচলে আসিয়া অবধি শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর

পাঠ শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় সন্ধ্যার পর প্রত্যহ পাঠ করেন। আমাদের ন্যায় অভ্যক্তিলাষযুক্ত বহির্মুখ জীব প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণে পরাঙ্মুখ বলিয়াই কি আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গৃধ্র-মুনিকাহিনীর গল্প ও পাইন্যাপি বর্ণোপদেশ-মুখে যে ভারতকথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণের অভিনয় করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীকপাহুন বিপ্রলব্ধ ভজনের কথার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির সুযোগ প্রদান করিতেছেন?

১৫ই মে প্রাতঃকালে প্রভুপাদ অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় কথা বলিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন—অপ্রাকৃত রাজ্যের যে-সকল ব্যভিচারী বা অসাত্ত্বিক ভাব আছে, তাহা রসস্বরূপোদ্ভিন্নপ্রায় প্রতীত হইলেও অপ্রাকৃত রাজ্যে কোন প্রকার হেয়তা না থাকায় অপ্রাকৃত ব্যভিচারী ভাবসমূহ হেয় নহে। কিন্তু তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—'তাহল মৈকতে বারিবিন্দু সম, সুত-মিত-রমণী-সমাজে" শ্রীবিদ্যাপতির এই সঙ্গীতটির এক একটি করিয়া পদ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ সঙ্গীতটি উপলব্ধি-জাতীয় ইহাতে মুখ্যভাবে কৃষ্ণভজনের কথা পাই না। কেবল জগতের অনুবিদ্ধায় ভিক্ত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি হওয়ায় কৃষ্ণপদাশ্রয়ের উপদেশ মাত্র পাই। এই জাতীয় উপলব্ধিতে সংসারের অনিত্যতা—বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতার ভিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদিগকে নির্ব্বিশেষ-বাদের মধ্যেও লইয়া যাইতে পারে। তবে এখন Personal Godhead মতবাদের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ রাখা হইয়াছে, এই মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সঙ্গীতটির—

"তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।"

পদটি ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন, বোকা লোক এখানে মায়াবাদের বিচার আনিয়া ফেলিতে পারে। যেমন গীতার "বিদ্ধি তদনন্তরম্" শ্লোকে "বিদ্ধি" পদটি পাঠ করিয়া লোকে নির্ব্বিশেষ-বিচার আনিয়া ফেলে। সাগরের লহরীর ন্যায় প্রবিষ্ট হয়—"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি কৃপি জীবাঃ"—এই কথা বুঝিতে পারে না। "সাগরো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ" অর্থাৎ সাগরের তরঙ্গ, তরঙ্গের সাগর নহে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩)। "বিদ্ধি তদনন্তরম্" অর্থাৎ লীলায় প্রবিষ্ট হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রাচীন সাতজন সিদ্ধ বাবাজীর কথা বলিলেন। ঐ সাতজন বাবাজীর অন্যতম চিড়িয়া-কুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজী, যাঁহার নিকট দাদাবাবু গমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কার্য্য ছিল ভোগ-নিয়মন। আমাদের গুরুদেব রহন্ত করিতে করিতে ভোগ নিয়মন করিতেন। ৫—অন্যলোকে রহন্ত করিত বটে; কিন্তু সে নিজেই সেই ভোগ-গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—পাটনায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-বিচারের গ্রন্থ বেদান্ত নিয়াছিলাম। এখানে পুরীতে কেবল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কর্ণামৃত, স্তবাবলী, স্তবমালা প্রভৃতি অভিধেয় গ্রন্থ আনিয়াছি। জীবনের প্রথমে কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলাগ্রন্থসমূহ পাঠ করিতাম—সংস্কৃত ভাষায় পড়িতাম নিজে নিজে—যেন প্রাকৃত সহজিয়াগণ কিংবা বহলোক অর্থ বুঝিতে না পারে। আমার পড়ার টেবিলের দেরাজে প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় "শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ যোর ধন সম্পদ" প্রভৃতি পদ দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জনৈক আত্মীয় বলিয়াছিলেন—"খুনের ছেলে এ সকল কি প'ড়ছে? পড়াশুনা সব নষ্ট হ'য়ে যাবে!'

প্রভুপাদ বৈষ্ণবকুল প্রাকৃত সহজিয়াগণের কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"ইহা প্রত্যক্ষ দেখেছি, অসচ্চরিত্র লোকগুলি কিছুতেই আমাদের সম্মুখে আসতে পারে না, আমাদের চোখে চোখে চাইতে পারে না। এটা একটা তাদের মস্ত-বড় অগ্নি-পরীক্ষা।"

১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয়-তৃতীয়া। প্রভুপাদকে অদ্য শ্রীর পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনান হইল। প্রভুপাদ স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলেন। ঐ দিন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অনেক উড়িষ্যাবাসী গৃহস্থ ভক্তের শ্রীপুরীধামের শ্রীমন্দিরের

নিকটস্থ পল্লীতে তাঁহার নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-রজে গৃহকে বিভূষিত করিবার একান্ত প্রার্থনা জানাইলে উক্ত গৃহস্থভক্তের শ্রীমঠের হরিকথা-প্রচারের সেবায় ঔদার্য্য-দর্শনে প্রভুপাদ সপার্ষদে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তথায় "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, বস্তুটি যদি ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে সেইরূপ সংসারে বাস করা বা তাহা ত্যাগ করাটা কিছু নয়। আমরা গৃহ ভোগ করিব বা গৃহ ত্যাগ করিব—এইরূপ কথা নয়; আমরা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া সমস্ত কার্য্য করিব। ভোগ বা ত্যাগের কথা ব্রহ্মবাসীর কথা নয়। সর্ব্বদা বৈষ্ণবজন-পরিবৃত হইয়া থাকাই—নির্জ্জনবাস। সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক,—এজন্য তীর্থে বাস। পরমার্থ লাভ করিতে হইলেই যে ভোগী বা ত্যাগী হইতে হইবে, এরূপ নহে। কপ্ট-বৈরাগীগিরি অত্যন্ত খারাপ কাজ। বহির্ম্মুখ গৃহব্রতী আরও খারাপ কাজ। পৃথিবীর বর্ণাশ্রমের বিচার বা বর্ণাশ্রম-ব্যভিচারের বিচার লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের প্রভু নন্দনন্দনের সেবা করিবার বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলেই যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। যিনি যেখানে আছেন, সেখানে থাকিয়াই যদি হরিভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

কাহারও রাজন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গেই "দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি" বিচারে সঙ্গ করিতে হইবে। প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "অনাদি করম ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে, তরিবারে না দেখি উপায়"—সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলেন।

বৈকালে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলে প্রভুপাদ পুরীতে অচিরেই একটি ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্য ভারতী মহারাজকে প্রভূত উৎসাহিত করিলেন। প্রভুপাদ বহুদূর চটক পর্ব্বত দেখাইয়া বলিলেন,—এই চটক পর্ব্বতের উপর গোবিন্দের শ্রীমন্দির এবং পাদদেশে সেবকগণের বাসস্থান নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে প্রভুপাদ বলিলেন যে, মহাপ্রভুর মধুর রসের ভক্তগণ লীলাচলে আসিয়া গোপীনাথের নিকটেই থাকিতেন। ঠাকুর হরিদাসের সমাধি ও টোটা-গোপীনাথের মন্দির—এই দুইটি স্থানের সন্ধান-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহাই আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

প্রভুপাদ বলিলেন, অনেকদিন পূর্ব্বে এখানে একজন বিহারী বাবাজী ছিলেন—তিনি আমাকে বলিতেন, "আপনি ওদিকে যাইবেন না, তাহারা সব অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসক। এই টোটা-গোপীনাথের দিকে থাকুন।"

প্রভুপাদ পুরীর সর্ব্বত্র বিপুল ভাবে হরিকথা-প্রচারের জন্য ভক্তগণকে আদেশ করেন। জগন্নাথবল্লভে, বকুলবনে মহাপ্রভুর নিকট, নরেন্দ্রসরোবরের তীরে, শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, সর্ব্বত্র প্রত্যহ যাহাতে ভক্তগণ পাঠ, কীর্ত্তন, অভিভাষণ, ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন, তদ্বিষয়ে প্রভুপাদ ভক্তগণকে প্রয়োচিত করেন।

চন্দনযাত্রা হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক সংকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুরীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর নিয়মিত ভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজির সুললিত ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে একটি বিশেষ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে আলালনাথে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ পার্ষদদেবতাত্রয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭ই মে প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্লোকপঞ্চাধ্যায়' (?) শ্লোকটি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

———

১৮ই মে প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ 'আলালনাথ' সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া যখন সাধারণী, সমঞ্জসা প্রভৃতি গোপীগণ কৃষ্ণ-সমীপে আসিয়া তাঁহার সহিত মণ্ডলী-নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী তাঁহার অনুগতা মণ্ডলীর সহিত তথায় আসিয়া তাহা দেখিতে পাইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য গোপীগণ রাধিকাকে উন্নয়ন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সম্ভোগে অবস্থিত, রাধিকা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এখানেই জয়দেব বলিয়াছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

যাহাতে খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার ভাব একাধারে বর্ত্তমান, সেই গোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং ইতস্ততঃ শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনে নিভৃত নিকুঞ্জে লুকায়িত থাকিয়া শ্রীরাধিকার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় গোপীগণ অন্বেষণ করিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণী গোপীগণ 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া নারায়ণস্তব আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা। শ্রীরাধার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ শত চেষ্টা করিয়াও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীবার্ষভানবীর নিকট দ্বিভুজ-মুরলীধর মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকা-ভেদ-প্রকরণে ৯ম অঙ্কে) প্রকাশ করিয়াছেন—

" রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা গৃহং সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্ত শ্রিয়া রক্ষিতুং
নাশক্যো হরিণাপি হন্ত হরিণা নাসীচ্ছচূর্ব্বাহিতা॥"

রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত সেবকগণ পাঞ্চভৌতিক বলের সহিত কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন না। গোবর্দ্ধনগিরি-স্বরূপ ব্রজগিন্নিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন। সাধারণ ভক্তসম্প্রদায় তাঁহাকে আলবরনাথ নারায়ণ-মূর্ত্তিরূপে স্তব করেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বা শ্রীগৌরানুগগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে তাঁহাকে দ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন করেন। শ্রীআলালনাথে গোপীনাথ, গৌড়ীয়ানাথ দর্শন করেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া আলালনাথে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগৌড়ীয়ানাথ পৃথক্‌ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

———

ঐ দিবস অপরাহ্ণে স্বধামগত সাহিত্যিকপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অনন্যোর্দ্ধ মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া শচীশ বাবু প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভাগবতকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলেন কেন?" শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষের অতীত আত্মধর্ম্মের কথা কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, দেবীধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠেরও অতীত গোলোকের প্রেমার কথা, সর্ব্বাদীন হরিসেবার কথা, যে কথা রামানুজাদি আচার্য্যগণ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই, সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নানা প্রকার বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা প্রভুপাদ অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিলে শচীশবাবু বিশেষ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া ত' এইরূপ বিষয় ধারণাই করিতে পারি নাই। এত বয়স হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই। ভাগবত সত্য সত্যই এত বড় কথা আলোচনা করিয়াছেন।" "আজ আমার ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল"—শচীশ বাবু ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভিবাদন করিলেন।

———

১৯শে মে প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সংপতি নামক জনৈক উৎকল ব্রাহ্মণ প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আসিয়া

ভূমিষ্ঠ হওয়ে প্রণাম ও প্রভুপাদের কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। তিনি বিলাতের প্রচারের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ হইল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসন্ন-চিত্তে বলিলেন,—East Bourneএ প্রথমে শ্রীজগন্নাথ-শ্রীমূর্তি প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। বিলাত ক' আর জগৎ ছাড়া নহে। তাই পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেব তথায় অর্চ্চাবতারে প্রকাশিত হইলে আর মহাপ্রসাদের অভাব থাকিবে না।

প্রভুপাদ বলিলেন—East Bourne সমুদ্রের পারে, এখানে যেমন মহাকরতটে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ দেব স্বীয় অর্চ্চাবতার প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ East Bourneএর সমুদ্রতটে তিনি পরম কৃপাময় অর্চ্চাবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীজগন্নাথ দেবেই জগজ্জন ভক্তির প্রথম অবস্থা বা আস্তিকতার প্রথম বিচার প্রকটিত। পুরুষোত্তমবাদই আস্তিকতার প্রথম কথা। প্রথমেই সাধারণ লোক চরম কথা ধরিতে পারেন না।

শ্রীজগন্নাথ দেবকে বিমান যোগে (Aeroplane) করিয়া East Bourneএ লইয়া যাইতে হইবে। সেখানেও আলালনাথ হইবে, গৌড়ীয়ানাথ, গোপীনাথ হইবে। সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর লীলা প্রকট করিতে হইবে। গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম প্রকাশ করিতে হইবে; নতুবা মনুষ্যজাতির মঙ্গল হইবে না। "হাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—উৎকল হইতে সর্ব্বত্র যখন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার হইবে, তখন নীলাচল-নাথকে সর্ব্বত্রই প্রকটিত করা আবশ্যক।

বৈকুণ্ঠই বা যেখানে সেখানে পর বিরজা, তারপর ভুবন-নাথে নির্ব্বিশেষ ধারণা, তারপর জগন্নাথে পুরুষোত্তমবাদের ধারণা। এইস্থান বৈকুণ্ঠ, কিন্তু এখানে পাঁচমিশালে লোক আছে। এজন্য গৌরভক্তগণ আলালনাথে গমন করিয়া গোপীনাথ, গৌড়ীয়ানাথ দর্শন করেন।

জগন্নাথে—infant conception of Theism. জগন্নাথের কমলনয়ন—তাঁহার খুব বড় বড় চক্ষু আছে। অনাসক্তিত হস্তপদ। অর্থাৎ জগন্নাথে কেবল দ্রষ্টৃভাব-মাত্র বিচার করা হয়। তিনি দ্রষ্টা, কেবল, সাক্ষী, নির্গুণ। তিনি সংসার চলিতে পারেন না—তাঁহার পত্নাদি করিতে হয়। এখানে জড়-সাধর্ম্যের স্পৃশাস্পৃশ্য বিচার থাকিয়া গিয়াছে।

জগতের বিচারে ব্রহ্মের দ্রষ্টৃ বিচারই খুব বড়। 'দ্রষ্টা' বলায় তাঁহার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি পুরুষোত্তম, এটুকুই আস্তিকতার কথা।

পাঁচ মিশালে লোকের নিকট তিনি দ্রষ্টা পুরুষোত্তম-মাত্র হইলেও ব্রজপরিকরগণের নিকট তিনি ব্রজেন্দ্রকুমার। তাঁহারা পাঁচমিশালে লোকের নিকট হইতে ব্রজেন্দ্রকুমারকে তাঁহাদের মধ্যে লইয়া যাইতে চাহেন। যেখানে যেখানে তাঁহাদের আরাধ্য বস্তুর যত রূপ নাই, সেখানে সেখানেই তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ। এজন্য আরাধ্য বস্তুকে তাঁহারা আপন, অন্যের করিবার জন্য ব্যস্ত—ইহাই তাঁহাদের ভজন। That fully devotional serving tendency cannot be crippled by any restriction in the shape of কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা বিধিভক্তি, legality, ethics or equity.

ভুবননাথে impersonality personified; তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচয় নাই। কেবল সৃষ্টি ও ধ্বংসের—জড়-বিলাসের ও জড়-ধ্বংসের পরিচয় মাত্র আছে। কিন্তু জগন্নাথে—Personality বর্ত্তমান। তিনি কেবল সাক্ষী, নির্গুণ, চেতা। তাঁহার Personalityর অন্যত্রের Transcendental qualities আছে। 'সাক্ষী' —বৃহৎ চক্ষু দ্বারা সকল দর্শন করিতেছেন। 'কেবল' অর্থাৎ অদ্বিতীয়—তিনি জগতের একমাত্র নাথ বা প্রভু। 'নির্গুণ' —তাঁহার উদ্ভবাদির ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহাতে নিষ্ক্রিয়ভাব প্রকাশিত। তাঁহার হস্ত-পদাদি অনাসক্তিত। তিনি অনাসক্তিত ভাবে বস্তু প্রদর্শন করিতেছেন, পদাদি নিরূপণ আর দেখাইতেছেন না। উপরের অংশের দ্বারা গৌরবময়ী উপাসনার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি দেওয়ার দ্বারা অল্প প্রকাশিত, সর্ব্বাংশ প্রকাশিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী
'ভক্তি' রসিয়া গ্রন্থে ধৃত বচন।

প্রপঞ্চঃ বিষয়ান্ যথার্থমুপযুঞ্জতে।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতা সম্বন্ধে
বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১; ৯ই জুন, ১৯৩৪ | ৪৩শ সংখ্যা।

"শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামবাসীকে প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের পট্টডোরী আনিবার আদেশ প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি প্রধান গ্রন্থ ও গৌড়ীয়ভাষার আদি কাব্য বলিয়া জানি। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল পদ্যানুবাদ। ইহার পদ্যসংখ্যা—৪৯৫৭। গ্রন্থকার উপসংহারে জানাইয়াছেন যে, তিনি ১৩৯৫ শকে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে অর্থাৎ প্রায় সাতবৎসরে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।"

১৪০৭ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পূর্ব্বে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর' বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত মাত্র রচিত দেখিতে পাওয়া যায়।"* এই কারণে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বঙ্গভাষার আদি কাব্য।

*—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মঙ্গলাচরণ গ্রন্থকার এইরূপ ভাবে করিয়াছেন,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণেভ্যো নমঃ।
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
প্রণমহ নারায়ণ অনাদি-নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ॥
একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥
ব্রহ্ম মহেশ্বর বন্দ সৃষ্টির সহায়।
গণপতি প্রণমহ বিঘ্নহর তায়॥
সর্ব্বদেবগণের বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিব রচন।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাঁহার দুই নারী।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব লোক পুরয়ারি॥
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত-জননী।
প্রকৃতি ষষ্ঠনা দেবী সৃষ্টির পালনী॥
যাঁর পাদপদ্ম ধরি' ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে যাঁর পূজা॥
শুম্ভ আদি অসুরের করিলা নিধন।
দেব ঋষি রক্ষা কৈল চণ্ডীচরণ॥
যাঁহার প্রসাদ মোরে হইল আচম্বিত।
'মুক্তি দাও' বলি' কৃষ্ণের চরিত॥
লোকহিত কারণে যতেক অবতারে।
আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ॥
বলিবার দুই বাঞ্ছা পরিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি॥
সংসারসাগর লোক করিবে তারণ।
ভাগবত অবতারি দিতের কারণ॥
ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে গীত বৃহৎ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিলা।
লোক নিস্তারিতে ঘাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি॥
কলিকালে পাপ-চিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥
সাদরে শুনিহ নর না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা॥

উক্ত মঙ্গলাচরণের,—

"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥"

—এই শেষ পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

ওপরাখ-খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ ৭৯-১০১)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে নন্দনন্দন কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়াও শত্রু-ব্রহ্ম, মহেশ্বর, বিঘ্নবিনাশন-গণপতি, সর্ব্বদেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ত্রিভুবনেশ্বরী শক্তিদেবী সকলকেই বন্দনা করিয়াছেন। কবি লোচনদাস তাঁহার পাঁচালী গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের" মঙ্গলাচরণে যেরূপ গণপতি ও সমস্ত দেবদেবীকে বন্দনা করিয়া নিজশেষে অভিন্ন কৃষ্ণ-নন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পরিশেষে গ্রথিত করিয়াছেন, শ্রীলোচন দাসের পূর্ব্বগামী কবি ওপরাখ খাঁর পাঁচালী গ্রন্থেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনের প্রারম্ভে, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম দেখিতে পাওয়া যায়। সকল হইতে পারে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে প্রেমময় ভক্ত বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে একান্তিতার অভাব কেন?

তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু নিরপেক্ষ চক্ষু ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের আলোক

লইয়া বর্ণন করিলে আমরা জানিতে পারি, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শুকদেব যাঁর নখদর্পণে কৃষ্ণকেই 'সর্ব্বকারণ-কারণ' এবং 'প্রাণনাথ' বলিয়াছেন। তিনি সেই প্রাণনাথেরই সেবায় সমস্ত দেবতাগণকে নিযুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণ-সেবক-সেবিকা বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। যাঁহারা ব্রহ্ম-সংহিতা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা জানেন।

আমরা শ্রীশুকবিজয়ের পূর্ব্বভাগ হইতে আরও সংগ্রহ করিতে পারি যে, শুকতাতধাম বৈষ্ণব পণ্ডিতের মুখে সাক্ষাৎভোক্তা শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই সার সাধারণ লোকসমক্ষে বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা পাঁচালীতে ভাগবতের কৃষ্ণচরিত রচনা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের সংস্কৃত শ্লোক বুঝিবার সামর্থ্য কম, তাঁহারা যদি পাঁচালী গান শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেও ভাগবতের কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলেও পরম লাভবান্ হইবেন।

শুকরাজ খাঁন সকল প্রকার অধিকারীর জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এজন্যই তিনি গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার উভয় স্থানেই অনেক সাধারণ ফলশ্রুতি দিয়া লোকাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মঙ্গলাচরণের পরে সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণচরিত, কৃষ্ণের অবতারের কারণ, যোগমায়ার ও মহামায়ার মাহাত্ম্য, দেবকীর পুত্রের বিবরণ, কৃষ্ণের আবির্ভাব-কথা, বসুদেবের গোকুলে গমন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-রহস্য নামক বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে কংসের মন্ত্রণা, পূতনা-বধ, তৃণাবর্ত্ত-বধ, নামকরণ, বাললীলা, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, গোপগণের বৃন্দাবনবাস, বৎসাসুর-বধ, বকাসুর-বধ, অঘাসুর-বধ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোহরণ, ধেনুকবধ, কৃষ্ণের কালিয়-দমে পতন, কালিয়নাগের স্ত্রীর স্তব, কালিয়দমন, প্রলম্ব-বধ, গোষ্ঠ-বিহার, বস্ত্রহরণ, যাজ্ঞিক বিপ্রগণের পত্নীর নিকট অন্নভিক্ষা, গোবর্দ্ধন-ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের স্তব, শ্রীকৃষ্ণের যমুনায় প্রবেশ, রাসক্রীড়া, গন্ধর্ব্বের উদ্ধার, শঙ্খচূড়-বধ, অরিষ্টাসুর-বধ, কেশী ও ব্যোমাসুর বধ, অক্রূরের গোকুলে গমন, কৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা, অক্রূরের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-দর্শন, রজক-বধ, কুব্জার কুব্জ-খণ্ডন, ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী বধ, মল্লযুদ্ধ, চানূর, মুষ্টিক ও কংস বধ, উগ্রসেনের রাজ্যভার গ্রহণ, কৃষ্ণ-বলরামের অবন্তীতে অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণাদান, উদ্ধবের গোকুলে গমন, কৃষ্ণের অক্রূর-ভবনে গমন, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, সমুদ্রে কৃষ্ণের পুরী-নির্ম্মাণ, যবনযুদ্ধের আগমন, কালযবন-বধ, কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের স্তব, বলরামের বিবাহ, রুক্মিণী-বিবাহের উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গমন, কৃষ্ণের বিদর্ভ নগরে গমন, উদ্যমকর্ত্তৃক কৃষ্ণের অভিষেক, রুক্মিণীহরণ, রাজন্যগণের যুদ্ধ, শিশুপালের তপস্যা, মণিহরণ, জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ, দেবকী ও রুক্মিণীর বিলাপ, জাম্ববতীর বিবাহ, সত্যভামার বিবাহ, সত্রাজিতের মৃত্যু, শতধন্বার মৃত্যু, অক্রূরের আগমন, কালিন্দীর বিবাহ, শ্বাশুর-ঘর-যাত্রন, মিত্রবিন্দার বিবাহ, নাগ্নজিতীর বিবাহ, লক্ষ্মণার বিবাহ, ভূমিদৈত্যের সংবাদের মৃত্যু, নরকাসুর বধ, মদন ও কামের যুদ্ধ, শম্বরের মৃত্যু, রৈবতক-পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর সহিত বিহার, সত্যভামার মানভঙ্গ, পারিজাত-হরণ, চিত্রলেখার দ্বারকা-গমন, ঊষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহ, অনিরুদ্ধের নাগপাশে বন্ধন, হরিহরের যুদ্ধ, অনিরুদ্ধের বন্ধন-মোচন, কৃষ্ণদাসের উপাখ্যান, নৃগরাজার স্বর্গে গমন, লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর, বলদেবের ক্রোধ, দ্বিবিদ-বানর-বধ, নারদের বহু কৃষ্ণদর্শন, শৃগাল-বাসুদেব-বধ, কৃষ্ণের ইন্দ্রিনায় গমন, রাজসূয়-যজ্ঞের উদ্যোগ, জরাসন্ধ-বধ, শিশুপাল-বধ, শাল্ববধ, রুক্মিবধ, দন্তবক্র-বধ, প্রদ্যুম্ন-প্রসঙ্গ, রামায়ণ-কথা, প্রদ্যুম্ন-প্রভাবতী-মিলন, তালজঙ্ঘ-বধ, সুনাভ-বধ, বজ্রনাভ-বধ, সুবাহু-বিপ্রের উপাখ্যান, দ্রৌপদী ও অন্য স্ত্রীগণের বিবরণ, বাসুদেবের যজ্ঞ, মৃতজন্য, বিপ্রদেবের পুত্রগণের মৃত্যু, কৃষ্ণের ইন্দ্র ভ্রাতা আনয়ন, সুভদ্রা-হরণ, নারায়ণ-নার-মাহাত্ম্য, সাম্ব-কর্ত্তৃক মুষল-প্রসব, উদ্ধব-কৃষ্ণের কথোপকথন, বা উদ্ধব-গীতা, তন্মধ্যে কাল-ভেদে ধর্ম্ম-নির্ণয়, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ-কথন, বিরাট্-মূর্ত্তি-প্রদর্শন, আশ্রমচতুষ্টয়ের বিবরণ, অষ্টাঙ্গ-যোগ-কথন, চতুর্ভুজ-রূপ-বর্ণন, যদুবংশের প্রভাস-গমন, যদুবংশ-নাশ, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানলীলাবিস্তার, অর্জ্জুনের ব্যাসাশ্রমে গমন, ব্যাসের উপদেশ, কলিযুগ-বিবরণ, কলিতে হরিনামেরই সাধন ও সাধ্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া শ্রীশুকবিজয় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশুকবিজয় শ্রীমদ্ভাগবত দশম ও একাদশ স্কন্ধে আকরিক পদানুবাদ না হইলেও তাহাতে কল্পনা-মূলে কোন

সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথার অবতারণা নাই। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস যেরূপ সংস্কৃত মূল রামায়ণ ও মূল রামায়ণের পদানুবাদ করিতে গিয়া অনেক কাল্পনিক কথা ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, গুণরাজখাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সেইরূপ কোন আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার একাদশ স্কন্ধের 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ,' 'ঈশ্বরে তদধীনেষু,' 'সর্ব্বাত্মকে'—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকত্রয়ের পদ্যানুবাদ যেরূপভাবে করিয়াছেন, তাহা দেখিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুবাদ ঠিক আক্ষরিক পদ্যানুবাদ নহে। নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

উত্তম অধম মধ্যম গুণি ত্রিবিধ প্রকারে।
যেই যেন মতে সেবে সেইরূপ ধরে॥
সর্ব্বভূতে সম করি প্রভুতে হয় দয়া।
পুরীষে চন্দনে সম একত্র করিয়া॥
অপমানে দুঃখ নাই, সম্মানে সুখ নয়।
'উত্তম ভাগবত' সেই শুন মহাশয়॥
সদাই শ্রীহরি চিত্তে বৈষ্ণবজনে সেবা।
ভাল মতে নাহি ছাড়ে পৃথিবীর সেবা॥
সংসার অসার জানে সব হরিময়।
কাম্য ভোগ না করিয়া হরিসেবা পায়॥
সুখ দুঃখ মনে যত সম্মান ভোজন।
তুল্যিয়া বিষয় সব তাজে নারায়ণ॥
যেন মতে হরি চিত্তে হরিতে প্রণতি।
'মধ্যম ভাগবত' হয় শুন মহামতি॥
দৃঢ়িগত চিত্তে আন দেব নাহি পূজে।
অসংসার জানে সেই মোক্ষে নাহি পূজে॥
আপন শরীরে হরি জানিয়া না জানে।
গরিমা আপন করি করয়ে সেবনে॥
স্থূল সূক্ষ্ম ব্যাপিত বিভাগ নাহি করে।
বৈষ্ণবজনে পাইলে হয় হরিষ অন্তরে॥
হরিপ্রায় ধরি চিত্তে নিস্পৃহ সে হয়ে
অধম ভাগবতরাজ এই মন হয়॥

(শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৯০ পৃষ্ঠা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বনামধন্যানুসারে প্রকাশিত সংস্করণ)

গ্রন্থের সর্ব্বশেষে গুণরাজ খান তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গুণরাজের নাম—শ্রীমালাধর বসু। তদানীন্তন গৌড়েশ্বর তাঁহাকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি স্বীয় ধীরা অন্নাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থ রচনা করেন।

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥
সত্যরাজ খান বর হয় মোর নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুগণ॥
হস্তে তৃণ ধরি বলি সভারে ঠাকি।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥
কাষস্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঁচালী-সাহিত্য বলিয়া তাহাতে বহু রাগ-রাগিণীর সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত-রাগ, পঠমঞ্জরী-রাগ, শ্রীরাগ, কল্যাণ-রাগ, গৌড়ীয়া-মল্লার-রাগ, কেদার রাগ, বিভাস-রাগ, বেলাবালী-রাগ, সুই রাগ, রামকেলী রাগ, কামোদ রাগ, তুড়ীরাগ, সারেঙ্গ রাগ, মায়াটী রাগ, ধানশী রাগ, ধানশ্রী রাগ, পাহিড়া রাগ, পাহাড়ি রাগ, আশওয়ারী রাগ, কামোদ রাগ, হিন্দোল রাগ, প্রভৃতি বহু রাগের নির্দ্দেশ এই পাঁচালী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে গ্রন্থকার ওপিতার স্থানে স্থানে গোবিন্দবিজয়ও বলিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে সময় শ্রীরামপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় কুমারহট্ট বদনগঞ্জের দ্বারাধন দত্ত মহাশয় শ্রীরামপুরে আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীমালাধর বসু-কর্ত্তৃক "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থের একটী হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথি প্রদান করেন এবং বলেন যে, দ্বারাধন দত্ত মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃপারাম সিংহ ঐ গ্রন্থ খানি তাঁহার গুরু ঘাটাল মনোহর দাস বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাঙ্গালা ১২৯৪ সালে (৪০১ চৈতন্যাব্দে) গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করান। ঠাকুর ঐ গ্রন্থের যে একটী ভূমিকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য-বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট

নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণও এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই মুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারেন না। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খান মহাশয় সর্ব্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদ রূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্বিরচিত এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামের বসু বৈষ্ণবদিগের প্রশংসা-স্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপ কহিয়াছিলেন :—

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁহার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

এই গ্রন্থের প্রামাণ্য, পূজনীয়তা ও উৎকর্ষ উপরি-উক্ত পদ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

এখন পাঠক মহাশয় ঔৎসুক্য-সহকারে শ্রীগুণরাজ-খান মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা যে কিছু অবগত আছি, তাহা লিখিতেছি। বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে দক্ষতা ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজখান উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়সম্রাট্-দত্ত উপাধি গুণরাজখান। পর্য্যায় যথা :—

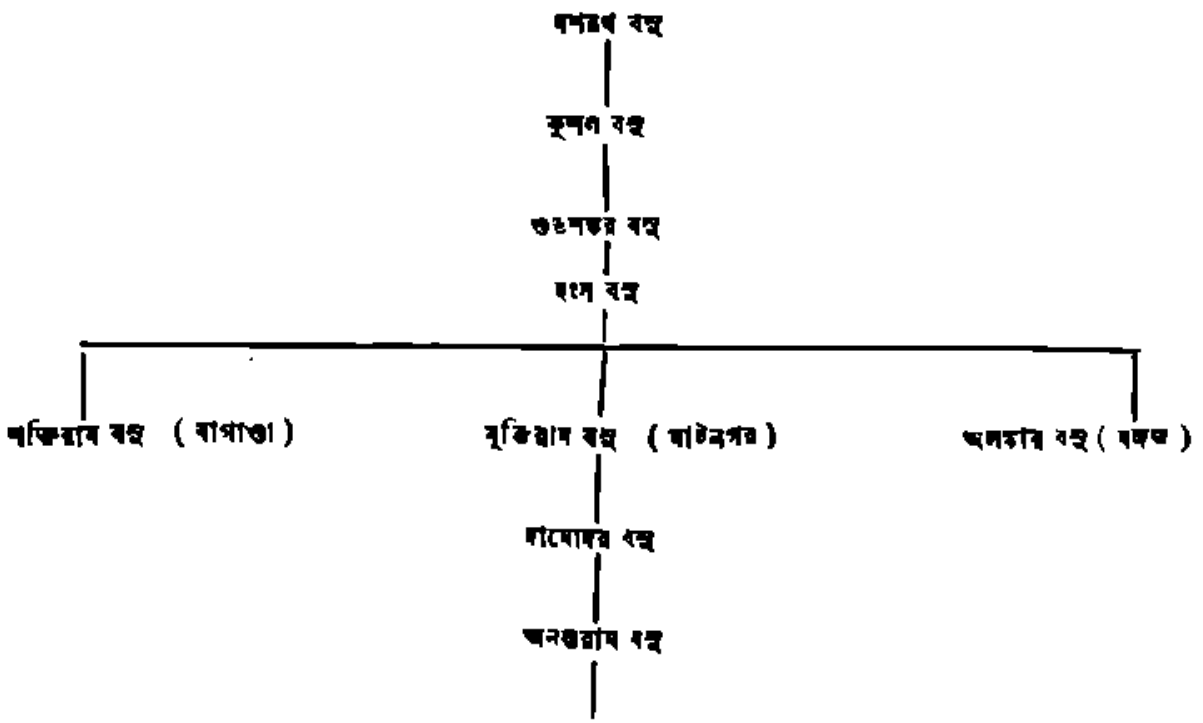

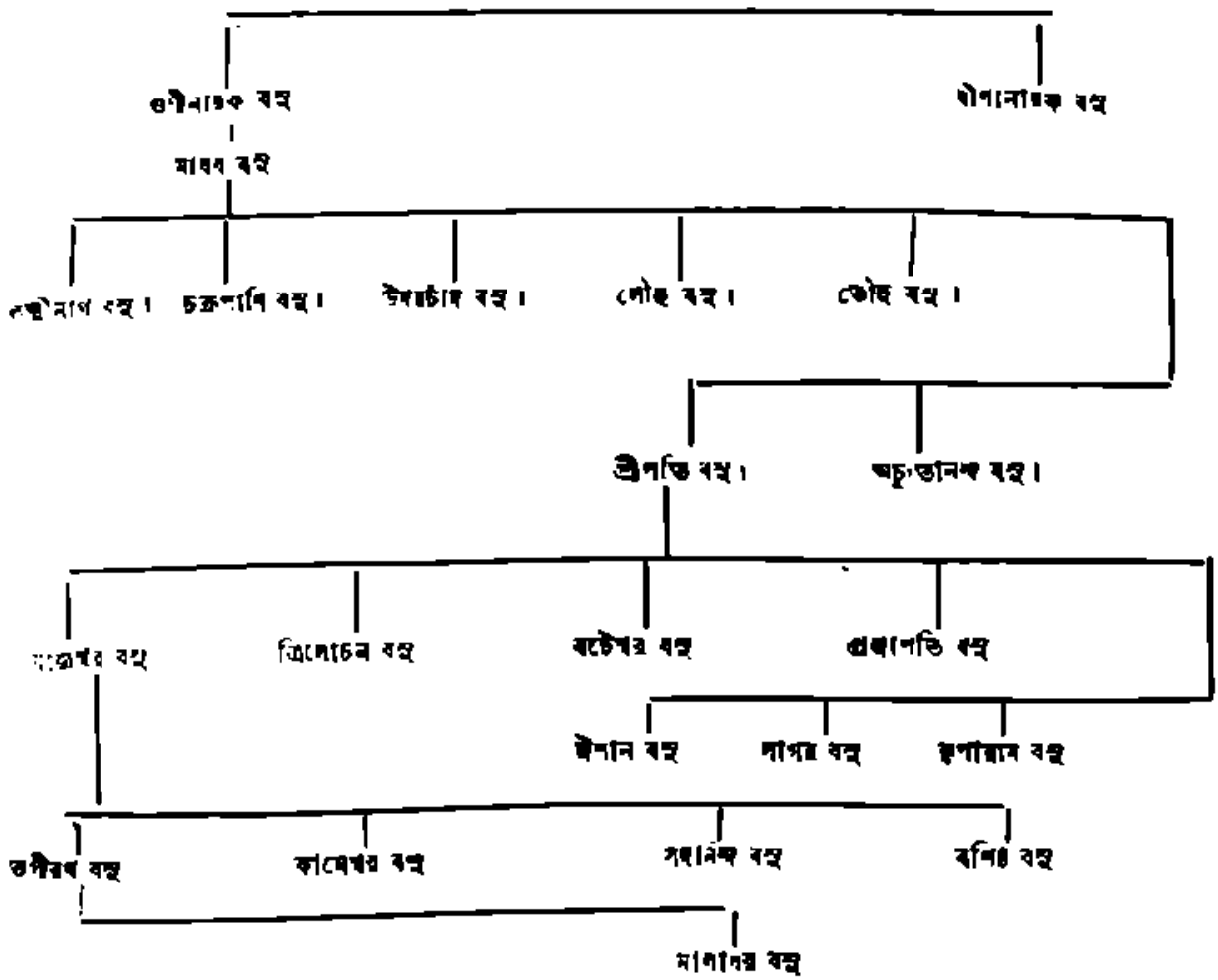

ইন্দুমতীর গর্ভে মালাধর বসু—উপাধি গুণরাজ খান। ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সত্যনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান। ইহার পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু পঞ্চদশ পর্য্যায়। ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীনগ্রাম-পাটে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন।

পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ

২৩শে মে, ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণে পুরীর শ্রীযুক্ত রাজপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—ভগবানের যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে তাঁর কাছে যেতে হ'বে। আমার যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে গেলে ত' আমিই তাঁ'কে ধোঁকা ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লাম। ভগবান্‌কে আমি ধোঁকা ক'র্‌তে পারি না, নিজেই জালে প'ড়ে যাই।

তিনি যে যে ভাবে আমাকে চান, তাঁ'র যে যে ভাবে আমার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, আমার চিন্ময় স্বরূপের সেই

সেই নির্মল রূপ প্রকাশ ক'রে তাঁর কাছে যেতে হ'বে। চিত্তের ময়লার জন্য হ'বে, গরুর বাঁটে দুধ হ'বে আমাকে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের সেবা ক'রতে হ'বে।

যোগং স এব ভগবান্ যজ্ঞেশ্বনঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যাঁহারা কামনা, তাঁহারা স-বাসীক ;—ভক্ত নহেন। ভগবান্‌কে (?) আমার আত্মার পালনের মূর্ত্তিতে রূপ দিয়ে যদি তাঁর কাছে নানা জিনিষ চাওয়া যায়, তা'হলে তা'তে উল্টো ফল হয়। যেমন, আমি যদি তাঁর কাছে ঘোড়া চাই, কিম্বা মনোরমা ভার্য্যা চাই, তিনি আমার প্রতি কপট দয়া প্রকাশ ক'রে তা' যেন দেন, কিন্তু ঘোড়ার পিছনদিকটা ক'রতে ক'রতে ঘোড়ায় চড়বার সুখটুকু অচিরে কীণ হ'য়ে পড়ে। শেষে ঘোড়াকেই হুরত ঘাড়ে ক'রে আমাকে ফেলতে হয়। তাই ভোগী বা ত্যাগী ভক্ত হ'তে পারে না।

ব্রহ্মচারী আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে ব'ললেন—"ত্যাগী হ'লে ভক্তি হ'তে পারে না, এ কিরূপ কথা?"

প্রভুপাদ বলিলেন—কিন্তু ত্যাগী হ'তে গেলে আমি ভোগ থেকে বাহ্যতঃ বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু উহা 'খট্টা-ভঙ্গে ভূমি-শয্যা'র নীতি মাত্র; কিছু পাওয়া ও না পাওয়া উভয়ই আমার সম্বন্ধে, ইহার মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধের কোন কথা নাই। যিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণকে ভোগ ক'রবো এই বিচারে কত প্রকার অসুবিধা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ ব'লছে কৃষ্ণ সেজে প্রকৃতি ভোগ ক'রবো; কেউ ব'লছে স্ত্রীলোক সেজে কৃষ্ণ ভোগ ক'রবো—উভয়ই সমান। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত না ক'রলে হয় ভোগ না হয় ত্যাগ হ'য়ে যাবে,—ভক্তি হবে না।

ধ্যানাদির দ্বারা কেবল নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়া যায়, তা'তে নিজের সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু ব'লেন—"কীর্ত্তন কর, তা'তে সকলের সুবিধা হ'বে। কীর্ত্তন ব্যতীত সার্ব্বজনীন নিত্য সুবিধার উপায় আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিছু ক'রতে হবে না। বৈষ্ণব সকল বস্তুতেই কৃষ্ণ দর্শন করেন। কিছু করা মানে তাঁর চিত্তবিত্ত ভোগ ক'রবো এই বুদ্ধি। এরূপ বুদ্ধি থাকলে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। বিষ্ণু-সেবা বাদ দিয়েও ২৪ ঘণ্টা বৈষ্ণব-সেবা ক'রতে হবে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

মায়াবাদী ও বৈকুণ্ঠবাদী—এই দুই প্রকার কথা আছে। মায়াবাদ অনেক প্রকারের হ'তে পারে। যাঁ'রা অধোক্ষজ ভগবদ্ বস্তুকে প্রকৃতির অন্তর্গত বিচারবুদ্ধি-বিশিষ্ট ধারণার নিয়ে যেতে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরাই 'মায়াবাদী', আর যাঁরা সেই সকল কুণ্ঠা-দোষ হ'তে পরিমুক্ত হ'য়ে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রাই বৈকুণ্ঠবাদী।

২৩শে মে, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হন। ইনি এক সময়ে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালি' সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুতির "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" মন্ত্রটি প্রায় ১ ঘণ্টার অধিক কাল ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, যে সকল শব্দ শব্দীর সহিত পার্থক্য স্থাপন করে, সেই সকল শব্দের দ্বারা শব্দীর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবচনের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লাভ হয় না। বেদশক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রছে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে limitation এর মধ্যে আনলে আমি তাঁ'র ভোক্তা হ'য়ে পড়ি। ভগবদ্‌বস্তু এত বড় যে, তা' আমাদের limitation এর মধ্যে আসতে পারে না।

মনে হ'তে পারে sense গুলিকে reject ক'রে দিলে আমাদের আর রইল কি? এ যেন গাড়ীর ঘুর ভেঙ্গে দেওয়ার মত। কিন্তু নিজের সকল অহমিকা ছেড়ে দিলেই —তা'তে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেই limitation এর সকল হেয়তা পরিত্যাগ ও বৈকুণ্ঠের অবতরণকে বরণ করবার যোগ্যতা লাভ হয়। কর্ণে কলবাদ—আমি recipient, জ্ঞানেও আমি recipient, ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু recipient; এজন্য ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা ক'রে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত। আমাকে কেবল তৎপর ও নির্মল হ'য়ে

আত্মবৃত্তিরা সেই ক্ষুণ্ণ ধরণ ক'রতে চ'লে Altruist class—more or less anthropomorphist. তথাকথিত সহাধিসম্প্রদায় পশু, মনুষ্য, দেবতার উপর ত' অধিকার ক'রছেনই, ভগবদ্বস্তুর উপরও অধিকার করবার চেষ্টা ক'রছেন। তাঁরা 'গরু মেরে জুতা দানের' নীতি অবলম্বন ক'রতে গিয়ে পশুর উপর অবিচার করছেন। মনুষ্যকে নিত্য তত্ত্ব অকপট কৃষ্ণানুশীলনের সন্ধান হ'তে ক'রে তাঁরা পশুকেও হিংসা করছেন, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উপকার কর্ত্তে পারছেন না। সামাজিক, নৈতিক মানসিক উপকার অমঙ্গল ও বিপরীত ফল প্রসব ক'রছে। সহাধিসম্প্রদায় দেবতাগণকে খাটিয়ে নিচ্ছেন, অবিচিন্ত্য-শক্তি ভগবদ্বস্তুকে চিহ্নয় ইন্দ্রিয়বিহীন ক'রে মনুষ্যে অবৈধ কামনা বাসনা পরমেশ্বরতা আরোপ ক'রছেন। দরিদ্রতা বা দরিদ্রকে নারায়ণ বা নারায়ণত্ব ব'লছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-প্রণালী অন্যান্য বিচার-প্রণালী অপেক্ষা পৃথক্। যাবতীয় মনোধর্ম্ম থামিয়ে দিয়ে বাস্তব বস্তুকে প্রকাশ করাই শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা। আমার যাহা যখনের প্রয়োজন, তাহা আমি বুঝি না, কিন্তু আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনিই বোঝেন।

---

১৮ মে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পুরীর মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর এবং খাসমহাল ডেপুটী মাননীয় শ্রীযুক্ত জিবিক্রম পূজারী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আবাসস্থানে আগমন করিয়া কিছুকাল শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ সংক্ষেপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কথা প্রচলিত নহে, সেরূপ কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বত্র broadcast ক'রছেন "সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধিমান্ লোকেরাই এ সকল কথা সহিষ্ণু হ'য়ে শুনতে পারবেন। কুশিক্ষিত ও কুবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট এ সকল কথা রুচিপ্রদ হবে না।"

১৯ মে, ১৯৫৪ বৈশাখ সোমবার। আজ নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী। হিরণ্যকশিপুবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-কাল। ঠিক এই সময় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের "নীলাচলচন্দ্রের চতুষ্পথায় উপবিষ্ট হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সম্মুখে অকূল নীলজলধি যেন উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তিত গৌরবিহিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের মহিমা গৌরজনের মুখে শ্রবণ করিয়া তাহারই অনুকীর্ত্তন ও উদ্গান করিতেছিল, আর কল্লিত ও রসাভাস-দুষ্ট ছড়াকীর্ত্তনে স্বতন্ত্র জীবকুল নামাচার্য্যের চরণে যে অপরাধ করিতেছে, তজ্জন্যই যেন রত্নাকর ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। এমন সময় ক্রমে কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে আসিয়া প্রণত হইলেন।

বিপ্রকুল-তিলক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ শ্রবণার্থী হইলে প্রভুপাদ মজুমদার মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১২।১২)

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।
ন ধর্ম্মো ন দয়া ন তিতিক্ষা
ন যত্র তত্ত্বং পুরুষোঽধিষেকৃৎ॥"

শ্লোকটি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

মহৎ যিনি, তিনি ত' খুব উঁচু; ক্ষুদ্র, খর্ব্বাকৃতি জীব আমরা তাঁর নাগাল পাই না। তাঁর মস্তক স্পর্শ ক'রতে পারি না। তাই মহতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন-প্রদেশ তাঁর পাদপদ্মের ধূলি, আবার সেই পাদপদ্মের যে ধূলি, যা' তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন, তা'র দ্বারা যদি আমরা অভিষিক্ত হ'তে পারি—যেমন তীর্থজলে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর সেই ধূলিদ্বারা যদি আমাদের মাথার মুকুট প্রস্তুত ক'রে আমরা মহতের সেবাধিকারে অভিষিক্ত হ'তে পারি, তা' হ'লেই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হয় এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের আর উপায় নাই।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হ'তে যিনি ছুটি পেয়েছেন, তিনিই মহৎ। যিনি জগতের ভোগ বা ত্যাগের বস্তুতে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন না, তিনিই অকিঞ্চন, মহৎ।

[illegible] যে সকল ধূলো এসে [illegible] আমাদের বড়

হওয়ায় দুর্ব্বুদ্ধি দিনই হ'বে। সেই সকল ধূলো অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতার মহতের বপুদোষ, ভোজন কম্ম, প্রকৃতি যারা দুষ্ট হয়, তাহা মহতে আরোপ না ক'রে, মহতের গায়ে সংলগ্ন না ক'রে আমার মস্তকে নিয়ে আস্‌তে হ'বে। তা' হ'লে তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি বিদূরিত হ'বে। মহতে কোন প্রকার প্রাকৃতত্ব নাই, ধূলি নাই, ময়লা নাই; সে সকল কেবল মলিন যে আমি, আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য।

মহৎ গুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রকাশ-মূর্ত্তি হ'য়েও নরোত্তম মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রকটিত কিংবা কোন নীচকুলে, কোন বপুগত, স্বভাবগত দোষে আমার আধ্যক্ষিকতায় দুষ্ট হ'চ্ছেন। বস্তুতঃ গঙ্গা-জলে যে প্রকার বুদ্‌বুদ ফেণ-পঙ্কাদি দোষ স্পর্শ করে না—তা'তে গঙ্গাজলের নিত্যপূতা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে যে সকল অবিচার আমরা মহতের চরণে সংলগ্ন করি, সে সকল যদি আমরা আমাদের মস্তকে এনে মহৎকে নির্ম্মল দৃষ্টিতে দর্শন ক'র্‌তে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল সম্ভব। এজন্যই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ-ফেণপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

ব্রহ্মাজীর সেবাকে মহৎসেবা না জেনে—ব্রহ্মাজীর চরণ-ধূলিকে মস্তকের ভূষণ ক'র্‌তে না পেরে আমরা মনে ক'র্‌ছি তা'তে Zoo-morphism হ'য়ে যাচ্ছে! মহতের পাদুকা, গুরুপাদপদ্মের পূজা, শ্রীতুলসীপূজাকে Phyto-morphism মনে ক'র্‌ছি!

আমাদের চক্ষুটিকে নির্ম্মল ক'র্‌তে হ'বে, গুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রতে হ'বে। নতুবা magician's wand, আজ্ঞাগাম সরকারের ছাঁটী প্রকৃতি যেরূপ এক বস্তুকে আর এক বস্তু প্রদর্শন করে, সেরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে বিপথগামী ক'র্‌বে। আমরা ভোজবিদ্যা, ভোজনবিদ্যা বা ভোগবিদ্যার আশ্রয় ক'রে যাব।

হনুমান্, সুগ্রীব প্রভৃতি কিরূপে ভগবানের সেবক হ'তে পারে! ভগবানের সেবা ক'র্‌ছেন যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা, তাঁ'দের সম্বন্ধে কোন প্রকার বপুগত দোষ দেখ্‌তে নাই। ভগবদ্বস্তুও বপুগত দোষের আশ্রয়ী নহেন। শ্রীবরাহদেব ও সাধারণ শূকর এক নহে। কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবা করে না, তাঁ'দের ঐ সকল দোষই দেখ্‌তে হ'বে।

আজকাল "হরিজন" বলা হ'চ্ছে কা'দের? যাঁ'দের হরি-সেবার নিত্যা বৃত্তি প্রকাশিত হ'য়েছে, তাঁরা যে কোন্ কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁ'দের বপুগত, স্বভাবগত যে কোন দোষ বাহ্য প্রতীতিতে দুষ্ট হউক না কেন, তাঁরা হরিজন। কিন্তু যাঁ'দের হরিসেবা-বৃত্তি সুপ্ত, পাশববৃত্তি জাগরিত, তাঁ'দের ঐ বৃত্তির পূজা করা, প্রাকৃতত্বের পূজা করা; বপুদোষকে পূজা করা হরিজন-পূজা নহে।

একজন যদি বাহ্যদর্শনে সম্পূর্ণ নিরক্ষরও হন আর একজন হরিসেবাবিমুখ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন, সেখানে সেই নিরক্ষর ব্যক্তিই কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ, বড়। এ পৃথিবীতে যিনি যতই বড় হউন না কেন, স্বর্গের দেবতাই যা হউন না কেন, অপ্রাকৃত হরিজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ ক'র্‌ব, স্বর্গের দেবতা হ'ব—এরূপ ক্ষুদ্র আশা ভরসা অপ্রাকৃত হরিজনের নয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোক মনে করেন, ছোট লোক, ইতর লোক, মূর্খ, তা'রাই ভক্ত।

অপ্রাকৃত হরিজন বলেন,—

জগাই মাধাই হ'তে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হ'তে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

কিন্তু অপ্রাকৃত হরিজনগণের পাদপদ্মের যাঁ'রা রেণু-পরমাণু, তাঁ'রা কখনও আপনাদিগকে সেই সকল মহতের সহিত সমান করেন না, অপরকে সেরূপ অপরাধ ক'র্‌তে দেন না। মহৎকে 'নীচ' বলা বা 'সমান' বলা অপ্রাকৃত হরিজনগণের ভৃত্যবর্গ সহ্য ক'র্‌তে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে দুর্ব্বাসা ও অম্বরীষের উদাহরণে ও অন্যস্থানে এ সকল বিচার প্রদর্শিত হ'য়েছে।

আত্মবস্তু কৃষ্ণের সেবক; তিনিই নিত্যহরিজন। মহা-ভাগবত যেখেন সকলেই হরিসেবা ক'র্‌ছেন। তিনি

বলেন,—আপনারা সকলেই হরিসেবা ক'র্ছেন, কেবল আমি ক'র্তে পার্লাম না। আমাকে ওই যন্ত্র যেন যেন বলিয়া ক'র্তে পারি।

মানুষের যদি প্রকৃত বুদ্ধি থাকে, তা' হ'লে বহির্মুখ মনুষ্য-জাতির কথা শুনতে হ'বে না; অতি দুর্মনচিত্ত ব্যক্তির কথা শুনতে হ'বে না। হঠাৎ একটা লোককে 'বৈষ্ণব' ব'লেও গ্রহণ ক'র্তে হ'বে না; বহু ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ ক'র্তে হ'বে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পুরীর নিম্বার্কসম্প্রদায়ের রাধাবল্লভমঠের মহান্তজী আসিয়া প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভিনন্দন করিলেন। মহান্তজী বলিলেন যে, পুরীতে চারিটি নিম্বার্ক মঠ আছে। (১) রাধাবল্লভমঠ, (২) দুঃখীশ্যামবাবামঠ (৩) রামকৃষ্ণমঠ ও (৪) চিকিটিমঠ। চিকিটিমঠ বর্ত্তমানে একরূপ লুপ্তপ্রায়। মহান্তজী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসব-উপলক্ষে পুরীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার হইতেছে। একদিকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-রক্ষক আচার্য্যবর্য্য "হরতকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই ব্যাখ্যান-বাক্য স্মার্ত্ত করিয়া প্রায় অনর্গল শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, অপরদিকে তাঁহার অনুগ-জনগণের দ্বারাও নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করাইতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমের সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তবীর ভক্তিসাঙ্গীজী, শ্রীপাদ ভক্তি-গৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিসারঙ্গী, ভক্তিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজী, শ্রীনারায়ণোত্তমজী, প্রমুখ প্রচারকবর্গ নানা স্থানে নিত্য হরিকথা কীর্ত্তন ও বিভিন্ন স্থানে পাঠ, ব্যাখ্যা ও চলচ্চিত্রযোগে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী ঘোষণা করিতেছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক আচার্য্য ভক্ত্যালোকবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, এম, এ মহোদয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রিতে থাকিয়া অল্পক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিহিত হরিকথনের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। উপদেষ্টা পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম প্রভু নীলাচলী ও আলালনাথ-মন্দির-সংস্কার-সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অক্লান্ত সেবা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

গত অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবাফলে আলালনাথে শ্রীমন্দিরে পার্শ্বদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নীলাই শ্রীআলালনাথে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীআলালনাথের মন্দির-সংস্কার-সেবার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করাইবেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মধ্যে মধ্যে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ইতোমধ্যে দুই দিবস ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদর্শনী বিরাট জনসঙ্ঘের সমাগম হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ প্রভুপাদের আনুগত্যে আলালনাথের বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু উড়িষ্যা প্রবেশে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার-কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন।

গত ২রা জুন আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ৩রা জুন পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ৫ই জুন মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্রাজ্ঞ জার্ম্মাণমনীষীর তিনখানি পত্র

(১)

শ্রীগৌড়ীয়ষষ্ঠাচার্য্যের পারমার্থিকে

London, 13-4-34.

To

His Divine Grace Paramahanta Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj.....—

It is by the Grace of the Supreme Lord that I have the opportunity to address to His Divine Grace in this letter according to the permission of Sree Swami Bon Maharaj How often I felt the necessity to show Your Divine Grace my most sincere thankfulness and to offer my most humble greetings as by Your Grace I got the possibility to be introduced into the true spiritual life.

I was so strongly attracted by the unique thoughts on the means and the way to regain the true condition of the soul i.e. the royal road of Bhakti in distinction to the way of self-enjoyment and self-annihilation displayed in the book by Sree Sanyal and was impressed by the rare purity of the soul of Sree Bon Maharaj that I got induced to endeavour to get nearer acquainted with those souls who are able to write such holy books and make such an irresistable impression on me. And, indeed my next thought was : what a blissful entity must be the Spiritual Teacher of those holy men as He is the Son for the planets.

I spent my time since my 15th year in seeking after the true knowledge of the essence of my being and of the relationship between the Eternal Godhead nd my soul, running along many different paths both an theory by studying the comparative history of Religions and in practice, and yet I could not find out a single man who would have been able to be my Guide in my difficult wanderings. I had always the inner conviction that human endeavourings are useless, if started by any individual, bare of the Grace of a spiritual guide, i.e. of the Grace of Godhead. I was engaged in morally purifying my life and thoughts not as the means to attain the True Knowledge but I did so as preparation of my soul for the reception of the Divine Light. Then I met Sree Swami Bon in Berlin favoured by the Grace of of the Supreme Lord i.e. by Your Grace as You sent Sree Bon Maharaj to the West ; and though I was filled with arguments of the philosophical knowledge on the different religions I yet was quite unable to speak to Sree Swami and felt the inner necessity to listen to Him when we had a short talk in Berlin.

The true thoughts displayed in the books, complemented by the letters, Sree Bon Maharaj kindly wrote to me, applied to my soul. I understood that I was on the wrong path still ever seeking to reach my still unknown (!) goal without the help of one who has gone this way and I saw them, that only the Bhakti Marga can lead me to the pure state of my soul.

I could not but express my sincere submission to Gurudeva, Godhead and His True Devotees in my letters to Sree Swami Bon. It was and is still difficult to express my thoughts and feelings in English as I never had the opportunity to do so and we people of the West suffer so much from the custom that we are never allowed to show our true feelings and yet finally adopt this practice as our second nature, that I have still to acquire a more natural and unformed habitude. Still more difficult it was to express all the feelings and the longing of my heart in a letter and I suffered from the impossibility to make Sree Bon Maharaj realise the greatness of the longing of my soul to go to the True Spiritual Path.

At last I could no longer bear the separation from the True Devotees. I knew to be present in England and I joined Sri Swami Bon Maharaj in London in the humble desire to be favoured by Your Divine Grace.

Blessed by Your Divine Grace I was initiated by Sree Swami Bon and received the holy Name from Sree Tirtha Maharaj. How shall I express the inclination of my heart to serve Your Divine Grace and His True Devotees. I suffer immensely from the separation from the Divine Supreme Lord. I have devoted myself entirely to His blissful service, but I try to render fully an unconditioned submission to Your Divine Grace and His Devotees here and I have thrown off all anxiety in the trust on the kind help of the Sree Swamijis. My soul awakened from the state of erring in ignorance, i. e. self-enjoyment and abnegation is now commanding to my mind and body that they serve nothing but Godhead. My unworthy heart blessed by Your Divine Grace has caught a glimpse of the Supreme Lord and of the blissful duty of serving Him as He is the only Enjoyer of my soul and I am no more dreaming of the Light as the lotus in the night. I pray earnestly and sincerely to His Divine Grace to help me to go further on the way of Bhakti.

My humble life is entirely devoted to the service of Godhead. What shall I do but pray to accept the unworthy servant and to employ him in His service?

I am sincerely endeavouring to serve the two Swamijis by listening to their teachings and by following their advices and I do not know how to express my great gratitude towards them. As if, somebody comes from the stormy sea into the sheltering harbour, so I come from Germany and out of my many inner troubles, into the devotional atmosphere of the monastery of the Mission. From the very first day I realised the immense kindness of all four members of the Mission and their constant help in all concerns. I opened my heart to their influence in promoting my spiritual life and tried to follow their example of the constant service of Godhead.

I am sorry for the fact that due to the defects of knowledge of the English Language I can not do that service in the office Monastery. I wish to do and I am only a burden to the Mission. I, indeed, wish to do perfect service to the devotees, and I pray to His Divine Grace and the true devotees to excuse whenever I fail in performing every service in a complete manner.

By thoughts and actions having their centre in Sri Krishna the Eternal attractor of my soul I try sincerely to chant the Holy Name without committing any offence.

Great sorrow filled my heart when I heard that His Divine Grace does not start for London in April. I should like nothing more than that the precious health of my Most Honourable Divine Master may soon be re-established and I be blessed by attaining the Lotus Feet of Sree gurudeva.

I know that I need not to display the characteristics of my external life and being. I wish in these few lines to express my most humble greetings to the Lotus feet of Your Divine Grace and my sincere prayer to bless His unworthy servant with His Unlimited grace, to count me among the dust under His Blissful Feet. At the same time I lie down my humble life unconditionally at His Lotus Feet and pray to accept it as the only offering I am able to give.

Sd/- Earnst Schulze.

(২)

শ্রীল বাসুদেব প্রভু-সমীপে

To London, 4-5-31.

His Holiness

Sree Mahamahopadeshaka Pandit Aranta Vasudeb Vidyabhusan.

It is by the grace and kindness of Sree Tridandi Swami B. H. Bon that I have this first opportunity to address to Your Holiness. It is always a difficult task to express one's thoughts to a person one has never seen in his life. And now I have even to address to Your Holiness, the Most Blessed Associate of His Divine Grace. I am very much regretting, indeed, that I, imprisoned by ignorance and utter helplessness, am not in the least able to realise the state of joy, which is, I am sure, to be supposed as my present condition, being allowed to write to Your Holiness. I was told that Your Holiness is the brightest star near the sun, enlightening the horizon of true religion. What shall I pray for? For nothing else but that Your Holiness may not waste a single ray of Your brightness because the dirty mirror is not worth to catch even an atomic part of one single ray. A man may be a poor beggar and be quite conscious of his depravity and yet he can not but stand pleading at the door of the rich. And so:—

A poor beggar at thy door,
Pleading I stand,
Give me an alms, Lord,
From Thy loving hand.

Your Holiness know that I came on March 19th from Berlin to join Sree Swami B. H. Bon in the Gaudiya Mission Monastery, London. It is quite impossible to express in a few lines my thankfulness for the loving atmosphere I was allowed by His Divine Grace to imbibe here since my arrival. Sree Tridandi Swami B. H. Bon and B. P. Tirtha are so unlimitedly kind to me in every concern, constantly eager to promote my spiritual life that I realise it more from day to day that I am not fit to render the proper service to these pure souls. I try to help in the office, but due to the defective knowledge of the English Language and the limitations of the Western mentality and good will—all these endeavourings are not worth speaking of. The only resource is His Divine Grace and the True Devotees. I have but one earnest sincere wish: I should like to be blessed by being employed in the Service of Godhead and by getting fit for promoting the knowledge of the unique Holy Teachings of Sree Krishna Chaitanya in whatever manner I may be ordered to do so. But I am quite aware of the fact that this goal is as distant from my present state as the galaxy from Gloucester Road. When I am writing these few lines, so I wish only to express the fact that I have realised the importance of the association of the True Devotees and that I, as a helpless child, found the most loving acceptance in a holy family, consisting of the four members of the Monastery. I can imagine no greater mischief than the unbearable separation from the True Devotees—; and so the alms I am praying for, consists in getting

the permission to live in constant association with pure souls and in attaining the Blessings of His Divine Grace and your Holiness.

Always Your obedient servant,
Sd/. Earnst Schulze.

(৩)

শ্রীল আচার্য্যত্রিক প্রভু-সমীপে

London, 4-5-34

To His nobleness
Sree Mahamahopadeshaka Acharyya Kunjabehari Vidyabhusan.

This afternoon I got the permission by Sree Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj to address to Your Holiness in a letter. I, indeed, don't know how I should be able to feel worth to write to your Holiness. I am a man of the dry West and am to get rid off the limitations of the Western mentality which is the strongest impediment standing in the way of leading a true Spiritual life. As Your Holiness knows, I came March 19th from Berlin to join Sree Swami B. H. Bon here in the London Monastery. I had the clear impression of the purity of his soul when I met him in Berlin and by the unique ideas expressed in the books he has kindly given to me. I got induced to start for London in order to attain the blissful association with the true Devotees, which I recognised as the most precious association of the whole world. I have, since my arrival, realised that I am not worth being allowed to get the blessing of living here and yet the separation from the True Devotees would be absolutely unbearable. I suffered immensely when I was compelled to live among worldly-minded people and now I am blessed by the constant help of Sree Tridandi Swami Bon and Tirtha who are both always eager to promote my spiritual life and the amiable Mr. S Das & Mr. R. Brahmachari who are helpful to me in every concern too.

I try to render sincere service, indeed, but I am quite aware of the fact that this is not worth speaking of. My brain is filled with the ideas, full to the brim, of the different religions and philosophical teachings and it is due to the Blessings of the True Devotees that I nevertheless got a glimpse of the great difference between the functions of the human mind and the normal function of the pure soul, which is not concerned with mundane relativities. My constant prayer is that His Divine Grace may employ me in the service of Godhead and that I may be able to devote my humble faculties and activities for helping in the office of the Monastery here and be accepted as a small brick in the construction of the wonderful temple of the Brotherhood of the true, Vaishnavas, i. e. the Gaudiya Mission and as Your Holiness is the architect of this Holy Building, it is my sincere prayer, that Your Holiness may kindly employ this small brick.

I beg to express my utter sorrow as to the fact that His Divine Grace is unable to start for London due to indisposition.

Always your obedient servant,
Sincerely
Sd/ Earnst Schulze.

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপাল-প্রকটোৎসব

এলাহাবাদ সহরে শ্রীযুক্ত নবীপ্রসাদ নামক জনৈক হিন্দুস্থানী অবসর-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী প্রথমে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ-সেবকগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া এবং মঠের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইহার পিতৃব্য-পুত্রের স্ত্রী অশীতি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা জানকী বাই দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল শ্রীগোপাল মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। শ্রীগোপালের সেবা পূজা যাহাতে সুযোগ্য সেবক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীগোপালদেবের প্রেরণা ক্রমে গত ২৩শে বৈশাখ (১৩৪১) (ইং ৬।৫।৩৪) রবিবার তিনি যাবতীয় সেবোপকরণ-সহ সেই শ্রীবিগ্রহের সেবা শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে সমর্পণ করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীভক্তিসুধীর পাচক মহারাজ ও শ্রীপ্রফুল্ল কৃষ্ণার মৈত্র শ্রীবিগ্রহ আনিতে যান। পাচক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরাধাবেন্দ্র পুরীপাদ ও গোপালের উপাখ্যান পাঠ করেন। সুসজ্জিতশিবিকারোহণে বিবিধ বাদ্যধ্বনি সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীগোপালজী শ্রীমঠে শুভবিজয় করিলে মঠসেবকগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে যথানিয়মে ষোড়শোপচারে

পূজা ও শ্রীল মহারাজের
ব্যাসপূজা সম্পন্ন হয়।

এলাহাবাদের বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী গণমান্য ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই শ্রীগোপাল মূর্ত্তি ও শ্রীবিনোদবিহারীর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে আহূত একটি সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিহারী কপূর এম, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি বিষয় অতি প্রাঞ্জল হিন্দী ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উৎসবের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সমবেত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সকলেই একসঙ্গে প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রসংরক্ষণ পরিচালক, ব্রহ্মচারী শ্রীবনগোপাল, শ্রীসুদর্শন ও শ্রীজানকী, শ্রীগোকুলানন্দ দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মৈত্র, শ্রীনকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৪ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ৭।৫।৩৪) বৃহস্পতিবার হইতে অদ্য ২৬ বৈশাখ, ৯ মে শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যায় পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। আগামীকল্য রবিবার সাধারণ মহোৎসব। এতদুপলক্ষে গত ৮ই বৈশাখ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কএকজন ব্রহ্মচারিসমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ১ই বৈশাখ সন্ধ্যায় শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজী নৌকাযোগে নারুরিয়া বন্দরে উপস্থিত হইলে মঠের সেবকগণ ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠাভিমুখে অগ্রসর হন, মধ্যপথে মঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনবাহিনীসহ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। স্বামীজী প্রত্যহ হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়া সজ্জনগণের প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী 'মহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত প্রত্যহই প্রাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রয়াণে ভক্ত উপেন্দ্র

গত ১১ই বৈশাখ ১৩৪১, ২৪শে এপ্রিল ১৯৩৪, শুক্রবার একাদশী তিথিতে রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া-(যশোহর)-নিবাসী, শ্রীল প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত নামাশ্রয়ী ভক্ত শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ শিকদার যথাযথে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় ভক্ত উপেন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি প্রথমে নামাশ্রয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ পরিহারান্তে শ্রীধাম মায়াপুরে নিষ্কিঞ্চন ভক্তবৃন্দগণের সহিত কএক বৎসর কাল বাস করেন। পরে পুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিয়া নাম সেবা করিতেন। ইনি শ্রীগৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রভৃতি পারমার্থিক পত্র সবিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ইনি শ্রীপাদ আচার্য্যাশ্রিত প্রভুর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে সময়ে চাঁচুড়ী পুরুলিয়ায় শুভবিজয় করেন, তৎকালে ভক্ত উপেন্দ্রের অকপট সেবা-চেষ্টা বস্তুতঃই আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাকর্ষণে সত্য সত্য নামসেবার ফল। তাঁহার ন্যায় অকপট সদাশয় আত্মা আজ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

এলাহাবাদে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ গত ২৪শে এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত শালগোপাল মুখার্জি কে-টি, মহোদয়ের নিকট অনেকক্ষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মাননীয় জজ্ মহোদয় লিখিয়াছেন—• • "I had a talk with him for more than an hour which, I consider, to have been very usefully spent.

• • • •

I have seen some more of the devotees of the Math and I can safely say that the devotees with whom I have come in contact are men of great learning and it is highly desirable that the teaching of Bhakti or Devotion should be in the hands of men like them. I trust, the Math attracts men of real learning and sincere workers."

• • • •

জয়পুরে—জয়পুর হইতে নিম্নে সংবাদপত্রের ১০ই মে তারিখের পত্রে প্রকাশ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী প্রভু আগ্রায় কিছুকাল গৌড়বাণী প্রচার করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হন। তিনি আগ্রাতে বারাণসীর সুযোগ্য কালেক্টর শ্রীযুক্ত গয়ালাল আই-সি-এস মহোদয়ের অধস্তনস্থিত ব্রাঞ্চ, আগ্রার হ্যাণ্ড্লোকেট শ্রীযুক্ত আসরফি (Asarfi) সাহেবের অভিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই হ্যাণ্ড্লোকেট মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত ও অতিশয় সজ্জন। তিনি ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গজী আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ বাবু বিনোদ নাথ গয় ও আগ্রার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ক্যাপ্টেন কে, পি, বাগ্চী এম্ বি, বি-এস্, আই-এম্-এস্, (রিটায়ার্ড) মহোদয়দ্বয়ের নিকটও বহুক্ষণ ভক্তিরক্ষি-সিদ্ধান্ত-বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ভবানীপুরে—গত ৭ই চৈত্র শনিবার (১৩৪১), (ইং ১৯৪৫।৩৪) তারিখে রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত হালদার ও অতুল কৃষ্ণ হালদার মহোদয়গণের সেবা-চেষ্টায় ভবানীপুর ১১৪নং হরিশ মুখার্জ্জীরোডে অবসর-প্রাপ্ত বেলাজুড় কর্ম্মপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ বসু মহোদয়ের ভবনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীপাদ প্রবন্ধানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগুরু-পরীক্ষিৎ-সংবাদ কীর্ত্তনোদ্দেশে প্রথমে মঙ্গলাচরণান্তে নমস্কার, বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদ শ্লোকত্রয়-মোচ্চারণমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা করিয়া অধিলরসামৃত-মূর্ত্তি পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের কথা, বাস্তব ও শিবতত্ত্বের বিষয়, ঘোর কলিকাল সমাগত দেখিয়া নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাজে পরম ভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুকে ভাগবত-বক্তৃপদে বরণপূর্ব্বক ভাগবত-শ্রবণারম্ভ, ভাগবতবক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন, শ্রীশুক-সমীপে ষট্ প্রশ্ন, শুকের উত্তর প্রদান, শ্রীসূত গোস্বামীর নৈমিষারণ্যে সেই সংবাদের অবতারণা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে অতীব প্রীত হন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অবসর প্রাপ্ত জজ মিঃ কি, কে বসু; ডাঃ এ, কে বসু, এল-এম-এস্; রমেশন বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বসু বি-এস্সি, হীরেন্দ্রনাথ বসু, অতুলকৃষ্ণ হালদার বি-এ, মন্মথনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দাস, মহীতোষ দাস, সুধীর কৃষ্ণ দাস, মনোরঞ্জন দাস, হরিহর সামন্ত, রামপদ সামন্ত (বর্দ্ধমান), শৈলেন্দ্রনাথ দাস, রসিকলাল দাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসজনীকান্ত হালদার মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

৭ চৈত্র, ২১ মে সোমবার সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ উক্ত অজ মহোদয়ের ভবনে চায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দিবস পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষাও শ্রোতৃসংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

•

লণ্ডনে—লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত পত্রে প্রকাশ, সার অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জি এবং স্যালিস্‌বরির দি রাইট অনারেবল লেডী কারমাইকেলও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

লণ্ডনের ২টী প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই এই সোসাইটীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

উইলসন, মিস্ স, মিঃ ওয়াই, মিস্ সরা, ডি লেভী, লণ্ডন বুদ্ধসোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার [illegible] মিয়োপা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মে মাসের [illegible] লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডি-[illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া [illegible] হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ বন মহারাজ দি রাইট অনারেবল লেডী কারমাইকেল, মিঃ এফ্ বিচ্ টার, মিঃ কিং, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মিঃ টেনকার প্রভৃতি বিশিষ্ট জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকাবাসিনী মহিলা

গত ২৪ বৈশাখ, ১৩৪১ (ইং ৭।৫।৩৪) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ টায় Agnes Stanho Mutley (N. york, U. S. A) নাম্নী জনৈকা আমেরিকাবাসিনী বর্ষীয়সী মহিলা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির দর্শনে আগমন করেন। মঠের সেক্রেটারী মহোদয় তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন এবং কএকখানি ইংরাজী ভক্তিগ্রন্থ ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য উপহার প্রদান করেন। মহিলাটি হরিকথা-শ্রবণে আনন্দ-প্রকাশ পূর্ব্বক নয়নপথে করযোড়ে শ্রীবিগ্রহের সমনারাত্রিক দর্শন ও পশ্চাতে প্রণামাদি করিয়া আনন্দচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন।

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(পরীক্ষার ফল গৌড়ীয় ৩৯শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

[১ বিষ্ণু, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮]

(পূর্ণসংখ্যা ১০০, কাল ১০ঘণ্ট)

১। (ক) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, (খ) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (গ) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (ঘ) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, (ঙ) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন ১০

২। ভক্তি কয় প্রকার? ভক্তের অধিকার কয় প্রকার ও ভক্তাঙ্গ কয় প্রকার? তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন। ১৫

৩। নিম্নলিখিত শব্দের বিশেষ অর্থ লিখুন :— ১৫

(ক) দীক্ষা, (খ) জীবন্মুক্ত, (গ) কৃপণ, (ঘ) নামাভাস, (ঙ) রস, (চ) বিকচিত-চেতন, (ছ) পণ্ডিত, (জ) বিবর্ত্ত, (ঝ) চাতুর্ম্মাস্য, (ঞ) শাখাচন্দ্র-ন্যায়, (ট) নায়কী, (ঠ) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ, (ড) বিপ্রলম্ভ, (ঢ) কল্প-বৈরাগ্য, (ণ) রসাভাস।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি? ১০

(ক) একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী, (খ) তত্ত্বচক্ষু ও বৈষ্ণব-প্রায়, (গ) জাতিবৈষ্ণব ও গৃহস্থ-গোস্বামী, (ঘ) কর্ম্মী ও জ্ঞানী, (ঙ) বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ।

৫। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কি জন্য খ্যাত? ১০

(ক) আলালনাথ, (খ) গোপীবল্লভপুর (গ) তালবড়ি, (ঘ) গোবর্দ্ধন, (ঙ) খড়দহ, (চ) চাকা দক্ষিণ (ছ) যোগাদ্যা পীঠ, (জ) পাপনাশন, (ঝ) (বাগজান) টেপাখোলা, (ঞ) বীরনগর।

৬। আভিজাত্য, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ব্রত, সৎকর্ম্ম ও ত্যাগ—ইহারা কৃষ্ণভক্তির বাধক কি প্রকারে? উহারাই আবার কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়? ১০

৭। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত দীক্ষা-বিধান, আচার, ব্যবহার ও উপাসনা-প্রণালী শুদ্ধভক্তিমার্গ হইতে কতদূর ও কি প্রকারে বিচ্যুত হইয়াছে? শুদ্ধভক্তিমার্গের পুনঃ-প্রবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারিবে, লিখুন। ২০

৮। ভক্তিমার্গে প্রবেশের নিজ ইতিহাস বর্ণন করুন। ১০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৪১; ১৬ই জুন, ১৯৩৪ | ৪৪শ সংখ্যা

আচার্য্যের অবদান

"যুগে যুগে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই পরমকরুণাময় পরমপুরুষ তাঁহার প্রতিভূগণকে জগতে প্রেরণ করিয়া নিত্য পরমধর্ম্মের সংরক্ষণ করেন"—এই শাস্ত্রীয় প্রবাদ ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রচারিত থাকিলেও আমরা অনেকেই ইহার প্রকৃতমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে উদাসীন বা অযোগ্য হইয়া পড়ি। অধর্ম্ম-স্রোতের অবিশ্রান্ত প্লাবন এবং উহার সুদীর্ঘ পরমায়ুর মধ্যে পুনঃসংস্থাপন-কার্য্যটি একদিকে যেমন বিপ্লবী বলিয়া মনে হয়, আর একদিকে তেমনই অধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের চির অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পরিপুষ্ট সমাজের নিকট উহা 'নূতন মত' বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

পরমপুরুষের প্রতিভূ-স্বরূপ যে সকল ভগবজ্জন জগতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহারা যে পুনঃসংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা সনাতনেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুরা মহাজন ও আচার্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণ বলিয়া যে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বা প্রচলিত প্রাদাউক্তি-অনুযায়ী 'মাছি মারা কেরাণিগিরি,' তাহা নহে। প্রত্যেক ভাগবতধর্ম্ম সংরক্ষণকারী আচার্য্যই পুরা মহাজন উল্লঙ্ঘনকারী স্বকপোল-কল্পিত নূতন মত প্রচার না করিয়া একদিকে যেমন পুরা মহাজনগণেরই আচার ও বিচারাদির আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন, অপরদিকে প্রত্যেক আচার্য্যেরই সনাতন-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন ও সংরক্ষণ-কার্য্যে তাঁহাদের

স্বয় মৌলিকত্বই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করিয়া থাকে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে সকল আচার ও প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহা উল্লঙ্ঘন না করিলেও শ্রীরামানুজের প্রচার-মৌলিকত্ব তাঁহার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আচার্য্য-লীলায় যে-কথা আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি প্রাচীন মহাজন ও সনাতন ভাগবতধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন না করিলেও তাঁহার প্রচারের মৌলিকত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্যেরই কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছে। আবার তাঁহারই পরাহিত পথের অনুসরণকারী বহু গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও তাঁহাদের আচার ও প্রচারের মৌলিকত্ব মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদরূপেও গোস্বামিত্বের প্রচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ ষড়্‌গোস্বামিগণের আচার প্রচার উল্লঙ্ঘন না করিয়াও স্ব স্ব প্রচার-মৌলিকত্বের দ্বারা পূর্ব্ব মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণের সহিত প্রত্যেক আচার্য্যের আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস-প্রভুর প্রভুত্বের বা ষড়্‌গোস্বামী প্রভুপাদগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াও স্ব স্ব প্রচার-মৌলিকত্ব-দ্বারা যুগে যুগে আচার্য্যগণের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ পণ্ডিতাভিমানী দিগ্বিজয়ী শ্যামসুন্দরীকে জয়পত্রী লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণকারী শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু দিগ্বিজয়ীর প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার শ্রীল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব শ্রীরূপ সনাতনের পদাঙ্কিত পথে সম্পূর্ণভাবে চলিয়াও গদ্যত্রয়ীর ভাষ্যে সাম্প্রদায়িক বিচার লইয়া তুমুল বিচার-আন্দোলন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণ কেহ বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের পদাঙ্কানুসরণকারী গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বেদান্তভাষ্য রচনা এবং শাঙ্করভাষ্য পঠন-পাঠন ও তাহার প্রচুর প্রতিবাদ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহারা 'মহিমায় কেরাণিগিরি'কেই মহাজনানুসরণ মনে করিয়া থাকে। কেন না তাহারা বহুজীব। পূর্ব্বতন পদাঙ্কানুসরণের মধ্যেও যে সেবা-স্বাভাবিকতাময়ী মৌলিকতা সেবার চমৎকারিতা বর্দ্ধন করিতে পারে, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদকে, কখনও গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতনের আচার-প্রচার-পথ হইতে ন্যূনাধিক ভ্রষ্ট বলিতেও দৃষ্টতা করিয়া থাকে;—দৃষ্টতা বলি কেন, অপরাধ-পঙ্কে পতিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পুনঃসংস্থাপনকার্য্যে পূর্ব্ব মহাজনগণের পূর্ব্বতম পদাঙ্কানুসরণের মধ্যে যে সেবা-চমৎকারিতাময়ী মৌলিকতাসমূহ রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ও তুল তুষাবঘাতী গণমতের নিকট উপরিউক্ত কারণবশতঃই নূতন বলিয়া মনে হয়।

মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ ও পুনঃসংস্থাপনের মধ্যেও যদি প্রত্যেক আচার্য্যের স্ব স্ব মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য না থাকিত, তাহা হইলে আচার্য্যগণের অবদান ও কৃপাসমূহ জগতের দুর্গত জীবকুল কোনদিনই প্রাপ্ত হইতে পারিত না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মধ্যে আমরা অনেকগুলি মৌলিক অবদান লক্ষ্য করিতে পারি। সেই সকল অবদান কোথায়ও অনুষ্ঠানগত, কোথায়ও ভজনানুশীলন-গত, কোথায়ও বা সাম্প্রদায়িক বৈভবের তথ্যসমূহের আবিষ্কার-মূলক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য যে একল-বাসুদেবের ধারণা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, মথুরেশ ও গোকুলেশের উপাসনার ক্রম-তারতম্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিম্বা শ্রীবন স্বামিপাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অথবা পরবর্ত্তিকালের নিম্বার্কানুগাভিমানিগণের আনুকরণিক ঔদ্ধত্যের হেতু উদ্ঘোচন করিয়াছেন বা বৈষ্ণবাশ্রম ধর্ম্ম, ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবিধি প্রভৃতির বিচার পুনঃসংস্থাপন করিতেছেন বা মঠ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং দেশে বিদেশে প্রচারক প্রেরণ, শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন, তাহার মূলে যে আচার্য্যের পরদুঃখ-কাতরতার স্বভাবজ

মৌলিকত্ব ও কৃপাবদান রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা না বুঝিয়া কপটতাময় মাহিমারা কেরাণিগিরিকেই মহাজনের মত ও পথানুসরণ মনে করেন বা বলিতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথাটি বেশ উপলব্ধির সহিত বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা বদ্ধদশায় আক্রান্ত হইয়া আচার্যের প্রকৃত পূর্বমহাজন-পথানুসরণ ও তাঁহাদের পাদপদ্ম-নখ-শোভার ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশ-সেবা-চমৎকারিতাকে বুঝিতে না পারিয়া গতানুগতিকতায় বহুভাব সংরক্ষণকেই বহুমানন করিতেছেন।

বস্তুতঃ যাঁহারা ঐরূপ চেতনহীন, প্রাণহীন, কেবল-কপটতাময় অনুকরণ-প্রবৃত্তির অবগুণ্ঠন সরাইয়া ঐ কপটতার অন্তর অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সাহস করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারেন যে, বহুশীর্ষসম্প্রদায় ও তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় তথাকথিত ধর্মব্যবসায়িগণ অনুকরণের পঙ্কেই বরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে পূর্বমহাজনগণের অনুসরণের মধ্যে যে সেবাময়ী মৌলিকতা রহিয়াছে, তাহাই ভুবনমঙ্গল আচার্যের অবদান।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, অনুষ্ঠানগত, অনুশীলন-গত ও সাম্প্রদায়িক তথ্যবিকারগত বিবিধ মৌলিকত্ব আচার্যের সনাতন ভাগবতধর্মের পুনঃসংস্থাপন ও সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। 'আলালনাথ' শব্দটির প্রয়োগমাত্র আমরা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চরিতামৃতের সাহিত্যে দেখিতে পাই, অন্য কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যের ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্যে এই 'আলালনাথ' শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ বা কোনও আলোক আমরা পাইতে পারি নাই। শ্রীল প্রভুপাদই 'আলালনাথ' শব্দটি আলোয়ার-নাথের অপভ্রংশ—এই তথ্য নানাপ্রকার শাস্ত্র ও প্রমাণ-মূলে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং আলালনাথ ও ব্রহ্মগিরির সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এবং তত্ত্বনয়ের অনেক উন্নত বিচার তাঁহার কথামৃতের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চকে "আরুহ্য তে নলিনবাহ" ও 'প্রিয়ঃ সোহয়ং সহচরি' প্রভৃতি ভাগবত ও মহাজনোক্ত শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভাগবত-প্রবর্তনী উন্মোচন বা তথায় মঠাদি স্থাপন কিম্বা নৈমিষারণ্যে ভাগবতের আচার-প্রচারের বার্তা পুনঃসংস্থাপন, গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাপ্রবর্তন, শ্রীচৈতন্যপথারূঢ়স্থাপন, রাজপুরুষগণের সমীপে মহাপ্রভুর কথা প্রচার প্রভৃতি দ্বারা মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের পথানুসরণ-প্রণালী ত্রিগুণতাড়িত মাহিমারা-কেরাণী প্রাকৃত সাহজিক দলের নিকট মহাপ্রভুর বা গোস্বামিবৃন্দের পথের অনুকরণ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহাই যথার্থ সেবা-মৌলিকতার অনুসরণ ও জগতের প্রতি পরম কৃপার অবদান।

শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস গদাধর

সমালোচনা

(১)

মানভূম মানবাজার হইতে "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশ" শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গোস্বামী মহাশয় "পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব" বা "দাস গদাধর তত্ত্ব" নামক ডবলক্রাউন বোলপেজি সাইজের প্রায় তিন ফর্মার একখানি পুস্তিকা তাহার "নাম্নিক সমালোচনা"র সহিত সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় এবং মানবাজার গোবিন্দ-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় আমাদের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

পূজ্যপাদ মহাশয়,

এই পুস্তক খানি পারমার্থিক সাপ্তাহিক-'গৌড়ীয়ে' সবিশেষ সমালোচনার্থ ভবদন্তিকে প্রেরিত হইল। পুস্তক-খানি রাশি বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণাদি দোষে পরিপূর্ণ। আমাদের বাল্যকাল হইতে ধারণা, শ্রীগদাধর পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের একতম তত্ত্ব, কিন্তু এই গ্রন্থকার তাহা স্বীকার না করিয়া দাস গদাধরকে পঞ্চতত্ত্বের একতম তত্ত্ব বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন ও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা কতদূর সমীচীন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়ে' যেন মুদ্রিত হয়। আমরা সেই গৌড়ীয় দেখিয়া নিঃসংশয় হইব। ● ● ● ক্রমশঃ সত্বর পুস্তকখানির সমালোচনা যেন

গৌড়ীয়ে প্রকাশ হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। জগতের ভ্রান্তি দূরীকরণ-পূর্ব্বক যথার্থ তত্ত্বোপদেশ-দানই আপনাদের চিরব্রত, তজ্জন্যই আপনাদের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছি; আমাদের মহামোহ দূর করিয়া সত্বাতত্ত্ব দেখাইয়া দেন, এই শ্রীচরণে ভিক্ষা।

তদ্বদনুগ্রহার্থী—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশ শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী।

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রী

পাথরঘাটা গোবিন্দ-চতুষ্পাঠী

মানবাজার, মানভূম।

আমরা উক্ত পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত দর্শন করিলাম। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট হইতে জানা যায় যে, "দাস-গদাধর-মধুরানন্দানুগত দাস-গোবিন্দ দ্বারা ('পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব' বা 'দাস গদাধরতত্ত্ব' পুস্তিকাখানি) সমালোচিত।" "প্রকাশক—বিষ্ণুপুর মুন্সেফ্ কোর্টের নাজির শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী; অনুমোদক—নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীরঘুরাম শিরোমণি।" এই পুস্তক বাঙ্গালা ১৩৪০ সালে বিষ্ণুপুর বাণীপ্রেস্ হইতে প্রকাশিত এবং ইহাতে একটি দাস গদাধরাব্দও প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের বিচার-মতে তাহা ৪৬১। ইহাতে দাস গদাধর ও তাঁহার বামে "মাধবদেবী (?)" এবং দাস গদাধরের দক্ষিণে "অভিষেকাই"(?)র চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "মধুরানন্দানুগত দাস গোবিন্দ" ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী "প্রচারকের আরতি" লিখিয়াছেন। ইহাতে "সুধীগণের অভিমত" বলিয়া কতকগুলি নামমাত্র আহরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শীর্ষস্থানে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দাস গোবিন্দ রচিত একটি "শ্রীগদাধর দাসাষ্টক" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। পুস্তিকায় অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ-দোষ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই সেই ভ্রমগুলি অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। উহাকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। যেমন পুস্তিকার কএক স্থানেই 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দটি—'ব্রহ্মচৈর্য্য' মুদ্রিত হইয়াছে, 'যদ্যপি' লিখিতে 'যদ্যপী', 'স্বতঃসিদ্ধ' স্থানে 'শতসিদ্ধ', 'শারদত' শব্দটি—'শারদত', 'শ্রীমতী রাধিকা'—'শ্রীমতি' লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আহৃত হইয়াছে, সেখানে সেখানেই অসংখ্য ব্যাকরণগত ভ্রম। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণগত ভ্রম আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উক্ত পুস্তিকায় মহাজন ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লঙ্ঘিত হইয়া থাকিলে সজ্জন ও বৈষ্ণব-সমাজে তাহাই বিজ্ঞাপিত করা আমাদের কর্ত্তব্য।

পুস্তিকায় সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীল গদাধর দাস প্রভুর নামের 'দাস' শব্দটীতে 'শ' প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কি 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা,' কি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কি 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' বা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' কোনও গ্রন্থেরই প্রাচীন হস্তলিপিতে 'দাস' লিখিতে 'শ' দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবাভিমানগণের মধ্যে 'দাস' লিখিতে 'শ' প্রচলিত হইয়াছে। বোধ হয় 'দাস' শব্দটিকে শূদ্রতা-জ্ঞাপক মনে করিয়া তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য-স্থাপনচ্ছলে কোন কোন জাতিবিশেষে 'শ' লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোথাও অদ্যাপি 'দাসের' 'স' কে 'শ' তে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ত' কথাই নাই, অত্যন্ত মর্য্যাদাবিচার-পরায়ণ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞগণও 'স' দ্বারাই 'দাস' লিখিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "আপত্তিক সমালোচনা"র মধ্যে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের সংস্কৃত ভাষায় কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। • • • তিনি দাস গদাধরকে পঞ্চতত্ত্বের একতম তত্ত্ব বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন; তিনি দাস গদাধরবাদীর বলিয়াই পণ্ডিত গদাধরকে পঞ্চতত্ত্বের নির্ম্মীত আসনে উপবেশন করাইতে কুণ্ঠিত। ইহাই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। • • • গ্রন্থকার তদনুকূলে যে-সকল যুক্তি-প্রমাণের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও প্রামাণ্য, তাহা সুবিখ্যাত 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক বিশিষ্টরূপে সমালোচিত হইলে বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং আমরাও ভ্রান্তি-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হই। • • • আপনাদের মত তত্ত্বজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি নাই। আপনারা শরণাগত জনের সন্দেহ নিরসন না করিলে আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না।"

পুস্তিকাখানি দেখিয়া আমরা প্রথম মুখে মনে করিয়াছিলাম যে, এরূপ অখ্যাতীয় পুস্তকগুলির সমালোচনা 'গৌড়ীয়ে'র স্তম্ভে প্রকাশিত হইলে অপরিচিত সামান্য পুস্তকের মহিমা অযথা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু যখন পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে করিতে কেবলমাত্র বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণদোষ মাত্র নহে, অপরাধের তাণ্ডব দুর্ভাগ্য-দোষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন ঐরূপ অপরাধ হইতে অতদ্বজ্ঞ জনসাধারণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য-বোধেই আমরা ঐ পুস্তিকার সমালোচনা করিতে উদ্যত হইলাম।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গোস্বামী মহাশয় কেবলমাত্র পুস্তিকায় বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণদোষ প্রদর্শন এবং দাস গদাধরকে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্বে স্থাপন-প্রয়াসের কথা উল্লেখ করিয়াই তাঁহার সমালোচনা ক্ষান্ত করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তিকার লেখক শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল গদাধরদাস প্রভু এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে যে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। পুস্তিকা-লেখক মনে করিয়াছেন বা মনে করেন, তিনি দাস গদাধরের একজন স্তাবক; তাঁহার সেই মনের বেয়াদপূর্ণ কতকগুলি প্রলাপের দ্বারাই বোধ হয় তিনি শ্রীগদাধরদাস প্রভুর ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অসংবদ্ধ লেখনীতে যে-সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি শ্রীল দাস গদাধর প্রভুকে সর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞা করিয়াছেন। লেখক গৌর-পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল গদাধর দাস প্রভুতে ভেদবুদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু পরস্পর অভিন্ন-হৃদয় গৌর-পার্ষদগণ কখনও নিজেদের ঐরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের অভিন্ন বিগ্রহে ভেদ-কল্পনা সহ্য করিতে পারেন না।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারে উন্মত্তের প্রলাপও পুস্তকের আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে সিদ্ধান্তগ্রন্থ বলা যায় না। লেখকের ভাষা ও সাহিত্য-জ্ঞান দেখিয়া মনে হয়,—তিনি যে-সকল পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় কেহই এই পুস্তক দর্শন করেন নাই। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় এই পুস্তকের সমর্থক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না, কেন না, তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ পুস্তককে কখনও আদর করিতে পারেন না।

লেখকের লেখনী দেখিয়া মনে হয়,—তাঁহাতে শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের বহুজন এত বেশী হইয়াছে যে, তাহা সদ্বৈদ্যের চিকিৎসা দ্বারাও সহজে নিরাময় হইবার যোগ্য নহে। লেখক একস্থানে বলিতে চাহেন যে, "ভগবৎ যেরূপ অন্তরে বাস্তভাব আশ্রয় করিয়া বাহিরে হরিণ-শিশুর প্রতি বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করায় দ্বারাবাসী বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অন্তরে দাস্যভাব থাকিলেও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বাহিরে পণ্ডিত-উপাধিতে বিভূষিত হওয়ায় দাস্যভাব বিস্মৃত হইয়াছিলেন।" এতৎপ্রসঙ্গে লেখক যে সকল শিষ্টাচারবিরোধী ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইগুলি অবিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক কিনা, সন্দেহ আছে। লেখকের সিদ্ধান্ত-জ্ঞানও চমৎকার। তিনি লিখিয়াছেন,—"পঞ্চতত্ত্বের প্রথম তত্ত্বটি—হ্লাদিনী, দ্বিতীয় তত্ত্বটি—সম্বর্ষণ, তৃতীয় তত্ত্বটি—ব্রহ্ম, চতুর্থ তত্ত্বটি—আত্মা, আর পঞ্চ তত্ত্বটি—আদ্য"।

লেখক বলিতে চাহেন,—দাস্যরতি যখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং দাস্যরতি ব্যতীত যখন পণ্ডিত্য থাকিতে পারে না, তখন পণ্ডিত গদাধর অন্তরে দাস গদাধরের আশ্রিত অর্থাৎ তাঁহার অধীন। লেখক সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, "যাঁহারা যাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্যে আছেন, তাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া দাস গদাধরের আনুগত্য করিলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।" গৌর-পার্ষদগণের প্রতি এইরূপ ভেদবুদ্ধি কতটা অপরাধের পরিচায়ক, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন।

লেখক কত প্রকার প্রলাপ যে করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর একটি প্রলাপের নমুনা এই,—"গদাধর পণ্ডিত ভাগবত পড়িয়া প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা দাস গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই; শেষে যখন বুঝিলেন,—গৌরাঙ্গ-লীলারসে বঞ্চিত হইতেছেন, তখন গোলোকের শিবের প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আনুগত্যে তাঁহার উপশাখার বিবৃক্ষ স্বরূপ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীদাস গদাধরের ভাবাশ্রয় করিয়াছেন।"

লেখকের এই সকল প্রলাপের দ্বারাও গৌর-পার্ষদগণের

প্রতি অবজ্ঞাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরোধের ত' কথাই নাই। ইহা শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর শ্রীচরণে অসংখ্য অমার্জনীয় অপরাধের ফল।

লেখক যে-কোনরূপেই হউক, শ্রীল পণ্ডিত গদাধরকে দায় গদাধরের অধীন দেখাইবার অবৈধ চেষ্টায় প্রধাবিত!

লেখক লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকর্ত্তা দায় গদাধরকেই পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চত্বে প্রকটিত করিয়াছেন।" চরিতামৃতের পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই গদাধর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর শক্তি-অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চার শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

• •

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
'ভক্তাবতার' তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সঙ্গে প্রভু করি' গাই॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্ব-মধ্যে তাঁ-সবার গণন॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি' গণন যাহার॥

(চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)

এখানে পুস্তিকা-লেখক "গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি-অবতার" স্থানে 'পণ্ডিত' শব্দের লোপ করিয়াছেন। ইহা কেবল বিপ্রলিপ্সামূলা চেষ্টা কারণ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত [আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদের ৪১ সংখ্যায় "বন্দে গুরূনীশভক্তান্" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ' সবাং চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অতি স্পষ্টভাবে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকেই পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

লেখক আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"গদাধর পণ্ডিতে রাধিকার ভাব দেখে, একথাও তিনি (শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু) স্বীকার করেন না।" কিন্তু এইরূপ কল্পনা লেখকের অজ্ঞতামূলক। শ্রীগৌরসুন্দরের 'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণের 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম-গান প্রভৃতি বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়।
"গদাধর-প্রাণনাথ" নাম যৈছে পায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
"গদাই-গৌরাঙ্গ" বলি' যাঁরে লোকে গায়॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১৪৯-১৫০)

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় (১৪৭-১৪৩) শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা বলিয়াছেন। শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী যেরূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাস প্রভুও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গ-শোভা। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' গৌরের দ্যুতিসুবলন; তাই 'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'য় তিনি বৃষভানুজার বিভূতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভুর কথা কর্ণপুর গোস্বামী অতি স্পষ্টভাবে এইরূপ জানাইয়াছেন—

শ্রীরাধা-প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নিত্যং শ্রীবল্লবেশ্যো যদ্বদলঙ্কৃতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে সাক্ষী তাদৃগ্রূপধরস্তথা॥
সদা গৌরপ্রেমময়ী শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতাত্মরূপিকা।
[illegible] কৃষ্ণচৈতন্যোদয়ে যথা॥

[illegible] শ্রীল গদাধর এবং বৃন্দাবনে।
[illegible] ন নদী চ রাধিকা চ॥
[illegible] গৌরগণোদ্দেশ ১৩৭-১৪৩)

পুস্তিকা-লেখক বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিয়া বলেন যে, "কবিরাজ গোস্বামী 'তিঁহ লক্ষ্মীরূপা' (চৈঃ চঃ আ ১০।১৪) বলিয়াছেন বলিয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে 'রাধিকারূপা' বলা হয় নাই।" এই কথার মীমাংসা 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'তই পাওয়া যায়,—'লক্ষ্মী' বলিতে সেই স্থানে ব্রজলক্ষ্মী। যিনি শ্রীস্বরূপের দ্বারা শ্রীব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, যিনি প্রেমস্বরূপিণী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, যিনি পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী ছিলেন, তিনি এক্ষণে শ্রীগদাধর পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক তৃতীয় অঙ্কের ৫১ শ্লোকেও এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেখক "তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—বৃন্দাবনেশ্বরীং ব্যাপ্য রাধাং সর্ব্বগরীয়সীং দাসগদাধরাখ্যং চৈতন্য-ধামে ॥ ২।১৭৪ পৃঃ" যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কোথায় পাইলেন? ইহা কি অন্য কোন অপ্রামাণিক কল্পিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনা? "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ৫১ সংখ্যার যে সাধ্য গৌরগণোদ্দেশের পূর্ব্বোক্ত উক্তির মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা লেখকের কল্পনাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিতেছে। লেখক বিপ্রলিপ্সামূলে পণ্ডিত গদাধরের স্থানে দাস গদাধর বসাইয়া মহাজনের পাঠ পরিবর্ত্তন করিতেছেন—ইহাতে তিনি কেবল যে পরমার্থতঃ অপরাধী, তাহা নহে, ব্যবহারিকতাবেও তিনি দায়ী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের রচয়িতা একই ব্যক্তি, অতএব তিনি একস্থানে পণ্ডিত গদাধরকে রাধিকা-স্বরূপ, আবার অন্যস্থানে দাস গদাধরকে রাধিকা-রূপা করিতে পারেন না। তাই আমরা শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১৫৪-১৫৫) দাস গদাধরের তত্ত্ব এইরূপ দেখিতে পাই,—

রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে।
সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসংজ্ঞো গদাধরঃ ॥
পূর্ণানন্দা সাপ্য ব্রজে বলদীক্ষণদেবপ্রিয়াগ্রণী।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্ ॥

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরাধিকার বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে দাসসংজ্ঞ গদাধর। ব্রজে যিনি বলরামের প্রিয়তমা পূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ শ্রীদাস গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মানবের পরমধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

প্রাচ্য ও আধ্যক্ষিক চিন্তাধারার এই সকল শাস্ত্রীয় বিচার জাগতিক সুবিধাবাদের উর্দ্ধ ক্ষেত্রে স্থান পায় নাই। হেগেলের শিষ্য ফায়ার ব্যাক (Fireback) বা কার্ল মার্কস্ (Carl Marx) এর উক্তিগুলি মানবের সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ন্যূনাধিক খাটিলেও পরম ধর্ম্মের সীমানায় সেই সকল সমালোচনার প্রবেশাধিকার নাই। কারণ পরমধর্ম্ম এবং পরমধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা স্বয়ংই উপাস্য প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মের ন্যায় মানবের রুচি, কল্পনা কিম্বা যষ্টি বা সমষ্টির বা বিশ্বের রুচির ছাঁচে প্রস্তুত হয় নাই। ইহাই পরমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥
(ভাঃ ৬।৩।১৯)

সত্য ধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না; বিদ্যাধর-চারণদিগের কথা আর কি বলিব?

পরমধর্ম্ম স্বয়ং, পরম ধর্ম্মের প্রচারকগণ, পরম ধর্ম্মের পরমেশ্বর বা পরম সম্বন্ধ, পরম ধর্ম্মের উপাসক বা পরমাশ্রয়, পরমধর্ম্মের উপায় বা অভিধেয়, পরমধর্ম্মের উপেয় বা প্রয়োজন সকলেই "পরম" অর্থাৎ বিশ্বের ভাণ্ডার হইতে গৃহীত বিশ্বের রুচি বা কল্পনার অনুরূপ বস্তু নহে। এজন্য পরমধর্ম্মে অবতারসিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষ বা বিশ্ব হইতে যাহা সৃষ্ট, তাহা অবতার নহে, তাহা কল্পনার পুতুল বা বুৎপরস্ত। আর নিত্য জগতের স্বপ্রকাশ বস্তুর স্বেচ্ছায় বা কোন অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে আত্মপ্রকাশই অবতার। পরমধর্ম্মের উপাস্য যদি অধোক্ষজ অবস্তুর না

হইয়া মানব-সৃষ্ট বা প্রকৃতি-সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে Anthropomorphism অর্থাৎ পরমেশ্বরে মনুষ্যাকৃতি বা মনুষ্য-ধর্ম্ম আরোপ, Zoomorphism পরমেশ্বরে জন্তু-আকার বা ধর্ম্ম-আরোপ, Apotheosis মানুষে ঈশ্বর-কল্পনা বা মানুষকে কল্পিত অবতার সাজানো প্রভৃতি মতবাদগুলির চাপে ঐ ধর্ম্ম তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া ফেলিত। কিন্তু পরমধর্ম্ম ঐ সকল মতবাদের স্তূপ হইতে —প্রকৃতির সৃষ্টি বা বিশ্বরূপের বিরাট্ মূর্ত্তি হইতে অনেক অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। সেই নিত্য পরম বাস্তব—পরম তত্ত্ব—পরম মুক্ত অপ্রাকৃত ধামের অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পূর্ণ বস্তু যখন স্বেচ্ছায় এ জগতের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে অসম্পৃষ্ট থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাকে অপ্রাকৃত অবতার বলা যায়। আর To carry coal to Newcastle নীতি অবলম্বন করিয়া যখন এখানকার অনিত্যের বা অনিত্য ধর্ম্ম অপ্রাকৃত ধামের বস্তুতে বা ধর্ম্মে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তখন তাহাই মানবে দেবারোপবাদ বা পরমেশ্বরে মানব-ধর্ম্মারোপবাদ কিংবা পশুদেবে পশুধর্ম্মারোপবাদ অথবা পশুতে পরমেশ্বর-ধর্ম্মারোপবাদ কিংবা কল্পিত অবতারবাদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানবের পরমধর্ম্মের পরমেশ্বর বা রাজ্য ঐ সকল মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

তবে মানবের পরমধর্ম্মকে ঐ সকল মতবাদের সহিত একাকার করিবার সাধারণ ভ্রম (Common errors) কোথা হইতে উদিত হয়? ইহার কারণটিও পরমধর্ম্মের পরমত্বের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও সুদৃঢ় ভিত্তির দিগ্-দর্শন করাইয়া থাকে। এই বিশ্ব নিত্য ধামের প্রতিফলিত হেয় প্রতিবিম্ব বলিয়া বিম্বের প্রতিরূপ বা সৌসাদৃশ্য প্রতিবিম্ব বা ছায়াতে প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তু ও বস্তু-ছায়ার যেরূপ আকৃতি-সাম্য আছে, অন্বয়-সাম্য নাই; আর প্রতিবিম্বে যেরূপ বস্তুর সমস্ত ধর্ম্মই বিপরীত, এখানেও তাহাই হইয়াছে। এজন্যই Æsop's fable এর কুক্কুরের বস্তুর প্রতিবিম্ব বা ছায়া দেখিয়া বস্তুর ভ্রান্তির ন্যায় এই প্রতিফলিত জগতের ধর্ম্মের সহিত পরমধর্ম্মকে একাকার করিবার একটি সাধারণ প্রবৃত্তি বা সাধারণ ভ্রমের উদয় হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরমধর্ম্মের বাস্তবতা এবং জাগতিক ধর্ম্মের হেয় প্রতিফলিত রূপেরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বেদশাস্ত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে বিষ্ণুকেই 'পরম সত্য' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং সনাতন ধর্ম্মের পরম প্রমাণ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে বেদের ব্যাখ্যা, বৈদিক মন্ত্রে যাহা অস্পষ্ট, ব্রাহ্মণে তাহা অনেকটা স্পষ্ট, তাহাতে যে পরম সত্যতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে তাহা এই,—

'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ।

(ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ)

স্বয়ং যজুর্ব্বেদ এবং সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা শ্রবণ করি,—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

(১।২২।২০ ঋক্)

বিষ্ণু বস্তু বা পরম সত্যতত্ত্ব অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই। এজন্য শ্রুতি "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" মন্ত্রে যেরূপ পর বস্তুর পরাৎপরত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্রূপ সেই মন্ত্রেই পর বস্তুর পরাশক্তিও নির্ণীত হইয়াছে। সেই পরা শক্তির বাহ্য অঙ্গের প্রকাশ হইতেই জগৎ প্রকটিত। বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র সত্যতত্ত্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছেন, সেই সূত্রেরই ভাষ্যরূপে যে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে "সত্যং পরং ধীমহি" পদে অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে পরম সত্যের অনুসন্ধান দেখা যায়। ষাদশস্কন্ধযুক্ত ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই নিরবকাশ শ্রুতিতে সেই পরাৎপর সত্যই নির্ণীত হইয়াছে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রুতির সমন্বয় ও অবিরোধ সাধনের জন্যই বিভিন্ন অবতারাবলীর অবতারণা এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে।" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই পরমাশ্রুতির পরম সম্বন্ধের পরম অভিধেয় বিচারে ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে। এবং সেই পরম সম্বন্ধ ও পরম অভিধেয়ের প্রয়োজন বা ফলাধারস্বরূপে কৃষ্ণ-প্রেমাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরম সম্বন্ধ, পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজনের কথা সর্ব্ব প্রাথমিক পারমার্থিক পাঠ শ্রুতি ও বেদান্তের মন্ত্রের অস্পষ্ট কাকলিতে গীত হইয়াছিল। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে

পঞ্চম রাগিণীতে গীত হইয়াছে। নিখিল সাত্বতপুরাণ সেই পঞ্চম রাগিণীর ঝোঁকায় পরিয়া ঐকতান সঙ্গীত-প্রবাহের প্রস্রবণে উন্মুক্ত করিয়াছে। তাই বেদান্তের "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ সাত্বর্ষণ-সূত্রে "বিষ্ণু" আধার ভাগবতে সেই ব্রহ্মের পরিচয়ে দেখিতে পাই—

যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ
কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্।

বেদান্তের ব্যাখ্যা ভাগবত সেই পরব্রহ্মের নিরূপণে বলেন—

"গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্"
"ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ।"
(ভাঃ ১।১।২০)

কৃতিলক্ষণোপেত গীতার গীতির মধ্যে শুনিতে পাই—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥
(গীঃ ৭।৭)
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
(গীঃ ৯।১১)

কোষকার অমর 'ভাব' অর্থে সত্তা বলেন,—পরমং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিগুদ্ধং সদং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ।

গীতায় "পরমং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ" এই বাক্যের মধ্যেও পরব্রহ্মের নিজস্ব-স্বরূপের কথা আমরা শুনিতে পাই। এই নিজস্ব অপ্রাকৃত বিগুদ্ধ রূপই তাঁহার পরম-স্বরূপ। তাহা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা। কৃষ্ণই—পরমভাব। পরাৎপরতত্ত্বের নিজস্ব বিগুদ্ধ-স্বরূপেরই অনন্যক্ প্রকাশ বা অঙ্গকান্তি—ব্রহ্ম। তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান্ নিজমুখে জানাইয়াছেন,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
(গীঃ ১৪।২৭)

"ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতস্য ব্রহ্মণোঽহং যথা ঘনীভূত-প্রকাশস্য সূর্য্যমণ্ডলস্য তদধিষ্ঠানম্" ইতি স্বামিচরণাঃ। প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিরসমেবেতি,—পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ।

তাই গীতার এই গানের সহিত গোড়ার দিবার জন্য পুরাণ এবং 'মানবের' আদি পিতামহ ব্রহ্মা—যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে বেদবীণা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার বাণী ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মহাজনগণের বাণী-পরম্পরা শুনিতে পাই,—

"পরাকৃতমনঃস্পর্শা পরব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥"
(শ্রীঃ সারার্থবর্ষিণি)

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ৪০ শ্লোক)

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তিনিবন্ধন উপনিষদ্গণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকলকারণের কারণ।

সেই ব্রহ্মযোনি, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", ব্রহ্মবর্ম পূর্বপুরুষের কথাই আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শুনিতে পাই (চৈঃ চঃ আদি ১।৩)—

ব্রহ্মেতি ব্রহ্মোপনিষদি তদপাঙ্গ তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গ কান্তি। যাঁহাকে যোগ-শাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও আশ্রিতরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

পরমতত্ত্ব-নির্ণয়ে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারই ঔদার্য্য-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য নির্ণীত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবানের অন্য কোন অবতারে সমস্ত রসের একত্র যুগপৎ সমাবেশ দেখা যায় না।

ব্রহ্মে পরব্রহ্মের ক্লীবত্ব ও নির্বিশেষ ভাব প্রকাশিত হয়। ক্লীবের উপাসনায় মানবত্বের চরম বিকাশ ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। মানব কেবল ক্লীব বা কেবল স্ত্রীকে উপাসনা করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিতে পারে না। যেখানে অপ্রাকৃত পুরুষ ও অপ্রাকৃত প্রকৃতি যুগ্ম অর্থাৎ যেখানে চিল্লীলামিথুনের সেবা, সেখানেই মানবের ধর্ম পূর্ণ। ক্লীবত্বে লাঘুতা-লাভ 'মানবের পরম ধর্ম' না বলিয়া চেতনতার বন্ধ্যা বৃত্তি বা চেতনতার আত্মহত্যার আরাধ্য ধর্ম বলা যাইতে পারে। শ্রুতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্র দ্বারা জানাইয়াছেন, সমকাতীয় না হইলে উপাসনার তৃপ্তি হয় না। তাই স্মৃতি-শাস্ত্রে দেখা যায়—"নাদেবো দেবমর্চয়েৎ"—যিনি দেবতা নহেন, তিনি দেবতার অর্চনা করিতে পারেন না। মানবের পরমধর্মেও পরম মানবই উপাস্য। তিনি—'কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্'। তিনিই 'ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রঃ'। তিনিই আবার শ্রুতি-মন্ত্রের "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ। ক্লীবত্বে কখনও রস নাই। পুংযোক্তেই রস আছে—তাহা প্রাকৃত রস নহে—অপ্রাকৃত রস—পরম রস। যাস্কের কথা গীতা বলিয়াছেন,—

"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"।

পরম রস পাইলে ক্ষুদ্র প্রাকৃত রসসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পরমাত্মা পরম রসস্বরূপ ভগবদ্বস্তুর আংশিক প্রকাশ, তাহা জীবাভ্যন্তরী তত্ত্ব মাত্র। ব্যষ্টি বা সমষ্টির অন্তর্যামীর মধ্যে মানবতার চরম বিকাশের সকল আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতে পারে না। চতুর্ভুজ নারায়ণের চারিহস্ত, তৃতীয় মান হইতে বদ্ধ মানবের বুদ্ধিকে উদ্বোধন করিয়া তুরীয়ের সন্ধান দিলেও তাহা মানবের পরমধর্মের সমস্ত বিস্তৃত সেবার চমৎকারিতা প্রকাশ করিতে পারে না। অর্দ্ধ প্রাণিরাজ মানব ও অর্দ্ধ পশুরাজ সিংহ যে নিত্য বৈকুণ্ঠাবতীর্ণ নৃসিংহ-মূর্তি প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারাও মানবধর্মের পূর্ণতম বিকাশের কথা পাওয়া যায় না। অর্দ্ধমানব ও অর্দ্ধপশুরূপী ভগবানের লীলাদ্বারা বৈকুণ্ঠবস্তুর অচিন্ত্যশক্তির প্রকাশিত হইলেও পরম-মানব-ধর্মের বিকচিত আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পূর্ণ হয় না। তৎপরে যখন ক্ষুদ্র মানবরূপী ভাবনদের আত্মপ্রকাশ করিয়া ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করেন, তখন তৃতীয় মানের বুদ্ধিতে অভিমর্ত্তা লীলাপুরুষোত্তমকে অল্পপ্রকাশী ক্ষুদ্র মানবরূপে বিবেচিত হইলেও তাহা ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞার ছলে সমস্ত বলিদানে উন্মুখ ব্যক্তির নিকট অধোক্ষজবস্তুর ত্রিপাদ বিভূতি প্রকাশ মাত্র। ভগবদাবেশাবতার পরশুরাম অসত্য নরত্বরূপী পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তথাকথিত সত্যতার অভিমানে ক্ষত্রিয়-ধর্মের অপব্যবহার করিয়া সনাতন ব্রহ্মণ্য ধর্ম বিষ্ণুভক্তিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা উচিত হইলে, সেইরূপ ক্ষাত্রধর্ম বা নিরীশ্বর রাজনীতি অসত্য নরত্বরূপী ভগবদাবেশাবতার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সত্যতার নামে সোভিয়েট প্রশিয়ার চিত্তবৃত্তি যদি ক্ষাত্রধর্মের অপব্যবহার করিয়া ভগবদ্ভক্তির বা ভগবদ্ভক্তিকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে অসত্য মানবরূপী ভগবদাবেশাবতার প্রবাসিত হন। ইহা দ্বারা সনাতন ধর্মের কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হইলেও মানবের পরম ধর্মের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। অসত্য নরাবতার পরে আদর্শ সত্য-মানব এবং আদর্শ ক্ষত্রিয়রাজরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবের নৈতিক ধর্মের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করিতে পারিলেও মানবের পরম নৈতিক ধর্মের অর্থাৎ পরাষ্টি লীলাপুরুষোত্তমের (Transcendental Despot) এর নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার সুসময়ে যে আদর্শে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা তখন প্রকাশিত হয় না। তাই মানব-চরিত্রের সমগ্রতা যে মানব-রূপী পরাষ্টি লীলাপুরুষোত্তমের চরিত্রে সম্যক প্রকাশিত, সেই অপ্রাকৃত পরমতত্ত্ব অখিলরসামৃতমূর্তি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই মানবের পরমধর্মের পরম বিষয় হইয়া নিত্য বিরাজিত। পরমমুক্ত আত্মার নীচ, উচ্চ, অনবদ্য, সর্বাধীন সেবা-বৃত্তির অভিসার দর্শন করিয়া যে পরমপুরুষ আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি সর্বকারণকারণ বিষ্ণুতত্ত্বসমূহের শ্রীরাধানাথ স্বয়ংরূপ। তিনি যেমন পরম বিষয়, তাঁহার পরমা শক্তিও তেমনই পরম আশ্রয়।—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

(বৃহদ্গৌতমীয়ে)

পরদেবতা রাধিকা দেবী 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী', 'সর্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

সেই পরম বিষয় ও পরম আশ্রয় লীলা-আস্বাদনের জন্য এক হইয়াও দ্বৈতরূপ প্রকাশ করেন, আবার উভয়ে মিলিত-

হয় হইয়া ঔদার্য্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ং সেই ভগবত্তাই পরম বিষয় ও পরম আশ্রয়ের যে সম্মিলিত মূর্ত্তিতে মনুষ্য-নিত্য পরাৎপর তত্ত্বের সেবা মাধুর্য্য জগতে জানাইয়াছেন, তিনিই ঔদার্য্য-মূর্ত্তি মনুষ্যনিত্য শ্রীচৈতন্যদেব। সুতরাং তিনিও পরম সত্য।

মানবের পরম সত্য বিনির্ণীত হইলে সেই পরম সত্য লাভের পরম উপায় কি, তাহারই সন্ধান আরম্ভ হয়। সেই পরম উপায়ই পরম ভক্তির নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণ মানব-ধর্ম্মের বা সাধারণ সত্যের অনেক প্রকার উপায় নানামত নানাপথ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পরম উপায়ের নানামত নানাপথ নাই। পরম শব্দের অর্থ-বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার সমান প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাহা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই নাই। যেখানে নানা মত, নানা পথ আছে, সেখানে পরমতা নাই। তাহা সাধারণ বা সামান্যের পর্য্যায়ের অন্তর্গত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সকলেই সেই পরম ভক্তির নির্ণয়ে পরাভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যত্র যেন পরা ভক্তি র্যথা বেদে তথা ত্বয়ি।
তস্মৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।

(অঘাসুর বধের মাথুর ব্রাহ্মণকৃত মাতার প্রতিবচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরম পুরুষ ভগবান একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

বেদাদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মানবের পরমধর্ম বা পরম অভিধেয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে ও উপসংহারে বিঘোষিত হইয়াছে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নিখিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

শ্রীধরস্বামিপাদ এস্থলে বলিতেছেন,—"প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কৈবল্যমীশ্বরায়াধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যত ইতি।" প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষবাসনারও নিরাস করা হইয়াছে। তত্ত্ব ঈশ্বরের প্রীতিসাধনরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামী পরম-সত্য-নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
ত্রৈরূপ্যাদ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

(ভাঃ ১০।১ ভাবার্থদীপিকা)

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন জনার্দ্দন মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে আলালনাথ-সংস্কার-সেবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সানুসারে যাদবেন্দ্র আলোয়ারের অর্চ্চা-মূর্ত্তি শ্রীআলালনাথ শ্রীবিগ্রহের পার্শ্বে সংস্থাপিত হইবেন। এ বিষয়ে সেদিন

শ্রীল প্রভুপাদ এমোরহর্ষের বর্ত্তমান সুযোগ্য মহান্ত মহারাজের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-গৌড়ীয়-মঠের শ্রীগৌড়ীয়নাথের নিকট হরি-গোস্বামীর অর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং প্রয়োজন-বিগ্রহ গোপী-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের চতুর্দ্দিকে অষ্টপ্রধানা গোপী স্থাপিত হইবেন।

ব্রহ্মগিরিকে শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন-স্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। ব্রহ্মগিরি আলালনাথের শ্রীমন্দির ও ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন স্থানেই একটি সুবৃহৎ বিস্তৃতশাখ-বটবৃক্ষ-রাজ অবস্থিত। ইহাকে শ্রীল প্রভুপাদ 'বংশীবট' বলেন। এই বংশীবটসন্নিহিত প্রদেশেই শ্রীগোপী-গোপীনাথ বিরাজিত হইবেন। 'গোপী' শব্দে গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধিকাদেবী এবং 'গোপীনাথ' কৃষ্ণ-শব্দে রূঢ়িত্ব লাভ করিয়াছে। সুতরাং 'গোপী-গোপীনাথ' শব্দদ্বয় শ্রীরাধাগোবিন্দকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের অদূরেই একটি কূপ বিরাজিত, ইহা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রতিভাত হইলেও অপ্রাকৃত গৌরজনের অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দীপনা করিয়া থাকে।

আধুনিক প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দু'একটি ব্যক্তি শ্রীরাধাকুণ্ডের গৌরকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি নামকরণ দেখিয়া তাঁহাদিগের উপর প্রাকৃত প্রহরত্বের আনুকরণিক আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবার কুনাট্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য ও ইন্দ্রিয়-তাড়নার সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চটকপর্ব্বতকে বালুকাস্তূপ দর্শন না করিয়া 'গোবর্দ্ধন' বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া আজও মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত জনগণ সেই চটকপর্ব্বতকে গিরিরাজের ন্যায় দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া থাকেন। আবার কিরাত-হূণান্ধ্র জাতীয় ব্যক্তিগণ সে স্থানকে অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিবেদন-যোগ্য, সকল ভাগবত-পূজিত শ্রীতুলসী বৃক্ষকে সাধারণ ভোগ্য বৃক্ষ মনে করিয়া তাহাতে (?) মূত্রাদি উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; অতএব যাঁহারা প্রাকৃত প্রহরত্বাভিমানিগণকে তাঁহাদের আদর্শ মহাজন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের আনুকরণিক ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে পারমার্থিক প্রহরত্বাভিমানিগণের সুবাসা পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের কুনাট্যময় আধ্যক্ষিকতা ঐরূপ সারমেয়ের গুরুদক্ষনের ন্যায় বিচার মাত্র।

এজন্য গৌরনিজজন চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অভিধেয়-বিগ্রহকে স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, পুরী মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য কমিশনারগণ ও কর্ত্তৃপক্ষ একবাক্যে শ্রীপুরুষোত্তমমঠকে ঐ স্থানটি প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহামান্য মাকুইস্ অফ ক্রেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মোট সংখ্যার মধ্যে (aggregate) শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, সেরূপ কৃতীছাত্রকে 'ক্রেট্‌ল্যাণ্ড স্বর্ণপদক' ও একটি প্রশংসাপত্র (certificate) প্রতিবৎসর প্রদান করিবেন বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের যে ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার কালে প্রতি বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বরের কম নম্বর না পাইবে এবং মোট সংখ্যায় শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিবে, সেইরূপ কৃতী ছাত্রকে লণ্ডন মনোহারী হইতে প্রতিবৎসর যৌগপদক প্রদান করা হইবে।

এ বৎসর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। পরমভাগবত উপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কৃতিত্বকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

৮ই মে (১৯৩৪) তারিখে Times of India নামক প্রসিদ্ধ ও প্রভাবান্বিত ইংরেজী সংবাদপত্রে "A Hindu Mission in London—Chaitanya's Philosophy and propaganda" এবং "Outpost of Hindu Religion founded in Britain—Mission of London Monastery" শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধদ্বয়ে লণ্ডন-

গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বিবরণ ও কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৩রা জুন (১৯২৪) তারিখে Illustrated Weekly of India নামক সচিত্র সুবিখ্যাত ইংরাজীপত্রের অঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের আলেখ্য ও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের জন্য শ্রীভক্তিকুটীর সন্নিকটস্থ 'পাথরকুটী' নামক অট্টালিকাটি গৃহীত হইয়াছে। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হরি-কথা-পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ অক্লিষ্টভাবে প্রভু সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৈশিষ্ট্য জানাইতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় "পাথরকুটী"তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সময় সময় প্রচারকগণ ছায়াচিত্র-যোগে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বিকাশসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এলাহাবাদ

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত ললিতমোহন বসু মহাশয় প্রায়ই শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মঠের সেবায় নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। গত ২১ মে সোমবার তিনি তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গত শ্রীযুক্ত বামনদাস বিভিন সার্জ্জন মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় অনূদিত গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বেদান্তসূত্র দুইখানি গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদান করেন।

এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে তাঁহার নিজ মোটর-যানে লইয়া এলাহাবাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

গত ২১ মে সোমবার সন্ধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত রাধা নাথ প্রসাদজী তাঁহার অনেক বন্ধুসহ মোটরযোগে নামকীর্ত্তন-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর স্বামীজী মহারাজ এবং অন্যান্য মঠসেবকগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কথাসময়ে সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে পুনরায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্বীয় ভবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর শ্রীবিগ্রহ কীর্ত্তন করিবার জন্য স্বামীজীমহারাজকে আবেদন জানান।

শ্রীপদাই গৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপ্তি

চাবা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীপদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন হইতে ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন পর্য্যন্ত) বার্ষিক মহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজের তত্ত্বাবধানে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি ভক্তাঙ্গানুষ্ঠান-মুখে মহাসমারোহের সহিত সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে মঠ হইতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দশটি সম্প্রদায়ে ২২টি মৃদঙ্গ ও গায়ন-সহ প্রায় সহস্রাধিক লোক কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবস বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই মহোৎসবে ভাটারা পল্লীবান্ধবসমিতির সেবকগণ

অন্যান্য পরিচয় করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। ব্রহ্মচারী মতিকৃষ্ণ (ভোগরন্ধনকার্য্যে), ব্রহ্মচারী পণ্ডিত-পাবন (শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবায়), শ্রীবিষ্ণুবৈভব দাসাধিকারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিবিধানন ব্রহ্মচারী (বিবিধসেবা-কার্য্যে) প্রমুখ মঠসেবকগণ তথা শ্রীযুক্ত নুপেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিকাশ ; শ্রীযুক্ত যোড়শী মোহন রায় চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী প্রমুখ বালিয়াটির ভক্ত জমিদার মহোদয়গণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে 'নলকূপ'

বৈষ্ণবগণের পানীয়জলের অভাব-জনিত দুঃখ অনুভব করিয়া বালিয়াটীর স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ মহোদয় এবৎসর শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের বাৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠে একটি নলকূপ প্রদান করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতি-ভাজন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। প্রকাশ যে, নলকূপটীর জল অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বালিয়াটী অঞ্চলে এই প্রকার উৎকৃষ্ট জল-বিশিষ্ট ও এত গভীর নলকূপ আর দ্বিতীয় নাই।

প্রচার-প্রসঙ্গ

চাঁদপুরে—মহোপদেশক শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ বরিশাল জেলার অন্তর্গত চরকীর্ত্তনে হরিকথা প্রচার করিয়া চাঁদপুরে গমন করেন। গত ২৩ মে চাঁদপুরের পুরাতন বাজারের হরিসভায় "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ২৬ মে শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ২৪ মে হইতে ২৭ মে—এই দিবসত্রয় চাঁদপুরের প্রধান মোক্তার শ্রীযুক্ত বনমালী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শশীভূষণ মজুমদার মহাশয়-দ্বিয়ের উদ্যোগে নূতনবাজারস্থিত শ্রীশ্রীগোপাল জীউ ঠাকুর বাড়ীতে আহূতা সভায় "মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য" এই একই বিষয় সম্বন্ধে পরপর তিনটি বক্তৃতা দেন। ক্রমশঃই শ্রোতৃসংখ্যা বাড়িতে থাকে। বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

চতুর্থ দিবস (২৮ মে) প্রাতঃকালে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সুর এম্, বি, মহাশয়ের ভবনে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী বক্তৃতার পরিপ্রশ্ন বা আলোচনা সভা হয়। কএকজন উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষক পরিপ্রশ্ন করেন। সকলেই প্রশ্নের সুমীমাংসা পাইয়া, পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। ঐ দিবস বৈকালে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মোক্তার শ্রীযুত বদনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয় এবং রাত্রে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর ঠাকুরবাড়ীতে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত নাম উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সাব্‌ডেপুটী কুমিল্লা ; শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় সাব্‌ডেপুটী, চাঁদপুর ; জিতেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাব্‌রেজিষ্ট্রার ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সুর এম্, বি ; আনন্দচন্দ্র সেন এম্, বি ; রোহিণীকান্ত বসু এল, এম, এস্ ; কুঞ্জবিহারী দত্ত এল, এম্, এস্ ; পেস্কার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় ; শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী ; Civil Court Clerk শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত; বঙ্গলাপ্রসন্ন মজুমদার; শিক্ষক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ ; শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র; উকিল শ্রীযুত হরদয়াল নাগ ; হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ; কুমুদিনী কুমার ; প্রফুল্ল কুমার দাস গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ রায় ; রোহিণী কুমার রায় ; বঙ্কিম চন্দ্র মহানবীশ ; বিষ্ণু মিয়া সেওয়ান ; রাজেন্দ্রনাথ দাস ; মোক্তার বদনচন্দ্র দত্ত ; বনমালী গাঙ্গুলী ; মনোমোহন মজুমদার ; সূর্য্যকান্ত চক্রবর্ত্তী ; শশীকান্ত মজুমদার ; জগবন্ধু ভৌমিক প্রভৃতি। পণ্ডিতজী ৩০ মে লাকসাম গমন করিয়াছেন।

আমতাগ্রামে—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ (ইং ২৫।৫।৩৪) হাওড়া জেলার

অন্তর্গত আমতা গ্রামে দত্ত ইংরাজী স্কুলের প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়। সভায় ন্যূনাধিক সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

ঘুঘাপুরে—গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবার বালিঘাটি-শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ-রক্ষক ব্রহ্মচারী অনাদিকল্পজী মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ঘুঘাপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্র মোহন পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

জামুকীতে—১৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ব্রহ্মচারীজী জামুকী নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল-দেবহূতি সংবাদ পাঠ করেন। ১৬ জ্যৈষ্ঠ বুধবার জামুকী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আগ্রহে উক্ত স্কুলে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর ছায়াচিত্রে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মপ্রচার-লীলা প্রদর্শিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। পর দিবস উক্ত জামুকী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

সাটুরিয়া গ্রামে—গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ (ইং ২।৬।৩৪) শনিবার শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ বালিঘাটি শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের রক্ষক ব্রহ্মচারী অনাদিকল্পজী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বালিঘাটি হইতে তন্নিকটবর্ত্তী সাটুরিয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সাহা মহাশয়ের ঘরে তথায় একটি সভা আহূতা হয়। স্বামীজী সেই সভায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; অতঃপর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-প্রদর্শনমুখে ব্রহ্মচারী অনাদিকল্প প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন।

কক্সবাজারে—গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন (১৯২৭) শনিবার গোদাবরীতটে শ্রীগৌর-রামানন্দমিলনস্থল কক্সবাজার শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রমুখ মঠ-সেবকগণের সেবোৎসাহে শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আসামে—গত ৩ জুন আসাম গোয়ালপাড়া-নিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে ধুবড়ী নিবাসী মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্য শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি মহোদয় বিজনী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ভাটীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সংযুক্তপ্রদেশে—গত ১লা তারিখে আগরা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী ভক্তিরত্নাকর মহোদয় তথায় হরিকথা প্রচার করিয়া গত ৪ঠা শ্রীযুক্ত তুলসীদাস সহ বৃন্দাবন হইতে আগ্রায় গমন পূর্ব্বক জমিদার শ্রীযুক্ত জানকীপ্রসাদের অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হন। আগ্রা হইতে তৎপরদিবস তাঁহারা আবাগড় পৌঁছিয়া তথায় মহামান্য মহারাজের নিকট ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। তদ্শ্রবণে মহারাজবাহাদুর বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গঞ্জামে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরীমহারাজ, পণ্ডিত শ্রীবংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত মহানিধি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহেন্দ্রপুর হইতে ৫০ মাইল দূরে রসুলকুণ্ডা, কোদণ্ডা প্রভৃতি স্থানে প্রায় একমাসকাল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৬ই জুন তারিখে বড়গড় রাজবাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন।

প্রচারকগণ গত ৭ই তারিখে বড়গড় হইতে ৮ মাইল দূরে সোরড়াগ্রামক স্থানে আসিয়া রাজাসাহেবকে সংবাদ দিলে রাজাসাহেব পরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত রমাবল্লভ রথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মোটরসহ পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

উক্ত দিবস রাত্রি ৯॥ টার সময় সুবিস্তৃত রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় প্রায় আড়াইশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ৮॥ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত স্বামীজী শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব ও কতিপয় সজ্জন

ব্যক্তির নিকট বঙ্গভাষায় হরিকথা বলিয়াছিলেন এবং ট্রেণার ব্রহ্মচারী ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত উৎকল ভাষায় পূর্ব্ববৎ প্রচার-প্রসঙ্গের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রচার-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী ভার্গাপ-বাসীর কটোটি দেখিয়া রাজাসাহেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাত্রি ৯॥ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বাদবানন্দ প্রভু যোল-করতাল-সংযোগে "শ্রীশ্রীগুরু" ও "গুরুগুরু-চরণেতে" পদটি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীযুক্ত রামভদ্র মিশ্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সোমনাথ পট্টনায়ক মহাশয়ের অনুমোদনে রাজাসাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ব্রহ্মানিধি ব্রহ্মচারীজী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত উৎকল ভাষায় "মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া রাজাসাহেব ও সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়।

পুরীতে—কএকদিন পূর্ব্বে নারায়ণগড়ের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল্-সি মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন (১৯৩৪) উড়িষ্যা সোনপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। স্বামীজী ঐ দিবস সন্ধ্যা সাড়ে ৬টিকার সময় পরলোকগত স্বনামধন্য কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের চক্রতীর্থস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঢাকায়—বিগত ১০ই জুন রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড়ঘণ্টাকাল "গুরু-করণের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে—গত কএক সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে প্রতি রবিবারে ছায়াচিত্র যোগে হিন্দিভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গত ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন (১৯৩৪) রবিবার স্বামীজী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে একটি বক্তৃতা দেন। গত ১০ জুন, ১৯৩৪ বুধবার তাঁহার পুনা যাইবার কথা।

কাশীতে—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতে নৃসিংহস্তব, তৎপর কপিলোপাখ্যান, অতঃপর গত ১৫ জুন হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহই শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকগুলি সারগ্রাহী ভদ্রলোক মনোযোগ-সহকারে নিয়মিতভাবে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন।

গত ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে বুধবার কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীমৎ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ ভক্তিশাস্ত্রীজী পুঁটিয়া মহারাণীর ভবনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য ১৫শ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রায় শতাধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে পুঁটিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেশ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল পাল, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

ভ্রম সংশোধন

গত (১২শ বর্ষ) ৪২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রচার-প্রসঙ্গের ২য় স্তম্ভে ২৪শ পংক্তিতে "কাশীতে" না হইয়া "লক্ষ্ণৌএ" এইরূপ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৪১; ২৩শে জুন, ১৯৩৪ | ৪০শ সংখ্যা

মঠ মন্দিরাদির প্রয়াস

বৈধী ভক্তির অনুশাসনের মধ্যে মঠ মন্দির অট্টালিকা প্রভৃতির জন্য প্রয়াস নিহিত হইয়াছে। আবার শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসাদি স্মৃতিনিবন্ধ শাস্ত্রে শ্রীমঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণের অশেষ প্রশংসা, তাহা স্থাপনের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ-পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একমাত্র ঔপাধিক শ্রীনামপরায়ণ নিষ্কিঞ্চনগণের অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টার অনুকরণ করিয়া এবং তাঁহাদের ভজনের অন্তরতম তাৎপর্য্য উপলব্ধি ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি স্ব-স্ব-অকর্ম্মণ্যতা ও বহির্ম্মুখ অলসতাকে নিষ্কিঞ্চনগণের ভজনের সহিত সমান মূল্যে প্রচলিত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছেন ও সেই দুরাশামূলে যে-স্থানে হরিসেবানুশীলনের জন্য কোন ভুবনমঙ্গল মঠ-মন্দির বা ভক্তিলতাবাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, সে-স্থানে মৎসরতাজনিত দুরভিসন্ধি ও কুযুক্তি উত্থাপন করিয়া শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-চেষ্টাকে পঙ্গু করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছেন।

বস্তুতঃ অনর্থযুক্ত নিত্যবদ্ধ সাধকজীবের জন্য যাহা অনুশাসন, অনর্থ-পরিমুক্ত নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যকুলের লোক-শিক্ষাময় চরিত্রে সেই লগুড়-তাড়িত পশুপালনবিধির স্বীকার সকল ক্ষেত্রে ভুবনমঙ্গলার্থ বিহিত হয় না। সমর্থ-ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে বিধি লঙ্ঘন করিয়াও বিধির মর্য্যাদা স্থাপন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

১। ঃ ঃ ঃ

শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের শ্রীলোকপূর্ণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াও বহুপ্রন্থ সুগোপ্য মন্ত্রাদি বহুব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতন বিদ্বান ও ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণই এইরূপ করিয়াছিলেন। অনর্থযুক্ত জীব ইহার অনুকরণ করিলে অবশ্যই নরকে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদে "বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান-বর্জ্জন"—সনাতন-শিক্ষার এই উপদেশটী তাহিরা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ ও স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি বিশ্ব অবৈষ্ণবমতবাদ নিরাসের জন্য বহুগ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ বহুগ্রন্থপ্রণয়ন অনর্থযুক্ত জীবের ন্যায় অমঙ্গলের হেতু না হইয়া ভুবনমঙ্গলের হইয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু [illegible]-শিক্ষার "বহুশিষ্য না করিব"—এই উপদেশ পাঠ করিয়াও বহুশিষ্য বীকার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পূর্ত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার পারমার্থিক আচরিত্রে করিয়াছেন, সেই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু আদৌ কোন শিষ্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঠাকুর নরোত্তমের ন্যায় মহাপুরুষ কতপ্রকার সেবা যত্ন করিয়া সেই নিস্পৃহ লোকনাথ প্রভুর একমাত্র শিষ্য হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর নরোত্তম যে একাধিক বহুশিষ্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পারমার্থিক ইতিহাসে বর্ণাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ হয়ত এখানে বলিবেন, ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগুরু-দেবের আদর্শের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর নরোত্তম ভাগ্যবান্দিগের নিকট প্রতিভাত ঐরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াও শ্রীলোকনাথ প্রভুরই আদর্শের অনুসরণ ও মনোহভীষ্টের সেবা করিয়াছেন। শ্যামানন্দ প্রভু ও রসিকানন্দ প্রভুর সহস্র সহস্র শিষ্যের নাম-তালিকা পারমার্থিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাল মহান্তাবা হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র, মুচুক হইতে যদযদ পশু (গোপাল হালা হাড়ী) প্রভৃতি ইহাদের শিষ্যত্বে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। লৌকবিচারপর ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত [illegible] ইহারা অহৈতুকভাবে কৃপা করিয়াছিলেন।

[illegible] আচার্য্যের বাণীতে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণবসমূহক শিষ্য করেন না, গুরু করিয়া থাকেন—তিনি সকল জীবকে তাঁহার প্রভুর হাতে নিযুক্ত করিয়া দিবে তাঁহাদের সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন। অনর্থযুক্ত বহুজীব প্রভু-অভিমানে শিষ্য করিতে ধাবিত হয় বলিয়া তাঁহার প্রতি ঐরূপ বহুশিষ্য না করিবার অনুশাসন রহিয়াছে।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিবিরচিত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে অনর্থযুক্ত সাধক জীবের প্রতি এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়—

মঠ, মন্দির, দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে কর তাই যেমন অভিলাষ॥
অর্থ নাই, তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে রাখে কর॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই বৈষ্ণবাক্যে তোষ' বিনতি করিয়া॥

এই সকল উক্তির অনর্থ করিয়া এক শ্রেণীর অক্ষম ও মৎসর ব্যক্তি ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-প্রচারের প্রতিষ্ঠান মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপনকে ভক্তিবিরুদ্ধ চেষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ইহাদের হৃদয়ের কপটতা ও মৎসরতা যতই অন্ধকারপরা কামিনীর ন্যায় আত্মগোপনের চেষ্টা করুক না কেন, ইহাদের আচার ও প্রচারের মধ্যে উহা সময় সময় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রথমতঃ ইহারা যখন বিদ্যাগর্ব্বের সহিত লোকসঙ্গের প্রতিযোগিতা অথবা চরিত্রের ঠাকুর হরিদাসের অকৈতব সেবা-চেষ্টা অনুকরণ করিয়া অকৃতকার্য্য ও অপ্রস্তুত হইবার ন্যায় অবস্থায় পতিত হয়, তখনই "ধাতুর ঘর অতি অল্প" এই শার্গালী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নিরাশ্রয় নিদান যখন তাহাদের অন্তরের আগ্নেয়গিরির চাপা আগুনকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, তখনই তাহারা উন্মত্তবৎ অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্বন্ধ নানাপ্রকার কথা বলিয়া সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের দোহাই দিতে দিতে কুসিদ্ধান্তের তুমুল উদ্গীরণ করিয়া থাকে।

প্রেমবিবর্ত্তের ঐ বাক্যে মঠ-মন্দির, দালানবাড়ীর প্রয়াস নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখানে 'প্রয়াস' শব্দটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। [illegible] 'প্রয়াস' শব্দটী শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর "[illegible] প্রবর্ত্তনানিয়মাগ্রহঃ" শ্লোকের [illegible] সন্দেহ হইবে।

যে ব্যক্তি অর্থাদি আহরণতৎপর হইয়া কেবল নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য অট্টালিকা-প্রাসাদাদি-স্থাপনের প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই চেষ্টা সেবাবিমুখিনী বলিয়া উহার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। "অর্থ যাকে কর তাই যেমন অতিনাথ" এই পরবর্ত্তী চরণের উক্তি-মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, বিষয়িগণ যদি তাঁহাদের অর্থের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য না করেন, তবে তাঁহাদিগকে বিত্তশাঠ্যের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের 'অর্চ্চন'শব্দের ব্যাখ্যায় "ক্রমসন্দর্ভ"কার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারই সংক্ষেপ আমরা আচার্য্যের এই বাণীতে শ্রবণ করিতে পারি,—

তোমার কনক,　　তোমের জনক
কনকের যারে দেবহ মাধব।
কামিনীর কাম,　　নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

পতিতপাবন ভুবনমঙ্গল আচার্য্যগণের আনুগত্যে যদি বিষয়িগণ তাঁহাদের অর্থ-সম্পত্তি হরিসেবার নিযুক্ত করিতে না পারিতেন, অট্টালিকা-প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণের যে প্রয়াস-প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সূক্ষ্মীভূত বীজাকারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, যদি সেই প্রবৃত্তিকে কোন অতিমর্ত্য শিল্পী ও বিজ্ঞানকের আনুগত্যে বিনষ্ট ও হরিসেবার অভিমুখে পরিচালিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ বিষয়প্রবৃত্তি কেবল যে আত্ম-অমঙ্গলের কারণ হইত তাহা নহে; পরন্তু সমাজকে নাস্তিকতা, অনাচার ও ভোগবিষে জর্জ্জরিত করিয়া নরকের পথ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিত। আর আধুনিক জগতে তাহাই হইতেছে; যাহাদের অর্থ আছে তাহারা কেবল "আমি খাব' দা'ব ও আমার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তাহাদিগকেই ভোগ করিব"—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছে। আবার ঐরূপ ভোগিসমাজের মধ্য হইতে কেহ কেহ ভাববাহী উদারতার ছদ্ম প্রলোভন করিয়া altruist বা পরার্থিশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছেন এবং নাস্তিকতাময় ভোগ ও "পঞ্চ মারিয়া ভূতা-ধানের" নীতি প্রসারিত করিতে করিতে ভোগের উত্তর-ফল 'ভোগ', তাহার উত্তর-ফল 'মৃত্যু'—এই ভোগ ও মৃত্যুর নাগর-দোলায় আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সনাতনধর্ম্মের প্রচারের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে বিষয়-দুষ্কৃতকারগণ কোন না কোন মহাপুরুষ ও লোকোত্তর আচার্য্য-গণের আনুগত্যে হরিভক্তিপ্রচারের এক এক বিপুল প্রতিষ্ঠান মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজও শ্রীজগন্নাথদেবের সুবিশাল মন্দির, শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির-রাজি, দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শত শত অভ্রভেদী মন্দির এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বিত্ত-শাঠ্যাপরাধে অপরাধী বিষয়িগণের মঙ্গলের জন্য ত্রিকালজ্ঞই আলোয়ার বহুবৃত্তি করিয়াও সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্ট শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বিভিন্ন স্থানে কত কত বৈষ্ণবমঠের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি উডুপীগ্রামে অষ্টমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল মহাজন শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীল জীব, শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভৃতি প্রভুপাদগণ বিষয়ি-গণের দ্বারা মায়াপুরমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধা-দামোদর, শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি অতীব বিগ্রহগণের অভ্রভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একান্ত নিষ্কিঞ্চনবর শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"নিজ শিষ্য করি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১৩১)

শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখিয়া বিধর্ম্মীর মৎসরতার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু কলির এমনই প্রভাব যে, ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন তথা কথিত স্বধর্ম্মাবলম্বীর বৈষ্ণব মন্দিরমঠাদির প্রাসাদ দর্শনে হৃদয়ে মৎসরতার আবেগগিরি প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা সময় সময় কুযুক্তি ও কুসিদ্ধান্ত রূপ উদ্গীরণ করিতেছে।

অর্থহীন বা অর্থবান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া মঠ-মন্দির-দালানবাড়ী প্রভৃতি বিস্তারের জন্য "প্রয়াস" করিতে গেলে অসুবিধায় পতিত হইবে—নানা প্রকার অতর্কিত অহমিকা ও অসুবিধায় আক্রান্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই যুক্তি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া

কেবল অনুকরণ-প্রবৃত্তিবশে লাভ হইয়া থাকিতে গেলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। বস্তুতঃ যিনি বা যাঁহারা সাপের ঔষধ জানেন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া যদি কেহ ঐ কার্য্য করেন, তাহাই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ-মন্দির-ধাম-নবদ্বীপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও প্রচারের চেষ্টা বিভিন্ন ঠাকুরবাড়ী বা ইট পাটকেলের তুল্য প্রচারের ন্যায় প্রাধান্য চেষ্টা নহে। হরিকথা-প্রচার ও হরিসেবাভিলাষিগণের সঙ্ঘ বা সংসঙ্গের পুষ্টার্থ হরিজন-সমুচ্ছিত স্থান প্রসারের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল শ্রীচৈতন্যবাণী ঐ সকল মঠ-মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। যেখানে যখন এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেখানে তখন শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অস্তিত্ব নাই।

আধুনিক কালে কোন কোন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুকরণে মন্দিরাদি স্থাপন করিবার মূঢ় ও ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা অতি নগণ্য বুঝিয়া প্রচার-বিভাগ নিজের অভিপ্রায় আনুষঙ্গিক অবৈধ প্রচারে বাধা না দেখিয়া অহৈতুক ভুবনমঙ্গল সৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! ইহার অন্তর অনুসন্ধান করিলে নিছক মৎসরতার গন্ধ দুর্গন্ধই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে এই কএক বৎসরের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুকরণে তাহার সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিবার জন্য মঠ-মন্দিরাদি সংগঠনে কতকগুলি বিপ্রলিপ্সিজন ও উপহার-গৃহ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া গেল, অথচ ইহাদের পূরজনেরাই শাস্ত্রীয় নীতি অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন, মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা "আনুকূল্যস্য অতি ভঙ্গ" এই নীতিই বটে!!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের গ্রাম প্রতিষ্ঠাপনিমুক্ত নিষ্কিঞ্চনভূপতিহোমনিকে শ্রীগোপালদেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন,—

"এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন।"

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই যে, যিনি এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও মহাপ্রভুর সেবার জন্য একটি মঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন—

• • •

"যবন আহিতা টীলায় এক 'মঠ' পাইলা।
সেইস্থান ঝাড়িলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চাপি বান্ধিয়া॥"

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য, শ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য যে মঠাদি স্থাপনের প্রয়াস, তাহাই ভক্তিবৃদ্ধির অনুকূল। নতুবা হরিসেবা পরিত্যাগ করিয়া দেহারামতা বা ভূসম্পত্তি প্রভৃতির অধিকারিত্ব-স্থাপনের প্রাকৃতপ্রয়াসই অভক্তিমার্গ। যিনি বা যাঁহারা অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকালে ঐ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইবেন, তজ্জন্য তিনি বা তাঁহারাই সম্পূর্ণ দায়ী। স্বতন্ত্রতার যে আত্ম-অবমূল্য বরণ করে, তজ্জন্য পরদুঃখ-দুঃখী ভুবনপাবন লোকোত্তর মহাপুরুষগণের অসন্তোষবশতঃ দায়ী নহেন, ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দুর্দৈবগ্রস্ত জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্তের ভার বহন করিয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। ভুবনমঙ্গল আচার্য্যের কৃপা তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস-গদাধর

সমালোচনা

(২)

লেখক—

"স এষ করুণাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
উপাসকানুরোধেন তনুতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্"
(রামানুজদর্শনে)"

বলিয়া যে শ্লোকটি চয়ন করিয়াছেন, তাহা যে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীলোকাচার্য্য উদাগারিয়ান্ বা পিল্লাই লোকন্ জীয়ার লিখিত অর্চ্চা-পঞ্চকের ঈশ্বরের পরব্যূহের অন্তর্গত পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা এই পঞ্চবিধ স্বরূপ-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, তাহা আশা করি আপনি ভুলিয়া যান নাই। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভে হরীর্ষ-

পঞ্চতত্ত্ব হইতে যে অর্থপঞ্চকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার সহিতও লোকাচার্য্যের অর্থপঞ্চকের বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও লেখক আদৌ খবর রাখেন না। একটির ঘাড়ে আর একটি চাপাইয়া সর্ব্বত্রই কেবল বিকৃত অর্থ করিয়াছেন।

লেখক লিখিয়াছেন,—"ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল গদাধরদাস প্রভুকে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।" শ্রীদাস গদাধর গৌরশক্তি হিসাবে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। লেখক শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বাদ দিয়া শ্রীদাস গদাধরকে সেই আসনে বসাইবার যে অভিসন্ধিমূলক চেষ্টায় ধাবিত হইয়াছেন, সেইরূপ চেষ্টা প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন কেহই অনুমোদন করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে দুইটি তত্ত্ব—শক্তি, আর তিনটি—শক্তিমান্। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু—শক্তিমত্তত্ত্ব; গদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শ্রীবাসাদি তটস্থভক্ত ইঁহারাই বিবিধ শক্তি। প্রভুর "নিজশক্তি" বলিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গদাধর পণ্ডিতের নামই অগ্রণী করিয়াছেন; কাজেই মহাজনের সিদ্ধান্তিত অগ্রণী নামকে বাদ দিয়া গদাধরদাস প্রভুর নাম তৎপরিবর্ত্তিত করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি গদাধরদাস প্রভুর চরণে জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধের ফল।

লেখক তাঁহার পুস্তিকায় বলিয়াছেন যে, "শ্রীবাস গদাধরই হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি কাজির মুখেও হরিনাম বলাইয়াছিলেন, কিন্তু গদাধর পণ্ডিতে সে শক্তি ছিল না।"*

এরূপ অপসাধ্যবহী স্বকপোল কল্পনা লেখক কোথা হইতে পাইলেন? গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর নিজ-অন্তরঙ্গশক্তি বলিয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণশক্তিই কলিকালে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচারে সমর্থ—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্ত্তন॥
প্রেম-পরকাশ নহে, কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—যে প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৭ম পঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম পরিচ্ছেদে যেখানে পঞ্চতত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি' গণন যাঁহার॥
যাঁ সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার॥
যাঁ সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁ সবা লঞা দান করে প্রেমধন॥

এই পঞ্চতত্ত্বই সর্ব্বত্র কীর্ত্তন প্রচার করেন। ইহা চরিতামৃতের আদি ৭ম পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যে গদাধর পণ্ডিতকে পূর্ব্ব মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম স্বীকার করিয়াছেন, যিনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়, যিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা, যিনি নরেন্দ্রসরোবরতীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যভাগবত-প্রচারকারী, এখনও প্রাচীনকাল হইতে যে গদাধর পণ্ডিতের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বামে নিত্যপূজিত হইতেছেন এবং তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম দ্বীপে চম্পহট্ট-গ্রামে দ্বিজ-বাণীনাথের সেবিত সুপ্রাচীন শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভু "গদাধর-প্রাণনাথ" এবং "গদাই-গৌরাঙ্গ" নামে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের সময়েও প্রসিদ্ধ ছিলেন, কবিকর্ণপুর-গোস্বামী যাঁহাকে বৃষভানুনন্দিনীস্বরূপা বলিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবন যে গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তন-প্রচারক গৌর-নিত্যানন্দের পরম প্রিয় ও অতিশয় মান্য বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অপরাধ কে করিতে পারে? সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন পণ্ডিত গদাধরের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥
গদাধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রীতি যাঁর নাই।

---

* গদাধর পণ্ডিতের দ্বারা কীর্ত্তনপ্রচার হইয়াছে, এরূপ যেন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় নাই। (পুস্তিকার ৯ম পৃষ্ঠা)

গদাধর তুষ্ট করেন যারে।
সে জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
পাওয়েন গদাধর জানে সেই জনে॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর॥
(চৈঃ ভঃ অঃ ৭ম খঃ)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ৭ম অধ্যায়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নৈবেদ্য রন্ধন, শ্রীগোপীনাথকে ভোগ-প্রদান এবং মহাপ্রভু-কর্তৃক সেই প্রসাদ-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধেতে সর্ব্বথা।
সুকৃতি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা।
গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমিত এমন কভু নাহি পাই শাক॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
চৈতন্যপত্নীর কর এমত যাজন॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর' তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও যা কেনি॥

এই স্থানের গৌড়ীয়-ভাষ্যে বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"শ্রীবার্ষভানবী শ্রীরাধিকার জন্য পাক করিয়া থাকেন; শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও শ্রীগোপী-নাথের নৈবেদ্য-পাকে নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের রন্ধনকারী বলিয়া স্থির নির্ণয় করিলেন।" অর্থাৎ শ্রীগদাধর পণ্ডিত—বৃষভানুসুতা, তাই তিনি নিত্য-গোপীনাথকে ঐরূপ সুন্দর পাক করিয়া ভোজন করান। আবার শ্রীগৌরসুন্দরও অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন; তাঁহার পাচিত নৈবেদ্যে মহাপ্রভুর পরম প্রীতিলাভ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই বৃষভানুসুতা।

লেখক তাঁহার পুস্তিকার মধ্যে কতকগুলি পদ চয়ন করিয়া কোথায় বা গদাধর পণ্ডিতের স্থানে গদাধর দাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কোথাও বা কতকগুলি আধুনিক কল্পিত পদকে প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের পদ বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি কোন আকর প্রামাণিক গ্রন্থের কোন পদ উদ্ধার করিতে পারেন নাই; কারণ প্রামাণিক গ্রন্থ-মাত্রেই শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম-রূপে গণনা করা হইয়াছে।

আমরা দাস গদাধর ও পণ্ডিত গদাধরে ভেদবুদ্ধি করিবার পক্ষপাতী নহি। উভয়েই গৌর-পার্ষদ—মহাপ্রভুর নিজ-জন। তাঁহারা উভয়েই গৌর-লীলা ও ব্রজলীলার নিত্য পরিকর। আমরা 'অর্দ্ধকুকুটীন্যায়' অবলম্বন করিবার জন্য গুরুবর্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হই নাই,—

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুকুটীন্যায়' তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, গৌরা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি, এই মত ভণ্ড॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)

পুস্তিকা-লেখকের লেখনী কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ঐ বাক্যের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করিয়াছে। তিনি মহাজনগণের বিচারকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের কাল্পনিক বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় শ্রীদাস গদাধর প্রভুর চরণে অপরাধ করিয়া শ্রীল পণ্ডিত গদাধর প্রভুর প্রতি যথেচ্ছ অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। দাস গদাধরের দোহাই দিয়া যেরূপ এক প্রকার মনোধর্ম্মী অপরাধি-সম্প্রদায়ে প্রচুর অভিবাড়ী সখীভেকী মত প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ কলির তাড়নায় দাস গদাধরের প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের বিকৃত চিত্তস্রোত শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে পঞ্চতত্ত্বের আসন হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,—"পাগলে না বলে কি, ছাগলে না খায় কি!" কাজেই এইরূপ জাতীয় ব্যাপারের প্রতিবাদ বা সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। অলমতিবিস্তরেণ।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

শ্রীচরণকমলেষু

পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়! কৃপাপূর্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দান করিয়া আমার ও আমার ন্যায় বহু ব্যক্তির সংশয় ভঞ্জন করিবেন।

প্রশ্ন

১। মহাভাগবতের দেহে কোন প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয় কি না? এবং সেই ব্যাধি সাধারণ জীবের ব্যাধির ন্যায় কি? অনেক সময় সাধু মহাপুরুষকে ও শারীরিক তাপে ক্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি সাধারণ জীবের দেহাসক্তির ন্যায়?

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামপ্রসন্ন মজুমদার
বিষ্ণুপুর

উত্তর

মহাভাগবতগণ কর্মফলবাধ্য জীব নহেন। তাঁহারা ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে বিচরণ ও আবির্ভাব করেন। মহাভাগবতের যে অসুস্থতার অভিনয় প্রদর্শন, তাহা ত্রিতাপ-ভোগের অন্তর্গত নহে।

মহাভাগবত অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ-দান ও আগন্তুক ক্লেশের মধ্যেও ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন প্রেমকল্পতরুর মূলস্কন্ধ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ মহাভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবাবৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের আদর্শ প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রপুরীর হৃদয়ে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? অন্তু' রোগের যন্ত্রণায়ই বা সাধারণ দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন!"—

"তুমি—পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিদ্ হঞা কেন করহ রোদন?"
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৮।১১)

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় জিহ্বালম্পট মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেই প্রকার বুদ্ধি হয় নাই, হেতু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যরূপ রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রের প্রকৃত বিশ্রম্ভ শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্জনিন্দাকর।
মহামন্ত্রের নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা সর্বজনে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৯-৩০)

ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাই জানিয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কদর্যন ভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—"আমরা ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না"—"মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন"। কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ সুখ॥
শিব-ব্রহ্মাদি সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৬০—২৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুয়া রোগের অভিনয় (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৫), শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ধরাশায়ী হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষের দর্পণায়

বিচলিত হইয়া কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের প্রাকৃত ভোগদৃশ্য মনে করে, তাহারা দুর্ভাগা ও বঞ্চিত। জীব রোগশোকের কবলে পতিত হইয়া উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎ-সেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিত্য-চিন্ময়ধামে দুঃখ, নীচকুলে ও নানা বিপদ্-আপদ্, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখিয়াও হরিসেবার জন্য তাঁহার চেষ্টা প্রদর্শন না করিলেন, তাহা হইলে এই বিচারের কারাগারে পতিত কর্ম্মী বিমুখ বিন্দুমাত্র কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইতে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

সমাহিতং কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মেঽপকরোদবিক্রিয়াৎ।
কিমব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য তত্কৃতৈ-
রবেন্দ্রিয়প্রীতিরবিক্রিয়স্য কিম্॥

(ভাঃ ১১।২৮।২৫)

অর্থাৎ আমার স্বরূপ যাঁহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ মুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার গুণ দোষ আর কি হইবে? যেমন চোখ উন্মীলিতই হউক, আর নিমীলিতই হউক, তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না, তদ্রূপ মুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা অভিভূত

অজ্ঞ লোক সূর্য্যকে মেঘের দ্বারা আবৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করে, সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নির্ম্মল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয় নাই, আমরাই বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয় হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগ-শোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করিতেছি।

আবার যদি আমরা দুর্বুদ্ধিবশে মনে করি, যখন মহাভাগবত বস্তুতঃ রোগশোকাদি দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তখন আমরা তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিব না। কারণ ক্লিষ্ট ও আর্ত্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা। যিনি বস্তুতঃ ক্লিষ্ট নহেন, তাঁহার শুশ্রূষার কি প্রয়োজন? এইরূপ বিচারে ধাবিত হইলে আমরা রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইব। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদিতে অনাদৃত বিপ্রলম্ভ ভজনতৎপর জানিয়াও বহুতে শ্রীগুরু-দেবের মল-মূত্রাদি মার্জ্জন করিয়াছিলেন, কারণ, শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরী লোক-শিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেব রোগের অভিনয় করিয়া শিষ্যকে বর্ত্তমানে যে সেবার সুযোগ দিতেছেন, সেই সুযোগ বরণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার আর অন্য সুযোগ নাই। সেবাপরক জীবের জন্য শ্রীঅর্চ্চাবতার পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ-প্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তিপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায় রূপ প্রদর্শন করেন। সেই রূপ প্রদর্শন না করিলে সেবাপরক জীবের সেবানুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণও জগতের সর্ব্ববিধ অপেক্ষা-রহিত হইয়া, ত্রিগুণের সর্ব্ববিধ বিক্রমের বহু হইতে পরমমুক্ত থাকিয়া সেবোন্মুখ জীবের সেবানুশীলনের সুযোগ দানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষপ্রায় রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের জগতের প্রতি করুণার নিদর্শন। জগতের বদ্ধজীবের অনর্থগ্রস্ত আর্ত্তের শুশ্রূষার সুযোগ না করিয়া যাহাতে মহাভাগবতগণের শুশ্রূষার সুযোগ পাইয়া জীব ফলাকাঙ্ক্ষী বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হন, তজ্জন্যই মহাভাগবতগণ ঐরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুশ্রূষা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,

ত্বরেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
হীকাতি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজত্বধীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

অর্থাৎ যাঁহার মুখে এক হরিনাম, তাঁহাকে যথার্থ অধিকারী ব্যক্তি বস্তুসম্বন্ধ-বোধে মনে মনে আদর করিবেন। যদি কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তবে তাঁহাকে প্রণামাদিদ্বারা আদর করিবেন, আর যিনি হরিনাম অর্থ প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দাদিতাপ-মুক্ত, যিনি [illegible] সেইরূপ মহাভাগবতকে সর্ব্বতোভাবে আদর [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ জানিয়া [illegible]

[illegible] বা দেহগত দোষ

প্রকার দোষ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে বৈষ্ণব-সেবা লাভ হইবে না। তাই শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥

এই প্রসঙ্গে অবস্থিত অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ ভগবদ্-ভক্তের স্বভাব-জনিত দোষ এবং দেহ-দোষসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রাকৃত দর্শনে দেখিবে না। যেরূপ গঙ্গাজলে বুদ্বুদফেন-পঙ্ক প্রভৃতি মিলিত হইলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্বধর্ম নষ্ট হয় না, তদ্রূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তে বাহ্য দৃষ্টিতে শারীরিক ব্যাধি বা জরাদি-জনিত দুর্দর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃত বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন।

মহাভাগবত বা মুক্ত পুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণ-সেবাপর। তিনি ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের মলমূত্রাদি বিসর্জনের কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যদি "মহাভাগবতের ঐরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে" বিচার করেন, তাহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীউদ্ধবগীতায় জানাইয়াছেন—

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আ নিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥
তিষ্ঠন্নমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩০-৩১)

প্রাণিসকল কোন সংস্কার-দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু-পর্যন্ত কর্ম করে এবং বিকৃত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বস্তুযোক্ষবিদ্ মুক্তপুরুষ, তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবানুকূল সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্মদ্বারা সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি স্থিতিই করুন আর উপবেশনই করুন, গমনই করুন আর শয়নই করুন, প্রশ্বাসই করুন আর অন্নভোজনই করুন কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না।

মানবের পরমধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ সংখ্যার পর)

ধর্ম্ম তত্ত্বে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহ-স্বরূপে শ্রীগুরু লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীগুরুপাদ পরমধাম ও জগদ্ধামকে নমস্কার করি। শ্রীবামচরণ একমাত্র শ্রীগুরুকেই পরম-সম্বন্ধ এবং মোক্ষাভিলাষরহিত কেবল-ঈশ্বর-আরাধনা-লক্ষণ শুদ্ধভক্তিকেই 'পরম ধর্ম্ম' বলিয়াছেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষ ও অনুসন্ধান মানবের পরম ধর্ম্ম নহে,—অপর ধর্ম্ম। তাহা পরম সম্বন্ধের নিত্য স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানব যখন অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত থাকে, তখনই তাহার নিজের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; এবং সেই সকল অপর প্রয়োজন লাভের জন্য কর্ম-জ্ঞানযোগাদি অপর অভিধেয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্য ভগবান্ ঐ সকল অপর অভিধেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় অর্জ্জুনকে পরম অভিধেয়ের বার্ত্তা শ্রবণের জন্য বলিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত অভিধেয় বা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শরণাগতিমূলক অভিধেয় যাজনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীঃ ১৮।৬৪-৬৬)

গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বরজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি—শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদয় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি। তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া আমাকে চিত্ত অর্পণ কর। সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের স্মরণ কর। তুমি আমার প্রিয়জন, অতএব তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অর্থাৎ আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে লাভ করিবে।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ", "পরমং বচঃ", "মদ্ভক্তঃ" ও "মদ্যাজী" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভক্তিই যে পরম অভিধেয় বা মানবের পরমধর্ম্ম, তাহা অতি স্পষ্টভাবে নির্ণীত হইয়াছে। একদিকে "গুহ্য", তৎপূর্ব্বে "সর্ব্ব"-বিশেষণ এবং তাহার উত্তর "তম" প্রত্যয়, আবার চরণের অন্তে "পরমং বচঃ"—এই সকল দৃঢ় করিয়া জানাইয়া দিতেছে যে, গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞান এবং গুহ্যতম বাসুদেব-সংকর্ষণাদি, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের জ্ঞান হইতেও নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই "সর্ব্ব গুহ্যতম"। মানবের এই একমাত্র পরমধর্ম্ম জানিলে যদি অন্যান্য বহু অপর ধর্ম্মে অনাদর-হেতু প্রত্যবায় হয়,—কেহ আশঙ্কা করেন, তজ্জন্য ভগবান্ সর্ব্বশেষচরণের অবতারণা করিয়াছেন।

অনেকে বলেন—ধর্ম্ম সবই সমান। এক ধর্ম্ম বড়, আর এক ধর্ম্ম ছোট—এরূপ তুলনা করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু বহু মানবসম্প্রদায়ের এই ভিত্তির অবলম্বন করিলে ভগবানের উপদেশ অপেক্ষা জীবের স্বকপোল-কল্পিত মতকেই বড় বলিতে হয়। তাহা হইলে তমপ্-প্রত্যয়ের সার্থকতাটি ভগবদ্বাণী এবং ব্যাকরণ হইতে উঠাইয়া দিতে হয়। ভগবান্ স্বয়ংই 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয় এবং 'সর্ব্ব' শব্দ ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত পরম-ধর্ম্মের তুলনা-মূলে বিচার করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। 'অবম' না থাকিলে "পরম" কথার সার্থকতাই থাকে না। সুতরাং মানবের পরমধর্ম্ম ও মানবের অবমধর্ম্মের একাকার কোন মতেই হইতে পারে না।

মানবের পরমধর্ম্ম-নির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
(ভাঃ ১।২।৬)

যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধান-রহিত অপ্রতিহত শ্রবণাদি-লক্ষণ ভক্তির উদয় হয় এবং যে ভক্তির দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হন, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে মানবের পরমধর্ম্মের কথা আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি-দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তি-যোগ—এই পর্য্যন্তই মানবের পরমধর্ম্মের সীমা।

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "এতাবান্" শব্দের টীকায় বলিয়াছেন—"এতাবান্ প্রভেদ-বাহুল্যেঽপি বস্তুতস্তু ইয়ানেবেতি ভাবঃ।"

ধর্ম্মের বহু ভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ ইহাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বা সীমা—এতাবান্ শব্দের এই তাৎপর্য্য।

এই পরমধর্ম্ম একমাত্র ভগবানের প্রণীত, সাধারণ দেব-মনুষ্যাদি দূরের কথা, বিদ্বান্ মুনি ঋষিগণও এই পরমধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে জানেন না।

শ্রীগীতাও অন্যত্র মানবের এই পরমধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন,—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
(গীঃ ৯।১৪)

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
(গীঃ ১০।৯)

দৈবীপ্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মগণ সর্ব্বদা আমার বিশ্ব-কীর্ত্তন পূর্ব্বক, দৃঢ়ব্রতাদিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া চেষ্টা-

পূর্ব্বক এবং ভক্তির সহিত আমাতে শরণাগতি পূর্ব্বক নিত্যযুক্তভাবে আমার উপাসনা করেন।

তাঁহারা আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর আমার বিষয় কীর্ত্তন ও আলোচনা করিয়া সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন।

ভগবান্ যখন ঔদার্য্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার শিক্ষাষ্টকের বাণীর মধ্যে শ্রীশচীর শিক্ষা প্রচার করেন, তখনও শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই মানবের পরমধর্ম্মরূপে আমরা দেখিতে পাই,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥
(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণকিরণ বিতরণ করেন, তিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই শিক্ষা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বাণী-অনুসারেই প্রকাশ করিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনাম ব্যতীত গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই—এই ত্রিসত্য করিয়া শাস্ত্র যে আদেশবাণী প্রচার করিলেন, তাহাকে মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় অনেক সময় 'গোঁড়ামীর ধর্ম্ম' বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবের নানাপ্রকার রুচি। সুতরাং রুচি-অনুসারে নানাপ্রকার মত ও পথ। "'একমাত্র হরিনামই ধর্ম্ম'—এরূপ একঘেয়ে গোঁড়ামী বর্ত্তমান যুগে চলিবে না"—আজকাল অনেক উদারপন্থীর মুখে এরূপ শুনা যায়।

শাস্ত্র বলিলেন,—কলিযুগে হরিনামই একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু কলির প্রথম সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, সুবিধাবাদী অনাম্নায়িক সম্প্রদায় অভক্তিলাভ-রহিত একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম যাজন ও প্রচারকে "গোঁড়ামী" বলিয়া হাঁকিয়া বসিলেন! কিন্তু যাঁহারা পরব্রহ্ম হইতে শুদ্ধ গুরু-পরম্পরার ধারার মধ্য দিয়া শ্রুতি-মন্দাকিনীর ধারা কর্ণে বহন করিয়া আনিতেছেন, তাঁহারা জানাইলেন—"অতীন্দ্রিয় বস্তুর খবর জানিতে হইলে মানুষের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই বলুন, নাসিকাই বলুন, জিহ্বাই বলুন, আর ত্বকই বলুন—কোনটিই কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি গৌরী-শঙ্করে আরোহণ করে নাই, সেই ব্যক্তি কলিকাতায় বসিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম চক্ষু নাসিকা জিহ্বা বা ত্বক্ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া সেখানকার সংবাদ কীর্ত্তন করেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের কথা পঞ্চেন্দ্রিয়ের একমাত্র ইন্দ্রিয় কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হইতে যাঁহারা অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাণী যখন বৈজ্ঞানিক সঙ্কেত-অক্ষরের সাহায্যে পুস্তকে অঙ্কিত থাকে, তখন অপরে তাহা পাঠ করিয়া উক্তস্থান-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞান লাভ করেন, তাহাও বস্তুতঃ কর্ণেরই কার্য্য। কেননা—অক্ষরগুলি শব্দ-সঙ্কেত মাত্র। যে অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত তত্ত্বের খবর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কোনটিই গ্রহণ করিতে পারে না, একমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণে অতীন্দ্রিয় অভিধর্ত্তা পুরুষের কীর্ত্তন বর্ষিত হইলেই ক্রমে ক্রমে সেই অপ্রাকৃত তত্ত্বের অভিজ্ঞান লাভ হয়। এজন্য সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা শব্দ-ব্রহ্মের সেবন করিয়া যে তত্ত্ব বা ধর্ম্মের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং যে ধর্ম্মে একমাত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়ে শব্দব্রহ্মের সেবাকেই পরম বা একমাত্র উপায় ও উপেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই তত্ত্ব ও ধর্ম্ম এই বিশ্বের অন্তর্গত কোন তত্ত্ব বা ধর্ম্ম নহে। তাহা স্বতঃই অপ্রাকৃত পরমধর্ম্ম বলিয়া আত্ম-প্রমাণ প্রদান করে। 'পরমধর্ম্ম' শব্দটিকে অন্য কথায় বলিতে গেলে 'অপ্রাকৃত ধর্ম্ম' বলা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম একমাত্র হরিকীর্ত্তনকেই মুখ্য বলিয়া বরণ করায় তাহাই অপ্রাকৃত ধর্ম্মের পূর্ণ পর্য্যায় বলিয়া প্রমাণিত হয়। যে ধর্ম্ম যতটা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকেই মুখ্যরূপে বরণ করে, সেই ধর্ম্মই ততটা অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা পরম-ধর্ম্মের পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে।

এজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—জগতে

যত প্রকার ধর্ম আছে, তাহা কেহ কেহ নির্গুণ বৈষ্ণব-ধর্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

বেদে, বেদের শিরোভাগ শ্রুতিতে আমরা এবম্ভূত শব্দব্রহ্ম নামের অপ্রাকৃতত্ব পরমমাঙ্গল্য স্মরণ করিয়া থাকি। *

ইঞ্জিলের বাণীর মধ্যেও আমরা নূনাধিক শব্দব্রহ্মের আরাধনার ইঙ্গিত পাই :—In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. (The Gospel according to John)

—সৃষ্টির প্রারম্ভে একমাত্র শব্দই ছিলেন এবং সেই শব্দ ভগবানের সহিত একীভূত ছিলেন এবং সেই শব্দই স্বয়ং ঈশ্বর।

শ্রীচৈতন্যের শক্ত্যাবেশ অবতার মহাত্মা বিশ্বম্ভরের দশবিধ আজ্ঞার অন্যতম আজ্ঞায় যে ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ অপরাধের মধ্যে গণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষাষ্টকে প্রকাশ করিয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহার নিজসর্বশক্তি যে নামে সর্বতোভাবে সমর্পণ করিয়াছেন, যে নাম-গ্রহণে কালাকাল বা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার নাই, সেইরূপ পরম কৃপাময় উদার-বিগ্রহ শব্দাবতার শ্রীনামকে সর্বকাল গ্রহণ না করিবার প্রবৃত্তি বা তৎপ্রতি অনুরাগহীনতা অত্যন্ত দুর্দৈবফলেই উদিত হয়। অর্থাৎ চৈতন্যবদান্যবিগ্রহ শ্রীনাম-চিন্তামণির সুখোৎপাদন বা শ্রীনামের কায় পরিতৃপ্তি করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত নাম-গ্রহণের ছলনায় যে দেহ ও মনের সুবিধাবাদ সংগ্রহ অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অনর্থ-পিপাসা, তাহাই বৃথা নাম-গ্রহণের উদাহরণ। নাম-গ্রহণকারী শ্রীনামের অনাবৃত স্বরূপে অনুরাগ-বিশিষ্ট না হইলে এইরূপ অপরাধের সহিত নাম বা বৃথা নাম-গ্রহণের ছলনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নিরপরাধে নাম লইলেই প্রেমের উদয় হয়। ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। বেদান্তপ্রতিপাদ্য পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন-পাদের চতুর্থসূত্রে সেই কথাই জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"—শব্দব্রহ্মের সেবা হইতেই অনাবৃত্তি—শব্দব্রহ্মের সেবা হইতেই অনাবৃত্তি।

এই শব্দব্রহ্মের সেবাই পরমধর্মের উপায় এবং পরম-ধর্মের উপেয়।

শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন, শ্রীশ্যামসুন্দর গোপীজনবল্লভ প্রভৃতি নামই পরাৎপর তত্ত্বের মুখ্যনাম অর্থাৎ পরাৎপরতত্ত্বের

---

* ঔঁ অহঞ্চ ভগবন্নাম কিমিহেচ্ছন্ বহবে বিদো ব্রূহীতি তত্ত্বোবাচ। (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল, ১৭৯ সূক্ত ৩য় ঋক্)

যে বিদো যে তব নাম চিৎ চিদেকরসং বহবে বহুঃ ব্রহ্মতাপন্নম্। তস্মাৎ অত্র নাম্ন অপীহেতি ভাবিতম্, ন তু সমক্ উচ্চায়-মাহাত্ম্যাদি-পূর্বকম্, তথাপি বিবক্ষন্ তত্রাপীতি কেবলং তৎকরাভ্যাসমাত্রে দুর্ঘটাঃ দুর্মতিং তরিতরাং বিস্তার বক্ষ্যমাণে প্রাপ্নুয়ঃ। বস্তুতস্তেষাং প্রণবব্যক্তিরূপং নাম সৎ ন ভবতীতি। অতএব তত্রত্যবাদো শ্রীমূর্তেঃ স্বকীর্তেরেব সাক্ষেত্যাদাবত্র মুক্তিরয়ং প্রস্তুতঃ। (ভগবৎসন্দর্ভ ৪৬ সংখ্যা)

তমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১।১)

ওম্ এই অক্ষরটি পরমাত্মার প্রিয়তম নাম। ইহা উদ্গান অর্থাৎ উচ্চস্বরে কীর্তন হয় বলিয়া উদ্গীথ শব্দ-বাচ্য। ইহাই পরমবস্তুর মূর্ত সংজ্ঞা।

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

(কঠোপনিষদ্ ২।১৫-১৭)

সকলবেদ যেই পদের কথা কীর্তন করেন, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে বলে অর্থাৎ লক্ষ্য করে, যাঁহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা হয়, সেই পরমপদের বিষয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। তাহা—ওঁকার বা প্রণব।

ইহাই অর্থাৎ এই প্রণবই অক্ষয় ব্রহ্ম, ইহাই পরম অক্ষয় বস্তু, এই অক্ষয় বস্তুকে জানিয়াই লোকে সকল অভীষ্ট লাভ করে।

ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরম আলম্বন। এই আলম্বনকে জ্ঞাত হইয়াই পুরুষ ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।

সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বরসপ্রকাশক পরিচয়। অখিলরসামৃতমূর্ত্তির এই সকল নামে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত বলিয়া ইঁহারাই মুখ্য নায়করূপে অবতীর্ণ। বিশ্ব বা প্রকৃতির অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা প্রভৃতি নামের উদয় হইয়াছে। তাহাতে পরাৎপরতত্ত্বের অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিত্বের পরিচয় নাই। বিভিন্ন ভাষায় ও দর্শনান্তরে ভগবানের বিভিন্ন নামের যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহা কতটা ভগবানের পরাৎপরত্ব ও অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাও বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত সুধীগণের আলোচনার বিষয়। ইহুদিগণ ভগবানকে "জিহোবা" নামে অভিহিত করেন, তদ্দ্বারা সত্তা মাত্র বুঝায়। কিন্তু সত্তা বা অবস্থিতি মাত্র ভগবানের পূর্ণ পরিচয় কি? গ্রীকেরা ভগবান্‌কে "জিয়ুস্" বলেন। "জিয়ুস্" শব্দে অমরত্ব বুঝায়। অমরত্ব পরব্রহ্মের বিভিন্নাংশে জীবেও রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামের দ্বারা ভগবত্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় কি? রোমকেরা ভগবান্‌কে "জুপিটার" বলেন। জুপিটার অর্থে লোক-পিতৃব। ব্রহ্মাদি সাধারণ আধিকারিক দেবতা লোকপালের কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব ঐ শব্দই কি পরমেশ্বরের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে? পারসিকেরা ভগবান্‌কে "অহুর মজদ্" বলেন। ঐ শব্দ দ্বারা "অপাপ-বিদ্ধত্ব" শুধু প্রকাশিত হয়। যাহা পাপ দ্বারা বিদ্ধ নহে, সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ভাবটিই কি পরাৎপরতত্ত্বের পূর্ণ-পরিচায়ক? শ্রুতিমন্ত্রের "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" বা গীতার কথায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"—অনুসারে ঐরূপ নির্ম্মলত্ব জীবেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। "আত্মা" শব্দে পূজনীয়ত্ব বুঝাইয়া থাকে। পরমেশ্বর পরম পূজনীয় বটেন, কিন্তু কেবল-পরমেশ্বরে অখিল রসের কতটা আভাস পাওয়া যায়?

শ্রুতি যাহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত রসময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত রসের পঞ্চ মুখ্য রস এবং সপ্ত গৌণ রস—এই দ্বাদশ রসের দ্বাদশ ঘনের একমাত্র নায়ক বৃন্দাবন-নাথ গোপীকুল-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিজজনগণ অতিমুক্ত নরকল্প, শাস্ত্রশাসন, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দ্বারা বিন্দুমাত্রও প্ররোচিত না হইয়া কিম্বা কৃত্রিম জ্ঞান-বৈরাগ্যযোগাদি পন্থা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতিভরে অপ্রাকৃত পঞ্চরসে যে সেবা করেন, তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম। তাঁহারা রাগাত্মিক জন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া যে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির নিতান্তিকা প্রীতিময়ী সেবা, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই অপ্রাকৃত মানবলীলার পূর্ণতমস্বরূপ। শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলায় সেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সেবার ও অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের অতিনৈতিক বা অতিমানবধর্ম্মের মানবের প্রগতি প্রেরণা করিলে কল্কিদেব অবতীর্ণ হন। স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তমের সেবানীতি প্রাকৃতনীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে কংসের ভৃত্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদের রক্ষক শুষ্কতর্ক বিচারকারী রজকের বধ হয়। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলের ত্রিবিধ অসুরশ্রেণী বিনাশ করিয়া 'গূঢ় কপটমানুষ' তাঁহার যে নিত্যসিদ্ধ সেবাধর্ম্ম প্রকট করেন, তাহাই মানবের পরম চরম ধর্ম্ম। সেই গূঢ়মানব চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন না। তাই গীতায় দেখিতে পাই,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূত-মহেশ্বরম্॥"
(গীতা ৯।১১)

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" (গীতা ৭।৭)

একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নির্ম্মল চেতনের সর্ব্বাঙ্গীন সেবা আর কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কেন না তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের নায়ক ঐতিহাসিক পুরুষমাত্র নহেন। তিনি অপরোক্ষের নায়ক, আধ্যাত্মিক বা রূপক মাত্র নহেন। তিনি অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় হইয়াও নিরিন্দ্রিয় নহেন। তিনি অপ্রাকৃত অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের পূর্ণতম নায়ক। তাই মানব যে কেবল নাভির উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে উন্নত প্রদেশের দ্বারা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে ভগবানের সেবা করিতে যান এবং নাভি হইতে নিম্নাঙ্গকে কেবল নিজের ভোগের জন্য রাখেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ অর্দ্ধাঙ্গ-সেবার নায়ক হন না। তিনি জীবের সর্ব্বাঙ্গকে সেবা-দীক্ষায় দীক্ষিত এবং চিদানন্দময় করিয়া অদ্বিতীয় সম্ভোগ-বিগ্রহরূপে অনুরাগময়ী সেবা আকর্ষণ করেন। তাই শ্রীগৌররামানন্দ-গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্য হইতে সখ্যরস পর্য্যন্ত "এহো হয়", কিন্তু বাৎসল্য-রসের স্থানে

শ্রেষ্ঠো উত্তম"। কেন বাৎসল্য রস হইতে মিশ্র নিয়মের দ্বারা সেবক সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং যাহা মাতাপিতা পুত্রের নিকট গোপন করেন, তাহাও লাজ ও ব্যস্তার মধ্যে গোপনীয় থাকে না। বিবাহিত পতি-পত্নীর মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহা অপেক্ষা পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণের মাদকতা অধিকতর। এই হেয় প্রতিফলিত রাজ্যে তাহা কদর্য্য ও অনুপাদেয়। কেন না, উহা প্রাকৃত। কিন্তু চিন্ময় অপ্রাকৃতরাজ্যে তাহা অত্যন্ত উপাদেয় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে রাজ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বয়াট্ লীলা পুরুষোত্তম, যেখানে দ্বিতীয় পুরুষ ও ভোক্তা নাই, সেখানে পরপ্রকৃতি ভাবটি কেবল রসপুষ্টির উদ্দেশ্যেই অচিন্ত্য নিত্যসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত। অভিমন্যু-আদি গোপের অস্তিত্ব গোলোকে নাই। তথায় ভাববাদ আছে এবং তাহাই নব-নবায়মান রস-চমৎকারিতা বর্দ্ধনের সেতু। শান্ত রস হইতে আরম্ভ করিয়া কান্তরসের রসিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই সেই রাধাকান্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যের সম্বিৎ আহরণে ব্যস্ত—তাঁহাদের সর্ব্বস্ব সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামগন্ধের উপকরণরূপে ডালি দিবার জন্য 'অহৈতুকিকা'-বিধানে ব্যতিব্যস্ত। মানব যখন তাঁহার এই পরমধর্ম্মের সন্ধান পান, তখনই যাবতীয় আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণচরণকল্পদ্রুমের সেবাভিসারব্রত গ্রহণ করেন। ইহাই মানবের পরমধর্ম্ম এবং ইহা হইতেই পরম প্রয়োজন-সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া থাকে। তাহা সম্ভোগবাদ নহে, উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি মহাভাবময় প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত বা বিপ্রলম্ভের সর্ব্বোত্তম অবস্থা। দুনিয়া-দারীর সুবিধা-বাদের যত ছাই ভস্ম লইয়া জড়জগৎ পাগল হইয়া রহিয়াছে। শারীর সুবিধাবাদের মতহীন—সারহীন তুষ কিংবা 'মুক্তি মুক্তি পিশাচী'র আক্রমণের বালাই লইয়া মানুষ যে 'মানবের ধর্ম্ম কর্ম্ম' বলিয়া নাচানাচি করিতেছে, তাহা তখন অনেক নীচে রসাতল তলাতলের বিরাট্ আঁস্তাকুড়ের গর্ত্তে পড়িয়া থাকে। কোথায়ই বা সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বোত্তম মানবের পরম ধর্ম্ম, আর কোথায় বা এই দুনিয়াদারীর আঁস্তাকুড়ের ছাই ভস্মরূপ নানাপ্রকার মতবাদ!

সেই অলৌকিক 'কপট মানুষে'র নিজস্ব পরম ধর্ম্মের প্রধানতম বক্তা ও দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের নিকট 'নরোত্তম' রূপে, কখনও বা 'লোকনাথ' রূপে অভিনন্দিত হন। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই অপ্রাকৃত 'গূঢ় কপট মানুষে'রই অভিন্ন অঙ্গ—দ্বিতীয় দেহ, তাঁহারই প্রকাশ মূর্ত্তি। গোরেন্দা যেরূপ চোরের দলে চোর সাজিয়া মিশিয়া থাকে এবং চোরকে সংশোধিত করে, তেমনিই 'গূঢ় কপট মানুষে'র প্রকাশ-বিগ্রহ নরোত্তমরূপে—লোক-নাথ রূপে পরিচয় দিয়া—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণু-কর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

—এই বাণী আমাদের কর্ণ-কুহরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব মানবের পরমধর্ম্মের উপদেষ্টার অগ্রণী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নমস্কার বিধান করি।

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাঁকুড়ায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ গত ২০ এপ্রিল শুক্রবার হরিকথা প্রচারার্থ বাঁকুড়ায় [illegible] একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। নানাস্থানে প্রচার করিয়া ৮ জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মঙ্গলবার স্বামীজী কেশিয়াড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। তথায় প্রচার করিয়া চিরলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ- [illegible] হইতে ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন

শুক্রবার কালিন্দীয় নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভ পূর্ব্বক তথায় পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ২৬ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ৯ ও ১০ জুন স্বামীজী পচেটগড়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস (১১ জুন) স্বামীজী এগ্রুার ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের গৃহে পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আসাম কামরূপে—গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন শনিবার মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ বি, এ, মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ কামরূপের অন্তর্গত কাঠালবাড়ী নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য গমন করেন। সেবাতীর্থ মহোদয় স্থানীয় শ্রীযুক্ত সনাতন পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বিধান করেন। তৎপরদিবস গ্রামবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া হরিকথা এবং পরমার্থ-সম্বন্ধীয় বহু জটিল প্রশ্নের শাস্ত্রসিদ্ধান্তমূলা মীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন। মহোপদেশক মহোদয় উক্ত জেলার অন্তর্গত গরভঙ্গা, রঙ্গিয়া প্রভৃতি স্থানেও হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-মনোহভীষ্ট পরিপূর্ণ করিয়াছেন। গত ২রা আষাঢ় রবিবার তিনি রঙ্গিয়া সেসন রেলওয়ের অফিসার শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র মহাশয়ের বাসা-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সরল ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন।

———

ঝিনুলিয়া গ্রামে—গত ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীপাট গৌরাঙ্গমঠ হইতে রওনা হইয়া ঝিনুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত রসরাজ সাহা মহাশয়ের গৃহে তিনদিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হয়।

পাকুটিয়া গ্রামে—গত ১ আষাঢ়, ১৬ জুন শনিবার স্বামীজী ঝিনুলিয়া হইতে পাকুটিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গ্রামবাসীর আগ্রহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়।

পাবনায়—গত ৩রা আষাঢ়, ১৮ জুন সোমবার স্বামীজী পাবনা জেলার অন্তর্গত সাধুপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে জীবের গৌণ ও মুখ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণীসমূহ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন।

গত ৪ আষাঢ়, ১৯জুন মঙ্গলবার স্বামীজী নৌকাযোগে হাটুরিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায়াধিকারী মহোদয়ের গৃহে অভ্যর্থিত হন। সিদ্ধেশ্বর বাবু স্বামীজীকে অভ্যর্থনার জন্য সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও পুষ্পমাল্যাদির অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু মহাশয় তোপধ্বনি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা হইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৫ই আষাঢ়, ২১ জুন, বৃহস্পতিবার তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পাবনা জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও স্থানীয় ভদ্রগণের উৎসাহে একটি বিরাট্ বিচার-সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ আহূত হইয়া উক্ত সভায় উপস্থিত হন। সশিষ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী ও স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 'গুরুতত্ত্ব', 'গোস্বামী কে ?' প্রভৃতি কএকটি প্রশ্ন সভায় উপস্থাপিত করেন। প্রথমে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য উক্ত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী মহাশয়কে সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় প্রশ্নের উত্তর দিতে নিজ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে উক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়া দেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সদ্সিদ্ধান্তগুলি শ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ

...ষ্টীও উক্ত সভার প্রশ্নগুলির সমাধান-মূলক বহু ...পূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত আষাঢ়, (১৩৪১) ২২ জুন (১৯৩৪) শুক্রবার ...পাদ অনন্ত মহারাজ শাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া ...গ্রামে উপস্থিত হন। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু ...ঐকান্তিক আগ্রহে ও যত্নে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় ...বাজারে একটি বিরাজন-মণ্ডিতা মহতী ...সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ অনাদিবৃক্ষ ...বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় ...এক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ...স্বামিজি মহারাজও 'বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি ...বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত এম, এস্, এল্; শ্রীযুক্ত ...গোপালচন্দ্র মিত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় এল, সি, পি, এস্; ডাঃ শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস এল, সি, পি, এস্; শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু (মার্চ্চেণ্ট); শ্রীযুক্ত কানাইলাল কুণ্ডু (প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন নাকালিয়া ইউনিয়ন বোর্ড); শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী (জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট); শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর দাস (মার্চ্চেণ্ট); শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্র থানাধিকারী; শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র কুণ্ডু (মার্চ্চেণ্ট) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাজে—মাদ্রাজে-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মাদ্রাজে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার-সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজীর সেবোদ্যমে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের একটি 'তেলেগু' সংস্করণ বাহির হইতেছে, উহার মুদ্রণ-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর

১০ই জুন, ১৯১৬

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সন

* * *

আপনার ১ বৈশাখের কার্ড এবং ১৯শে বৈশাখের পত্র যথাকালে পাইয়াছি। নানাপ্রকার গোলমালের জন্য যথা-সময়ে পত্রের উত্তর লিখিতে সমর্থ হই নাই। আপনার প্রেরিত সজ্জনতোষণীর বার্ষিক ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বুঝিয়া পাঠ করিবেন এবং অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম করিবেন। 'সদাশিব' অর্থে মহাবিষ্ণুর অবতার বুঝায়। রুদ্র ও সদাশিবে ভেদ আছে। ভক্তিচৈতন্য-চন্দ্রিকা * * * গ্রন্থ, উহা পড়িবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা পাঁচ প্রকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। অবৈষ্ণবেরা ভগবানের সহিত অন্য দেবের সমান জ্ঞান করেন, সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণব ও মায়াবাদী। ভগবান্ একমাত্র, কিন্তু দেবতা অনেক। কালী, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণকে অবৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন। যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে দেবী-দেবা পূজা করেন, তাঁহারা অবৈষ্ণব। শ্রীগীতাই তাহার প্রমাণ। অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিলে অপরাধ হয়। * * * যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব মনে করা অপরাধ। স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর বুদ্ধিতে অন্য দেবদেবীর প্রণাম পূজাদি করিতে নাই। পরমেশ্বরের সেবক-বিচারে দেবদেবীর নিত্যস্বরূপের সম্মান হোয়াবহ নহে। যাহারা অবৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণব বলে ও স্বতন্ত্রবিচারে দেবদেবীর উপাসনা করে, তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অনন্যতা না থাকায় তাহারা শুদ্ধ হইতে পারে না। আপনি ঐ প্রকার ছন্দস্ব মনে মনে ছাড়িয়া উপদেশামৃত পাঠ করুন, কৃষ্ণ অবশ্যই আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহারা পাঁচ-মিশাল ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। আপনার ভজন-কুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১; ৩০শে জুন, ১৯৩৪ | ৪৬শ সংখ্যা

মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার

মঠন্তি বসন্তি যস্যাং ইতি মঠঃ। যাহাতে পরমার্থ-শিক্ষার্থিগণ আচার্য্যের অনুগত হইয়া বাস করেন, তাহাই মঠ। মঠ ও সাধারণ গৃহের সহিত পার্থক্য এই যে, গৃহ—ভোগাগার আর মঠ—হরিসেবাগার। যেখানে ভোগ-প্রবণতা, সেখানেই স্ব-স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনের প্রয়াস; আর যেখানে অকৃত্রিম হরিসেবার পারিপার্শ্বিকতা, সেখানেই পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

মঠ—ভোগিমঠ, ত্যাগিমঠ ও ভক্তিমঠ-ভেদে ত্রিবিধ; বস্তুতঃ ভোগিমঠ 'মঠ' পদ-বাচ্য নহে। ধাত্রী-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের যে সকল ভোগবর্দ্ধনমঠ ভোগের গুপ্তাগারস্বরূপে বিরাজিত, তাহা 'মঠ' শব্দের ব্যভিচার মাত্র। সূক্ষ্মবিচারে ত্যাগিমঠও প্রাকৃত নির্গুণমঠের তারতম্য হইতে ন্যূনাধিক নহে। আনুগত্য-ধর্ম্মই মঠের প্রাণ; তাহা নির্ভেদ-জ্ঞান-চেষ্টার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও নিষ্কপটতা রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া অনেকে জ্ঞানিমঠকে প্রকৃত 'মঠ' শব্দে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

অনেকের ধারণা 'মঠ' শব্দটি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় ধার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে; পারমার্থিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিষ্ণুর সেবালয়কেই অতি প্রাচীনকালে 'মঠ' শব্দে

অবিচ্ছিত করা হইত। আচার্য্য শঙ্করের চারিটি * মঠ-স্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মঠ বিরাজিত ছিল।

আনুগত্যধর্ম্মই ভক্তির স্বরূপগত বা ভক্তির নামান্তর। অন্যত্র আচার্য্যানুগতা ভক্তিমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়।

ভোগপ্রায় সমাজ বা গৃহের মধ্যেও আনুগত্যের একটি বিকৃত প্রতিচ্ছবি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার কারণ কোনও প্রদানের আনুগত্য না থাকিলে ভোগের সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে না—সমস্তই লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। এজন্যই গৃহবাসিগণ বিশিষ্ট গৃহপতি বা কর্ত্তার অধীনে ও অনুশাসনে অবস্থিত হইয়া স্ব-স্ব-ভোগ আহরণ করিয়া থাকে।

মঠে আচার্য্যের প্রতি আনুগত্যধর্ম্ম যদি সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে তাহা মঠবাসীকে (?) বহির্ম্মুখ গৃহবাসীরই অন্যতম বা প্রচ্ছন্ন ভোগী গৃহবাসী করিয়া তোলে।

মঠবাসীর অপর নাম—অন্তেবাসী, শিক্ষার্থী বা শিষ্য। তাঁহারা আচার্য্য বা গুরুসন্নিধিতে বাস করিয়া আচার্য্যের অন্তরীই সেবা শিক্ষা করেন। আচার্য্য-সেবাই ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর সন্ন্যাস, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর বনপ্রস্থান, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর প্রকৃত গার্হস্থ্য।

আচার্য্য-সেবায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করিলে মঠ-বাস হয় না, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্যধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না। ফলের দ্বারা যেরূপ কারণ অনুমিত হয়, তদ্রূপ কে কি পরিমাণ মঠবাসী, তাহাও আচার্য্যসেবার অকৃত্রিমতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। মনুষ্যের চক্ষে ধূলা দেওয়া যায়, বাগ্মিতা দিয়া জগতের লোকের মুখও সাময়িক ভাবে বন্ধ করা যায়, কিম্বা নানা চাল চালিয়া বাহিরের সাধুলক্ষ্য রক্ষা করা যায়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে ঠকান যায় না, তাঁহাকে ঠকাইতে গেলে কামারকে ইস্পাত ঠকাইবার ন্যায় নিজেই ঠকিতে হয়।

নিষ্কপট হরিসেবা-নিকেতন মঠে যে কেবল ব্রহ্মচারিগণই বাস করেন, তাহা নহে; আচার্য্য সেবা-পরায়ণ সংযত গৃহস্থগণও তথায় অনুকূল বা সাময়িকভাবে বাস করিতে পারেন, তবে গৃহস্থগণ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মঠের দ্বারা তাঁহাদের কেবল সাংসারিক জীবনের সুবিধা বা লাভ উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মঠবাসীর পরিবর্ত্তে মঠভোগী বলা যাইবে। সাংসারিক ব্যয় বাঁচাইবার জন্য মঠে বাস কিংবা মঠের হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বা লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখসুবিধা অথবা আরামের বন্দোবস্ত করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে মঠভোগ হইয়া যায়। হরিসেবা-সম্পর্ক মঠের সহিত যে সকল আগন্তুক সম্মানিত বা আঢ্য ব্যক্তির পরিচয় আছে, মঠবাসের অভিনয়কারী গৃহস্থব্যক্তি যদি সেই সকল পরিচয়ের অবৈধ সুযোগ লইয়া তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাংসারিক বা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হন বা ঘুণাক্ষরেও হৃদয়ের অন্তরালে সেইরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মঠবাসী না বলিয়া মঠভোগী বলা সমীচীন নহে কি? হয়ত' কোন কোন স্থানে এইরূপ দৃষ্টান্তও চক্ষে পতিত হইতে পারে যে, আচার্য্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দ্দেশমতে মঠবাসী গৃহস্থের কেহ কেহ, এমন কি তাঁহাদের স্বজনবর্গও মঠের সাহায্যে মুনাফিক পরিপুষ্ট বা প্রতিপালিত হইতেছে। ঐরূপ দৃষ্টান্ত কোন গভীর ও গুহ্য উদ্দেশ্য-যুক্ত কিনা, তাহা না জানিয়া অপরের পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ বা উহার নজির দেখাইয়া ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়ে সমৃদ্ধি-লাভের জন্য দাবী করা মঠবাসী হরিসেবকের কর্ত্তব্য নহে। তাহা মঠভোগেরই প্রয়াস।

মঠবাস করিতে করিতে এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসকলও আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা হয়ত' আমাদের আধ্যক্ষিকতার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যদি সে-স্থানে আমাদের আধ্যক্ষিকতা সেবা-ব্রতের সুদৃঢ় ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গণতন্ত্রিকতার সহিত বংশগতার জঘন্যব্রতে বাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে তথা-কথিত স্বার্থপরায়ণতার নামে সেবাময় প্রাণকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে। এরূপ সঙ্কটে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমার পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত বিপর্য্যস্ত

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি শিষ্যকে তাহাদের উপযোগিতা অনুসারে—জ্যোতিষ্ঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্দ্ধন বা ভোগবর্দ্ধনঃ, দ্বারকায়—সারদামঠ এবং শৃঙ্গেরিমঠ স্থাপন করেন।

হউক, জগতের সমস্ত লোক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি আমি আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না, যিনি এইরূপ তীব্র-প্রতিজ্ঞার বর্ম্ম ব্রহ্মাস্ত্রির হায় সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে পারেন, তিনিই এই জগতের মায়াযুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই সত্য সত্য নিত্য মঠবাসী থাকিতে পারেন ও মঠবাসী থাকিয়া আচার্য্যের কৃপা-কেতন রূপে উড্ডীন হইয়া থাকেন।

মঠবাসীর সহিত নিষ্কিঞ্চন নির্জ্জনবাসী বা বৃক্ষতলবাসীর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবাসী বিধি ও অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য-সেবা করিতে করিতে নিজবল লাভ করেন। নির্জ্জনবাসী সেরূপ কোন অনুশাসনের বশবর্ত্তী হন না।

ষষ্ঠে অসংখ্য অধিকারের অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা হয়ত' অনেকেই অনর্থরোগ উপশমের জন্য পারমার্থিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন। হাসপাতালের খাতায় তাঁহাদের নাম রেজিষ্টি হইয়াছে বলিয়াই যে তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী, এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক। বিভিন্ন অধিকারের লোক দেখিয়া শঙ্কাযুক্ত হইলে কখনও আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না।

প্রত্যেকেই আচার্য্যদৈবজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার যত্ন করিবেন, নিজের মঙ্গলের প্রতি নিজে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন; অপরের ছিদ্র দর্শন বা অনুসন্ধান করিলে নিজের রোগও' পরিবেই না বরং উহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মধ্যে সেই নিন্দিত রোগই সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। অপরের ব্যাধি বা ছিদ্রের নিন্দা না করিয়া যিনি যে বিষয়ে যতটুকু সুস্থ, তিনি ততটুকু সেই বিষয়ে অপরকে সদ্ভাবে, অকপটে ও অকপটতার সহিত সাহায্য করিবেন। যদি সাহায্য না করেন, তবে তিনি কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু, না হয় সেই রোগের রোগী করিয়া ফেলিবে। সদ্ভাবাভাবে বহুব্যক্তি হরিসেবার পরস্পর সাহায্য লাভ করিবার জন্য এক সদ্বৈদ্যের অধীনে বাস করিতেছেন, সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে একজনের মঙ্গলে আর একজনের মৎসরতার উদয় করাইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল বর্ম্মোদ্গিরণ ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতার 'নালিশ'র সৃষ্টি করিবে।

অনেক সময় হয়ত' মঠবাসিগণের মধ্যে কোন সতীর্থ অজ্ঞতাক্রমে কোন ত্রুটি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপ কার্য্যকে কেবলমাত্র প্রতিকূল সমালোচনার পেষণীযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পিষ্ট-পেষণ করিতে করিতে অতিরিক্ত ঠিক বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ঐ বিষয়ের গুপ্তসমালোচনায় আনন্দভোগ না করিয়া সহৃদয়তা ও সরলতার সহিত মিষ্টবাক্যে অথচ যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, এইরূপ সদ্যুক্তির সহিত সৎশিক্ষাটুকু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক নিজের আচরণে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের নিসর্গগত ত্রুটি, বিচ্যুতি এমন কি অপরাধসমূহের প্রতি সকল সময়ই অসহনীয় লগুড়াঘাত, বাঙ্গ-বাক্যাসাপ-প্রয়োগে কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া-প্রদর্শনে যে কৃপণতা করা হইবে, তৎফলে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী মঠবাসী হইবার সাহায্য করা হইবে মাত্র।

মঠায়তনরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ষষ্ঠের বিভিন্ন নির্ম্মল ও সুন্দর অঙ্গ লইয়া সম্পূর্ণ মঠায়তনটি রচিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদপদ্ম মঠায়তনের জীবন-মঙ্গল অভিমর্ত্য মস্তিষ্ক-স্বরূপ। মস্তিষ্কের দ্বারাই সমস্ত অঙ্গ নিয়মিত ও সমস্ত অঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করিলে অতীব শোভন অঙ্গেরও কোনই মূল্য বা সার্থকতা থাকে না; আবার মস্তিষ্ককে সংযুক্ত রাখিয়াও অন্যান্য ইতর বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অথবা উপেক্ষা বা অনাদর করিলে মস্তিষ্কের সেবা-সাধক অঙ্গসমূহের অবমাননা করায় মস্তিষ্কেরই সেবার বিঘ্ন উৎপাদন করা হয়। তাই যাঁহার আচার্য্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি কোন মঠবাসীকেই, অধিকারে যিনি যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হউন, উপেক্ষা, অনাদর, অপ্রীতি, হিংসা, দ্বেষ বা মৎসরতার চক্ষে দেখিতে পারেন না। 'কনিষ্ঠ'কে 'পাপিষ্ঠ' মনে না করিয়া তাঁহাকে স্নেহ ও উপদেশাদি দ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মঠায়তনের শিরঃস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর সংলগ্ন ও গরিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কনিষ্ঠকে সাধারণ 'বিদ্বদ্গণ' মনে করিলে কিংবা

সেই সম্বন্ধটি মাত্র ধোয়ে রাখিলে অথবা সম্বন্ধণের জন্য কপটতার সহিত তাঁহাকে তোষামোদ করিলে কনিষ্ঠের প্রতি (ক্রমিক) আদরের নামে যে শুধু হিংসা-বহ্নি ধূমায়িত করা হইবে, তাহা ক্রমে ধূমে ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্বলিত ব্যাপক অবস্থা ধারণ করিতে পারে। কাজেই যাঁহারা লোক-শিক্ষকের করিয়াছেন, পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের শিক্ষ- কে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা-প্রদানের ভার তাঁহাদের উপরই এস্থানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে কনিষ্ঠগণের শিক্ষাভার কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপরিভারে নিযুক্ত না হওয়ায়, বহুজন পট-পরি- বর্ত্তনের মধ্যে তাহা অধিক হইয়া পড়ায় ও সময় সময় মহাজনদিগের নিয়ামকত্ব অনধিকার-প্রবেশ করায় শিক্ষার প্রতি উদাসীনপরায়ণ ও দোষদৃষ্ট হইয়া কিন্তু যদি আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক তাৎপর্য্য- পর ও নিকট হয়, তবে বিভিন্ন হস্তচালনা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভিন্ন নিয়ামকত্বের মধ্যেও আমরা শিক্ষিত ও শিক্ষক হইতে পারি। এখানে শিক্ষকের অভিমানেও নিত্য শিক্ষার্থীর অভিমান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না—"মঠস্থিত সর্ব্বস্তি ছাত্রাঃ বয়ম্"—এই কথাটি সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

'আমি শিক্ষক নহি, অদ্বিতীয় শিক্ষক, আমি সব জানি'—এইরূপ অভিমান মঠবাসীর অভিমান নহে। মঠবাসী এরূপ আদর্শ আচরণ করিবেন, যাহাতে তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণই পরস্পরের শিক্ষার সহায়তা করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের বাঞ্ছনীয়, পরস্পরের যথাযোগ্য অনুশাসন ও সম্মান অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হয়; আর যদি পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার পরস্পরের শিক্ষার আদর্শের উপকরণ প্রদান না করিয়া কেবল প্রতিকূল সমালোচনার ইন্ধন সরবরাহ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের কাম্যবস্তু না হইয়া বিষের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় হয়, পরস্পরের অনুশাসন ও অভিনন্দন আন্তরিক প্রার্থনীয় বিষয় না হইয়া কেবল কপটতা ও কৃত্রিমতাপূর্ণ আলাপের দুঃসহনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমরা আচার্য্য-সেবার তাৎপর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আমরা আর মঠবাসী নহি,—গৃহাদ্ধ-কূপবাসী হইতেও অধিকতর মর্ম্মন্তুদভাবে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের বাসস্থিতিকে কেবল জেলখানার ন্যায় স্বল্প-মুক্তাবস্থানের পাথেয় মাত্র, আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই শ্রুত মানবজীবনের পরম পাথেয় হরিকীর্ত্তনকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

প্রত্যেক মঠবাসীই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবক অপর মঠবাসী বা মঠবাসীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে যথাযোগ্য সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবেন। কোন মঠসেবক আমার অধীনস্থ বা আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া তাঁহার দিকে আমি আদৌ তাকাইব না, এমন কি পিপাসায় তাঁহাকে এক গণ্ডূষ জলও প্রদান করিব না, করিলে আমাকে অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে লইতে হইবে, ইহাই সে বোঝা বহনের পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠাটুকু আমি আমার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে পাইব না—এইরূপ বিচার করিয়া অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইলে প্রত্যেককার্য্যেই আমাকে সেবার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশা-পারিশ্রমিক চয়ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে সেবার পরিমাণের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশার পরিমাণের খতিয়ান খুলিয়া বসেন, তবে মঠবাসীকে (?) তোপাক গৃহ- স্থালী অপেক্ষাও অধিকতর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গৃহস্বত্বের দ্বারা ব্যষ্টি বা সমাজের যে অহিত-সাধন ও কলহের প্রচার হয়, মঠবাসিগণের মধ্যে ঘন্দোৎপত্তিতে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। অহৈতুক সেবাব্রতগ্রহণকারিগণের মধ্যেও যদি প্রতিষ্ঠা-সুখ না পাইলে কেহই তৃণজ্ঞান না করেন, তবে সেরূপ ঘুষের রাজ্যে চরমে পরস্পর ঘুষাঘুষি করিতে করিতে বহুধন ধ্বংস হইয়া যায়।

অনেক সময় মঠবাসীর অভিমান করিয়া যদি আমরা প্রাকৃত পরার্থিতা বা altruism এর নিন্দা করিতে করিতে উহাকে মঠবাসিগণের প্রতি অতিব্যাপ্ত করিয়া ফেলি অর্থাৎ মঠ-সেবকগণের সেবা করিলে কর্ম্মমার্গ হইয়া যাইবে বিচার করি, আবার যাঁহার প্রতি সেবার ভান দেখাইলে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ পাওয়া যাইবে, তাঁহাকে এরূপভাবে সেবা (?) করিতে আরম্ভ করি যে, তিনি হঠাৎ সকলের সেবাভারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঐরূপ উভয় প্রকার ভোগবুদ্ধি ও কৃত্রিমতার নিকট হইতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময়ী চিন্তরে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। মঠবাসীর দৈনন্দিন আচরণের কোনটিই আনুগত্য ধর্ম্মকে পরিহার করিবে না। কি প্রণাম-সম্মান-কালে, কি হরিকথা-শ্রবণ-সময়ে, কি হরিকথাপ্রচারের কালে—সকল সময়ই আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসিগণের চরিত্রের ভূষণ-রূপে প্রকাশিত থাকিবে। মঠবাসী বৈষীভক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্ব-ভোগ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিলে উদ্ধত্যের তাণ্ডব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে মঠাশ্রমকে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিবে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগের পরেই মঠবাসিগণ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। ভগবৎপ্রসাদগ্রহণ-কালে প্রত্যেকেই অহংপূর্ব্বিকা নীতি (অর্থাৎ 'আমাকে অগ্রে দাও', 'আমাকে অগ্রে দাও' এইরূপ ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিলে কিম্বা 'আমাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দাও' এইরূপ উৎকণ্ঠা বা স্বেচ্ছাপূর্ণা নীতি প্রকাশ করিলে প্রত্যেকেই পরস্পর ঐরূপ অনুকরণ করিতে করিতে এক মহাহট্টগোলের সৃষ্টি করিবে। কাহারও কাহারও হয় ত' 'মুক ফাটে ত মুখ ফুটে না' এই নীতি-ভাব হৃদয়-উদ্বেগ হৃদয়েই থাকিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে গুপ্ত-বিদ্রোহ বাহিরে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং ঐরূপ বিদ্রোহী আগ্নেয় গিরিদাহার পরস্পর সহসহ সন্নিধানে মঠাশ্রমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে নানাপ্রকারে শিথিল করিয়া তুলিবে।

হরিকথা-শ্রবণকালেও আমাদের আনুগত্যধর্ম্ম বিশেষ আবশ্যক। হয় ত' শ্রোতার কৃত্রিম সজ্জায় কাহারও নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি অন্তরূপভাব পোষণ করি বা কাহারও হরিকথা কীর্ত্তন-কালে ঐসকল কথা আমার জানা আছে মনে করিয়া ঐসময় অন্য কোন হরিসেবার কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে গুলতানিতে বা আরাম-প্রিয়তায় কাটাইয়া দেই, আমার এইরূপ আদর্শ অচিরেই সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়া বহু দুর্ব্বল মঠবাসীকে সহজেই আক্রমণ করিয়া বসিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আনুগত্যধর্ম্মের অভাবেই এইরূপ গুলতানিপ্রিয়তা আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই হরিকথা বা আত্মমঙ্গলের প্রতি অনাদর ঘটাইয়া থাকে।

অনেক সময় মঠবাসিসূত্রে যাহা প্রচার করি, তাহা শুনিতে আমার ব্যক্তিগতও আগ্রহ নাই, অন্যান্য তথাকথিত মঠবাসিগণেরও রুচি নাই, প্রচার-কার্য্যটি যেন বাহিরের লোকের জন্য, মঠবাসীর ব্যক্তিগত জীবন বা সমষ্টি-গত জীবনের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ যে কথা আমি নিজে শুনি না অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করি না বা আমার সতীর্থগণকে শুনাইতে পারি না, তাহা বাহিরের লোক শুনিবে কেন? বাহিরের লোকের অজ্ঞতা, লোকামী বা সরলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে যে সাময়িকভাবে আমার কীর্ত্তনবাক্যে আস্থাবান্ করিবার চেষ্টা, তাহা যদি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে স্থায়িভাবে জীবন্ত আদর্শ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বাহিরের লোক আমার দ্বারাই কিছুদিন পরে প্রতারিত হইয়া আমার বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ যদি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাস্তবসত্যকীর্ত্তনে একান্ত অকৃত্রিম আনুগত্যধর্ম্ম বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাহাতে জগতে প্রত্যেক সরল, নিষ্কপট ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্বথা মর্য্যাদার সংরক্ষণ মঠবাসীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মঠবাসিগণ পরস্পর যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্য্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা নিম্ন ও উচ্চ উভয়-দিক্‌গামিনী। ইহা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেরূপ ব্রহ্মচারিবৃন্দকে অথবা কনিষ্ঠগণকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যানের দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গলকামনাময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাসিগণকে অকৃত্রিম-শ্রদ্ধা ও প্রীতিময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্ব-স্ব-অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন।

অনেক সময় সামান্য বিষয় লইয়াই হউক বা কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়াই হউক, মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য করেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল যে মঠবাসিগণের পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহা নহে; শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও অবহেলা করা হয়। সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য 'অপরাধ' রূপে গণিত হইয়াছে, সুতরাং মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর

উৎকোচ বা প্রতিষ্ঠিতা করেন, তবে তাঁহারাও সেইরূপ অপরাধের ফল বহন করিতে প্রস্তুত হইবেন।

অনেক সময় শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎভাবে সম্মুখে উপস্থিত নাই মনে করিয়া আমরা যদি মঠবাসিগণের অনুশাসন-সমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মতভেদ, সঙ্ঘর্ষ, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্য ও খণ্ডিত বস্তু কল্পনার অপরাধে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জ্ঞানে কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুরূপ অস্তিত্ব নাই—এই ধর্ত্তাবিচার হইতেই এরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়।

"পরের সেবক হয় যেই আপনার" এই বিচারে মঠবাসি-গণ শ্রীগুরুপাদপদ্মানুকম্পিত ও মঠের সম্পর্কে সম্পর্কিত গৃহিগণকে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। মঠবাসিগণ গৃহস্থের ছিদ্রানু-সন্ধান কিংবা গৃহস্থগণ মঠবাসীর ছিদ্রানুসন্ধান করিলে পরস্পরের তাহাতেও হিত হইবে না, অপিচ পরস্পরের মধ্যে অপ্রীতির মাত্রই ক্রমে ক্রমে গোপনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে তাহা এক ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিবে। পরস্পরের সমালোচনা করিয়া পরস্পরের কোন্ কোন্ বিষয় উপলব্ধির পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে, তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গলময় ফল ফলিবে। তাহা না করিয়া স্বয়ং কায়িক বাচিক বা মানসিক অপরাধ স্থাপন বা প্রতিষ্ঠাশার পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। গৃহস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড়, ব্রহ্মচারী বড়, না সন্ন্যাসী বড়, সন্ন্যাসী বড়, না বানপ্রস্থ বড়, বানপ্রস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড় এইরূপ বৃথা বিতণ্ডা করিয়া পরস্পর মারামারি করা অতিরিক্ত তথাকথিত মঠ-বাসিগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইলেও ভক্তিমঠাশ্রমের কোনও অধিবাসীরই উহা কর্ত্তব্য নহে। হরিসেবা-বৃত্তি যাঁহার যতটা অধিক, তিনিই ততটা নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন। যাঁহার হরিসেবা-বৃত্তি কোন কারণে ততদূর প্রকাশিত নহে, তাঁহাকে ও অকপট হরিসেবক অকপটভাবে সাহায্য করিবেন। কে ছোট, কে বড়—এইরূপ বৃথা তর্ক করিয়া হরিসেবার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না।

মঠবাসিগণ পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিবেন। ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা মাৎসর্য্য-অধিকা-দ্বারা আত্মরক্ষণ ও পরমঙ্গল কোনটিই সাধন করা যায় না। 'তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' হইয়া অকপট হরি-কীর্ত্তনের প্রণালী কেবল যে বৈষ্ণবতা অর্জ্জনের পরম পাথেয়, তাহা নহে, ইহা অহমিকাপূর্ণ বিমুখ মানব-সমাজকে হরি-কথা শুনাইবার পক্ষে একটি পরম কৌশল। যে মানব-সমাজ প্রাকৃত অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া অনুক্ষণ পরাকে 'পরা' জ্ঞান করিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া অহমিকা প্রকাশ করিলে কখনই মানবকে হরিকথা শুনান যাইবে না, তাহাদের গতির বিপরীত দিকে অভিযান দেখাইলে তাহাদের অহমিকা নূতন প্রতিযোগী ইন্ধন না পাইয়া মাথা নত করিবে। কোন লোকোত্তর আচার্য্যের অধিতীয় ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করিয়া অপরে সেই ব্যক্তিত্বের জীবনীশক্তিবিহীন ঔদ্ধত্যমাত্র প্রকাশ করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু বহির্ম্মুখগণের সহিত এমন কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় কলঙ্কিত না হয়, আর আমাদের সেইরূপ নিন্দাপূর্ণ বাক্য শ্রবণের দুর্ভাগ্য না হয়।

মঠবাসী প্রচারকগণ অকপটে নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু সত্য কথাকে এরূপ 'চাঁচা ছোলা' করিয়া বলিতে হইবে না, যেন অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল করে, তাহা হইলে ফল বিষময় হইবে। সত্য কথা বলিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেও কৌশল চাই। শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যে, সভা-সমিতিতে সকল প্রকারের অধিকারের শ্রোতা বর্ত্তমান, সেখানে সত্য কথা বলিলেও এরূপ কৌশলে বলিতে হইবে যে যাঁহারা একান্ত অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি অনুরাগী ও অধিকতর অনুসন্ধিৎসা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারেন এবং যাঁহারা অসত্যাভিনিবেশের অধিকারী, তাঁহারাও যেন সত্য জানিবার পরিপ্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। যখন তাঁহারা ঐরূপ পরিপ্রশ্ন করিয়া যুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবাণী শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে অসত্যাভিনিবেশের মনগুলিকে তদ্বয় হইতে অপসারিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, তখন তাঁহারা নিজেরাই অনৈতিক-সত্যের উপলক্ষ-সমূহকে বাহিয়া

লইতে পারিবেন ; তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিকট একেবারে 'চাচা ছোলা' করিয়া সত্যকথা বলিলে তাঁহারা চিরতরে সত্যের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবেন। হরিকীর্ত্তনকারী শ্রোতৃবৃন্দের ক্রম-মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবেন না, তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরিবর্দ্ধন ও পরিপ্রশ্নস্থলে শ্রবণের সুযোগ দিবেন।

অনেক সময় হয়ত' অনর্থরোগে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ কেহ সহৈতু বা কুতর্কমূলে মঠাশ্রিত প্রকৃতির প্রতিও নানা কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অভিমত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার প্রতিও কুবাক্য প্রয়োগ এবং হিংস্র জন্তু-প্রকৃতিতে বা নির্দ্দয়তা-নিবন্ধন উপকারীরও অপকার করিয়া থাকে। কিন্তু মঠবাসী বা প্রচারকগণ জগতের ঐরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের ডালি উপহার পাইলেও তাহাদিগের প্রতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ কুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না। রোগীর সহিত চিকিৎসকের প্রতিযোগিতা নাই, ছলে বলে অথবা ব্যতিরেকভাবে ঘৃণা প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু রোগীকে ঘৃণা করিতেছি, একথাও তাহাকে শুনাইতে হইবে না, কার্য্যের দ্বারা অনুভব করাইতে হইবে। কেবল মাত্র কথায় শুনাইলে রোগী আপনাকে নিরস্থানে অবস্থিত দেখিয়া চিকিৎসকের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে, রোগীর সহিত কৌশলপূর্ণ অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছাময় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।

অনেক সময় হয়ত' কোন কোন অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তি মঠবাসিগণকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। হাতী যখন রাজপথ দিয়া গমন করে, তখন কুকুর যেউ যেউ করিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। ইহাই উহাদের নৈসর্গিকধর্ম্ম ; কিন্তু গজপৃষ্ঠে আরূঢ় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হস্তিপৃষ্ঠের উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া কুকুরের সহিত পাল্লা দিবার জন্য কুকুরকে কামড়াইতে যান না। অতএব, মঠবাসী বা প্রচারকগণ খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চীৎকারের সহিত কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা না করিয়া উহার প্রতি বধির থাকিবেন এবং সুধীবের ন্যায় হরিকীর্ত্তনের অঙ্গই কর্ণবেধ সম্পাদন করিবেন।

মোটকথা, মঠবাসিগণের আচরণ যেন কখনও এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ত্রুটী কখনও পরোক্ষভাবেও গুরুপাদপদ্মে কলঙ্কারোপ করিতে পারে। অকৃত্রিম আচার্য্যসেবা, অকপট গুরুবৈষ্ণবানুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ, প্রেম, সরলতা, অনুক্ষণ হরিসেবোৎপরতা, মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, মানদান, হরিসেবার্থ সর্ব্বদা লোপ-ত্যাগ, অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট চরিত্র ও সময়ব্যবহার, অমানী হরিসেবানুরাগ, সত্যগর্ভ মিতমধুর বাক্য, অবিশ্রান্ত প্রাণময় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, বহির্মুখ আলোচনারও সর্ব্বপ্রকার দূরঙ্গের বর্জ্জন, অনিন্দ্য অথচ নিজের অনর্থময় নিন্দিত জীবনকে গর্হণ ও তাহা সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রভৃতি সদনুশীলনের দ্বারা মঠবাসী সর্ব্বদা গুরুপরাত্মিকবাসী হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতরূপ যে মহৌষধি প্রকট করিয়াছেন, তাহা গুরুপরাত্মিকবাসী হইয়া অকপটে অবিশ্রান্ত পান করিতে করিতে আমাদের অপ্রাকৃত গোবিন্দসেবায় অধিকার লাভ হইবে। ইহারই নাম মঠবাসী।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

ঊনবিংশ প্রসঙ্গ

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিষ্ণুই পরমেশ্বর—একথা আমরা স্বীকার করিয়া অন্য দেবতাকে বিষ্ণুর অধীন বলিতে দিব কেন? আমরাও তৎপ্রতিযোগী আর একটি মত কি কল্পনা করিতে পারি না? আমরাও কি বলিতে পারি না, "তোমার বিষ্ণুকে তুমি যেরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছ, আমিও আমার রুদ্র, শক্তি, সূর্য্য বা গণেশকেই বড় বলিব। আমার "যেই যাকাল"ই আমার কাছে পরমেশ্বর"। এই রূপ প্রতিযোগী আত্মকল্পিত মতে নানা প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া একটি তৃতীয় দল অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক মুরব্বী সাজিয়া বলিলেন, "আমি

আলোচনা করিয়া দিতেছি তোমাদের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করিয়া লও। তোমার বিষ্ণুকে তুমি পরমেশ্বর মনে করিয়া পূজা কর। তাহার শিব ও শক্তিকে তিনি বা তাহারা পরমেশ্বর মনে করিয়া করুক। তাহারও বিশ্বাসে আঘাত দিও না। শাস্ত্রে ন দেখিতে পাই শিবপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য, দেবীপুরাণে দেবীর মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্যই অধিক করিয়া ন হইয়াছে তখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—যাহার যে দেবতাটী াগে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমেশ্বর। এক ব্যক্তিকে যেরূপ কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভাই, কেহ বন্ধু, কেহ মনিব বলিয়া থাকে; এক জলই যেমন 'ওয়াটার', 'একোয়া', 'পানী', 'জল' প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হয়, তদ্রূপ এক পরমেশ্বরকেই কেহ 'কৃষ্ণ', কেহ 'কালী', কেহ ন', কেহ 'দুর্গা', কেহ 'গণেশ' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। ই ভগবানের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ। যে ভগবান্‌কে পিতারূপে পূজা করিতে ভাল বাসে সে মহাদেবের উপাসনা করিবে, যে মাতারূপে উপাসনা করিতে ভালবাসে সে দুর্গা বা কালীরূপে পূজা করিবে, যে রাজারূপে পূজা করিতে ভালবাসে সে রামচন্দ্রের পূজক হইবে, কেহ চিত্ত স্থির করিয়া হৃদয়ঙ্গম ভগবান্‌কে দর্শন করিতে ভাল বাসে, সে যোগমার্গ গ্রহণ করিবে, কেহ জ্ঞানমার্গ দেখা ভালবাসে, সে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিবে; এই ভাবে হিন্দুধর্ম্মে সাধনার বহু বিভিন্ন পথ নিরূপিত হইয়াছে এবং বিবিধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। একটা কোন বিশেষ মত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে না ইহা সম্পূর্ণ ভুল, ইহাতে কেবল কলহের সৃষ্টি হয়। আমার ধর্ম্মমতই সত্য অপরের ধর্ম্মমতসকল মিথ্যা, ইহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত কেবল কলহ করিবার প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়। নিজের ধর্ম্মমতই সত্য এই দোহাই দেওয়ার কারণ আর কিছুই নহে কেবল নিজেদের বল বাড়াইবার চেষ্টা, এ বিষয়ে যে সকল সময়ে সদুপায় অবলম্বিত হয় তাহা নহে। অনেক [illegible] ভাল হলে, বলে ও কৌশলে লোককে নিজের ধর্ম্মকে [illegible] চেষ্টা করা হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের [illegible] একমাত্র ধর্ম্ম, মুসলমানেরা তাঁহাদের [illegible] বধিয়াছেন অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের [illegible] প্রদেশে শৈব ও বৈষ্ণ

অনর্থ ঘটিয়াছে। এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর অধিকারে যান না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় আকবরের সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে ঘোর অত্যাচার চলিয়াছিল। ফ্রান্সের অনেক রাজা এই ধর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য তাহার প্রজাবর্গের নিরীহ শান্ত প্রজাকে বিনা অপরাধে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক পোপ এই হত্যার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আনন্দ গোপন করিতে পারেন নাই। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য লোককে পোড়াইয়া মারা হইত, কিন্তু এই রূপ ধর্ম্মান্ধতার যুগেও উদারহৃদয় মহাপ্রাণ সম্রাট্ আকবরের উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি সকল ধর্ম্মের লোককেই সমাদর করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, ধর্ম্মের খোঁয়াড়ি ত্যাগ না করিলে ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে একতা স্থাপন অসম্ভব। তিনি সকল ধর্ম্মের সার কথাগুলি লইয়া একটি নূতন ধর্ম্ম গঠন করিলেন, তাহার নাম দিলেন "দীন ইলাহি।" কিন্তু তিনি কাহাকেও ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন না। তিনি কখন কখন হিন্দুযোগীর বেশে থাকিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসিক, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের আলোচনা শুনিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহার একটি পৃথক্ বাড়ী ছিল। তিনি যখন যে ধর্ম্মের আলোচনা বা সাধনা করিতেন তখনই সেই সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান ও বিধি পালন করিতেন। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন সমস্ত ধর্ম্মই এক। আকবর নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে তাঁহার দরবারে আনাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতেন তাহার সকল কথাই তিনি মনে রাখিতে পারিতেন এবং তিনি এই বিচারে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কোন এক বিশেষ ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বা সত্য বলা অন্যায়। তিনি বিভিন্ন মত উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বে পশুবধ উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব এক- [illegible] ইসলাম ধর্ম্মই সত্য আর সব মিথ্যা, এই গোঁড়ামি [illegible] আবার [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হইয়াছে দেখিয়া অনেকে ধর্ম্মকে জগৎ হইতে তুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। অতএব সমাজে এইরূপ নাস্তিকতার চিত্তবৃত্তি উদ্রেকের জন্য ধর্ম্মের গোঁড়ামিই দায়ী। ঐরূপ বিচারকে ধর্ম্মের গোঁড়ামি না বলিয়া "গোঁড়ামির ধর্ম্ম" বলাই সঙ্গত।

মুসলমান আল্লাহরূপে ভজনা করিয়া তাঁহাকে আল্লা-রূপে প্রাপ্ত হইবেন। খ্রীষ্টান তাঁহাকে যীশুখ্রীষ্টের পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দু নিজ সম্প্রদায় অনুসারে তাঁহাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বা শিব বা দুর্গা বা কালীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। তারপরে দেখ, মানুষ যত উঁচুতে উঠে, ততই ভেদ-জ্ঞান দূর হয়। পাহাড়ের উপরে উঠিলে নীচের গণ্ডী দেওয়া স্থান বা অপমান ভেদগুলি আর দেখা যায় না।"

বিংশ প্রসঙ্গ

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের উক্তিগুলির মধ্যে আধুনিক কল্পিত সমন্বয়বাদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। জগতের প্রায় সকলেরা শতকরা শতজন ব্যক্তির নিকট এই সকল কথা এইরূপ চিত্তরঞ্জক ও যুক্তিপূর্ণ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইবে যে, ইহার প্রতিবাদরূপে কোন যুক্তিযুক্ত কথার অস্তিত্ব থাকিতে পারে এবং সেইরূপ অস্তিত্ব অজ্ঞাত, অবৈধ, অশাস্ত্রীয়, অপস্বার্থপর গোঁড়ামি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে, একথা বোধ হয় অবশেষে কেহ ভাবিতে পারিবেন না। কাজেই উপরিউক্ত ঐ সকল যুক্তির লম্বা ফর্দ্দটিকে এক একটি করিয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলে জগতের শাস্ত্রায়নের কতটা নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যাহা হউক, যদি কোন না কোন দিন বা বর্ত্তমান সময়েই এমন কোন সজ্জন ব্যক্তি থাকিয়া থাকেন যে, যিনি তাঁহার নিরপেক্ষতার উপরে কোন প্রকার অবগুণ্ঠন আনয়ন করিতে প্রস্তুত নহেন এবং যিনি তিনি শ্রীভগবানের নিকট ঐকান্তিক সরলতার সহিত সর্ব্বদা নিবেদন জানাইতে প্রস্তুত; সেইরূপ নিরপেক্ষ একটি ব্যক্তির হস্তেও যদি সমগ্র জগতের শাসনার বিরাগী পরমমতের বাণী পৌঁছিবার অবকাশ হয়, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তির অকপট ও একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসায় ওজনটি সমগ্র জগতের গণতন্ত্রনিকায় চিন্তাস্রোত বা সাময়িক বিবেচনার ওজন হইতেও অধিক গুরু ও স্থায়ী হইবে।

দুঃখের বিষয় অনেকে প্রকৃত বিষয়টি অনুসন্ধান না করিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্মসিদ্ধান্তকেও 'গোঁড়ামির ধর্ম্ম' বলিবার সাহস করেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষ নাই, তাঁহাদের অজ্ঞতাই এ বিষয়ে অপরাধী। যখনে যখন যত দেশী মুদ্রার প্রচলন হইয়া পড়ে, তখন আসলকে ও নেকীর অগ্নিপরীক্ষায় তাহা বরণ করিতে হয়—স্বরূপসত্তাকে ও প্রতীয়মান সত্তা বা ছদ্মনামের সত্তার সহিত সমভাবে 'কষ্টিপাথরে' আদিয়া গণমতরূপী বিচারকের নিকট করযোড়ে যেন 'হুলপ' পড়িতে হয়। কেন না, এই দেবীধামে গণমতই হওমুণ্ডবিধাতা সাজিয়া রহিয়াছে।

যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখ দার্শনিকগণ পর্য্যন্ত দর্শনে গণমতের অধিক উচ্চস্থান প্রদান করেন নাই ও করেন না, তথাপি কি যেন কি এক মোহ বা আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ছোঁয়াচ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও টানিয়া বসিতেছে। তাই ধর্ম্মে (?) গণমতের স্থান সর্ব্বোচ্চ বা কার্য্যতঃ অসম্ভোর্দ্ধেই হইয়া পড়িতেছে।

যেখানে বহুজীব-সমষ্টি মানুষ-কল্পিত ধর্ম্ম ও পরমেশ্বর-প্রণীত পরম ধর্ম্মকে সমভাবে তাহাদের বুদ্ধি বিচারের আসামী করিয়া বিচার করিতে বসিয়াছে, সেখানে বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গা ও সাধারণ নদী-তড়াগাদির জল, মিউনিসি-প্যাল রাস্তার উপরস্থ ও গণ্ডকী বা গোবর্দ্ধনশিলা তাহাদের বুদ্ধিবিচারের সমান আসামী মনে হইবে; গঙ্গাজলের বা গণ্ডকীশোবর্দ্ধনশিলার অসম্ভোর্দ্ধে সেই বাজারে বিকাইবে না। উহা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, কল্পনা, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা প্রভৃতি বলিয়াই মনে হইবে।

বর্ত্তমানযুগ বা জগতের যে কোন বহির্ম্মুখ যুগ শাস্ত্র-প্রামাণ্যের যুগ নয়, তাহা গণমত-প্রামাণ্যের যুগ। গণমতের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার নাই এবং শাস্ত্রের আপাত বিরোধ দেখিয়া তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনীয় প্রেরণাও উপস্থিত হয় না বলিয়া অনেকেই শাস্ত্রের ধার ধারিতে চাহেন না। সেই দিকটা ভাঙ্গা যেন বা সেইখানে কোন কুতর্কের সৃষ্টি করিয়া নিজের মতকেই সর্ব্বসম্মত করিয়া তোলেন।

জগতে যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি হইয়াছে,

তাহার দুই কারণ একধর্ম্মকে বড় আর একধর্ম্মকে ছোট বলার ফল নহে, পরন্তু পরাৎপর তত্ত্বকে পরাৎপররূপে উপলব্ধি না করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বহুর অন্যতম-রূপে দর্শন হইতেই ঐরূপ বিবাদের উদ্ভব হইয়াছে ও হইতেছে। কোন্ তত্ত্বটি প্রকৃত প্রস্তাবে পরাৎপর তত্ত্ব-ইহা তাহাদের নিকট নির্ণীত হয় নাই, তাহারাই হিসাবেবে চালিত হইয়া হয় আপনার কল্পনাটিকে শ্রেষ্ঠ, অপরের কল্পনাকে ছোট, না হয় নিজের ও অপরের পরিকল্পনার মধ্যে একটা আপাত আপোষ বা তথাকথিত সামাবাদের গোঁজামিল দিয়া পরাৎপর তত্ত্বকে নির্ব্বাসিত এবং তৎপ্রতি প্রীতিকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের পরাৎপর তত্ত্বের অভিজ্ঞান লাভ হয় নাই বা পরাৎপর তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপের কথা কর্ণকুহরে পৌঁছে নাই, তাহারা ধর্ম্মের আত্যন্তিক গ্রাহক হইতে পারে না। তাহাদের পরিকল্পিত, অভিলষিত বা নির্ব্বাচিত ধর্ম্ম বহুরূপী বিভিন্ন সুবিধাবাদের অন্যতম। যাহার নিকট যে মতটি যতটা অধিক সুবিধার স্বরূপ প্রকাশ করে, তিনি তাহাকেই (সেই মতকেই) হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, না হয় "তোমার সুবিধাবাদ তোমার কাছে বড়, আমার সুবিধাবাদ আমার কাছে বড়"এইরূপ এক তোলপরিহিতে সমন্বয়ের নামে লোকপ্রিয়তা, লোক-প্রতিষ্ঠা, লোকমত-সংগ্রহ প্রভৃতি সুবিধা আহরণ করিয়া প্রকৃত পরাৎপরতত্ত্বকে ইন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের গুহার মধ্যে পাষাণ চাপা দিয়া রাখে। কিন্তু যাঁহাদের পরাৎপর তত্ত্বের অনুসন্ধানই অকপট ঐকান্তিক প্রয়োজন, তাঁহারা কিছুতেই পরমসত্যকে লৌকিক সত্য বা সুবিধাবাদের প্রতীয়মান সত্যের সহিত সমান বলিতে পারেন না; কিংবা উহাদিগকে প্রতিযোগী মনে করিয়া অপর শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিবারও আবশ্যকতা বোধ করেন না।

সমজাতীয়তা থাকিলেই প্রতিযোগিতা হয় এবং সেই প্রতিযোগিতা-বৃত্তি হইতেই বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হইতে পারে। যাঁহারা পরাৎপর তত্ত্বের পরমধর্ম্মের উপাসক, তাঁহারা জগতের কোন ধর্ম্মকেই তাঁহাদের প্রতিযোগী জ্ঞান করেন না। ঐ সকল লৌকিক ও সুবিধাবাদের তথাকথিত ধর্ম্মকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন। তাহাদিগকে সমান বলিয়া কপট বন্ধুত্ব বা তাহাদের সহিত বিবাদ করিবারও কোন প্রয়োজন হয় না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনা হইতে উদ্ভিত জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম ন্যূনাধিক সুবিধাবাদেরই ধর্ম্ম, তাহার সহিত পরমধর্ম্মের সমজাতীয়ত্ব নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা-মূলক বিবাদ-বিসম্বাদও নাই, কিন্তু পরমধর্ম্মের উপাসক-গণকে সুবিধাবাদী ধর্ম্মপ্রচার নিরপেক্ষ ও উদাসীন দেখিয়া মনে করেন যে, তাহারা পরম ধর্ম্মের উপাসকগণের ঘাড়ে অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই তাঁহারা গায়ে পড়িয়া খোঁচাইয়া ঝগড়া করিতে গেলেও অর্থাৎ 'পরমধর্ম্মের সহিত ঐসকল ধর্ম্মসমান, ইহা বলা হউক' এরূপ জোর করিয়া বলাইবার চেষ্টা করিলেও পরমধর্ম্মের উপাসকগণ সদাই নির্ম্মৎসর হইয়া নিরপেক্ষ থাকেন; কিন্তু 'অপ্রিয় হইলেও সত্যের অপলাপ অনুচিত বিচার পূর্ব্বক তাঁহারা মৃদুভাষী হইয়া পরম-সত্যের প্রচার করেন। ইহাতে সুবিধাবাদের তথাকথিত সত্যের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ায় ঐ সকল ধর্ম্মমতাবলম্বী মৎসরতাবশতঃ উত্তেজিত হন এবং কেন পরমসত্যকে পরম বা 'শ্রেষ্ঠ' বলা হইল—শ্রেষ্ঠকে 'শ্রেষ্ঠ', সত্যকে 'সত্য' বলাই বিবাদের মূলকারণ, এইরূপ 'যত দোষ নন্দঘোষের' ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের সাফাই ও উদারতা (?) তাহাদেরই সমজাতীয় গণপঞ্জলিকার চক্ষে প্রমাণিত করিয়া থাকে।

একবিংশ প্রসঙ্গ

আপোষ বা সমন্বয়ের প্রস্তাব কোন্ দিক্ হইতে সম্ভব হয়? সাধারণ লৌকিক বিচারেও দেখা যায়, দুর্ব্বল পক্ষ বা পরাজিত হইবার সন্দেহপ্রবণ পক্ষই প্রথমতঃ আপোষের প্রস্তাব করিয়া থাকে। প্রবলপক্ষ নিজের বিজয়-গৌরবে সুদৃঢ় আশান্বিত বলিয়া আপোষের দিকে মাথা নোয়াইতে চাহে না। চোর চাহে যে তাহাকে সাধু হইতে শ্রেষ্ঠ বলা না হউক, অন্ততঃ সে যদি সাধুর পাংক্তেয় হইয়া সাধুর সমাজে আপনাকে গোঁজামিল দিতে পারে, তবেই তাহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি! পতিব্রতা বারবনিতার সহিত আপোষ বা আপনাকে সমানজাতীয় বলিতে ইচ্ছা করেন না। কোন পতিব্রতা উপযুক্ত পুরুষ পিতার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণা মাতাকে বারবনিতার সহিত সমান বা সমজাতীয় দেখিতে বা বলিতে প্রস্তুত হন না, কিন্তু কুলটা রমণী যদি কুলটার অবৈধপুত্র সুযোগ বোঝে যদি থাকে প্রকারে তাহার

গর্ভধারিণী সতীসাধ্বীগণের সমাজে পাংক্তেয় হইতে পারে, কোনপ্রকারে গোঁজামিল দিয়া অন্ততঃ তাঁহাদের সমান বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে, তবে তাহার কলঙ্কটি ঢাকা পড়িতে পারে। এইজাতীয় প্রবৃত্তি হইতে সুবিধাবাদের ধর্ম্মমতগুলি পরমধর্ম্মের সহিত আপোষ করিবার বা পাংক্তেয় হইবার যখনই প্রয়াসতা দেখাইয়াছে, তখনই কোন না কোন একটি অভাভিলাষকে অন্তরে অবগুণ্ঠিত করিয়া সমন্বয়বাদের ধুয়া উঠাইয়াছে।

রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ আকবর সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজের সুবিধাবাদের ভিত্তিমূল বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেকপ্রকার সমন্বয়ের অভিনয়ই তাঁহার দরবারে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর সম্ভোগের সুবিধার জন্য সকলের সঙ্গেই মিত্রতা করিয়াছিলেন, সকলকে হাতে রাখিবার জন্য সকল ধর্ম্মের সমর্থকের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সুচতুর বুদ্ধির অন্তরালে যে একটি বিশাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি-মাত্রেই ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। বর্ত্তমানযুগে তাহারই অনুকরণে কোন না কোন প্রকার রাজনৈতিক বা লোক-প্রিয়তা-প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য লইয়া কোন কোন নিরীহ ব্যক্তিতে ধর্ম্মের সমন্বয়বাদের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে কিনা সুধীগণ বিচার করিবেন। ইঁহারা অধিকাংশ সময়েই শাস্ত্রের ধার ধারেন না, পরমার্থ রাজ্যে অজ্ঞ ও বিষয়ী ব্যক্তিগণের নিকট আপাতপ্রিয়, লোকরঞ্জক—ছেলেভুলানো গল্পচ্ছলে দৃষ্টান্ত, যুক্তি ও কথাদ্বারা সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের সুবিধা-বাদের ইন্ধন যোগাইয়াছেন।

ইহাদের ঐ কার্য্যের সমর্থকরূপে দৈবীমায়া পরমধর্ম্মের কতকগুলি বিকৃত চিত্রের ছিত্র যোগাইয়া দিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রকৃত বৈষ্ণবতার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন কোন সময়ে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া সাধারণ অজ্ঞ লোক উহাকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ ও সৎসম্প্রদায়ের (?) কুকর্ম্মের নজির বলিয়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যেখানে যত বিকৃত ব্যাপারগুলি সংঘটিত হইয়াছে, সেইগুলিকে তাহারা অস্ত্র-রূপে সংগ্রহ করিয়া সৎসম্প্রদায়িক সাধুচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। স্বরূপের কোন কথা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই, বিকল্প ও বিকৃতির নজিরগুলি কুড়াইয়া তাহাদের বিরুদ্ধমতবাদের পাত্র প্রস্তুত করিয়াছে।

দ্বাবিংশ প্রসঙ্গ

বৈষ্ণবধর্ম্মে অর্থাৎ যাঁহারা বেদাদি শব্দপ্রমাণ অনুসারে বিষ্ণুকেই পরাৎপরতত্ত্ব বিচার করেন, তাঁহারা কোনও দিনই অপর ধর্ম্ম বা অপর দেবতার নিন্দা বা বিদ্বেষ করেন না। 'অবিদ্বেষানাদরবন্তো' কিম্বা 'বিদ্বো সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীরশ্চ বা নারকী সঃ' (পদ্মপুরাণ)—প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সত্য বলিলে অপর ধর্ম্মের নিন্দা হয়, ব্যাসপ্রণীত শাস্ত্রসকল নিন্দার শিক্ষক—এরূপ কল্পিত মতবাদও তাঁহারা আদর করেন না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বহুবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অনিন্দক হইয়াই নিয়ত পরমপুরুষের পূজা করেন।

গৌতমীয়ে চ—

"গোপালং পূজয়েদ্যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অন্ত তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি"॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

গৌতমীয়তন্ত্র বলিয়াছেন, যিনি গোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম-লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্ব ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।

"যো বাং সমর্চ্চয়েদ্বিষ্ণোরামেকান্তং তাবাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবয়োরন্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীভগবান্ বলিলেন, ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি শিবের নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য অর্চ্চনা করে, তবে সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ে চিত্রকেতুচরিতে ইহার সাক্ষ্য দৃষ্ট হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণ জানেন, বিষ্ণুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাটিয়া বিষ্ণুর সেবা হয় না। আবার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রাখিয়া শিরশ্ছেদ করিয়াও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঞ্জীবিত রাখা যায় না। সেই যেমন তাঁহারা অপর দেবতার নিন্দা পরিত্যাগ করেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় ঐকান্তিক সত্য কীর্ত্তনেও সংসাহসী হন—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স বমন্নমত্তি পাথেয়ং পান্থো রাশিং বিমুঞ্চতি ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দ-পুরাণ ও মহাভারতবচন)

ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ বিষ্ণুর অধীন জ্ঞান না করিয়া) যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নীচ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্ত্রীকে বন্দনা করে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পুরস্কার ত্যাগ করিয়া পুরিষরাশি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।

যাঁহারা অন্য দেবতার নিন্দাকে মনে প্রাণে নরকের হেতু জানেন অথচ স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজাকে শ্রীগীতা-ভাগবত আদি মহামান্য শাস্ত্রের বিচারানুসারে গর্হণ করিয়া সত্য প্রচার করেন—জগৎকে পাষণ্ডতা হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে জগতে ধর্ম-বিবাদের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া দোষারোপ করা নিজেদের দোষ ও অজ্ঞতা নির্দোষের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা মাত্র। আমাদের যথেচ্ছাচারিতাকেই ধর্ম বলা হইল না কেন, এরূপ 'খোঁড়াযির ধর্মকে' প্রশ্রয় না দিয়া অনিন্দক বৈষ্ণবগণ সত্য প্রচার করেন বলিয়াই কি 'ঘত দোষ নন্দঘোষ'? অনিন্দক বৈষ্ণবগণ যখন আদৌ কাহাকেও নিন্দাই করেন না, তখন তাঁহাদের দ্বারা কিরূপে ধর্মের বিবাদ সৃষ্টি হইল? বস্তুতঃ ধর্মের বিবাদ ও বিদ্রোহ তাঁহারাই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা বলেন, "আমাদের মত তোমাদেরই একটি প্রতিযোগী মত, আমাদের কল্পনাই পরম সত্য ও পরমেশ্বর।" ইহারা অসমোর্দ্ধ পরাৎপর সত্যের অধিতীয়ত্ব স্বীকার না করিয়া আধুনিক রাজনৈতিক বা সাম্যবাদিগণের বিচার অবলম্বন করাতেই একাধারে পরমসত্য ভগবানের প্রতি বিদ্রোহ আর একদিকে সমাজে বিবাদ, বিসম্বাদ, হিংসা ও নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ ইঁহারাই সর্বদোষ-নির্মুক্ত উদার সাধু পুরুষ বলিয়া সর্বদা আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন!

আবহমান কাল হইতে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের অসমোর্দ্ধত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকারে দুষ্টমতি হইয়া পরমসত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য চেষ্টান্বিত, তাহারাই জগতে বিবাদ ও রক্তারক্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

পারমার্থিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস, অম্বরীষ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ মহাজনগণ শম্ভু ও ব্রহ্মার পরমপ্রীতিভাজন এবং বিশ্বমঙ্গল ও শান্তি-বিধানকারী। ইঁহারা সকলেই একমাত্র বিষ্ণুকেই পরাৎপর তত্ত্ব বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্র, কংস, কৌরব প্রভৃতি শিব ও ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর ন্যায় একজন স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করিয়া তাঁহাদের ভজনা করিয়াও কেবল যে জগতে হিংসা, দ্বেষ ও অমঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল তাহা নহে, নিজেদের উপর—নিজেদের বংশের উপর এবং পার্শ্ব-বন্ধুবর্গের উপরও বলক্ষয় আনয়ন করিয়াছিল। আর তাহারা যাঁহাদিগকে আরাধ্যদেব ও ধর্ম বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাহাদের প্রতি সুখী হইতে পারেন নাই, এমন কি ঐ সকল স্বতন্ত্র দেবোপাসকগণের ইষ্টই তাহাদের বিনাশের হেতু হইয়াছিল।*

বাণরাজা শিবকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আপনাকে শিবের ভক্ত অভিমান করিতেন। তিনি শিবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিতই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। শিব বাণরাজাকে অভিসম্পাত করেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ-রাজার সহস্র বাহুর মধ্যে মাত্র চারিটি বাহু অবশিষ্ট থাকে। বাণ জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হয়।

---

* যদ্যপি ইঁহাদের ব্রহ্মাদিপ্রভৃতি তথাপি তাদৃশস্য ভগবদ্ভাবস্যোপাসনস্য ন মোক্ষকর্ত্রী। অন্যদেবোপাসনা হি বিষ্ণুবিমুখিনো জনস্যৈবকাঃ মোপাস্যোপাসকাদ্ভেদং দৃষ্টাঃ। বিষ্ণুবেলোপাসনায়াস্তু ব্রহ্মাদিসংকারিণো লক্ষ্যন্তরস্যাভাবাৎ। একনিষ্ঠত্বেনোক্তম্। নন্দঃ ভগবান ইতি প্রসিদ্ধেরপীত্যৈবুক্তিঃ পরঃ পুরুষ এব ইত্যাদৌ তত্ত্ব, বিশেষতো ব্রহ্মণি শিবাদিবিভিন্নত্বেনেতি লক্ষ্যাঃ লোকাদি তত্ত্ব বদু সম্বন্ধসম্বন্ধিনাং প্রাপ্তিঃ এবমুক্ত সৌহার্দি-অন্যেষাং ঐশ্বর্যমুক্তবিশেষেণ. এতদ্ব্যাখ্যেয়ত্বাদগত্যুপলব্ধিলোপাদ্যায়াদ্যেন বিষ্ণুপাসনায়ৈব হেতুশক্তি ভবাদীনাং ত্রিয়া অন্তিত্বে। হেতুকে ব্রহ্মবাদ-পৌত্র কৃতপ্রহ্লাদাদ্যক্তাভ্যাং জনাঃ ভবদ্ভ্যো ন চ ভবিষ্যন্তি ন চ হরেস্তাদৃশ্যবৈভবাঃ। শিবোঽপত্তু বৈষ্ণবঃ কিমজ্ঞোঽপি শৈবঃ যদ্ব তথা সমুপলভ্য বা বিবিদিষাবিদুর্বিরিঞ্চম্। বিলোক্য ভবদেবলোঃ কিমপি ভক্তবর্ত্মকম্ প্রণম্য শিরসাপি তান্ যমুপাসতে সতা ইতি। তথাচ অন্যেষামপ্যেকেষামপি বিষ্ণুবেলৈবোপাসনা মুক্তিহেতুঃ।

(শিরোনামা ৩য় পৃষ্ঠা ১০ম শ্লোকের টীকা)

রাবণ ছিল শিবের ও ব্রহ্মার পরম ভক্ত (?); রাবণের মত তপস্বী খুবই বিরল দেখা যায়। রাবণ বিশ্ব শিবের ও পরমেশ্বর রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রথম মুহূর্তেই নিহত হয়, কেননা ব্রহ্মা পরমপুরুষ বিষ্ণুর বিদ্বেষীকে কখনও ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

পৌণ্ড্রক ছিল আর একজন শিব-ভক্ত, সে কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য শিবের আরাধনা করিয়াছিল এবং শিবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া চিরবিনষ্ট হইয়াছিল।

বৃক আপনাকে শিবের ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। শিবের প্রতি তাহার তপস্যা অধিতীয় ছিল। তপস্যার ফলে বৃক শিবের নিকট বর পাইল যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তদ্দণ্ডেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বরপ্রদাতা শিবকেই পরীক্ষার পাত্র নির্ব্বাচনপূর্ব্বক শিবের মস্তকেই হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। অবশেষে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া বৃককে বলিলেন,—'শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না, তুমি আপনার মস্তকেই হস্ত প্রদান করিয়া দেখ না কেন, কিছুই হইবে না।' বৃক নিজের মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। পরম-শিব-ভক্তের (?) পরিণামে শেষে আত্মহত্যাই লাভ হইল!

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের একস্থানে বলিয়াছেন,—

শিবদ্রোহী' ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ গৈল, গৈল সবংশে পুড়িয়া॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম ১৪৮-১৪৯)

শ্রীচৈতন্যদেব এক সময় নিজভক্ত মুকুন্দের দ্বারা তথা-কথিত সমন্বয়বাদের কপটতা ও অপরাধের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। এক সময় মহাপ্রভু মহাপ্রকাশলীলা আবিষ্কার করিয়া সকল ভক্তকে একে একে কৃপা করিলেন ও বর প্রদান করিলেন। ভক্তমুকুন্দ বাহিরেই অবস্থান করিতে-ছিলেন, মহাপ্রভু কিছুতেই তাঁহাকে ডাকিতেছেন না দেখিয়া শ্রীবাস মুকুন্দের জন্য আবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, তিনি মুকুন্দকে কৃপা করিতে পারেন না। কেন না, সে একজন সমন্বয়বাদীর প্রতীক—"খড় ও কাঠিয়া বাটা", কখনও ঘরে খড় অর্থাৎ তৃণ ধারণ করিয়া ভক্তি দেখায়, কখনও কাঠি অর্থাৎ যষ্টিধারী ভগবান্‌কে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। যখন যে সম্প্রদায়ে যায়, তখন সেখানেই "হাঁ'জী "হাঁ'জী" করিয়া সেই সম্প্রদায়ের সহিতই মিশিয়া থাকে। কখনও যোগ বাশিষ্ঠ পড়িয়া জ্ঞান-যোগের সমর্থন করে, কখনও বা ভক্তগণের দলে মিশিয়া মস্তকে তৃণ ধারণ করিয়া নৃত্য ও গান করে। অতএব ইহার ভক্তির স্থানে অপরাধ হইয়াছে। এই অপরাধ না যাওয়া পর্য্যন্ত সে আমার দর্শন পাইবে না।

এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ তাঁহার অপরাধ হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং তজ্জন্য বিশেষ অনুতাপ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এমন কি, নিজ অপরাধে শরীর পরিত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখন মুকুন্দ বলিতে লাগিলেন, "কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্‌রূপ দর্শন করিয়াও ভগবানের নিজস্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় সবংশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী হরণের সময় রাজন্যবৃন্দ গরুড়বাহনে কৃষ্ণকে দেখিলেও ভক্তি না থাকায় মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষ শূকররূপী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াও ভক্তিশূন্যতা-হেতু আনন্দলাভ করিতে পারে নাই। হিরণ্যকশিপুর নরসিংহ বিষ্ণুকে দেখিয়াও ভক্তিহীন হৃদয়ে সুখপ্রাপ্ত হয় নাই। অথচ যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার প্রভৃতি একমাত্র স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি থাকায় স্বরূপ ভগবানের সেবাসুখ লাভ করিয়াছিলেন। গৌরীপতি শঙ্কর ভক্তিযোগেই উন্মত্ত হইয়াছেন। শ্রীনারদ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। ব্যাস বহুবেদ-বিভাগ ও নানাশাস্ত্র রচনা করিয়াও একমাত্র পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তিযোগের কথা অনাবিল-ভাবে বর্ণনা না করা পর্য্যন্ত হৃদয়ে শান্তি পান নাই। অতএব আত্মধর্ম্ম ভক্তির সহিত অন্য দেহ ও অন্যোধর্ম্মকে সমান বলিলে তদ্দ্বারা বড় ও কাঠিয়া-গিরির কপটতাই হয়।"

ত্রয়োবিংশ প্রসঙ্গ

তথাকথিত সমন্বয়বাদের বাহ্যরূপ ও বক্তৃতা যতই চিত্তরঞ্জক ও কর্ণরসায়ন হউক, উহার অন্তঃপুরে যোগ

মাংসের কাটতি, অস্থিনাশ, ঔদরিকতা, নাস্তিকতা, ধূমপানাদি প্রভৃতি অসদুদ্দেশ্যের অন্তরঙ্গ নাস্তিকতাগুলিই বেশির ভাগ হইয়া আসে। হইতে পারে ঐ উদ্দেশ্যগুলি অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে বিষাক্ত বীজাণুর মত বহির্মুখতায় আত্মহারা ও পারিপার্শ্বিকতা হইতে অন্তরে প্রবেশ করে। ফল একই যদি সমান হয়, তবে সনাতন ধর্মপ্রচারের বিশেষ আবশ্যকতাই পরিলক্ষিত হয় না। কারণ তাঁহার যাহা মনের গড়া বা সমষ্টি সমাজের মনের গড়া হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সেই বস্তুটি সব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহার কার্য্য হইতে হইয়া গেল! হইলে একটি পাপকার্য্য বলিয়া বিচারিত হয়। কেন না, অপর একধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে সনাতন ধর্মমতে আনিলে আনুষঙ্গিকভাবে সেই ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মের নিন্দা হইয়া পড়িবেই (মুখে যতই সোহাগিনি দেওয়া যাউক না কেন), বস্তুতঃ সে নিজের ধর্ম্ম-পরিত্যাগ করে কেন বা করিবেই বা কেন?

সকল ধর্ম্মের গম্য যদি একই হয়, তাহা হইলে যে ধর্ম্মে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে, যে ধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই, যে ধর্ম্মে মহামাংস প্রকৃতিও সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, যে ধর্ম্মে বেদকে অবমাননা করা হয়, ভগবদ্বিগ্রহকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, সে সকল ধর্ম্মের গম্য ও তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্মের গম্য একই হইয়া পড়ে! (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

লণ্ডন—লণ্ডন হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, গত ৩রা জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ অধ্যাপক সরাবজী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অক্সফোর্ড হীথ্' নামক পল্লীর তদীয় আলয়ে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনরহরিপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা অপরাহ্ণে শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রে আরও প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সূর্য্যাস্ত হয়।

বহুদিবস কাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ যে, শ্রীপাদ বন মহারাজের এক বৎসরের প্রচারের বিবরণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বন মহারাজের ইউরোপের বিভিন্নস্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহও একত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল বক্তৃতাও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন-সাধারণ বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। লণ্ডনের মাননীয় মাদু ইস্ অব ক্লেন্যাণ্ড মহোদয় ধর্ম্মদর্শনে পণ্ডিত; তিনি শ্রীপাদ বন মহারাজের উক্ত বক্তৃতাসমূহ পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরাজীতে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার একটি সব্যাখ্য অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আধুনিক বিচারাবলম্বনে গীতার অর্থ যিনি যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তাহাই প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া গীতার এই একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। লণ্ডনে গীতার এক প্রকার শতাধিক ইংরাজী অনুবাদ থাকিলেও গীতার প্রকৃত শ্রৌত-তাৎপর্য্য যাহাতে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্যই লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ শ্রৌতবাণী অনুসরণপূর্ব্বক উক্ত সংস্করণ-প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

জার্ম্মাণদেশবাসী Herr Earnst Schulze শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠসেবকগণের আনুগত্যে পরমোৎসাহে হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন এবং শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ১০ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৮-১৫ মিনিটের সময় লণ্ডনের ৩২নং 'হ্যাসেল ডোরার'স্থ

'ষ্টুডেন্ট্‌স্ মুভ্‌মেণ্ট হাউসে' 'ইণ্ডিয়ার জাগরণ' ছাত্রবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা-শ্রবণে ছাত্রগণ নূতন বিষয়ে আলোক লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মি রাইট্ অনারেবেল স্যর হ্যারল্ড ম্যাকমন ও লেডী ম্যাকমন ১১ই জুন তাঁহাদের ৩৩নং পর্ট ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; এই স্থানে মহারাজের তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কথা।

'হাই কমিশনার ফর্ ইণ্ডিয়া' স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় আগামী ২৪শে জুলাই ইণ্ডিয়া-হাউসে ভারতের মহারাজ বড়লাট বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সি লর্ড উইলিংডন ও তৎপত্নী লেডী উইলিংডন মহোদয়ার অভ্যর্থনা-সভায় যোগদানের জন্য শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পাবনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৫ আষাঢ়, ২০ জুন বুধবার পাবনা জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ধর মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভগবৎ-কথার বক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা, গুরু-শিষ্যতত্ত্ব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারাদি বিষয় আলোচিত হয়। পাঠের পর স্বামীজীর ইচ্ছাক্রমে জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বুঝাইয়া দেন।

বিজনোরে—গত ২১ জুন (১৯৩৪) তারিখে বিজনোর হইতে শ্রীযুক্ত টীকম্ সিং মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদটি তার-যোগে জানাইয়াছেন—

"শতকন্যা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু এবং মিঃ কুন্দনলাল প্রভৃতিবিজনোরে পৌঁছিয়াছেন। শত শত নগরবাসীর সহিত নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছে। অদ্য সন্ধ্যায় ও আগামী কল্য স্থানীয় টাউন হলে যথাক্রমে রায় বাহাদুর ব্রজপ্রসাদ সিং এবং শ্রীযুক্ত বরুণ নারায়ণ মহাশয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে বক্তৃতা হইবে। ২৭ জুন তারিখে দিল্লী হইতে আনীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জেনারেল সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছি।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলালনাথে শুভবিজয়

পুরী হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১০ আষাঢ়, ২৪ জুন (১৯৩৪) রোববার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক ন্যায়াচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ এবং আরও অনেক অনুকল্পিত জন-সমভি-ব্যাহারে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়াছেন। আলালনাথের পাণ্ডা ও গ্রামবাসিগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতির জন্য ভক্তগণ সাধ্যমত সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

গত ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন বুধবার শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোপী-গোপীনাথজীর প্রতিষ্ঠোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

মিঃ কুন্দনলাল

আমরা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম যে, এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'পাইওনীয়ার' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ কুন্দনলাল বি-এ (ক্যান্টাব) বার-ল্যাট্-ল মহোদয় শ্রীশ্রীবিবর্ত্তবিলাস-সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিদয়িত গোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছেন। আগ্রা-বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস (যিনি এক্ষণে ছুটিতে সুইজারল্যাণ্ডে আছেন এবং যিনি গত ২৪ডিসেম্বর, ১৯৩৩ কাণ্ড-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-

সভার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন) মিঃ সুখময়লালের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহার অপর ভ্রাতা মিঃ অমৃতলাল রঙ্গপুরের কেলাকল এবং তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ আসকিনাস আগ্রার প্রথমশ্রেণীর ব্যাড্‌ভোকেট। মিঃ সুখময়লাল হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা-বলে তিনি আজ "বক্তা ভাগবতাগ্রণী", 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া পরবিদ্যাবধূজীবন সংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার সদ্‌বুদ্ধি বরণ করায় সজ্জন-সমাজ তাঁহার বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীরূপানুগপথে ভক্তিবিত্ত সদৃশই বিদ্বানের চরম ও পরম ধন। মহাজন-গণ বলিয়া থাকেন—"পড়ে শুনে লোক হয় ভক্তি শিখিবারে। তা যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥" শ্রীভগবান্ তাঁহার সাধু সত্যানুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া দিউন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

পুণায় প্রচার

পুণা নগরটী বোম্বে প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এইস্থানে বর্ষাকালে বোম্বে গবর্ণর অবস্থান করেন। কোন সময়ে ইহা পেশোয়ারগণের রাজধানী ছিল। কিছুকাল যাবৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস নবযোগেন্দ্র মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইতে এই সুপ্রসিদ্ধ পুণা নগরীতে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমদ্ নেমি মহারাজ গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পুণার আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি, সি, চন্দ মহোদয়ের গৃহে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

চয়ন

["অমৃতবাজার পত্রিকা"—কলিকাতা, ২৮ জুন, ১৯৩৪ বুধবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

TEMPLE AT SREEDHAM MAYAPUR

Donation of a Calcutta Merchant.

The Secretary, Sri Gaudiya Math, Baghbazar Calcutta writes :—

Mr. Sakhi Charan Roy, Bhakti-Vijoy, a renowned merchant of Calcutta, has offered to make a princely donation required for the construction of a huge and magnificent Temple in the process of construction at Yogapeetha (Srimaprabhu's House) at Sreedham Mayapur (old Nabadwip). A plan of a big Temple [illegible] hundred feet in height with splendid ornamentation has been prepared.

গত ২৩ জুন, ১৯৩৪ শনিবার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে "Donation for Mayapore Temple" শীর্ষক একটী সংবাদেও ঠিক উপরিউক্ত বিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সংবাদের অতিরিক্ত অংশে কেবল "Mr. Charu Chandra Sreemani, Engineer, who is Supervising over the construction work very carefully."—এই অংশটুকু আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৪১; ৭ই জুলাই, ১৯৩৪ | ৪৭শ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিরহ-স্মৃতি

আগামী ২৩শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই বুধবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি। বাঙ্গালা ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন, প্রায় মধ্যাহ্নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও নিজ-শক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট-তিথিতে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তিনি বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার উলা (বর্ত্তমান বীরনগর) নামক সমৃদ্ধিশালী জনপদে আবির্ভূত হন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট ও অপ্রকট উভয় কালই ৪টি বিভিন্ন যুগ-সূচনার মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইয়াছিল। যে-সময় পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, ভাবধারা ও শিক্ষা তথা ভারতবাসীর মোহজাল সৃষ্টি করিয়া সামাজিক ও ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটন করিতেছিল ও সেই বিপ্লবের পতাকা বহন পূর্ব্বক নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় সনাতন বা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত মূর্ত্তিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চক্ষে দর্শন করিয়া নব্য ভোগবাদের ধর্ম্মের দোহাই দিতেছিলেন; সেই সময়েই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অভিমর্ত্ত্য প্রতিভার ভাণ্ডার হইতে "প্রেমপ্রদীপে"র সমস্ত প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন।

যদিও তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল আলোক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের স্রোত বর্ত্তমান যুগে পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজ ও শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছেন, তথাপি আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি তদানীন্তন প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক সমস্যার মীমাংসিত স্রোতকে যে তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক ও প্রৌঢ়যৌক্তিক মীমাংসার খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নহে, সমসাময়িক ও ভবিষ্যতের সমগ্র মানবজাতি তাঁহার চিরন্তনী পূজার উপাদান সংগ্রহ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

তিনি যে-সময় তাঁহার লীলা সংগোপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ও একটি যুগসন্ধিকাল। তখন পাশ্চাত্যের অনুকরণের মোহ ও প্রাচ্যের প্রাচীনতার গৌরবের প্রতি প্রবল গতি ভিন্নমুখিনী হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁহার কর্ণধারত্ব তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহরূপী কোন মহাপুরুষসিংহের হস্তে প্রদান করিয়া ব্রহ্ম-বিহার করিলেন।

আমরা সাধারণতঃ মানব-সংখ্যাধিক্যের স্তুতি-নিন্দা বা নিরপেক্ষতাদ্বারা মহাপুরুষগণের মহাপুরুষত্বের পরিমাপ করিয়া থাকি। এই বিচার জাগতিক কর্ম্মবীরগণের সম্বন্ধে ঠিক হইলেও যাঁহারা জগজ্জীবের পূর্ণ ও নিত্যমঙ্গল কামনা করেন, সেই সকল লোকোত্তর মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে এই বিচার ঠিক হয় না। অনাদি মায়াবদ্ধজীবতঃ আমাদের একান্ত সুহৃদ্ ভুবনমঙ্গল মহাপুরুষগণকে অনেক সময়ই চিনিয়া লইতে পারে না; তাই আজ বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রাকৃত কবি, শিল্পী, শিক্ষক বা জগতের সাময়িক সুবিধাদানকারী ব্যক্তিগণের পূজার,স্মরণে, স্তবন-কীর্ত্তনে-মত্ততা আজি দেখা যায়, সেরূপ কোটাংশের একাংশ আজিও অকৃত্রিমভাবে ভুবনমঙ্গল মহাপুরুষগণের প্রতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেকে মনে করেন,—সেইরূপ মহাপুরুষগণের কীর্ত্তির জয়ঢাক অত্যধিক বাজিতেছে; অতএব যাঁহারা পাপ ও অসত্যের পক্ষে নির্লজ্জিত থাকিয়া কেবল নিরাশায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, উহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে কোনপ্রকারে জগতের জনমতে দাঁড় করাইবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত। এইরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে মহাপুরুষগণের পূজা থামাইয়া দিয়া তাঁহাদের পূজার অনুকরণে জাগতিক লোকের বাজনা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, সেই সকল অপ্রিয় চিন্তন-মতের পুনরাবৃত্তি না করিয়া আমরা আমাদের ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল অবদান ও মানবজাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অহৈতুকী করুণার নিদর্শন-সমূহের আবৃত্তি করিতেছি।

হয়ত' ঠাকুরকে সাক্ষাদ্ভাবে আমরা অনেকে প্রত্যক্ষ করি নাই। সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে গিয়াও হয়ত' অনেকে এক দেখিতে আর এক দেখিয়াছি—সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছি। সাধু মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যেই সকল মহাপুরুষের সহিত যাঁহারা একঘরে বাস করিবার অভিনয় করিয়াছেন, যাঁহারা সেবা করিবার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেক সময় সাধুর স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই, সাধুকে ভুল বুঝিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই। মহাবিষ্ণুর অবতার, নিখিল লোকাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে আগমন করিয়াও তাঁহার কতিপয় পুত্রাভিমানী ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মনোহভীষ্টের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত একত্র তীর্থ-ভ্রমণ ও তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়াও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য "গণ-মতের কৃষ্ণ" দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন; কৃষ্ণদাস বিপ্র মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া ভট্টথারি-স্ত্রীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সাধু মহাপুরুষগণের চরিত্রের ইতিহাসে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অনেকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে না পাইলেও বা তাঁহার অপ্রাকৃত সঙ্গ-লাভের পরম সৌভাগ্য লইয়া এই ধরাতে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার জীবন্ত বাণীর মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করিতে পারি—যদি তাঁহার সেই বাণী আমাদের স্ব-স্ব ভোগের অভিসন্ধির মধ্যে টানিয়া না লইয়া সদ্গুরুর শ্রীমুখে তাহা শ্রবণ ও বরণ করি। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুরুমুখে ও সুরুমুখেই শুনিতে হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী ছিল—সর্ব্বতোমুখী, তাহা একঘেয়ে বা পুঁথিপড়া বিদ্যাজাত, কিম্বা পল্লব-গ্রাহিতার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ছিল না। তিনি মানবজাতির

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকামনা করিয়াছেন এবং সমস্তপ্রকার সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধতার মূল অর্থের চাবিটি সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান ও তাঁহাদিগকে যোগ্য করিয়া তাঁহাদের হাতে প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গণ-মতের তোষণ তাঁহার ব্রত ছিল না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণই তাঁহার অপরিত্যক্ত ব্রত ছিল।

ঠাকুর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আপনার দেশে যদি দুই মত থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে দুর্ত্ত ও তস্কর লোকের সহিত যদি মনোযোগ হয়, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যদেহ দুর্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়।"—('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৪র্থ খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাঁহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না, চরিত্রের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য।"—('শ্রীসজ্জন-তোষণী' ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর জানাইয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মে কখনও অন্য-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বা নিন্দার প্রবৃত্তি নাই, তাহা পরমোদার,—

"বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা প্রভৃতি সকল পুস্তকেই কিছু কিছু সত্যধর্ম্ম আছে, সেই সেই সারাংশ ধরিয়া সেই সেই গ্রন্থের প্রশংসা করাই সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কার্য্য। হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শুন বাপ, সবারি একই ঈশ্বর।
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থ এক কহে, কোরাণে, পুরাণে॥

সকল ধর্ম্মের সারাংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।"—('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৭৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রদানীন্তনকালে একদল লোকের অসাম্প্রদায়িকতার নামে প্রচ্ছন্ন কুসাম্প্রদায়িকতা বা জগতের সকল লোককে দুই হাথিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের প্রচ্ছন্ন পিপাসাকে এইরূপ সমালোচনা করিয়া তাঁহার সজ্জনতোষণীতে লিখিয়াছিলেন,—"তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও অনেক লাভ করেন'—এই পরিচয়ে আমরা মনে করি। ... মহাশয়ের ... ভক্তির কোন বিশেষ পরিচয় নাই। নিত্যবস্তুনিষ্ঠা-ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই ভাল। ভালমন্দের বিচার কি? বুদ্ধি-বিচ্ছুরি এক হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধন-ভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেদনিষ্ঠ পরিষ্কার এবং তৎসঙ্গ-নিস্পৃহ পরমহংস—এ দুইয়ের ভেদ কি? তাহা হইলে সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না, বরং সমস্তাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। উদাহরণ-স্থলে আমরা কেবল এই বলিতে চাই যে, যাহার একনিষ্ঠতা নাই, সে কখনও পতিব্রতা-ধর্ম্মের উৎকর্ষ দেখে নাই। পতিব্রতা স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা দ্বারা জগৎপূজ্যা হয়। নিরপেক্ষ ধর্ম্ম স্বীকার করিলে স্ত্রীলোকের 'বেশ্যা' উপাধি হয়।"—('শ্রীসজ্জন-তোষণী' ২য় খণ্ড ১১১-১১২ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর আধুনিক যুগের সমস্তাজ্ঞানকারী আরও কতকটি কথা বলিয়াছেন,—"সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে; তাহাতে পরমার্থ-ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। ... বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-সকলে আনিতে হইলে কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না। কেবল বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।"—('সজ্জনতোষণী' ৯ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা ২য় পৃষ্ঠা ও ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর আরও কএকটি একান্ত সত্যবাণী ঘোষণা করিয়াছেন,—

"যতদিন ভক্তির বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"—('সজ্জনতোষণী' ১২শ খণ্ড ২য় সংখ্যা)

ঠাকুর আরও বলিয়াছেন,—

"গোস্বামিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌর-

ভক্তি অর্জন করিতে পারি না। অত্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি; কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।" ('সজ্জনতোষণী' ঐ)

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক জীবগণকে ঠাকুর কএকটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন,—

"বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, নিষ্প্রয়োজন, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি প্রবল ভক্তিবাধক। ভক্তিসাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে হরিকথা-আলোচনা ও নির্জ্জনে হরিনাম স্মরণ করিবেন।"—('সজ্জনতোষণী' ১০ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা ১৭ পৃষ্ঠা)

"যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি,—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় বৈদ্য করিলে হয় না।"—('সজ্জনতোষণী' ৮ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠা)

'স্বপ্নেও না কর তাই প্রকৃতি দরশন'—গৃহস্থ ভক্তেরও বিশেষ পালনীয়; কারণ বৈরাগী ত' স্ত্রী দেখিবেনও না, তাহার বিষয় ভাবিবেনও না; আর গৃহস্থ-বৈষ্ণব থাকিও যুক্তবৈরাগ্য ও ভক্তি-অনুকূল স্বীকার করিয়া বিষয় ভোগ করিবেন, তথাপি তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে।"—('সজ্জনতোষণী' ৮ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর কেবল যে ইহা মুখে বলিতেন, তাহা নহে। তাঁহার আদর্শ চরিত্রে শত শত দৃষ্টান্ত তাঁহার উপদেশবাণী-সমূহকে মূর্ত্ত করিয়া লোকের শিক্ষা ও পালনরূপে প্রদীপ্ত ছিল। এক সময় যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড অফিসের একাংশে তাঁহার বাসা ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি প্রৌঢ়া মহিলা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, ঠাকুরের সুপরিচিত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় ঐ মহিলাকে জননীর ন্যায় সম্মান করেন। উক্ত মহিলা মহেন্দ্র বাবুর মুখে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর উপদেশ-মত ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার আশায় তথায় আগমন করিয়াছেন। উক্ত মহিলা কলিকাতার অদূরবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জননী।

সেই সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে এইরূপ এক মহিলার আগমন-সংবাদ ও শ্রীচরণ-দর্শনার্থ কাতর নিবেদনের কথা জানাইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সরস্বতী ঠাকুরকে এইরূপ জানাইতে বলিলেন, —"আমাদের পুরুষের বাসা, এখানে কোন স্ত্রীলোকই নাই, সেজন্য আপনার ঘর করিতে আমরা সকলেই অসমর্থ।" ভট্টাচার্য্যের জননী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি কেবল ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনমাত্র করিয়াই চলিয়া যাইব।" কিন্তু তাহাতেও ঠাকুর সম্মত হইলেন না; মহিলাটি অগত্যা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

এক সময় সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৮১ সালে শিশির বাবু প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চৈতন্য-লীলা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দেখাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। স্বয়ং গিরীশ বাবুও ভক্তি-ভবনে আসিয়া ঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বারবনিতার মুখে বা অভীর অসৎ-সংস্পর্শে কখনই শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিত হয় না,—ইহা তাঁহার অনুগত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে জ্ঞাপন করেন। পাপ-পরায়ণ স্ত্রী বা পুরুষ 'লঙ্কা-মঞ্জরী' কিম্বা 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি যে-সকল নাটকের অভিনয় করে, তদ্দ্বারা সমাজের ততটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া চরিত্র-হীনতার প্রশ্রয় দিলে—ধর্ম্মের মুখোস পরাইয়া বহির্ম্মুখ-সমাজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করাইলে সমাজের মধ্যে অজ্ঞাতসারে অধর্ম্মের রাজত্বদ্বার বীজাণু প্রবেশ করে। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমেই সাধু-চরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।"—('সজ্জন-তোষণী' ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠা)

বর্ণাতীত দুর্ভাগ্য! শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর মহাদান মাধুর্য-ভজন-প্রথা একান্ত সুদুর্লভ নিজ-জনকে দান করিয়াছেন, তাহার কিকিৎও

অনুসরণ, অনুশীলন ও আলোচনা করিবার আমাদের সময় ও সুযোগই হইল না। কারণ, আমরা অনর্থ ও জড়ের বিক্রমেই এতদূর অভিভূত যে, সেই সকল অনর্থস্তূপগুলিই সেই অপ্রাকৃত নায়কচূড়ের পরিমার্জক ঠাকুরের শতমুখী ধারা পরিমার্জিত করিয়া আত্মশোধন করিতে পারিতেছি না, তাহাতেও উদাসীনতা ও নানাপ্রকার বিতর্কের অবতারণা করিতেছি! কি করিয়া আমরা তাঁহার ভজনের, তাঁহার মহা অবদানের সরস্বা মাথায় তুলিয়া লইতে পারিব? তিনি ত' ভুবিন, আর আমরা ত' আত্মঘাতী; তিনি ত' অহৈতুক কৃপাময়, আর আমরা ত' কেবল অসদ্বার্থের হেতুর খতিয়ান খুলিয়া রাখিয়াছি। তাই তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ আপ্ত-জনের পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ সত্ত্বেও আমাদের হৃদয়ের কলুষ-বিষয়ের মোহ-মত্ততা ছুটিতেছে না। আমরা স্বতন্ত্রতার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া আত্মমঙ্গলের সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি; তথাপি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে নব জাগরণ ও নব-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করিবার জন্য আচার্য্য-কৃপা ঠাকুরের বিভিন্ন স্মৃতি-তর্পণের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যে তাঁহার বিরহতিথি সুযোগক্রমে "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—এই বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করাইয়া আমাদের আলোকে উদ্ভাসিত করিতেছে। ঠাকুরের সেই পতিতপাবনী বিরহতিথি আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ, শিক্ষা, আচার, প্রচার, অনুশীলন ও ব্রতে আচার্য্য-কৃপায় দীক্ষিত করিয়া তুলুন; সম্ভোগবাদের লেলিহানে জিহ্বাকে প্রশমিত করিয়া অপ্রাকৃত বিরহ-ভাবোদ্দীপ্তা সর্ব্বতস্করী শ্রীনামকীর্ত্তনার্থা ভক্তিতে অন্তরের অন্তঃপুর আলোকিত করিয়া তুলুন; ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-পূজার প্রাচী ও প্রতীচীর কণ্ঠে হরিকীর্ত্তনের ও ধরিমান-দীক্ষার তুলসী-মালিকা সংলগ্ন করিয়া দিউন। আবার বলি, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-শক্তিত্বের পতিতপাবনী বিরহস্মৃতিপূজা জয়যুক্তা হউন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামিগণের মুকুটমণি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-সাহিত্য-জগতে যে অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিধারায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ত্রিবেণী শ্রুতি বা বেদের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিশ্লেষিত নির্য্যাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে যে সম্বন্ধতত্ত্ব বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীসনাতন-কৃপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া যুগে যুগে বিভিন্ন গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ বিশ্লেষণ ও বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রভুকে যে অভিধেয়-তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে নিগমকল্পতরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গলিত ফল রসামৃতরূপে অপ্রাকৃত ভাবুক ও রসিকগণের জন্য রসাভিষেক করিয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের বিষয়-ভক্ত্যাশ্রয়ে তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে সেই সম্বন্ধতত্ত্বরূপিণী গঙ্গাধারা, অভিধেয়তত্ত্বরূপিণী সরস্বতীধারা ও প্রয়োজনতত্ত্বরূপিণী যমুনাধারার সমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের আকর। এই রসামৃতসিন্ধু হইতেই অখিল-রসখনি উজ্জ্বলনীলমণি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলিতে কি, যাবতীয় গৌড়ীয়-রস-সাহিত্য—যাবতীয় ভক্তিসাহিত্যের আকর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগতে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিতরণ করিয়াছেন, তাহারও খনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর গর্ভেই নিহিত ছিল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে দশাশ্বমেধে একাদশ দিবস যাবৎ সূত্রাকারে ভক্তিরসের যে-সকল লক্ষণ, কৃত্যতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের গূঢ় শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীল রূপ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তুলিকায় সেই ঘটনাটি এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে,—

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বপ্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।
রাধানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা॥
(চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৪-১১৭)

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে॥

"অপি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১ম লহরী সামান্যভক্তি ২য় শ্লোক)

এই মত বদনিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৯।১০৩-১০৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সূত্ররূপে যে-সকল কথা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন, তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে দক্ষ নহেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীলসনাতনপ্রভুর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ" নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাহাতে রসামৃতসিন্ধুর প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থবিভাগ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু চারিটি মূল বিভাগে বিভক্ত—(১) পূর্ব্ববিভাগ, (২) দক্ষিণ বিভাগ, (৩) পশ্চিম বিভাগ ও (৪) উত্তর বিভাগ। পূর্ব্ব বিভাগে ৪টি লহরী বা অধ্যায়; দক্ষিণ বিভাগে—৪টি লহরী; পশ্চিম বিভাগে—৫টি লহরী ও উত্তর বিভাগে—৯টি লহরী। পূর্ব্ব বিভাগে—ভক্তির প্রকার বিচার; দক্ষিণ বিভাগে—সামগ্রীর প্রকার বিচার; পশ্চিম বিভাগে—পঞ্চ মুখ্য রস-বিচার এবং উত্তর বিভাগে—সপ্ত গৌণরস ও রসাভাস-বিচার দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্ববিভাগে—১ম লহরীতে—সামান্যভক্তি, ২য় লহরীতে—সাধনভক্তি, ৩য় লহরীতে—ভাবভক্তি ও ৪র্থ লহরীতে প্রেমভক্তি।

দক্ষিণ বিভাগে—১ম লহরীতে—বিভাব, ২য় লহরীতে—অনুভাব, ৩য় লহরীতে—সাত্ত্বিক, ৪র্থ লহরীতে—ব্যভিচারী ও ৫ম লহরীতে—স্থায়িভাব-বিচার।

পশ্চিম বিভাগে—১ম লহরীতে—শান্তরস, ২য় লহরীতে—দাস্যরস, ৩য় লহরীতে—সখ্যরস, ৪র্থ লহরীতে—বৎসলরস, ৫ম লহরীতে—মধুর রসের বিচার।

উত্তর বিভাগে—১ম লহরীতে—হাস্য রস, ২য় লহরীতে—অদ্ভুত রস, ৩য় লহরীতে—বীর রস, ৪র্থ লহরীতে—করুণ রস, ৫ম লহরীতে—রৌদ্র রস, ৬ষ্ঠ লহরীতে—ভয়ানক রস, ৭ম লহরীতে—বীভৎস রস, ৮ম লহরীতে—রস-সমূহের মিত্র-শত্রু-বিচার এবং ৯ম লহরীতে—রসাভাসের বিচার লক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের শ্লোকের সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীরাধা-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণই যে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ রচিত। শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাংশ-কলাদি-অবতার রাম, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণু-স্বরূপেও সমস্ত অপ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ নাই। একমাত্র গোকুলবীর কৃষ্ণেই অপ্রাকৃত স্বাদশ রস পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং শ্রীমতী রাধিকাই পরদেবতা। গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবকে এই গ্রন্থের প্রয়োজককর্ত্তা ও সর্ব্বতোভাবে প্রেরণা-প্রদানকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীল সনাতন প্রভুর সন্তোষ কামনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থপাঠের অধিকারী—গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, যাঁহারা মুক্তি-স্পৃহাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণে আকৃষ্ট হন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। কর্ম্ম-জ্ঞান-বিচারপর মীমাংসকগণ এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। যেমন চোরের নিকট হইতে সযত্নে মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত ভক্তিরসের কথা মীমাংসক, মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট হইতে ভক্তিরসকে রক্ষা করিতে হইবে।

ভক্তিবিজ্ঞান গ্রন্থ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপ্রাকৃত ভক্তিবিজ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজী। ইহাতে লৌকিক, সামাজিক, আগন্তুক, নৈমিত্তিক বা অনিত্য ভক্তির কোন প্রসঙ্গ নাই। জঘন্য ও উত্তমা ভক্তির অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন কোন বিশেষ স্থানে ঐ সকল বিশ্লেষণ চিত্র-দ্বারা যথাসাধ্য সুব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব।

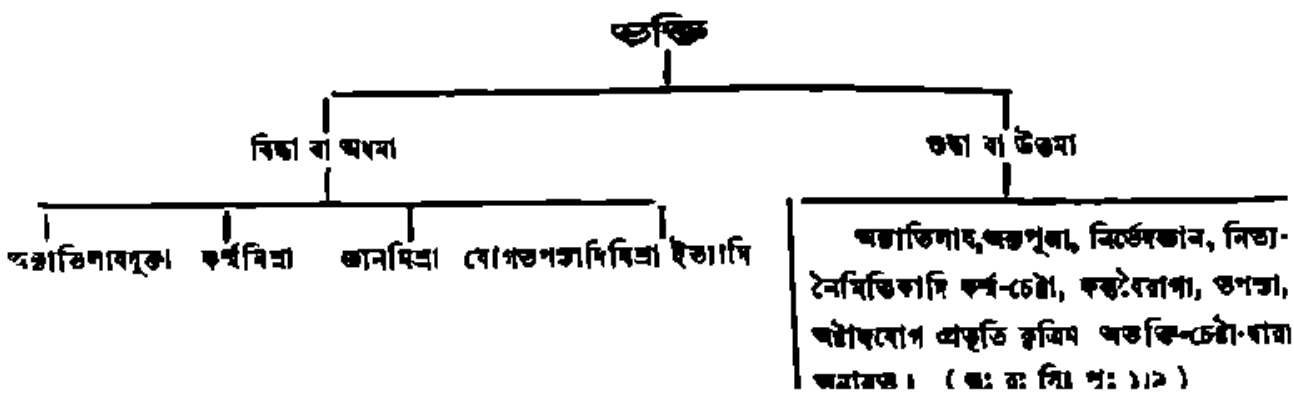

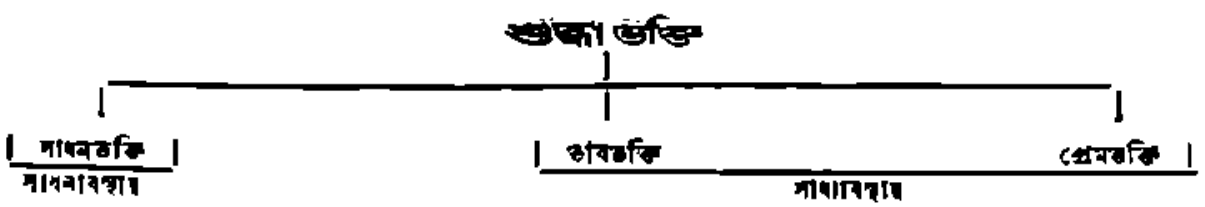

সাধন ভক্তি

[নিত্যসিদ্ধ আত্মবৃত্তি সাধ্যভাবরূপ শুদ্ধভক্তি যখন ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা দ্বারা হৃদয়ে প্রকট করিবার চেষ্টা হয়, তখনই তাহাকে সাধন ও ঐরূপ অনুষ্ঠিত ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে।—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১]

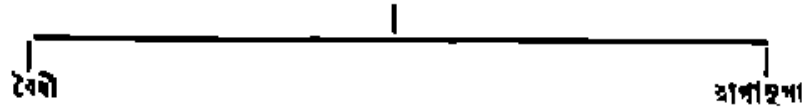

বৈধী সাধনভক্তি*

যে-স্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচির দ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসন ও বিধি-দ্বারা শাসিত হইয়া জীব কৃষ্ণভক্তির অভিমুখে প্রবৃত্ত হয়, সে-স্থলে যে সাধনভক্তি, তাহাই বৈধীভক্তি।

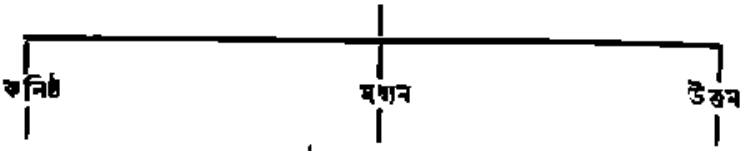

বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহার শ্রদ্ধামাত্রসার হইয়াছে এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে ভয় করেন ও তদ্দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তিনি কনিষ্ঠ।

শ্রদ্ধা যাঁহাতে কনিষ্ঠ অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়

যাঁহার শ্রদ্ধা অচল ও সুদৃঢ়

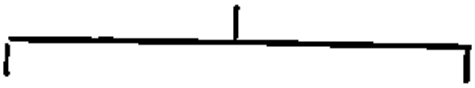

ইঁহারা বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মার্পণ দ্বারা ভক্তের ন্যায় দ্বারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা বস্তুতঃ 'ভক্তি' নয়,—'ভক্ত্যাভাস'। ইঁহাদের উচ্চারিত হরিনাম—'হরিনামাভাস'। যদি মুক্তিকামনা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ থাকে, তবে 'প্রতিবিম্ব-নামাভাস' হয়। তখন ইঁহাদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। শুদ্ধভক্তের কৃপায় ইঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, নতুবা পতিত হন।

ইহারা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে করিতে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম ভক্ত হইতে পারেন।

* বৈষ্ণব সাধন-পথকে কেহ কেহ মর্য্যাদা-মার্গ বলেন।

সাঙ্গনবভক্তি (৬৪ অঙ্গ)

(১) সদ্গুরুপদাশ্রয়
(২) কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা
(৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা
(৪) সাধুপথের পথানুসরণ
(৫) সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা
(৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ
(৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস
(৮) জীবনির্ব্বাহোপযোগী লাভে
(৯) একাদশীর সম্মান
(১০) ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো-বিপ্র-বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান।

এই দশটি অন্যনিরপেক্ষ সাধনাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে (১) গুরুপদাশ্রয়, (২) দীক্ষা ও (৩) গুরুসেবা—এই তিনটি প্রধান।

(১) বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ
(২) সেবা ও নামাপরাধের উদয় না হয় —এ বিষয়ে সতর্ক থাকা
(৩) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা শ্রবণ না করা
(৪) অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা
(৫) বহ্বারম্ভের পরিত্যাগ
(৬) ব্যবহারে অকার্পণ্য
(৭) শোকাদির বশীভূত না হওয়া
(৮) অন্য দেবতার নিন্দা বা অবজ্ঞা পরিত্যাগ
(৯) নিজ আচার্য্যের দ্বারা অন্য গুরুকে উপেক্ষা না দেওয়া
(১০) ভক্তিপুষ্ট গ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্রের কথা(অংশ) অভ্যাস ও ব্যাখ্যাদি বর্জ্জন।

এই দশটি ব্যতিরেক ভাবে সাধনাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে (১) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সঙ্গ-ত্যাগ, (২) সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা-শ্রবণ পরিত্যাগ—এই তিনটি প্রধান।

(১) বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ, (২) হরিনামাক্ষর-ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্য-ধারণ, (৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (৫) দণ্ডবন্নতি, (৬) অনুব্রজন, (৭) অনুস্মরণ, (৮) কৃষ্ণস্থানে গমন, (৯) পরিক্রমা, (১০) অর্চ্চন, (১১) পরিচর্য্যা, (১২) স্তব, (১৩) সঙ্কীর্ত্তন, (১৪) জপ, (১৫) বিজ্ঞপ্তি, (১৬) তদর্থচেষ্টা, (১৭) নৈবেদ্য আস্বাদন, (১৮) পাদোদক আস্বাদন, (১৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (২০) শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, (২১) শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ, (২২) আরাত্রিক-উৎসবাদি, (২৩) শ্রবণ, (২৪) কৃষ্ণের কৃপাসাপেক্ষতা দর্শন, (২৫) স্মরণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) দাস্য, (২৮) সখ্য, (২৯) আত্মনিবেদন, (৩০) প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ, (৩১) কৃষ্ণার্থেঅখিল চেষ্টা, (৩২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি, (৩৩) তুলীয় ভাবে তুলসী সেবন, (৩৪) তুলীয় ভাবে ভগবৎ পাত্রাদির সম্মান, (৩৫) তুলীয়ভাবে গুরুস্থানে অর্থাৎ শ্রীবাসাপুত্র-শ্রীমধুমাদির সেবন, (৩৬) তুলীয়ভাবে বৈষ্ণবসেবা, (৩৭) যথা-বৈভব-সামগ্রীর সহিত সাধুসেবা লইয়া অহোৎসব, (৩৮) কার্ত্তিক মাসের সম্মান, (৩৯) জন্মতিথিতে যাত্রা, (৪০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, (৪১) মানস ভাবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, (৪২) সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, অন্য আশ্রয় হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, (৪৩) নাম-সঙ্কীর্ত্তন, (৪৪) মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্ম-স্থানে অবস্থিতি।

ইহার মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামসঙ্কীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরা বাস, (৫) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটি ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দ্রষ্টব্য—১০+১০+৪৪=৬৪ ; এই চৌষট্টিটি ভক্তাঙ্গের কতকগুলি শরীর-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে পৃথক্ ও কতকগুলি বিশ্রম্ভাবাপন্ন।

সাধনভক্তির অঙ্গসকল ৬৪ ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা ৯টি অঙ্গ :—

১। শ্রবণ,	২। কীর্ত্তন	৩। স্মরণ,	৪। পাদসেবন,	৫। অর্চ্চন,	৬। বন্দন,	৭। দাস্য,	৮। সখ্য,	৯। আত্মনিবেদন
পরীক্ষিৎ	শুকদেব	প্রহ্লাদ	লক্ষ্মী	পৃথু	অক্রূর	হনুমান্	অর্জ্জুন	বলি

সেবাপরাধ (আগম-শাস্ত্রের মতে)

(১) যানে আরোহণ অথবা পাদুকা পরিয়া ভগবদ্গৃহে গমন ; (২) ভগবৎপ্রীতিসাধক উৎসবাদির অকরণ ; (৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা ; (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে বা অশৌচে ভগবানের বন্দনাদি ; (৫) এক হস্তের দ্বারা প্রণাম ; (৬) ভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ ; (৭) ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রসারণ ; (৮) ভগবানের সম্মুখে হস্ত-দ্বারা পায়ুদ্বয় বন্ধন করিয়া উপবেশন ; (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন ; (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন ; (১১) মিথ্যা কথা বলা ; (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ; (১৩) পরস্পর জল্পন ; (১৪) শোকাভিভূত হইয়া রোদন ; (১৫) কলহ ;

(১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৭) কাহারও প্রতি অসৎ তোষামোদ বা অনুগ্রহ; (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ; (১৯) কম্বল বা লোমযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেবা; (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা; (২১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অশ্লীল লোকের স্তুতি; (২২) অশ্লীল ভাষণ; (২৩) অধোবায়ু পরিত্যাগ; (২৪) বিলম্বপাঠ; (২৫) অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ; (২৬) যে-কালে যে-দেশে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদান না করা; (২৭) দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া তাহা ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার; (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন; (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন; (৩০) গুরুদেবের সম্মুখে তাঁহার কোন সেবা না করিয়া অবস্থান; (৩১) গুরুদেবের সম্মুখে আত্ম-প্রশংসা; (৩২) অপর দেবতার নিন্দা।

সেবাপরাধ (বরাহপুরাণাদির মতে)

(১) বিষ্ণুর বা রাজার অন্ন ভক্ষণ, (২) অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন; (৩) বিধি-উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের সহিত পূজা, (৪) বাদ্য না করিয়া মন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন; (৫) হুঙ্কারাদি দ্বারা দুষ্ট-দূষিত তালা-সংস্পর্শ; (৬) পূজা-কালে মৌনভঙ্গ; (৭) পূজা করিতে করিতে মল-বিসর্জ্জনার্থ গমন; (৮) গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া পুষ্পে ধূপাঘ্রাণ; (৯) নিষিদ্ধ পুষ্পের দ্বারা পূজা; (১০) বস্ত্রধাবন না করা; (১১) স্ত্রী-সম্ভোগ, (১২) রজঃস্বলা স্ত্রী স্পর্শ, (১৩) দীপ স্পর্শ, (১৪) শবস্পর্শ, (১৫) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, পরের অধৌত মলিনবস্ত্র পরিধান, (১৬) শবদর্শন, (১৭) অধোবায়ু পরিত্যাগ, (১৮) ক্রোধ-প্রকাশ, (১৯) শ্মশানে গমন, (২০) অহঙ্কারিতা, (২১) গীতগান, (২২) অহিফেন সেবন ও (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ বা পূজা করিলে অপরাধ হয়; (২৪) তাম্রপাত্রে অন্নাদর; (২৫) অন্নপাত্রের প্রবর্ত্তন; (২৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ; (২৭) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন; (২৮) পীঠ বা ভূমিতে উপবেশন-পূর্ব্বক অর্চ্চন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করাইবার সময় বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৩০) অর্চ্চনে নিজের কৃতিত্বের গর্ব্ব; (৩১) তির্য্যক পুণ্ড্র ধারণ, (৩২) সন্ধ্যোত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৩৩) অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন; (৩৪) অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজা; (৩৫) বিষ্বক্‌সেনকে পূজা না করিয়া অর্চ্চন, (৩৬) কাপালি দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা; (৩৭) নগ্নপৃষ্ঠদেশে শ্রীমূর্ত্তির পূজা; (৩৮) বস্ত্রলিপ্তদেহে পূজা; (৩৯) নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন, (৪০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ করা ইত্যাদি অনেক সেবাপরাধ।

নামাপরাধ

(১) সাধুনিন্দা,—অসাধুকে সাধু-জ্ঞান ও সাধুকে অসাধু-জ্ঞান, (২) মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় পরস্পর ভিন্ন মনে করা, অথবা শিবকে বৈষ্ণবোত্তম না জানিয়া স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞান করা, (৩) শ্রীনাম-তত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, (৪) বেদ বা শ্রৌতশাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে স্তুতিস্তুতিজ্ঞান, (৬) ভগবানের নামকে কল্পিত মনে করা, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি প্রাকৃত শুভকর্ম্মসমূহের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন ও অত্যন্ত বিমুখ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা বা অর্থাদির লোভে নামোপদেশ, (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও দেহে আত্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত নামে অনুরাগ প্রদর্শন না করা।

বৈরাগ্য

যুক্তবৈরাগ্য (সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভক্তের)

কৃষ্ণই নিত্যপ্রভু—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া সকল বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ। ইহা ভক্তি।

ফল্গুবৈরাগ্য (প্রতিষ্ঠাকামী ও মায়াবাদিগণের)

সকল বস্তুকেই প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া হরিসেবার উপকরণেও সেইরূপ বুদ্ধি এবং ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-ধাম-লীলা প্রভৃতিকে মায়াময় মনে করা। ইহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি

ইষ্ট-বিষয়ে যে স্বাভাবিকী পরমা আবিষ্টতা, তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহা নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রজবাসী ও পুরবাসিগণেই প্রকাশিতা।

কামরূপা

কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণের সুখ-সম্ভোগের জন্য অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণের যে কৃষ্ণকামোন্মুখিনী বৃত্তি; ইহা ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র নাই। মথুরার কুব্জার কাম—কামপ্রায়মাত্র, উহা প্রকৃত কামরূপা ভক্তির উদাহরণ নহে।

সম্বন্ধরূপা

"আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা" ইত্যাদি সম্বন্ধের অভিমান হইতে নন্দ-যশোদাদির যে ভক্তি।

রাগানুগা সাধনভক্তি*

রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা। যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাদের রাগাত্মিক ব্রজ জনের বিভিন্নপ্রকারের কৃষ্ণসেবার লোভ উৎপাদিত হইয়া যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তি যতপ্রকার, রাগানুগা ভক্তিও তত প্রকার।

কামানুগা

সম্ভোগেচ্ছাময়ী

ব্রজদেবীর সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত সম্ভোগ—যদ্দ্বারা কৃষ্ণের সুখোল্লাস হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাময়ী রাগাত্মিক জনের অনুগা ভক্তি।

তদ্ভাবেচ্ছাময়ী

ব্রজযুথেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুর্য্য, তাহার কামনাময়ী রাগাত্মিক জনানুগতা ভক্তি।

সম্বন্ধানুগা

যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ দাস, সখা, মাতা, পিতা, কান্তা প্রভৃতি নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধিত, সেই সকল রাগাত্মিক জনের সম্বন্ধরূপা ভক্তির অনুগা ভক্তিই সম্বন্ধানুগা। সম্বন্ধানুগা ভক্তিযাজনের নামে কেহ যদি আপনাকে শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম বা রক্তক-পত্রকাদি মনে করেন, তবে তাহা অহংগ্রহোপাসনা বা অভক্তিতে পর্য্যবসিত হইবে।

রাগানুগা সাধনভক্তি

দাস্যরাগানুগা

রক্তক-পত্রকাদি রাগাত্মিক-ব্রজবাসী কৃষ্ণদাসগণের দাস্যরসে লুব্ধ হইয়া তদানুগত্যে যে সাধন-ভক্তি।

সখ্য রাগানুগা

শ্রীবলাদি রাগাত্মিক কৃষ্ণ-সখাগণের সখ্যরসে লুব্ধ হইয়া তদানুগত্যে যে সাধনভক্তি।

বাৎসল্যরাগানুগা

নন্দ-যশোদাদি রাগাত্মিক বৎসলরসিকগণের রসে লুব্ধ হইয়া তদানুগত্যে যে সাধনভক্তি।

মধুর রাগানুগা

রাগাত্মিক ব্রজগোপী-গণের মধুর রসে লুব্ধ হইয়া তদানুগত্যে যে সাধনভক্তি।

* রাগানুগ সাধনকে কেহ কেহ মর্য্যাদামার্গ বলেন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

দ্বাদশ সম্পুট

শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তি বা কনিষ্ঠাধিকারিগণ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামকে যে ধারণায় গ্রহণ বা যেরূপ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইতে ঐ দুইটি অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর স্বরূপ-বিচার পৃথক্।

প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনার বাসনা

শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে সাধারণ ব্যক্তিগণের বিচার লইয়া যুক্তিমূলে আলোচনা একটি পৃথক্ প্রবন্ধে বিষয়রূপে আমরা সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সহিত একাত্মসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লইয়াই আলোচনা করিব।

পৌত্তলিকদিগের প্রতি অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি-সেবকগণের একটি কথা

যাঁহারা অপ্রাকৃত বিচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি-সেবাকে পৌত্তলিকতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি কথা জানান' আবশ্যক। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনাই

অরূপের রূপ-কল্পনাই পৌত্তলিকতা

পৌত্তলিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাঁহাকে আমরা যুক্তি-সঙ্গতভাবে পৌত্তলিকতা বলিতে পারি না। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ অরূপের 'রূপ' কল্পনা, অশব্দের 'শব্দ' কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"

বৈষ্ণবগণ অরূপের রূপ-সৃষ্টিকারী নহেন

কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপের নিত্য-সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্য পূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতার

পুতুল কতপ্রকারে সৃষ্ট হইতে পারে?

আরোপ কিরূপে হইতে পারে? কেবল স্থূল মূর্ত্তিই কি 'পুতুল'? ভাব বা শব্দের প্রতীক বর্ণ বা অক্ষরও সেই যুক্তি-অনুসারে কি পুতুল নহে? কোন কোন ধর্ম্মমত-বলম্বী তাঁহাদের কল্পিত পূজ্য বস্তুর স্তব স্তুতি নাম প্রভৃতি আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে সম্মত নহেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুলপূজা মনে করিয়া থাকেন! সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের ঐ বিচার স্থূলবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কেবল স্থূলমূর্ত্তিরই 'রূপ' আছে, ভাব বা শব্দের কোন 'রূপ' নাই—এরূপ ধারণা সূক্ষ্ম বিচারের অভাব-জ্ঞাপক।

শব্দের রূপ

শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষুর দ্বারাই যে, সকল রূপ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু বা ভাব—সকলই রূপ-বিশিষ্ট

দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে; কর্ণদ্বারা, নাসিকাদ্বারা বা জীবের যে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, যে সকল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই 'পুতুল' এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা 'পৌত্তলিক'।

রেখাঙ্কিত বর্ণ ও চিত্রপট

দ্বিতীয়তঃ রেখাসমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়; রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্‌কী, পুষ্করসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী(Script)রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন বর্ণের যে সকল উপদেশাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্ত্তিসেবক-গণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তিগণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে রেখাদ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিরূপে? জাগতিক অক্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ

প্রচ্ছন্নপুতুলপূজক

যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্থূলমূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়া

অক্ষর, শব্দ বা ভাবনাত্রের প্রতি সন্ধান দেখাইয়াও 'পুতুল-পূজক'।

অপ্রাকৃত অক্ষর ও শ্রীমূর্ত্তি অভিন্ন বস্তু

বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকার-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাকৃত ভাব ও শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৯)

অন্যত্র—

"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।৫)

অপ্রাকৃত অক্ষর গোলোকের অবতার

প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; শ্রীমূর্ত্তিও তদ্রূপ। নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীমূর্ত্তিই জগতে অবতীর্ণ। তাই নির্ব্বিশেষবাদী লৌকিকগণের ন্যায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা নহে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার।

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে একটী কথা আমরা মুম্বাই-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম, সেই কথাটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। *

বিপ্রলম্ভভাবোন্মত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন

"অদ্যজ জগতে অধোক্ষজ বস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ-অবতার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বন্ধজীবের কারাগার ও জড়ভোগের আলয় বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। নিত্যবস্তুর কৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে বিগ্রহরূপ সেবোন্মুখতার প্রস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, সেখানে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড় ভাবনামের কোন কার্য্যই নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে 'পুতুল' বলা (?) বা 'পুতুল' ধারণা করা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়।"

প্রবাসগত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ মথুরা প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীলা আবিষ্কার করিয়া উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন—"হে দেবি শৈব্যে! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাপ সহ্য করিবে; তোমরা আমার প্রতিমা প্রকাশ করিয়া সেবা কর, আমি ৪।৫ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন করিতেছি।"

"বিত্রৈরেব প্রিয়তমি দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি শৈব্যে
যাস্যামি ত্বং প্রণয়চটুলং ক্রমুগাড়ম্বরাণাম্॥

অত্র সেব্যতামিতি পদেন তদাড়ম্বরৈর্মদেকপূজকৈ-রপুষ্পিতো যেষু প্রতিমাকারোঽহং মথুরায়াং দুঃখমেষাদু-ত্তরামীতি ব্যঞ্জিতং।"—(উঃ নীঃ প্রবাস-প্রকরণ ৬২ সংখ্যা)

বিরহব্যথিতজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই সুদূরপ্রবাসগত বাক্যও প্রমাণিত করে যে, মহাভাগবতগণ বিরহব্যথিত হইয়াই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা কিরূপ?

শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গে সুখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

প্রতিফলিত জাগতিক দৃষ্টান্তের মধ্যেও পরস্পর বিচ্ছেদে পরস্পরের চিত্রপটাদির দর্শন

এই জগতেও দেখা যায়, আমরা যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার সহিত বিচ্ছেদকালে তাহার আলোক-চিত্রাদি সংরক্ষণ করিয়া থাকি। প্রণয়িনী সুদূর-

* ২১এ মে ১৯০৬, প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মুম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ।

প্রবাসগত প্রণয়ীর নিকট নিজ চিত্রপট বা পত্রিকাদি প্রেরণ করেন। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর নিকট তাঁহার চিত্রপটাদি প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদের মধ্যে যেন সেতুবন্ধন করিয়া থাকেন। পুত্র-শোকাতুরা জননী পুত্রের চিত্রপট দর্শনে বা দর্শন করিয়া পুত্রের বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সহ্য করেন।

একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত

আমরা এখানে আমাদের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এই সময়ে অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের কএক দিবস পূর্ব্বে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত উৎসব উপলক্ষে নীলাচলে স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সেই সময় উত্তর-বঙ্গের (?) কোন বিশিষ্ট জমিদারবংশীয় একব্যক্তি তাঁহার উন্মাদপ্রায় ভার্য্যার সহিত নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। জমিদারের পত্নী তাঁহার প্রথম স্নেহের পুত্তলী পুত্ররত্নকে অতি অল্পবয়সে হারাইয়া পুত্র-বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। পতি সন্তাপশোকগ্রস্তা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। মহিলাটি যখন-তখন যেখানে-সেখানে উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া চলিতেন। কিন্তু যখনই যেখানে যাইতেন বা যাহাই করিতেন, তাঁহার ক্রোড়ে একটি 'প্রতিকৃতি' দেখা যাইত। তিনি ঐ প্রতিমূর্ত্তিটিকে কোন সময়েও ছাড়িতেন না, বলা বাহুল্য উহা তাঁহার মৃত পুত্রেরই প্রতিকৃতি। উক্ত পুত্রটিকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে-সকল বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সুখী হইতেন, শোকাতুরা জননী উক্ত প্রতিকৃতিটিকেও সেই সকল বেশভূষায় ভূষিত করিয়া কখনও বা নীলাদ্রির ফুলে উধাও হইয়া চলিতেন, কখনও বা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে মৃত-পুত্রের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে কি করিয়া সেই পুত্রকে আবার পাওয়া যাইবে, কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ ভাব-বিহ্বল হইয়া ঐ রমণী কোনদিন পতির সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও রমণীর কোলে তাঁহার মৃত পুত্রের প্রতিকৃতি। রমণী আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে চিরদিনের জন্য ঐ জড়বস্তুর ছায়াটিকে রাখিয়া দিতে পারিবেন, এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ-প্রসঙ্গ ও 'শোক-শাতন' প্রভৃতি গীত আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু জড়ের ধর্ম্মের মোহর যেখানে গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছে, সেখানে চেতনের কথা সহজে স্থান পাইবে কেন?

অনিত্য বস্তুর বিসর্জ্জন ও নিত্যবস্তুর নিত্য-সংরক্ষণ

পরবর্ত্তিকালে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ রমণী অন্য একটি সন্তান লাভ করিয়া তাঁহার সেই পূর্ব্বের ক্রিয়া-মুদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

উক্ত উদাহরণে পারমার্থিক শিক্ষা

এই প্রত্যক্ষ উদাহরণটি দ্বারা আমাদের নিকট একদিকে যেরূপ বিরহব্যথিত ব্যক্তির অভীষ্টজনের দর্শনের ঔপশমক-বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রমাণিত করিতেছে, অপরদিকে পরবর্ত্তিকালে বিসর্জ্জনযোগ্য জড়মূর্ত্তি ও অধোক্ষজাবতার শ্রীমূর্ত্তির পার্থক্য সূচিত হইতেছে। উক্ত শোকাতুরা জননী জড়ের বিরহে প্রমত্ত হইয়া অনিত্য ও হেয় ধর্ম্মযুক্ত জড়ে যে আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তিকালে অন্য জড়ের সম্ভোগ-বর্দ্ধ-দ্বারা সাময়িকভাবে তিরোহিত হইয়াছে। জড় নিত্য, সংরক্ষণশীল বস্তু নহে বলিয়াই উক্ত জননী পূর্ব্ব সন্তানের জড়-মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আর এক জড়মূর্ত্তির ভজনা করিতে পারিয়াছিলেন। জড়ের ইতিহাসে এইরূপ কত সাময়িক 'ইন্দ্রিয় প্রেমিক' অনিত্য পুত্র, পতি, পত্নীর বিরহে পাগলপ্রায় হইয়া থাকেন, আবার পরবর্ত্তিকালে তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া জড়-সম্ভোগকারিণী নূতন-মূর্ত্তির ভজনা করেন। ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

আগামী ১১ই জুলাই, বুধবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি; শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ও শ্রীগোদ্রুমে মহামহোৎসব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীআলালনাথে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠোৎসব—গত ১২ আষাঢ় ২৭শে জুন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রার দিবস শ্রীভক্তিবেদান্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তর্ধানানুসারে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে 'শ্রীশ্রীগোপীনাথজী' অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে তৎপরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরী হইতে ২০ খানি যান-সহযোগে ও পদব্রজে বহু ভক্ত আচার্যের কৃপা বহন ও উৎসবে যোগ-দানার্থ গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় সাবইন্‌স্পেক্টর মং, সুদস্, এ, এস, আই অব্ পুলিস; দাস্ ট্রান্সিস্ট্যান্ট সার্জন প্রভৃতি অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীআলাল-নাথের ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক সংবাদ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ আলবরের জীবনচরিত—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় গৌড়ীয়-সম্পাদক দ্বাদশ আলবরের অভূতপূর্ব জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহা সচিত্র গ্রন্থা-কারে প্রকাশিত হইবে। উহাতে দ্বাদশ আলবরের জীবনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলপূর্ণ ঘটনাবলী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন। সাহিত্যের দিক্ দিয়াও উহার যথেষ্ট মূল্য, অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব আছে।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (তাহতনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত)—যে অপূর্ব প্রবন্ধ বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই উদ্ধবপুর গ্রামে শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরের পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত বিচার-সভায় শ্রোতৃ-বৃন্দের মুগপৎ বিস্ময় উৎপাদন ও নয়ন উদ্দীপন করিয়াছিল, যে প্রবন্ধ সভামধ্যে পঠিত হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবনের পণ্ডিতবর মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় সভামুখে প্রশস্তিদান করিয়াছিলেন, যে প্রবন্ধ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল, যে প্রবন্ধ গোবিন্দ-ভাষ্যের ন্যায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল—কেবল দার্শনিক নবযুগের সূচনা নয়, পারমার্থিক সামাজিক যুগের নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছিল, সেই প্রবন্ধ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও সেই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্যের কৃপায় সেই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ঢাকা মনোমোহন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে সূচী, ভূমিকাপ্রভৃতির কথাসার এবং মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে পাঠকগণের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে সুবিধাবাদের বিভিন্ন ছত্র হইতে যে সকল আন্দোলন ও প্রতি-আন্দোলন ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্থিত হইতেছে, সেই যুগে এইরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সুবীমাংসিত গ্রন্থখানি অদূরভবিষ্যতে সামাজিক সমস্যার সমাধান করিবে। বলিতে কি এই বাদপ্রতিবাদের যুগে এই গ্রন্থখানি সামাজিকগণের সমাজপথের অভূতপূর্ব আলোকস্তম্ভরূপে গৃহীত হইলে সমাজে সোণার কমল ফলিবে।

গ্রন্থের ছাপা শেষ হইয়াছে, অচিরেই এই গ্রন্থ ভাগ্যবান্-লোক দর্শন করিবে।

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীযাদবগৌড়ীয় মঠ, ১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীগোপালজী মঠে বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর উৎসাহে ও উদ্যমে এবং আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ নাথাবরজ ব্রজবাসী ভক্তিবলাধ প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে গত ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন ঢাকা সহরের নিকটবর্ত্তী কমলাপুর গ্রামস্থ শ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহানামাত্মিক, কীর্ত্তন ও শ্রীগোপালজীর অর্চ্চনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পর বেলা ১১টা হইতে প্রায় ২টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের মুখ্য গায়কত্বে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীগোপালজীর ভোগরাগাত্মিক সম্পন্ন হইলে সমবেত প্রায় সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলাকে

প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর বেলা ২৪ টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কমলাপুর গ্রামের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় বড় বৃষ্টি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা-সত্ত্বেও শ্রীগোপালজীর কৃপায় সে-দিন আর বড়বৃষ্টি কিছুই হয় নাই। শ্রীবাগ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণব-বিলাস দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীপ্রাণবন্ধু, ভক্ত শ্রীগণবন্ধু, ঢাকার গৃহস্থ-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীসুপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীনব-গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজবিলোর, এতদ্ব্যতীত গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে, ডাক্তার শ্রীশ বাবু এবং বিভিন্ন স্থানের আরও বহু সজ্জন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কমলাপুর মঠরক্ষক শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রজবাসী এবং শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুপ্রসন্ন দাসাধিকারী ও ডাক্তার শ্রীশ বাবুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

মহামান্য বোম্বাই গভর্ণর বাহাদুর ও শ্রীপাদ গিরিমহারাজ

(তারের সংবাদ)

পুনা, ৬ই জুলাই (১৯৩৮)

অদ্য মধ্যাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের পুনায় বোম্বাইর মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর লর্ড ব্রাবোর্ণ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনেকক্ষণ যাবৎ কথাবার্ত্তা হয়। গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ সহিষ্ণুতার সহিত স্বামিজী মহারাজের বক্তব্য বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদুদ্দেশ্যের ও আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এতৎ প্রদেশে প্রচার-কার্য্যে তাঁহার যাবতীয় সহানুভূতি প্রদর্শনে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

স্বামিজী মহোদয়গণ শোলাপুরে হরিকথা প্রচারের জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

স্বধাম-প্রাপ্তি

গত ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া প্রণবাশ্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীচৈতন্যচাতুরী দাসাধিকারী মহোদয় আশ্রমবাসিগণের মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে স্বেচ্ছাক্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে পশ্চিম-দেশবাসী ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য সমীপে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইনি কিছুদিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠে থাকিয়া ভজন করেন। পরে আমলাজোড়া প্রণবাশ্রমে আসিয়া ভজন করিতে থাকেন।

পরলোকে কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

স্বনামধন্য অধর্ম্মনিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় গত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে অসুস্থ ছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপীগ্রামে প্রসিদ্ধ কবিরাজ-বংশে কবিরাজ-শিরোমণি মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য পুত্র—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন; একবার নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসম্মেলনের সভাপতিরূপে মনোনীত হন এবং ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসভার সভাপতিত্ব করেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা-সমৃদ্ধিকল্পে তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ (ভাগবাস আয়ুর্ব্বেদ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাতে তাঁহার যোপার্জ্জিত বহু অর্থ নিয়োগ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ ও ব্রাহ্মণ-আয়ুর্ব্বেদ-সভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বহুপুস্তক ও মূল গ্রন্থের অনেক বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন এবং তাঁহার গ্রন্থাগারে বর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা-সম্বন্ধে কবিরাজ-শিরোমণি বাচস্পতি মহাশয়ের নাম সর্ব্বজন-সুপরিচিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি কবিরাজ-শিরোমণি মহোদয়ের

অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনমাত্র তিনি দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া আনন্দের প্রকাশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস্তব-সত্য-প্রচার-প্রসঙ্গ-শ্রবণে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে-কোন লোক তাঁহার নিকট গেলে তিনি অন্য সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ ও কার্য্য সম্পাদন করিতেন। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারীমাসে শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থাভিনয়কালে শ্রীযুত বাচস্পতি মহোদয় সংবাদ পাওয়া মাত্রই বীয় পারীবারিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রভুপাদকে দেখিয়া গিয়াছেন, কোন কোন দিন সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইলে নিজেই আসিয়া সংবাদ লইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় শ্রবণে কবিরাজ-শিরোমণি মহোদয় যে প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা স্মরণে আজ আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগিতা, সরলতা, সৌজন্য, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ সত্য সত্যই প্রশংসনীয় এবং বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তিগণের আদর্শস্থানীয়। আমরা আশা করি, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহোদয়ও পিতার বিবিধ সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া পিতার পরলোকগত আত্মার প্রীতিবিধান করিবেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

পুনায়—শ্রীযুত নেমি মহারাজ গত ১৩শে জুন হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয়ের ব্যাল্‌কম্ টাঙ্ক্ রোডস্থ ভবনে এবং গত ২২শে জুন হইতে পুনার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, কে, বোস মহোদয়ের কনটোন্‌মেণ্টস্থিত গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সকলেই স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইতেছেন।

মিঃ বি, কে, বোস মহোদয় ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজকুমারী দত্ত মহোদয়াও বিশেষ ভক্তিমতী। তাঁহারই উদ্যোগে মিঃ বসুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। এই ভাগ্যবতী মহিলা বোধে গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সেবাভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার সত্যানুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের ভগবৎসকাশে প্রার্থনা।

পুনায় "ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট" এর উদ্যোগে পুনার সুপ্রসিদ্ধ ফার্গুসান্ কলেজে Prof.. V. Potder এবং Dr. Londe M.A.Ph.D. (Germany) মহোদয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে বহু বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ গত ২৩শে ও ২৭শে জুন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দিবসদ্বয় অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় বক্তৃতা হইয়াছে। প্রথম দিবস অর্থাৎ ২৩শে জুন মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এবং দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২৭শে জুন বুধবার শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দার্শনিক তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় দিবসের বক্তৃতাই সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

পাবনায়—গত ৭ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় নাকালিয়া বাজারে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজের কৃপাদেশে ব্রহ্মচারী শ্রীঅনাদিকল্পজী 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয়' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী পতিতপাবনের সুমধুর কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী উক্ত গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া পাবনার অন্যান্য স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

কাশীতে—গত ১০ই আষাঢ় সোমবার কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ কাশীস্থ বিবেকানন্দবাণী-ভবন বালিকাবিদ্যালয়ে স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্য মহিমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-সহ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় প্রায় ৪০০ শত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার সমাগম হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজীর সুললিত কীর্ত্তন হওয়ায় সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪১; ১৪ই জুলাই, ১৯৩৪ | ৪৮শ সংখ্যা

সাময়িকী

গত ২৮শে আষাঢ় বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের পতিত পোষামী প্রভুর অপ্রকট তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতের পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহামহোৎসব শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আচার্য্যের আনুগত্যে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবৎসর শ্রীপুরুষোত্তমে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও অবিশ্রান্ত হরিকথা-কীর্ত্তন অনেক অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য সঞ্চার করিয়াছে। আলালনাথে শ্রীগোপী-গোপীনাথ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব, আলালনাথের মৌলিক তথ্য ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আবিষ্কার 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া অকপট অনন্যানুসন্ধিৎসুগণের পাথেয় ও সম্বল বিতরণ করিয়াছে।

ঠাকুরের বিরহ-তিথি-উৎসব তাঁহার প্রিয়তমন-স্থান শ্রীগোদ্রুমস্থ সমাধি-কূল ব্যতীত আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং ভারত ও ভারতেতর যাবিতে বিভিন্ন শাখা-মঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।

গতকল্য হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। জগতের পাঁচমিশালি সম্প্রদায়গুলিকা তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারানুযায়ী যে চক্ষে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করেন, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর তটদেশও যাঁহারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই চক্ষে তাহা দর্শন বা অনুভব করেন না। পাঁচমিশালি

লোকের জন্য মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু ওনসিদ্ধতীরে কমললোচন অর্থাৎ সাক্ষী, নির্ণয় ও চেতোরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান করেন, রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর অনুগত সেই সকল চিহ্নিত ব্যক্তিগণ শুনিয়া থাকেন, শ্রীরাধার অনুগত সম্প্রদায় গৌর-লীলার মত ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রেমভক্তিতে আকর্ষণ করিয়া ঐশ্বর্য্য লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি বৃন্দাবনে লইয়া যান। গোপীর অনুগত সম্প্রদায় বা কৃষ্ণানুগমন্ত্রিনীর ভাবকান্তি-বিমণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় প্রথম রথযাত্রার সময় তাঁহাদের নিজস্থানে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রবিশিষ্ট হন, উল্টা রথের সময় তাঁহাদের সে ব্যগ্রতা নাই। তাঁহারা রথের নিম্ন দলকে পথের ছয়ারে ফেলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসীগণকে গোকুলে রাখিয়া গৌরলীলার মত হইয়াছিলেন দেখিয়া সেই সকল বিরহ-বিধুরা গোপীগণ পাঁচমিশালি লোকের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে তীর্থস্নানের ছলে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের পক্ষে এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। তাঁহারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, বুভুক্ষী, পঞ্চোপাসক—এই সকল পাঁচমিশালি লোকেরই ন্যায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দর্শনের ছলে শ্রীরূপানুগ-শ্রেষ্ঠ জনের আনুগত্যে তাঁহাদের ভজনীয় বস্তুর সন্ধানে গমন করেন। বিপ্রলম্ভই তাঁহাদের ভজন। অনবসরে জগন্নাথে শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্ম চতুর্ভুজ আলোয়ারনাথের দর্শনেচ্ছুক বিপ্রলম্ভ-ভজনের কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাই যাঁহারা আলালনাথে গোপীনাথ দর্শন করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য শ্রীরাধানিত্যজন রাসরসাকর্ষী বংশীবটতটস্থিত প্রয়োজনবিগ্রহ গোপী-গোপীনাথকে অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন বিচারে এই রথযাত্রার দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ ভজনের অন্তরঙ্গ সহায় শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুর বিরহতিথি। কাজেই সেদিন গৌড়ীয়ের মূল মহাজন আরও অধিকতরভাবে গৌড়ীয়গণকে বিপ্রলম্ভ-ভজনের উদ্দীপনা করিয়া দেন।

অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীতে মহাজন ও শাস্ত্রীয় কতিপয় উক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যাভিলাষ ও নানা-প্রকার দুর্বলতা ও অপরাধের প্রশ্রয় ও পরিপুষ্টি সাধন করা হয়। যাহারা অন্যাভিলাষী, তাহারা ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির কথায় প্রীতি ও সোয়াস্তি লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্রের কোথায়ও তাহাদের দুর্বলতা ও অন্যাভিলাষ-জাত অপরাধ সমর্থন করিবার কোনও বাক্য আছে কি না, তাহারা তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ", শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোক, কিংবা অন্যাভিলাষের বাহুল্যটিতে শুরু না করিয়া নামাভাসে মুক্তি-লাভের দৃষ্টান্ত অথবা নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তির আপাত পরিপোষক বাক্য ও উদাহরণ-সমূহ তাহাদের অন্যাভিলাষিতার প্রশ্রয়ের অস্ত্ররূপে আহরণ করিয়া থাকেন।

গত ৭ই জুন (১৯৭৮) পুরীতে পরলোকগত সাহিত্যিকবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ মহাশয়ের সহিত অন্যাভিলাষপূর্ণ বিদ্ধভক্তি বা অভক্তির সহিত শ্রীরূপকথিত অহৈতুকী উত্তমা ভক্তির তুলনামূলে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা একটী পৃথক প্রবন্ধে সমালোচনা করিব।

গৌড়ীয় ১২শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা এবং ৪র্থ সংখ্যায় "শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস গদাধর" শীর্ষক সমালোচনায় "পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চতত্ত্ব" নামক একটি অসিদ্ধান্ত ও অপরাধপূর্ণ পুস্তকের যে সকল গলদ বাহির হইয়াছে তাহা দেখিয়া ত্রিপুরেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় আমাদিগের নিকট যে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ পুস্তিকা লেখক ও প্রকাশকগণের দুরভিসন্ধি ও অপচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্থানান্তরে ঐ পত্রখানি যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করা যায়, শ্রীচৈতন্যতাপবতের বিরাট্ ও অদ্ভুতপূর্ব্ব সূচীগ্রন্থের সম্পূর্ণ খণ্ড শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় প্রকাশিত হইবে। "সদ্বক্তা ও শ্রী" গ্রন্থের বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের মধ্যেই যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন হইতেছে।

পৃথিবীর সকল লোকই একে একে ফলভোগ, ফলত্যাগ ও হরিসেবার অধিকারানুযায়ী স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিবেন। এই জগতে অনেকে অল্পকালে কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে পারেন এবং তজ্জন্য গণদেবতার আশীর্ব্বাদ ও প্রশস্ততা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এ জগতে আসিয়া লব-মাত্র কালও অকৃত্রিম সাধুসেবার দ্বারা সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই পল বা মুহূর্ত্ত যত, তাঁহাদের পরমায়ুর সেই সময়টুকু অক্ষয় ও অব্যয়; তাহাই তাঁহাদের চাবী অনন্তজীবনের মঙ্গলময় পাথেয়।

আগামী ৭ই শ্রাবণ সোমবার শ্রীবিষ্ণুর শয়নএকাদশীর উপবাসব্রত; ঐ দিবস হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ। কোন কোন বিচারে আগামী ১০ই শ্রাবণ পূর্ণিমা হইতেও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইবে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা ও তৎসম্বন্ধে তত্ত্বগণের পালনীয় আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রভৃতি গৌড়ীয় ঊর্দ্ধ খণ্ড ৪৮শ সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ খণ্ড ৯ম সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় হরির শয়নকালে হরির নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বিচার করিয়া হরিনাম-গুণকীর্ত্তন হইতে বিরত ও মৌনী থাকেন, কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্রের বাণী পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ হইতে জানা যায় যে এই সময়ে অধিকতর হরিকীর্ত্তন ও হরিসেবাই মুখ্যবিধি; অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ তাহারই অনুগামী।

কএকদিবস পূর্ব্বে কলিকাতার স্বনামধন্য কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় এবং এংলো ইণ্ডিয়ান্ সমিতির প্রতিষ্ঠানাম নেতা ডক্টর এইচ্, ডব্লিউ, বি, মোরেণো সাহেবের স্থলাম-পদনবার্ত্তা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্ত সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইঁহারা উভয়েই শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অভিমর্ত্ত্য বাক্তিত্ব ও প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহুবার আগমন করিয়া আচার্য্যের বাণী-শ্রবণে তাঁহাদের জাগতিক মূল্যবান্ সময় নিয়োগ করিয়াছিলেন। অনেক সময় কবিরাজ শিরোমণি বাচস্পতি মহাশয় অনাহূত হইয়াই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের স্বাস্থ্যানুসন্ধানের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যিনি ভবরোগের লোকোত্তর বৈদ্য, তাঁহার সেবা করিবার কোন সুযোগ পাইলেই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সার্থকতা হয়। বাচস্পতি মহাশয়ের সৌজন্য, অমায়িকতা, গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও তদনুগতজনের সেবায় অকাতরতা, আন্তরিকতা, নিরহঙ্কার প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহার জাগতিক অসংখ্য গুণের শীর্ষদেশে যেন এখনও জীবন্তভাবে নৃত্য করিতেছে।

ডক্টর মোরেণো শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া একাধিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেন। প্রভুপাদের সম্পাদিত "হারমনিষ্ট্" পত্রিকায় ডক্টর মোরেণোর কতিপয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহুবার গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রণতি প্রদান করিয়া তাঁহার সত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অপর কুলে, অপরধর্ম্মে উদ্ভূত ও অধিষ্ঠিত থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আত্মার উন্নতি-বিধানে নিশ্চয়ই সহায়ক হইবে।

পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ

২৯শে মে প্রাতঃকালে অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন। ইহার উত্তর-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা প্রকাশিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন 'হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ'—হরিকে রূপকতা, আধ্যক্ষিকতা বা ঐতিহাসিকতা প্রভৃতির মধ্যে ফেলতে হবে না, তিনি মানবজাতির ঐরূপ অবিবেচনা হরণ করেন ব'লে 'হরি'।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং ময়াত্মকঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৩)

বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনষ্ট হওয়ায় সৃষ্টির সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি।

প্রভুপাদ বলিলেন, মহাকাল যাহাকে ধ্বংস কর্ত্তে পারে

না, তাহার নিত্যকাল, সেই নিত্যকাল মহামহাকালকেও গ্রাস করে, তাহাই কৃষ্ণাভিন্ন।

এজগতে বিভিন্ন লেখ-প্রণালীর শব্দে যে-সকল বাণী প্রকাশিত হয়, তাহা বহুজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপযোগী। ঐ সকল আভিধানিক শব্দের আবরণ ও উপযোগিতা হ'তে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীহরিনাম।

এখানে আমরা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করি, তাহা মূলে কৃষ্ণবাচক শব্দ হ'লেও তা'র সঙ্গে নানাপ্রকার বাজে জিনিষ সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছে। কেন না, মিশ্র জগতের পার্থিবিকতার আচ্ছন্ন আমাদের মেপা মাপাকে না মিশিয়ে কোন জিনিষই গ্রহণ করতে পারে না। এইরূপ পার্থিবিকতারই সহিত যা'রা সমন্বয়ের নামে ধর্মকে সংমিশ্রিত করে চান, তা'রাই "যারা মিশাইতে এসে ভগবান্" বা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এইরূপ বিচারে প্রাকৃত সাহজিক-মতকে বহুমানন করেন।

'হরি'শব্দ বিশ্লেষণের সহিত সমান নয় কেন? যেহেতু হরি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ প্রকাশের বাচা। 'হরি'শব্দ আলোচনা করতে গিয়ে হরির নিকট হ'তে আমাদের চেতন-বস্তুকে আবৃত ক'রে যে সকল জিনিষ তা'তে আমরা অংশের দেখতে পাই। হরি সেই আবরণগুলিকে হরণ ক'রে নেন, কিন্তু বিষ্ণু শব্দ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উহার মধ্যিকা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ইহাই তারকব্রহ্ম নাম; ইহা ছাড়া অন্য মানব-কল্পিত শব্দ কোটি কোটি বৎসর গ্রহণ ক'রে বসেই আমরা শিবত্বলাভ করি না কেন তদ্দ্বারা মঙ্গল হবে না। মহাপ্রভুকে প্রণাম (?) ক'রে আমাদের অন্য নাম করতে হ'বে না—গৌর-বিহিত নাম-কীর্তনই করতে হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শাস্ত্রীয় "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্তন ও প্রচার করেছেন, তাতে কোন প্রকার অন্যাভিলাষ বা মিশ্রিত কথা নাই। আমরা দ্বাপর যুগের লোক নই। দ্বাপর যুগে অর্চন যে প্রকার শুদ্ধ হ'ত, কলিহত মানবের দ্বারা অর্চন সেরূপ বিশুদ্ধ হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

অর্চ্চায়ামের হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৭)

প্রাকৃত অভিমান না থাকলে অর্চন করতে বাধিত হয় না। "যজ্ঞেশ, নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিত্যপ্রভু মাং জগদীশ রক্ষ" আমাকে রক্ষা কর, আমার ঘরোয়ানী কর—প্রাকৃত অভিজ্ঞতায় যা'রা ইহা বলছেন, তাদের নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ রয়েছে। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' এতে কিন্তু রক্ষা কর বা না কর—একথা বলা হচ্ছে না। যেমন মহাপ্রভু বলেছেন—(শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এই পাদরজ দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

[শ্রীযুক্ত রাধাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নামক একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রক্ষা করতে বললেই যে কামনা হ'ল, তাহা কিরূপে বলা যায়? রক্ষা ত' কত রকমেরই আছে। প্রভুপাদ উত্তরে বলিলেন,—]

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ relativityর মধ্যে থাকিবেন ততদিন 'রক্ষা কর'—বলতে গেলে, তাতে একটু না একটু অন্যাভিলাষ অনুস্যূত থাকবেই থাকবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাঁহার দিব্যোন্মাদময়ী বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে "কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্," বলেছিলেন, সেটি আর এক প্রকার রক্ষার কথা। বিরহ-সাগর হ'তে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে সেবা ক'রেও তাঁহার অধিকতর সেবার জন্য আরও ব্যাকুলতা, কিন্তু অর্চনের অধিকার নিয়ে 'রক্ষ মাম্' বলতে গেলে তাতে অন্যাভিলাষ এসে যায়। গোপীগণের অর্চনের অধিকার নয়, তাঁরা নিত্যকাল সাক্ষাদ্ভাবে নবনবায়মান পূর্ণতম অপ্রাকৃত ভজন করছেন। দ্বাপরযুগের লোক হ'লে আমরা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"—বলতে পারতাম; তা'তে আপত্তি ছিল না, কেন না সে যুগে বিবাদের কথা নাই। কিন্তু বিবাদ-যুগে

—বিষাদ কর্‌তে কর্‌তে "রাম রাম" বল্‌লে 'আমাকে রাখ আর আমার শত্রুকে মারার কর,' এরূপ বুদ্ধিও এসে যেতে পারে। সেই জন্যই মহাপ্রভু "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক উচ্চারণ করেছেন, আর শ্রীরূপ গোস্বামী ও তদনুরূপ শ্লোকে বলেছেন,—

"বিদধাতু মযি দণ্ডং দীনবন্ধো যথা তথা
গতিরিহ ন মমান্যা কাচিদস্তীতি নিশ্চিতা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্বু-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

হে দীনবন্ধো, যেন চাতকের উপর অশনির বারি বর্ষণ করুক, আর বজ্রই নিক্ষেপ করুক, তথাপি চাতক মেঘেরই স্তব করিয়া থাকে; সেইরূপ তুমি আমার প্রতি ঘৃণাই কর বা দণ্ডই বিধান কর, কিংবা উভয়ই যুগপৎ প্রদান কর, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই।

আমি অত্যন্ত দীন, তুমি আমার প্রতি দয়া করবা অন্য যে কোন বিধান কর্‌তে পার, তাহাই আমার প্রতি দয়া, তুমি ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই।

কৃষ্ণ যাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত না, কৃষ্ণ তা'কেই মায়াবাদী ক'রে দিচ্ছেন, যিনি শুদ্ধভাবে জগৎ ছেড়ে গেলে আমি ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, এরূপ মতলব তাঁ'চ্ছেন, কৃষ্ণ তাঁ'কে নিজের service এ নিলেন না। কতকগুলি লোক ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বা কৈবল্য-দাতের কথা বল্‌ছেন; তাঁরা ভগবানের নিজস্ব সেবা দেলেন না তাদেরই এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়।
ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম,—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

আমরা এখন আর ইহা বল্‌তে পার্‌ছি না; কেন না, এখন আমরা জ্ঞানতঃ তার্কিক হ'য়ে গেছি, আমাদের হাজার হাজার কামনা এসে গেছে, বলির ন্যায় বামনদেবের কাছে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার ধিক্কার পাচ্ছে না। বামনকে তর্ক-পন্থায় বিচার ক'রে একটী যজ্ঞ আদিত্যাং ঠিক মনে কর্‌ছি। শুক্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথাই ঠিক আমাদের বিচারে এসেছে। রামকে সাধারণ নৈতিক ব্যক্তি বা কোন রূপক ব্যক্তিবিশেষ মনে কর্‌ছি। নারায়ণের অনন্ত এবং অন্য নামের অন্যত্র উভয়ই তর্কপন্থায় অস্বীকার কর্‌ছি। ভগবন্নাম—বৈকুণ্ঠ-বস্তু, তাহা হ'তে সমস্ত দুষ্টা-বর্ষ বিগত হয়েছে—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"—তার্কিক হয়ে গ্রহণ কর্‌তে চাচ্ছি না। ভোগ-যজ্ঞে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, আমার তা'তে অতৃপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ত্যাগ-যজ্ঞের আবাহন কর্‌ছি, তাই ত্রেতাযুগের যজ্ঞেশ্বর মুকুন্দ মধুসূদনের নাম-যজ্ঞ তর্কপথে প্রতিহত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত রাজপ্রকাশ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রাম নারায়ণ' বল্‌লে কি হবে না?'

প্রভুপাদ বলিলেন,—'হ'বে, যে সকল লোক কৃষ্ণনাম কর্‌তে পার্‌বেন না, তাদের রামনামে মঙ্গল হবে, তবে রামকে প্রাকৃত মানুষ বিচার কর্‌লেই সংসারের ভূত হয়ে যেতে হবে। আর সেই ভূত ছাড়াবার জন্য যখন 'রাম'-নামের মাহাত্ম্য লোকে বিচার কর্‌বে, তখন অপ্রাকৃত রামনামকে তুচ্ছফলপ্রদরূপে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা হবে। বস্তুতঃ রামনাম এরূপ তুচ্ছফলপ্রদ বস্তুমাত্র নন, রামকে দিয়ে ভূতবাস ছাড়াতে হ'বে না। কুলশেখর বলেছেন,—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রাম্যা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়বসনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
(মুকুন্দমালা—স্তোত্র ৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আরও সহজ ক'রে বলেছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ (শিক্ষাষ্টক ৪)

আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণের কথাই শ্রীভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন। যারা অন্যাভিলাষপূর্ণ মন্ত্র গ্রহণ কর্‌বে, যারা কল্পিত ছড়া গান কর্‌বে, তা'দের মহা-অমঙ্গল হ'বে।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তারকব্রহ্ম নামগ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে তার বিপরীত কার্য্য হ'চ্ছে। আজ ২৩।২৪ বৎসর যাবৎ হরিদাস ঠাকুরকে কি কষ্টই না দিচ্ছে! তা' দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমরা মুখ তুল্‌তে পার্‌ছি না। আমাদের মুখ বন্ধ কর্‌তে হবে। আমরা হয় ত' গানে খুব ওস্তাদ হতে পারি, খুব সুর ভাঁজতে পারি, লোক-মন মোহন কর্‌তে পারি, কিন্তু

তার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির কি সম্বন্ধ আছে ? কিন্তু অজ্ঞ লোকে তাকেই ভগবদ্ভক্তি মনে করছে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে একাকার করছে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী ও অনেন্দ্রিয়তর্পণকারীকেই ভগবদ্ভক্ত বলছে।

১লা জুন সায়ংকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত পুরীর নীলাচলের চতুষ্পথে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এমন সময় পুরীর মাননীয় কমিশনার সাহেবের Personal Assistant শ্রীযুক্ত উমাচরণ বাবু প্রভুপাদের সম্মুখে আসিয়া আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। প্রভুপাদ উমাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —'আপনি ভাগবত আলোচনা করেছেন কি ?' উমাচরণ বাবু বলিলেন,—'আজ্ঞে না, আমি তেমন করি নাই। কোন পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়্‌বার ইচ্ছা আছে।'

প্রভুপাদ বলিলেন,—"যার ভাগবত পড়' বৈষ্ণবের স্থানে"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা ইহাই শুনিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়্‌তে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
স্বত্বাত্তীয়াপরে বিশ্রে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪০)

আমরা 'রসিক' কা'কে বল্‌ব ? তার উত্তরে 'রস' শব্দের উপলক্ষণ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু এরূপ বলেছেন,—

বাচাস্তিত্বা ভাবনাবর্ত্ম যচ্চমৎকারসারকৃৎ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বয়তে স রসো মতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।১৭)

Mental speculationএর planeকে transcend ক'রে palatable বা relishing বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব-প্রবাহ যখন উপলব্ধির বিষয় হয় তখনই রসের সন্ধান পাওয়া যায়। জ্ঞান ও ভক্তি—এ দুটো অবস্থা ছাড়া যে একটা নিত্য বাস্তবতা আছে, তাহাই সত্ত্ব। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান্ বলেছেন,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

(ভাঃ ২।৯।৩২-৩৪)

কাল পূর্ব্ব পূর্ব্বের যুগে Personality of Godhead ছিলেন। Psilanthrophistগণ অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত রসকে mundane মনে করে। এখানকার গোপপল্লীর ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যের গোপীগণ নহেন। Phenomenon এর সঙ্গে অপ্রাকৃতকে এক মনে করলে ভুল করা হবে। Apparent sightও অনেক সময় ভুল হয়, যেমন একজন শিশুকে A, B, C, D পড়্‌তে দেখে যদি Post-graduate ক্লাসের Higher Mathematics এর study'র সময় তা'র A, B, C, Dর আলোচনাকে সমান মনে করা হয় তা হ'লে ভুলই হবে। Apparent sightটা Absolute Sight এর সঙ্গে এক নহে। আমরা অনেক সময়েই apparent sight দ্বারা deceived হয়ে যাই। শিব চাউল ও কাঁচা চাউল এক নহে। Iconographyর যে propaganda হচ্ছে, তাতে জগন্নাথদেবকে বলছে idol. 'যাকে তোমরা কিরূপে জগতের নাথ বল ?' পূর্ণবস্তুতে যাক-দর্শন হ'লে জগন্নাথ-দর্শন হ'ল না, এজন্য ব্যাস বলেছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

ভাঃ ১০।৮৪।১৩

যেমে বিষ্ণুদেবতা অন্যান্য দেবতার সহিত same categoryতে বর্ণিত হ'য়েছেন। কিন্তু 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' এই বেদমন্ত্রে বিষ্ণুর পরাৎ পরত্ব সংস্থাপিত হয়েছে। Chemical laboratoryতে জল হিসাবে গঙ্গার জলকে same categoryতেই ধরা হ'বে। গণ্ডকী শিলা ও Municipal রাস্তার খোয়া same categoryতেই ধরা হ'বে, কিন্তু

সেরূপ phenomenonএর দর্শনে অনেক সময় বাস্তব দর্শন হ'তে বিতাড়িত হ'তে হয়, এজন্য ভগবদ্‌বস্তুকে 'অধোক্ষজ' বলা হ'য়েছে। 'অধঃ কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন সঃ'। হৃদয়ে মলিনতা থাকলে জগন্নাথকে পুঁইয়ের মাচা দেখ্‌বে অথবা থাকতে জগন্নাথ আছে মনে কর্‌বে। এজন্য গৌর-পোষাদী প্রভু 'অধোক্ষজ' শব্দের উপর এত stress দিয়েছেন। আরও বিচার দেখিয়েছেন ভাগবতের এই সকল শ্লোক হ'তে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
(ভাঃ ১।৭।৪-৫)

চতুর্থস্কন্ধে দেখ্‌তে পাই,—
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ (ভাঃ ৪।৩।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকালে 'অধোক্ষজ' শব্দটী পুনঃ পুনঃ underline কর্‌তে হবে—most important. 'অধোক্ষজ' শব্দ is the only index.

গত কয়েকশত বৎসর শ্রীচৈতন্যের বাণী ঠিকভাবে আলোচনা না করায় ফলে আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণতত্ত্বকে (?) লোকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চেষ্টার ন্যায় মনে ক'রে ঘৃণা কর্‌ছে! এমন কি তথাকথিত বৈদান্তিকশ্রেণী পর্য্যন্ত ঘৃণা কর্‌ছে। ঠাকুরবাড়ী গুলি সংসারের কার্য্যের messing হ'য়ে যাচ্ছে, শিক্ষকের অভাবে, প্রকৃত আলোচনার অভাবে প্রকৃত বিষয়ে ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, অনেকে কৃষ্ণকে historical বা allegorical মনে কর্‌ছেন। Algebrical formulaর মত মনে ক'রে আমাদের চরিত্রের মধ্যে apply কর্‌তে বল্‌ছেন।

আমার গুরু অমুক জাতে জন্মেছেন, অমুক provinceএর লোক, খুব বুজরুগী জানেন। যাঁরা গুরুকে এরূপ জাতীয় বিচার করেন, তাঁদের গুরুকরণ হয় নাই, তাঁরা শিষ্যও হ'তে পারেন নি। প্রাকৃত লোককে এই সকল বিচার হ'তে রক্ষা করবার জন্য অর্চ্চা-মূর্ত্তির অবতার। অর্চ্চার best installation জগন্নাথ-ক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানে জগন্নাথ কমলনেত্র সাক্ষী।

Panthelstic argumentsএর মূলা কাণাকড়ি। আনন্দতীর্থ বলেছেন, তরঙ্গের যে quantity of water তাহা entire ocean হ'তে যায় না, খণ্ড কিছু পূর্ণের সঙ্গে সমান নয়।

গুরুকে আবার বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ মনে কর্‌তে নাই, কতকগুলি লোক গুরু সেজে বাঁশী হাতে ক'রে 'রাসলীলা' কর্‌তে যায়, কৃষ্ণ সেজে 'বাউল' হয়।

জগন্নাথক্ষেত্রে Personality of Godheadএর infant class খোলা হয়েছে। তিনি কমলনেত্র। যদি আমাকে তাঁর দর্শনে উপযোগী কর্‌তে পারি তবেই তিনি আমাদের দর্শন দিবেন। জগন্নাথের চোখগুলি বড় বড়, পরমেশ্বরের চোখের ন্যায়—শরীরটী বড় আর চোখগুলি ছোট নয়। Personality of Godhead এর চোখ খুব বড়, আর জগন্নাথের শরীরটা বড়, কিন্তু দর্শন ছোট, কিছুদিন পরে জগন্নাথ "কেন কং পশ্যেৎ" মন্ত্রের বিকৃত অর্থ ক'রে সেই চোখ দুটীও গেলে দেবেন—নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক'রে ফেল্‌বেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গদেশীয় কতিপয় সাহিত্যিকের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার, লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন ও তথাকথিত সমন্বয়-বাদের নামে জগতে ভগবদ্‌বিমুখতা-প্রচারের সত্য কাহিনী অতীব হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন ও বলিলেন,—'আমাদেরই দোষ, আমরা অনুক্ষণ দ্বারে দ্বারে এসকল কথা প্রচার ক'রে দু'চার গ্যালন রক্ত বমন কর্‌তে নারাজ হই—রক্তগুলিকে রেখে সেই ভোগ বা ত্যাগ কর্‌বার জন্য।'

একশ্রেণীর লোকের মত Bengal is emotional, Bombay is commercial and Madras is intellectual. আমরা বলি, ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত emotionএর স্থায়িভাবে যে আত্মবৃত্তি তা' প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় ও লৌকিক ব্যক্তিগণের emotion এর সঙ্গে সমান নয়।

বসুদেবও নামের ন্যায় অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবার জন্য commercial হ'তে পার্‌লেই ভাল' মঙ্গল। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীরূপ সনাতনের অনুগত হ'য়ে intellectual হ'তে পার্‌লে সর্ব্বচেয়ে অধিক মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারা যায়।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—উৎকল হ'তেই সর্ব্বত্র পুরুষোত্তমবাদের কথা প্রচার হ'বে, এজন্য আমরা এখানে একটী educational centre স্থাপন কর্‌ব মনে করেছিলাম। যাঁরা জাগতিক মঙ্গল ধন-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেছেন, তাঁরাই শ্রীমদ্ভাগবত বোঝেন, ভাগবতের বক্তা হ'তে পারেন, নতুবা অপরে কেবল সেই পুরাণ-জড় ভাগবত (?) পড়েন বা পড়ান।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

(২)

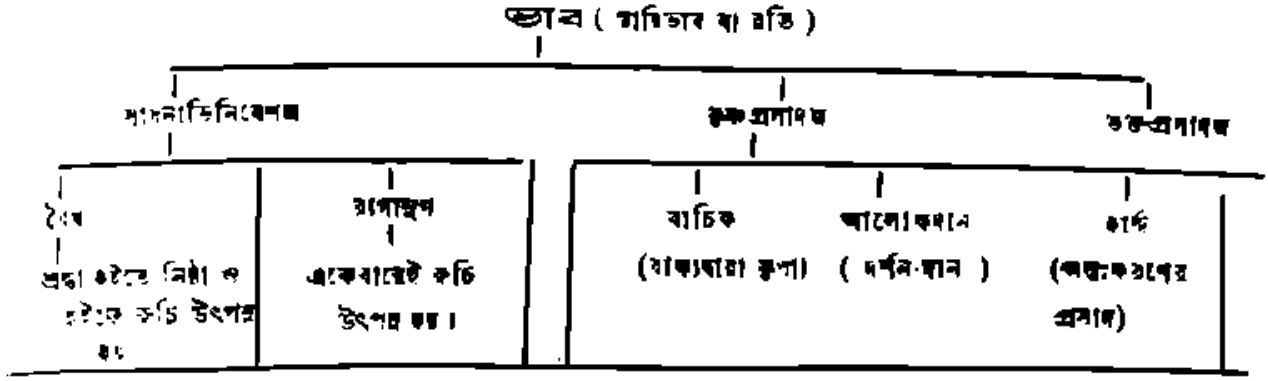

ভাবোদ্গমের লক্ষণ

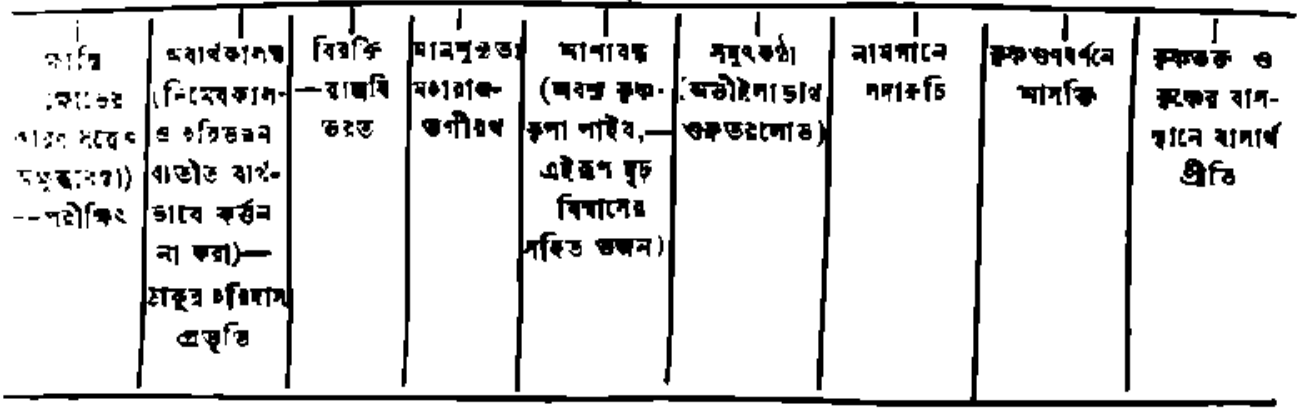

রসাভাস

(ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছা গোপনে হৃদয়ে লুকাইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী যদি বাহ্যে ভাবের আকৃতি দেখান, তাহা হইলে তাহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ ইহা রতি নহে, রসাভাস মাত্র।]—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ সিঃ ৩।২০)

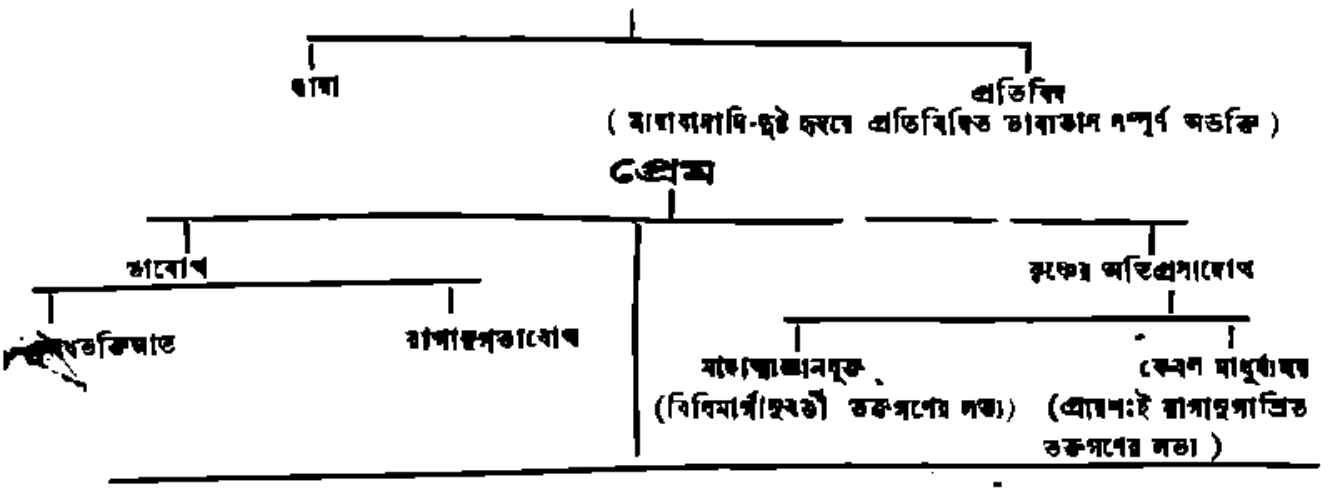

প্রেমোদয়ের প্রাক্রমিক ক্রম

(১) শ্রদ্ধা
(২) সাধুসঙ্গ
(৩) ভজনক্রিয়া
(৪) অনর্থ-নিবৃত্তি
(৫) নিষ্ঠা
(৬) রুচি
(৭) আসক্তি
(৮) ভাব (রতিভাব)
(৯) প্রেম

ভাবভক্তি হইতে গাঢ়ত্বের ক্রম

ভাবভক্তি বা রতি
প্রেমভক্তি
স্নেহ
মান
প্রণয়
রাগ
অনুরাগ
ভাব
মহাভাব

সামগ্রী

বিভাব (রসের হেতু)
আলম্বন　　উদ্দীপন
আশ্রয় (সেবক)　বিষয় (সেব্য)

অনুভাব (কার্য্য)
(১) নৃত্য, (২) বিলুণ্ঠিত, (৩) গীত, (৪) ক্রোশন, (৫) হুঙ্কার, (৬) জৃম্ভন, (৭) শ্বাসবৃদ্ধি, (৮) লোকাপেক্ষা ত্যাগ, (৯) লালাস্রাব, (১০) হাস্য, (১১) ঘূর্ণা, (১২) হিক্কা।

সাত্ত্বিক (স্বাধীনবেদ্য)
(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু অর্থাৎ কম্প, (৬) বৈবর্ণ্য (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয়।
স্নিগ্ধ　দিগ্ধ　রুক্ষ
মৃদু　গৌণ
ধূমায়িত　জ্বলিত　দীপ্ত　উদ্দীপ্ত　শুদ্ধদীপ্ত

সঞ্চারী বা ব্যভিচারী (সহায়)
(১) নির্ব্বেদ (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ (উদ্বেগ), (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা (ভাবগোপন), (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধ।

দ্রষ্টব্য :—রতিভাব বা রতিই রসের মূল। রতিভাব বিভাবাদির সহিত সামগ্রীর একত্র সম্মেলনে রসোৎপত্তি হয়।

নিত্যসিদ্ধ-অনন্তগুণ অসমোর্দ্ধ পরাৎপরতত্ত্ব নায়ক শ্রীকৃষ্ণের গুণ
জীব, শিব, অন্যান্য দেবতা, নারায়ণাদি
বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত শ্রীকৃষ্ণগুণের বৈশিষ্ট্য

(১) সুধর্মাজ্ঞ, (২) সর্ব্ব সদ্‌লক্ষণ যুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) নিত্যের বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাবজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু (বা প্রতিপক্ষের-মনোরঞ্জকাদিযুক্ত বচন-প্রয়োগকর্ত্তা), (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাস-সুধন বা রসিক, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষুযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির, (২৪) ধীর, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ (সরল, উদার), (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেম, (৪১) সদ্ভক্তসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, (৪৫) সজ্জন-পরাশ্রিত, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

এই পঞ্চাশটি গুণ বিষ্ণু বিষ্ণুরূপে সর্ব্বজীবে আছে ; কিন্তু কৃষ্ণে এই পঞ্চাশ গুণ অসীমরূপে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অবিচিন্ত্যশক্তিবিলাসকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত।

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে ; তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে ; কিন্তু শিবাদি দেবতা বা জীবে সে গুণ নাই—(১) অচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, (২) কোটি ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকলাবতার-বীজত্ব, (৪) চতুঃষষ্টি-গুণকৃতি-প্রকাশত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব- এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে ; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্ব লোকের চমৎকারকারিণী লীলার কল্লোল-সমূহ, (২) সুন্দর রসের অতুল্য প্রেম দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ-রূপত্ব, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষিণী সুবলী-গীত-গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবংবিধ রূপের সৌরভ্য দ্বারা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

(১) লীলাময়, (২) প্রেমবশতঃ শ্রেষ্ঠত্ব, (৩) রূপ-মাধুর্য্য ও (৪) বেণু-মাধুর্য্য—এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। চারি প্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, শিবাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বর-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গোবিন্দ-ভেদে সদ্‌গুণ গণনায় চতুঃষষ্টিগুণ উদাহৃত হইয়াছেন।

আশ্রয়-আলম্বনশিরোমণি শ্রীরাধিকার গুণগ্রাম

শ্রীরাধিকার অসংখ্য গুণ থাকিলেও নিম্নলিখিত পঁচিশটি গুণ প্রধান,—(১) মধুরা, (২) নবীনবয়সযুক্তা, (৩) চকিত-নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর সৌভাগ্য-রেখাযুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত-প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয়-বাগ্‌বিশিষ্টা, (৯) নর্ম্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণাপূর্ণা (১২) চতুরা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্য্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯) পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুল-প্রেমের বসতি, (২১) আশ্রয়জগৎ-শ্রেণীর মধ্যে উর্দ্ধস্তরগোযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরু-স্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, (২৫) সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

রস

- মুখ্য
  - (১) শান্ত
  - (২) দাস্য
  - (৩) সখ্য
  - (৪) বাৎসল্য
  - (৫) মধুর
- গৌণ
  - (১) হাস্য
  - (২) অদ্ভুত
  - (৩) বীর
  - (৪) করুণ
  - (৫) রৌদ্র
  - (৬) ভয়ানক
  - (৭) বীভৎস

(১) শান্তরতি

- সখ্য (অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে)
- সাম্য (নির্বিকল্প সমাধিতে)

অধিকারী—বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয় বর্জ্জন হইয়াছে, কিন্তু মুক্তিবাঞ্ছা দূর হয় নাই, এইরূপ তাপস-সকল।

শান্তরস

স্থায়িভাব	শুদ্ধ প্রীতিকণিকা-বৃদ্ধিতা	বিভাব-আলম্বন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি	আশ্রয়-আলম্বন সনক-সনন্দ-নারদ আত্মারামগণ	উদ্দীপন উপনিষৎশ্রবণ, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র নিষ্কুক্ষেত্র, গঙ্গা নির্জ্জন বাস, বিষ্ণুকথা-কীর্ত্তন, বিশ্বরূপ-দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণের সংসর্গ ইত্যাদি।	অনুভাব নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নিরপেক্ষতা, নির্দ্বন্দ্বতা, নিরহঙ্কার, মৌন, ভগবদ্‌বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষ-রাহিত্য। তৃষ্ণা, অঙ্গমোটন, ভক্তি-উপদেশ, স্তবাদি ক্রিয়ানুভাব	সাত্ত্বিকবিকার স্তম্ভাদিসাত্ত্বিক বিকার	সঞ্চারিভাব নির্ব্বেদ, ধৃতী, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য আবেগ, বিতর্ক ইত্যাদি।

(২) দাস্যরস বা প্রীতিরস

- অনুরাগ প্রাধান্য
- গৌরব প্রাধান্য

প্রীতিরস

- সম্ভ্রম (অনুরাগ)
- গৌরব (লালা)

সম্ভ্রমপ্রীতিরস

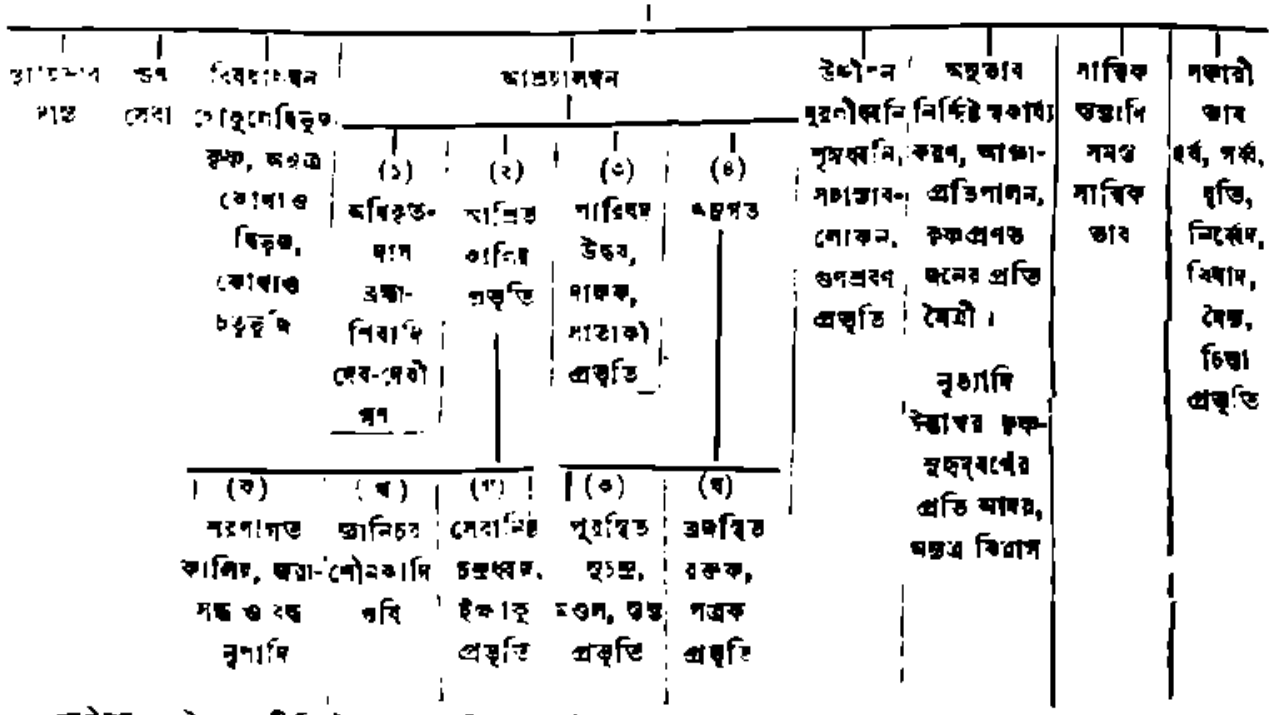

দ্রষ্টব্য—এই সম্ভ্রম-প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, রাগাবস্থা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

গৌরবপ্রীতিরস

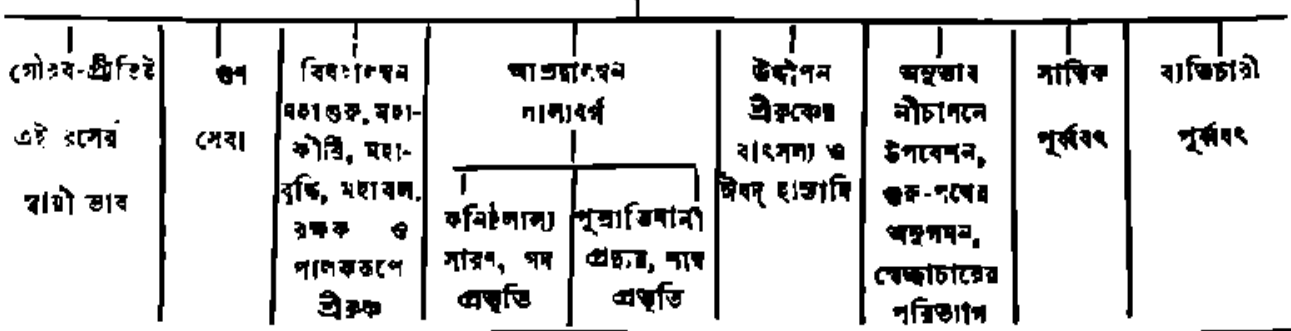

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভ্রম-সংশোধন—গত সপ্তাহের ১২শ খণ্ড ৪৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে পাঠকগণ এই কএকটী বিশেষ ভ্রম কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন। ৭৩৪ পৃষ্ঠার পাদ-টীকার 'মর্য্যাদা-মার্গ' শব্দ স্থানে "পুষ্টি-মার্গ" হইবে।

৭৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ৩৪ পঙ্‌ক্তিতে "বর্ণাতীত দুর্ভাগ্য" স্থানে "বর্ণনাতীত দুর্ভাগ্য" হইবে।

৭৩০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়-স্তম্ভের ৩১ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রদ্ধা ও উত্তম। ভক্তির" স্থানে "শ্রদ্ধা ও উত্তমা ভক্তি" হইবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

গত ৯ই আষাঢ় (১৩৩১) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিস্তৃত নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও ঠাকুরের অপূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীঠাকুরের আলেখ্য নানাবিধ পুষ্পমালো ও আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া একটী উচ্চাসনে রক্ষিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুল মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের পূত অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা, শুদ্ধ-আচার-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার, সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের যথাযথ প্রচার, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সহজে বোধগম্য করিয়া জটিল বৈষ্ণবদর্শনতত্ত্বপূর্ণ বহু গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শচীকুমার দাসাধিকারী বি-এল মহোদয়ও শ্রীল ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—ঠাকুর মহাশয় গুরু দায়িত্বপূর্ণ সরকারের ডাপুটীত্বের পদে নিয়োজিত থাকিয়াও যে সকল অপূর্ব্ব বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণশক্তি বিনা সম্ভব নহে। তিনি যে গৌরনিজজন, তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। গৌরাঙ্গবিদের প্রচারিত দেবভাষায় লিখিত দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বগুলি তিনি সরল করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ পূর্ব্বক জগতের এক মহান্ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীমায়াপুর ধামকে লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল অলৌকিক কার্য্যাবলী দর্শনে ও তাঁহার পূত চরিত্রের অপূর্ব্বতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজ ও সুধী-মণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে 'সপ্তম গোস্বামী' নামে অভিহিত করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভগবানের বাচ্য ও বাচক—এই বিগ্রহরূপের প্রকট-কর্ত্তা শ্রীচৈতন্যদেবের মনোবৃত্তিতে ভগবানের বাচ্যরূপ অর্চ্চা-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও বাচকরূপ শ্রীনামের প্রচার এবং 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন' এই বাণীর শুদ্ধ আচার-মুখে প্রচার-কল্পে শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া 'শ্রীহরি-নামচিন্তামণি' গ্রন্থ-প্রকাশ ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব দান।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের অপূর্ব্ব চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি বলেন যে, শ্রীরঙ্গমপ্রভৃতি প্রচারিত ধর্ম্ম যখন তেওটী অপসম্প্রদায়ের দ্বারা বিকৃতভাবে প্রচারিত হওয়ায় অশিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন এবং ধারণা করিতেন—'বৈষ্ণবধর্ম্ম' অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, ঠিক সেই সময়ই ঠাকুর মহাশয় বহুনির্য্যাস বাক্যে ও তাঁহার শিক্ষিত সমাজের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও সরল শিক্ষার বিষয় বহুভাবে নিজের চরিত্রের ও শিক্ষার দ্বারা প্রচার করিয়া বর্ত্তমান সভ্য জগতের নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র আত্মার নিত্যধর্ম্ম এবং ইহা ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্মই নৈমিত্তিক বা হৈতুক ধর্ম্ম ইহা প্রচার করিয়া শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারই অপার মহিমায় আজ শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর করিয়া যত হইতেছেন ও নিজমঙ্গল-সাধনে তৎপর হইতেছেন।

বক্তৃতার অন্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই বিরহ-গীতিটী কীর্ত্তনের পর স্মৃতি-সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী ঠাকুরের গুণ-কীর্ত্তন-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন। উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্যামসুন্দরসুখদকুঞ্জে

গত ৯ই আষাঢ় বুধবার শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রমুখ ভক্ত মণ্ডলী ও কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তবন্ধুস্থিত দাসাধিকারী ভক্তিসৌরভ প্রমুখ ভক্তগণ এই মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক উৎসবটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

উৎসবের প্রথম দিবস হইতেই বিপুল সমারোহে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। উৎসব দিনে সন্ধ্যাদিবসব্যাপী কীর্ত্তন-বন্যা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া ঠাকুরের পূণ্য স্মৃতি ভক্তগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ সংঘটন করায়। কীর্ত্তন সমাপনান্তে উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ দানে প্রীত করা হয়। স্থানীয় বহু লোক এই মহোৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর দ্বাদশ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ দিল্লী, কোপিকালান, বিজনোর প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১১ই জুলাই (১৯৩৪) বুধবার তারিখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ তারিখে তাঁহারা তথায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট তিথি-পূজা বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় তারযোগে জানাইতেছেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতাবলী প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত শিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কলিকাতার পরলোকগত বিখ্যাত কেমিষ্ট এণ্ড্রুগিষ্ট, ও, এন বৃদ্ধাজি মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণ উৎসবের দ্বাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১), ইং ১৩ই জুন (১৯৩৪) বুধবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে (প্রাচীন নবদ্বীপ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীযুক্ত নবীচরণ রায় ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে যে এক উচ্চচূড়া-বিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, সেই মন্দিরের ভিত্তি-খননকালে, শ্রীল প্রভুপাদ যে স্থানে পুষ্পতুলসী দ্বারা মন্দিরের শুভভিত্তি-স্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন করেন, ঠিক সেইস্থানেই মৃত্তিকানিম্নে পদ্ম গদা-শঙ্খ-চক্রধারী এক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ 'অধোক্ষজ' শিলাময় বিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব হইয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের কার্য্য অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী মহোদয় স্বেচ্ছায় অতি যত্ন ও আগ্রহের সহিত শ্রীমন্দিরের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। মন্দিরের ভিত্তির 'কন্‌ক্রিট্' কার্য্য শেষ হইয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে শ্রীমানী মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৭শে আষাঢ় (১৩৪১) বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে পুরী এক্সপ্রেসে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী, মিঃ কৃষ্ণলাল বি, এ (ক্যান্টাব) রায়-এট্-ল প্রভৃতি ভক্তগণ সহ শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন পূর্ব্বক তথায় দুই দিবস অবস্থানের পর গত ২৯শে আষাঢ় শনিবার প্রত্যূষে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণে সপার্ষদ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে প্রচার

—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বর্দ্ধমান টাউনে উপস্থিত হন। টাউনের স্থানীয় ভজমহোদয়-গণের আগ্রহাতিশয্যে ও উক্ত টাউনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্তবাবু সত্যচরণ মৈত্র এম, বি, মহোদয়ের বিশেষ যত্নে বর্দ্ধমান হরিসভায় গত ৮।৯ আষাঢ়, ২৩।২৪ জুন পর পর যথাক্রমে শনি ও রবিবার দিবসদ্বয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। স্বামীজী প্রথম দিবস 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম', ও দ্বিতীয় দিবস 'শ্রীচৈতন্যের [illegible] প্রদান করেন। দুইদিবসই

সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বি, এল; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল; হাইস্কুলের অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী অধিকারী শিক্ষক হাইস্কুল; শ্রীযুক্ত ভগবানদাস মজুমদার প্রবীণ মোক্তার; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সে; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ মিত্র ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মৈত্র এম, বি, (সম্পাদক হরিসভা) প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

চয়ন

[কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা দৈনিক "আনন্দবাজার-পত্রিকা"র গত ১২ আষাঢ়, ১৩৪১; ইং ৭ জুলাই, ১৯৩৪ বুধবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীধাম মায়াপুরে সুবৃহৎ মন্দির-নির্ম্মাণ

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর লক্ষাধিক দান

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিবিনয় মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠে এক অতি সুবৃহৎ ও সুরম্য মন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় খরচের বাবদ লক্ষাধিক টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মনোরম কারুকার্য্য-শোভিত পঞ্চাধিক ডিগ্রি উচ্চ এক সুবৃহৎ মন্দিরের অতি সুক্ষ্ম নক্সা কলিকাতার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মন্দিরটি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ও মনোরম হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গবেষণাকারী ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় ও মহাত্মজন শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনয় মহোদয় উভয়েই মন্দিরটিকে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

গত ২৪ জুন, ১৯৩৪ সোমবার (ডাক-সংস্করণ)

'রাষ্ট্রবন্ধু' নামক দিল্লীস্থ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

বংগালকা সর্ব্বোচ্চ মন্দির
শ্রীধাম মায়াপুরমেঁ বনেগা

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরমেঁ জো বিশাল ঔর সুন্দর মন্দির বন রহা হৈ উসকে লিয়ে কল্-কত্তাকে সুবিখ্যাত ব্যাপারী শ্রীসচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিবিনয়নে বহুত বড়ী রকম চন্দেমেঁ দী হৈ। যহ মন্দির সৌ ফীট উঁচা বনেগা ঔর জগহ জগহ সুন্দর কারীগরী কী জায়গী। কহতে হৈঁ যহ বংগালমেঁ সবসে উঁচা ঔর বড়া মন্দির হোগা। সচ্চিদানন্দ বাবু তথা ইঞ্জিনীয়ার চারুবাবু বড়ী বুদ্ধিমত্তাসে কাম কর রহে হৈঁ। শ্রীধাম মায়াপুর পুরানে নবদ্বীপকা নাম হৈ।

পুণা হইতে প্রকাশিত "জ্ঞানপ্রকাশ" পত্রের ২০ জুন, ১৯৩৪ বুধবার সংখ্যায় "চৈতন্যসম্প্রদায়াচে প্রচারক" শীর্ষক স্তম্ভে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য সহ তাঁহার জগদ্ব্যাপী প্রচার-প্রসারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত পুণা হইতে প্রকাশিত 'সকাল' নামক পত্রের ২১ জুন, ১৯৩৪ শুক্রবার (বৃহস্পতিবার) তারিখের সংখ্যায় (৩য় বর্ষ : ৪০ সংখ্যা) শ্রীল প্রভুপাদের চাতুর্য্যালোর আলেখ্য-সহ তাঁহার প্রচার-বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত "সকাল" পত্রের ২৩ জুন ১৯৩৪ শনিবার (৩য় বর্ষ ১৪৮) সংখ্যায়ও "গৌড়ীয়া মিশনমেঁ হিন্দুধর্ম্ম প্রসারাচে কেলেলে কার্য," "ঠাকুর ভক্তিবিনোদবাণী," "সত্যত্র গৌচলা জাবা," গৌড়ীয়া মিশন সোলাপুরীহী" ইত্যাদি শীর্ষক সংবাদে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ইতিহাস, প্রচার্য্যবিষয় ও বিশ্বব্যাপী-প্রচার প্রসার সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত-পত্র

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাভ্যাং নমঃ।

১৮।১২।৩৪

রাইপুর

পত্তরাইপুর পোঃ, (বাঁকুড়া)

শ্রীমৎ বৈষ্ণবচরণেষু সভক্তি প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়, ১লা আষাঢ়ের গৌড়ীয়পত্রে "শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস গদাধর সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে যুগপৎ বর্ষবিষাদ হইল। ইহার দ্বারা বৈষ্ণবজগতে প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার ও অপসিদ্ধান্ত নিরসন করিতে, পূজ্যপাদ নিত্যানন্দ-

শ্রীপাদ গোপীনাথ গোস্বামী মহোদয় এবং আমার পূর্ব্বপুরুষ ছাড়ে নানকুরের পাশবর্ত্তী গোবিন্দ-চক্রবর্ত্তীর প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রী আপনাদের বিশ্ব-বিশ্রুত পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে পত্র ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পাঠাইয়া বিস্তৃত সমালোচনার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীমান্ দাসগোবিন্দ কেন যে এমন গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত-পর তাহা বুঝা যায় না। আপনারা যাহা অনুমান করিয়া-ছেন তাহা সত্য। আমি উক্ত গ্রন্থ দেখি নাই। বিষ্ণুপুরে আমি যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কর্ম্মকার নামক এক ভক্ত শিষ্যের বাড়ীতে শ্রীমান্ দাসগোবিন্দ আমার নিকট উক্ত গ্রন্থের প্রুফ্ লইয়া যান ও আমাকে সংশোধন করিতে বলেন। তৎপূর্ব্বে আমাকে উহার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ দেখাইয়া আমার মন্তব্য ও ভূমিকা চাহেন। অন্ততঃ আমার নাম যোগ করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। গ্রন্থের অশুদ্ধি, ভাষার নানা দোষ এবং বিবিধ অপসিদ্ধান্ত দেখিয়া আমি গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে ও আমার নাম সংযোগ করিতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। প্রুফে আমার নাম দেখিয়া আমি অসন্তুষ্ট হই এবং লাল কালী দিয়া উহা কাটিয়া দিতে উদ্যত হই। দাস গোবিন্দ ঐ প্রুফ্ লইয়া সরিয়া পড়েন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—"এই অশুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত-পূর্ণ গোস্বামিগ্রন্থের ও বৈষ্ণব-জগতের ঘোর মতবিরুদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করিও না। অপরাধ ত হইবেই তখন নষ্ট হইবে। নিরপেক্ষ সমালোচকের সুতীব্র সমালোচনার কষাঘাতে তুমি বিক্ষত হইবে। অনুমোদকগণও কিছু অংশ পাইবেন। আমি দুর্ব্বল, এ কষাঘাত সহিতে পারিব না। আমাকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, অন্ততঃ আমার ব্যাখ্যা বা বক্তৃতা শুনিয়াছেন বা প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার এই গ্রন্থে আমার নাম দেখিলেও আমি ইহা অনুমোদন করিয়াছি কিছুতেই এ বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহারা আমাকে তোমার অপসিদ্ধান্তের অনুমোদক ঘোষে অসন্তুষ্ট হইয়া মূর্খ ও অপরাধী ভাবিবেন। আমার নামটী বাদ দাও। যদি বাদ না দাও তবে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে আমি জানাইব,—'এ গ্রন্থে আমার সম্মতি বা সমর্থন নাই ও আমার অসম্মতিতেও আমার নাম যোগ করিয়াছ।" তদুত্তরে তিনি বলেন, "তাই করিবেন, বলিবেন 'পাগলের প্রলাপ ছাপাইয়াছে, আমার কথা শুনে নাই।"

আজ তাহাই করিতে হইল। সত্যের অনুরোধে ঐ কথাগুলি প্রকাশ করিতে হইল। আমাকে বৈষ্ণবগণ যেন ক্ষমা করেন। আমার কোনও রূপ সাহায্য বা সহানুভূতি ঐ গ্রন্থে নাই। উহা আমি এ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিও নাই।

শ্রীমৎ পণ্ডিত গদাধরই পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব। শ্রীমান্ দাস গদাধর নহেন। আপনাদের সমালোচনার যুক্তিসিদ্ধান্ত আমি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেছি। ইহাই বিজ্ঞ, পণ্ডিত, ভক্ত ও প্রকৃতত্ত্বজ্ঞগণ জানেন ও মানেন।

আমাকে বৈষ্ণব জগতে নিরপরাধ রাখিবার জন্য অতি দুঃখের সহিত এই পত্র লিখিতে হইল—ইহাই বিষাদের কারণ। ইতি বৈষ্ণবচরণরেণু প্রার্থী

(স্বাঃ) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল বেদান্তবাচস্পতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১; ২১শে জুলাই, ১৯৩৪ | ৪৯শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। এসময় শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাই অপ্রাকৃত গোপীর কিঙ্করীগণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ-গণ এ সময় প্রথম যাত্রার ন্যায় নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথকে লইয়া আসেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীজগন্নাথ পুনর্যাত্রায় অদ্য রথারোহণে আরোহণ করিলেই মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া নিজ-গৃহে চলিয়া আসেন, জগন্নাথের আর অপেক্ষা করেন না,—

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২৭৯)

গত ২৭শে আষাঢ় শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণন নায়ারী বি-এ (অ্যাটর্ণি) বার-এট্-ল, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ক্ষত্রিয় ও মহারাজ শ্রীঅজনানন্দকবীর সহিত পুরী হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে পৌঁছিয়াছেন। অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় হইতে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বস্থান হইতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতেছেন। অধ্যাপক

ভক্তিসুধাকর প্রভুর ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইলে দেবকের জীবন ধন্য ও আচরণের প্রভাবে উৎকলের রাজধানী হইতে সমগ্র উৎকল-প্রদেশে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা-মাধুরিমা ব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জন নায়ী একজন বিশেষ কৃতী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ব্যাঙ্গালোরের বি-এ ও বার্-এট্-ল। তিনি চল্লিশ বৎসরকাল বিলাতে ছিলেন। তিনি এক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তিনি বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্" নামক প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী সংবাদ-পত্র এবং ভারতের 'হিন্দুস্থান রিভিউ', 'মাইসোরিয়ান' ও 'ইণ্ডিয়ান্ নেশনে'র সম্পাদক ও প্রধান-সম্পাদক ছিলেন। ইনি কিছুকাল যাবৎ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং গত বৎসর আষাঢ় শ্রীল ভক্তিবিনোদবিরহ-মহামহোৎসবের দিন পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তৎপাদপদ্মসমীপে ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক আচার-প্রচারে সুনিপুণ হইয়া তাঁহার বিদ্যা, নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহোদয়ের সেবানুকূল্যে নব-নির্ম্মীয়মাণ শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপনোদ্দেশে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ গত রবিবার আষাঢ় শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছেন।

"এসোসিয়েটেড্ প্রেসে"র সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর বন্যার আবির্ভাব হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর গ্রাসের মধ্যে কবলিত হইয়া রহিয়াছে। এদিকে আবার ১২ই জুলাই তারিখের "রয়টার" টোকিও হইতে সংবাদ দিতেছে যে, জাপানের বন্যা ভীষণাদপি ভীষণ। বহুলোক গৃহহীন, বহুলোক কালগ্রস্ত, বহু সেতু রেলওয়ে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, প্লাবিত লোক নানা ক্লেশে পতিত হইয়াছে। আবার বিলাতের এক সংবাদে প্রকাশ, কোন কোন স্থানে এতদূর অনাবৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া নির্জ্জলা বৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। পৃথিবীর এইরূপ তাপ ও অভাব-বৈচিত্র্য ইতিহাসের চিরপুরাতন নিত্যকাহিনী। সকলেই এই সকল তাপ ও অভাবের তাৎকালিক নিবৃত্তি লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন; কিন্তু এই সকল তাপের মূল কারণ অনুসন্ধানে যে অতি মুষ্টিমেয় লোক নিযুক্ত, তাহাদিগকে জগতের শত্রু ভাবিবার লোকের অভাব নাই। যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত পরার্থিতা, পরোপকার বা জনসেবার নামে নিজেরা বঞ্চিত হইতেছেন ও পরমমঙ্গলকে ভোগ ও তৎপ্রতিযোগী ত্যাগের পথ দেখাইয়া তাঁহাদের বাস্তব কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগকে পরতত্ত্ব আপনাদিগের বিদ্বদ্দম্ভার দেখিয়াই সাধু বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন। জগতে মূল ও সূক্ষ্ম নানা আকারের বিদ্বদ্ব্যবসায়গণই পরমেশ্বরের নিকট হইতে লোকমোহন সাধুত্বের সিদ্ধিমন্ত্র লাভ করিয়াছেন।

গত ১১ই জুলাই তারিখের ইউনাইটেড্ প্রেসের সিমলার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কোন সম্প্রদায়ের জনৈক প্রচারক হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন,—"To real Hindus Krishna was as Great as Christ or Mahomed;" অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দুগণের নিকট কৃষ্ণ, খ্রীষ্টযুষ্ট অথবা মহম্মদ যে-কোন একজনের ন্যায়ই মহৎ অর্থাৎ মহান ছিলেন। কৃষ্ণকে খ্রীষ্ট বলা সেই প্রচারকের মতে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়; ইহা প্রকৃত হিন্দুত্বের লক্ষণ নয়। উক্ত প্রচারক বা তৎসম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত যে-সকল পরমত বাস্তব আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের ধার ধারে না, সেই সকল পরমতের বিশ্বরূপের নিকটই বাহাবার ডালি উপহার পাইতেছে ও পাইবে। কেন না, ইহাতে সকল শ্রেণীর লোকেরই মনোরক্ষা হইবে—বাস্তব সত্য যাহাই থাকুক না কেন। বস্তুতঃ যে সনাতন ধর্ম্ম বা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া বরণ করেন, সেই হিন্দুধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া

দিনেও একজন প্রকৃত খৃষ্টান বা প্রকৃত মুসলমান খ্রীষ্টকে বা মহম্মদকে স্বয়ংভগবত্তায় সংস্থাপিত করেন না; তাঁহারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়াই জানেন।

যাঁহাদের কৃষ্ণের সঙ্গে বা ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ নাই, তাঁহারা সকলে মূর্খের প্রদত্ত বন্ধন করিয়া ধার্ম্মিকতা বা সার্ব্বভৌমিকতার ভণ্ডামী প্রচার করিতে পারেন, তাঁহারা মাটি, ঘটী, বাটী, লাঠি, পাটি, ছুটি—যে-কোন বস্তুকেই তাঁদের নিকট ধরিবার কল্পিত অনিত্য ভগবানের সহিত সমান মনে করিয়া চোখে ধূলোর দিয়ার লাড্ডুর মহোৎসব করিতে পারেন এবং স্বাভাবিক অনাদিবহির্ম্মুখ জগৎকেও সেই তোপায় ভুলাইতে পারেন। তাই জগতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে, সার্ব্বভৌমিকতা প্রচারের নামে, তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে এক বিরাট্ নাস্তিকতা-বাহিনী মানব-মেধাকে খাইয়া বসিয়াছে। যদি ইঁহারা কখনও প্রকৃত সাধুর সঙ্গে ভক্তিসামুখ্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার একবিন্দুজল ও বস্তুকে ধারণ করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনন্তপ্রকাশ ও বিলাস-বিগ্রহ-সমূহ, তাঁহার অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তজ্জাত নানাপ্রকার বৈভবসমূহ, শক্ত্যাবেশাবতার, বিশ্বরূপ, চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক—এই প্রত্যেকটির মধ্যে বিচিত্রতা, ইহাদের যথাযথ স্থান, বিভিন্ন ভেদ ও যথার্থ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সকলই এক, সকলই সমান, জড় ও চেতন এক বস্তু, এই সকল কুসিদ্ধান্তের মূলে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা নির্ব্বিশেষবাবরূপ বিরাট্ নাস্তিকতা। ইহারা বৈধাবিধক্রম হইয়া বেদান্তের "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" অর্থাৎ ভগবানের সমান বা উচ্চ কেহ নাই—এই মূল প্রতিজ্ঞার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে। যথার্থ সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ মহাত্মা যীশুকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই শক্ত্যাবেশাবতার এবং মহাত্মা মহম্মদকে ভক্তাধিকারী জীবের মঙ্গল-প্রদাতা মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন।

১১ই জুলাই ষ্টাটস্ম্যান এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রদত্ত নিম্নলিখিত আর একটি সংবাদ আসুরিক পরার্থিতার পরিণামের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মধ্যভারতের জনৈক রাজা আল্সেসিয়ান Alsatian কুকুর নানাবিধ খাদ্যের দ্বারা সযত্নে পালন করিয়া থাকেন। তৎফলে একদিন রাত্রে তাঁহারই একজন আত্মীয় গৃহ হইতে বহির্গত হইলে মুক্ত-মুক্ত ঐ কুকুরপাল রাজার আত্মীয়টিকে তাহাদের খাদ্যগ্রহণে পাইয়া বসে। প্রাতঃকালে রক্তমাংসহীন দুই একটি অস্থি-খণ্ড ব্যতীত রাজার আত্মীয়ের আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। এজন্য রাজাকে ঐ মৃত আত্মীয়ের পরিবারের নিকট ক্ষতিপূরণ-বাবদ বহু অর্থ প্রদান করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল আদর্শে এখানেই কি ক্ষতিপূরণের শেষ-যবনিকা পতিত হয়? বহির্ম্মুখতাকে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নানাভাবে পালন করিয়া পরার্থিতা বা লৌকিকতা দেখাইতে গেলে জগতে এইরূপই ফল হয়। ইহা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিজ্ঞতার শেষ কথা। তাই হরিসেবকের সেবাই মানবজাতির পরার্থিতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হরিসেবক কখনও হিংসা করেন না। হরিসেবক ব্যতীত সকলেই ন্যূনাধিক হিংসক—সেই হিংসা সূক্ষ্মভাবেই হউক বা স্থূলাকারেই হউক।

হেরাপঞ্চমী

রথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরাপঞ্চমী' বলে। শ্রীজগন্নাথদেব বিতীয়া-তিথিতে রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচাতে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথের অনুসন্ধানে পঞ্চমীর দিন গুণ্ডিচায় গমন করিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন। এজন্য উৎকলদেশে এই তিথিকে "হেরাপঞ্চমী" বলে। ঐ দিন জগন্নাথকে হারাইয়া লক্ষ্মীদেবী নিজপতিকে খুঁজিতে যান বলিয়া অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের অনেকে ইহাকে 'হারাপঞ্চমী'ও বলিয়া থাকেন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি-স্থলিত শ্রীগৌরসুন্দর রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথকে রথযাত্রার দিন নিজ অনুগত জনের সঙ্গে

'ওড়িষা' বা 'সুবর্ণাচলে' লইয়া যাইতেন। ইহা বিরহ-বিধুরা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র হইতে মাধুর্যধাম বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার চেষ্টার পুনরাবৃত্তি।

'হেরাপঞ্চমী'র দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত ওড়িষার শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় নীলাচলে 'হেরা-পঞ্চমী'র উৎসব দর্শনের জন্য আগমন করিতেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, "গোপীভাব-বিভাবিত শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া গেলেন, তখন সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া তিনি পুনরায় ঐশ্বর্যময় স্থানের কে দেখিতে আসেন কেন?" ইহার একটি বিশেষ গূঢ় রহস্য আছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয় গোপীভজনের চরমোৎকর্ষ প্রকাশের জন্যই মহাপ্রভুর এই লীলাচলে; ইহা মহাপ্রভু তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদরের নিকট প্রশ্ন করিয়া স্বয়ংই স্বরূপের মুখে বক্তা হইয়া এপার অপ্রাকৃত ভজনাভিলাষীর জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

হেরাপঞ্চমীর দিন মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগন্নাথ দ্বারকায় বিহার করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি বৎসরের মধ্যে একবার বৃন্দাবন দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। তাই বৃন্দাবনের সহিত সুবর্ণাচলের উপবনসমূহের সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি নীলাচল ছাড়িয়া সুবর্ণাচলে যান ও তথায় নানা পুষ্পোদ্যানে বিহারাদি ক্রীড়া করেন। কিন্তু জগন্নাথ কি জন্যই বা লক্ষ্মী-দেবীকে এই সময় সঙ্গে লইয়া যান না, ইহার কারণ আমাকে বল।"

মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরূপ কহিলেন,—"প্রভো! বৃন্দাবনীয় ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই, বৃন্দাবন-লীলায় একমাত্র গোপীগণই কৃষ্ণের সহায়। গোপী ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণের মন হরণ করিতে পারেন না।"

মহাপ্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণ রথযাত্রার ছলে সুবর্ণাচলে গমন করেন ও সঙ্গে সুভদ্রা ও বলদেবকে লইয়া যান। কিন্তু তিনি তথায় উপবনের মধ্যে গোপীগণের সঙ্গে যে সকল লীলা করেন, সেই সকল গুহ্যলীলা আর কেহই জানিতে পারেন না, লক্ষ্মীদেবীও তাহা জানেন না। তবে কেন লক্ষ্মীদেবীর এত ক্রোধ হয়?"

স্বরূপ কহিলেন,—"প্রিয়ের সামান্য ঔদাসীন্য দেখিলেই প্রিয়ার ক্রোধাভিমান হয়, ইহাই প্রেমবতীর স্বভাব।

লক্ষ্মীদেবী নানা মণিমাণিক্য-খচিত সুবর্ণের চৌদোলায় আরোহণ পূর্বক ছত্র চামর পতাকা প্রভৃতি ঐশ্বর্য-সজ্জা ও শত শত দাসীগণের দ্বারা সেবিতা হইয়া নানা বাদ্যভাণ্ডের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সিংহদ্বারে আগমন করেন। এদিকে লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবকগণকে অপরাধীর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া আসেন। যেমন চোর, দস্যু ও অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করা হয়, লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণও সেইরূপ জগন্নাথের সেবকগণকে লক্ষ্মীর সম্মুখে আনিয়া যথেচ্ছ প্রহার ও তাড়ন-ভর্ৎসন করিতে থাকেন।

জগন্নাথ যে-সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় তিনি লক্ষ্মীকে বলিয়া যান যে তিনি পরদিনই নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন, তিনি বাগানে বেড়াইতে যাইতেছেন মাত্র; কিন্তু দুই তিন দিন গত হইলেও জগন্নাথ ফিরিতেছেন না দেখিয়া কান্তের এইরূপ ঔদাসীন্য-দর্শনে প্রেমবতী লক্ষ্মীর হৃদয়ে প্রবল ক্রোধের উদ্রেক হয়।"

লক্ষ্মীর অভিমান-জনিত প্রগল্‌ভতা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"আমি লক্ষ্মীর ন্যায় এইরূপ মান ত্রিজগতে কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীনা হইয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করেন এবং মলিন বসনে ভূমিতে বসিয়া নখে দাগ তাঁরা লিখিয়া থাকেন। ব্রজ-গোপীগণের ও পুরবাসিনী সত্যভামার এইরূপ মানের কথাই জানি। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজের ঐশ্বর্য জাহির করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে ধাবিত হন।"

শ্রীস্বরূপের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য যে, লক্ষ্মীর ঐরূপ মান হইতে ব্রজগোপীগণের মান অধিকতর উৎকর্ষ-যুক্ত। ব্রজ-গোপীর মানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-লালসাই প্রবল, আত্মসুখ-দুঃখের বিচার নাই। বিরহ-বিধুরা অভিমানিনী গোপী-গণের তিরস্কার যে-স্তুতি হইতেও গোপীজনবল্লভের মনঃপ্রাণ হরণ করে।

তখন মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপীগণের মানের প্রকার তুমি আমাকে বল।"

শ্রীস্বরূপ কহিলেন,—"গোপীর মানের কথা সম্যক্ বলা যায় না, কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করিতেছি। মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা;

আর নায়িকাও তিন প্রকার—মুগ্ধা, মধ্যমা ও প্রগল্‌ভা। মুগ্ধাগণ মানচাতুর্য্যের কোন প্রকারভেদও জানেন না। যে-সকল নায়িকা মধ্যা ও প্রগল্‌ভা, তাঁহারাই ধীরাদি ভেদে তিন প্রকার। অপ্রাকৃত ধীরাধীরা মানিনী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ঐহিক-তৃপ্তির জন্য কখনও বক্রবাক্যে উপহাস করেন, কখনও স্তুতি, কখনও নিন্দা, কখনও বা উদাস ভাব দেখাইয়া থাকেন; ইঁহাদের মধ্যে কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ সমা। ইঁহারা ঐসকল স্বভাবের দ্বারা কৃষ্ণের সুখপুষ্টি করিয়া থাকেন। গোপীগণের প্রেমে রসাভাস-দোষ নাই। গোপী-প্রেমের প্রত্যেক বৈচিত্র্যই কৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে।

গোপী দুই প্রকার—সমা ও বিষমা। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বলরসের মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। তিনি বয়সে মধ্যমা, স্বভাবে সমা এবং নিত্যস্থির ধীরা। তাঁহার এই 'ধীরা' স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয় এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর উদ্বেলিত হইয়া থাকে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীস্বরূপের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় শ্রীবাস হাসিতে হাসিতে শ্রীস্বরূপকে বলিলেন,—"স্বরূপ, আমার লক্ষ্মীর কত সম্পত্তি আর তোমার বৃন্দাবনের সম্পদ্ কেবল পুষ্প-কিসলয়, শিরিষাকৃ, শিখিপিচ্ছ, গুঞ্জাফল প্রভৃতি অতি সামান্য বস্তু। জগন্নাথ বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছেন শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনে ঈর্ষা হইয়াছে; আমার লক্ষ্মীর মনের ভাব,—জগন্নাথ এত সম্পত্তি ছাড়িয়া কেনই বা বৃন্দাবনে গমন করিলেন! তাই জগন্নাথের সেবকগণের প্রতি হাত করিবার জন্য লক্ষ্মী নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে সজ্জিত ও সসৈন্যে বহির্গত হইয়া শুক্তিচার দ্বারপ্রান্ত রত্নের উপরে চোরের ন্যায় অবস্থিত জগন্নাথ-সেবকগণকে দণ্ডপ্রদান করেন। তখন লক্ষ্মীর দাসীগণ বলেন—ওরে জগন্নাথের সেবক-সম্প্রদায়! দেখ, তোমাদের ঠাকুর এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল, পত্র, মূল প্রভৃতি সামান্য বস্তুর লোভে উপবনে গিয়াছেন। লক্ষ্মীর দাসীগণ জগন্নাথের সেবকগণকে নানাভাবে দণ্ডপ্রদান করিতে থাকিলে জগন্নাথের সেবকগণ লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া বলেন,—আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী কল্য আপনার সম্মুখে জগন্নাথদেবকে আনিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী শান্ত হন ও করেন।"

শ্রীবাস আরও বলিলেন,—"দেখ আবার লক্ষ্মীর সম্পদ্ অনির্ব্বচনীয়। আমার ঠাকুরাণী রত্নসিংহাসনে বসেন, আর তোমার গোপীগণ গুঞ্জ-আবর্ত্তন ও বনিমর্দ্দন করিয়া থাকেন!"

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাগ-মার্গীয় ভক্তগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব। তোমার মনে ঐশ্বর্য্য-ভাব প্রবল রহিয়াছে আর রাধাভাব-স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী, ইনি শুদ্ধপ্রেমের উপাসক, ঐশ্বর্য্যে ইঁহার হৃদয় মুগ্ধ হয় না।"

তখন শ্রীস্বরূপ-রাঘোদয় শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস বৃন্দাবন-সম্পত্তির কথা তোমার মনে পড়ে না। বৃন্দাবনে যে স্বাভাবিক সম্পৎসমূহ রহিয়াছে, বারকা-বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ তাহার একবিন্দু মাত্র। কৃষ্ণ যে-স্থানে ঐশ্বর্য্য-গৌরব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম শ্রীবৃন্দাবনধাম। সেই বৃন্দাবন-ধামে চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্ময়রসের স্তবন, চিন্ময়-বসন-ভূষণ-পরিহিতা পরিচারিকাগণ, চিন্ময়কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সর্ব্ব-সিদ্ধবন নিত্য বিরাজিত—সেখানে ফল পুষ্পাদ্যতীত কাহারও অন্য কোন ধনের প্রার্থনা নাই, সেখানে অনন্ত কামধেনু বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের চিন্ময়দুগ্ধ যাঁহারা পান করেন, তাঁহাদের অন্য ধন বা ঐশ্বর্য্যে লোভ হয় না। সেখানকার লোকের কথা স্বভাবতঃই দিব্যাস্তি-স্তবের ন্যায়, সেখানে লোকে যে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তাহা স্বভাবতঃই চমৎকারপ্রদ মধুর নৃত্যের ন্যায়, সেখান-কার জল অমৃত, সেখানে চিদানন্দ-জ্যোতিঃ সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান্। সেখানে ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্ত কোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী বিরাজমানা। সেখানে ব্রজাঙ্গনাগণের চরণস্তবনই—চিন্তামণি, সকল পুষ্পকই—সুরতেক, কামধেনুই—পরমধন।"

শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরাধার শুদ্ধপ্রেমরস-সীমার কথা শুনিয়া রসাবেশে আবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীস্বরূপ গান করিলেন। ব্রজরসগীতিতে প্রভুর প্রেমসাগর উদ্বেলিত হইল আর

সেই বন্যায় পুরুষোত্তম প্লাবিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীদেবী গোপালে নিজগৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিলেন। চারি-সম্প্রদায়ই কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রান্ত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে রাধিকামূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া রস-বিরোধ উপস্থিত না হয়—এইজন্য নিত্যানন্দ প্রভু দূরে চলিলেন এবং দূর হইতেই মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। নিত্যানন্দ নিকটে না আসিলে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা লাভ হইবে না জানিয়া রসাভিজ্ঞ-শিরোমণি ভক্তগণ-সমাট্ স্বরূপ-দামোদর কৌশলে ভক্তগণের প্রার্থিত কথা জানাইয়া মহাপ্রভুকে বাহ্যদশায় আনিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিয়া ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীর বিবিধ-প্রকার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।" *

* রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ইহলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, কিছু বাহ্য হইল শেষ।
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে বাহ্য কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না হয় কীর্ত্তন।
যুক্তি করি' স্বরূপ গোসাঞি প্রভু জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।

(চৈঃ চঃ ম ১৩।৩৩-৩৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"কোন কোন বিটল (দর্শনজ্ঞ ৬৩) ব্যক্তি লক্ষ্মী-দেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন। এস্থলে দেখুন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্মাদি সমস্ত শক্তিই শ্রীভগবানের পরি-চারিকা। যখন যে-ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুখাদ্য দ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া সেবন করেন। এতদ্বিষয়ে ভগবৎপ্রসাদ-পাসীর প্রসাদার 'ভগবৎপ্রসাদার' বলিয়াই সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে আরও একটু বিচার্য্য বিষয় রহিল;—মায়াবাদী আত্যন্তিকাভিমানীদিগের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভগবদ্ভক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা ঘোর-সন্দেহের বিষয়। সুতরাং ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি শুদ্ধ-বৈষ্ণবার্পিত নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণবদিগের যোগ্য।"

মহাপ্রভু নানারঙ্গে ভক্তগণকে লইয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ গ্রহণ এবং সন্ধ্যাস্নান করিয়া গুণ্ডিচায় জগন্নাথ দর্শন করিলেন। পুনর্যাত্রা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ৮ দিবস কাল মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া ও নেত্রোৎসবাদি করিলেন, এবং পুনর্যাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ-দেব রত্নবেদীতে আরোহণ করিলে মহাপ্রভু সগণে নিজের বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চয়ন

["অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৭ জুলাই, ১৯২৪, মঙ্গলবার]

GAUDIYA MATH.

Bombay Governor's Sympathy

Bombay, July 13.

His excellency Lord Brabourne, the Governor of Bombay granted a long interview to Swami B. S. Giri of the Bombay Branch of the Gaudiya Math of Calcutta. His excellency gave a patient hearing to the learned Swamiji and highly appreciated the noble activities of the Gaudiya Math both in India and abroad. His excellency assured great sympathy and promised all support for the missionary propaganda of the Gaudiya Math within the Jurisdiction of Bombay Presidency.

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

(৩) সখ্যরস বা প্রেয়োভক্তিরস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন (কৃষ্ণসখাগণ)		উদ্দীপক	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারী
			পূর্ণসখ্য	ন্যূনসখ্য				
(প্রায় সমান পরস্পর দুই জনের যে সমমমত্ব বিশ্বম্ভাত্মিকা রতি)	(সমত্ব-রাহিত্য)	(বিভুক মুরলী-ধর ব্রজেন্দ্র-নন্দন)	(অর্জুন, ভীমসেন, শ্রীদাম, বিপ্র)		(কৃষ্ণগুণ, রূপ, বেণু, প্রিয়জন, পরাক্রম প্রভৃতি) গোষ্ঠে—কৌমার ও পৌগণ্ড, পুরে ও গোকুলে—কৈশোর	(বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, ভোজন, ঘোণা, জল-বিহার, বনবাদির সহিত খেলা, নৃত্যগানাদি)	(হাস্যের ন্যায়, —কিছু অধিক)	(হাস্য হইতে কিছু অধিক)

সুহৃদ্	সখা	প্রিয়সখা	প্রিয়নর্ম সখা
(সুভদ্র, বলভদ্র, মণ্ডলীভদ্র প্রভৃতি)	(দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড় প্রভৃতি)	(শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি	(সুবল, উজ্জ্বল প্রভৃতি)

দ্রষ্টব্য—সখ্যরতি (প্রেম, স্নেহ, রাগকে ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রণয় পর্যন্ত বর্দ্ধিতা হয়।

(৪) বৎসল রস

স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিক	সঞ্চারী
(বাৎসল্য)	(স্নেহ)	(নবনন্দন কৃষ্ণ)	(কৃষ্ণের গুরুবর্গ, ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, বাসু গোপীগণ, দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি)	(কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, চাপল, হাস্য প্রভৃতি)	(মস্তক-আঘ্রাণ-গ্রহণ, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ-দান, চুম্বন, আলিঙ্গন, তিরস্কার প্রভৃতি)	(স্তম্ভাদি আট-প্রকার ও গুণগুদ্ধ-ভাব—এই নয়টি)	(বাৎসল্য-রসের সমস্ত ভাব ও তৎসহ অপরাপর)

(৫) মধুক্ত রস

স্থায়িভাব (মধুর রসের প্রেমাদি)	রস (অভিনয়যোগ্য রস)	বিভাবন (আলম্বন ও সৌন্দর্যাদি)	অনুভাবন (আলম্বনীয়গত উদ্দীপন প্রেমাদি)	উদ্দীপন (মুখলীলাদি ইত্যাদি)	অনুভাব (নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি)	সাত্ত্বিক (সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এ রসে গৃহীত)	সঞ্চারী (আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাব এ রসে গৃহীত হয়)

রসের পরস্পর শত্রুতা, নিরপেক্ষতা ও মিত্রতা

সংখ্যা		শত্রু	তটস্থ বা নিরপেক্ষ	মিত্র	মন্তব্য
	শান্তরস	মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস		শান্ত, বীভৎস, ধর্ম-বীর ও অদ্ভুত রস	
	প্রেয়োরস	মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র		বীভৎস, শান্ত, ধর্ম-বীর ও দানবীর	
	সখ্যরস	বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক	কোন কোনও মতে সখ্য ও বাৎসল্য উভয় অর্থাৎ মৈত্রী ও মৈত্র উভয় বর্জিত	মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর	
	বৎসলরস	মধুর, যুদ্ধবীর, হাস্য ও রৌদ্র		হাস্য, করুণ ও ভয়-ভেদক	
	মধুররস	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক		হাস্য ও সখ্য	
	হাস্যরস	করুণ ও ভয়ানক		বীভৎস, মধুর ও বৎসল	
	অদ্ভুতরস	হাস্য, সখ্য, হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস		বীর, শান্ত, হাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর	অদ্ভুতরস—শান্ত, হাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর —পঞ্চরসেরই মিত্র
৮	বীররস	ভয়ানক, শান্ত (কোনও মতে)		অদ্ভুত	
	করুণরস	বীর, হাস্য, শৃঙ্গার ও অদ্ভুত		রৌদ্র ও বৎসল	
	রৌদ্ররস	হাস্য, শৃঙ্গার, ভয়ানক		করুণ ও বীর	
	ভয়ানকরস	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র		বীভৎস ও করুণ	
	বীভৎসরস	শৃঙ্গার, সখ্য		শান্ত, হাস্য ও হাস্য	

রস-মিশ্রণ

বলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য—তিনটি মিশ্রিত। সুবিক্রমের বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমসেনের সখ্য ও বাৎসল্য, অর্জুনের সখ্য ও দাস্য, নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য, উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য, অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য, অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য।

রস

অঙ্গী	অঙ্গ
মুখ্য বা গৌণ যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান হয়।	যে রস অঙ্গী রসের পুষ্টি করে

দ্রষ্টব্য—যদি অঙ্গী রসে অঙ্গ রস অধিক আস্বাদের হেতু হয়, তবেই সে অঙ্গ, নতুবা তাহার মিলন বিফল। রসের সহিত শত্রুরস মিলিলে দুগ্ধে পানীয় দ্রব্যে কার ও অম্লাদির সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রস-বিরোধই **রসাভাস**। তবে কোন কোন স্থলে অচিন্ত্যমহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ-বিশেষাশ্রিতে বিরুদ্ধ রস-সমূহের সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতার জন্যই হইয়া থাকে। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাবসকলের মিলন হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় না।

রসাভাস

পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রস-দ্বয়ের যোগে রসাভাস হয়　　রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে বলা

উপরস (উত্তম)	অনুরস (মধ্যম)	অপরস (কনিষ্ঠ)
স্থায়িবিরূপতা, বিভাববিরূপতা, অনুভাব-বিরূপতা উপরসের হেতু	কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত ভাবাদি রস-সমূহ অনুরস হয়।	কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি ভাবাদির বিষয় ও আশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন অপরস হয়।

রসাভাস

স্থায়িরসাভাস (শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকারাধিক্য দৃষ্ট না হয়)	ভাবরসাভাস (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে যদি তাঁহার কোন দাসের প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়)	সঞ্চারিরসাভাস (সঞ্চারিদ্বয়ের মধ্যে একের সমাভাব ও অপরের দাস্যভাব হইলে)	বিভাবরসাভাস (পুত্রাদির বয়স-অধিকা-বোধে লাল-পালাদি না করিলে)	অনুভাবরসাভাস (নায়ক নায়িকার মধ্যে একের রমণেচ্ছা, অন্যের তাহা না থাকিলে)	সৌণরসাভাস (ভাবাদি গৌণ রস-সমূহ যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হয়)	অতিরসাভাস (ভাবাদি যদি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু-বর্গে হয়)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বর্ণিত মূল বিষয় সমূহ চিত্রাকারে অতি সংক্ষেপে উপরে প্রকাশিত হইল। এছাড়াও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা এই সংক্ষেপ সমালোচনার মধ্যে আমরা উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অভিধেয়গ্রন্থ। অভিধেয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে অভিধেয় সম্বন্ধরূপে প্রতিপাদন করিয়া অভিধেয়ের বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনের বর্ণন এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিশিষ্টরূপে "উজ্জ্বলনীলমণি" প্রয়োজন-তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রত্যেক ভক্তিরস ভগবদ্ভক্তের নিত্যপাঠ্য ও নিত্যসেব্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ পরীক্ষার অদ্বিতীয় কষ্টিপাথর। এই গ্রন্থরাজ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" এই প্রারম্ভিক শ্লোকেই তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া একান্ত বাস্তবসত্যপথের অভিযাত্রী আলোকস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছে। তাই যাহারা দুনিয়ার হাটে বাজারে 'বার্ষিক' বা 'তত্ত্ববিদ্' প্রভৃতি নামে প্রচলিত, তাহারা রসামৃতসিন্ধুর ঐ আলোকোদ্ভাসক শ্লোককে আদর করিতে না পারিয়া গ্রন্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সমাপনে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু গ্রন্থকারের সমাপ্তিকাল উল্লেখ করিয়াছেন,—

রামাঙ্কশক্রপতিতে শাকে গোকুলমণ্ডিতেনাহম্।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুভিরিহ ক্ষুদ্র-রূপেণ।

১৪৩৩ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৪৯৮ বঙ্গাব্দে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু গোকুলে অবস্থিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "দুর্গম-সঙ্গমনী" টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকা রসামৃতসিন্ধু পাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও আলোকস্তম্ভ স্বরূপ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ সকল গ্রন্থের নাম ও রসামৃতসিন্ধুর কোন্ কোন্ স্থানে ঐ সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। সঙ্কেতপ্রথমের '১' সংখ্যা গ্রন্থের পূর্ব্ব বিভাগ, '২' সংখ্যা দক্ষিণ বিভাগ, '৩' সংখ্যা পশ্চিম বিভাগ ও '৪' সংখ্যা উত্তর বিভাগ নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয়-ক্রমের '১,' '২' সংখ্যাগুলি লহরী এবং তৃতীয় ক্রমের '১,' '২' গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা সম্পাদিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মূল একটি ভূমিকা ও সূচীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মূল শ্লোকের সংখ্যা ৩৩১৫, বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সাকল্যে সংখ্যা ৯১৬১।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

(১) অগস্ত্য সংহিতা—১।২।৪১, ৬২, ৮৭ ; (২) অগ্নিপুরাণ—১।২।৭৪, ২।১।৬ ; (৩) অপরাধভঞ্জন—৩।২।৮ ; (৪) আদিপুরাণ—১।২।২৮, ১০১, ১০৬ ; (৫) আদিবরাহ—১।২।৯৯ ; (৬) উদ্ধবসন্দেশ—৪।৪।৭ ; (৭) উত্তর-পর্ব্ব—২।৪।৫১ ; (৮) ঋগ্বেদসূত্র—১।৩।১৬, ১৭, ২।৪।৩৯ ; ৩।২।৪৬, ৫০, ৬৮ ; (৯) কাত্যায়নসংহিতা—১।২।৫১ ; (১০) কাশী-খণ্ড—১।২।৩৪, ৩৫ ; (১১) কূর্ম্মপুরাণ—২।১।১২৮ ; (১২) কৃষ্ণকর্ণামৃত—২।১।৮৪, ১৮৭, ২।৪।২২, ৩।১।২০, ৩।২।৪৫ ; (১৩) গরুড় পুরাণ—১।২।১৪ ; (১৪) গৌতমীয়—১।১।১০৭, ৩।৪।০, ৭, ১৯ ; (১৫) গীতা—১।২।৪০ ; (১৬) গোবিন্দবিলাস—২।৪।২০ ; (১৭) গুপ্ত—১।১।২০, ২০, ১।২।৬৮, ১৪০, ১।৩।২ ; (১৮) চমৎকারক—৪।৩।১৫ ; (১৯) ছান্দোগ্যকৌথুমী—১।৪।৬, ১২৮, ৫।৪।৩০, ৩।৫।১১ ; (২০) জয়দ্রথযামলতন্ত্র—১।২।৪৭ ; (২১) নারদপঞ্চরাত্র—১।১।১০, ২২, ১।২।৪৪, ৬৫ ; (২২) নারদীয়পুরাণ—১।২।৪৭, ৪৯, ৫৭, ৬১, ৮৩, ১।৩।৯ ; (২৩) নারায়ণপঞ্চরাত্র—১।৪।১২ ; (২৪) নারায়ণবৃহদ্ভব—১।২।১৬২ ; (২৫) নৃসিংহপুরাণ—১।২।৬৭, ৭৮, ৯৪, ১।৩।৩০, ৩।২।৪২ ; (২৬) পঞ্চরাত্র—১।২।৮, ৯৩, ১।৪।২, ১।৪।৭, ৮ ; (২৭) পদ্মপুরাণ—১।১।১৫, ১৭, ১৮, ১।২।৫, ২৩, ৩৩,

৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৬৮, ৭৭, ৯৯, ৯৮, ৯২, ১০০, ১০৭, ১০৮ ১১০, ১৪৯, ১৩৩, ৮, ১২, ১৪।৪, ২।১।১১, ১৫০, ১৫৩, ২।৪।৭৩ ; (২৮) পদ্মাবলী—১।৩।১৮, ১৯, ২৪, ২।১।৭১, ২।২।১৩, ২।৭।২৬, ৪৭, ৮১, ৩।২।৭ ৩।৪।৭, ৯, ১০, ১২ ১৭, ১৯, ২০ ; (২৯) পুরাণ—১।২।৫৮ (৩০) প্রহ্লাদসংহিতা—৩।৪।১২ ; (৩১) বরাহপুরাণ—১।২।৫৫, ৭১ ; (৩২) বিদগ্ধমাধব—২।১।১৫, ২।৪।৮৮, ৮০, ৩।১।২২, ৩।৪।২৮, ৪১, ৪।৪।৩, ১০, ৪।৮।৪৪, ৪২ ; (৩৩) বিদ্বন্মোদন—২।১।১৯৫ ; (৩৪) বিষ্ণুধর্ম ১।২।৬৩ ৭০, ৭৮, ২।১।৭১, ৩।১।২৩, ৪।৮।৩৫ ; (৩৫) বিষ্ণুপুরাণ—১।২।৭৬, ২।৪।৭৮ ; (৩৬) বিষ্ণুযামল—২।১।১৩০ ; (৩৭) বিষ্ণুরহস্য—১।২।৪১, ৬০ ; (৩৮) বৃহদ্বামন—২।১।১১১ ; (৩৯) বৈষ্ণবতন্ত্র—২।১।১২৯ ; (৪০) ব্রহ্মপুরাণ—১।২।৬৮, ৪৭, ৯১, ১৩৮ ; (৪১) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—১।২।৫০ ; (৪২) ব্রহ্মযামল—১।২।৪৬ ; (৪৩) ব্রহ্মসংহিতা—২।১।১৪, ১৩২ ; (৪৪) ভক্তিরিবেক—১।২।৯১ ; (৪৫) ভবিষ্যোত্তর—১।২।৫৮, ৭৭, ১০০ ; (৪৬) ভাগবত—১।১।১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ১৯, ২৪, ২৯, ৩০, ১।১।৪, ৫, ৬, ১৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৫৮, ৬৩, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬১, ৬৫, ৬৫. ৭৫, ৭৬, ৮৭, ৮৯, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১১২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৪৬, ৭, ১০, ১২, ১৪, ১।৪।৩, ৬, ২।১।২৪, ২৫, ৪২, ৫৩, ৫৯, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮২, ৮৩ ৮৬, ৮৯, ৯০, ১০১, ১০৪, ১১২ ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪১, ১৪১, ১৯৪, ১৯৬, ২।১।৪, ১২ ২।৩।১০, ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ৩৫, ৩৭, ২।৭।৭, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২৩, ৩৩, ৪১ ৪১, ৪৭, ৫৩, ৫৪, ৬১, ৭০, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮১ ৯০, ৯৩, ৯৪, ১০১, ২।৪।৩৮, ৪৭, ৩।১৮, ৩।২।১৭, ২৪, ৪৯, ২৭, ৫০, ৪৩, ৪২, ৫০, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৩।৩।৮, ২৩, ৪৯, ৫৮, ৬০, ৩।৪।৩, ৮, ২৪ ২৭, ২৯, ৩৫, ৪০, ৩।৪।১৮, ৪।৩।১৪, ২০, ৪।৭।২, ৪৮।৪৮ ; (৪৭) ভাষাবৃত্তিপঞ্জিকা—১।১।২৭ ; (৪৮) মহাকূর্মপুরাণ—১।২।১৫৮ ; (৪৯) মহাবরাহ—২।১।১২৯ ; (৫০) মহাভারত—১।২।১৩, ৮২, ২।১।৪৩ ; (৫১) মন্ত্রোপনিষদ্ভক্তি—৩।১।৭ ; (৫২) মুক্তমালা—২।৪।১৫ ; (৫৩) যামুনাচার্যস্তোত্র—১।২।৯১, ২।১।৫৪, ৯৯, (৫৪) রসসুধাকর—২।৪।১৯ ; (৫৫) ললিতমাধব—২।১।৬৯, ৭৮, ৯১, ১১৭, ১৭৮, ২।৪।১৯, ৩৭, ৩।২।২, ৩।৪।৭৬, ৪১, ৩।৫।৮, ৪৮।৫৮, ৪।৯।৮ ; (৫৬) লিঙ্গপুরাণ—১।২।৬৭ ; (৫৭) শিশুপালবধ—২।১।৫৭, ৫৮ ; (৫৮) শুকসংহিতা—১।৩।১০ ; (৫৯) স্কন্দপুরাণ—১।২।৪৬, ৪৮, ৫০, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৮১, ৯৫, ৯৯, ১২৮, ১।৩।৯, ৩।২।২৭, ৩।৪।৭ ; (৬০) স্তবাবলী—২।১।১৮০, ২।৪।১৯ ; (৬১) হংসদূত—২।৪।৪৭, ৩।২।৭০, ৪।৪।৭ ; (৬২) হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—১।৮।২৭, ২৪ ; (৬৩) হরিবংশ—২।১।৪৫, ২।৩।৩৩, ৫৫, ২।৪।৭, ৫৮, ৪।৩।৪ ; (৬৪) হরিভক্তিবিলাস—১।১।৪২, ৯৪ ; (৬৫) হরিভক্তিসুধোদয়—১।১।৪১, ২৩, ১।২।৫৮, ৬৮, ১০৫, ১।৩।১২, ৩।২।৬, ৪৪, ৪।৩।১৯ ।

‡ চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণ-সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে,—আ ৪ ৪৫, ১১৭, ২০২, ২০৩ ; আ ৫।৩৬, ২২৪ ; ম ১।১৯০ ; ম ৮।৮৪, ১৪১ ১৫৭, ১৮৮, ১৯০ ; ম ৯।১১৭, ১৪৬ ; ম ১০।১৭৮ ; ম ১৪।২৪৮ ; ম ১৮।৩৮ ; ম ১৯।১৫৪, ১৬৭, ১৭০, ১৭৬, ১৮৯, ২১১ ; ম ২০।১০৩, ৩৭৮, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯ ; ম ২২।১৬, ১০২, ১০৩, ১১৬ ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮ ; ম ২৩.৫, ৭, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৬১, ৬৪, ৬৯-৭০, ৮৯-৯২, ৯৪ ; ম ২৪।৩৭, ১১৬, ১১১, ১১৪, ১২৯, ১৮১, ১৬৭, ১৭১, ১৯০, ২৬৯, ২৭৪ ; অ ১। ১০৮, ২১২ ; অ অ৬২, ১৯৫ ; অ ১৯।১০৫ ।

পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ

২৯শ জুন (১৯০৪) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আলিপুর জজ্ কোর্টের উকীল 'যোগেন-আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এল, উভয়ে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। গিরিজাবাবু বলিলেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার এই আশ্রমের নামকরণ ক'রেছেন। এখানে যারা,

বোকা প্রকৃতিকে মানুষ ক'রে দেওয়া হয়। এতৎ সম্পর্কে তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন এবং শেষে প্রভুপাদকে নিবেদন করিলেন—'আপনি মহাপুরুষ, এমন কিছু শক্তি দান করুন, যা'তে এই সকল ছাত্র, বোকা প্রভৃতি কার্য্যক্ষম হ'তে পারে। ইহারা যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে সমানে চল্‌তে পারে।'

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—'আপনার উদ্দেশ্য মহৎ ও উদার, কিন্তু তাহা খানিকটা অন্ধ রাস্তায় চলেছে। পরার্থিতা জিনিষটা ভাল, কিন্তু এ'র দুটো জায়গায় মস্ত বড় দোষ,—একটা হ'চ্ছে—বাক্ত ভাবেই হউক আর অব্যক্ত ভাবেই হউক, ইহাতে নিরীশ্বরতার আবাহন আছে আর ইহাতে মনুষ্যেতর অপর প্রাণিজাতির প্রতি হিংসা আছে।

গিরিজাবাবু—চিৎ-শক্তি জাগরূক ক'রে দেওয়ায় কি দোষ হ'তে পারে?

প্রভুপাদ—আপনাদের ত' ঐ চিৎ-শক্তির প্রতিই আসক্তি আছে, মানবের ভোগের সুবিধা ক'রে দেওয়া চিচ্ছক্তি-জাগরণের চেষ্টা নয়।

গিরিজাবাবু—ইহাদের ভোগ বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়, ইহাদের Mental deficiencyকে দূরিয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রভুপাদ—Deficiency দূরিয়ে দিলে এঁরা কি কর্‌বে? আর আপনিই বা কোন্ উদ্দেশ্যে সরা'বেন?

গিরিজাবাবু—এঁরা দুর্বিষহ সকল লোকের মত মানুষ হ'য়ে মনুষ্য-সমাজে বাস কর্‌বে।

প্রভুপাদ—বাস করার উদ্দেশ্য কি কেবল বেঁচে থাকা বা নিজের ও তা'দের মত দশটা লোকের জাগতিক সুবিধার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া? আর সেরূপ উপকারই বা আপনি কতদিন ক'র্‌বেন?

গিরিজাবাবু—আজীবন।

প্রভুপাদ—জীবন কতক্ষণ?

গিরিজাবাবু—আমার আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছে, তখন আমার যতক্ষণ পরমায়ু, ততক্ষণ।

প্রভুপাদ—সে ত' আপনার কর্ণধারের মতন আপনার কাছে এসে পড়েছে। ভরতের কাছে যেমন এসে পড়েছিল হরিণ-শাবক। কিন্তু আপনি যদি কেবল তা'র মনোরাজ্যের বোধন করেন এবং আত্মবৃত্তিকে যেন ঘুমিয়ে থাকবার পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন, তা' হ'লে তা'র প্রকৃত বোধন হ'ল কই? মনুষ্যেতরও মনস্তত্ত্বকে বিকসিত ক'রে তদ্দ্বারা আমরা তাদের বা আমাদের অনেক ভোগের সুবিধা ক'রে নিতে পারি, একেই কি মানুষ হওয়া বলা যাবে? প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মবৃত্তির বোধনই—বোধন। যদি মূলবস্তুকে ছেড়ে দিয়ে গোড়াকে কেটে কেবল ডাল পালার বোধন ক'রতে যাই, তবে সে বোধনের আয়ু কতদিন থাকবে? Absolute Integerকে neglect ক'রে যা'কিছু চেষ্টা করা যাক্, তার কোন মূল্য নাই। আপনার অবস্থা হ'চ্ছে Filling up of the gaps, ইহা noble, generous; কিন্তু Theism ছেড়ে দিয়ে যদি এ সব করা যায়, তবে তার value কিছু নাই, যেমন civic সুবিধা আন্‌বার জন্য চেষ্টা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ অভিজ্ঞতা লক্ষ ক'রে ব'লেছিলেন—যা'র উপকার ক'র্‌বে, সেই অপকার ক'রবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হ'তে এই বিদ্যাটুকু বাল্যকালে পেয়েছিলাম, তা' বাস্তব ক্ষেত্রে পদে পদে সত্য দেখ্‌ছি। মৃতার সর্পকে দুধ, কলা দিয়ে উপকার ক'র্‌লে সেই আবার ছোবল মারে। অনেক সময় লৌকিক উপকার ক'র্‌তে গিয়ে আপাততঃ ভাল হয় এবং তা' দেখ্‌তেও বড় শোভন হয়; কিন্তু তা'র reaction খুব খারাপ হ'য়ে থাকে। শুদ্ধি, শ্রীযুক্ত গান্ধিজী ঘাদের উপকারের চেষ্টা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ বেদবাণীর মর্ম্মেই এক শ্রেণীর লোক গান্ধী মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'চ্ছেন, আবার এক শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে তাঁ'কে খুব ভাল ব'লতেন, এখন আবার অন্যরূপ বলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিন্তু কোনদিনই মত বদ্‌লাই নাই। তিনি গীতা ও ভাগবতের আদর করেন, লোকে বল্‌ছিলেন; কিন্তু তাহা mundane বা কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদে নিযুক্ত কর্‌বার জন্য। আমরা পরমার্থকে সুবিধা বাদের সেবায় নিযুক্ত কর্‌বার কোন দিনই পক্ষপাতী নই। সাধুকে দিয়ে জাগতিক সেবা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টার মধ্যে সাধুত্বের প্রতি আদর নেই। মানব-জীবনের কার্য্য কেবল এরূপ সামান্য altruism নয়—যদি তাই হয়, তবে তাহা Orang-outangএর জীবনের ন্যায় হ'য়ে গেল নাকি?

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পূর্ণাশিতা বিদ্বৎ-ক্রিয়েরন্নকথা।
ক্রিয়েত ভগবত্তাত্ত্বা তমহমেকীত্তয়ন্নমম্ ॥
নন্দ! সুহৃদ ভবিষং বহুসম্ভবাদ্বে
মানুষ্যমর্থমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥
"বিশ্বীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অস্মৎ পিতা কিন্তিসেন কিঞ্চিৎ
যাচাম বা তাং নগরায় বা তাং ॥"

বর্তমানের বিশ্বীশ্বর সম্রাট্ পঞ্চমজর্জের প্রতিনিধি ভাইসরয় বাহাদুর তাইসরয়। লোকে বলেন, 'আমরা কেন ভাইসরয়ের নিকট বা সম্রাটের নিকট আমাদের লোক পাঠাই?' তা'র উত্তরে আমরা ঐ শ্লোকটি ব'লতে পারি। জগতের লোক আমাদের পাক-নরকের খরচ দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না, এক বিশ্বীশ্বর কতকটা এবং জগদীশ্বরই সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোরথ পূরণ ক'র্‌তে পারেন। বিশ্বীশ্বর কি ভাবে আমাদের মনোরথ পূরণ ক'র্‌তে পারেন? তাঁ'র কাছে আমরা কি ব'লতে লোক পাঠাই? তাঁ'র কাছে আমাদের লোক গিয়ে বলেন, বর্তমানে আপনার রাজ্যের অন্তরতরে আপনার যে সকল প্রজা আছে, যেন সেই সকল লোকের নিকট আমরা আমাদের Unadulterated Theismএর কথা ব'লতে পারি, সেই সুবিধাটুকু আপনি ক'রে দিন। আমাদের মনোরথ কি? সমগ্র মানবজাতিকে কৃষ্ণভক্ত ক'র্‌ব। বিশ্বীশ্বরের এই ভিয়ানে ভারতবর্ষের ও বিভিন্ন প্রদেশের ভোগী ও ত্যাগী মানব সম্প্রদায় বাদ ক'র্‌ছেন। তাঁ'দের আত্মার সুপ্ত বৃত্তির বোধন করা আমাদের মনোরথ। পৃথিবীর যাবতীয় লোকজন, ছাগলটা, ভেড়াটা, বাব্‌লার গাছটা, বাড়ী ঘরটা, সকলের নিত্য-বাস্তব সুবিধা ক'রে দেওয়াই আমাদের মনোরথ। জীব-জগৎ Phenomenonএর প্রভু সেজে তা'তে entangled হ'য়ে যাচ্ছে কেন? আমরা কি তা'র কোন Solution পা'ব না? কিরূপে ছাগলগুলিকে, বাড়ী-ঘরকে, বাব্‌লার গাছকে লোকজনকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের কার্যে নিযুক্ত ক'র্‌তে পারি? ভারতে এই সকলের first proprietor বিশ্বীশ্বর; কিন্তু এই সকল শয়তান বা ইংরাজের আত্মা অর্থাৎ চেতনের Sole proprietor পরমেশ্বর। এখন ইংলণ্ডেশ্বরই বিশ্বীশ্বর। পূর্বে অন্যান্য ঈশ্বর বিশ্বীশ্বর হ'য়েছিলেন।

এজগতের পাঁচটা সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রক্ত, মাংস, চামড়ার মধ্যে প্রতিনিহিত বিকৃত সম্বন্ধ। এখানে বৈধ ও অবৈধভাবে নায়ক নায়িকার অবস্থান, পিতা ও পুত্রের অবস্থান, বন্ধু ও বন্ধুর সম্বন্ধ, ধনিক ও কুলিরা সম্বন্ধ! আবার নিরপেক্ষ সম্বন্ধ, যেমন মাটি খুঁড়িয়ে বাড়ী ক'রলাম, তাতে বাস ক'র্‌লাম, শীতাতপ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য বাড়ী ঘর আমাকে সাহায্য ক'র্‌ল। তা'রা আমার ঘাড়ে প'ড়ে না গিয়ে আমাকে শান্তিতে বিশ্রামস্থান দান ক'র্‌ল।

জগতের এই সকল সম্বন্ধ বহির্মুখ-চেষ্টাযুক্ত। জগৎ ভোগ কর্‌বার চেষ্টা হ'তে এই সকল আনতা ও প্রতি-বিম্বিত সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়েছে। আবার ভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা ত্যাগধর্মে আগ্রহ-বিশিষ্ট হই।

আমরা এই Phenomenonএর সঙ্গে Co-operation অথবা Non-co-operation—বন্ধু যাব কি না যাব—agreement বা disagreement ছাড়া আর অন্য কোন কথাই বুঝ্‌তে পারি না। অহঙ্কারটা হ'চ্ছে এই জগতের সহিত কারকতা, সেটা যে ভাবেই হউক, স্পষ্টভাবেই হউক বা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক। আমি ভোগ ক'র্‌ব বা আমি ত্যাগ ক'র্‌ব—এই উভয় মনোধর্মেরই প্রপঞ্চের সহিত কারকতা র'য়েছে। Cessation of conception and perception—এইরূপ ধরণের বৌদ্ধবাদ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে কৃষ্ণভজন ছাড়া আর উপায় নাই।

বৌদ্ধদের মীমাংসা হ'বে গেল বোধ-রাহিত্য, আর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ কেবলাদ্বৈত-বাদীর মীমাংসা হ'ল বোধ-সাহিত্য; কিন্তু কে বোধ ক'রবেন, কি বোধ ক'রবেন বা কা'কে বোধ ক'রবেন বা বোধ ব'লে ব্যাপারটিই বা থাকে কি,—তা'র মীমাংসা হ'ল না। একশ্রেণী ব'লছেন,—যত সাধন করা যা'বে চরমে ততই বোধ-রাহিত্যের উপলব্ধি হ'বে।

প্রভুপাদ (বোধনা-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা গিরিজাবাবুকে বলিলেন)—আপনি বোধনা-আশ্রম ক'রেছেন। বুদ্ধদেবের

গোস্বামিগণ। যাঁহারা পরোক্ষে ইঁহাদের কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান ক'রে যে উপাসনা (?) করেন, সেই উপাসনা সে পর্য্যন্তই চ'লবে, যত তাঁরা একান্তে মূঢ় হ'য়ে যাবেন। তাঁদের শেষ ইষ্টও impersonal হ'য়ে যাবেন। যাঁরা Anthropo-morphic, Zoo-morphic বা Phytomorphic dirt নিয়ে ধার্ম্মিক হওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের শেষ গতি impersonalism.

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্দিরের কার্য্য

মন্দিরের ভিতের কন্‌ক্রিট্ কার্য্য শেষ করিয়া গত [illegible] হইতে মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীল [illegible] শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের [illegible] উৎসাহ দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ

শ্রীশ্রীপঞ্চমগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গত ১৭ ফাল্গুন, ১৩৩০, ইং ১ মার্চ্চ, ১৯২৪ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে মধ্যাহ্নকালে অপরাহ্ণ বাধাহ্নিক লীলারঙ্গের শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা লীলাপ্রবিষ্ট নিত্যগৌরাঙ্গ পার্ষদ কবি ভক্তি রসানন্দ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বিরচিত শ্রীগুরু পরম গুরুদেব অশেষবিশেষকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের যে সুরম্য সমাধি-মন্দিরের উদ্বোধনকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে গত ৩০শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ নামকীর্ত্তন মুখে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান্তে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু মূলগায়কত্বে "পরমকরুণ" কীর্ত্তন হইয়াছে।

পুরীর সংবাদ

শ্রীপাদ পতিত-পাবন ব্রহ্মচারী বি, এ, পুরী হইতে গত ১৪ই জুলাই (১৯৩৪) তারিখে তার-যোগে জানাইয়াছেন :—

২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ বিপুল শোভাযাত্রার সহিত ভক্তিচন্দ্রিকে গমন পূর্ব্বক কীর্ত্তন-মুখে ভক্তিগৃহ মার্জ্জন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রতিবর্ষের ন্যায় ভক্তিগৃহ-মার্জ্জন-রহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ভক্তগণসহ শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেড়া কীর্ত্তন করেন। ২৮ আষাঢ় শুক্রবার রথযাত্রাদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বিপুল সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে শ্রীচরিতামৃত কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-লীলাকীর্ত্তন, ভক্তগণের ভাববিহ্বলচিত্তে অপূর্ব্ব নৃত্য প্রভৃতি দর্শকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ তথা শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ পুরী হইতে হরিকথা-প্রচারার্থ কটক, মাদ্রাজ, কালুপাড়াঘাট প্রভৃতি স্থানে যাত্রা করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

চিকুলিয়ায়—শ্রীভাগবতভবনানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ৯ই আষাঢ় রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ ভক্তবৃন্দ-সমভি-[illegible] মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে পুরী মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীকে লইয়া আসেন। তৎপর বিচিত্র ভোগ দিয়া প্রায় ৯শ ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামীজী তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

ময়মনসিংহে—রামাবতগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসাধিকারী মহাশয় লিখিতেছেন—গত ১০ই আষাঢ় সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীমান্ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী রামাবতগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বালিপাড়া গ্রামের কএকজন সজ্জন ব্যক্তির উদ্যোগে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দিশোর দাসের গৃহস্থিত হরিসভায় সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাবনায়—গত ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়াবাড়ার নায়ক স্থানে ডাকার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ সাহিড়ী এল-এম-এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণজী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সিংহ এম-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মৈমনসিংহ-বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সকল-নিয়ন্তমূর্ত্তি দাসাধিকারী মহাশয় স্বামীজী মহারাজ ও সভাপতি মহাশয়ের গলদেশে পুষ্পমালা বিভূষিত করেন। সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে বেড়া-নিবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে ডাকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত এল্-এম্-এস্ মহোদয় সভাস্থলে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে স্বামীজীকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করেন।

প্রচারকগণ গত ১৩ আষাঢ়, ২৯শে জুন শুক্রবার দিবস বেড়া বন্দর হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া ঐ দিবসই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সাহাজাতপুর নায়ক স্থানে উপস্থিত হন। নৌকা সাহাজাতপুর ঘাটে পৌঁছিলে তত্রত্য অধিবাসি-বৃন্দ সংকীর্ত্তন-বাহিনী-সহ স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া সাহাজাতপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হন। স্বামীজী তথায় সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ই আষাঢ় শনিবার উক্ত ঠাকুরবাড়ীতে এক ধর্ম্মসভা আহূত হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণজী প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পরে স্বামীজী মহারাজ উক্ত বিষয়ে আরও এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। সভায় শিক্ষিত পদস্থ ও ভদ্রলোক ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন।

ময়ূরভঞ্জে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ২৭শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে সঙ্ঘ-সমভি-ব্যাহারে বারিপদা গ্রামে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে "জগন্নাথ দর্শন করিবে কে?" এ বিষয়ে একটী মাতিয়ারী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামীজী ঐ দিবস রাত্রিতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের দাসবাজার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার স্বামীজী বারিপদা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সমাগত সজ্জনবৃন্দ ও ছাত্রগণের সমক্ষে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১৬ই আষাঢ় শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ হরিকথা-প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ রাজা-লুকাচারা গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত মীনকেতন দাস মহোদয়ের বাটীতে গত ১৭ই আষাঢ় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী তৎপর-দিবস বারিপদায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দাসী মহাশয়ের বাসায় গত ১৯শে আষাঢ় রাত্রিযোগে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

অতঃপর স্বামীজী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নন্দীশ্বর প্রধান মহোদয়দ্বয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঢাকায়—বিগত ১লা জুলাই রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক সন্ধ্যা ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বক্তৃতাকালে তিনি "আধিক ও পারমার্থিকভেদে দ্বিবিধ শিক্ষা, উভয় শিক্ষা-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা, আধিক শিক্ষার শিক্ষার প্রণালী, বাহন ও কর্ণধার—এই তিনটি বিষয়ে মতভেদ, আধিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার শিক্ষার মতভেদ, মূল উদ্দেশ্য ও শেষফলের কথা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পারমার্থিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, উপাদেয়ত্ব ও পরম প্রয়োজনীয়ত্ব, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", "বিদ্যা তাবদ্ভবাবধি" প্রভৃতি বেদ-পুরাণ বাক্যের তাৎপর্য্য, পৃথিবীর যাবতীয় মনীষী ও শিক্ষকগণের সকলকালে শিক্ষার সার, সংজ্ঞা ও ক্ষেত্র নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে শিক্ষার বিভিন্নরূপে নিহিত, শ্রীচৈতন্যদেবের টোলের খেলা, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনকালে রুচিশীক্ষা, দীক্ষাতে উপবেশন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দিগ্বিজয়, তদানীন্তন আবহাওয়ার মায়াবাদী ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ লীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক কিরূপ-ভাবে মনুষ্যজীবনের একমাত্র পরমার্থশিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা মানবগণকে কি ভাবে কেবল ভোগবিলাসে প্রমত্ত করাইয়া ইহ ও পরকালের পরম অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত করাইতেছে এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিসৃত "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে মানবের ইহ ও পরকালের পরমমঙ্গলের উপায় কিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে প্রভৃতি বহু বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষ বিশ্লেষণ-সহকারে শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

ঢাকার বহুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই বক্তৃতা-শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার আদ্যে ও অন্তে মহাজন-গীতাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত নিখিল দাশগুপ্ত বি-এ মহোদয় লিখিতেছেন—গত ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক "প্রগতি" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় ও নারায়ণগঞ্জস্থ বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

বক্তা বলেন—"প্রগতি" শব্দটী আধুনিক সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহার অর্থ—প্রকৃষ্ট গতি বা প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হওয়া—ইংরাজীতে যাহাকে Advancement বলা যায়। প্রকৃষ্টরূপে সকলের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অগ্রসর না হইলেই গতি (Stagnant) অবশ্য। কোন প্রাণীই এই ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই চলিতে চায়। কারণ, 'প্রগতি'ই চেতন জগতের ধর্ম্ম। কিন্তু এই প্রগতি কোন্ দিকে হইলে সার্থকতা-মণ্ডিত হয়? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বক্তা বুঝাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত 'প্রগতি' মানবের ভোগবুদ্ধিকে উস্কাইয়া দিয়াছে। কিন্তু উহাতে তাহাদের বাস্তবিক কল্যাণ সাধিত হয় না। প্রগতি যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলেই জীবের কল্যাণ। তাহা না হইলে তাহারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে।

———

কোলাপুরে—কোলাপুর হইতে ১৪-৭-৩৪ তারিখে শ্রীযুক্ত অমর ব্রহ্মচারী তার-যোগে জানাইতেছেন—

পুণায় প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি ও শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন সিন্ধিমহারাজ গত ১২ই জুলাই তারিখে কোলাপুর ষ্টেটে উপনীত হইয়াছেন। বোম্বাইর গভর্ণরবাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচিত এবং প্রধান মন্ত্রী-দ্বারা রাজঅতিথিরূপে গৃহীত হওয়ায় অদ্য (১৪ জুলাই) সন্ধ্যায় মহামান্য মহারাজবাহাদুরের ছত্রপতি স্বামীজীমহারাজ-দ্বয়ের সহিত কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করেন এবং আগামী ১৬ই জুলাই সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকায় দীর্ঘকাল সাক্ষাৎকারের জন্য স্বয়ং সময় নির্দ্ধারণ করেন। ষ্টেসনের নিকট রাজ-অতিথিশালায় স্বামিদ্বয় অবস্থান করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ১৭-৭-৩৪ তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ—শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও নেমি মহারাজ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ১৬।৭।৩৪ তারিখে কোলাপুর ষ্টেটের মহারাজ ছত্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমীপে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বাহাদুর ধীর স্থিরচিত্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্ত্রদেশ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের ভুবন-মঙ্গল অবতারের বিষয় শ্রবণ করিয়া সানন্দে প্রকাশ পূর্ব্বক বোধে গৌড়ীয়মঠের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। স্বামীজীদ্বয় রাজারাম কলেজে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া গত কল্য (ইং ১৮।৭।৩৪) প্রাতে সাঙ্গলী ষ্টেটে (Sangli) উপনীত হইয়াছেন। তথাকার মহারাজ তাঁহাদিগকে রাজ-অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া অপরাহ্ণে স্বামীজী মহারাজদ্বয়ের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ অতৃপ্তচিত্তে সাগ্রহে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। রাজ-প্রাসাদে এবং রাজ-কলেজে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহারা এক্ষণে শ্রীজুজদেওতা গণপতি টেম্পল নামক রাজ-অতিথিশালায় অবস্থান করিতেছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪১; ২৮শে জুলাই, ১৯৩৪ | ৫০তম সংখ্যা

দ্বাদশ বর্ষের পুনরাবৃত্তি

"শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ" লইয়া আমরা শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-দিনে 'গৌড়ীয়ে'র দ্বাদশ বর্ষ আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ সেই বৎসরের পূর্ণাহ্ন। একযুগকাল শ্রীচৈতন্যবাণীর পারায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার সৌভাগ্যাধিকার পাইয়া আজ আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের হাদী কৃপার কথাই স্মরণ করিতেছি।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—হরিকীর্ত্তনই আমাদের সাধন ও সিদ্ধি। সাধনে হরিকীর্ত্তন, সিদ্ধিতেও হরিকীর্ত্তন। শুধু একযুগ নয়, নিত্য চেতনের নিত্যা বৃত্তির ধর্ম্ম হরিকীর্ত্তন অনন্তকাল—অখণ্ডকাল করিতে হইবে। হরিকীর্ত্তন এমন কিছু নয়,—যাহা কোন বোঝা বা অবাঞ্ছিত আগন্তুক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ঘাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মের বোঝা কোন প্রকারে ঘাড় হইতে নামাইয়া দিতে পারিলেই পরিশ্রম ও ক্লেশ হইতে রক্ষা ও কোন না কোন আকারে পারিশ্রমিক বা মজুরী পাওয়া যায়; হরিকীর্ত্তন সেরূপ-জাতীয় বস্তু নহে। হরিকীর্ত্তন আমাদিগের উপর অনন্তকালীন কর্ম্মভোগের ন্যায় কোন দণ্ড বা বোঝারূপে চাপিয়া বসে নাই, উহা আমাদের উদ্বুদ্ধ স্বরূপের স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা, তাহাই আমাদের নিত্যত্ব, তাহাই আমাদের স্বাভাবিকতা, তাহাই আমাদের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন। এখানেই হরিকীর্ত্তনের সহিত অন্যান্য সাধন বা সিদ্ধির পার্থক্য। অন্যান্য সাধনগুলির আগন্তুক বোঝা কষ্টে সৃষ্টে কোনওরূপে ঘাড় হইতে নামাইতে পারিলেই

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা যায়—মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা উৎফুল্লচিত্তে যাহাতে নিত্য গৌড়ীয়ের নিত্য সেবায় অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

গৌড়ীয়ের দ্বাদশ বর্ষ এবং তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের আরও ৩।৪টি ক্রমিক প্রবন্ধ এখনও আমরা সমাপ্ত করিতে পারি নাই, এজন্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। যাহাতে সেই আরব্ধ প্রবন্ধসমূহ সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টান্বিত থাকিলাম।

১৮শ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে' কতকটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তিগণের তাহা স্মরণে সেই কতকটি প্রবন্ধের নামের পুনরাবৃত্তি এই সকল প্রবন্ধের তাৎপর্য্য আমাদের স্মৃতি-ম থাকায় অনেক সময় আমরা নানাপ্রকার ভোগ-ত্যাগ ও বিতর্ক করিয়া থাকি। দ্বাদশ বর্ষের গৌড়ীয়ের ১ম সংখ্যায় "পরমেশ্বর কৃষ্ণ ও অসুর কৃষ্ণ", "মঠ কোথায় ?", ২য় সংখ্যায় "মহাপ্রভুর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ?", ৪র্থ সংখ্যায় "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য", ৫ম সংখ্যায় "শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব", ৬ষ্ঠ সংখ্যায় "বাহ্য ও গোপিনাথ ভজন", ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় "বাস্তব রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেব", ১০ম সংখ্যায় "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" (ক্রমিক প্রবন্ধ), ১১শ সংখ্যায় "বেদ ও ভগবদ্ভক্তি", ১৩শ ও ১৬শ সংখ্যায় "নিত্যসেবাপরাধের মর্ম্মকথা", ১৮শ সংখ্যায় "মানবের পরম ধর্ম্ম" (ক্রমিক প্রবন্ধ), ০৫শ সংখ্যায় "শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কপিঞ্জল অধিকারী", "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম", ০৮শ সংখ্যায় "কৃষ্ণকথামৃত", ০৯শ সংখ্যায় "আনুষ্ঠিকসঙ্কল্পসেবাৎ", ৪০শ ও ৪১শ সংখ্যায় "উজ্জ্বল-নীলমণি", ৪১শ সংখ্যায় "একাদ্বিতা", "পুরীর দিনপঞ্জী", ৪৩শ সংখ্যায় "শ্রীগুরু-বিরহ", ৪৪শ সংখ্যায় 'আচার্য্যের অবদান", ৪৫শ সংখ্যায় "মঠমন্দিরাদির প্রয়াস", ৪৮শ সংখ্যায় "মঠ-বাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার", ৪৭শ সংখ্যায় "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিরহস্মৃতি", ৪৮শ, ৪৯ ও ৫০ম সংখ্যায় "ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ আলোচ্য।

এই বর্ষে আমরা নিম্নলিখিত পারমার্থিক অনুষ্ঠান ও ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের বিশেষ কার্য্যাবলী আচার্য্যের নিয়ামকত্বে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের বপুর্ব্বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে আচার্য্যের জীবন-চরিত "শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী" গ্রন্থের কার্য্যারম্ভ (১২ই আশ্বিন ১৩৪০, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, শ্রীমদ্ভাবির্ভাব-তিথি); ঘারভাঙ্গাধি-পতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর কামেশ্বর সিং মহোদয়-কর্ত্তৃক পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংবিধা-প্রদর্শনী-উদ্ঘোচন (১৪ই নভেম্বর ১৯৩৩); শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-উৎসব-সভায় অধিবেশন (সভাপতি—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহরায় কে.টি, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ১৯শে নভেম্বর ১৯৩৩); কাশীর মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ পারালাল বি-এ (ক্যান্টাব) এস্-এল্-বি, আই-সি-এস্ কর্ত্তৃক কাশীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংবিধা-প্রদর্শনী-উদ্ঘোচন (২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৩); শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তি-জ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে যাত্রা (২৪শে পৌষ ১৩৪০, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪); বিষয়-সম্বন্ধবিষয়ী স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পরমশ্রীমৎ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুরের অমাত্যবর্গ-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন ও অভিভাষণ-প্রদান (১লা মাঘ ১৩৪০, ১৫ই জানুয়ারী ; আচার্য্যের বপুর্ব্বর্ষ-পূর্ত্তি-তিথি-উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা (২১শে মাঘ, ৬ষ্ঠা ফেব্রুয়ারী) ; ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের ডেইলীমেল সংবাদে প্রকাশ যে, এতদুপলক্ষে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ঐ দিবস মহারাজ মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীল প্রভুপাদের জীবন-চরিত-সম্বন্ধে আলোচনা করেন; শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরত্নাকর মহোদয়ের অধ্যক্ষত্বে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধি-মন্দিরের দ্বার প্রভুপাদ কর্ত্তৃক উদ্ঘাটন (১৭ই ফাল্গুন, গৌরজন্মোৎসব) ; শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর জন্মস্থান চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া-গ্রামে গমন ও হরিকথা-কীর্ত্তন (২১শে ফাল্গুন, ৪ই মার্চ্চ) ; শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক যোগপীঠে শ্রীপাদ ভক্তিবিনয় প্রভুর আনুকূল্যে নির্ম্মীয়মাণ নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ; শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহাশয়ের আনুকূল্যে নবনির্ম্মীয়মাণ মুরারি-গুপ্ত-ভবনস্থ মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন (৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ) ; শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-রঞ্জিত ব্রজভোগে শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা (১৯শে চৈত্র,

২৯শে এপ্রিল); শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রদান ও 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর মাধব' নামকরণ (২৯শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল); লণ্ডনে গৌড়ীয়-মিশন-সমিতি সংস্থাপন (সমিতির সভাপতি মহামান্য মাকুইস্ অব্ নেট্‌লাণ্ড, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৪); ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা (সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এম্-এস্-সি, ১০ই বৈশাখ ১৩৪১, ৬ই মে ১৯৩৪); শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপুরুষোত্তমে হরিকথা-কীর্ত্তন (৭ই বৈশাখ ১৩৪১ হইতে ২৬শে আষাঢ় ১৩৪১); গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুর মহামান্য ঘড়-লাট বাহাদুরের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন (৩১শে মে, ১৯৩৪); আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীগোপী-গোপীনাথ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা (১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন রবিবার); শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে ভিত্তিখনন-কালে অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ১৩ জুন ১৯৩৪); বোম্বাইয় মহামান্য গভর্ণরবাহাদুরের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজের হরি-কথা-কীর্ত্তন (৩রা জুলাই ১৯৩৪)।

এতদ্ব্যতীত এই বৎসর প্রায় আর্দ্ধেক মুল্লুক নামক এক জার্ম্মাণ-বনীষী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বাস করিতেছেন। পাইওনীয়ার প্রভৃতি পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ মুকুন্দলাল বাসু-এট-ল প্রভৃতি কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান বর্ষে আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক, ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকের পরলোক-গমন-বার্ত্তার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহাদের স্ব-স্ব যোগ্যতা ও সেবার পরিমাণানুসারে তাঁহারা স্ব-স্ব যোগ্যধাম লাভ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল,—১। ভক্ত দীনেশ (শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক), ২। প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীগদাধর গোস্বামী (কটক), ৩। মীরাটের লালা রামচন্দ্র সরণ, ৪। পুরীর শ্রীমদ্ বাসুদেব রামানুজ দাস (৩রা মাঘ ১৩৪০, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪—অপ্রকটের তারিখ), ৫। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্), ৬। নদীয়ার জমিদার মহেন্দ্রচন্দ্র পালচৌধুরী (শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকারী সমিতির সহকারী সভাপতি), ৭। রামগাছির জমিদার হরিদাস সাহা মহাশয় (ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটের সেবায় আনুকূল্যকারী), ৮। ভক্ত বাবুলাল (কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক), ৯। ভক্টর এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেণো, ১০। শ্রীচৈতন্য চাটুয়ী (দাসাধিকারী (শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পশ্চিম-দেশীয় ভক্ত) ১১। কবিরাজ শিরোমণি শ্যামদাস বাচস্পতি।

বর্ষশেষে আমরা 'গৌড়ীয়ে'র পাঠক-পাঠিকা-সম্প্রদায়কে আমাদের যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা গৌড়ীয়ের মুখে শ্রীচৈতন্যবাণীর নবনবায়মান অনুরস অমৃত-ধারা পান করিয়া তাহার অনুশীলন ও জগতে তাহা বিস্তার করুন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-প্রচারে সহায়তা করিয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা-সম্পাদনে আমাদিগকে সুযোগ-প্রদান করুন, এই প্রার্থনা। আশা করি আমরা ১০ম বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র বার্ত্তা লইয়া আগামী সপ্তাহে পুনরায় সকলের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিব।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ সংখ্যার পর)

নির্ব্বিশেষবাদী ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা

নির্ব্বিশেষবাদিগণ, তথাকথিত পঞ্চোপাসকগণ যে কল্পিত মূর্ত্তিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আকাশময়ী নির্ব্বিশেষ-মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাহাতে জড় বা জড়-সংস্পর্শযুক্ত তথাতিরেকভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামিগণের মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা ও আত্মসম্ভোগ-বাদ

তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজা সম্ভোগচেষ্টামূলে উদিত। ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ অর্থাৎ 'আমার তরিবিনে কিছু চাই'—এই চারিপ্রকার সম্ভোগবাদের কোন না কোনও একটি হইলেই সম্ভোগবাদী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামি-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর অনুগত-সেবক-

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের শ্রীমূর্ত্তিসেবা অপ্রাকৃতবিপ্রলম্ভ-ভাবান্বিতা

সম্প্রদায় যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন, যে চিত্তবৃত্তিতে শ্রীমূর্ত্তি করেন, তাহাতে সম্ভোগবাদের কোনও গন্ধ বা সম্ভোগ-বিরহ দ্বারা সম্ভোগেরই প্রচ্ছন্ন-প্রতিমূর্ত্তি, তাহার কোনও স্পর্শ নাই। কৃষ্ণবৈষ্ণবগণের আরাধিত শ্রীমূর্ত্তি কখনই স্বল্প নহে, পরন্তু তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসাযুক্ত নির্মল চেতনে আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য বিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে বরাট্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই তাঁহারা অন্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবা-সুখের ধন। নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন।

বিরহ-ভাবিত চেতনের সেবিত অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি কিরূপ?

বিরহ-বিভাবিত চেতন একদিকে যেমন অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রবণ হইয়া উঠেন এবং বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া

বিরহভাবিত মুক্ত চেতনের শ্রীনামোচ্চারণের তাৎপর্য্য কি?

তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রগাঢ়তার আর্ত্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধিকারমণ রাম, হে গোপীজনবল্লভ, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নন্দসূনো, হে যশোদানন্দন, হে গোকুল-মহোৎসব!' এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসাময়ী বিরহব্যথার প্রস্রবণ-স্বরূপ।

মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণ কেশব, রক্ষ মাং,' প্রভৃতি আহ্বান বা প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, পাহি মাম্। রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।" বলিতে বলিতে দিব্যোন্মাদে ছুটিয়াছিলেন, তখন সেখানে 'রক্ষ' বা 'পাহি' শব্দ সম্ভোগবাদের উক্তি নহে। তাহা বিরহ-উদ্বর্ত্তার অভিব্যক্তি। হে কৃষ্ণ, তুমি বিরহিগণের জীবন-রক্ষৌষধি, গোপীকিঙ্করীকে তোমার বিরহসাগর হইতে রক্ষা কর! "বিরহসাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে ব্যক্তিগত সম্ভোগ প্রদান কর"—এই তাৎপর্য্যমূলেও এই উক্তি নহে। পরন্তু, হে রাধানাথ, তোমার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা তোমাকে সুখ দিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, আমরা তাঁহার সেই বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, আর তোমার বিরহ-মাধুর্য্যামৃতের এমনই ধর্ম্ম যে, যতই উহা হইতে উদ্ধারের জন্য আর্ত্তি উদিত হয়, ততই বিরহামৃত-সাগর অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, তাহার কূল নাই, তল নাই, এসবই শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত প্রেমসাগর অকূল ও অতল।"

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত নাম ও প্রেম

শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাদান—"শ্রীনাম" ও "প্রেম", তাহা কেবল কৃষ্ণবিরহের অমৃত-পারাবার-উদ্বেলন মাত্র।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপ্রাকৃত বিরহোন্মত্ত চেতনের সেবার্ত্তিব্যঞ্জক।

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সেই বিরহাত্মক মনোধর্ম্মেরই গাথা-স্বরূপ। এই জন্য শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার শেষে

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহদিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া স্বীয় পরমপ্রেষ্ঠ নিত্য অন্তরঙ্গ সখী শ্রীস্বরূপদামোদরকে বলিয়াছিলেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিতে পরমোপায়। শ্রীগৌরসুন্দর সেই

শিক্ষাষ্টক অপ্রাকৃত বিরহ-তাপিতের গাথা

বিরহ-দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ নিজ রচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ক্রন্দনমুদ্রা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্তৃক 'শিক্ষাষ্টকে' অষ্টকালীয় রূপানুগ-ভজন-রহস্য-সম্পুট-আবিষ্কার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়গণের ভজনরহস্যস্বরূপ অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাসেবার কথা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যে নিত্যমুক্ত চেতনের স্বাভাবিক বিচ্ছেদগত ভজনের অভিব্যক্তি, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'

শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে 'পদকল্পতরু' হইতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের অর্থ-নির্দ্দেশ

গ্রন্থে পদকল্পতরুর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সকল পদ অনর্থযুক্ত সাধারণের ভোগময় বা

বাস্তবীয় সম্ভোগপিপাসা-নির্ম্মুক্ত চেতনের অনুভূতি-যোগ্য

অধিকারযোগ্য না হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত মহামন্ত্রে যে অপ্রাকৃত বিরহসাহিত্যের সম্পুট সংরক্ষিত হইয়াছে—যাহা কোন দিন অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে, তাহার সামান্য নির্দ্দেশের জন্যই উপসংহারে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত হইল।

হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরি' লবে নেত্রমনে,
মোহন মূরতি মনোহর।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহা আকর্ষণ ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই।
হে হরে ধরহ হরি', শুদ্ধ-ভাব আনি করি',
কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বাঁশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি' ঘরে,
দেহ গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর।
হে কৃষ্ণ কবিতা আমি, তবুও কর্ষহ তুমি,
তা দেখি' চমক মোরে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উন্মত্ত কর্ষহ বলে,
স্থির নহে অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি', লৈয়া পুষ্পশরোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বর, হরিয়া সে সব মার,
থাক কর মনের আহুতি॥
হে হরে বদন ধর, তাহাতে যেমন কর,
অধরের যার যত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি' পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলী,
সবার সে বাঞ্ছা না রাখিলা।
হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস-আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণশ্রেষ্ঠ, মন রমণীর শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে রাম রমণভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মূরতি তনুখানি॥
হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহ প্রায় বক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেতে কল্পশত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কত দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহ করি' মন চুরে।
চৈতন্য যেমন যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণা

যিনি বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সম্ভোগসাধনার নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভীষণাদপি ভীষণমূর্ত্তি নক্র, মকর, ভীষণ, ঘড়িয়াল, অজগরের গ্রাস হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য 'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন', জগতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই চরম কথা জানাইয়াছেন, শুদ্ধভক্তির স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথিতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-পীঠায়—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণচন্দ্র-বিরহ বিনা দুঃখ না দেখি পর॥"

—এই বাণীর সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিপ্রলম্ভাত্মিকা গীতির ঝঙ্কার আমাদিগের অন্তরের অন্তঃপুরের প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-পিপাসাসমূহ বিদূরিত করুন।

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা সোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমের দাস॥

* * * *

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি মজিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কিসুখ লাগিয়া।
নরোত্তমের দাস কেন না গেল মরিয়া॥

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

যে-সকল গৌরপ্রেমোন্মত্ত মহাত্মা গত ১২ই আষাঢ় তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ বা মহাপ্রভুর আলয়ের সেবা-সৌকর্য্যার্থ মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের অর্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাঁহারা যে, শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা-ভাজন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, তালিকাভুক্ত সজ্জনগণের অনুসরণক্রমে অপরাপর সুধীগণও শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় যথাযথ মাসিক অর্থ-সাহায্যে অগ্রগামী হইবেন। তাঁহাদিগেরও সেবা ধন্যবাদের সহিত স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবা-কোষাধ্যক্ষ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সাহায্যকারিগণের তালিকা

১।	ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ বাহাদুর, আগরতলা	২৫৲
২।	শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত, কৃষ্ণনগর	২৲
৩।	সখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), কলিকাতা	২৲
৪।	মদনমোহন রায়, বাঙ্গিপদা	২৲
৫।	ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, বর্দ্ধমান	২৲
৬।	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, রাঁচি	২৲
৭।	রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী, কলিকাতা	২৲
৮।	" রামরঞ্জন সাহস্ত, কলিকাতা	২৲
৯।	শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দত্ত, কলিকাতা	২৲
১০।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস (এম্-বি), লোহাগড়া	
	নরোত্তম দাস-অধিকারী, ধানবাদ	
	বিভূতিভূষণ পাত্রা, ধানবাদ	
	পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ধানবাদ	
	যতীন্দ্রনাথ দত্ত, কালুবাথান	১৲
	জনার্দ্দন ঘোষ, সাতবেড়িয়া	১৲

১২। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র নন্দী (ভক্তিবিগ্রহ), শ্যামগ্রাম ১৲
১৩। " গণেশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ১৲
১৮। " নিবেদ্রনাথ দাসগুপ্ত, নারায়ণগঞ্জ ১৲
১৯। " পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, দার্জ্জিলিং ১৲
২০। " শ্রীশ চন্দ্র গুহ, বেনারস ১৲
২১। মহামহেশ্বর আনা, বারিপদা
২২। " নবকান্ত রায় (কাব্যতীর্থ), আসানসোল ১৲
২৩। শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী, নগর-উন্তারি ১৲
২৪। শরদিন্দুকুমার নন্দী, যাত্‌নাহা ১৲
২৫। " সুরেন্দ্রনাথ দাস, কটক
২৬। " সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, বেবগ্রাম
২৭। শ্রীযুক্তা সুভাষিণী দেবী, চক্রধর
২৮। শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠিরকুমার দাস, তুকিবন্দর
২৯। " জগদীশচন্দ্র মিত্র, খড়দহ
৩০। " ব্রজকিশোর পাঁড়ে, মঙ্গলঘাট
৩১। " রাধাচরণ গোস্বামী, মেওয়ানগঞ্জ
৩২। " সুরেনসুন্দর দাস অধিকারী, বারাই
৩৩। শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী, শ্রীধাম মায়াপুর
৩৪। " গৌরাঙ্গিনী দেবী, নৈহাটী
৩৫। শ্রীযুক্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারী ভক্তপ্রিয় ১৲
৩৬। " ইন্দুভূষণ সে, বর্দ্ধমান ১৲
৩৭। শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী দাসী, শ্যামগ্রাম
৩৮। " ঈশানী দেবী, শ্রীধাম মায়াপুর
৩৯। শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সাহা, পাটনা
৪০। " যতীন্দ্রনাথ নন্দী, শিলং
৪১। " বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
৪২। " রামচন্দ্র মহান্তি, নন্দনপুর
৪৩। " বসন্তকুমার সরকার, আরা
৪৪। " নবীনচন্দ্র ঘোষ (কবিরত্ন), চট্টগ্রাম
৪৫। শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৲
৪৬। " যদুনন্দন দাস অধিকারী, কলিকাতা ১৲
৪৭। " মায়াধীশ দাস, টিহ্ ১৲
৪৮। শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণাবিহারিণী দেবী, ঢাকা ১৲
৪৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র, কলিকাতা ১৲
৫০। " অতীন্দ্রিয় ভক্তিভূষণাকর, শ্রীধাম-মায়াপুর ১৲
৫১। শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ, দাতনি ১৲
৫২। শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর ১৲
৫৩। " অক্ষয়কুমার গুপ্ত, আগরতলা ১৲
৫৪। " বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, ডেপুটী মিল্ (হাওড়া) ১৲
৫৫। " ক্ষীরোদপ্রসাদ কর, ডেপুটীমিল্ (হাওড়া) ১৲
৫৬। " তুলসীভূষণ মিত্র, ছিনপাই (বীরভূম) ১৲
৫৭। " ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৲
৫৮। " হরিপদ দাস অধিকারী, কলিকাতা ১৲
৫৯। " সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মণিরামপুর (বারাকপুর) ১৲
৬০। " বসন্তকুমার বসু, বেড়া (পাবনা) ১৲
৬১। " সকল-নিগমমূর্ত্তি দাসাধিকারী বেড়া, (পাবনা) ১৲
৬২। " ভক্তকৃপা দাস অধিকারী, বাগবাজার ১৲
৬৩। শ্রীযুক্তা জগন্মোহিনী মোদক, কুসুমপুর (নবীয়া) ১৲
৬৪। " নির্ম্মলাবালা দাসী, চুঁচুড়া (হুগলী) ১৲
৬৫। " নবনলিনী দাসী, শ্রীধাম মায়াপুর (নবীয়া) ১৲
৬৬। শ্রীযুক্ত বাসুকেশ দাসাধিকারী ও সীতাপতি দাসাধিকারী, বল্লালদীঘী ও শ্রীধাম মায়াপুর ১৲
৬৭। " নবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারী সাধ্‌দিয়া (মেদিনীপুর) ১৲
৬৮। " যতীন্দ্রনাথ মহাপাত্র, কলিকাতা ১৲
৬৯। " ভূদেব দাস অধিকারী বল্লালদীঘী (নবীয়া) ১৲
৭০। " সুরসুনিবন্ধা দাস অধিকারী, মেওয়ানগঞ্জ ১৲
৭১। " সুরেশচন্দ্র সিংহ, ধানবাদ ১৲

প্রচার-প্রসঙ্গ

কুমিল্লায়—শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক অহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ভজনসহ কুমিল্লায় গৌরবাণী প্রচারের জন্য আগমন পূর্ব্বক স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্, এ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ৮ই জুন ১৯৩৪

শুক্রবার হইতে সুপ্রসিদ্ধ মহেশ-প্রাঙ্গণে বহু শিক্ষিত-জন-মণ্ডিত সভায় "সনাতন ধর্ম" সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাদ্বয় দার্শনিক বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় বলেন—শ্রীগৌড়ীয় মঠের পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারের ফলে বহু মনীষী আকৃষ্ট হওয়ায় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সুবিমল ভক্তিধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ দেশের ও সকলের গৌরবের বস্তু হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন, বাঙ্গালার এতদ্ বিশিষ্ট ধর্ম শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক পাশ্চাত্যে প্রচার হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিকট ঋণী। তিনি পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণ-চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তৃতীয় দিবস পণ্ডিতজী ছায়াচিত্রে গৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারফলে বিদেশ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অপসম্প্রদায়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই প্রশমিত হইয়া আসিতেছে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। চিত্র-দর্শনে ও বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। কএকদিন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত নাম গুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মুন্সেফ; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত তালীবর সরকার এম্, এ, প্রফেসর; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সরকার বি-এ, হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুক্ত হরি নারায়ণ বসুনন্দায় এম্-এ, অ্যাসিষ্টাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত নিয়োগী বি-এ, অ্যাসিষ্টাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার জেলা স্কুল; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, টিচার জেলা স্কুল, শ্রীযুক্ত ওয়াট্রেলিং স্কুলের হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন বি-এল; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল, তালুকদার; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল; পরতত্ত্ব-লেখক; শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা বি-এল, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ বি-এল; শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দাস বি-এল; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি-এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল মোক্তার; শ্রীযুক্ত মুকুন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেন সেরেস্তাদার; শ্রীযুক্ত প্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেড্ ক্লার্ক টাপারা কালেক্টরেট; এইচ সি নন্দী হেড্ ক্লার্ক ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিস; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু অবসর-প্রাপ্ত অ্যাকাউণ্টাণ্ট্ টাপারা কালেক্টরেট; শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত মিত্র; শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাল বি-এ; শ্রীযুক্ত নিশ্মলেন্দু গুপ্ত অ্যাকাউণ্টাণ্ট্ পুলিস অফিস্ প্রভৃতি।

অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার ভবনে ব্রহ্মচারীজী একদিন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অবসরপ্রাপ্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর মহাশয়ের আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী তাঁহার সুরম্য প্রাসাদে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "নববোগেন্দ্র-সংবাদ" পাঠ করেন।

স্থানীয় পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় বি, ই, মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাঙ্গালোরে বহু গেজেটেড্ অফিসারের সমুপস্থিতিতে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অম্বরীষ-চরিত্র" পাঠ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশগুপ্ত এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত যাদবলাল মুখোপাধ্যায় সাব্‌জজ্, শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু মৌলিক সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মুন্সেফ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার কর সাব্ ডেপুটী কালেক্টর; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, সুপারি-টেণ্ডেণ্ট্ টেক্‌নিকাল স্কুল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সোম, কণ্ট্রাক্টর; শ্রীযুক্ত কিতীশ চন্দ্র রায় ক্লার্ক জেনারল পোষ্ট অফিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইঞ্জিনীয়ার বাবুর আহ্বানে তৎপরদিবস তাঁহার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্র-যোগে "শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা হয়। ইঞ্জিনীয়ার বাবু প্রচারের জন্য যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুত মদনমোহন পাল বি, এ; শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত মিত্র, শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ রায় মার্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র মৌলিক প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তির গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাল বি, এ; শ্রীযুক্ত শ্যামকীনাথ সরকার বি, এ, হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্, এ, প্রিন্সিপাল; শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সোম, কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি কুষ্টিয়ার প্রচারে সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতায়—গত ১৮ জুলাই, ১৯০৪ বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সুবিখ্যাত কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট মিঃ ও, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের কলিকাতা ১১এ শাঁখারীটোলা লেনস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মিঃ মুখার্জ্জী ও তাঁহার পরিজনবর্গ এবং রায় সাহেব প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অ্যাসিষ্টাণ্ট্ কমিশনার অব্ পুলিস প্রমুখ বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করেন।